

সংখ্যা-২-৪



CUK-H01928-5-P36

নবম বর্ষ \* দ্বিতীয় সংখ্যা

১৩৬৪



## ॥ সূচীপত্র ॥

|                           |             |                       |    |
|---------------------------|-------------|-----------------------|----|
| পত্রাস প্রসঙ্গ            | ॥ প্রবন্ধ ॥ | হীবেজনাথ মুখোপাধ্যায় | ১  |
| সে তুং-এব কবিতা           | ॥ অনুবাদ ॥  | বিষ্ণু দে             | ১১ |
| সমস্যা                    | ॥ প্রবন্ধ ॥ | ভবানী চৌধুরী          | ১৪ |
| স্বাভাবনা                 | ॥ কবিতা ॥   | নীরবেজনাথ চক্রবর্তী   | ৩৩ |
| ব্রাহ্মবৈষ্ণব : প্রার্থনা | ॥ " ॥       | অসিতকুমার             | ৩৪ |
| তুং                       | ॥ " ॥       | বীবেজনাথ বক্ষিত       | ৩৫ |
| তুমি                      | ॥ " ॥       | গোব পাল               | ৩৬ |
| চাঁদ                      | ॥ " ॥       | গোপাল ভট্টাচার্য      | ৩৭ |
| স্বপ্নীয়ের সনেট          | ॥ অনুবাদ ॥  | দেবতোষ বসু            | ৩৮ |
| নব সমস্যা ও সমাজ          | ॥ প্রবন্ধ ॥ | শান্তি বসু            | ৪০ |
| অশ্বরী                    |             | আশীষ বর্মণ            | ৬১ |
| ব মিলাতে                  | ॥ নাটিকা ॥  | মদনমোহন গোস্বামী      |    |



॥ মূল্য : প্রাক টাকা ॥

সম্পাদক : শান্তি বসু ও আশীষ বর্মণ

মানসী প্রেস, ৭৩, মাণিকতলা স্ট্রীট, কলিকাতা থেকে  
আশীষ বর্মণ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



## বলিদীপ

অচলা ভক্তি আর উজ্জ্বল  
আশ্চর্য খিলনফোড়ি  
মন্দিরের সেপে এমন দিন  
যেদিন কোনো উৎস  
নাচগান  
নাচিয়েছেন সাজসজ্জাও  
হতো। লাল, নীল আর  
জবির কাজ নরী  
কমকানো যুকুট। বিখ্যা  
মাজ আনো মোহনীর  
পৃথিবীতে রত বিচিত্র  
অন্ত নেই



যেখানেই যান সেখানেই গোন্ধেরক পারবেন  
আর গোন্ধেরকর চেয়ে ভালো মিথারকট  
কোথায় পারবেন P

# আহিভ্রুপ

স্থাপিত ১৩৫৫

নবমবর্ষ : তৃতীয় সংখ্যা

—১৩৬৫—

## ॥ সূচীপত্র ॥

|                            |             |                        |    |
|----------------------------|-------------|------------------------|----|
| ভবিষ্যত                    | ॥ কবিতা ॥   | বিষ্ণু দে              | ১  |
| সেত ও সোভিয়েট জিজ্ঞাসা    | ॥ প্রবন্ধ ॥ | অশোক সেন               | ১১ |
| তা ॥                       |             | শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায় | ৭৪ |
|                            |             | শিবশঙ্কু পাল           | ৬৫ |
|                            |             | শক্তি চট্টোপাধ্যায়    | ৪৬ |
|                            |             | বীবেক কুমার গুপ্ত      | ৪৭ |
|                            |             | সামসুল হক              | ৬৮ |
|                            |             | মানস বায় চৌধুরী       | ৪৯ |
|                            |             | শোভন সোম               | ৫০ |
| প্রকৃতি ও সমাজ ॥ প্রবন্ধ ॥ |             | শান্তি বসু             | ৫১ |
| পরিচয়                     |             | অদেশ সেন               | ৭৯ |
|                            |             | সলিল গঙ্গোপাধ্যায়     | ৯২ |



॥ মূল্য : এক টাকা ॥

সম্পাদক : শান্তি বসু ও আশীষ বর্মণ

মানসী প্রেস, ৭৩, মানিকতলা স্ট্রীট কলিকাতা-৬ থেকে

আশীষ বর্মণ কর্তৃক প্রকাশিত ও মুদ্রিত

# নিবুঝ গাঁয়ে প্রাণের সাড়।



চতুর্দশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক  
বাংলার হুদকাওযান নগরে এসে  
সমৃদ্ধি দেখে বিস্মিত হন। তিনি উ  
বলেন, “এত সম্ভাষ জিনিষপত্র আর  
আর কোথাও দেখিনি!” হুদকাও  
বাংলার প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র হি  
লাভ করে। অনেকের মতে হুদ  
সাতগাঁও বা সপ্তগ্রামেরই নামান  
হুদকাওযানেরই পার্শ্ববর্তী আর  
সে আমলে খুব সমৃদ্ধিশালী হ  
জাযগাটির নাম তখন ছিল শা  
পরে হয় সাহাগঞ্জ।

পতুগীজ আগমনের সঙ্গে স  
ব্রাস পাওযায় এই সব বর্ধিষ্  
কেন্দ্রগুলি ক্রমে কতগুলো ন  
পরিণত হয়।

১৯৩৬ সালে ভাগীরথীর তীরে  
বিরাট কারখানার গন্তনের স  
সাহাগঞ্জের যুগ আবার ভাঙলো  
সেই থেকে বহু বহুরের মধ্যে  
কারখানা দ্রুতগতিতে বিস্তার ল  
সাহাগঞ্জে এশিয়ার এই বৃহত্তম  
কারখানায় আজ দিনের শুরু হ  
স্পন্দনে ও বানবাহন চলাচলের।

ডানবপ রবার কোম্পানি (ইন্ডি



# আবিষ্কার

স্থাপিত ১৩৫৫

শাব্দীয় : ১৩৬৫ : নবমবর্ষ : চতুর্থ সংখ্যা

## ॥ সূচীপত্র ॥

॥ কবিতা ॥ বিষ্ণু দে ১৫

দেখিনি

দ্যোপাধ্যায়

সেব প্রসংগ

॥ প্রবন্ধ ॥

শান্তি বসু

৩

অসীম বায়

৩৬

জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

৩৮

পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য

৩৯

বীবেক কুমার গুপ্ত

৪০

শিবশঙ্কু পাল

৪০

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

৪১

ফণিভূষণ আচার্য

৪২

কমলেশ চক্রবর্তী

৪৩

আবুল কাশেম বহিমউদ্দীন

৪৪

মানস বায় চৌধুরী

৪৫

ভেবক ( বিষ্ণু দে )

৪৬

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

৭৫

উৎপল কুমার বসু

৭৬

বঞ্জিত সিংহ

৭৬

নবনীতা দেব

৭৭

শংকর চট্টোপাধ্যায়

৭৮

বিনয় মজুমদার

৭৮

পবিত্র চক্রবর্তী

৭৯

মৌন

॥ অনুবাদ গল্প ॥

গ ॥

শ শতাব্দীর জাগরণ

এবং ব্রাহ্ম সমাজ

॥ প্রবন্ধ ॥

নবেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

৮০

সাম্প্রতিক বাংলা উপত্যাস

ভবানী চৌধুরী

৯১

অশোক সেন

৯৮

স্বদেশ সেন

১০৩

বোধায়ন চট্টোপাধ্যায়

১০৭

অনিন্দ্য দত্ত

১১৩

সম্পাদক : শান্তি বসু ও আশীষ বর্মণ

শব্দের নিশিৰ তেজা ধানের শীষে

আর মাটিব নবল বুকে যে কন্যাপীর

। পদচিহ্ন অঙ্কিত হয়

তলই বোমল হয় মহালয়ার—

কোজাগরী পূর্ণিমায তিনিই তো

আলোকসন্ধ্যা।

মহালয়ার হাঙ্গ মুহূর্ত থেকে

কোজাগরী পূর্ণিমায শেষ যাম

যে কন্যাপদম পদচিহ্নে স্নানিত

তা' আজ নহু জনপদ ও গ্রামতৰ অতিথ্য হবে

দিক থেকে দিগন্তে প্রসারিত।



P 36,238

॥ সাহিত্যপত্র ॥

নবম বর্ষ : প্রথম সংখ্যা

শ্রাবণ-আশ্বিন : ১৩৬৪

5

## শতমুখ নদীখাড়ি সমুদ্রপাহাড়

বিষ্ণু দে

ব্যক্তির বয়স বাড়ে দিনে দিনে বহুবে বহুবে,  
পৃথিবীর আকাশের সময়ের পবিত্রতা দীর্ঘায়িত থেকে যায়,  
এই জানা ছিল এতকাল। আজ দেখি আমাবই মতন  
আকাশ জবিষ্ণু শাদা, ভাবি এতকাল  
আনন্দে আনন্দে মন বেঁচেছে কেমন,  
প্রচুব আনন্দে, আব বিচিত্র বহুধা  
আনন্দে বেঁচেছে মন, প্রকৃতির মতো, দুঃখে স্তখে  
শুদ্ধ প্রকৃতির মতো। আনন্দিত বহুবে বহুবে  
গাছে ঘাসে ক্ষেতে মাঠে বাগানে প্রান্তবে বনে  
পাহাড়ে সমুদ্রে আব নদীতে দীঘিতে  
আকাশে আকাশে নিত্য গ্রহবে গ্রহবে,  
শুদ্ধ প্রকৃতির মতো, আনন্দই দিয়েছে বসুধা,  
মনে মনে, ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়ে, একা একা, নিস্তর মুখব,  
কিংবা দুই চাব প্রিয়জন অথবা প্রিয়াব  
সাহচর্যে, গান বই ছবিব আনন্দে উপলব্ধ।  
অথচ জীবনে আজও মেলে না আনন্দ  
ইংবেজি অথবা দেশী জীবনে যে একা নই,  
সে কথা কি একদণ্ড ভোলা যায় ?

প্রায় সকলেই জীবিকার বাজাবে বাজাবে ক্রীতদাস,  
 চতুর্দিকে দাসত্বের গ্লানি, আজও চতুর্দিকে দাব বন্ধ,  
 যদিও মর্খাদা আজ দুবেব আকাশে আসন্নসম্ভবা,  
 এখনও জীবনে ব্যাপ্ত দাবিত্র্য, অস্বাস্থ্য, অপমৃত্যু,  
 অসত্যের অত্যায়েব নানা বিভীষিকা,  
 একদিকে অকর্মণ্য নানা খেলা, মৃত্যুময় অহমিকা,  
 অতৃদিকে অনাহাব, অধাহাব ;  
 জীবনের পৃথিবী কি এবা চায় হ'য়ে যাক্ ভিক্ষুক বিধবা,  
 আকাশ কি এবা চায় মকতুমি উন্মাদ লিআব ?  
 আমার বয়স হ'ল, মৃত্যুব গোধুলি ছাড়া  
 জীবন ও মন আজ এ জীবনে মিলবে কি আর ?

\*

এখানে চেমনা টোঁড়া বৃথা ভাবে তাবা বিষধব,  
 শ্রীযুক্ত শ্রীযুক্তাদেব ডুগডুগি বাঁশীব একী খেলা,  
 শৈশবে দেখেছি পথে খেলা কবে ভালুক বানব,  
 এখনও শিশুবা দেখে মুগ্ধ চোখে ছুদণ্ডেব মেলা ।  
 কিন্তু কাব ভালো লাগে বর্ষে বর্ষে দণ্ডবে দণ্ডবে  
 অমুকেব ভাণ্ডে ছেলে তমুকেব ভাতুপুত্রী টোঁড়া  
 দেশেব দুর্ভাগ্য নিয়ে খেলে যাবে নির্বোধ স্বাক্ষরে,  
 মুকুন্নিব জোবে ভাব যেন শঙ্খচূড় চন্দ্রবোড়া !

\*

না, আমাব মনে হয়  
 আশা আছে,  
 যুবেছি অনেক গ্রামে কিছু বা শহবে,  
 বেঁচেছি অনেকদিন,  
 আশ্চর্য কবেছে বাব বাব  
 কুঁড়ে কোঠা মন্দির মসজিদ কেলা মাঠ ক্ষেত সমুদ্র পাহাড়  
 এদেশেব মর্মভেদী অন্তবদ্ধতায়,

প্রক্বেব স্পন্দনে অনেক নদীব ছন্দ  
 ভাঁটায় বতায় সমানে তুলেছে ঢেউ  
 চৈতন্যেব বৈমায়িত পাড়ে পাড়ে ।  
 তাই তো বিশ্বাস আশা  
 মাঠেব আকাশ যেন মর্মে মর্মে নীল,  
 মবিয়া গর্বেব জোবে,  
 এদেশেও হবে জানি এদেশেই আমাদের রাজি হবে ভোব ।

আজ বটে অবাস্তব বিপবীত অশুভ বুদ্ধিব জয়-জয়,  
 আজ শুধু ভবঘুরে ডাকঘব মুদ্রাব বিপ্লব-ব্যঙ্গ  
 মানুষ্যের হাতে দেয়, অসহায় হাহাকাবে  
 জনতাব ট্রেনে আজ সিনেমাব শীতল উৎসবে কঠিন ঠাট্টায়  
 মানুষ্যেব যাতায়াত পশুর ভিডেব চেয়ে পরাধীন ;  
 এদিকে রাস্তায় লোক ঘব পাতে, বস্তিতেও ঠাঁই নেই,  
 অথচ জিরাফ ওঠে নয়াবাড়ী আকাশে তাকায় নির্বোধ তামাসা,  
 মনে হয় মানুষ্যের আশা নেই,  
 এই দেশে ভাষা নেই সাধাবণ মানুষ্যেব ।

অথচ এ-দেশে ইতিহাস দৈত্যযুদ্ধ চিবকাল  
 শক্তি-শান্তি মালিকে-মানুষ্যে,  
 অবাস্তব বাগ্মিতায় সেই সত্য বাবেবারে  
 গোণ মনে হয় আজ দিল্লীতে বা কলকাতায় ।  
 অথচ সবাই জানে মূর্খেই ভাবতে পাবে  
 এই মর্ত্য পৃথিবীতে শক্তিধর শুধু বুদ্ধি কীর্তির মালিক,  
 কীর্তির ভাস্কর যাবা কীর্তিব মজুব যাবা তারা নয়,  
 ভাবে মানুষ্য নগণ্য ভাবে মানুষ্য গডেনি  
 সংঘাতে সংবাগে ।  
 নির্বোধ নিষ্ঠুর ! ভাবে মানুষ্যের সত্য নেই  
 সবার উপরে আসমুদ্র হিমালয় এই দেশে বাংলায় মালাবারে ।

আমবা দেখেছি দেশ দেখেছি মাল্লষ পাবে  
 দেশেব মাল্লষ দেশ আমাদেব আমবাই দেশ,  
 বাসুকিব শক্তি ধবি,  
 কুঁড়ে কোঠা মন্দিব মসজিদ্ কেলা বাঁধ সাঁকো  
 যাঠ ক্ষেত আমবাই, আমাদেব বাক্তি হাঁড়ে সমুদ্র'পাহাড় ।

তুলে ধবো বাসুকিব ঘাড ॥

\*

আমাব স্মৃতির মর্মে আহত ববিব প্রতিভাব  
 অবাক মনেব অগোচব  
 তবু স্মৃতিধব সমগ্র সভাব ছুনিবাব আনন্দ সঙ্গত ।

কলকাতাব নিশ্চিতি ঘুমেব মধ্যে ঘুমুওব টানে  
 রাত্রিব মায়াব শুদ্ধ প্রশস্ত উদাব পথে  
 জীবনেব সচ্ছল ময়দানে  
 নিস্তর্র বাডীব ছায়া পাশে ফেলে,  
 মনে হ'ল চ'লে গেছি অথবা এসেছি  
 ঘরমুখোব টানে সেইকালে,  
 যেখানে সমস্ত আণবিক অতীতেব স্বপ্ন মিশে যায়,  
 সেই দেশে যে দেশে সন্তত এ দেশেব পৃথিবীব  
 দীর্ঘ ইতিহাস,  
 আমাদেব হৃদয়েব গ্রানিটে যে গান  
 ইতিহাস গড়েছে ভাস্কব সভায় সভায় মানবিক  
 সৎলগ্ন অথচ অন্তহীন আমাদেব ভবিষ্যতে ।

তাই অসঙ্গত ময়দানেব ঘুম পাশে বেথে  
 ঘুমু' বাডীব ভিড পাশ কেটে বেকে  
 ঘরমুখোব বেগে চলি,

আর কানৈব গভীবে বাজে মনৈব অতলে  
 তূর্ধে বাশবীতে আব নাকাডায়  
 বেহালাব দীর্ঘ লয়ে ভিয়োলার অস্থিব স্পন্দনে  
 চেলোব গম্ভীর ছন্দে সেদিনেব সজল আলোয়  
 গ্রাৎসিয়াব লাবণ্যেব সহিষ্ণু দূবতা ।  
 সজল পথেব ক্ষিপ্ৰ আভাব ইম্পাতে বেগেব বন্ধনে  
 মুহূর্তেবা মূর্তি ধবে সঙ্কীতেব চিন্ময় ত্রিকালে,  
 স্থানৈব বিশেষ বিখে,  
 আব, মনে হয় অর্থময়তার কঠিন প্রসাদে ঘবে ঘবে  
 ভ'বে দিলে অর্থহীন সাম্প্রতিক জীবনেব গ্লানি ও মূঢ়তা,  
 মৃন্ময়ীব মধ্যবাত্রে, নিশিভোবে কর্মময় সকালে বিকালে,  
 কলকাতাব এসফণ্টেই আনন্দেব রূপান্তবে  
 চৈতন্তের উন্মুখব অশ্রুব আভায় ।

\*

আমাদের পাহাড়েব শুকনো হাহাকাব  
 রুক্ষ পৃথিবীব, অশ্রহীন,  
 মাটিতে ফসলের নিয়ত চেষ্টাব  
 সাধনা আমাদের বাজ্রদিন ।  
 আমরা চাই জল বাষ্পময় বায়ু ।  
 আমরা মানবিক অর্ধমানবিক  
 লডায়ে অস্থিব, যদিও ভুলি দিক  
 ক্ষণিক সেই ভুল, ঢেলেছি সাবা আয়ু :  
 পাহাড়ের পাথরেব মর্ম থেকে কবে  
 তুলব জীবনেব স্বচ্ছ জল,  
 শুকনো হাওয়া কবে মেছুর বৈভবে  
 নামবে বেড়া ভেঙে হাজাব ঢল ।

ক্ষুব্ধাব পথে যেতে যেতে  
 প্রত্যাহেব যাত্রাব সঙ্কেতে  
 কঠিন মননে উঠি মেতে,  
 ভাবি তুমি আমাব অতিথি ।  
 ক্লান্ত তুমি পথেব ধুলায়,  
 তাই বুঝি কবি হায় হায়,  
 অক্লান্তেব লোভ যে ভুলায় ।  
 আমাব কাননে ছাষাবীধি,  
 তুমি এসো চিহ্ন দেবে এঁকে  
 গাছগুলি তোমাকে প্রত্যেকে,  
 স্বচ্ছ জল তুলি বাপী থেকে,  
 পট্টবাস খুলি বাঁপি থেকে,  
 তিলকবেথায় কাটি মিঁথি ।  
 এইবাবে পূবেছে সাধনা  
 ধন হল দীর্ঘ আবোধনা,  
 কেন্দ্রীভূত সংহত যন্ত্রণা,  
 যুগান্তে কি এল জন্মতিথি ?  
 তোমাকে প্রত্যক্ষ ক'বে পাওয়া  
 আজীবন শুধু চেয়ে যাওয়া ।

জাগো জাগো নিঃশ্ব উপবাসী,  
 ভেঙে দাও অভাব শৃঙ্খল,  
 গর্জে ত্রায় বিদ্রোহেব বাণী,  
 ছিন্ন হোক যুগব্যাপী ছল,  
 চূর্ণ কবো জীর্ণ সংস্কার,  
 জাগো জাগো ওঠো জনগণ,  
 দূর কবো সব অত্যাচার  
 জীবনমরণ ক'বে পণ ।



রাতেব অন্ধাবে দিনেব হীবাতে  
 কঠিন আকাশেব পাহাডে প্রদাহে  
 দন্ধ বালুচবে স্তম্ভ প্রবাহে  
 পাবব শ্রাবণেব মায়া কি ক্বেবাতে ?  
 অথচ পাণ্ডুব কক্ষ আকাশেব  
 তলায় চেয়ে থাকে হালুকা বাতাসেব  
 একটু ছোঁয়া লেগে ফুলেব সাতনবী  
 গন্ধে বঙে ভবে হৃদয় মবি মবি !  
 আকাশে কেন চাও নিজেব তুলনায়,  
 কেন যে গ্রীষ্মেব অজেয় ফুল নও !

যে ব্যথায় আমি জর্জব  
 চোখে জল নেই সে ব্যথায়  
 সে ব্যথায় শুধু মহাভয়  
 হাবাব আস্থা নির্ভব  
 যত কিছু আশা আশ্বাস ।  
 যতই পাকাক নাগপাশ  
 তবু তো এ নয় মবণেব  
 গোপন ছোবল, শোক নেই  
 এ ব্যথায় নেই কাদাজল  
 হেলে ঢোঁড়া কেঁচো জ্যোৎস্না নেই ।

এ জীবনে তোমাব আমাব  
 বেঁচে থাকাটাই আকস্মিক,  
 জঙ্গী পথে সবাই পথিক,  
 সকলেবই এক খোলা দ্বাব ।  
 আজ ভেদ এক শুধু পথে :  
 নিবুদ্ধিবা এদিকে নিডবিড,  
 অন্ধদিকে একাকাব ভিড—  
 সমুদ্র যে মেলাবে পর্বতে ।

সূর্যে আজ আনত পাহাড়  
 এদিকে পাথর গড়ে হাড়—  
 অগস্ত্যের ফেবা হবে নাকো  
 বিদ্য। যত আশা ক'বে থাকো।  
 অনিবার্য ক্রান্তিতে গম্ভীর  
 সমুদ্রের বেগে হিমালয়  
 উৎসাবিত নবাগত বীৰ,  
 পবাবর্তে নেই পবাজয়,  
 ধৈর্যে সে যে শ্রমিকের মতো,  
 'সহিষ্ণু সে প্রাণের গ্রানিটে  
 মাটির মজ্জায় তাব ভিটে  
 একদিনে বর্ষ গড়ে শত।  
 আজ হোক হিমশিলাপাত  
 বিদ্য হোক বিন্দু বিন্দু ক্ষয়,  
 এ জীবন তোমাব আমাব  
 এ জীবনে জীবন অক্ষয়।

\*

মোহানাব মুখে নয়, বিহাবে বাংলায় বাঁধে নয়, সমগ্রের স্রোতে,  
 কিংবা স্রোতের অভাবে, পাহাড়ের উৎস থেকে দীর্ঘ ব্যাপ্ত  
 আমাদের দুর্ভাগ্যের ভিত্তি জেনো গোটা ইতিহাসে,  
 সিপাহী বিদ্রোহে নয়, বিদ্রোহের ব্যর্থ প্রয়োজনে,  
 নবাবী স্বর্ধাস্তে আব সাহেবীর কালো সূর্যোদয়ে  
 কলকাতায় জন্মগ্রস্ত আমাদের সস্ত্রাসে সংশয়ে,  
 বিদেশীর কবন্ধ শোষণে বিবাত দেশের  
 ছত্রভঙ্গ বিশৃঙ্খল যুগের মিশ্রণে এলোমেলো অদলবদলে,  
 ঐশ্বৰ্যে না, সাম্রাজ্যের কুস্তীপাকে বহুক্ষতিপূরণে  
 নানান সজ্জায়, তাই ধনীদ্বিধের যোগ  
 এ দেশে হ'ল না, ছোটোখাটো বেনিয়াব বণিকের

অবশ্য উদ্ভব হ'ল, উদ্ভাস্তব বিস্তাবও হ'ল  
 ব্যাপক গভীৰ, তাই গান্ধীজিৰ বামবাজস্বেৰ  
 স্বপ্ন থেকে গেল মবীচিকা, ধনিকেৰ দায়ে  
 দ্বিভ্ৰেব হ'ল না কিছুই ৰূপান্তৰ, সংখ্যা বা বিখ্যাসে ;  
 অনাবাদী ভূমি-দান হ'য়ে গেল গৰু মেবে জুতা দান প্ৰায় ;  
 দ্বিভ্ৰেব অছিবাদ ভাবতেব অৰ্থেব অনৰ্থে  
 জন্ম থেকে অসম্ভব, সাম্ৰাজ্যেব আন্তাকুঁড়ে নিজবাসভূমে পববাসে  
 সে কোন কুকুৰ বলো' অগ্ৰদেব অছি হবে যন্ত্ৰেব মালিক ?  
 তাই একদিকে অনাবৃষ্টি এবং মডক,  
 অগ্ৰদিকে বহা আব মাবী আমাদেব নিত্য সঙ্গী,  
 এদিকে অভাব আব অগ্ৰদিকে অপচয়  
 কখনও বা লোভেব স্বেচ্ছায়, কখনও বা অকৰ্মাব অনিচ্ছায়—  
 এই আমাদেব ছবি, বুৰ্জোয়া বিকাশে  
 লাভে আব লাভেব দায়িত্বে আমাদেব দেশ  
 ল'ড়ে গ'ড়ে চলেনি অনেকদিন, কয়েক শতক ।  
 আজ তাই সকলেব পাহাড় খোঁজাব পালা  
 সময়েব চুড়ায় চডাব, সাধাবণ্যে সমুদ্রে ডোবাব, পাহাড় গডাব,  
 সঙ্গীত যেমন গড়ে স্বৰ পবম্পব, সেই ভাবে  
 সমগ্ৰেৰ সমতলে, মোহানাব মুখে, যেমন গড়েছে  
 মালাবাব উপকূলে শতমুখ নদীখাড়ি সমুদ্ৰ পাহাড় ॥

বৃহত্তর জীবন ধারায় মানব বিবর্তনের প্রকাশ সামাজিক বিজ্ঞানে। সামাজিক বিজ্ঞান ও বিবর্তনে ঐতিহ্যে ভূমিকা বিশিষ্ট। মানুষ কোনও ঘটনা স্বরণ কবে বর্তমানকে উপলব্ধি কবাব প্রয়াসে ও ভবিষ্যতেব পুনর্নির্মাণেব আকাঙ্ক্ষায়। এই আকাঙ্ক্ষাব আবেগই ঐতিহ্য সৃষ্টিব প্রেবণা। ইতিহাসেব প্রথম সৃষ্টি আলোচ্য প্রেবণাতেই। আদিম এবং বর্বব সমাজেও কোন কোন ঘটনাকে স্বরণীয় কবাব প্রয়াস লক্ষ্যণীয়। স্মৃতবাং যে কোন ঐতিহাসিকেব পদ্ধতিতে সমাজকপ ও ঐতিহ্যেব ভিত্তিতে স্বরণীয় ঘটনাবলীবি বিচাব আবশ্যিক। ঐতিহাসিকেব প্রধান কর্তব্য ইতিহাসেব গতি ও প্রকৃতি বর্ণনা। গার্ডন চাইল্ডেব বক্তব্য—“It should be the historian’s business to disclose an order in the process of human history”—আমাদেব দেশেব ঐতিহাসিকেব, বিশেষ কবে, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দেব অভ্যুত্থান সম্বন্ধে, মনে বাখা উচিত। সাধাবণভাবে আমাদেব দেশেব অধিকাংশ ঐতিহাসিক ইতিহাসেব ঘটনা বিশ্লেষণে বিদেশীয় ঐতিহ্য অনুসরণ কবলেও যথেষ্ট সমাজ-চেতনাব পবিচয় দেন নি, স্মৃতবাং ইতিহাস হয়েছে অনেক ঘটনাব নির্ঘণ্ট—উদ্বেগুহীন। সামগ্রিকভাবে আমাদেব সমস্ত অতীত ইতিহাসেব পুনবালোচনা আজ প্রয়োজন।

এ দেশেব অনেক পণ্ডিত সিপাহী যুদ্ধেব জাতীয় চবিত্র সম্বন্ধে সন্দিহান, অথচ তাঁরাই সাম্রাজ্যবাদেব আওতায জাতীয়তাবোধ বিকাশেব বিশেষ বীতি সম্বন্ধে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন মনে কবেন। তাঁবা একটি স্থিবি জাবগায় দাঁড়িয়ে দর্শন কবেন পাবিপার্থিকে, পাবিপার্থিকেব যে কোন ভূমিকা থাকতে পাবে ইতিহাসে একথা এড়িয়ে যান, ফলে সিদ্ধান্ত হয় একদেশদর্শী, সংকীর্ণ, তাত্ত্বিক অথবা বোমার্ভিক। ঔপনিবেশিক দেশে জাতীয়তা বোধেব উন্মেষ দেখা যায় প্রধানত বিদেশীয় শাসন অথবা প্রভাবেব বিবোধিতায়। সাম্রাজ্যবাদ নিজ জাতীয় স্বার্থে সৃষ্টি কবে তাব তাঁবেদাব শ্রেণীবি, যাদেব অস্তিত্ব নির্ভবশীল সাম্রাজ্যবাদেব অস্তিত্তেব উপব, ফলে সেই সমস্ত শ্রেণীবি স্বকীয়তা স্বাধীন চিন্তায় কপান্তবিত হয় না—এক অন্ধ চক্রে ঘূবপাক খায়।

ঔপনিবেশিক দেশেব নিজস্ব শ্ৰেণী-সংঘাত সাম্ৰাজ্যবাদেব প্ৰতিঘাতে নতুন  
ৰূপ পায় এবং শ্ৰেণী চৰিত্ৰেব ৰূপান্তৰ ঘটে।

ভাৰতবৰ্ষে প্ৰাক্-ব্ৰিটিশ যুগেব সামাজিক ব্যৱস্থা সামন্ততান্ত্ৰিক; কিন্তু  
ভাৰতীয় সামন্তবাদেব চেহাৰা ইউৰোপ থেকৈ পৃথক এবং এ পাৰ্থক্য নিয়ে  
বিশদ আলোচনা হওয়াব প্ৰয়োজন। ভাৰতবৰ্ষেব স্ব-নিৰ্ভৰ গ্ৰাম-সমাজ-  
ব্যৱস্থা বহুগুণ ধৰে ভাৰতীয় সামন্ততন্ত্ৰেব সহযোগে বৰ্ত্তমান ছিল। ভাৰতেব  
স্বাৰলম্বী গ্ৰাম-সমাজেব অল্ল চাহিদাব জন্তু গ্ৰাম-সমাজ কখনও বৃহত্তৰ বণিক-  
সমাজেব মুখাপেক্ষী ছিল না—আৰাব বণিকেব প্ৰধান খৰিদ্দাব ছিল সামন্ত  
প্ৰভুবা, ফলে সাধাবণভাবে বণিকেবা সামন্ত প্ৰভুদেব মুখাপেক্ষী ছিল। এই  
সামাজিক অবস্থাৰ ফলে ভাৰতে স্বাধীন বণিকতন্ত্ৰ গড়ে ওঠেনি। ভাৰতীয়  
গ্ৰাম-সমাজ ও বণিক উভয়েৰ স্বার্থেই, অৰাজকতা বোধেব জন্তু, প্ৰয়োজন  
ছিল দেশব্যাপী একক শাসন ব্যৱস্থাৰ। মুঘল সাম্ৰাজ্যেব পতনেৰ পৰ  
বণিকশ্ৰেণী সবলতৰ হয় সত্য কিন্তু সামন্ততন্ত্ৰকে হঠিয়ে দেওয়াৰ মত শক্তি  
অৰ্জন কৰে না। তা সত্ত্বেও ক্ৰমশঃ ভাৰতীয় সমাজ ব্যৱস্থায় স্ববিবোধ  
দেখা দেয়, কিন্তু তাৰ নিবসন এদেশে নিজস্ব গতিতে না হয়ে হল বিদেশী  
সাম্ৰাজ্যবাদেব প্ৰতিঘাতে।

বিদেশী বণিকতন্ত্ৰ যখন তাৰ শৃঙ্খলা বিস্তাৰ কৰে তখনই স্থায়ী নিয়মে  
আঘাত হানে ভাৰতীয় গ্ৰাম-বন্ধনকে। এই গ্ৰাম-বন্ধন ভেঙ্গে যাওয়াৰ ফলে  
ভাৰতীয় কৃষক এবং কাৰিগৰ শ্ৰেণীৰ উপৰ প্ৰত্যাঘাত আসে প্ৰচণ্ড। বিদেশী  
বণিক বাজত্বে ভূমি-মালিকানা বদবদলেব ফলে কৃষক বিশেষ কিছুই লাভবান  
হয় না, অথচ পূৰ্বনো ব্যৱস্থা ভেঙ্গে যায়। নতুন নিয়ম প্ৰচলন হওয়ায় কাৰিগৰ  
শ্ৰেণীৰ বৃত্তি লোপেব আশঙ্কা দেখা দেয়। ভাৰতেব এই কৃষক ও কাৰিগৰ  
শ্ৰেণী দেখতে পায় তাদেব চাবপাশে সাম্ৰাজ্যবাদেব নাগপাশ। বাজস্ব  
আদায়েব জন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে-পহা অৱলম্বন কৰে তাতে কৃষক  
জমিৰ উপৰ চিৰাচৰিত অধিকাৰ হাৰায়, এবং ভূমিস্বত্বহীন হয়ে পড়ে। ভূমি-  
ব্যৱস্থাৰ এই নৈৰাজ্যেব ফলে ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে চিৰস্থায়ী বন্দোবস্ত জন্ম নেয়।  
নৈৰাজ্যেব লুণ্ঠন ও কিছুটা সংকট সাময়িকভাবে এডালেও মূলত কৃষক  
এতে খুব লাভবান হয় না; বৰঞ্চ নিয়মতান্ত্ৰিক শোষণ-ব্যৱস্থা তাদেব উপক  
আবও পাকাপাকি হয়। নতুন জমিদাৰ শ্ৰেণী কৃষকেব শোষিত অৰ্থেই বড়  
হয়ে ওঠে, কৃষি-ব্যৱস্থাৰ কোন উন্নতি না কৰে।

বাংলা, বিহাব ও উড্ডিয়াব জমিদারী বন্দোবস্ত স্বকায়ী স্বজন্ম বৰ্ধনৈব পক্ষে যথেষ্ট না হওয়ায় অত্যাগ্ৰ প্রদেশে ভূমি ব্যবস্থাব বকমফেব ঘটে, নিজস্ব স্বার্থে ইংবাজ কৃষকদেব সঙ্গে প্রত্যক্ষ বন্দোবস্ত কবে। স্বকায়ী বাজৰ্ধেব খাই মেটাতে কৃষক হতে থাকে সৰ্বস্বান্ত। মূল্যমান বুদ্ধি কৃষকদেব আবও দুর্দশাগ্ৰস্থ কবে। অবশু এই বুদ্ধিব ফলে “কৃষি ও শিল্পেব বাজাব তৈবী হল বটে কিন্তু বাজাবেব মালিক হল বিদেশী লুণ্ঠনপ্রিয় বণিক শ্ৰেণী।” ইউৰোপে শিল্প-বিপ্লবেব ফলে ভাবতেব আদি শিল্প-ব্যবস্থাও ভেঙ্গে যায়— যদিও তা ভাঙতে এখানকাব সাম্রাজ্যবাদকে প্রত্যক্ষ বলপ্রয়োগ এবং যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। এখানকাব কাবিগব শ্ৰেণী ক্রমশ বেকাব হয়ে কৃষিব উপব নির্ভবশীল হ'লে কৃষি-ব্যবস্থা আবও সংকটেব উপান্তে আসে, একদিকে ভাবতীয় অর্থনীতি ও তাব উপব নির্ভবশীল শ্ৰেণী সকল যখন সম্পূৰ্ণ বিপৰ্যন্ত অগ্ৰদিকে তখন ইংলেণ্ডেব সামগ্ৰিক অর্থনৈতিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এই যুগ-সন্ধিক্ষণেই নতুন জাতীয় চেতনায় সাম্রাজ্যবাদ বিবোধী রূপেব বৃহত্তম প্রকাশ হয় ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দেব গণ অভ্যুত্থানে।

কৃষক শ্ৰেণী ও কাবিগব শ্ৰেণী বিদেশী সাম্রাজ্য বিস্তাবেব প্রথম থেকেই প্রতিবোধ ক'বে আসে বিদেশী শাসনকে, কিন্তু তাদেব চেতনা কিছুটা নিয়ন্তবেব থাকায় এবং কোনও উন্নত শ্ৰেণী-নেতৃত্ব না পাওয়ায় তা শুধুই অন্ধ আক্ৰোশে প্রত্যাঘাত হানে সাম্রাজ্যবাদকে; অসংখ্য খণ্ডযুদ্ধে ব্যাপৃত বাধে বিদেশী শাসনকে, কিন্তু ঐ সমস্ত প্রতিবোধ কোনও সৰ্বভাবতীয় রূপ পায় না। ১৭৫৭-ব পব থেকে প্রায় একশত বৎসব যাবৎ সমস্ত কৃষক-বিক্ষোভকে সাম্রাজ্যবাদ নৃশংসভাবে দমন কবে। অসফল হলেও সাম্রাজ্যবাদ বিবোধিতায় কৃষক শ্ৰেণীব এই সংগ্রামগুলি ভবিষ্যত আন্দোলনকে অনেক দূব এগিয়ে নিয়ে যায়।

সাম্রাজ্য বিস্তাবেব জগ্ৰ বণিকবাজৰ্ধেব প্রয়োজন সৈন্তবাহিনী, আর তাব সৈন্ত সংগ্রহ কবতে হয় প্রধানত কৃষক শ্ৰেণী থেকে। আব সশস্ত্র সাম্রাজ্যবাদ বিবোধিতায় কৃষকদেব প্রয়োজন হয় সশস্ত্র বাহিনীব। দেশীয় সিপাহীবাই ১৮৫৭-তে একমাত্র সেই প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম ছিল, আব তাই সিপাহীদের বিদ্রোহে কৃষকসমাজ যোগ দেয়।

গোড়ায় ইংবাজ যখন বাজর্নৈতিক প্রভুত্ব বিস্তাব কবতে থাকে তখন স্বভাবতই তদানীন্তন বাজর্নৈতিক নেতৃত্বেব (সামন্তশ্ৰেণী) সঙ্গে তাব বিবোধ বাধে। কোম্পানী বাণিজ্য বিস্তাব কবতে গিবে দেশীয় বণিক ও তাদেব

সংরক্ষক প্রাদেশিক শাসন কর্তাদেব হাত থেকে বাধা পায়, যদিও বণিকদেব সঙ্গে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদেব নিজস্ব অন্তর্বিবোধও ছিল। ইংবেজ কোম্পানী আপন স্বার্থে দেশীয় বণিক ও শাসনকর্তাদেব এই অন্তর্বিবোধ ব্যবহাব কবে।

দেশীয় বাজত্ববর্গেব মধ্যেও কোন উন্নত চেতনা না থাকায় নিজেদেব ক্ষুদ্র স্বার্থই তাদেব কাছে অনেক বড় হয়। ক্ষুদ্র স্বার্থেব খাতিবেই এই সামন্ত-শ্রেণীব একটা ইংবেজ বিদ্বেষ ছিল সত্য কিন্তু কোম্পানীব সর্বগ্রাসী রূপ তাদেব চোখে পডেনি, ফলে মীবজাফব, উমিটাদেব বিশ্বাসঘাতকতা সম্ভবপব। দেশীয় বাজত্ববর্গ ইংবাজদেব বিরুদ্ধে কোন ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে অক্ষম হ'লেও পৃথক পৃথক ভাবে তাবা ইংবাজদেব বিরুদ্ধে যুদ্ধ কবে এবং হাবে। নিজেদেব দুর্বলতাব ফলেই তাবা সামাজিক নেতৃত্বেব অধিকাং হাবায়। ইংবাজ তখনকাং দিনেব সামাজিক নেতাদেবও সবিয়ে দেয় এবং নিচেকাং অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গ্রাম-সমাজ ব্যবস্থাও ভেঙ্গে ফেলে। এব ফলে ইংবাজদেব অর্থনৈতিক প্রভুত্ব অমোঘ নিয়মে স্বীকৃত হল; বটে কিন্তু সামাজিক নেতৃত্ব স্বীকৃত হল না, কেননা সে বিদেশী, তাং স্বার্থ এদেশেব সামাজিক স্বার্থেব পবিপূবক নয়, ববঞ্চ পবিপন্থী। স্ততবাং ইংবাজ সাম্রাজ্য বিস্তারেব স্বার্থে এদেশেব চালু অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত ক'বল বটে কিন্তু দেশীয় বাজত্ববর্গকে বাঁচিয়ে বাখল, কথঞ্চিৎ সুবিধা দিয়ে, যাং প্রকাশ দেখা গেল ওয়েলেসলীব অধীনতামূলক মিত্রতা নীতিতে (Policy of Subsidiary Alliance)।

ইংবাজ ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে মহীশূবকে ১৮০১ খৃষ্টাব্দে কর্ণাটককে, অযোধ্যাব নবাবকে ও ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে সিদ্ধিরা পেশোয়াকে পবাজিত কবলেও তাদেব বাজত্ব সম্পূর্ণ ধ্বংস কবে নি। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে মাংবাঠাশক্তি মেরুদণ্ডহীন হয়ে পড়ে এবং ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে শিখশক্তিব পতনেব সঙ্গে সঙ্গে ইংবাজদেব বাজনৈতিক প্রভুত্ব কায়েম হয়। এই বাজত্ব-বিস্তাবে একথা পবিষ্কৃত যে ইংবাজ এদেশে তাং অর্থনৈতিক ও বাজনৈতিক শক্তি বিকাশেই তৎপব ছিল, কোন সামাজিক উন্নত ব্যবস্থা প্রণয়নে নয়। স্ততবাং তদানীন্তন সনাতন সামাজিক ব্যবস্থাং উন্নতিং জ্ঞাত যে নিখম ধ্বংসেব প্রয়োজন, ইংবাজ বাজত্ব বিস্তাবে ভাবতে তাং হলেও, নতুন সামাজিক বিজ্ঞানে যে নিংবাংপত্তা জন্ম নেয়, উৎপাদন ব্যবস্থাং যে নতুন রূপ চালু হয় ব্রিটিশ বাজত্বে তাং হয় নি। ভাবতীয় সমাজ-ব্যবস্থায় যে পচন দেখা গিয়েছিল তাং নিংবসন স্বদেশীয় শ্রেণী-

সংঘাতে না হওয়ায় তা সৰ্বব্যাপী সামাজিক বিপ্লবে ৰূপান্তৰিত হয় না, এবং সামান্য সংস্কাৰ কৰে বিদেশী বাজৰেৰ প্ৰয়াস দেখা যায় পুৰাতন ব্যবস্থাকেই যথাসম্ভৱ জীইয়ে বাখাব, যদিও এদেশে ইংৰাজ বাজৰেই ধনতন্ত্ৰেৰ প্ৰাথমিক পদক্ষেপ।

সাম্ৰাজ্যবাদেৰ কাছে সামন্তশ্ৰেণীৰ পৰাজয় ভাৰতীয় সমাজকে সনাতন জাভ্য থেকে মুক্তি দেয়; কিন্তু সামন্তশ্ৰেণীৰ বিলুপ্তি ঘটায় না। এই আংশিক মুক্তিও ভাবতেৰ দিগন্তে নতুন সম্ভাবনাৰ ইংগিত আনে এবং ভাবতেৰ জনগণেৰ মধ্যে এক নতুন চেতনাৰ আভাস দেখা যায়। সৰ্বপ্ৰথম এই বোধ আসে যে নিজেদেৰ উন্নতিৰ জন্ত ইংৰাজ শাসনেৰ অবসান প্ৰয়োজন। জাতীয় চেতনাৰ এই প্ৰাথমিক ৰূপ জাতীয়তা বোধ বিকাশেৰ প্ৰথম সংজ্ঞা। ইংৰাজ বাজৰ ভাবতেৰ ইতিহাসে যে পৰিবৰ্তন সূচনা কৰে তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হিসাবে এই প্ৰাথমিক চেতনা ৰূপ পায় সাম্ৰাজ্যবাদেৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত্ত বিৰোধিতায়। এই প্ৰাথমিক স্তৰকে সংগঠিত কৰে জাতীয়তাবোধকে উন্নত পৰ্যায়ে নিয়ে যাওয়াৰ জন্ত যে ধণিকশ্ৰেণীৰ প্ৰয়োজন ভাবতে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাৰ ফলে সেই শ্ৰেণীৰ অস্তিত্ব ছিল না, থাকলেও নগণ্য। ইতিহাসেৰ পৰবৰ্ত্তী পৰ্যায় এ কথাও সত্য যে ঔপনিবেশিক ধণিকশ্ৰেণীই জাতীয় আন্দোলনেৰ অবিসম্বাদী নেতা নয়। ঔপনিবেশিক স্বাধীনতাৰ জন্ত প্ৰয়োজন বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ নেতৃত্বেৰ সহযোগ, কোন একক শ্ৰেণী-নেতৃত্ব নয়। সেদিক থেকে ১৮৫৭ৰ গণ-অভ্যুত্থান যে ছক বচনা কৰে তা আমাদেৰ প্ৰণিধানযোগ্য।

প্ৰবল ঐতিহাসিক ঘটনা প্ৰতিক্ৰিয়ায় সৃষ্টি কৰে তাৰ বিৰোধী অবস্থাৰ, কিন্তু তাৰ সমাধান কোন এক নিৰ্দিষ্ট ছকে হয় না, যদিও তাৰ একটা বিশিষ্ট ধাৰা থাকতে পাবে এবং তাৰ ফল দেখা যায় অনেক সময়ই আপাত অভিপ্ৰায় বিৰোধী। মাল্ছ, "Make their own history but not yet with a common will, in accordance with a collective-plan, or even in one constituted society. Their efforts clash and for that very reason all such societies are governed by necessity which is supplemented by and appears under the forms of accidents" (Engels) স্বতবাং সিপাহী বিদ্ৰোহ জাতীয় বাষ্ট্ৰ প্ৰতিষ্ঠায় সক্ষম হয়নি বলেই তাকে জাতীয় ভাবাপন্ন না বলে অল্প কিছু আখ্যা দেওয়া ভুল। সচেতনতাই যদি ইতিহাস সৃষ্টিৰ একমাত্ৰ মাপকাঠি হয় তাহলে



আমাদেব কেন, সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাসই শুধুই অনেক আকস্মিক ঘটনার সমষ্টি মাত্র।

এই পবিত্রক্ষেত্রে আমবা যদি ১৮৫৭ব ঘটনায় সমসাময়িক সামন্ত শ্রেণীর প্রভাব আলোচনা কবি তাহলে দেখতে পাই যে সামন্তশ্রেণীর শ্রেণীগত অভিপ্রায় যাই থাক না কেন, তাবা ১৮৫৭ব গণ-অভ্যুত্থানকে তাদেব স্বার্থে ব্যবহাব কবতে পাবে নি। ১৮৫৭ব অভ্যুত্থানের ঘটনাবলী আলোচনা কবলে দেখা যায় যে যদিও জনগণ বৃটিশ বিবোধিতাব প্রতীক হিসেবে বাহাদুর শাহ বা নানা সাহেবকে নেতৃত্বে ববণ কবে; তবুও তাদেব হস্তেই নেতৃত্বেব সমস্ত অধিকাৰ ছেড়ে দেয় না, ববঞ্চ এক নতুন সংগঠন তৈবী করে বিদ্রোহ পবিচালনা কবাব জন্ত। বাহাদুর শাহ সন্ন্যাসী বলে ঘোষিত হলেও আদতে তিনি ছিলেন সৈন্তদেব দ্বাবা মনোনীত বাদশা, এবং তাঁকে যে সিপাহীদের বিদ্রোহী সমিতিব পবামর্শ অল্পযায়ী চলতে হত তা প্রমাণিত। কাগপুবেও প্রধান নাগবিকদেব পবামর্শ অল্পযায়ী গঠিত হয় পৌব সংগঠন। আলোচ্য বিদ্রোহ পবিচালনায় দেখা যায় এই ধবণেব প্রাথমিক গণ-তান্ত্রিক সংগঠন প্রতিষ্ঠাব প্রয়াস। অতএব এও প্রমাণিত যে বিদ্রোহেব ভাবধাবা সামন্ত-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যেব প্রভাবে থাকলেও সমাজের প্রয়োজনেব চাপে তাব রূপান্তর ঘটাব সম্ভাবনা ছিল। সমস্ত ঔপনিবেশিক এবং আধা-ঔপনিবেশিক দেশেব ইতিহাস আলোচনা কবলে এই যুক্তির সারবত্তা মেলে। সমাজে বিভিন্ন অবস্থায় জাতীয় আন্দোলন বিভিন্ন রূপ পবিগ্রহ কবে। ইংলণ্ডে যে রূপ ফবাসীদেশে ঠিক সেই রূপ হয় নি, জার্মানী বা ইটালীতে তাব চেহাবা আবাব ভিন্নরূপ। জাপানে জাতীয় আন্দোলন অল্প খাতে চলে। স্পেন ও পোলাণ্ডে জাতীয় আন্দোলন সংগঠিত হয় ‘ফিউডাল’ নেতৃত্বেই, বিদেশীয় শাসন উচ্ছেদেব জন্ত। স্বদেশ সচেতনতা জাতীয়তাবোধেব প্রথম পর্যায়, এবং ভাবতে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে তা ছিল, আব সেইজন্তই এই অভ্যুত্থান ভাবতেব বৃহত্তর মুক্তি-সংগ্রাম।

আব একটি ধাবণাও প্রচলিত, অর্থাৎ ১৮৫৭ব অভ্যুত্থান প্রগতি-বিরোধী। এই সংগ্রামকে যদি প্রগতি-বিরোধী আখ্যা দিতে হয় তাহলে আমাদেব প্রথমই স্বীকার্য যে সাম্রাজ্যবাদ ভগবানের মঙ্গলময় বিধান; এবং অস্বীকার কবতে হয় বিদেশী শাসনেব অত্যাচাবী রূপ। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যদিও উপনিবেশে তাব আধিপত্য বিস্তারে ইতিহাসেব ‘uncons-

cious tool' হিসেবে কাজ কবেছে, প্রায় বাধ্যত, তবুও তাকে প্রগতিবাদী শক্তি হিসেবে আখ্যা দেওয়া যায় না। ভারতের ক্ষেত্রে ইংবাজ শাসনের যে বৈতরূপ দেখা যায় তাই সমাধান সম্ভবপন ছিল না ইংবাজ ছত্রছায়ায়। ইংবাজ রাজত্বের এই বৈতরূপ সম্বন্ধে Marxএব বক্তব্য—“The British were the first conquerors superior, and therefore inaccessible, to Hindoo civilisation. They destroyed it by breaking up the native communities, by uprooting the native industry, and by levelling all that was great and elevated in the native society. The historic pages of their rule in India report hardly anything beyond that destruction. The work of regeneration hardly transpires through a heap of ruins. Nevertheless it has begun” (Aug—8, 1853)—আলোচনা কবলে দেখা যায় যে ইংবেজ পুৰাতন ব্যবস্থা ধ্বংস কবে নতুন ব্যবস্থার বাহ্যিক অবস্থা সৃষ্টি কবে বটে, কিন্তু আমূল নতুন সমাজ রূপান্তরে সহায়ক হয় না। এই রূপান্তরের দায়িত্ব ছিল ভারতের জনগণেরই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী আওতায় যে প্রগতি সম্ভবপন নয় সে বোধ অত্যাচারিত জনগণের মধ্যে আসে শোষণের চাপে, এবং তাই প্রয়োজন বোধ কবে বিদেশী শাসন ও কর্তৃত্ব অবসানের। বিদেশী অত্যাচারী শাসনের রূপটাই যেহেতু জনগণের মধ্যে সবচেয়ে বাস্তব ছিল স্তব্ধ জনগণ সেই শাসনের বিরুদ্ধে লড়াইতেই সজ্জবদ্ধ হওয়ার প্রেরণা পায়।

এই মহাবিদ্রোহ সম্বন্ধে আলোচনা কবতে গেলে একটা প্রশ্ন স্বতঃই মনে আসে, যে তখনকার ইংবাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়, যাবা সংস্কার আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ কবেন এবং ভবিষ্যত আন্দোলনে যথেষ্ট সচেতনতার পবিচয় দেন, তাঁরা এই বিদ্রোহকে প্রাণ থুলে স্বাগত জানান নি কেন? এই প্রশ্ন আলোচনা কবতে গেলে একথা প্রথমেই মনে বাধা দবকার যে ঔপনিবেশিক দেশের এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রধানত সাম্রাজ্যবাদের প্রয়োজনে সৃষ্ট। এঁদের জীবনধারণ প্রধানতঃ সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্বের উপরেই নির্ভবশীল। তা সত্ত্বেও বিদেশীর মধ্যে যে উন্নত চিন্তা ছিল তাই সংস্পর্শে এঁরা আসেন। এই উন্নত চিন্তার সংস্পর্শে আসার ফলে এঁদের মধ্যে সেই চিন্তার প্রভাব বিস্তৃত হয় সত্য, কিন্তু জনগণের সঙ্গে সংযোগ না থাকায় তা তখন পর্যন্ত কোন বিশিষ্ট স্বদেশী চেতনার রূপ পায় না। সেই সময় ভারতবর্ষে

এমন কোন স্বাধীন ধনিকশ্রেণী গড়ে ওঠেনি যা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীন অর্থনৈতিক পটভূমিকা রচনা কবতে পাবে। এই মধ্যবিত্তশ্রেণীর পৰনিৰ্ভৰশীলতাই তাঁদের দোহুল্যমানতাব কাৰণ এবং তা স্বাভাবিক। তাঁবা বিদ্রোহকে স্বাগত না জানালেও তাৰ প্ৰত্যক্ষ বিবোধিতা কৰেন নি। মধ্যবিত্তশ্রেণীৰ দোহুল্যমানতাব জন্তু তাঁদের বিদ্রোহে যোগ না দেওযাকে আমবা যদি এই বিদ্রোহেৰ চৰিত্ৰায়ণে প্ৰধান ভূমিকা দিই তাহলে ভুলই কবব। তাঁদের সম্বন্ধে প্ৰক্ৰিয় স্ত্ৰশোভন সবকাৰেব সম্বন্ধে আমবাও বলতে পাৰি, “ইংবাজ মধ্যশ্ৰেণীৰ অভিজ্ঞতাটুকু আয়ত্ত কৰে দেশেৰ জন্তু তাঁবা অগ্ৰগতিব একটা নিয়মতান্ত্ৰিক, উদাবনৈতিক, অল্পগ্ৰ, ভদ্ৰ পথেব ছক কাটিছিলেন। কিন্তু কিছুতেই স্বীকাৰ কৰা যায না যে উনিশ শতকে বিদেশী শাসন তাঁদের কাছে অসহ্য মনে হত, অথবা ব্ৰিটিশ শোষণেৰ পূৰ্ণ ভয়াবহ কপটি তাঁদের মনে উদ্ভাসিত হযেছিল। ব্ৰিটিশ শাসন ও শোষণেৰ আসল মূল্য দিতে হত দেশেৰ সাধাৰণ লোককে। আধা-ফিউজালি চিবস্থায়ী বন্দোবস্তকে আমাদেব বুৰ্জোয়াবা কিছু অপছন্দ কৰেন নি। দেশেৰ জনজীবন থেকে শিক্ষিত ভদ্ৰলোকেবা অনেকটা বিচ্ছিন্ন হযে থাকেন, একথাও বলা চলে। মহাবিদ্রোহেৰ কবাল ৰূপে তাঁদের আতংক পাবাবই কথা, সেজন্তু দোষ দেওয়াও অত্ৰায়। কিন্তু তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিকে আমবা আজও আশ্ৰয় কৰে থাকব এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই।”

## আধুনিক স্থাপত্যকলার বিচার

সন্তোষ ঘোষ

আধুনিক স্থাপত্যকলা সম্পর্কে বিগত কয়েক যুগ থেকে ইউরোপ ও আমেরিকায় অনেক গবেষণা হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্থপতিবা অতিমাত্রায় সফলতা লাভ কবেছেন, কোথাও আবার আলোচনার পৰিমাণে তাঁরা বাস্তবজগতকে পেছনে ফেলে এসেছেন। কোথাও আবার নতুন চিন্তাধারার কিছু অংশ কাজে লাগানো হয়েছে কিন্তু তাব ফলে মূলগত ঐক্য হ্রাসতো বজায় থাকে নি। আধুনিক ভাবতীয় স্থাপত্যকলার সৃষ্টিকর্মে এই দৈন্ত আমবা বেশী পৰিমাণে অনুভব কবছি।

স্বাধীনতা লাভেব এবং পাঞ্জাবেব নতুন বাজধানী চণ্ডীগড় নির্মাণেব পব আমবা ভাবতবর্ষেব স্থাপত্যক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পৰিবর্তনেব অপেক্ষায় আছি। পশ্চিমে আধুনিক স্থাপত্যকলাব ক্ষেত্রে পবীক্ষা নিবীক্ষা সমাপ্ত-প্রায়, কিন্তু এদেশে তাব সবেমাত্র শুরু হয়েছে। এদেশেব মহান্ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিব জন্তে অধিকাংশেই একটা মোহ আছে প্রাচীনত্বেব প্রতি। এই মোহেব ফলে আধুনিক আবহাওয়া, প্রয়োজন বা নির্মাণকৌশলেব প্রতি আমবা অন্ধ। কিন্তু ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, যুগে যুগে ভাবতীয় স্থাপত্যেব কপভেদ ঘটেছে, তাব গঠনেব পৰিবর্তন সাধিত হয়েছে, এব মূলে বয়েছে প্রয়োজন আব কাল সম্পর্কে পৰিবর্তনশীল চিন্তাধাৰা। এইজন্তই আমবা বৌদ্ধবিহাৰ ও চৈত্বেব সংগে মহাবাজ অশোকেব প্রাসাদেব পার্থক্য দেখি, আমবা পার্থক্য দেখি উত্তব ভাবতীয় আব দক্ষিণ ভাবতীয় মন্দিবেব মধ্যে, পাঠান আব মোগল বীতিব মধ্যে। মোগল পাঠান যুগেব পব এদেশে এতদিন পর্যন্ত ইউরোপীয় চিন্তাধাৰায় পৰিপুষ্ট এক স্থাপত্যকলা বর্তমান ছিলো। (হাভেল যাকে Pseudo-European or Anglo Indian style বলে অভিহিত কবেছিলেন) কিন্তু স্বাধীনতালাভেব পব তা প্রায় অন্তৰ্হিত হতে বসেছে। এই অবস্থায় অনেক স্থপতি ভ্রান্তপথে বিচরণ কবেছেন। তাঁদেব কেউ কেউ প্রাচীন ভাবতীয় স্থাপত্যেব কপ ও নির্মাণকৌশল পুনর্বাৰ প্রবর্তন কবতে চান, অন্তদল অন্ধভাবে পশ্চিমকে অনুকরণ কবাব পক্ষপাতী। যাঁরা প্রাচীন

১১  
১২  
১৩  
১৪  
১৫  
১৬  
১৭  
১৮  
১৯  
২০  
২১  
২২  
২৩  
২৪  
২৫  
২৬  
২৭  
২৮  
২৯  
৩০  
৩১  
৩২  
৩৩  
৩৪  
৩৫  
৩৬  
৩৭  
৩৮  
৩৯  
৪০  
৪১  
৪২  
৪৩  
৪৪  
৪৫  
৪৬  
৪৭  
৪৮  
৪৯  
৫০  
৫১  
৫২  
৫৩  
৫৪  
৫৫  
৫৬  
৫৭  
৫৮  
৫৯  
৬০  
৬১  
৬২  
৬৩  
৬৪  
৬৫  
৬৬  
৬৭  
৬৮  
৬৯  
৭০  
৭১  
৭২  
৭৩  
৭৪  
৭৫  
৭৬  
৭৭  
৭৮  
৭৯  
৮০  
৮১  
৮২  
৮৩  
৮৪  
৮৫  
৮৬  
৮৭  
৮৮  
৮৯  
৯০  
৯১  
৯২  
৯৩  
৯৪  
৯৫  
৯৬  
৯৭  
৯৮  
৯৯  
১০০  
১০১  
১০২  
১০৩  
১০৪  
১০৫  
১০৬  
১০৭  
১০৮  
১০৯  
১১০  
১১১  
১১২  
১১৩  
১১৪  
১১৫  
১১৬  
১১৭  
১১৮  
১১৯  
১২০  
১২১  
১২২  
১২৩  
১২৪  
১২৫  
১২৬  
১২৭  
১২৮  
১২৯  
১৩০  
১৩১  
১৩২  
১৩৩  
১৩৪  
১৩৫  
১৩৬  
১৩৭  
১৩৮  
১৩৯  
১৪০  
১৪১  
১৪২  
১৪৩  
১৪৪  
১৪৫  
১৪৬  
১৪৭  
১৪৮  
১৪৯  
১৫০  
১৫১  
১৫২  
১৫৩  
১৫৪  
১৫৫  
১৫৬  
১৫৭  
১৫৮  
১৫৯  
১৬০  
১৬১  
১৬২  
১৬৩  
১৬৪  
১৬৫  
১৬৬  
১৬৭  
১৬৮  
১৬৯  
১৭০  
১৭১  
১৭২  
১৭৩  
১৭৪  
১৭৫  
১৭৬  
১৭৭  
১৭৮  
১৭৯  
১৮০  
১৮১  
১৮২  
১৮৩  
১৮৪  
১৮৫  
১৮৬  
১৮৭  
১৮৮  
১৮৯  
১৯০  
১৯১  
১৯২  
১৯৩  
১৯৪  
১৯৫  
১৯৬  
১৯৭  
১৯৮  
১৯৯  
২০০  
২০১  
২০২  
২০৩  
২০৪  
২০৫  
২০৬  
২০৭  
২০৮  
২০৯  
২১০  
২১১  
২১২  
২১৩  
২১৪  
২১৫  
২১৬  
২১৭  
২১৮  
২১৯  
২২০  
২২১  
২২২  
২২৩  
২২৪  
২২৫  
২২৬  
২২৭  
২২৮  
২২৯  
২৩০  
২৩১  
২৩২  
২৩৩  
২৩৪  
২৩৫  
২৩৬  
২৩৭  
২৩৮  
২৩৯  
২৪০  
২৪১  
২৪২  
২৪৩  
২৪৪  
২৪৫  
২৪৬  
২৪৭  
২৪৮  
২৪৯  
২৫০  
২৫১  
২৫২  
২৫৩  
২৫৪  
২৫৫  
২৫৬  
২৫৭  
২৫৮  
২৫৯  
২৬০  
২৬১  
২৬২  
২৬৩  
২৬৪  
২৬৫  
২৬৬  
২৬৭  
২৬৮  
২৬৯  
২৭০  
২৭১  
২৭২  
২৭৩  
২৭৪  
২৭৫  
২৭৬  
২৭৭  
২৭৮  
২৭৯  
২৮০  
২৮১  
২৮২  
২৮৩  
২৮৪  
২৮৫  
২৮৬  
২৮৭  
২৮৮  
২৮৯  
২৯০  
২৯১  
২৯২  
২৯৩  
২৯৪  
২৯৫  
২৯৬  
২৯৭  
২৯৮  
২৯৯  
৩০০  
৩০১  
৩০২  
৩০৩  
৩০৪  
৩০৫  
৩০৬  
৩০৭  
৩০৮  
৩০৯  
৩১০  
৩১১  
৩১২  
৩১৩  
৩১৪  
৩১৫  
৩১৬  
৩১৭  
৩১৮  
৩১৯  
৩২০  
৩২১  
৩২২  
৩২৩  
৩২৪  
৩২৫  
৩২৬  
৩২৭  
৩২৮  
৩২৯  
৩৩০  
৩৩১  
৩৩২  
৩৩৩  
৩৩৪  
৩৩৫  
৩৩৬  
৩৩৭  
৩৩৮  
৩৩৯  
৩৪০  
৩৪১  
৩৪২  
৩৪৩  
৩৪৪  
৩৪৫  
৩৪৬  
৩৪৭  
৩৪৮  
৩৪৯  
৩৫০  
৩৫১  
৩৫২  
৩৫৩  
৩৫৪  
৩৫৫  
৩৫৬  
৩৫৭  
৩৫৮  
৩৫৯  
৩৬০  
৩৬১  
৩৬২  
৩৬৩  
৩৬৪  
৩৬৫  
৩৬৬  
৩৬৭  
৩৬৮  
৩৬৯  
৩৭০  
৩৭১  
৩৭২  
৩৭৩  
৩৭৪  
৩৭৫  
৩৭৬  
৩৭৭  
৩৭৮  
৩৭৯  
৩৮০  
৩৮১  
৩৮২  
৩৮৩  
৩৮৪  
৩৮৫  
৩৮৬  
৩৮৭  
৩৮৮  
৩৮৯  
৩৯০  
৩৯১  
৩৯২  
৩৯৩  
৩৯৪  
৩৯৫  
৩৯৬  
৩৯৭  
৩৯৮  
৩৯৯  
৪০০  
৪০১  
৪০২  
৪০৩  
৪০৪  
৪০৫  
৪০৬  
৪০৭  
৪০৮  
৪০৯  
৪১০  
৪১১  
৪১২  
৪১৩  
৪১৪  
৪১৫  
৪১৬  
৪১৭  
৪১৮  
৪১৯  
৪২০  
৪২১  
৪২২  
৪২৩  
৪২৪  
৪২৫  
৪২৬  
৪২৭  
৪২৮  
৪২৯  
৪৩০  
৪৩১  
৪৩২  
৪৩৩  
৪৩৪  
৪৩৫  
৪৩৬  
৪৩৭  
৪৩৮  
৪৩৯  
৪৪০  
৪৪১  
৪৪২  
৪৪৩  
৪৪৪  
৪৪৫  
৪৪৬  
৪৪৭  
৪৪৮  
৪৪৯  
৪৫০  
৪৫১  
৪৫২  
৪৫৩  
৪৫৪  
৪৫৫  
৪৫৬  
৪৫৭  
৪৫৮  
৪৫৯  
৪৬০  
৪৬১  
৪৬২  
৪৬৩  
৪৬৪  
৪৬৫  
৪৬৬  
৪৬৭  
৪৬৮  
৪৬৯  
৪৭০  
৪৭১  
৪৭২  
৪৭৩  
৪৭৪  
৪৭৫  
৪৭৬  
৪৭৭  
৪৭৮  
৪৭৯  
৪৮০  
৪৮১  
৪৮২  
৪৮৩  
৪৮৪  
৪৮৫  
৪৮৬  
৪৮৭  
৪৮৮  
৪৮৯  
৪৯০  
৪৯১  
৪৯২  
৪৯৩  
৪৯৪  
৪৯৫  
৪৯৬  
৪৯৭  
৪৯৮  
৪৯৯  
৫০০  
৫০১  
৫০২  
৫০৩  
৫০৪  
৫০৫  
৫০৬  
৫০৭  
৫০৮  
৫০৯  
৫১০  
৫১১  
৫১২  
৫১৩  
৫১৪  
৫১৫  
৫১৬  
৫১৭  
৫১৮  
৫১৯  
৫২০  
৫২১  
৫২২  
৫২৩  
৫২৪  
৫২৫  
৫২৬  
৫২৭  
৫২৮  
৫২৯  
৫৩০  
৫৩১  
৫৩২  
৫৩৩  
৫৩৪  
৫৩৫  
৫৩৬  
৫৩৭  
৫৩৮  
৫৩৯  
৫৪০  
৫৪১  
৫৪২  
৫৪৩  
৫৪৪  
৫৪৫  
৫৪৬  
৫৪৭  
৫৪৮  
৫৪৯  
৫৫০  
৫৫১  
৫৫২  
৫৫৩  
৫৫৪  
৫৫৫  
৫৫৬  
৫৫৭  
৫৫৮  
৫৫৯  
৫৬০  
৫৬১  
৫৬২  
৫৬৩  
৫৬৪  
৫৬৫  
৫৬৬  
৫৬৭  
৫৬৮  
৫৬৯  
৫৭০  
৫৭১  
৫৭২  
৫৭৩  
৫৭৪  
৫৭৫  
৫৭৬  
৫৭৭  
৫৭৮  
৫৭৯  
৫৮০  
৫৮১  
৫৮২  
৫৮৩  
৫৮৪  
৫৮৫  
৫৮৬  
৫৮৭  
৫৮৮  
৫৮৯  
৫৯০  
৫৯১  
৫৯২  
৫৯৩  
৫৯৪  
৫৯৫  
৫৯৬  
৫৯৭  
৫৯৮  
৫৯৯  
৬০০  
৬০১  
৬০২  
৬০৩  
৬০৪  
৬০৫  
৬০৬  
৬০৭  
৬০৮  
৬০৯  
৬১০  
৬১১  
৬১২  
৬১৩  
৬১৪  
৬১৫  
৬১৬  
৬১৭  
৬১৮  
৬১৯  
৬২০  
৬২১  
৬২২  
৬২৩  
৬২৪  
৬২৫  
৬২৬  
৬২৭  
৬২৮  
৬২৯  
৬৩০  
৬৩১  
৬৩২  
৬৩৩  
৬৩৪  
৬৩৫  
৬৩৬  
৬৩৭  
৬৩৮  
৬৩৯  
৬৪০  
৬৪১  
৬৪২  
৬৪৩  
৬৪৪  
৬৪৫  
৬৪৬  
৬৪৭  
৬৪৮  
৬৪৯  
৬৫০  
৬৫১  
৬৫২  
৬৫৩  
৬৫৪  
৬৫৫  
৬৫৬  
৬৫৭  
৬৫৮  
৬৫৯  
৬৬০  
৬৬১  
৬৬২  
৬৬৩  
৬৬৪  
৬৬৫  
৬৬৬  
৬৬৭  
৬৬৮  
৬৬৯  
৬৭০  
৬৭১  
৬৭২  
৬৭৩  
৬৭৪  
৬৭৫  
৬৭৬  
৬৭৭  
৬৭৮  
৬৭৯  
৬৮০  
৬৮১  
৬৮২  
৬৮৩  
৬৮৪  
৬৮৫  
৬৮৬  
৬৮৭  
৬৮৮  
৬৮৯  
৬৯০  
৬৯১  
৬৯২  
৬৯৩  
৬৯৪  
৬৯৫  
৬৯৬  
৬৯৭  
৬৯৮  
৬৯৯  
৭০০  
৭০১  
৭০২  
৭০৩  
৭০৪  
৭০৫  
৭০৬  
৭০৭  
৭০৮  
৭০৯  
৭১০  
৭১১  
৭১২  
৭১৩  
৭১৪  
৭১৫  
৭১৬  
৭১৭  
৭১৮  
৭১৯  
৭২০  
৭২১  
৭২২  
৭২৩  
৭২৪  
৭২৫  
৭২৬  
৭২৭  
৭২৮  
৭২৯  
৭৩০  
৭৩১  
৭৩২  
৭৩৩  
৭৩৪  
৭৩৫  
৭৩৬  
৭৩৭  
৭৩৮  
৭৩৯  
৭৪০  
৭৪১  
৭৪২  
৭৪৩  
৭৪৪  
৭৪৫  
৭৪৬  
৭৪৭  
৭৪৮  
৭৪৯  
৭৫০  
৭৫১  
৭৫২  
৭৫৩  
৭৫৪  
৭৫৫  
৭৫৬  
৭৫৭  
৭৫৮  
৭৫৯  
৭৬০  
৭৬১  
৭৬২  
৭৬৩  
৭৬৪  
৭৬৫  
৭৬৬  
৭৬৭  
৭৬৮  
৭৬৯  
৭৭০  
৭৭১  
৭৭২  
৭৭৩  
৭৭৪  
৭৭৫  
৭৭৬  
৭৭৭  
৭৭৮  
৭৭৯  
৭৮০  
৭৮১  
৭৮২  
৭৮৩  
৭৮৪  
৭৮৫  
৭৮৬  
৭৮৭  
৭৮৮  
৭৮৯  
৭৯০  
৭৯১  
৭৯২  
৭৯৩  
৭৯৪  
৭৯৫  
৭৯৬  
৭৯৭  
৭৯৮  
৭৯৯  
৮০০  
৮০১  
৮০২  
৮০৩  
৮০৪  
৮০৫  
৮০৬  
৮০৭  
৮০৮  
৮০৯  
৮১০  
৮১১  
৮১২  
৮১৩  
৮১৪  
৮১৫  
৮১৬  
৮১৭  
৮১৮  
৮১৯  
৮২০  
৮২১  
৮২২  
৮২৩  
৮২৪  
৮২৫  
৮২৬  
৮২৭  
৮২৮  
৮২৯  
৮৩০  
৮৩১  
৮৩২  
৮৩৩  
৮৩৪  
৮৩৫  
৮৩৬  
৮৩৭  
৮৩৮  
৮৩৯  
৮৪০  
৮৪১  
৮৪২  
৮৪৩  
৮৪৪  
৮৪৫  
৮৪৬  
৮৪৭  
৮৪৮  
৮৪৯  
৮৫০  
৮৫১  
৮৫২  
৮৫৩  
৮৫৪  
৮৫৫  
৮৫৬  
৮৫৭  
৮৫৮  
৮৫৯  
৮৬০  
৮৬১  
৮৬২  
৮৬৩  
৮৬৪  
৮৬৫  
৮৬৬  
৮৬৭  
৮৬৮  
৮৬৯  
৮৭০  
৮৭১  
৮৭২  
৮৭৩  
৮৭৪  
৮৭৫  
৮৭৬  
৮৭৭  
৮৭৮  
৮৭৯  
৮৮০  
৮৮১  
৮৮২  
৮৮৩  
৮৮৪  
৮৮৫  
৮৮৬  
৮৮৭  
৮৮৮  
৮৮৯  
৮৯০  
৮৯১  
৮৯২  
৮৯৩  
৮৯৪  
৮৯৫  
৮৯৬  
৮৯৭  
৮৯৮  
৮৯৯  
৯০০  
৯০১  
৯০২  
৯০৩  
৯০৪  
৯০৫  
৯০৬  
৯০৭  
৯০৮  
৯০৯  
৯১০  
৯১১  
৯১২  
৯১৩  
৯১৪  
৯১৫  
৯১৬  
৯১৭  
৯১৮  
৯১৯  
৯২০  
৯২১  
৯২২  
৯২৩  
৯২৪  
৯২৫  
৯২৬  
৯২৭  
৯২৮  
৯২৯  
৯৩০  
৯৩১  
৯৩২  
৯৩৩  
৯৩৪  
৯৩৫  
৯৩৬  
৯৩৭  
৯৩৮  
৯৩৯  
৯৪০  
৯৪১  
৯৪২  
৯৪৩  
৯৪৪  
৯৪৫  
৯৪৬  
৯৪৭  
৯৪৮  
৯৪৯  
৯৫০  
৯৫১  
৯৫২  
৯৫৩  
৯৫৪  
৯৫৫  
৯৫৬  
৯৫৭  
৯৫৮  
৯৫৯  
৯৬০  
৯৬১  
৯৬২  
৯৬৩  
৯৬৪  
৯৬৫  
৯৬৬  
৯৬৭  
৯৬৮  
৯৬৯  
৯৭০  
৯৭১  
৯৭২  
৯৭৩  
৯৭৪  
৯৭৫  
৯৭৬  
৯৭৭  
৯৭৮  
৯৭৯  
৯৮০  
৯৮১  
৯৮২  
৯৮৩  
৯৮৪  
৯৮৫  
৯৮৬  
৯৮৭  
৯৮৮  
৯৮৯  
৯৯০  
৯৯১  
৯৯২  
৯৯৩  
৯৯৪  
৯৯৫  
৯৯৬  
৯৯৭  
৯৯৮  
৯৯৯  
১০০০

বাস্কিন বলেছিলেন, সমস্ত মহান স্থাপত্যই জাতীয় জীবন ও চবিদ্রের প্রকাশমাত্র। প্রাচীন ভাবতীয় স্থাপত্য সৌন্দর্যে মহিমময়, ভাবতের সংস্কৃতির, শিল্পসভ্যতার রূপায়ন হয়েছিলো তাতে, শিল্পীর স্বপ্ন বাস্তবে রূপ পেয়েছিলো। সেকালে স্থপতি মন্দির ও বাসগৃহ নির্মাণ করে গিয়েছেন যুগের প্রয়োজন অনুসারে। স্থাপত্য তদানীন্তন জীবনধারাকে অনুসরণ করেছে। স্থাপত্যের বকমন্ডে ঘটেছে সমাজের জন্ম, ধর্মের জন্ম। স্থপতি অবশ্যই চিন্তা করতেন স্থিতি, বিস্তৃতি আর মর্যাদার কথা কিন্তু ক্ষমতা ছিলো মুষ্টিমেয় লোকেব হাতে, তাঁবাই ছিলেন সমাজবিধান কর্তা, তাই একই বীতি ও চিন্তাধারার উদ্ভব হয়েছিলো। তাছাড়া সম্পদও ছিলো প্রচুর। কিন্তু আজ আমরা সে জগতকে পেছনে ফেলে অনেক দূর এসেছি। আমাদের প্রয়োজন উপযোগী কিন্তু বিশ্বজনীন ভাব-ছোতক এক নতুন স্থাপত্যকলার সৃষ্টি। একালের স্থাপত্য একটা সামাজিক শিল্প, জনসাধারণের জীবনধারার সংগে তা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এযুগের স্থাপত্যের মানস ধর্ম হচ্ছে সহজীকরণ—বৈশিষ্ট্য ও প্রকাশে।

একালে নন্দনতত্ত্ব প্রকাশের ধারা বদলেছে। বিংশ শতাব্দীর অর্থনীতি, উৎপাদন এবং সামাজিক ব্যবস্থার যে ভাবে বিবর্তন হয়েছে তাতে স্থাপত্যের রূপভেদ অবশ্যম্ভাবী। হস্তশিল্পের পবিত্রতায় যন্ত্রশিল্পের যুগ বর্তমানে। জীবনের সবদিকে উন্নতি ঘটেছে, ফ্যাক্টরী শ্রমিকেরা এযুগের এক নতুন জনসাধারণ। বেলপথ, মোটর, এবোপ্লেন যাতায়াতের নতুন পথ, রেফ্রিজারেটর, গ্যাস, মেনিন, বেডিং ইত্যাদি আমাদের জীবনযাত্রার সংগে জড়িত। চতুর্দিকে ধ্বনি উঠছে—যন্ত্রসহযোগী আদর্শই প্রগতির আদর্শ। এই যন্ত্রবিকাশের জন্মে সামাজিক বীতিনীতি, বাজনৈতিক দর্শন, ব্যবসা বাণিজ্য সর্বক্ষেত্রে পবিবর্তন সৃচিত হয়েছে। এ ফলে গ্রামীণ সমাজ থেকে নতুন নগর সভ্যতা গড়ে উঠেছে। আজ আমরা সবকিছুই যন্ত্রের মাপকাঠিতে বিচার করে চলি। চেয়ার বসবার যন্ত্র, গৃহ হচ্ছে বাস করার যন্ত্র—এ ধরণের কথা তাই শোনা যায় ( Frank Lloyd Wright )।

আমাদের জীবনযাত্রাব ওপৰ কোন ফল না থাকলে কি উৎপাদন ব্যবস্থা  
 কি যানবাহন কোথাও কোনো পৰিবৰ্তন হতো না। আমাদেব জীবনেব  
 পৰিধি বেড়েছে কিন্তু সময় বাড়ে নি। হোটেল, সিনেমা-থিয়েটাৰ, অফিস  
 বেড়েছে, নতুন নগৰ সভ্যতাৰ সংগে নগৰ পৰিকল্পনাৰও পৰিবৰ্তন হছে।  
 এখানে স্থানেব অপব্যয় কৰে গৃহনিৰ্মাণ কৰা যায় না। সেকালেব ভাবী  
 চেৰাৰ টেবিল, কাৰ্পেট, আলমাবী ইত্যাদি আমাদেব বৰ্তমান জীবনযাত্রাকে  
 ব্যক্ত কৰে। একালেও আমাদেব আসবাবপত্ৰেব প্ৰয়োজন আছে, কিন্তু  
 সেগুলো হালকা, উপযোগী এবং আমাদেব জীবনযাত্রাব সংগে সংযুক্ত হওয়া  
 চাই। অনৰ্থক অলংকৰণ আজ এক মানসিক বিলাসে পৰিণত হয়েছে।  
 ভাই স্থাপত্যকলাৰ নক্সা যে প্ৰয়োজনে সৃষ্টি ভাই পুৰোপবিভাবে সার্থক  
 কৰবে। প্ৰত্যেকটি অংশ হৰে যুক্তিতৰ্ক দিয়ে বিচাৰ কৰা বিজ্ঞানসন্মত।  
 এই হছে উদ্দেশ্যমূলকতা বা 'ফাংশানালিজম'এব মূলকথা। এই 'ফাংশা-  
 নালিজম' সকলবকম অলংকৰণ এবং অসময়োপযোগী পবম্পবাগত সমস্ত  
 আকৃতি এবং কাককাৰ্য থেকে দুৰে থাকবে।

স্থাপত্যেব মূলকথা স্থানেব বিস্তাৰ। স্থানেব আকাৰ বা ঘনতা নিয়ে  
 খেলা কৰাই স্থাপত্য। স্থাপত্যেব এ সংজ্ঞা মানলে ভাৰ্ষ্য বা বিমূৰ্ত শিল্প-  
 কলাৰ কাছাকাছি তাকে নিয়ে যেতে হয়। খ্যাতনামা ফবাসী স্থপতি,  
 'ফাংশানালিজম' মন্ত উদগাতা লে কববুসিয়ে ভাই স্থাপত্যেব এক নতুন সংজ্ঞা  
 দিয়েছেন যে গৃহ একটি যন্ত বিশেষ। এই যন্তকে আমবা নানাভাবে দেখি,  
 চোখ দিয়ে, হাত দিয়ে, পা দিয়ে একে আমবা উপলব্ধি কৰি। এ ধৰণেব  
 গৃহেব নক্সা সহজ ও স্পন্দব জ্যামিতিক ৰূপদান কৰে। লে কববুসিয়েব মতে  
 উদ্দেশ্য বা প্ৰয়োজন ছাড়া স্থাপত্য স্থাপত্যপদবাচ্য হৰে না। প্ৰয়োজনেব  
 সংগে ব্যবহাৰ আব কাঠামো দুইই সংযুক্ত। সিঁড়িটা ব্যবহাবেব ভাষাৰ  
 কথা, কড়িবৰগা কাঠামোব। এসব আছে বলেই স্থাপত্য বাস্তব শিল্পকৰ্ম।

এই বাস্তব শিল্পকৰ্মেব সংগে ঐতিহ্য বা পবম্পবাৰ কি সম্পৰ্ক তা দেখা  
 যাক। বিগতযুগেব খ্যাতনামা মাকিণ স্থপতি লুই সুলিভান একবাৰ মন্তব্য  
 কৰেছিলেন 'বিভিন্ন দেশেব স্থাপত্য স্তম্ভ এবং কড়িবৰগাব ওপৰ ভিত্তি কৰেই  
 গড়ে উঠেছে, কিন্তু বিভিন্নৰূপ পৰিগ্ৰহণ কৰেছে বিভিন্ন চিন্তাধাবাব জন্তে।  
 মানুষেব জীবন, চিন্তা এবং কাজকৰ্মেব প্ৰবাহেব মধ্যে মানুষ যখন গৃহ-  
 নিৰ্মাণেব প্ৰয়োজন অনুভব কৰেছে তখন তাবা যা যুক্তিযুক্ত ও দৰকাৰী মনে

কবেছে তা নিৰ্মাণ কৰেছে এবং তাদেব সেই চিন্তাধাবাব নিদৰ্শন বেখে তাবা চলে গেছে। তাবপৰ নতুন মানুষ নতুন চিন্তাধাবা নিষে এসেছে, তাব ফলে পৰিবৰ্তিত চিন্তাধাবাব সংগে ভাল বেখে নতুন গৃহ নিৰ্মিত হযেছে। নিৰ্মাণ কাৰ্যেব এই প্ৰবাহই হছে ‘ট্ৰাডিশন’ বা পৰম্পৰা, একেই আমবা বলি ঐতিহাসিক স্থাপত্যকলা।

বৰ্তমান স্থাপত্য আন্দোলন পৰম্পৰা বা জাতীয় শিল্পেব বিবোধী—একথা কোনক্ৰমেই বলা যায় না। আমবা উদ্ভট নতুন কিছু সৃষ্টি কৰতে চাই না; আমবা চাই উপযোগী, সঠিক ও নিখুঁত জিনিস; নতুন হোক, পুৰাতন হোক যা ব্যবহাৰিক এবং খাটি তাবই প্ৰতি আমাদেব লক্ষ্য। আধুনিক যুগেব বৰ্তমান আবহাওয়ায় বিদ্যুৎ, মোটৰ, বেলগাড়ী, এবোপ্লেন বা যন্ত্ৰ-পাতিব ভেতবে পৰম্পৰাব নিদৰ্শন খুঁজে পাওয়া যায় না।

আজ মানুষ এক অস্বস্তিকৰ অবস্থাৰ মধ্যে দিনযাপন কৰছে। যুদ্ধোত্তৰ জটিলতায় মানুষ তাব মানসিক ভাবসাম্য হাবিষে ফেলেছে। বৰ্তমানে পৰিবৰ্তনহীন পৰম্পৰা অনুসাৰে গৃহ নিৰ্মাণেব অৰ্থ হল ৰূপ এবং তাৰ উদ্দেশ্যেব মধ্যে প্ৰভেদেব সৃষ্টি কৰা, এবং এব দ্বাৰা আমবা অন্তবে কিংবা বাহিৰে কোথাও ভাবসাম্য অৰ্জন কৰতে পাবো না।

পূৰ্বস্বৰীবা যে নিষ্ঠা, শ্ৰদ্ধা আৰু প্ৰেম সহযোগে স্থাপত্যে সাৰ্থক হয়েছিলেন তাব পুনৰ্জটীতেই একমাত্ৰ ঐতিহ্যেব মৰ্যাদা থাকবে। তাব অৰ্থ এই নয় যে তাদেব নিৰ্মাণকৌশল এবং বীতিব অনুকৰণ কৰা। এদেশে কোনাবক কিংবা ভুবনেশ্বৰে আমবা দেখেছি স্থাপত্য ও ভাস্কৰ্যেব হীৰকদীপ্তি। সেখানে ভাস্কৰ এবং স্থপতি হৃদয় দিয়ে প্ৰেম দিয়ে শিল্পকৰ্ম কৰেছেন। তাই আজও মানুষ তা দেখে বিশ্বয়ে অভিভূত হয়। আমাদেব হৃদয়ে সেই শিল্প-কলাই আসন পেতে পাবে যা হৃদয় দিয়ে নিৰ্মিত। P 36, 235

আধুনিক স্থাপত্যকলা এখন মানুষেব জীবেব মধ্যে পৰিব্যাপ্ত হয়েছ, তা আৰু কয়েকজন স্থপতিব খেয়ালেব মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। স্থপতিদেব সংগে শুধুমাত্ৰ অগ্ৰাণ্ণ স্থপতিদেব নয়, যন্ত্ৰবিদ, শিক্ষাবিদ, চিকিৎসাবিদ প্ৰভৃতি সবাইএব সংগেই সহযোগিতাব ভাব বৰ্তমান। ব্যবসায়ীমূলভ মনোবৃত্তি ত্যাগ কৰে আধুনিক স্থাপত্যকলা মানুষেব বাস্তবজীবন ও দাৰ্শনিক সমস্যাৰ প্ৰতি তাব দৃষ্টিভঙ্গী অনুধাবন কৰতে শিখেছে। তাই বলা যায় ‘স্থাপত্য আজকাল এক নৈতিক সমস্যা।’ (Giedion · Space, Time and Architecture).

কিন্তু যজ্ঞসভ্যতা উদ্ভূত নতুন বীতি জনসাধারণের দৃষ্টিতে প্রথম প্রথম প্রশংসা পায় না। ভাবপ্রবণতাব বশবর্তী হয়ে পবন্যবাব সনাতনী নিদর্শনকে যুগেব পব যুগ বহন কবাও যায় না। আধুনিক নির্মাণকৌশল এবং মালমশলা উদ্ভূত নতুন রূপ ও গঠনেব একটা নিজস্ব সৌন্দর্য আছে, শুধু তাই নয়, কোনো গৃহকে স্থাপত্য নিদর্শন বলতে গেলে তাব কিছু বিশেষত্ব থাকা চাই। এই বিশেষত্ব অলংকরণ নয়, তা হচ্ছে আকাব, মাপনি, অল্পপাত এবং সমগ্রেব সংগে অংশেব সম্পর্ক।

আগেই বলেছি বাড়ীব নক্সায় স্থপতিব প্রধান কাজ স্থানেব যথাযোগ্য ব্যবহাব। শুধুমাত্র দৈর্ঘ্যপ্রস্থ নয়, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ আব উচ্চতা দিযে স্থানেব পবিমাপ কবা হয়। স্থানের বিস্তাস গৃহ নির্মাণেব মালমশলাব সংগে সম্বন্ধ-যুক্ত। এই সঙ্গে বাহ্যিক রূপেব কথাও আসে। গৃহেব বাহ্যিক রূপ হচ্ছে অন্তর্ভাগেব বহির্দিকেব প্রকাশ মাত্র। এ যুগেব ইম্পাত আব কংক্রিটেব সাহায্যে গৃহ নির্মাণ সহজতব হয়েছে, আমাদেব গৃহ মধ্যস্থিত স্থান বেডেছে, বাড়ীব রূপও সেই সঙ্গে বদলেছে। এক এক ধবণেব উপকরণে বা নির্মাণ-কৌশলে এক এক ধবণেব রূপেব সৃষ্টি হয়।

আধুনিক স্থাপত্যকলাব রূপেব কথা বিচাব কবে বলা হয় এটা একটা আন্তর্জাতিক বীতি। আধুনিক স্থাপত্যেব মূল প্রেবণা মানবতা। মানুষেব দুটো দিক আছে, এক তাব নিজ গতানুগতিকতা, শবীবেব আকাব, পদক্ষেপেব দৈর্ঘ্য, গতিবেগ যা যুগ যুগ ধবে প্রায় ঠিকই আছে। স্থাপত্যেও ঠিক সেইভাবেই মাপনিব ব্যবহাব হয়েছে। আবেকটি দিক নমাজেব সংগে মানুষেব জীবনেব পবিবর্তন, এব ফলে স্থাপত্যেব রূপভেদ ঘটছে। এব জ্ঞান অবশ্যই নতুন নির্মাণ কৌশল, ইম্পাত বা কংক্রিটেব ব্যবহাবেও সংযুক্ত। উদ্দেশ্যমূলকতাব উদ্ভবও এখান থেকে। এককালে দেওয়ালেব কাজ ছিলো ভাববহন কবা আব বাড়ীকে বোদবুষ্টি থেকে বাঁচানো, আজকাল দেওয়ালটা গোঁণ, ছাদেব ভাব নিচ্ছে স্তম্ভ। তাই বলা যায় ‘মানবতা, উদ্দেশ্যমূলকতা আব নির্মাণ কৌশল, নতুন স্থাপত্যকলাব রূপসৃষ্টি কবছে’, (Matthew Nowick)।

সৌন্দর্য ও নন্দনতত্ত্ব সম্বন্ধে মানুষেব চিন্তাধাবাব তফাৎ আছে। এক-দলেব মতে সৌন্দর্য্য বস্তুব গঠনেব সংগে সংযুক্ত, কখনো আকাব এবং বং। এই দল জ্যামিত্যিক রূপে সৌন্দর্যেব দেখা পান, তাতে প্রতিটি অংশ



মাপজোক কথা। এঁদেব সংগে গ্ৰীক বোমান যুগেব মিল আছে। দ্বিতীয় দলেব মতে আকাব বা ৰূপ স্তম্ভব হতে পাবে যদি তা অন্তৰ্নিহিত ভাব প্ৰকাশ কৰে। তাই হেগেলেব মতে যা মহৎ ভাবে নিখুঁতভাবে প্ৰকাশ কৰে তাই মহৎ। গ্ৰোপেনহাওয়াবেব মতে সৌন্দৰ্য তাকেই বলা যায় যা ভালোভাবে ইচ্ছা এবং বাস্তবতাৰ মধ্যকাব চিবন্তন দ্বন্দ্বকে পৰিস্ফুট কৰে। তৃতীয় দলেব মতবাদ মনস্তত্ত্বমূলক। এঁদেব মতে দৃশ্য-বস্তুব সংগে নিজেব পৃথকীকৰণ আবিষ্কাৰেব যে আনন্দদায়ক ফল, সৌন্দৰ্য তাব মध्येই নিহিত। আধুনিক স্থাপত্যকলাব বিচাবে এই তিন মতবাদই খাটে। ৰূপ প্ৰযোজন থেকে উদ্ভূত, সে-ৰূপ নখন তৃপ্তিকৰ হলে তা স্তম্ভব, যদি স্থাপত্য যা প্ৰকাশ কৰতে চায় তা প্ৰকাশ কৰে, যে উদ্দেশ্যে নিৰ্মিত তা সার্থক কৰে তাহলে তা স্তম্ভব হবেই। বাহ্যিক ৰূপ যত স্তম্ভবই হোক না কেন যদি বান্ধাঘৰ এবং বাথৰুম থেকে সৰ্বদা গন্ধ ভেসে আসে তাহলে তা অস্তম্ভব ৰূপেই পৰিগণিত হয়, যত স্তম্ভব প্ৰেক্ষাগৃহ হোক না কেন যদি সেখানে ভালো কৰে শোনা না যায় তাহলে তা ব্যৰ্থ হয়ে যায়। সার্থকতা এবং উপযুক্ত কাঠামো এই দুই জিনিস বিংশশতাব্দীৰ স্থাপত্যকলাকে বড় কৰে তুলেছে। মহৎ স্থাপত্যেব অৰ্থ স্তম্ভব সৌধ নিৰ্মাণ নয়, তাব কাঠামোও যেমন হ'বে নিখুঁত, ভেতৰেব স্থানেব বিস্তাৰও তেমনি হ'বে যথাযথ। স্থলিভান, ফ্ৰাঙ্ক লয়েড বাইট, ওয়াগনাৰ, এপিয়াস কিংবা লে কববুসিয়ে যখন মৃতপ্ৰায় আকাব, ঐতিহ্য ও বীতি থেকে মুক্তি গ্ৰহণ কৰে নতুন স্থাপত্যকলাব প্ৰবৰ্তন কৰলেন তখন তাঁদেব মনে ঐ কথাই বিচক্ষমান ছিলে।

সুতৰাং আমবা দেখেছ যে ৰূপ কখনো জ্যামিতিব দ্বাৰা চালিত হতে পাবে না। তাই সৌন্দৰ্য সৃষ্টিতে এবং অল্পপাত সম্পৰ্কে নতুন স্থাপত্যকলাব কোন বাঁধাধৰা নিয়ম নেই। স্থাপত্য মানুষকে নিষে, মানুষেব অঙ্গপ্ৰত্যঙ্গেব সংগে তাব সম্বন্ধ। তাই বিভিন্নবস্তুব সংগে বিভিন্নবস্তুব এবং মানুষেৰ আকাব অল্পপাতেব যে সম্পৰ্ক লে কববুসিয়ে আবিষ্কাব কৰেছেন তাতে আধুনিক স্থাপত্যকলাব প্ৰযোজন ও ৰূপসৃষ্টি সম্বন্ধে অল্পধাৰন কৰা সহজ হয়েছে। এ সম্পৰ্কে আইনষ্টাইন সভাই বলেছিলেন—এই অল্পপাত জ্ঞানেব সাহায্যে কোন জিনিস থাবাপ কৰা কঠিন কিন্তু খুব সহজেই ভালো কৰা যায়। পাঞ্জাবেব বাজধানী চণ্ডীগড়ে এই অল্পপাত জ্ঞান কাজে লাগানো হয়েছে।

অনেকে বলেন যে নতুন ধৰ্ম্মৰ পৰিবৰ্তন এক নতুন ধৰ্ম্মৰ সমাজেই আশা কৰা যায়। স্বতৰাং আধুনিক স্থাপত্য আন্দোলন বাৰ্জনৈতিক কৰ্ম নিতে বাধ্য। স্থাপত্য হ'ছে বিশিষ্ট যুগেৰে প্ৰকাশভঙ্গী অতএব অবস্থাক্ৰমে সে যুগেৰে বাৰ্জনৈতিক ও সামাজিক চিন্তাধাৰাও। তাই কাজেৰ ভেতৰ বাৰ্জনৈতিক ভিত্তি না থাকলে শুধুমাত্ৰ ইউটোপিয়ান মনোভাব নিয়ে কিছু হ'বে না। এ সব ভ্ৰান্ত ধাৰণা প্ৰসূত। এদেৰ উত্তৰে বলা যায়—বিশাল ক্ষেত্ৰে স্থাপত্যকে বাৰ্জনৈতিক চিন্তাধাৰা দ্বাৰা বুঝতে হ'বে—এ একটা ভ্ৰান্ত ধাৰণা। যদিও বাৰ্জনীতি স্থাপত্যক্ষেত্ৰে এক বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰেছে কিন্তু এৰ কাৰীগৰী ও অৰ্থনৈতিক ভিত্তি বাৰ্জনৈতিক মতবাদেৰে ধাৰ ধাবে না। আমাদেৰ জীৱন ও চিন্তাধাৰাৰ মध्ये বাৰ্জনৈতিক প্ৰভাৱ বয়েছে কিন্তু তাৰ চেয়ে বেশী মূল্যবান একটা অবাৰ্জনৈতিক দিকও আছে এবং সেই দিকটাই শিল্পকৰ্মেৰ প্ৰকৃতি নিৰূপন কৰে। সেইজন্তই স্থপতি স্বাধীনভাবে সমস্তাৰ সমাধানে প্ৰবৃত্ত হ'তে পাবেন ( Marcel Brener )।

স্থাপত্যকলাৰ উদ্ভব জনসাধাৰণেৰ প্ৰয়োজন ও তাৰ তৎকালীন সৌন্দৰ্যমান থেকে। কিন্তু মানুষেৰ প্ৰয়োজন আৰু সৌন্দৰ্য সন্মিলিত দৃষ্টিভঙ্গীৰ তফাৎ বৰ্তমান। এই পাৰ্থক্যেৰ জন্তে স্থাপত্যকলাৰ বৰম ভেদ ও সে সম্পৰ্কে মতবাদেৰ পাৰ্থক্য। এই পাৰ্থক্য গ্ৰীচিয়াস এবং লে কৰবুসিয়েৰ-এৰ আন্তৰ্জাতিক 'উদ্দেশ্যমূলকতা' এবং ফ্ৰাঙ্ক লয়েড ৱাইটেৰ জৈৱিক স্থাপত্য-কলাৰ মতবাদেৰে বিৰাজমান। আধুনিক জগতে যেখানে সাম্যবাদ, সমাজতন্ত্ৰবাদ ইত্যাদি নানান মতবাদ বৰ্তমান সেখানে আধুনিক স্থাপত্য-কলাৰ ক্ষেত্ৰে এই মতবাদেৰ পাৰ্থক্যে আশ্চৰ্যেৰ কিছু নহে।

এ প্ৰসঙ্গে বেনেৰ্সাঁস আমলেৰ কথা চিন্তা কৰা যেতে পাবে। সে সময় শিল্প-স্থাপত্যক্ষেত্ৰে আমৰা তিনজন প্ৰতিভাৰ সাক্ষাৎ পাই। একজন সেলিনি, তিনি সোনা ৰূপাৰ এক কাৰিগৰ, অধিকাংশ সময়ই অলংকাৰেৰ সূক্ষ্ম কাৰুকাৰ্যে অতিবাহিত কৰতেন, আবেকজন লিওনাৰ্দো ছি ভিঞ্চি যিনি কাজ কৰবাৰ সময় মতবাদেৰে সৃষ্টি কৰতেন যা কালক্ৰমে বাস্তবে পৰিণত হ'তো। তৃতীয়জন মাইকেল এঞ্জেলো, তিনি স্কুলকলেজে শিক্ষালাভ কৰেন নি, তাঁৰ প্ৰতিভা ছিলো একক, নিজেই নিজেতে পৰিপূৰ্ণ। একালেৰ তিনজন শ্ৰেষ্ঠ স্থপতিদেৰ এই তিনজনেৰে সংগে তুলনা কৰা যায়। মীজ্ ভ্যানদাৰ বো সেলিনিৰ মতো, একটা গৃহেৰ নক্সাৰ প্ৰচুৰ সময় অতিবাহিত কৰেন,

প্রতিটি অংশ সুস্থভাবে বিচাৰ কৰেন। কববুসিয়ে লিওনাৰ্দোৰ মত, নিৰ্মাণকালে বা নক্সা কৰাৰ সময়ে মতবাদেৰ সৃষ্টি কৰেন যা আজকে হয় তো চলে না, কিন্তু আগামী পঁচিশ কি পঞ্চাশ বছৰে তা সত্য বলে প্রমাণিত হতে পাবে। আব ফ্রাঙ্কলেড বাইট হছেন মাইকেল এঞ্জেলোৰ মত। তাঁৰও প্রতিভা একক। আশ্চৰ্যেৰ ব্যাপাৰ এই যে এইসব সমসাময়িক মহাপুরুষেৰা অনেকসময় পৰস্পৰকে বুঝতে পাবেন না এবং নিজেদেৰ মধ্যে দেখাশোনাও বড একটা ঘটে না। অতীতকালে একদিন লিওনাৰ্দো ছ ভিঞ্চিৰ সংগে মাইকেল এঞ্জেলোৰ এক বাস্তায় একবাৰ মাত্ৰ দেখা হয় এবং তখন তাঁৰা শুধু পৰস্পৰেৰ দিকে তাকিয়ে সৌজন্ত সূচক হাসি হেসেছিলেন মাত্ৰ।

স্থাপত্য একটা পেশা, একটা বিজ্ঞান, জীবনেৰ একধৰণেৰ প্রকাশ, কিন্তু এ একটা শিল্পকলাও বটে। সমস্ত শিল্পেৰ মূল প্রকৃতি আৰ জীবন। আমবা এখন বুঝতে পেৰেছি যে শুধুমাত্ৰ উদ্দেশ্য প্রকাশ কৰাই স্থাপত্যকৰ্ম নয়, এৰ উদ্দেশ্য অন্তৰ্নিহিত সত্য আবিষ্কাৰ কৰা। শিল্পী মাতিস বলতেন, সঠিকতাই সত্য নৰ। স্থাপত্য সম্পৰ্কেও একথা খাটে। সাধাৰণেৰ বাসস্থান ঘাৰ সংগে মানবীয় চিত্তবৃত্তি, চিন্তা এষনা ইত্যাদি সংযুক্ত সেখানে শুধুমাত্ৰ উদ্দেশ্যমূলকতা উচুদবেৰ স্থাপত্য সৃষ্টি হতে পাবে না। জৰ্নৈক শিল্পসমালোচক সত্যই বলেছিলেন যে, ‘বিগত তিনযুগেৰ ইতিহাস পর্যালোচনা কৰে একথা বোঝা যায় যে উদ্দেশ্যমূলকতা বা ফাংশানালিজিমেৰ মধ্যে ভাবগত কোন উষ্ণতা নেই’ ( Paul Zucker )।

উচুদবেৰ স্থাপত্যকলাৰ সৃষ্টিতে যে বাধা সেটা হছে চাবপাশেৰ প্রকৃতি, সূৰ্য, পাহাড় পৰ্বত এ সবেৰ সংগে জীবনেৰ আত্মিক সম্পৰ্ক সম্বন্ধে চিন্তাব দৈশ্য। প্রকৃতি আমাদেৰ মনোভাব গড়ে তোলে, প্রকৃতিই স্থাপত্যকলাৰ আদি সৃষ্টিকৰ্তা। স্পেংলাৰ সত্যই বলেছিলেন, ‘মন্দিৰ স্থাপত্যকলা কিন্তু বাসগৃহ নৰ কেন না এ কতকটা উদ্ভিদেৰ মত মাটি থেকে ওঠে।’ এর জন্ত অল্পপাত সমাল্পাতেৰ কথা ভাবতে হয় না, কম্পোজিশনেৰ প্রশ্ন ওঠে না। একটা গাছকে যেমন চাবধাৰ থেকে ভালো দেখায তেমনি দেখাবে বাড়ীকে। গাছেৰ যেমন ডালপালা তেমনি বাড়ীৰ কাঠামো। প্রকৃতি আৰ জীবনেৰ সংগে সম্বন্ধযুক্ত এই স্থাপত্যকলাই ফ্রাঙ্ক লয়েডেৰ ‘অবগানিক’ বা জৈবিক স্থাপত্যকলা। এটাই গণতন্ত্ৰেৰ স্বাধীন স্থাপত্যকলা। মানুষেৰ জীবন যে প্রকৃতিকে নিয়ে, প্রকৃতিৰ অৰ্থ শুধু গাছপালা মেঘবৃষ্টি নয়, এৰ অৰ্থ অন্তৰেৰ

বহিঃপ্রকাশ, গৃহনিৰ্মাণেৰ উপকৰণে স্বাভাৱিক ধৰ্মেৰ প্ৰকাশ। গাঁছেৰ যেমন ফুলপাতা তেমনি কাঠামো থেকে ৰূপেৰ সৃষ্টি। আপাত পৰম্পৰাব প্ৰতি কোন মোহ থকা উচিত নয়, যা আকাৰ-প্ৰকাৰেৰ সজ্জিত হৈছে ছন্দোৰ্মৰ স্থাপত্যক্ষেত্ৰে তাই অৱিন্ধৱ। ফ্ৰাঙ্ক লয়েড বলেন, 'জৈৱিক কৰাব অৰ্থ ঐক্যভাব, অংশেৰ সংগে অংশেৰ, অংশেৰ সংগে সমগ্ৰেৰ মিলন। ৰূপ প্ৰয়োজন বা উদ্দেশ্যকে অনুসৰণ কৰবে, ৰূপ আৰু প্ৰয়োজনেৰ মध्ये কোন প্ৰভেদ নহৈ।'

আমৰা ভৱিষ্যৎ যে সভ্যতাৰ কথা ভাবছি তাৰ উপাদান হিসাবে স্থাপত্য-কলাৰ অবদান কি হ'বে তা নিৰ্ণয় কৰবে ভৱিষ্যতেৰ জনসাধাৰণ, যে জনসাধাৰণ ওইসৰ সৌধেৰ মध्ये বাস কৰবে, যাঁতায়াত কৰবে বা তাতেৰ দিকে তাকিয়ে দেখবে। নতুন মানৱীয় চিন্তাধাৰাৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈছে এই সমস্ত গৃহ এক নতুন স্থাপত্যকলাৰ আকাৰ গ্ৰহণ কৰবে। হাজাৰ হাজাৰ শ্ৰমিকেৰ বাসগৃহ, হাসপাতাল, আমোদ-প্ৰমোদ স্থান, বিদ্যালয়, বিপনীকেন্দ্ৰ ইত্যাদি নিৰ্মিত হ'বে। ভৱিষ্যতেৰ স্থাপত্যে গতানুগতিক কিছু থাকবে না। এৰ বিস্তৃতি হ'বে ব্যাপক, উদ্দেশ্য হ'বে সকল বাস্তৱ সমস্যাৰ সমাধান, শিল্প-বোধেৰ পৰিমণ্ডলেৰ প্ৰসাৰ।

আধুনিক স্থাপত্যকলাৰ প্ৰয়োজন ও উদ্দেশ্য সকলে অনুধাবন কৰতে পাবলেই ভাবতবৰ্ষেও আধুনিক স্থাপত্যকলা সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰে ঐতিহ্যেৰ সৃষ্টি হ'তে পাবে। এদেশে পাঞ্জাবেৰ বাজবানী চণ্ডীগড়েৰ মত পৰিকল্পনাৰ নিদৰ্শন বৰ্তমান, এ যুগেৰ চিন্তাধাৰাৰ মূলত্ৰ সন্মুখে অবহিতিই তাৰ মূলকথা। আশাৰ কথা গণতন্ত্ৰ বা মানৱতাৰ যে স্থাপত্যকলা এক বৈপ্লৱিক চিন্তাধাৰা প্ৰসূত তাৰ পত্তন ভাবতবৰ্ষেও হ'বেছে। নতুন স্থাপত্যকলা নতুন পথ খুঁজিছে বিগতযুগেৰ পথকে পেছনে ফেলে। তাই দেখা দিছে নতুন শিল্পদৰ্শন, নতুন কলাবোশলেৰ ব্যঞ্জনা।

অনীতাকে খুঁজে ছাদেব পূবকোণে এল ব্লুহু।

: ‘পেলি না?’

: “না। বেশ হয়েছে।”

লাল বল সম্পর্কে ব্লুহুব ভাবি টান। আব পাঁচটা এটা ওটা সেটা মতই থাক, লাল বল তাব চাই-ই। অনীতাও সেটা যেমন কবে পাবে, যুগিয়ে বাখে। যেখান থেকে হোক, যে ভাবে হোক। কিনে কেটে, বাস্তাব অণু ছেলেপিলেদেব বুঝিয়ে শুনিয়ে, তাবো চেয়ে বেশি মাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে মাকে দিয়েই বল কিনিযে কিনিযে। এটা একটা সমস্তা। কেননা বল নেওয়াও যেমনি, তিনতলাব এই ছাদ থেকে কেবল কেবল বল ফেলে দেওয়াও তেমনি ব্লুহুব নিত্যকাব অভ্যাস। যতক্ষণ কুড়িয়ে আনা গেল তো গেল। কিন্তু বাস্তাব আবো খেলুড়ে আছে, দুইবুদ্ধি বডবা আছে, লাল টুকটুকে বাছাই কবা সন্দেহ মাপেব একটা বল হাতে পেলে নেবে না কে? হাতে না নিক, পায়ে ঠেলে দিয়ে ছুঁপা হেঁটে গেলেই ত ব্লুহুব গেল। তখন সে বল কাবো ঘবেই থাক, কি পথে পড়েই থাক, সে কোথাব বইল তা খুঁজে পেতে, ব্লুহুব বল চিনে আনতে কে যাবে?

ব্লুহু মুখো ভাব কবে বসে বইল। আকাশে ঘোলা ঘোলা মেঘ,— ভালুকেব মতন, সিন্ধুঘোটা কব মতন, ভুগোলেব বইয়েব আবও কতগুলো অদ্ভুত ছবিব মতন সেজে বয়েছে—কোথাও শাদা, কোথাও সূর্যাস্তেব বঙে বঙীন। তাদেব নিয়ে ব্লুহু গল্প বানাল না। অনীতা অশ্রান্ত দিনেব অভ্যাস মতন ছাদেব শেওলাধবা মেঝেয় গুটিকতক আমেব ধুলোধবা মাটি-মাখা অঁটি ছড়িয়ে বসেছে। এদেব জন্মস্থান এ বাড়িব গায়ে গায়ে লাগা বাড়িব যে ছাদ, তাদেব অন্তবর্তী এক চিলতে ভিজে মাটিতে। হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে তাদেব তুলে দেখতে ওদেব ভাল লাগে। কতকগুলো অঁটি ফেটে মাঝখান থেকে সবুজ নতুন চাবা দেখা দিয়েছে। দুটি চাবটি কচি নবম নবম বঙেব পাতা। হাতে ঘষলে মিষ্টি কাঁচা আমেব গন্ধ দেয়। সেদিকেও আজ দৃষ্টি নেই ব্লুহুব। গৌজ হয়ে বসে বইল।

: “কেবল বাগ। কেন ফেললি, তখন বাবণ কবলাম’ যে।!” ॥ ১ ॥  
নালিশ মেশানো ঝগড়াব স্ববে বলল, “তুমি তখনি নেমে গেলে না কেন  
আনতে? বললাম যে?”

: “আমাব বয়ে গেছে। আমি ওঁব চাকরাণী কিনা।”

: “আমি বলেছি তোকে চাকরাণী? বল এনে দিলে চাকরাণী হয়?  
কুঁতুলী, বিচ্ছিব, সন্ধ্যাইকে বলে দেব।”—বাগে ঝুলুব দাঁত কিডমিড কবে।

অনীতা দেখে হঠাৎ হেসে ফেলে: “কোথাকার পাগলা খ্যাপা! ঐ  
দেখ দেখি, কঁাদতে আবস্ত কবলো! আচ্ছা দাঁড়া দেখছি। নতুন একটা  
বল যদি—কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে এল যে!”

অনীতা সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু কবে। নবম চটিব শব্দ ওঠে সিঁড়িতে।  
মাথাব চুলেব বিবণ খুলে কাঁধেব ওপব পড়ে ছিল, সেটা খুলে আঙুলে  
জড়াতে জড়াতে নামে সে। মুখ নিচু কবলেই চোখে পড়ে জামাব সামনেব  
দিকে কখন অগ্নমনস্কভাবে মাটি মাথা হাত মুছে ছিল। একটা ছোপ  
লেগে গেছে হলুদ ফুল-ফুল জামাটায়। কিন্তু এ নিয়ে ভাবনায় মন পড়ে  
থাকে না তাব। ঝুলু আশায় আশায় ছাদে চূপ কবে বসে আছে। আশা  
খুব বেশি আছে কিনা বলা শক্ত। অন্ততঃ অনীতাব থাকে না। কথেকটা  
সিঁড়ি নামতে নামতে সে পবিষ্কার আন্দাজ কবতে পাবে যাব কাছে গিয়ে  
এখন পয়সা চাইলেই মা কি বুঝে নেবেন আব তাব উত্তবে কী বলতে শুরু  
কবেন।

ব্যাপাবটা একটু গোলমালে লাগে অনীতাব। একই বাড়িব একতলা  
আব দোতলার ঝুলুবা আব অনীতাব। ভাব এমনিতেই হবত হত ঝুলু  
আর অনীতাব। হয়েছেও, যদিও মা সর্বদা বলেন অনীতা নাকি কাবো  
সংগে মিলতে মিশতে পাবে না, বড় কুনো। সে কথা সত্যি হোক বা না  
হোক অনীতা ঝুলুব ভাব হয়েছে। কিন্তু ঝুলুবা এ বাড়িতে এসে উঠতে না  
উঠতে ছুটে গিয়েছিলেন অনীতাব মা-ই আগে ভাগে। ছ’চাবদিন বাঁবা  
মাংস বাটি ভবে, নতুন তৈবাঁ আচাব বোয়ম ভর্তি কবে যাব কথামতই সে  
দিয়ে আসতে গিয়েছে ওদেব বাড়িতে। ভাবি অস্বস্তি অস্বস্তি লাগত  
অনীতাব তখন। ঝুলুব যাব মুখটা সর্বদাই যেন কি বকম। অনীতাব মা  
যেমন মোটা সোটা, হাসি খুশী, ডুবে শাড়ি কোমবে জড়িয়ে সর্বদাই এটা  
ওটা কবে বেড়াচ্ছেন, তেমন নয়। সাদা খান কাপড মাথায় ঘিবে তিনি

যেন অনেক দূৰে বয়েছেন। পায়ের শব্দে মুখ তুলে যখন তাকান, অনীতাব কেন্নন মনে হ'ল তাঁব চোখ আব জু যেন ছবিব মতন আঁকা। ওদেব বাড়িতে ঢুকে প্রথমেই উঠোন ঘেঁষে দালানে বিষং খানেক এক টেবিল আব গোটাচাবেক চেয়াব। ওখানেই প্রথম দেখেছিল সে ব্লুকে। চেয়াবে পা ঝুলিয়ে বসে টেবিলে থালায় কি খাবাব খাছিল। মুখেব ফৰ্সা ধাঁচেব বং হাতে পায়ে ঘোব তামাটে হয়ে এসেছে। মাথাব চুলগুলি একটু লালচে, সোজা সোজা, নাপিতেব হাত পালানো বলে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া। ময়লা হাফপ্যাণ্টেব উপবে ধবধবে শাদা বোতাম-খোলা হাফশাৰ্ট। অনীতা ঢুকে বোয়মটা নিষে কি কবে কি কবে কবছে। ব্লু বলল, “আঁচাব দাওনা আমাষ একটু।” এমন সময়ে ব্লুহুৰ মা-ব আবিৰ্ভাব। কিন্তু সে সব চেব আগে।

মা বোজ বোজ জিজ্ঞেস কবতেন, “ব্লুহুৰ মা কি বলল বে?” অনীতা বলত, “কিছু বলল না তো!” আবও এটা সেটা কি সব জিজ্ঞাসা কবতেন কখনো কখনো মা, অনীতাব ভাল মনেও নেই, শুধু হঠাৎ একদিন মনে আছে মা জিজ্ঞাসা কবলেন, “বাবাকে দেখলি ওখানে?”

: “কাব বাবা?”

: “কাব আবাব? ছোট হচ্ছিস নাকি দিন দিন?”

—তা ঠিক। ব্লুহুৰ তো বাবা নেই। “না, বাবা তো যায়নি ওখানে!”

এব উত্তবে কেন যে মা বললেন,—“বোজ বোজ ওদেব বাড়ি গিয়ে পড়ে থাক কেন? ঘবে কি কিলোয় নাকি কেউ?” অনীতা বুঝতে পাবেনি। তাবপব থেকে প্রায়ই বলেছেন একথা।

মাদেব বোবা কঠিন। ব্লুহুও বলে মাঝে মাঝে। যখন বেশ গল্প জমে জগৎ সংসাব বিষয়ে ওদেব মনেব মিল অত্যন্ত প্রবট হয়ে ওঠে। ওবা ছুজনেই এটা স্পষ্ট বুঝেছে যে মাদেব কেউ বন্ধু হয় না। মাৰা খেলতে চাষ না, খেলা ভালবাসে না, হযত সেইজন্তে।

কিন্তু সে হল অগ্ৰ কথা। আপাতত মাকে কিছু বুঝতে না দিয়ে মাৰ কাছ থেকে পয়সা আদায় কবাৰ ফিকিব ভেবে বাব কবতে অনীতাব মাথা গবম হয়ে গেল। কিছু ভেবে পেলনা। আন্তে আন্তে এসে দাঁড়াল। রান্নাঘবেব দবজায়। মা উহুনে কী একটা চাপিয়ে চুপ কবে বসে।

—“মা।”

: “বঙ্গ।”

: “হৈয়ে, পয়সা।”

: “কেন?”

অনীতা হঠাৎ জবাব দিতে পাবল না।

: “কত?”

তাড়াতাড়িতে অনীতাব হিসেব গুলিয়ে গেল।

: “কত? এই তোমাব—”

মা সংক্ষেপে বলেন, “ঘবে গিয়ে পড়তে বসোগে, সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে।”

অনীতাব বুকোৰ ভিতবটা শুধু শুধু ধড়ফড় কবে। হাতেব তেলো ঠাণ্ডা হৈয়ে আসে। মা কডাব ঢাকা খুলে খুস্তি নাডেন। অনীতা চুপ কবে দাঁড়িয়েই থাকে।

: “কি ভাবছিস অত?”

: “বুজু কঁাদবে মা। এই একবাব—” গলা শুকিয়ে আটকে আটকে আসে অনীতাব।

: “কঁাদতে তাব বয়ে গেছে। তুমি সামনে যেও না এখন কতক্ষণ, দেখ, আপনি ভুলে যাবে।”

এটা অসম্ভব, অনীতা জানে। তবু তাকে চুপ কবে থাকতে হয়। মাকে বোঝানো অসম্ভব, হয়ত এটা বেশি করে জানে বলেই সে সহজে চুপ কবে যেতে পাবে। চুপ কবে বসে একা একা বহিয়েব পাতা ওল্টাতে পাবে। পড়ায় মন না থাকলেও মন দিছি দিছি ভাব দেখাতে পাবে। নইলে, অনীতা মায়ের যে-চোখ এদিকে পড়ে বয়েছে বলে টেব পাচ্ছে, তাতে ক্রমশই এক ধবণেব প্রশ্নয়েব চাউনি ফুটে উঠবে। এক সময়ে খানিক আক্ষেপ আব খানিক আদব মিশিয়ে বলে উঠবেন, “যাও, ঘুবে এসগে। প্রাণে তো শান্তি নেই। বাত্তিব দুপুব কবো না। সাতটা বাজলেই যেন বাড়িতে দেখতে পাই।”

এই প্রশ্নয়েব সুবিধা কম নয়। কদিন আগেও এটা দিতে পাবলেও খুশীই হত মনে মনে। কিন্তু ইদানীং ক্রমশঃ ও অপছন্দ কবতে সুরু কবেছে এ ধবণেব প্রশ্নয়েক। মা প্রথমে নিজেব জেদকে জিতিযে নেবেন। তাব পবে মনের খুশীতে একসময়ে ইচ্ছে মত অল্প একটু টিলা দেবেন জেদেব শাসনে, এ বকম তাব ভাল লাগেনা। এব চেয়ে তাব কষ্ট পাওয়াই ভাল, কষ্ট পেয়েই সে প্রমাণ কবতে চায় যে সে বড় হয়েছে। তাকে ইচ্ছে মত শাসন-সোহাগ কবতে



চাওয়া এখনটিক নয়। 'এতক্ষণে বুঝু কি ভেবেছে, কত অভিমান কবে আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে অন্ধমনস্ক মত একপা' ছুপা' কবে নেমে ওদেব ঘবেব দিকে গেছে, মনে মনে সে ছবি দেখতে দেখতে অনীতাব চোখ ছলছল কবে আসে। বইয়েব পাতায় কালো কালো অক্ষবে আটকে বাখে চোখ। বুঝু যে ইচ্ছে কবলে একেবাবে নিচেব তলায় না নেমে মাঝপথে একবাব অনীতা-দেব বাড়িব দবজায় সাড়া নিতে পাবত না তা নয়। কিন্তু তা সে কেন দেয়নি অনীতা জানে। মায়েদেব ভয়ে। বুঝুব মা টেব পেলে বকে উঠবেন। অনীতাব মা দবজা খুলে এই সন্ধ্যাবেলা বুঝুকে দেখলে অগ্রসর চোখে তাকাবেন তাব দিকে। গম্ভীৰ গলায় ডেকে দেবেন অনীতাকে, যেন ডেকে দিতে না পাবলেই তাঁব ভাল লাগত। অনীতা পাবে এ সব সযেও বুঝুদেব বাড়ি একবেলাব জাংগায় দু'বেলা, দু'বেলাব জাংগায় চাববেলা যেতে। বুঝুব মা যেমন কবেই তাকান, যে গলাতেই কথা বলুন, তাব মা সোজা কবে বাঁকা কবে যত বাগই করুন, তবু। বুঝু কেন তা কবতে যাবে? এক তো সে ছোট। তাছাড়া, অনীতাব কেমন ধাবণা বুঝু ছেলে বলেই ওব আত্মসম্মান বেশি থাকা উচিত। না থাকলে যেন তাতে অনীতাবই মান যেত। বুঝুকে যেন কেউ কিছু না বলে। যা কিছু লাঞ্ছনা, অনীতাবই হোক।

বাইবে বাবা এসেছেন। মা কী যেন বলে যাচ্ছেন, বাবাব সাড়া নেই। মুখটা একটু ফিবিয়ৈ অনীতা দেখল বাবা আবাম কেদাবাষ হেলান দিয়ে মুখেব ওপব আড় কবে চোখটা চাপা দিয়ে হাত তুলে দিয়েছেন মাথাব উপবে।

ভাববেলা অনীতাব স্থল। সুমভাঙ্গা চোখে ফ্রকেব ওপবে নীল বেলটটা কোমব ঘিবে বাঁধতে বাঁধতে ওব আবেকবাব মনে পড়ে কাল বিকেলে বুঝুব কাছে বল নিযে ফিবে যাওয়া হয়নি। অনীতাব স্থলে অনেক ইংবেজী বলিষে কইয়ে বন্ধু, অনেক চটপটে, বাবঝবে, হাসিখুশি ছেলেমেয়ে। তাবা এ-ওকে খেপায়, খেপে, হাসে, ভোলে। তাবা কেউ বুঝুব মত একটা আবদাব নিয়ে আঁকড়ে বসে নেই, কেউ বিশেষ কবে অনীতাব ওপব উপদ্রব কবছেন। তাদেব বাড়িতে কোনদিন নিমন্ত্ৰণ বাখতে গেলে মা খুশী হয়ে নতুন জামা-বব কবে দেন। বাবা ফিবে এলে জিজ্ঞাসা কবেন, "গান গাইলি নাকি বে? কি বল্ল সবাই শুনে?" তবু অনীতাব তাদেব কথা মনে পড়ে শুধু যখন তাদেব গল্প বলে বুঝুকে হাসানো যায় কিংবা চটানো যায়। তাব সমস্ত

অভিজ্ঞতাব কেন্দ্রে যেন বুলু, বাকি যত কিছু শুধু তাকেই দিবে সাজিয়ে,  
তোলাব জন্তে ।

ফুল থেকে ফিবেছিল অনীতা একগাছি গন্ধবাজ ফুল নিয়ে । তুলে বেখে  
দিয়েছিল ভিজ়ে ঝাকডায জড়িয়ে নিজের দেবাজেব এককোণে । কঠিন একটু  
সঁয়াত সঁয়াতও কববে তা হোক, ওখানে কোনও জিনিস নেই । খেতে খেতে  
অনীতা ভাবছিল ফুল পেলে বুলু কি বকম মুখটা কুঁচকে একনিঃশ্বাসে সমস্তটা  
গন্ধ শুঁকে নিতে চাইবে । অবশ্য একটা ফুল নিজের জন্তে বাখতে পাবলে  
মন্দ হয় না, কেননা দেওয়া মাত্রই যে ফুলগুলো টুকবো টুকবো হবে বুলুব  
হাতে ছিঁড়ে, এটাও দেওয়ার আগেই বুঝতে পাবছে । তা হোক, তবু ও  
বাখবে না । একটা ফুলও আলাদা কবে বেখে দেবেনা ।

মা এসে বললেন, “খেয়ে উঠে আয়, ড্রয়িং বুকে বঙ দেওয়া শিখিয়ে দেব ।”

: “বিকলে লিখব মা ।”

: “কেন, তোব ঘুম পাচ্ছে ?”

: “না ।”

: “তবে শেখনা এখন, ভাল লাগবে দেখো ।”

মাল্লষেব সঙ্গে যত স্বথ, তাব চেয়েও নিশ্চিত, নৈর্ব্যক্তিক স্বখেব স্বাদ কে  
কবে সহজে চেয়েছে, সহজে পেয়েছে !

অনীতাব মন খাবাপ হয়ে গেল । চুপ কবে থালাব ভাত নাড়তে লাগল ।  
মা বললেন, “কি হলো ? খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল কেন ?”

অনীতা একটু ইতস্তত কবল । তাবপব মাব দিকে না তাকিয়ে আস্তে  
আস্তে বলল, “কয়েকটা ফুল বুলুকে দিয়ে আসব মা ? একছুটে ?”

কে জানে কেন, মা আজ বাগ কবলেন না, তেতে উঠলেন না, একটা  
নিঃশ্বাস ফেললেন শুধু । অনীতা মাব মুখেব দিকে তাকালো । মা যেন মাথা  
নেড়ে মত দিলেন, তাবপবে একটু তাড়াতাড়ি ঘবেব ভিতবে চলে গেলেন  
কি কাজে । অনীতা খুশীতে তখনি খাওয়া ছেড়ে উঠে পড়ল । চোঁচিয়ে  
বলল, “এখুনি আসছি, মা । এই যাব আব অমনি—”

ফুলগুলো কুক্ষণে এসেছিল । নইলে এমন কখনো হয়নি যে অনীতাকে না  
বলে বুলু চলে গেছে কলকাতার বাইবে, বুলুবা সকলে । চাকবটা বললে  
মুখ বেব কবে । বুলুব মামাবাড়ি থেকে কি “তাব” এসেছিল কাল বাত্রে ।

বেলা দশটাব গাড়িতে তারা বণনা হয়ে গেছে। গন্ধবাজ ফুলগুলো কোনও কাজেই লাগল না। মিথ্যেই জ্বলেব মালীকে সেধেছিল অনীতা। মিছেই যত্ন কবে বেখেছিল এতক্ষণ। এখন এগুলোকে সাজিয়ে বাথা যায় ঘবে। যে ভাবে ইচ্ছে, কিন্তু তেমন কোনও ইচ্ছেই তার ছিল না আব। ফিরে আসতে আসতে তার মনে হল যুঝ কি একবারও ডাকতে আসেনি তাকে চলে যাচ্ছে এ কথা জানানাব জন্তে? কই, মা তো একবাবও বলল না! বাড়িতে ঢুকে বার বাব এ কথা মাকে জিজ্ঞাসা কবি কবি কবেও বেধে যাচ্ছিল তাব। শেষ অবধি যখন বারান্দায় মাব কাছে সোজাসুজি গিয়ে দাঁড়াল তখন বাবা এসে গেলেন।

মা বলছেন, “বোদে রোদে এতটা পর্ষন্ত না ঘুবে ফিরে এলেই পাবতে। ট্রেন তো সেই কখন ছেড়ে গেছে তাদেব।

: “ট্রেন কিসেব? আশ্চর্য! বলছিনা অফিস—”

: “বলবাব কী দবকার শুধু শুধু মিথ্যে কথাগুলো! আমি কি ঘাস খাই? অফিসে ছুটি নিয়েছিলে তাদেব ষ্টেশনে দিয়ে আসবে বলে। যাবার বেলা যেতে পার, বলাব বেলাই ভয়?”

অনীতাকে দেখতে পেয়ে মা সবে গেলেন কথা থামিয়ে। বাবা দাঁড়িয়ে বইলেন মুখ কালো কবে। অনীতা তাড়াতাড়ি ঘবে চলে এল। বড়দের ঝগড়াব সময় সবে আসা ছাড়া কিছু করবাব নেই। ওদেব ঝগড়া যে কী নিয়ে তা বোঝা যায় না, কী দিলে মেটে জানা যায় না, কেন কী বলে ভাবও মানে নেই। ঘবে বসে বইল অনীতা। বাবা বসে বইলেন বাবান্দায়।

একা ঘবে মা-ব বাগ কবে বলা কথাব ছেঁড়া টুকবো গুলো মনেব মধ্যে সাজাতে সাজাতে অনীতাব হঠাৎ কেমন মনে হল যুঝদেব চলে যাওয়াব সংগে এই ইষ্টিশানে যাওয়া কথাটাব কী একটা সম্পর্ক আছে। এ বকম মনে হওয়াব অবশ্য কোনও কাবণ ছিল না। শুধু ‘ষ্টেশন’ কথাটা ঘুবে ফিবে আসছিল তাব মনে। ষ্টেশন থেকে ট্রেন চলে গেছে। খালি বেল লাইনের ধারে একা একা বাবা ঘুবে বেড়িয়ে এলেন সাবা ছপুব। যুঝকে পৌঁছে দিতে যেতে পাবল না কেন সে?

অনেক বাজি হল। অনীতার ঘুম আসছিল না। রাস্তায় ট্রাম বাসের শব্দ এমন কবে যেন সে আব কখনো শোনেনি। ওদের ভিতবে কটা গাড়ি ইষ্টিশনে যায়? মা বসে বসে ছবিতে বং দিতে লাগলেন। অনীতাকে

ডাকলেন না। অনীতা ঘুমের ভান কবে উপুড় হয়ে শুয়ে আডচোখে দেখতে লাগল সবুজ-সাদায়, হলুদে-কালোয় মা-র ছবি মাঠ ভেবে উঠলো। তাব চোখে ঘুম এলো।

ঝুঝুবা ফিবে এল এক সপ্তাহ পবেই। একদিন ছিল অনীতাব স্কুলে যাওয়া আব ফেরা। না বলতেই বসে স্কুলেব কাজ কবা। নয়ত ঘুমের নাম করে বিছানায় শুয়ে থাক। রবিবাবের ছুটিতে আজ কী বা কববে, বারান্দায় বসে তাই ভাবছিল অনীতা। দেখছিল সামনের বাস্তা, বেলিংয়ের ফাঁকে-যতটুকু দেখা যায়। লোকজন, ফেবিওয়াল, গাড়ি। গাড়ি থেকে নামলেন, বাবা, ঝুঝু মা, ঝুঝু আব বাবাকে এদেব ভিতবে দেখে, হয়ত একটু অবাক হয়েছিল অনীতা, তার চেয়েও অবাক হল দলেব চতুর্থ জনকে দেখে। অনীতাব চেয়ে কিছু বড়ই হবে সে মেয়েটি, ফর্সা, লম্বা। কটা কটা অল্প পাতলা চুল মাথায়। সাদায় সবুজে মেশানো ফুল আঁকা ফ্রক পবেছে। ঝুঝুব হাত ধরে নামলো মেয়েটি। বাড়িব দিকে না এসে বাবা চলে গেলেন বড় রাস্তাব দিকে। ওরা সবাই ভিতবে ঢুকলো।

বাবান্দায় বসে বসে নিজের বৃকব শব্দ শুনতে শুনতে মুহূর্ত শুনতে লাগলো অনীতা। এবাব ত' ঝুঝু আসবে, ডাকবে এসে। কতদূরে বেড়িয়ে এসেছে, কত গল্প তাব। নাকি, সেই যাবে? কিন্তু ওদের বাড়িতে নতুন কে এসেছে যে! যাবে হঠাৎ?

মা এসে-বললেন, “দেখে আয় তো, এল কিনা?”

: “কে?”

“ওই—ওদেব বাড়িতে কে কে এল, দেখে আয় না।”

কাদেব বাড়িতে বলে দিতে হয় না। কোনও এক না-জানা বহুস্তর জোবে ঐ একটি বাড়িব সকলে অনীতাব মত অনীতাব মাব কাছেও শুধু “ওবা”—নাম-না-থাকা, সম্বোধনে অনুচ্চারিত “ওবা”।

সপ্তাহ ভবে যদিও মাব উপরে অনেক বাগ জমেছিল অনীতাব—অকারণে এমনই। তবু এখন মাব কথা শোনাই তাব উচিত মনে হল। সংকোচ ভুলে গিয়ে ও-বাড়িতে উপস্থিত হল সে। মা বলেছেন যে!

খেলায় মত্ত হয়েছিল ঝুঝু। মেয়েটি গল্লেব বই পড়ছিল নিজের মনে। অনীতাব উজ্জল চোখ ম্লান হয়ে এল। ঝুঝু তাকালো না তাব পায়ের শব্দ শুনে। ববং মেয়েটি তাকালো। একটু কৌতূহল বৃদ্ধি দেখা দিল তার

চোখে। ঝুঁ ডাক দিয়ে বলল, “মণিদি, ঢোকাতে পাবছিনা বাস্কটটা ডালার ভিতবে।” ময়েটি প্রশ্নের হাসি হেসে বললে, “কিছু যেন পাবিসনে! সব আমি করে দেব, না? ঐ ছাথ ঝুঁ, কে এসেছে।”

ঝুঁ বাস্কেব নতুন খেলনা নিয়ে ব্যস্ত ছিল। এটা নতুন খেলা, বল নয়। ব্যস্তভাবেই বলল, “ওতো অনীতাদি! দেনা ভাই মণিদি, ঠিক কবে।” মণি বাস্ক ঠিক কবতে করতে অনীতাব সঙ্গে আলাপ কবাব চেষ্টা কবলো, “আমি ভাই আজ এলুম, ঝুঁ আব পিসীমাব সঙ্গে।” বলতে বলতে তাব মুখ করুণ হল : “আমাব বাবা মাবা গেলেন কিনা। ওখানে একা কোথায় থাকব!” তখনি অনীতাব মনে পড়লো তাব বাবাব কথা, সঙ্গে সঙ্গেই তার মার কথা। আর মনে পড়তেই এত কথাব কোনও উত্তর না দিয়ে, ঝুঁব দিকে একবাবও না তাকিয়ে বাড়িতে ফিবে এল সে।

বাবা বইখাতা জুগিয়ে বসে মন দিয়ে কী যেন লেখাপড়ায় ব্যস্ত। মা শোবার ঘরের মেঝেয় চুপ করে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। হঠাৎ অনীতাব মনে পড়ল মাবও কেউ খেলাব সঙ্গী নেই। বাবা যেন কত কী কাজ-কাজ-খেলা জমিয়েছেন, তার ভিতরে কিছুতেই মাকে মুখ ভুলে দেখবাবও সময় পাচ্ছেন না। হঠাৎ যদি বাবাব খেলনাব বাস্কে ডালা ঠিক-মত না আঁটে, বাবাও কি তাঁর মণিদির সন্ধানে যাবেন? মণিব চেহারাটা আরেকবাব মনে পড়লো তার। ঝুঁর সঙ্গে যেন তাব কতকালের ভাব। তবু, সেদিন যদি ওকে মা সন্ধ্যাবেলায় ঝুঁব কাছে ফিবে যেতে বারণ না করতেন, সে যদি যেত নতুন বল নিয়ে, সে যদি গন্ধবাজেব গোছা ঝুঁর হাতে দেওয়াব আগেই ঝুঁ চলে না যেত, তবু কি ঝুঁ আজ তাকে দেখতেই পেতনা? মাব পাশে না ডাকতেই আজ এসে বসে বইল অনীতা। মা বোধ হয় জানতেন। মা-ই তো বলেছিলেন,--“দেখ, আপনি ভুলে যাবে।” হয়ত মা চেয়েছিলেন ঝুঁ তাকে ভুলে যাক। অনীতা একা না হলে তো আজও বুঝতে পাবতনা মা যে একা।

কিছুতেই নীলিমা ভেবে পাচ্ছেনা, আজকেই কেন তার মনে পড়ছে সেদিনের কথা। অনেকদিন পবে।

জানালাব কাঠেব শিকগুলো চেপে ধরল নীলিমা। সমস্ত শরীরটা কেন যে বার বার শিবশির কঁবে উঠছে। নাকি মানসিক অস্থিবতাব সবটুকুই অভিব্যক্ত হচ্ছে ওব মাথা থেকে পা পর্যন্ত। আর এ উপলব্ধি নিজেব কাছে ধরা পড়া মাত্র মনে হচ্ছে, সবটুকুই ফাঁকি। মানসিক পীড়নও সামলে নেওয়া যেতে পাবে, শবীরের দু'একটা ঝাঁকানিতে। যেমন কেউ কেউ হাঁচি সামলায়।

জানালাব শিক দুটো আবো চেপে ধ'বে আকাশে তাকাল নীলিমা। আজ চাঁদ ওঠেনি। বাড়ীব সামনে বক্তকব্বী গাছটা অনেকখানি অন্ধকার জমিয়ে বেখেছে। আবছা আবহাওয়ায় সাবাদিনেব বোদে পোড়া ফুলগুলোও বোধ হয় ওব মত কুঁকড়ে মবছে। হঠাৎ বড় মায়া হল নীলিমার। রক্ত-করবীর টক্টকে বড় শুকিয়েছে।

চোখ ফেরাতেই আবাব চোখে পড়ল সাহাদের বাড়ীব আলো। দোতলা বাড়ীব ওপবটা অন্ধকাব। সদর দবজাব সামনে ঝুলিয়ে দিয়েছে একটা পেট্রোম্যাক্স। সে আলোব পাশে পাশে ঘুবে বেড়াচ্ছে সবুজ পোকাবা। আর তার তলায় সেজেগুজে, চোখে কাজল ছেলেকেমেয়েবা শাড়ীর আঁচল আব ধুতিব কোঁচা সামলাতে সামলাতে ঘুবেছে ফিবছে ছুটছে, আর মাঝে মাঝে বকুনি খাচ্ছে ব্যতিব্যস্ত দু'একজন বয়স্কের কাছে। ছাদটা সামিয়ানায় ঢেকে রেখেছে একেবাবে। ফাঁকে ফাঁকে ছিটকে আসছে কিছু আলো।

শহর থেকে আসা একটি ছেলে, বেশ ফিটফাট ছেলে, বাস্তা দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎই বোকাব মত তাকিয়ে বসল নীলিমার দিকে। বুকের কাপড়টা ঠিকঠাক করেও নীলিমা সবে যেতে পারল না সেখান থেকে। নীলিমা তখনও ভাবছে ওর পীড়নটা কি করে সামলে নেওয়া যেতে পাবে হাঁচি-সামলে নেওয়াব মত। ছেলেটা সবে গেল। নীলিমা কিছু ভাবল না।

আকাশে চোখ ফিবিয়া দেখল চাঁদ ওঠেনি। বজ্রকবচী ফুলগুলো বড্ড শুকিয়েছে।  
অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পৰ সাহাদেব বাডীৰ লাউডম্পীকাৰটা আবার চীৎকাৰ কৰে উঠল। গান হচ্ছে।

জামাইবাবু বলেছিল, চল নীলি। ঘুবে আসি। সদবে তো যাওনি কোনদিন। আর তোমার দিদি যখন যাবেন না, তখন আমি আব—  
বুঝতেই তো পার বাণিজ্যে একেবাবে লক্ষ্মীছাড়া হয়ে কি করে আর যাওয়া যায়।

নীলিমা পানের বাটা এগিয়ে দিয়ে জবাব দিল, সখ কিন্তু আপনাব খুব! আপনি যেন কুলোটা বাড়িয়েই বেখেছেন, লক্ষ্মী পা দিলেই হল। একজন নেই, অগ্নজ্বনকে যখন খুসী ডাকলেই যেন সে আসবে।

নবেশ বাটা থেকে ছোটো পান আব আঙুলে একটু চুন তুলে নীলিমার দিকে তাকিয়ে একটুখানি হাসল। আবো কিছু যেন বলবাব ইচ্ছে ছিল ওর। কিন্তু পারল না। নীলিমাৰ মুখটা ওৰ বড্ড কঠিন মনে হয়। বসিকতা কবার যথেষ্ট সাহস তাই নবেশ পায়না ঠিক। তাছাড়া কেন জানি নরেশেব একটা ভয় আছে, যথার্থ ভজ্রলোকেব মত ব্যবহার ওব পক্ষে সব সময় হয়ে ওঠে না। শহবে দোকানদাবী কবে কিছু কাঁচা পয়সাব মুখ দেখলেই মস্ত কিছু হওয়া যায় না, এ জ্ঞান নবেশেব মৌল আনা আছে। স্ত্রী অনিমাৰ কাছে ওব স্থানটা অবশ্য একটু অগ্নরকম; কিন্তু নীলিমাৰ মুখটা বড্ড কঠিন। নরেশ একটু ঘাবড়ে যায়।

তবু বন্ধ, তৈবী হয়ে নাও, আমি এক্ষুণি বেরোব কিন্তু, নইলে ফিবতে অনেক দেবী হয়ে যাবে। কাল সকালেই তো আবাব তোমাৰ দিদিৰে নিয়ে ফিবে যেতে হবে।

বাসে ওঠাব পৰ থেকেই গা বমি-বমি কবতে লাগল নীলিমাৰ। ড্রাইভাৰেব সিটের পৰেৰ সাবিত্তে বসেছে। সেকেও গ্লাস। নবেশ ওকে নিয়ে কিছুতেই পেছনে ওই বিড়িৰ ধোঁয়া আব ঘামেব গন্ধেব মাঝখানে উঠতে চাইল না। এবজ্ঞে অবশ্য নবেশকে ভালোই লাগছে নীলিমাৰ। নীলিমা বসেছে একেবাবে কিনাবায়, আব ঠিক পাশেই নবেশ।

সমস্ত বাস্তাটা কাঁ কাঁ করছে বোদ্ধুবে। চৈত্রমাসেব বোদ, বাঁধানো বাস্তাব পিচটাকে গলিয়ে উত্তপ্ত কবে তুলেছে। তাব ওপবে বাস চলছে শব্দ ক'বে ক'রে ছরন্ত জোবে। গলে যাওয়া পিচে কেমন একটা শিব-শিরে শব্দ উঠছে। আব প্রচণ্ড ঝাঁচ এসে লাগছে চোখে, মুখে। বাসটা ছুটলেও ঠাণ্ডা হাওয়া এসে লাগছে না, হাওয়াও তেতে পুড়ে আছে। বাস্তাব ছুপাশে মাঠে রোদ কেমন যেন নাচতে নাচতে চলে যাচ্ছে। আকাশে চিলেব শান্ত ডানা।

ঘামছিল না নীলিমা, গবমে জলছিল। আব পেট্রলের গন্ধ যত নাকে আসছে, তত বমি-বমি লাগছে। গা গুলিয়ে আসছে। প্রথম কিছুতেই নীলিমাব বলতে ইচ্ছে হল না নবেশকে। বাসে ওঠাব পব খানিকক্ষণ সে শুমিয়ে নিয়েছে এব মধ্যোই। খেয়ে দেবে উঠে একটু জিবিয়ে নেওয়ার মত। তাবপব এখন চোখ খুলেই কি ভাবছে, হয়ত বা হিসেব টিসেব কবছে কিছু। নীলিমা একবাব আড়চোখে তাকিয়ে দেখল। ভাবল একবাব নবেশ হয়ত প্রসন্ন করবে কেমন লাগছে ওর। নীলিমা তো এই প্রথম শহবে যাচ্ছে। কিন্তু নবেশ তখন হিসেব নিয়ে ব্যস্ত, ওব মুখ আব ঠোঁট দেখে তাই আন্দাজ হচ্ছে নীলিমাব। অনেকক্ষণ খাবাপ লাগাব পব নীলিমাকে তাই বাধ্য হয়ে বলতে হল।

শুনে নবেশ ব্যস্ত হয়ে উঠল। সত্যি! খুব খারাপ লাগছে না তো! সামনেব মোড়ে নেবে যাবে? একটু বিশ্রাম কবে পবের বাসটা না হয় ধরব। কত আব দেবী হবে—পর্যতাল্লিশ মিনিট, এক ঘণ্টা।

নীলিমা বল্ল, না, না, আপনি এত ব্যস্ত হবেন না। ঠিক হয়ে যাবে। বল্লাম বলে একটু, অমনি একেবাবে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন! নীলিমা একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল।

পবের মোড়টা আসতেই নবেশ উঠে পড়ল, বস আসছি। 'নেবে গিয়ে নুন নিয়ে এল কিছুটা। নীলিমা অবাক হয়ে বল্ল, নুন, নুন দিয়ে কি হবে?

শৌক। বমিব ভাবটা কমবে। বাকী বাস্তাটা একটুখানি সামলে নাও। এইতো এসে পড়লাম। বাস্তা প্রায় ফুবিয়ে এল।

নুনটা জানালা দিয়ে বাইবে ফেলে দিয়ে নীলিমা বল্ল, বসুন। পাগল নাকি আপনি! কি এমন হয়েছে আমাব। ছুটে গিয়ে নুন নিয়ে এলেন বমি আটকাবাব জন্তে। গবমে আব পেট্রলেব গন্ধে একটুখানি খাবাপ লাগছিল, এইযা।



বাস চলছে তখন। ছপাশেব মাঠে বোদ খেলছে। গবমে হাওয়া নাছে চোখে লাগছে এসে। আব পিচেব ওপর শিব-শিব শব্দ কবে বাস চলেছে শহবেব দিকে।

শহবে পৌছে অবাক হওয়ার বয়স যদিও পাব হয়ে গেছে নীলিমার তবু অবাক হয়ে গেল। নবেশ যেতে যেতে এটা সেটা সব দেখিয়ে দিচ্ছে। ঐ লাল বাড়ীটা এখানকাব লোক্যাল বোর্ড। তাব পাশে ওটা মৃত্যুঞ্জয় পার্ক। পার্কেব ওপাশে হাইস্কুল। আব ঐ যে বাস্তা চলে গেছে স্কুলেব পাশ দিয়ে, সেই বাস্তার শেষে বড় বাজাব। তাব আগে টকী হাউস।

নবেশ বল্ল, বুঝলে নীলিমা, আজকে বাত্রে যদি না ফিবতে হত তো তোমাকে টকী দেখিয়ে নিয়ে যেতাম।

নীলিমা, নবেশেব কথা শুনে কি না শুনে, না ভেবে চিন্তে ঠাট্টা কবল, আপনাব ইচ্ছে নেই তো কি কবে হবে।

হাটতে হাটতে, চলতে চলতে আব দেখতে দেখতে ও কিন্তু অবাক হয়ে যাচ্ছে। প্রাপণে লুকিয়ে যাচ্ছে অবশু নবেশকে। সেই শব্দ মুখেই হাটছে ওব পাশে পাশে, আর বা দেখাচ্ছে, তাই দেখছে আব বলছে ও! আর নরেশও বুঝে উঠতে পাবছে না ওকে।

বাড়ীতে পৌছে নবেশ নীলিমাকে বল্ল, এই তোমাব দিদিব ঘবদোব নীলি। দেখে নাও দিদি তোমাব কেমন থাকে। আমি চট কবে দোকানটা ঘুবে আসব একবাব। তাবপর তোমাকে নিয়ে বেবোব, কেমন?

নীলিমা ঘাবড়ে গেল, এই বাড়ীতে এখন একলা থাকবে। কিন্তু বলতে পাবে না ও কিছুতেই। নবেশও বোঝে না কিছু। হঠাৎ আবাব নবেশকে খাবাপ লাগতে লাগল নীলিমার। লোকটার বুদ্ধি এমন ভোঁতা! কিন্তু যাই হোক, বলতে তো পাবেনা ও কিছুতেই। বাসের বমির ভাব হয়েছিল, সে কথাও বলতে কেমন বাধো বাধো ঠেকছিল ওর। তখন নবেশ হিসেব কবছিল। আব তখনও একবাব ওকে বড় বাজে লেগেছিল নীলিমাব।

নবেশ চলে গেল। বলে গেল, ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে আসছি। তুমি দেখো তোমাব দিদিব সংসাব কেমন।

এ বাড়ীতে কি কবে থাকে অনিমা! নীলিমাব শবীব তো এই ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই গুলিয়ে উঠল। বাড়ীটা অদ্ভুত। ছপাশে বেশ বড় ছ'টো

পাকা বাড়ীর মাঝখানে চেপেট আছে যেন। জানালাটা টেনে টুনে খুললেই চোখ আটকে যাবে ও বাড়ী ছুটোব দেয়ালে। নবেশদের বাড়ীটা বড় না। টিনের চাল দেওয়া, নডবড়ে দেয়াল গাঁথা একটা বাড়ী। বাঁশের ঘন বেড়াব ওপর মাটি লেপা, তাব ওপব চুনের বঙ। পবপব ভিনটে ঘব লম্বা টানা চলে গেছে। সামনে একটুখানি উঠোন। তাব ও কোনায় বাগ্নাঘব। ইয়া, খানিকটা আক্ৰ আছে অবঙ। সমস্ত বাড়ীটাই দেয়ালের আড়ালে। সদর দবজা বন্ধ কবে দিলে মনে হতে পাবে ছুর্গে বাস কবছি। তবে নীলিমা ব তবু ভালো লাগল না। বড় ছুটো বাড়ীর যেন স্বামীর চেহাবা, ওদেব কাছে এ বাড়ীর আক্ৰব কোন বালাই-ই যেন নেই।

ঘবদোবগুলো ঘুবে ঘুরে দেখে রাস্তার ধাবেব ঘবটাতে এসে বসল নীলিমা। নরেশ তো ওকে বন্দী কবে রেখে গেল, জানালার ফোকরে এখন পৃথিবী বতটুকু দেখা যায়। কিন্তু দেখবে কি, চোখ বাড়ালেই বাড়ী। দেয়ালে দেয়ালে ছয়লাপ। কোথায় যাবে চোখ। ঘুরে ফিরে শুধুমাত্র ডাষ্টবিনেব পাশে ঘেয়ো কুকুবটার ঝিমোন দেখা যেতে পাবে। চৈত্রেব ছপূরে দুবে একটা গক ও ক্লান্ত চোখ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, একটা কাক বেশ বসে আছে পিঠেব ওপব। মাঝে মাঝে লাফাচ্ছে।

তবে ইয়া, মাছ দেখছে নীলিমা। মাছ চলছে; নীলিমার মনে পড়ছে না এই অনেকক্ষণেব মধ্যে রাস্তাটা একবাবও খালি দেখেছে কিনা। ঠুং ঠাং ঝিন্মা চলে গেল, তাব ভেতরে আয়েসে বসে আছে একটা বিবট মোটা লোক। সাইকেল তো ছুটেছে সব সময়, আব মাছ? কালোকুলো, ফর্সা স্তন্যব, মেয়ে পুরুষ। ঐ দেখেই শুধু আনন্দ নীলিমা। বোদটা পড়ছে তখন। স্কুল কলেজেব মেয়েবা তখন একজন ছু'জন কবে যাচ্ছে, ওদের দেখে শরীবটা ওর কেমন করে উঠছিল। বাসেব সেই বমি পাওয়ার মত। উঠে গিয়ে খানিকটা নুন নিয়ে আসবে নাকি। কিন্তু আলসেমী লাগছে, আব নুনের গন্ধে সত্যিই কি বমি আটকানো যায়। বাজে কথা। বসেই রইল নীলিমা। বাস্তায় লোকজন যাচ্ছে, বোদের তাপ কমেছে, আব কেমন বিশ্রী বিশ্রী লাগতে লাগতেও কেমন আবাব অদ্ভুত ভালো লেগে যাচ্ছে নীলিমার।

ঘামতে ঘামতে নবেশ ফিবে এল। বোদ তখন চলে গেছে, কিন্তু আলো কমেনি। আর বিশ্রী বোটকা গবম। নবেশ এসে হৈ চৈ আবস্ত করে দিল,

কিছুতেই আঁবো শিগ্গিব আসতে পাবলাম না নীলি। দোকানে লোকগুলো এমন সব ছুটেছে। একটু না দেখো তো হয়েছে, অমনি সব কাজ পণ্ড, সব পড়ে আছে।

নবেশ ওব দোকান নিয়েই ব্যতিব্যস্ত। পাঞ্জাবীটা খুলল। আধময়লা গেঞ্জিটা ঘামে ভিজ্ঞ একশা হয়ে আছে। গেঞ্জিটা আব নীলিমাৰ চোখের সামনে খুলতে বোধ হয় ভবসা পেলনা নবেশ। বুকেব ওপর ঘামে ভেজা লোমগুলো বড্ড বিস্ত্রী দেখাবে। নীলিমা অনেকক্ষণ ওব মুখের দিকে তাকিয়ে বল্ল, ঘেমে যে একেবাবে নেয়ে উঠেছেন। স্নানটা সেবে নিন না।

নবেশ একটা পাখা টেনে হাওয়া কবতে কবতে বল্ল, না, এখন স্নানটান না। তাহলে দেৰী হয়ে যাবে। তোমার দরকাব থাকলে ববঞ্চ করে নিতে পার। খুব তাড়াতাড়ি সেবে নাও। শহরটা তো একটু ঘুরে দেখে যাবে।

নীলিমা উঠল, বল্ল, না, আমিও করবনা। একটু হাতমুখ ধুয়েনি। তাবপর বেরিয়ে যাব। আপনি চা খাবেন না?

নরেশ জবাব দিল, সব বেরিয়ে হবে। তুমি তৈবী হয়ে নাও।

বাস্তায় বেবিয়ে নরেশ প্রব্ব কবল, হেঁটে যাবে না রিক্সায় যাবে? রিক্সা নেব?

নীলিমা অল্পমনস্ক হয়ে পড়েছিল। বাস্তায় বেবিয়েই খমকে যেতে হয়েছিল ওকে। আশ্চৰ্য। অবছা অন্ধকাৰে শহরটা মৌতাতে মেতে আছে ঘেন। আলো নেই, অনেকটা দুবে দুবে একটা কবে ল্যাম্পপোষ্ট। তাতে অন্ধকাব গাট হচ্ছে আরো। সন্ধ্যাব মূত্ হাওয়াব কেমন ঘেন চাপা গলা। ভূতের মত বাড়ীগুলোব গায়ে লেগে লেগে সরে সবে আসছে জাসে। বাস্তায় লোক চলছে সাবি সাবি। কেউ সবব, কেউ নীরব। নরেশেব প্রব্ব তাই চমকে উঠল নীলিমা। বিক্সা? না, না, এখন বিক্সাব দরকাব নেই। হেঁটে যেতে বেশ লাগবে। ববঞ্চ ফেববাব পথে রিক্সা নেওয়া যাবে।

নবেশ হাসল, আমবা তো এ বাড়ীতে আর কিবছি না, একটু ঘুবে বাসে উঠব গিয়ে, নইলে আজ আর যাওয়া যাবে না। কাল সকালেই তো আবার তোমাব দিদিিকে নিষে ফিবে আসতে হবে।

নীলিমা আবাব ভুলে গেছে ও কি বলেছিল। ওব মনে হল নরেশের

হাসিটা এত অবাস্তব। 'চাপা অন্ধকার আব ভূতের মত হাওয়া ওর শরীবে তখনও লেটে আছে। নীলিমা হাঁটতে লাগল।

বড় রাস্তার মোড়টাতে পৌছেই নবেশ বল, এবার আমবা বাঁদিকে যাব। ওদিকটা ঘূবে, ষ্টেনের ধাবে ধাবে ধোপার দীঘির পাড়ে চলে যাব, তাবপর—

নীলিমার মুখেব দিকে তাকিয়ে থমকে গেল নবেশ। এই প্রথম নরেশকে বুঝতে দিয়ে অবাঁক হয়ে গেছে নীলিমা। ওব চোখ দু'টো জলছে। হঠাৎই আলোব হাটে পৌছে স্তব্ধ হয়ে গেছে নীলিমা। গলি-বাস্তার ছেঁড়া ছেঁড়া অন্ধকারে হেঁটে আসতে বেশ লাগছিল ওব। বাস্তায় একটা ছুটো মেয়ে পুরুষেব মুখে চোখ পড়ে ভাল লাগছিল। এখন কেমন সব গুলিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎই আলোব সামনে বেআক্রেতে পড়ে ধাঁধিয়ে যায় ওব চোখ।

তাবপব অনেকক্ষণ ঘূবল নীলিমা আব নবেশ। সহবেব এপাশ ওপাশ অল্প সময়ে ষতটুকু ঘোবা যায়। নবেশ যেতে যেতে বলছে, এই মেয়েদেব ফুল, এইটা হাসপাতাল, আব ঐষে পাশে ওটা ইলেকট্রিক হাউস। তাব পেছনে কলেজ তৈরী হচ্ছে। ঐ যে খেলাব মাঠ। নীলিমা দেখছিল। কিন্তু বারবার ও বিশ্রী বকমেব অস্থিৰ হয়ে উঠছে। আলো অন্ধকারেব একি মাতামাতি। একটা রাস্তায় যাচ্ছে, দেখছে অন্ধকার টালির ঘবগুলোব আনাচে কানাচে ঘুপসি মেবে বসে আছে। একটুখানি হেঁটেই আচমকা পড়ে গেলে খোলা আলোব সামনে। একটা ঘবেব সব দেয়ালে আবসি লাগিয়ে একটা প্রদীপ জ্বালালে ঘেমন অবস্থায়। নীলিমাব মন টাল সামলাতে পাবছিল না। নবেশেব সামনে এই প্রথম সে বেমজ্জা ব্যবহার করছে, নিজেকে শাসনে বাখতে পাবছে না। তাই বাববাব চটে উঠছিল নবেশের ওপর।

অন্ধকার ভেঙে বাসটা ছুটছিল দূরন্ত জোরে। হাওয়া এসে লাগছে চোখে মুখে। সামনেব দিকটা বাসেব আলোয় একাকাব। শব্দ উঠছে পিচে। নীলিমা বাসের কিনাবায় বসে কেমন চুপচাপ হয়ে আছে। সব ভাল লাগছিল, সব। সমস্ত সন্ধ্যা আব দুপুবটাকে ঝাঁকড়ে ধবে বসেছিল নীলিমা। মুগ্ধ হয়েছিল মনে মনে। বাসে-কাটা মিষ্টি হাওয়া তখন তাব মুখে চোখে লাগছে। নীলিমা চুপচাপ তাকিয়ে অন্ধকারে।

নীলিমা অবাঁক হয়ে গেল। এখনও ও ঠায় দাঁড়িয়ে আছে জানালাব

শিক ধবে। নীলিমা ভেবে পেলনা, কবে সে গিয়েছিল শহবে, হঠাৎ এতদিন পত্নে আচমকা মনে পড়ল কেন। প্রথম প্রথম সমস্ত শবীৰটা খবখব ক'ৰত ভীষণ-ভাবে নীলিমাব, যখনই মনে পড়ত সেই দুপূব আৰু সন্ধ্যাব কথা। আজ অনেক-দিন পৰে আবার মনে পড়ল—জানালাব শিক ধবে নীলিমা দেখেছে সাহাদেব বাৰ্ভীৰ আলো। আৰু ব্যস্ততা। এয়ামপ্লীফায়াৰে এখনও বাজছে গান। বিজী!

সামনেৰ বক্তকৰবী গাছে ফুলগুলো কুঁকড়ে আছে। অন্ধকাৰটা ভুলে ভুলে এখানে এসে গাছেৰ ডালে আটকে গেছে যেন। তাৰ ফাঁকে ফাঁকে আৰু সমস্ত মাঠ জুড়ে এগাছে ওগাছে জোনাকী জ্বলছে মাহুৰেৰ প্ৰাণেৰ মত। দপদপ কৰে নিভছে আৰু জ্বলছে। এত জোনাকী!—হঠাৎ চোখ পড়ল নীলিমাব চৌধুৰীদেব পোডো বাৰ্ভীটাব ওপৰ। গাছ গাছালিৰ মাঝখানে একটা ভয় দেখানো ভাব দেখিয়ে বাৰ্ভীটা দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু কিমিয়ে পড়েছে। ভয় দেখাতে ভয় পাচ্ছে যেন। নীলিমা পাগল হয়ে যাবে। মনে পড়ে গেছে সেই শহবেৰ আলোৰ বাত। সমস্ত শবীৰটা কুঁকড়ে উঠছে, নীলিমা শিকটা চেপে ধবে, ছেড়ে দিয়ে যেই পালিয়ে যেতে যাবে, হঠাৎ উজল আলোয় আৰু বিকট মোটৰেৰ বাঁশিৰ আওয়াজে আড়ষ্ট হয়ে গেল। সমস্ত বাতটাকে কাঁপিয়ে মোটৰটা এসে দাঁড়িয়েছে সাহাদেব বাৰ্ভীৰ সামনে। এয়ামপ্লীফায়াৰ বন্ধ হয়ে শা'খ বেজে উঠল। বৰ এসে গেছে।

বৰ এসে গেছে? ছুটে ছুটে এলো প্ৰতিমা। নীলিমাকে তেলেতুলে সৰিয়ে দিয়ে জানালায় মুখটা বাডিয়ে দিল। নীলিমাব মা আৰু কাকীমাও ছুটে এসেছেন।

বৰ নামল, ভেতৰে ঢুকল, আৰু খানিকক্ষণ উত্তেজনাৰ পৰ সাহাদেব বাৰ্ভীৰ সামনেটা আবাব ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

প্ৰতিমা অবাৰু হয়ে বল্ল, মায়াদিব বৰ কিন্তু বডলোক হবে খুব! কি গাড়ী নিয়ে এল!

নীলিমা ওব জানালা ছেড়ে দিয়েছে এখন। প্ৰতিমা জানালায় মুখটা বসিয়েই দেখছে গাড়ীটা। নীলিমা সবে যাচ্ছিল, মা বল্লেন, তুই যাবিনা নীলি! এখনও কাপড বদলাসনি? আমবা কিন্তু সব তৈৰী হয়ে আছি। টুনু একটু আগেই এসে তাড়া দিয়ে গেছে।

নীলিমা জবাব দিল, যাব মা। এই তো যাচ্ছি। তোমবা এগোও না, আমি এই এলাম বলে।

চলে যাবাব আগে পেছন ফিবে শুধু একবার তাকাল নীলিমা।

তোমাব আমাব মাঝে ব্যবধান গড়ে বাবদ্বয়  
তুমি কেন স্বপ্ন পাও ! ছুই হাতে অন্তরঙ্গ মুখে  
আমাব প্রাণেব পাত্র তুলে ধবি স্বমুখে তোমার  
পান কবো, তুমি সখি, বিনিঃশেষে চুমুকে চুমুকে ।  
যৌবনেব আর্থাবর্তে একচ্ছত্র রাজ্যেশ্বরী তুমি,  
জেনো, আমি দীনহীন শরণার্থী তোমাবই সে প্রজা,  
বাস্তবচ্যুত করে কেন কেড়ে নাও স্বদেশ, স্ব-ভূমি ?  
যদি চাও, শান্তি দাও ; ইচ্ছে মতো কবো বাঁকা সোজা ।

কাঙাল আমাকে দেখে লজ্জা পায়, ভিক্ষুকেবা হাসে,  
দিগন্তর করুণায় বিগলিত দেখে মোর বেশ,  
এবি মধ্যে মীনকেতু সকোতুকে বেঁধে নাগপাশে  
চূড়ান্ত করেছে যেন, অতর্কিতে, দুর্গতির শেষ ।  
মিডিয়ায় মতো সখি, যদি পারো, কোনো মন্ত্রবলে  
আহতকে প্রাণ দাও, বন্দী কবো বাহুব শৃঙ্খলে ।

## উপবনের স্মৃতি

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

না আমি, না তুমি, কেউই যাইনি দ্বেব অন্ধকারে ।  
কেবল ঘবেব পাশে, বাগানেব সবুজ ছায়ায়  
পবিত্র হওয়ার অভিমানে  
দেখেছি, ফড়িং ফুল প্রজাপতি এবং প্রেমিক  
সংসারী বোদ্রেব দিকে ইচ্ছা হয়ে ফুটেছে আলোয় ।

সাহসী হবাব গর্বে স্বপ্নেব করুণ বিসর্জন  
 দেখেও, ফিবি নি কোনো অভিত্ত বাতাসেব টানে,  
 পাইনি অমূল্যবত্ত্ব ঘবে কি বাহিবে ;  
 ববং কেবলই এক অনিদিষ্ট নিখাসেব স্রোতে  
 ঝঙ্কত হয়েছি বুথা ঝড়েব মতন মুছ'নায় ।

ঈর্ষাব উজ্জল অস্ত্রে সৈনিকেব জীবনধাবণ,  
 এবং আগুনে উড়ে, দীপ্তিহীন প্রতিজ্ঞায়, প্রেমে  
 মুখোশ পেয়েছে তাব মানবিক খলনেব মানে ।  
 নদীব জলেব মতো স্বচ্ছ হতে, স্বস্থ হতে গিয়ে  
 আহত, ষ্টম্ভাবিক জনগণ দেখেছে, স্বপ্নেব পৃথিবীর  
 সমস্ত শায়িত দৃশ্যে প্রবাহিত শুষ্কাব আলো,  
 জননী ভোবেব মতো মমতায় সন্তানের ঘনিষ্ঠ শিয়বে ।

এ-উপবনেব মধ্যে আমাদের অদৃশ্য হৃদয়  
 ফিবেছে পাখির মতো লতায় পাতায় ;  
 পায়ে পায়ে শুকনো পাতা, মুমূর্ষু আগাছা, মৃত ছায়া  
 নিঃশব্দ মর্মব তুলে মিশে গেছে স্মৃতিব ভিতব ।

পবম্পব ঢেউ হয়ে, সমুদ্র হবাব অভিলাষে  
 একদিন  
 নিঃসঙ্গ হয়েছিলাম সকলের ব্যক্তিগত বোধে ।  
 অথচ আমবা কেউ  
 আজ আব মুহূর্তেবও ভুলে  
 যাই না নির্ভবযোগ্য কোনো অঙ্ককাবে !

## মৃদঙ্গের কথা

মিহির ঘোষ দস্তিদার

হায়রে, মৃদঙ্গে কথা সেই মত আব তো বলেনা,  
কি কবে' নাচাবি তুই, তোব প্রিয় নটুয়া পৃথিবী,  
দোহাব অচল হলে কবিগান হবে শুধু মাটি  
মিথ্যে হবে আয়োজন, ব্যর্থ মঞ্চে দর্শক হাসাবি।

কেন যে মৃদঙ্গ কঁাদে মাঝে মাঝে যখন তখন  
থেমে থেমে বোল তাব বিষাদেব ক্লান্ত পবিভাষ,  
নির্মম কিসের জালা দন্ধে' দন্ধে' করে ছাবথাব  
কেনযে হৃদয় তোব তোলপাড়; বাডেব আকাশ।

দেখেছি দুঃখেব ঘবে, যে লোকেব মৃত্যু অতি কাছে, —  
সেও আজ দেখি হেসে কথা বলে বাঁচার আফ্লাদে,  
বাঁচাব আনন্দ কতো, বলে এক অবাধ্য মাতাল  
তবে কেন কেঁদে কেঁদে এ পৃথিবী ভাববি বিষাদে ?

## স্বগতোক্তি

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

অন্ততঃ, পাগল হও ঘটনাবিশেষে।  
কুকুৰ কুণ্ডলী দেখে কাল্লনিক ট্রেনেব ধোঁয়ায়  
ভেবেছ, সমস্ত কিছু পঞ্চভূতে মেশে অনায়াসে,.....  
অলীক সূর্যাস্ত দোলে মুহূর্তেব শান্ত চাঁদোয়ায়।



পায়েব তলাব মাটি শব্দ ক'বে ধ্ব'সে পড়ে গেলে  
 ভেবেছ, বিকলে পাবে উপহাস আকাশ-বলয়,  
 অবুঝ অশান্ত দিন কেন আব প্রতিধ্বনিময়,  
 কিছুতেই কিছু নেই, শূন্য শুধু মোনে পাখা মেলে ।

এই যে এখন কাঁপো মুহূর্তেব কুটিল চূড়ায়,  
 বিদীর্ণহৃদয় যেন লালমাছ কাচেব পুকুরে—  
 তবু কী পড' নি ধবা, এখনো কী এত নিরুপায়  
 পারো না পাগল হ'তে চৈত্রেব এ ঘাতক ছপুরে ॥

## নদীমাতৃকা

উৎপলকুমার বসু

যদি সন্দেহ তোকে ভয় দেখায় তবে আমি যুবে যাই অন্ধকূপ দিয়ে  
 বলতে বলন্ত সন্তর্পণে নদী নামলো এ-পাথবে ও-পাথরে পা রেখে  
 আর নীল বাতাসে ডানা ভাসানো চিল হেসে উঠলো  
 সোনালী মাছ, সোনালী মাছ কে তোকে বইবে ?

উন্মথিত স্রোত যেন অন্ধকার গুহায় ।  
 ওপাবে আবার ডেকে উঠলো হিংস্র চিল হয় রে  
 ঐ তো তোব মায়েব বসনে লজ্জাব শোণিত

তৃষিত অভিশাপ অস্ত্র স্রোতে যাবে দেখে ।  
 সোনালী মাছ ঢোঁকে ঢোঁকে পান কবলো বিষাক্ত হলুদ জল

অপরাজে তাব স্নান দেহ নদীতীরেব মাটিতে  
 তাকে কেউ ছুঁয়ে দেখলো না  
 পাখি না প্রেম না নদী না ।

## দুটি কবিতা

সুরজিৎকুমার দাসগুপ্ত

[ ১ ]

অন্ধকাবে পায়ের ধ্বনি যুহু ।  
বুকের নিচে হেঁটে বেড়ায় স্বব ।  
সাবা ছপ্পু ববে নিমেষ মধু,  
ছায়ায় কাঁপে আলোয় কাঁপে ঘর ।

বুধাই ভাসি অনুবাহেব স্রোতে,  
বুধাই সারা জীবন নদীৰ তাব  
বুকেব নিচে অলোক উৎস হতে  
লক্ষ্য কবে আলোব অভিসার ।

[ ২ ]

ববং সঙ্ক্যাব মৌন মেঘে  
অপক্লপ আলোব আবোহী  
সচকিত হবে দোলা লেগে  
বাতাসের হল। পিয় সহি ।

ববং মুচ্ছিত অন্ধকাবে  
বিকেলের অফুবন্ত আলো  
একটি নক্ষত্র হতে পারে ।

আমাকে বাসেনা কেউ ভালো ।

## আজীবন বাঁচার আশায়

আবুল কাশেম রহিমউদ্দীন

এখনো বেঁচেই আছি আজীবন বাঁচার আশায় !  
নিষাদের দৃষ্টিগ্ন শঙ্কিত পাখিব অল্পভবে  
যদিও জীবন দোলে দুঃস্বপ্নেব মন্থব হাওয়ায়—  
কামনাব সিক্ত যুথী অকালেই ঝবেছে নীববে !

এখনো পথেই হাঁটি পা'য়ে পা'য়ে পথেব খোঁজেই !  
যদিও পাহাড়ভলি, ঝোপে ঝাড়ে কখনো কুটিল  
মনসাব নগ্নবিপ্লু, ছোবলেব নেশাতে মজেই  
ফণা তোলে , কুহকিনী বর্ণা, নদী যদিও পঙ্কিল !

আজো আমি গান গাই, চিবকাল গানই গা'বো ব'লে !  
যদিও স্তবেব মন নিত্যেব বিলাপে দ্বন্দ্বময়  
যাত্রাপথে, কখনো বা ঝড়েব আঘাতে—শূন্যতলে  
শুকনো পাতাব মতো মন খোঁজে নিষ্ফল আশ্রয় !

তবু জানি এভাবেই উৎসর্গিত সত্তাব বিলাস  
সেদিনের জন্ম দেবে, আলো যাব আমার প্রণয়  
মুগ্ধ হাসি, এবং দক্ষিণ হাওয়া আমার নিঃশ্বাস,  
আমিই আকাশ আব শুচি সূর্য আমার হৃদয় !

ফুলেব আড়ালে বীজ, বীজেব আড়ালে অমলিন  
সৃষ্টিব সত্যেব মতো ধ্যান মগ্ন আমার সে দিন !

তাব প্রেম অজ্ঞাবেব মতো  
দ্বিধাশ্রিত হাতেব মুদ্রায়,  
পলকে মধ্যাক্ষে ভবে বুক,  
ঝবে স্তব স্বভাব-প্রণত ।

অতল্ল-তল্লব সীমানায়  
আকাশ নক্ষত্র হ'ল ধূপ,  
বিবর্ণ বিলাসে ভাস্বর  
ইচ্ছাব শিখব তোলে স্তূপ ।

আকাজক্ষাও তুলুক স্পন্দন  
নিরুক্ত হৃদয়ে সম্বল,  
তবু তাব স্বরূপ প্রথব,  
একান্তে প্রাতে-যৌবন ।

চতুৰ রূপকে পড়ে বাঁধা  
অন্তবঙ্গ প্রকৃতিব নদী,  
যেন প্রেম সমুদ্রে কণ্ঠাব—  
দেহ তাব স্বর্গ হ'তো যদি !

এ-ও এক আবৃত্ত কিংলুক  
অচ্ছেদ প্রহাবে অল্লান,  
প্রথা-ভীক সময় আমাব—  
দানৈব একি অপচয়ে :  
বিক্ষোভেও নিবিড সমান ।

নিভেও নেভে না অজ্ঞাব ।

## আত্মা বেছে নেয় তার পথ

এমিলি ডিকিন্সন

আত্মা বেছে নেয় তাব পথ  
তাবপব কল্প কবে দ্বাব  
তাব সেই স্বর্গীয় স্বমত  
কখনো কোবো না অস্বীকাব ।

নির্বাক সে শোনে মুহু শকটেব যতি  
তবে ক্ষুদ্র সদর-দবজায়  
নিশ্চল সে সম্রাটেব অষ্টাঙ্গে প্রগতি  
দেখে তাব ভূমিষ্ঠ কাঁথায় ।

আমি যে দেখেছি তাকে বহুব সমাজে  
নাও বেছে এক—  
তাবপব দেয়ালেতে, যত দৃষ্টিপথ খোলা আছে  
সমস্ত মিলাক ॥

---

## যেহেতু পারি না আমি

যেহেতু পারি না আমি মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াতে  
দয়া কবে মৃত্যুই দাঁড়ায  
দবজায় শকট এলে, আমাদের তুলে নিয়ে তাতে  
অতিমর্ত্য লোকে সে পৌছায়।

ধীর আমাদের গতি, নেই তাব এতটুকু স্বা  
আমি তাই সব দিই টেলে  
স্বাযত্তশ্রান্তির বোঝা অবকাশ এবং গ্রহবা  
তাব ভব্যতাব ছোঁয়া পেলে।

আমবা পেবিযে যাই ইঙ্কলেব প্রাঙ্গন সীমানা  
যেখানে ছেলেবা খেলা কবে  
আমবা পেবিযে যাই সমুন্নত শম্পক্ষেত্র নানা  
অস্তশূর্য থাকে পিছে পড়ে।

আমবা কখনে! আমি নাতিদীর্ঘ বাড়িব সদবে  
যেন বা সে ভূপৃষ্ঠ উত্তিত  
কদাচিত্ দৃষ্ট ছাত লোকচক্ষে, কার্নিশেব 'পবে  
মনে হয় মাটি স্তুপীকৃত !

তাবগব কেটে গেছে বহু অন্দ, তবু মনে হয়  
স্বল্পতব যেন প্রতিদিন  
নেইদিন থেকে, যবে মনে মনে ভেবেছি নিশ্চয়  
আমাদের যাত্রা সীমাহীন ॥

অনুবাদ : দেবতোষ বসু

## রবীন্দ্রনাথ ও ছবি

সমীর দাশগুপ্ত

যে ‘আবৃত দৃষ্টিব দেশে’ তাঁব ছবিব সম্মান পান নি বলে রবীন্দ্রনাথ যামিনী বায়কে আক্ষেপ জানিয়েছিলেন, সেই আবৃত দৃষ্টিই সাম্প্রতিককালে রবীন্দ্র শিল্প সম্বন্ধে বিপবীতমুখী অপবাদেব জন্ম দায়ী।

রবীন্দ্রনাথেব ছবি আঁকাব ইতিহাস বৈচিত্র্যময় না হলেও বৈশিষ্ট্যসমৃদ্ধ। এই ইতিহাসেব দীর্ঘতব অংশে ছবি আঁকা তাঁব কাছে মাত্র অবসববিনোদনই নয়; তাঁব কৃতিত্ব এদেশে এমন এক অনাস্বাদিতপূর্ব শিল্পভঙ্গীব সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যা অবজ্ঞা কবলে আমাদেবই ক্ষতি। তাই এই বিশ্ব নিম্নক অথবা কৰ্ত্তাভজাব দেশে তাঁব ছবিব স্ৰুতিস্তিত প্রশংসা ধাঁবা কবেছেন তাঁবা আমাদেব কৃতজ্ঞতা-ভাজন।

শ্রীমতী বিত্তোবিয়া ছ এম্‌তাদা’ব আর্থিক আলুকল্যে প্যাবিসে রবীন্দ্রনাথেব ছবিব প্রথম প্রদৰ্শনী হয় ১৯৩০ সালে। অনেক আগেই তিনি আঁকতে শুরু কবেছিলেন। ১৯২৫-এব আগে মোটামুটিভাবে তাঁব ছবি বেখাশ্রয়ী, এবং কবিতাব খসডাব পবিমার্জনা প্রসঙ্গে তাব সৃষ্টি। কাটাকুটি-গুলোকে তিনি তাদেব অসংলগ্ন অপবিচ্ছন্ন আকৃতিতে না বেখে কবিতাব অঙ্গসজ্জায় রূপান্তবিত কবতেন। এইভাবে তাঁব খেয়ালী মনেব খেলা চলেছে।

১৯২৫-এব পব থেকে যদিও তিনি ছবি আঁকাব ক্ষেত্রে অল্প এক উন্নততব স্তবে নিজেকে নিয়ে গেলেন, তথাপি একথা সত্যি যে আগেকাব কাটাকুটিব অভিজ্ঞতাই তাঁব প্রেবণাব উৎস। “... কাটাকুটিগুলো যেন রূপ নিতে চাইতো, তাবা হতে চাইতো, জন্ম নিতে চাইতো। তাদেব সে দাবি আমি অগ্রাহ্য কবতে পাবতুম না। পড়ে থাকত লেখা, সেই কাটাকুটিগুলোকে রূপ ফলাতুম, ...” এক্ষেত্রে স্পষ্টত এক খেয়ালী, কাব্যময় মানসিকতাৰ স্বাক্ষব মেলে। কবিকৰ্মেব পক্ষে যা স্বাভাবিক, এক্ষেত্রে চিত্রকৰ্মে তাই ঘটল। The Four Arts Annual, ১৯৩৬-৩৭-এ এই instinctive method-এব কথাই তিনি লিখেছেন। তিনি বেখা একে চললেন “because of the lure of its surprises”। একই প্রবন্ধে তাবপবে তিনি লিখেছেন যে ‘regular artist’

হলে তাঁব পক্ষে উন্টো হওয়াই অনিবার্ধ ছিল। তাঁব হাতই তাহলে বেথাকে পূৰ্বকল্পিত পথে টেনে নিয়ে যেত, বেথাব তথাকথিত আপন গতিপথে তাঁব মিস্টিক মনকে সমৰ্পণ কবতে হত না।

অৰ্থাৎ, সম্ভবত, ১৯২৫-এব পব ববীন্দ্রনাথ যে ছবি আঁকাষ মন দিলেন, তাব প্রাথমিক প্রেবণা জুগিয়েছে ঐ খেয়ালী মন। অত্থ কোনো পথে মনঃসমীক্ষণ কবে বেডালে বোধ হয় কিছু কাল্পনিক ব্যাখ্যাই সম্ভব। অবচেতন বা অচেতনে ববীন্দ্রনাথের মনেও পৃথিবীৰ আব সব মাহুষেব মতোই অনেক জট ছিল একথা অস্বীকাৰ কবা অবৈজ্ঞানিকতাবই নামান্তব। কিন্তু তাঁব কামজ অবদমনকে (যে অবদমনেব অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাব বিশ্বাস এবং অবিশ্বাস সমান) তাঁব পবিণত পৰ্য্যবেব চিত্রগুণেব নিবন্ধক মনে কবা সম্ভবত যুক্তিহীন (কাবণ যুবোপেব প্রায় সব ফৰ্মালিষ্ট চিত্রশিল্পীদেব ছবিকেও তাহলে ব্যক্তিগত অবদমনেব ব্যাখ্যা নির্ভব কবতে আপত্তি থাকা উচিত নয়), এবং ইতিহাসেব বিচাবে অনিশ্চিত।

১৯৩০-এব প্যাবিস প্রদৰ্শনীৰ পবেই হেনবী বিদো লিখেছেন: “ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর কাটাকুটি থেকে ছবি গড়ে তোলাব পদ্ধতি বহুদিন হল পবিত্যাগ কবেছেন। তাঁব ভাগ্যদেবতা এবং নিয়তি তাঁকে অত্থতব প্রক্রিয়াব সন্ধান দিচ্ছে।” আমাদেব জানা দবকাব হঠাৎ এই অত্থতব প্রক্রিয়া কোথা থেকে এবং কেন এল। ‘Regular artist,’-এব কাছে এই অত্থতব প্রক্রিয়া তাব অল্পশীলনেব স্রোতে ধবা পড়ে। ববীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে, আমাব বিশ্বাস, কেতাৰি পডাশোনা এই প্রক্রিয়াব সন্ধানেব জন্ত দায়ী। তাঁব ছবি আঁকাব এই পববর্তী স্তবেব সঙ্গে তাঁব যুবোপীয় চিত্রকলা বিষয়ে পডাশোনাব সম-সাময়িকতা লক্ষণীয়। যুবোপীয় দৃশ্য আৰ্টেব তাত্ত্বিক ভিত্তিৰ জ্ঞান তাঁব শিল্পী মনকে সমৃদ্ধ কবেছে। এবং শুধু তাই নয়, অত্থ সব এদেশীয় শিল্পীৰ ক্ষেত্রে যা ঘটছে, ঠিক তাব উন্টোটাই স্বভাবত তাঁব ক্ষেত্রে ঘটল। খাঁটি যুবোপীয় আঙ্গিকেই তিনি ছবি আঁকে চললেন। বই-পড়া আব ছবি-দেখা জ্ঞান তাঁব পক্ষে সে-আঙ্গিকেব ব্যবহাবেই কিছুটা সম্ভব কবে তুলল।\*

বস্তুত ববীন্দ্রনাথের জীবনে চিত্রশিল্পেব কোনো প্রথাহুসাবী শিক্ষা না থাকা

\* আরেক কারণেও হয়তো ববীন্দ্রনাথ তখনকার যুরোপীয় আঙ্গিকেব আশ্রয় নিবেছিলেন। অবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ততদিনে প্রাচ্য ঐতিহ্যের সঙ্গে ওতীচ্য আঙ্গিকেব সাযুজ্যের পূৰ্ব বিকাশ ঘটে গেছে; সে পথে এগোনো ববীন্দ্রনাথের পক্ষে হয়তো তাই অসম্ভব ছিল।



সন্দেহও কি কবে তাঁব পক্ষে এ-বকম ছবি আঁকা সম্ভব হয়েছে তা চিন্তা কবে  
 বিস্মিত হতে হয়। কিন্তু বিশ্লেষণ কবে দেখলে নিশ্চয়ই স্পষ্ট হবে যে,  
 ববীন্দ্রনাথের ছবিতে যতটা চমক লাগাবাব ক্ষমতা আছে, মহত্ব ততটা নেই।  
 কেননা মহত্বের জন্ত প্রয়োজন সাধনাব, যা চিত্রশিল্পী ববীন্দ্রনাথের  
 অপেক্ষাকৃত অল্প। ববীন্দ্রনাথের ছবিতে ভাঙ্গা-ফর্ম দেখতে পাই, তাতে  
 অনন্যতা আবিষ্কার কবাও দুঃসাধ্য নয়। কিন্তু একথা অস্বীকার কবাবাব  
 উপায় নেই যে, সচেতন উপলব্ধির দ্বারা চালিত হয়ে ফর্মকে ভেঙে যা পাওয়া  
 যায়, তাব চেয়ে প্রিমিটিভ ফর্ম প্রায়ই নিরুপ্ত। তা না হলে হাজার বছরের  
 বিয়েলিস্‌মের অল্পশীলন শুধুমাত্র এক ব্যর্থ অধ্যায়ই হয়ে থাকত। বিয়েলিস্‌মের  
 অল্পশীলনের কাছে কানাকড়ি ফাঁকি না দিয়ে তবেই আবার সচেতনে  
 প্রিমিটিভকে পাওয়া যায়—এই প্রচেষ্টাই শিল্পীর প্রচেষ্টা, তাই ফর্ম নিয়ে এত  
 অসহিষ্ণুতা, এত ভাঙ্গা-চোবা। সন্দেহ নেই, কল্পনা শক্তিকে বাদ দিয়ে সার্থক  
 শিল্পী হওয়া অসম্ভব, কিন্তু কল্পনাই কেবলমাত্র চিত্রশিল্পের নিয়ন্তা নয়,  
 সব বড়ো কবিই সেক্ষেত্রে খুশিমতো আর্টিস্ট হতে পাবতেন। কল্পনাব  
 জোবে ফর্ম বিবর্তনের দু-একটা স্তর ডিঙ্গানো হয়তো কোনক্রমে সম্ভব, কিন্তু  
 অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত কাবণেই মোটেব ওপব তাতে অস্বর্ভূতা থাকা স্বাভাবিক।  
 ফর্ম নিয়ে তো আব শৃঙ্খলের মধ্যে গবেষণা কবা চলে না, শৃঙ্খলা এত বিশাল  
 হতে পাবে যে, vision বা intuition দিয়ে তাকে ভরাট কবা অসম্ভব।  
 Objective-কে জানাবাব জন্তও তো অপেক্ষা এবং সাধনাব প্রয়োজন।  
 পিকাসোকেও কি ‘কি আঁকব’ এবং ‘কেমন কবে আঁকব’-ব দ্বন্দ্বে সাবাজীবন  
 ধাক্কা খেয়ে খেয়ে এগোতে হয়নি? যাতিস কে? যামিনী বায় ববীন্দ্রনাথের  
 এই অপূর্ণতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। তাঁব কথায়: “ববীন্দ্রনাথের... শিল্প  
 ইতিহাসেব মধ্যবর্তী স্তরগুলি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নেই।... তাঁব এই অভিজ্ঞতাব  
 অভাব ঢাকা পড়াব একমাত্র ব্যাখ্যা আমি খুঁজে পাই তাঁব কল্পনাব অসামান্য  
 ছন্দোময় শক্তিতে।... তাই বলে কল্পনাব প্রাবল্য সব সময়ে সমান সজাগ থাকে  
 না, এবং এই দুর্বলতাব স্বযোগ নিয়ে কখনো কখনো হয়তো তাঁব অনভিজ্ঞতা  
 মাথা তুলতে পেরেছে। ববীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ ছবিগুলিতে বলিষ্ঠ কল্পনাব  
 পাহাবায় অনভিজ্ঞতা আছে ঘেঁষতে পাবে নি।”

( সাহিত্যপত্র, কার্তিক-পৌষ, ১৩৫৮ )

কল্পনাশক্তি তাঁর অনভিজ্ঞতাব দ্বারে সত্যিই সর্বক্ষণ পাহারা দিতে পেবেছে কিনা সে সম্বন্ধে শিল্প-বিশ্লেষক পবিমণ্ডলে দ্বিমতের সম্ভাবনা হয়তো আছে। আইন জানা থাকলে তা ভাঙবাব অধিকার জন্মে বটে, কিন্তু আইন ভালো না জেনে যে তা ভাঙবাব দায়িত্ব নিয়েছে তাব প্রত্যেকটি কাজে নজর রাখা দরকার। ববীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রে নিজেব আঁকা সম্বন্ধে সংশয় স্পষ্ট, তবু ছবি এঁকেছেন নিজেব সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রেব মধ্যে সততাব প্রতিশ্রুতি মনে বেখে। কিন্তু ছবিতে তাঁব অপ্রতিদ্বন্দ্বী কল্পনাশক্তি মূলত তাঁব কবি-পরিচিতিকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কবে।

এই কথাটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, কাবণ এ থেকেই ববীন্দ্রনাথের চিত্র-প্রতিভাব প্রকৃতি ঠিক বোঝা যাবে। গোড়াতেই বলেছি, পাশ্চাত্য শিল্পের আধুনিক আঙ্গিক সম্বন্ধে তাঁব পড়াশোনা ছিল। চিত্রকর্মের সৃচনা থেকেই সম্ভবত তাঁর কাব্যময়, খেয়ালী মনকে পাশ্চাত্যের ফর্ম ভাঙাব বীতিব স্বাধীনতা টেনেছে, তাই সেই আঙ্গিকেই তিনি উৎসাহ এবং পবীক্ষণেব আনন্দ পেয়েছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য শিল্পের সমস্তা তথা অদ্বিষ্টেব মানসিকতা কিংবা উপলব্ধি তাঁব ছিল না। অথবা উপলব্ধি থাকলেও নিজেব দেশ কালের এবং ব্যক্তিমানসেব পবিস্থিতিব সঙ্গে তাব প্রাসঙ্গিকতা ঐতিহাসিক কাবণেই খুঁজে পান নি।

ববীন্দ্রনাথ কবি হিসেবেই ছবি এঁকেছেন এবং আর একবাব প্রমাণ কবে গেছেন যে, ছবি, কবিতা এবং স্তব এক জাংগায় অভিন্ন-চবিত্র। যুবোপীয় শিল্পে এক্সপ্রেশ্‌নিসম্ বলতে যা বোঝায় ববীন্দ্রনাথের ছবিতে তাব মেজাজ কেন এত স্পষ্ট তা উপবেব মন্তব্য থেকেই বোঝা যায়। এক্সপ্রেশ্‌নিস্ট চিত্রেব উৎকর্ষ শিল্পীব আবেগেব প্রকাশেব গুণ এবং তীব্রতাব উপব নির্ভবশীল। ক্লাসিকাল শিল্পী আবেগেব প্রত্যক্ষতাকে রূপ দিতে পেবেছেন তাঁব গঠন-নৈপুণ্য এবং স্তব্ধতাব সাহায্যে, কিন্তু এক্সপ্রেশ্‌নিস্ট চিত্রকব ছবিব অনন্ততা প্রমাণ কবেন তাঁব নিজেব আবেগেব অনন্ততাব জোবে, জটিল প্রতি-মানে। আবেগ-ভিত্তিকতাই এক্সপ্রেশ্‌নিসমেব শক্তি এবং দুর্বলতা। বংয়েব টোন্ এবং গঠন কুশলতাব উপব অনাবাবণ দখল না থাকলে স্বভাবতই এ ধবণেব ছবি অপবিচ্ছন্ন, পীডাদায়ক, ভাবালুতাপূর্ণ অথবা নৈবাজ্যময় হয়ে ওঠে। এক্সপ্রেশ্‌নিস্ট শিল্পী অরূপণ হাতে বং ব্যবহাব কবেছেন, অথচ তাঁব উদ্দেশ্য হলো বংয়ের মূল্যকে বংয়েব শব্দে থেকে বিস্মিষ্ট কবে এনে তাকে বিপুলরূপে

উপলব্ধি কৰা। বংয়েব মাধ্যমে তিনি আত্মপ্রকাশ কৰতে চাইছেন, অথচ বংয়েব বাস্তবিক অস্তিত্বই হয়ে উঠছে বাধা। এই বাধাকে প্রশংসনীয়ভাবে অনেক সময়েই অতিক্রম কৰেছেন ববীন্দ্রনাথ। প্রমাণ তাঁৰ চিত্রলিপি সংকলন দ্বিতীয় খণ্ডেৰ প্রচ্ছদে ফুলেৰ স্টাডিটি, কিংবা ঐ সংকলনেবই অন্তৰ্গত ল্যাণ্ডস্কেপটি, অথবা ঘড়া-হাতে নাবী মূৰ্তিটি। তিনিটি ছবিতেই চাপ চাপ তীব্র বং পাশাপাশি বসিয়ে তিনি একদিকে বংয়েব নিৰ্ধাৰ ব'ব কৰেছেন, অত্ৰুদিকে একই সঙ্গে টোনেব গুণে ছবিব ঘনত্ব ও গুজন এনেছেন। উল্লিখিত তৃতীয় ছবিতে ডানপাশেব গাছ, নাবীমূৰ্তি এবং ঘড়াটিকে বা পাশেব কোবাৰ্টনীল বংয়েব পাশাপাশি স্থাপন কৰে ডানপাশেব বিষয়কে এক ধাপ সামনে এগিয়ে এনেছেন। ল্যাণ্ডস্কেপটিতে স্পেসেব গুণ ছাড়াও এক্স-প্ৰেশানিস্ট ছবিব বিশুদ্ধ আবেগেব গুণ বংয়েব যাত্ৰেব ফলে বেবিষে আসছে—এবং সেটাই মুখ্যত লক্ষণীয়।

এই বংয়েব জ্ঞানটি ববীন্দ্রনাথেব দৃষ্টি এবং অল্পভূতিব প্রথবতা থেকেই উদ্ভূত। কিন্তু ছবি-আঁকাব প্রক্ৰিয়ায় বংয়েব প্ৰয়োগ প্রধানত তাঁব তাৎক্ষণিক আবেগ এবং কল্পনা থেকে আসত, পূৰ্বকল্পিত এবং সিদ্ধান্তসিদ্ধ ধাৰণা থেকে নয়। অবশ্য প্ৰবল কল্পনাশক্তি এবং অল্পভূতি (যেমন ববীন্দ্রনাথে ছিল) প্ৰাক্-চেতন এবং চেতন মনেব মধ্যকাব দ্বন্দ্বকে দ্ৰুত কমিয়ে আনে। অৰ্থাৎ, বলাব কথা হ'লো যে, ববীন্দ্রনাথেব ছবি দেখে মনে হয় তাঁব চিত্ৰাঙ্কন প্ৰক্ৰিয়ায় মুহূৰ্তে মুহূৰ্তে আকস্মিক, অসচেতন আবিষ্কাৰেব অভিজ্ঞতাৰ মধ্য দিয়েই পাশাপাশি-বনানো বংয়েব অৰ্থ এবং ছোতনা তিনি খুঁজে পেয়েছেন। এজত্ৰই প্যাঁলেটে বং তৈবি কৰে তাবপব ছবিতে প্ৰয়োগ কৰবাব পদ্ধতি তিনি অল্পসৰণ কৰেন নি, ছবিব জমিতেই সবাববি বং নিয়ে অজ্ঞানাব সন্ধানে যাত্ৰা কৰতেন।

এই কথাটি বুঝতে পাবলেই ক্লে'ব সঙ্গে আপাত-আত্মীয়তা সত্ত্বেও ববীন্দ্রনাথেব বড়ো তফাৎটা ধৰা পড়বে। এঁদেব দুজনেবই উদ্দেশ্য প্ৰাক্-চেতন এবং চেতন মনেব সাহায্যে আকৃতি, বং এবং ছন্দেব সৃষ্টি কৰা। কিন্তু ক্লে চেয়েছিলেন, তাঁব কথায়, "to group the formal components in such a pure and logical way that each of them fell into its rightful place without encroaching on any other" এই বক্তব্যেব পটভূমি হিসেবে মনে বাখতে হ'বে ক্লে'ব আজীবন স্থাপত্যবীতিব সঙ্গে এবং জ্যামিতিক

অঙ্কনের শৃঙ্খলাব সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। এ ছাড়াও বাথ্ এবং মোংসার্টেব সাদ্ধীতিক শৃঙ্খলা তাঁকে কি ভাবে সুপৰিকল্পিত ব্যবস্থাব প্রতি আকৃষ্ট কৰেছিল তা আমবা জানি। ক্লে'ব এক্সপ্ৰেশনিস্ম জৰ্মন জাতিব। প্রথালুগ নিয়মের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হযে তিনি অবশেষে সচেতন আর্ট এবং intuition-কে তাতে হাত ধবিয়ে চালাতে পেৰেছিলেন। ববীজ্রনাথে তাব উঠে। তিনি হয়তো 'Der Blane Reiter' দলেব ক্যান্ডিন্স্কি'ব কাছাকাছি ( যদিও ক্লে'ব মতো ক্যান্ডিন্স্কিও ছাইমাৰেব বাউহাউসে এককালে ওঅর্টব গ্রোপিবাসেব সঙ্গে স্থাপত্যবীতি বিষয়ে কাজ কৰেছিলেন )। ক্যান্ডিন্স্কি'ব চিত্রকর্মে ডিজাইনেব বিশেষ কোনো তাত্ত্বিক ভিত্তি নেই এবং তিনি তাঁব ছন্দ ও প্যাটার্ণকে প্রাক্-চেতন বা অবচেতন মনেব আবেগ দিয়ে নির্ধাবিত কৰেছেন। তাঁব The Art of Spiritual Harmony বইতে তিনি বলেছেন যে, এক্সপ্ৰেশনিষ্ট-কপগঠন প্রক্রিয়া যতটা স্থাপত্যধর্মী তাব চেযে অনেক বেশি মনস্তত্ত্বধর্মী।

' এই পথেই ববীজ্রনাথেব চিত্র চবিত্ৰেব দোষ-গুণ খুঁজতে হবে। সাদ্ধীতেব শরীর থেকে স্ববকে যেমন বিস্মিষ্ট কৰে তাকে মুক্তি দেওয়া সম্ভব, তেমন ছবিতেও বং-বেখাব মুক্তি এভাবেই মিলবে একথা তিনি চিত্রলিপি সংকলনেব ভূমিকাতে লিখেছেন। কিন্তু এও তাঁব কবিকর্মেবই কথা—কপ থেকে অকপে বিবর্তনেব সাধনা। এই সাধনাব এক পর্যায় কবি বেখা ও বং-কে তাঁব উপাদান কৰে নিলেন। অথচ সাদ্ধীত কিংবা কাব্যেব মাধ্যমে এই সাধনাব প্রক্রিয়ায় নিষমতাত্ত্বিক অল্পশীলনে যে ফাঁক তিনি কখনো বাখেন নি, ছবিব ক্ষেত্রে সে ফাঁকেব অস্তিত্বেব কথা নিজেই বাবেবাবে সবিনয়ে স্বীকাৰ কৰে গেছেন। তাই হয় তো শিল্প-অস্বিষ্ট সম্বন্ধে এত স্পষ্ট হয়েও তিনি তাঁব আঁকা ছবিব ভালো-মন্দ বিষয় প্রায়ই মিতভাষী।

## সমালোচনার আদর্শ

শান্তি বসু

সমালোচনার আদর্শ নিয়ে বর্তমানে বাংলা সাহিত্যে কিছু বাক-বিতণ্ডা ঘটেছে। আমরা যেহেতু কচিব অস্থিৰতায ভুগি এবং বিশ্বসাহিত্যেব পঠন-পাঠনে, ববীজ্ঞনাথের মহৎকীৰ্ত্তি সন্দেশ, কোনো মান গডতে পাবিনি, স্ততবাং সাহিত্যসমালোচনা অনেকাংশেই নির্বিচাব মেলে নেওয়া বা অস্বীকাৰেই সীমাবদ্ধ থাকে। উপস্থাস বলতে আমরা বুঝি শুধু কাহিনী, কাহিনীৰ সঞ্চল চবিত্রকপায়নেব আলোকবিনাই যে-কোনো নাবী-পুরুষেব বম্য বা মনোহব গল্প, কবিতা পন্তেবই নামান্তব। আমাদের খেয়ালিপনা গল্প-উপস্থাস কবিতা সৰ্বত্রই অবসব বিনোদনেব মালমশলা খোঁজে, জীবনবহস্ত্বেব গভীৰে জিজ্ঞাসাব জবাব চায়না। শিল্পেবও যে নিজস্ব নিষম আছে, যে-নিষম তাব সমগ্র ইতিহাসেব ধাবায়, এবং সমালোচনা বা বিচাব ভাবই পর্যালোচনা একথা আমরা বুঝি না। অথচ আমাদের সাহিত্যে বিশ্বেব ছায়া পড়েছে, বিশ্বসাহিত্যেব সম্পদ খাপছাড়াভাবে মানসে আলোডনও তুলছে। তাই, বিশ্ববিদ্যালয়েব পবিধিতে শেকস্পীঅর, দান্তে কখনো কখনো কেতাবেব বেডায় জ্ঞানেব গোচব হয়, কিন্তু কচিব অবশুস্তাবী পবিবর্তন বা পবিমার্জন ঘটে না। আকাদেমিক আলোচনায়, যেমন শ্রীকুমাবে কি স্ববোধচক্রে, ইংবেজি সাহিত্যেব মান ব্যবহাব হ'য়েছে কিন্তু মানেব স্থিৰতা আসেনি। ইংবেজি সাহিত্যেব আলো হাওয়া আমরা পেয়েছি, কিন্তু উত্তবাধিকাবে আমাদের পূৰ্বপুরুষেবা ভালোমনেব তফাৎ কবেন নি, খোসা ও সাবেব দ্বন্দে নিকুটতাই মন মজিয়েছে বেশি। তাই ইংবেজিৰ গুরুভাব পাণ্ডিত্য সন্দেশ, শ্রীকুমাবেবা ভালো মন্দ মাঝাবি যে কোনো বকম লেখাকেই একটা চলতি ছাপ দিয়ে ধবে নেন লিখলেই সাহিত্য, এবং তা শেষ পর্যন্ত কোনো-না-কোনো ইংবেজি সাহিত্যিকেব পবিচিত্ত সৃষ্টিব সমতুল্য। অর্থাৎ সাহিত্য সমালোচক বিচাবেব মানদণ্ড স্থিৰ কবেন নি, পাত্রপাত্রীৰ কল্পনায় বিদেশী চবিত্রেব মিল খুঁজে ফিবছেন শুধু। মিল পেলে পবিচয়েব ছাপ এঁটে দিচ্ছেন সেই সব লেখায়। লেখকেব জিজ্ঞাসাব খোঁজ নেই, জিজ্ঞাসাব

সততাৰ অন্বেষণ নেই, সমস্তাৰ গভীৰতাৰ উদ্ধুদ্ধ হ'বাব প্ৰশ্ন নেই, সমালোচক পাত্ৰপাত্ৰীৰ চাৰিত্ৰ্য্য বা ঘটনাৰ অনিবাৰ্যতা খোজ কৰেন না, জানেন না আমাদেব জীৱনেৰ কোন বহুস্তৰৰ উদ্ঘাটন হলো। তাঁৰ আলোচ্য লেখা, সাহিত্য মাধ্যমেবই বা কি উন্নতি ঘটলো। তাই যে-গান্ধীৰ্ষে শ্ৰীকুমাৰ বন্দ্যোপাধ্যায় ববীন্দ্ৰনাথেৰ আলোচনা কৰেন তাতেই “দ্বী-উপস্থানিক” অল্পকৃপা দেবীৰ লেখাও বিচাৰযোগ্য মনে কৰেন, এবং কোনো একটিনাবালক উপস্থানকে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ শিবোপা দিয়ে ছুঃখ কৰেন বাংলা সাহিত্যে জেন্ অষ্টেন নেই। অথচ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ উপস্থান নাকি অল্পকৃপা দেবী লিখেছেন। প্ৰথম শ্ৰেণী তিনি কাকে বলেন বা তাঁৰ ধাবণায় জেন্ অষ্টেন ও অন্তৰূপা দেবীৰ প্ৰথম শ্ৰেণীত্ব কি মিল বা গবমিল এ-কথাৰ খোজ হয় না। ববীন্দ্ৰনাথেৰ আলোচনায়ও এমন কোনো জ্ঞানলাভ ঘটে না বা বোধেৰ উদ্বোধন হয় না যা শ্ৰীকুমাবেবা অল্পকৃপা দেবী বা অন্ত কোনো দেবীৰ আলোচনায় ব্যবহাৰ কৰতে পাবেন। অল্পকৃপা দেবীৰ লেখা প্ৰথম শ্ৰেণীৰ অথচ ববীন্দ্ৰনাথেৰ ‘চতুৰঙ্গ’ কোনো ‘সমস্তা’ নেই, এমন কি তিনি সাধাৰণ ঔপস্থানিকেব দায়িত্বও পালন কৰেন নি, গোবায় গল্পেৰ চেয়ে আলোচনা বেশি, গোবা চৰিত্ৰে “প্ৰতিনিধিত্বেৰ” প্ৰকাশ হওয়াৰ উপস্থানেব মৰ্যাদাহানি স্বটেছে। বঙ্কিমচন্দ্ৰ স্কট হন স্কটেব ইতিহাস বোধ চাড়াই, শবৎচন্দ্ৰ একাধাৰে ডক্টৰেভস্কি ও তুৰ্গেনিভ ইত্যাদি। ভাবে তে অৰাক লাগে যে গোবায় ববীন্দ্ৰনাথেৰ জিজ্ঞানা সমগ্ৰ দেশ ও দেশেৰ ঐতিহ্য জুড়ে মূৰ্তি পেলেও এইসব সমালোচকদেব মনে সাড়া তোলে না। গোবা যে তৰ্কেৰ ঝড় তুলে বাবংবাব সত্যকে ঘাচাই কবছে এবং সত্যেৰ আলোকেই তাৰ চৰিত্ৰ ৰূপান্তৰিত হছে এই বোধ এঁদেব নেই। ফলে তৰ্ক-আলোচনা মনে হয় অবাস্তব বা প্ৰসঙ্গহীন, চৰিত্ৰেৰ কাৰণে নয়। আৰ তা হলেই সব কিছু বাদ দিয়ে শুধু মাত্ৰ গোবা-সুচৰিতাৰ প্ৰেম কাহিনীকে প্ৰধান বক্তব্য মনে হয়। প্ৰশ্ন ওঠে না যে গোবাব উদ্ভিন্ন সভা সমগ্ৰ দেশেৰ ৰূপকে গড়ে উঠছে, মনে হয় না যে গোবাব স্বকীয়তাই গোবাব প্ৰেমেৰ আধাৰ এবং ব্যাখ্যা। সুচৰিতা যে শুধু একটি মেয়েই নহ, সুচৰিতাতে গোবাব ভাবতবৰ্ষেৰ প্ৰতিকৃপ আভা পায়, একথা বুঝতে হ'লে গোবা চৰিত্ৰে প্ৰতিনিধিত্বেৰ দাবী অবশ্যস্বাবী হ'য়ে ওঠে। এবং তখনই বোঝা যায় শ্ৰীকুমাবেবা চৰিত্ৰেৰ নিজস্ব যুক্তিতে এবং অন্ত চৰিত্ৰেৰ সঙ্গে সম্পৰ্কে লেখকেৰ জীৱন জিজ্ঞানা ধবতে পাবেন না।

আকাদেমিক আলোচনাব বাইবে বুদ্ধদেব বস্তু ও নাবাষণ চৌধুরী, সম্পূর্ণ বিপবীত ভঙ্গীৰ ছুই সমালোচকে, একই খামখেয়ালিপনা নানাভাবে প্ৰকাশ পেয়েছে। বুদ্ধদেব বস্তু ববীজনাথেব ছোট গল্প আলোচনায় যদি বা সাহিত্যেব মানদণ্ড সম্পৰ্কে কিছুটা অবহিত থেকে বীতিপ্ৰকবণেব ব্যাখ্যা কবেন, তাবাসঙ্কবেব ক্ষেত্ৰে তাঁব অনীহা ব্যক্তিগত কচি ও মতামতেব বাইবে যেতে পাবে না। বুদ্ধদেব বস্তুব এই অনীহা যে তাবাসঙ্কব নিতান্তই ‘আঞ্চলিক’ লেখক বা তাবাসঙ্কবেব গল্পবীতি শিল্পজ্ঞানেব পবিচয় দেয় না। তিনি তাবাসঙ্কবেব জীবন জিজ্ঞাসা বোঝেন না। অথবা হয়তো বুদ্ধদেব বস্তুক নিজেব ক্ষেত্ৰেই এই জীবনজিজ্ঞাসা বৃহত্তৰ সাৰ্থকতায় ওঠে না; সাধাবণ বীতিপ্ৰকবণ ও সাহিত্য বস্তুব আডালে যে জীবন অসংখ্য জটিলতায় ও সম্পৰ্কে ভাঙে গড়ে, অস্তিত্ত্বেব তাৎপৰ্য খুঁজে কেবে, তাব পবিচয় বুদ্ধদেব বস্তুতে মেলে না। তাবাসঙ্কবেব মহত্ব যে, এই জীবনকে সমগ্ৰভাবে ৰূপদানেব প্ৰয়াসেই, যে-জীবন চিবকালই বীতিপ্ৰকবণ ও শিল্পেব বন্ধন ভেবে চলে, সে-কথা বুদ্ধদেব বস্তু মানেন না কাবণ কাহাববা শুধুই কাহাব এবং যেহেতু কাহাব তাবা বিশেষ অঞ্চলেব তাৎপৰ্যেই আবদ্ধ থাকে। বাচ দেশেব প্ৰকৃতি তাবাসঙ্কবেব বৰ্ণনায় বা পাত্ৰপাত্ৰীৰ চাবিত্ৰিক গঠনে প্ৰকাশ পেলে তাবাসঙ্কব আঞ্চলিক হন অথচ হাৰ্ভি ‘ওয়েনেক্স’ আঞ্চলিকতা কাটিয়ে বিশ্বেব হ’য়ে যান। এমন কি বুদ্ধদেব বস্তুব কল্পনার কলকাতাব কাহিনীতে, সুইনবৰ্ণ-পড়া সতেবো বছবেব মেয়ে বা বিশ্ববিদ্যালয়েব দুৰ্ধৰ্ষ ইংবেজি লিখিয়ে নায়কে বিশ্বেব খোঁজ পাওয়া যায়, আঞ্চলিকতাব ক্ষুদ্ৰতা আসেনা!

নাবাষণ চৌধুরী অবস্থাৰ বিশ্লেষণ কবতে চান কিন্তু বোধেব অভাবে প্ৰয়াস সিদ্ধ হয় না। সমালোচনাব মানদণ্ড হিসেবে তিনি পুরোনো ধবতাই বিভাগটি বক্ষা ক’বে যেনব নজীৰ তুলেছেন তা নিতান্তই হাস্যকৰ। যেমন তিনি ‘সাবজেকটিভ’ ‘অবজেকটিভ’ বিভাগ ক’বে লিখছেন, ‘সমালোচক যদি আত্মপ্ৰত্যয়শীল হন, স্বীয় বসগ্ৰহণ ও বিচাব-ক্ষমতাব উপৰ যদি তাঁব অবিচলিত বিশ্বাস থাকে, তাহলে স্বভাবতঃই তিনি নিজেব ভাল-লাগা মন্দ-লাগাক আলোকে সাহিত্য-সৃষ্টিৰ বিচাব কবতে চাইবেন।’ আত্মপ্ৰত্যয়শীল সমালোচক স্বভাবতই কেন শুধু নিজেব ভালো লাগায় নিৰ্ভৰ কবেন তা আমাদেব বোধগম্য নয়। আব সমালোচনাব প্ৰাথমিক সূত্ৰপাতই তো ভালো লাগায় একথা ভুলবাব কাবণ নেই। অবজেকটিভ হলেন ‘যে

সমালোচক ঐতিহ্যেব প্রতি শ্রদ্ধাবান, দেশী-বিদেশী-নূতন-পুৰাতন সকল শ্ৰেণীৰ সাহিত্যেব বন যিনি আকৰ্ষণ পান কৰেছেন, স্বয়ং বিদগ্ধ কচিবান মাহুয হ'য়েও যিনি স্বীয় মতটাকেই একমাত্র প্ৰামাণ্য মনে কৰেন না।' দেশী-বিদেশী কেতাব পড়া আৰু ঐতিহ্যে শ্ৰদ্ধাবান হওয়া এই দুইগুণ অবজেকটিভিটি গুনতে খুবই আশ্চৰ্যকৰ। আত্মপ্ৰত্যয়শীল সমালোচকেবও তো এই দুটো গুণ থাকতে পাৰে। অবশ্য যিনি নিজ মতকে প্ৰাধান্য দেবেন তিনি 'সাবজেকটিভ' আৰু যিনি দেবেন না তিনি 'অবজেকটিভ' এই দুই বিপৰীত বক্তব্য আগলে লেখকেব খেয়ালেই নিৰ্ভৰ কৰছে। অথচ এতো বড় উদ্ধৃতিতে সমালোচনাৰ কোনো আত্মনিৰ্ভৰ মান লেখক উপস্থিত কৰেন মি। উদাহৰণে তিনি লিখেছেন প্ৰথম চৌধুৰীৰ ভাবতচন্দ্র-প্ৰীতি 'ব্যক্তিনাক্ষি সমালোচনা বীতিৰ অন্ততম।' কেন? জবাব নেই নাৰায়ণ চৌধুৰীতে। অথচ 'জগৎ ও জীবন সম্পৰ্কে দৃষ্টিভঙ্গীৰ ক্ষেত্ৰে তিনি ছিলেন ইহমুখী সংসার-অভিজ্ঞ পুৰুষ, ভোগ-তাত্ত্বিক ও অতীন্দ্ৰিয়পদ বিমুখ।' প্ৰথম চৌধুৰী এসব বৈশিষ্ট্যেব জন্তে ভাবতচন্দ্রকে খাতিৰ কৰলেও নাকি 'সাবজেকটিভ' হয় আলোচনা, যদিচ নাৰায়ণ চৌধুৰী এলোমেলো প্ৰসঙ্গহীন উক্তি ক'ৰে 'অবজেকটিভ' আলোচনাৰ পৰাকাষ্ঠা দেখান।

'বাংলা কথা সাহিত্যেব সমস্তা' প্ৰবন্ধে বাংলা সাহিত্যকে পল্লী-কেন্দ্ৰিক ও শহৰ-কেন্দ্ৰিক এই দু'ভাগে ভাগ ক'ৰে তিনি ববীন্দ্ৰনাথ সম্পৰ্কে বায় দিচ্ছেন, 'তাঁৰ উপন্যাস গল্পাদিতেও পল্লীৰ মহিমা প্ৰতিষ্ঠিত।' অথচ একটুবাদেই শবৎচন্দ্রৰ প্ৰতিপক্ষে তিনি দেখাচ্ছেন ববীন্দ্ৰনাথ 'এই ক্ষেত্ৰে (উপন্যাস শিল্পেব) বাংলাৰ পাঠক-সাধাৰণেব উপৰ বহুিমচন্দ্র কিংবা শবৎচন্দ্রৰ মত প্ৰভাব বিস্তাৰ কৰতে পাবেন নি তাৰ একটা কাৰণ সম্ভবতঃ এই যে, উপন্যাসেব বিষয়বস্তু নিৰ্বাচনে তাঁৰ মনোভাব কম-বেশী নগৰ-ঘেঁষা।' খুবই তাজ্জবেব কথা। আবাব লিখেছেন, 'ঘৰে বাইবেব কাহিনী দৃশ্যতঃ পল্লীভিত্তিক হ'লেও তাতে গ্ৰাম নামাত্মক অংশই জুড়ে আছে।' যেখানে মন নিয়ে কথা, সে স্থলে কাহিনীতে শহৰ প্ৰাধান্য পেয়েছে কি গ্ৰাম প্ৰাধান্য পেয়েছে তা মুখ্য বিচাৰ্য নয়, আব সে-কাৰণ পল্লীভিত্তিক কাহিনীৰ প্ৰভাব 'ঘৰে বাইবে' গ্ৰন্থটিতে একেবাবেই হাবিয়ে গেছে।' বাংলা সাহিত্যেব মূল বিভাগ পল্লী ও শহৰ অথচ মন নিখে কথায় গ্ৰাম বা শহৰ দেখতে হবে না, 'মুখ্য বিচাৰ্য নয়', আবাব তাৰ পৰেই এক অজুত 'সে-কাৰণ', যে-কাৰণে পল্লীভিত্তিক প্ৰভাব



হাবিষে গেছে। এই ‘সে-কাবণ’টি কোনটি? গল্প উপস্থাসে তো জানি মন  
 নযেই অৰ্থাৎ চবিত্ৰ নিষেই কাহিনী, আৰু সে-কাহিনীতেই যদি গ্রাম বা শহৰ  
 মুখ্য না হয় তৰে শ্ৰীচৌধুৰীৰ পাণ্ডিত্যে এই উদ্ভট বিভাগটি জন্মায় কি  
 ক’বে? এই পাণ্ডিত্যেৰ সঙ্গ সঙ্গ্ৰহ আৰো একটি ঘোষণা আসে যে ‘যোগা-  
 যোগ জানিয়ে শুনিষেই একটি পল্লীকেন্দ্ৰিক উপস্থান’। ‘চোখেৰ বানি’  
 নগৰকেন্দ্ৰিক কাবণ কলকাতাব উল্লেখ আছে, ‘যোগাযোগ’ পল্লীকেন্দ্ৰিক  
 কাবণ নাবায়ণবাবুৰ কলনায় কলকাতাব উল্লেখ নেই। যা-খুশি, এলোমেলো,  
 উৰ্টোপান্টা বক্তব্যেৰ নামই যে সাহিত্য সমালোচনা তাৰ অজস্র  
 প্ৰমাণ শ্ৰীচৌধুৰী দিয়েছেন, কিন্তু ‘কাব্যেৰ ভূমিকা’ প্ৰবন্ধেৰ আশ্চৰ্য  
 কিছুতকিমাকাব তালিকাৰ তুলনা নেই। কাব্য থেকে কাব্য কি উপাদান  
 আহৰণ কৰে সে-বিষয়ে তিনি লিখছেন, ‘তৰুণ বয়সীবা সাধাৰণতঃ কাব্যেৰ  
 বহিৰঙ্গতেই সমধিক মুগ্ধ হয়। কবিতাব ধ্বনি মাধুৰ্য, ছন্দ, শব্দৈশ্বৰ্য ও  
 আঙ্গিক – এগুলি তৰুণ-মনকে গভীৰভাবে প্ৰভাবিত কৰে। কখনও কখনও  
 দকেও তাঁদেৰ দৃষ্টি পড়ে, তৰে সে ভাব নিছকই হাক্কা ছদাবাবেগেৰ  
 আবদ্ধ। তৰুণ মনেৰ সহজ প্ৰেমাকুলতা ও বোম্বাস্ফেৰ পবিত্ৰপ্তিৰ  
 প্ৰকাশ যে কবিতায় আছে সেই কবিতাই তাঁদেৰ বেশী টানে। প্ৰৌঢ়বা  
 কাব্যেৰ ভিতৰ প্ৰাৰ্থনা নিজ জীবনেৰ অভিজ্ঞতাৰ সমৰ্থন খোজেন। আৰু  
 বৃদ্ধবা খোজেন প্ৰজ্ঞা, বোধি, জীবনদৰ্শন। সত্যকাৰ কাব্য বসিক হছেন  
 তিনি, যিনি এইসব কটি বৈশিষ্ট্যকেই নিজেৰ ভিতৰ বিধৃত কৰতে পাবেন।’  
 তৰুণ-প্ৰৌঢ়-বৃদ্ধদেৰ মানসিকতাৰ এই মনোগ্ৰাহী বিবৰণে জানা গেল  
 সত্যকাৰ কাব্য বসিক সবগুলিৰ জগা-খিচুড়ি, এবং তাৰা না-তৰুণ না-প্ৰৌঢ়  
 না বৃদ্ধ। অধিকন্তু এ বিষয়ও আৰু সন্দেহ বহিল না যে কাব্যে ভাবেৰ বাহণ  
 ধ্বনি মাধুৰ্য, ছন্দ, শব্দৈশ্বৰ্য ও আঙ্গিকেৰ মিলিত সহযোগেৰ, অস্ত কিছু।

অন্যতম সমালোচকেৰ মध्ये শিবনাবায়ণ বায় অবশ্য শ্ৰীচৌধুৰীৰ  
 অজ্ঞতাৰ পৰিচয় দেন না। পাণ্ডিত্যেৰ খ্যাতি যেমন তাঁৰ  
 আছে, নজীও পাওযা যায় সমস্ত ‘সাহিত্য চিন্তা’ গ্ৰন্থটিতে। শিবনাবায়ণ  
 বায়েৰ বক্তব্য প্ৰাঞ্জল, ভাষা স্বচ্ছ এবং তীক্ষ্ণ। সৰ্বোপৰি শিবনাবায়ণবাবু  
 সাহিত্যেৰ আলোচনায় দৰ্শনেৰ তাৎপৰ্য বোঝেন, এবং বলতেও পেৰেছেন যে  
 জীবনেৰ গভীৰে সাহিত্যেৰ শিকড়। তিনি সঠিকভাবেই লিখেছেন  
 ‘সাহিত্যিকেৰ দৃষ্টিভঙ্গী সমানভাবেই সত্যসন্দ, কুংস্কাৰ মুক্ত এবং ফলপ্ৰসূ।’

স্থিৰ নিৰ্দেশ দিয়েছেন, ‘অভিজ্ঞতা ছাড়া কল্পনাব বিস্তার এবং বৈচিত্ৰ্য সম্ভবপৰ নয়। অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ পৰোক্ষ উভয় সূত্রেই অৰ্জিত হতে পাৰে। কিন্তু যে সূত্রেই লব্ধ হোক, সে অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যেৰ বিষয়বস্তু কবতে হলে তাকে মননেৰ দ্বাৰা জাবিত ক’বে নিতে হয়। শুধু অভিজ্ঞতা থাকলেই সাহিত্যিক হওয়া যায় না, সাহিত্যেৰ উপাদান হ’ল তাৎপৰ্যেৰ দ্বাৰা অধিত অভিজ্ঞতা। এ কাজও সাধনা সাপেক্ষ। একধাৰে মাধ্যমেৰ সাধনা এবং অন্যধাৰে অভিজ্ঞতাৰ সাধনা এ দুয়েৰ সমাবেশ ঘটলে তৰে সাহিত্যে প্ৰেৰণা সাহিত্যৰূপে ফলপ্ৰসূ হ’তে পাৰে।’ শুধু সাহিত্যিকই নয় সমালোচককেও এই তাৎপৰ্য খুঁজে পেতে হয়।

সমালোচক হিসেবে শিবনাবায়ণবাবু এই তাৎপৰ্যেৰ খোঁজ কৰেন বিশেষ এক দৰ্শনেৰ চশমাৰ। ‘বেনেৰ্ণাস,’ গ্যেটে, ইত্যাদিৰ আলোচনা ক’বে তিনি ‘সাহিত্য চিন্তায়’ সমালোচনাৰ নিজস্ব মানদণ্ড গড়েছেন এবং সেই মানদণ্ডেৰ ব্যবহাৰে বাংলা সাহিত্য বিষয়ে বাৰ দিয়েছেন, গ্যেটে, বাঁবো, বিলকেৰ মতো ববীজ্ঞনাথ সার্থক কবি নন এবং বাংলা সাহিত্য সম্পূৰ্ণ জীবন-বিমুখ। ‘সাহিত্য চিন্তা’য় অৰখা সাহিত্যালোচনাৰ মানদণ্ড হিসেবে কিছু দাৰ্শনিক প্ৰস্তাবনা ছাড়া বিশেষ সাহিত্য সম্পৰ্কিত আলোচনা মেলেনা। শিবনাবায়ণবাবু যদিও সাহিত্যালোচনায় প্লেটোৰ দাৰ্শনিকতা পছন্দ কৰেন না, তবু নিজেৰ ক্ষেত্ৰে তিনি দাৰ্শনিক বক্তব্য গডতে দ্বিধা কৰেন নি। শুধু দ্বিধাই নয় নোচাব স্বৰে বলেছেন ববীজ্ঞনাথ ‘ছুঁংমার্গেৰ’ কাৰণে অথৰ্ব, খিস্তিৰ ভাষা চালু না থাকায় বাংলা সাহিত্য জীবনবিমুখ। এইনব সিদ্ধান্তে পৌছাব সূত্ৰ হিসেবে তিনি এক মানববাদী দৰ্শন উপস্থিত কৰেছেন। লিখছেন, ‘যে সাহিত্যিক মানুষ সম্বন্ধে যত বেশী অল্পসন্ধান তৎপৰ, তাঁৰ সাহিত্য সৃষ্টি তত বেশী মূল্যবান হবাব সম্ভাবনা।... এই অৰ্থে সাহিত্যসাধনাও সত্যেৰ সাধনা। এই সত্য প্লেটোনিক দৰ্শনেৰ অবাস্তব ব্ৰহ্মসত্য নয়। এ সত্য অভিজ্ঞতা নিৰ্ভৰ বিবৰ্তনশীল আপেক্ষিক মানবসত্য।’ এই আপেক্ষিক মানব সত্যেৰ মানুষ আৰাব শিবনাবায়ণবাবুৰ ব্যাখ্যায় ‘দেশ, বাস্তু, সমাজ, শ্ৰেণী, বৰ্ণ, দল ইত্যাদি গোষ্ঠীগত স্বার্থেৰ উদ্দেশ্য সাধনেৰ সে যত্ন নয়।’ এই মানুষ ‘জটিল, জঙ্ঘম, অসম্পূৰ্ণ অথচ সমগ্ৰ’ “যে-মানুষ প্ৰতিষ্ঠানেৰ মধ্যে নিঃশেষিত নয়, যে মানুষেৰ মন কোন পূৰ্ব-নিৰ্দিষ্ট সবল বেখায় ধৰা যায় না, যে মানুষ জটিল বহুমুখী, আত্মবিভক্ত, যে মানুষ বহু-

সহস্র বিবর্তনের মধ্য দিয়ে মনুষ্যত্বের বর্তমান পর্যায়ে পৌঁছেছে... ”। সাহিত্যের উপজীব্য মানুষ এবং এই মানুষ যে জটিল, জুজুম এ-কথা মনস্তত্ত্বের বাবে বা সাহিত্যের ইতিহাসে অতিস্বীকৃত সত্য, তাব অসম্পূর্ণতা বা সমগ্রতা বিষয়েও কেউ সন্দিহান নন। কিন্তু শিবনাবাষণবাবুব দার্শনিক, বক্তব্যে মানুষ এবং দেশ, গোষ্ঠী ইত্যাদিতে আমূল বিবোধ আছে। এই বিবোধে একদিকে ব্যক্তি মানুষেবা এবং অত্রদিকে সমাজ, গোষ্ঠী, দল। ফলে সাহিত্যে তখনই মানুষের তাৎপর্য বক্ষা হবে যখন সে সমাজের প্রতিপক্ষতায় একক। যুক্তি প্রমাণ ছাড়াই গোড়াতে তিনি ধবে নিয়েছেন যে মানুষের সমগ্রতাব প্রশ্নে সমাজের প্রশ্ন থাকে না। কিন্তু কেন যে প্রশ্ন থাকে না বা সমগ্রতাব সঙ্গে সমাজের আত্যন্তিক বিবোধটা কোথায় তা তিনি বলেন নি। ধবে নিয়েছেন যেহেতু তিনি বিশ্বাস কবেন স্তবতাং বিবোধ নিশ্চয়ই আছে। স্বপক্ষে তিনি যুক্তি দাঁড কবান এই বলে যে, জানবাব ইচ্ছা যেমন মানুষের একটা মূল সহজাত বৃত্তি, মানবাব প্রবণতা তেমনি মানুষের একটা সামান্য লক্ষণ। ‘এই দুইষের বিবোধ স্পষ্ট, ... ..সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতা-সমষ্টিব মধ্যে সমন্বয় ঘটবে কিছু বুদ্ধিমান কল্পনাশীল মানুষ কতকগুলো সামান্য ধাবণা এবং সিদ্ধান্তে পৌঁছয়... .. তাদেব তাবা নিত্য সত্য বলে মানে এবং নানা প্রকবণ পদ্ধতিব সাহায্যে আপন আপন গোষ্ঠিব বাকী মানুষদেব মানায়। মুশা হতে মহম্মদ, যাজ্জবদ্ব্য হতে বীণ্ড, শ্রেফ মানুষ হিসেবে মানুষের কাছে এঁবা কেউই নিজেদেব বক্তব্য উপস্থিত কবেন নি।’ জানবাব ইচ্ছা এবং মানবাব ইচ্ছা এই দুইষের বিবোধ এবং কিছু বুদ্ধিমান লোকেব কলাকৌশল বলেই তিনি নিশ্চুপ, ইতিহাসেব ধাবায এ সবেব উৎস এবং সমাধান খোঁজ কবেন না। যেন মুশা থেকে মহম্মদ শূন্য থেকে হঠাৎ গজান এবং কাৰ্যকাবণহীনভাবে যখন যেমন খুশি বলে, প্রায় তুচ্ছতাকেই, লোকদেব মজিয়েছেন। ঐতিহাসিক ভাবে তাদেব জীবন এবং প্রচাবেব যেন কোন তাৎপর্যই নেই। এবং পৃথিবী জোড়া যে এতগুলো লোক কখনো কখনো তাদেব মানলো তাব পেছনেও কোনো অর্থ থাকে না। তিনি বেনেসাঁসেব কথা সোচ্চাবে বলে খচ ভুলতে দ্বিধা কবেন না আববদেব জ্ঞানবিজ্ঞানেব প্রেরণা মহা ছাড়াই এবং বর্তমান পশ্চিম য়ুবোপেব ছহাজাব বছবেব সাহিত্য বীণ্ড আপনন্ধি ছাড়াই। আবো তাজ্জবেব কথা এই যে ইতিহাসে

এত সব ঘটে গেলো অথচ এঁরা মানুষ হিসেবে মানুষের কাছে পৌঁছোননি। বোম সাম্রাজ্যের দাসেরা মানুষ ছিলো না এবং যিশুর ধর্ম তাদের অমানুষ বলেই ধবে নিয়েছিলো! শিবনাবাষণ বায়েব এত সব বক্তব্যের উদ্দেশ্য মানুষকে সামাজিক গ্রাফ-নীতি থেকে বাইরে নিয়ে আসা। মানুষ নিজেতেই সম্পূর্ণ হবে। তিনি লেখেন, ‘সব মানুষই একাধারে যেমন মানুষ, অগ্ন্যধারে তেমনি প্রতি মানুষেই অপব মানুষ হতে স্বতন্ত্র। তাব প্রাতিশ্রিক সমগ্রতায় সে অনগ্র, সেখানে সে সকল সমীকরণের উদ্দেশ্য।...কিন্তু এতাবৎ অধিকাংশ সমাজেই ব্যক্তির অনগ্রতাকে যতদূর সম্ভব খর্ব কবে সামাজিক সামান্যতাকে প্রাধান্য দেওয়ার চেষ্টা চোখে পড়ে। এতে অবাক হবার কিছু নেই, কেননা সংখ্যার গুরুত্বে সমাজ ব্যক্তির চাইতে প্রবল। ফলে ক্রমে এমন অবস্থার উদ্ভব হয়, যেখানে সমাজ ব্যক্তির আত্মবিকাশের মাধ্যম না-হ’য়ে তাব আত্মবিলোপের যন্ত্র হ’য়ে ওঠে।’ মানুষের অনগ্রতা মেনে নিলেই যে সমাজ অস্বীকৃত হয় বা সমাজকে মানলেই ব্যক্তির প্রাতিশ্রিক মূল্য ঘোচে এমন বিপরীতাত্মক বক্তব্য মানবার স্বপক্ষে তিনি যুক্তি দেন নি। শুধু জানিয়েছেন যে সামাজিক চাপ থাকলে জাত সাহিত্যিকবা হয় দেশ ছাডেন (টমাস মান কি ইভান বুনি), নয় আত্মহত্যা কবেন (মাষাকোভস্কী)। এই উদাহরণ মেনে নিলেও প্রশ্ন থাকে সংখ্যায় অত্যাচারিত বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার ঠাঁধা লেখেন তাঁরা কি জাত সাহিত্যিক নন বা যদি জাত সাহিত্যিক হ’বেই থাকেন তবে পালাচ্ছেন না বা আত্মহত্যার কবেছেন না কেন? দ্বিতীয়ত ‘সংখ্যার গুরুত্বে সমাজ ব্যক্তির চাইতে প্রবল’ কিন্তু অধিকাংশের দাবিদ্র ঘোচে না! যেন সংখ্যা অর্থাৎ অধিকাংশ লোক নিজেদের স্বার্থেই নিজেদের অমঙ্গল ডেকে বাখছে, অনশনে, অর্ধাশনে কালাতিপাত কবছে। এমন যুক্তিতে শিবনাবাষণবাবু নিজের মানববাদী বিবেককে খুঁশি বাখতে পাবেন কিন্তু ইতিহাসের গতি তাতে ব্যাখ্যা হয় না। বর্তমান যুগের বিশেষ রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সমাজ ব্যবস্থায় যে শুধু কয়েকজন একক মানুষ নয়, সংখ্যাধিক্যই নিষ্পেষিত হয়, এবং সমাজের চাকা ধ’বে থাকে মুষ্টিমেয় লোক-তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্তে, যাকে আমরা বলি শ্রেণীস্বার্থ, শিবনাবাষণ বায় সে কথা কি কাবণে এড়িয়ে যান জানা নেই। কিন্তু একথা বোঝা যায় যে তিনি সেই সংখ্যাকেই ভয় কবেন যা বা নিজেদের প্রয়াসে বর্তমানের শৃঙ্খল চূর্ণ ক’বে তাদের আগামী ভবিষ্যতকে সফল কববে। মানববাদে

মানুষ আছে ঠিক কিন্তু সহযোগী সম্পর্কে নিজেদের ভাগ্য গড়াব কথা নেই। তাই তিনি স্পষ্ট না-হলেও আড়ালে জানিয়ে বাথেন আগামী মুক্তিযুদ্ধে সংখ্যাধিক্যে ভাগ্যেব সঙ্গে নিজেব ভাগ্য জড়াবেন না। শোষণ যন্ত্রেব সমর্থনেই মানববাদী দর্শনেব সার্থকতা লাভ হবে। শিবনাবায়ণ বাথেব বক্তব্যে মানুষেব মন পূর্বনির্দিষ্ট বক্তব্যেব সবলবেথায় ধবা বাথ না, অথচ দেশ, গোষ্ঠী ইত্যাদিবে প্রতিপক্ষে বা তাঁব নিজস্ব দার্শনিক বক্তব্যেব সূত্র, তাতে তিনি নির্দিষ্ট একটা ছককেই প্রাধাণ্য দিচ্ছেন। মানুষ যে সমাজ বহির্ভূত একথাও তো একটা পূর্বনির্দিষ্ট সবলবেথা, এবং এই বক্তব্যেব বাইবে যে-মানুষ সে নিশ্চয়ই তাঁব আ্াপেক্ষিক মানব সত্যেব মানুষ নয়। এত সব বক্তব্যেব পব অবশ্য তিনি লেখেন, ‘মানবতন্ত্রেব আদর্শ বৈশ্বিক মানব।’ কিন্তু কেন এবং কি অর্থে? একক, অনন্ত মানুষ কেমন কবে যে বৈশ্বিক চবিত্র লাভ কবে বা বৈশ্বিক চবিত্রটাই বা কী একথা ‘সাহিত্য চিন্তায়’ মেলে না। অথচ লেখক ভুলে যান যে, ‘বৈশ্বিক’ মানবও দেশ, দল না-হোক অন্তত বিশ্ব নামক ধাবণায় নির্ভবশীল। তাছাড়া একথাও বোঝা শক্ত কেমন কবে মানুষ দেশেব না-হ’যে বিশ্বেব হতে পাবে। বাস্তবিক বা হোমব, দান্তে বা শেকসপীযব কী অর্থে বৈশ্বিক? আব যদি তিনি বিমূর্ত মানুষেব বা মানুষত্বেব অধিকাবী বিশেষ সত্তাব কথা বলেন তবে প্লেটোব সঙ্গে শিবনাবায়ণবাবুব তফাৎ কোথায়?

আসলে শিবনাবায়ণবাবু ইতালীয় বেনেসাম্বেব নজীবে বিশ্বমানব বা একক, অনন্ত মানুষেব কথা ভাবেন। অথচ ইতালীতে বেনেসাম্বেব সূত্রপাতে, যন্ত্রযুগেব কাবণেই, একক ব্যক্তিবে কথা প্রধান হয়ে উঠেছিলো। সাবেক ফিউডাল সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তিবে মুক্তিবে প্রশ্নটা ছিলো সমাজেব সঙ্গে জড়িত; বুর্জোআতন্ত্র এই সামাজিক শৃঙ্খলকে ভেঙে ব্যক্তিবে মুক্তিবে প্রশ্ন তোলে, একক বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিকে প্রাধাণ্য দেয়, কাবণ উৎপাদনেব নতুন নিয়মে সামাজিক স্থিতিস্থাপকতাবে চেযে তৎকালে গতি বা স্বনিয়ন্ত্রণই বেশী প্রয়োজনীয়। তাই পূবনো অর্থনীতি ও জগচ্চিত্রেব প্রতিপক্ষে একক ব্যক্তিবে স্বীকৃতি নতুন সামাজিক কার্যক্রম এবং প্রগতিবে বাহক হয়। শিবনাবায়ণবাবু ‘বেনেসাম্বেব’ কথা বলেন কিন্তু তাব কার্যকাবণ বলেন না, ধবে নেন যে বেনেসাম্বে হঠাৎ শূন্য থেকে জন্মালাভ কবে, তাব অগ্রপশ্চাৎ বলে কোন বস্তু নেই। তাই শিবনাবায়ণবাবু যন্ত্রবিপ্লবেব ‘এটমিক’ মানুষেব ধাবণাতেই নিজেব মানবতন্ত্রী

দর্শন গড়েন এবং ধবে নেন যে একক, বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিবাদ, গোষ্ঠী, দেশ নিরপেক্ষভাবে নিজেদের ভাগ্য গড়ছে বা ভবিষ্যতে গড়বে, এবং তাবপব একক অস্তিত্বের গোবর্ষেই অনিবার্যভাবে বৈশ্বিক চবিত্তলাভ কববে। ব্যক্তি শুধু ব্যক্তিই থাকবে অথচ বৈশ্বিক চবিত্ত লাভ কববে একথা শুনতে মজ্জাদাব কিন্তু শ্রাযণাজ্ঞসম্মত নয়। এটামিক ব্যক্তিব প্রেবণা যে বিশেষ একটা ঐতিহাসিক কার্যকাবণেব সূত্রেই মূর্তিলাভ কবে একথা তিনি বোঝেন না, বা বুঝতে চান না বলেই বেনেসাম্বেব চবিত্তকেও ধবতে পাবেন না। তাঁব কাছে তাই বেনেসাম্বেব মাত্র একটা ইতালীয ছকই বর্তমান। দেখেন না যে, বিভিন্ন দেশেব নিজস্ব ইতিহাসেব ধাবায় বেনেসাম্বেব রূপ বিভিন্ন। ইতালীতে যে বৈশ্বিক মানবকে তিনি খুঁজে পান ইংলণ্ডে তাব রূপটা কী? ইতালীতে ব্যক্তিব একক অভিযান প্রগতিব বাহক, অগ্রগতিব রূপক; কিন্তু ইংলণ্ডে বুর্জোআতন্ত্রক বিকাশে এই বিচ্ছিন্নতাই ব্যক্তিব মর্যাত্তিক আত্মদহনেব কাবণ। ইতালীয সূত্ৰী শ্বৈর্ষেব বদলে ইংলণ্ডে পাই ব্যক্তিব অস্থিব অশ্বেষ। কেমন কবে তারু জীবনে অল্পপস্থিত সামগ্রিক পটটাকে খুঁজে পাওয়া যায়, বিচ্ছিন্নতায নৈবাজ্যে নিঃসঙ্গতায যন্ত্রণায় কেমন কবে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সহযোগেব আবহাওয়ায় নতুন মুক্তিয স্বাদ পাওয়া যায়। শেষ পর্বন্ত তো সমগ্রেব সঙ্গে সূস্থিব সম্পর্কেব সূত্রেই সমাজে যেমন তেমন জীবনে আসে শান্তি, আসে সংগঠনেব সূত্রভাত। ব্যক্তিকে তাই তাব পবাবেশেই ধবতে হয়, বাববার জবাব খুঁজে পেতে হয়, শিবনাযায়ণবাবুব আপত্তি সত্ত্বেও, গোষ্ঠীব সঙ্গে তাব সত্যিকাবেব সম্পর্কে।

বিভিন্ন বেনেসাম্বেব চবিত্তেব তফাৎ বেনেসাম্বেব দার্শনিক বক্তব্যেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন ইতালীয বেনেসাম্বেব দার্শনিক পিকো দিলা মিবানদোলা লেখেন, ‘মানুষেব মহত্ব বিষয়ক নিবন্ধে’, “ঈশ্বর আদমকে বললেন, দেখ তোমাকে আমি মুক্ত জীব হিসেবে সৃষ্টি কবেছি। আমাব অত্ন কোন সৃষ্টিব মধ্যে বিকাশ নেই। কিন্তু তুমি নিজেব স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগ কবে নিজেকে যেভাবে খুশি বিকশিত কবতে পাব। শুধু তোমাব মধ্যেই বৈশ্বিক জীবনেব বীজ উগ্ঠ আছে।” মুক্তিয সানন্দ আবহাওয়ায় মিবানদোলায বক্তব্যে মানুষেব স্বকীয় বিকাশের কথা ওঠে, প্রতিটি মানুষই নিজেব কল্পনায ঐশ্বর্ষে অগ্রগতিয স্বপ্ন দেখে। মুক্তিয উদ্বোধনে সমাজটা যতোই অস্বীকৃত হয় ততোই ব্যক্তি নিজেকে মুক্ত, স্বাধীন মনে করে। ব্যক্তিব স্বাধিকাব

প্রতিষ্ঠাব সংগ্রাম তখন পাবস্পবিক প্রতিযোগিতাব বিশ্বে নিজেতেই সহজ সমাধান পায়। কিন্তু ইতালীতে যন্ত্র বিপ্লবেব অসম্পূর্ণতাৰ ফলে অবাধ প্রতিযোগিতা তাৰ নিজস্ব যুক্তিতে পূর্ণতা লাভ কৰে না, তাই ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে হৃদয় প্রকাশ পায় না মিবানদোলাব বক্তব্যে বা শিল্পী সাহিত্যিকদেব বিশ্বভাবনায়, স্থগিত। অথচ ইংলণ্ডে যে ব্যক্তিৰ পৰিবেশ শুকতেই হৃদয়মুখৰ, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সংঘৰ্ষ ঘনিষে ওঠে একথা জানি বেনেসাম্বেব বস্তুবাদী দার্শনিক হবসে। দ্বিধাহীন ভাষাতেই হবস ঘোষণা কবেন যে, একক ব্যক্তিৰ প্রতিষ্ঠাব সংগ্রামে শুধু সামাজিক পটটাই নয, অত্যাচ্য মানুষেবাও অস্বীকৃত থাকে। হবস লিখছেন, "In the nature of man, we find three principal causes of quarrel First competetion, Secondly, diffidence, Thirdly, glory. The first maketh men invade for Gain; the second for safety, and the third for Reputation.....Hereby it is manifest that during the time when men live without a common Powër to keep them all in awe, they are in that condition which is called war, and such a war as is of every man against every man ...And the life of Man, solitary, poor, nasty, brutish, and short....." (Leviathan, 1, 13)

হবসেব বিশ্বদৰ্শনেব পাশাপাশি শেক্সপীঅবেব স্বৰণে বোঝা যাবে ব্যক্তিৰ স্বাধিকাব প্রতিষ্ঠাব সংগ্রাম কেমন সুন্দৰ ভাবে হবসকেই সমর্থন কৰে। কিং লীঅবে বীগান, গণোবিল এডমণ্ডে শেক্সপীঅব তো প্রতিযোগী ব্যক্তি ও তাৰ চাবিত্যকেই প্রকাশ কবেন। শুধু এডমণ্ড কেন, ডনকুইক-শোটেব পাশাপাশি ছামলেট একই বকম সমস্তাদীৰ্ণ, অস্তিত্বেব যন্ত্ৰণায় মথিত। সে আব একক মানুষেব জয়গান গায় না, প্রাণান্তক প্রয়াস পায় মানুষে-মানুষে শুচি সম্পর্ক গডাব সামঞ্জস্য আনাব। তাৰ পশ্চাতে প্রাক্তন স্বীকৃতি ও স্বেৰ্ষ নেই এবং আত্মজিজ্ঞাসাব যন্ত্ৰণায় সদাই সে চঞ্চল।

আসলে শিবনাবায়ণবাবু বেনেসাম্বেব প্রকৃতি বৃত্ততে যে ভুল করেন তাৰ কাৰণ তিনি ধৰেই নিয়েছেন যে, ব্যক্তি চিবকালই বুঝি একক অস্তিত্বে অৰ্ধবান। ভুলে যান যে সভ্যতাৰ সূত্ৰপাতই সামাজিক বিত্তাসে, ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে অসংখ্য সম্পর্কেব সূত্ৰে। মানুষ তখনই মানুষ যখন সামগ্রিক সহযোগিতায় প্রকৃতিতে নিজেদেব অস্তিত্ব বিষয়ে সচেতন হয়, এবং সেই

সচেতনতায় স্বকীয় বিকাশেব সম্ভাবনাময় পথ প্রস্তুত কৰে। মানুষেৰ ভাষা সামাজিক এই সত্যকেই প্ৰকাশ কৰে। মানুষ যে সভ্যতাব, কোনো কালেই শূন্তে বাস কৰে নি, বৰং পাবস্পৰিক সম্পৰ্কই গড়েছে একথাৰ প্ৰমাণ নিত্যকাক অস্তিত্বেই আছে। দৈনন্দিনেব মানুষ শতপাকে পবস্পৰেব সঙ্গ্ৰে সম্পৰ্কিত, কি ছুঃখ বেদনায় কি আনন্দে, ভালোবাসায় বা বিবোধে। প্ৰতিক্ষেত্ৰে আমবা জানি শুধু এক নয় বহুতে মিলেই বোধেব উদ্বোধন এবং জ্ঞানেব আবন্ত। আবাব জ্ঞানেই যদিচ নিজেৰে তফাৎ ক'বে বস্তুতে দৃষ্টি নিবদ্ধকবা, তবু জ্ঞানেব মুক্তি নিঃসীম নৈবাজ্যে নয়, মানুষেব অগ্ৰগতি, মানুষেব ভবিষ্যতেই। এই মানুষ যদিও নিজেৰেই গড়ে তবু নিজেব চাৰিত্ৰ্যে প্ৰতিমান পায় সমগ্ৰ সমাজেব শুদ্ধ কল্পনায়, তাৰ বৈচিত্ৰ্য এবং ঐশ্বৰ্যে। কাৰণ মানুষেব সম্ভাবনা তো সমাজেব সামগ্ৰিক কল্যাণেব আদৰ্শেই তৈৰী, এবং অগ্ৰাণ্ণ প্ৰতিটি মানুষই একক কোনো এক ব্যক্তিৰ অগ্ৰগমনেব পথ প্ৰস্তুত কৰে। শুধু সাধাৰণ খাওয়া-পবাই নয়, সাহিত্যশিল্পেব মূলেই আছে সম্পৰ্ক, কখনো মানুষে মানুষে, কখনো বিষয়ী-বিষয়ে, এবং এই সম্পৰ্কেব সূত্ৰেই বস্তুজ্ঞান বা মানবিক বোধ। তাছাড়া মানবতত্ত্ব বা মানবিকতাব কোনো অৰ্থই নেই, মানবিকতায় মানবেব সম্পৰ্কই উচ্ছ থাকে। শিবনাবায়ণ বায় তাই যদিচ অনগ্ৰ মানুষেব কথা বলেন তবু ভুলে যান যে, বেনেসান্সে তাৰ অপাব সম্ভাবনাৰ সূত্ৰপাত একটা সাবেক সমাজবন্ধনকে অস্বীকাৰ ক'বে নতুন সামাজিক বোধ প্ৰস্তুত কবাব মধ্যেই। ব্যক্তি ও সমাজেব সম্পৰ্কে কখনো ঝোঁক পড়ে ব্যক্তিতে, কখনো সমাজে কিন্তু কদাচ একেব সম্পূৰ্ণ অস্বীকাৰে অন্যেব প্ৰতিষ্ঠা থাকে। অদৃশ টান সৰ্বত্ৰই সমাজে বৰ্তমান। মাকিষাভেলীক মতো বুদ্ধিব স্বাতন্ত্ৰ্যেব উদ্গাতাও এমনকি বলেন, 'If you desire to live securely you must only accept those offices which are conferred on you by the citizens and the laws, and which will bring you neither danger nor envy, for it is what a man seizes, not what is given to him, brings him hatred,' (Florentine History, P 158) অথবা আমবা একই বকমে হব্বে পাই সেই নিঃসংশয় বিশ্বাস যে নৈবাজ্যেব অসহায়তায় প্ৰতিযোগী ব্যক্তিবাক্ৰমশ সমাজপটেব আবিষ্কাৰেই নিবত হয়, এবং এমন এক সামাজিক পৰিবেশ খোজে যেখানে স্থিতি ও শান্তি লাভ ঘটে। অবশ্য এ কথা কেউ বলবে না যে হব্বেব 'কমনওয়েলথ' ব্যক্তিও



সমাজেব শুদ্ধ সম্পর্কেব প্রতীক, আসলে হবসেব নজীবেই আমবা বুঝি যে শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিই শেষকথা নয়। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে স্থিতি সম্পর্কেব সূত্রেই মানুষেব মুক্তিৰ পথ। সমাজ যেখানে বিবোধী সেখানে ব্যক্তি তাব স্বাভাবিক আবহাওয়া পাবে কেমন কবে। তাই শেক্সপীঅবেই দেখি শুদ্ধতার প্রতীক পাৰ্ডিটা বা কৰ্ডেলিয়া, বিবোধেব পৰপাবে যাবা শুদ্ধ মানবিক সম্পর্কে, প্রেমে, যমতায় মূৰ্তি লাভ কবে। ব্যক্তিৰ বিচ্ছিন্নতাৰ যন্ত্ৰণাই শুধু নয়, শেক্সপীঅবে অভিজ্ঞতাৰ সম্প্রসারণেব সঙ্গে সামগ্রিক লক্ষ্যে পৌছাব প্রেরণা প্রত্যক্ষ হ'য়ে ওঠে। শেক্সপীঅবেব পশ্চিমী চবিত্ৰ বা এমনকি ইতালীয় চরিত্ৰবা তাই ইতালীয় বেনেসাসেব বাহন না-হ'য়ে বিশেষ ইংলণ্ডীয় বেনেসাসেব বক্তব্য ও সমাধানেব প্রতীক হন। একই কাৰণে পাতাগ্রুথেলি শুদ্ধ উচ্চহাস্ত প্রপ্তে সামাজিক বিত্তাসে শুদ্ধকপ হাবিয়ে অবক্ষয়েব রুদ্ধধাস অস্তিত্বে নিঃশেষিত থাকে। এই অৰ্থেই ম'তীএ-এব 'নোবল শ্রাভেজ' তাই এক শুদ্ধতাৰ সমাধান। তাই খুব আশ্চৰ্য হতে হয় যখন শিবনারায়ণ বায় লেখেন, 'বেনেসাসেব তিনশবছৰ ধৰে পশ্চিম ইয়োবোপে যে জীবনবোধ জেগে উঠেছিলো, পৰবৰ্তী তিনশ বছৰে তা ক্রমে বিকাশ এবং বিস্তাৰ লাভ কবেছে। এই বিকাশেব পথে গড়ে উঠেছে গণতান্ত্রিক সমাজ এবং বাস্তবাবস্থা, বিজ্ঞান এবং যন্ত্ৰশিল্প, আধুনিক শিল্পকলা এবং সাহিত্য, শিক্ষাপদ্ধতি এবং নীতিবোধ—এক কথায় আধুনিক সমাজ এবং সংস্কৃতি। দেকান্ট-লক-কাণ্ট-বাসেল এই বেনেসাসী জীবনবোধেব দার্শনিক উত্তৰ সাধক; গ্যরটেব জীবনশিল্প এই সাধনাবই প্রতিচ্ছবি, ফবাসী এনসাইক্লোপিডিষ্ট এবং ইংবেজ ব্যাডিক্যালদেব সমাজ সংস্কাৰ আন্দোলন এই বোধেব দ্বাৰা উদ্ধুদ্ধ... বালজাক-স্তাদালেব উপগ্রাস, দেগা-সেজানেব চিত্ৰকলা। বেটোফেনেব সঙ্গীত, ইবসেনেব নাটক, বোৰ্ণ্যাব ভাস্কৰ্য, চেহফেব গল্প, মণ্ডেসেবীৰ শিক্ষাপদ্ধতি, ফ্রয়েডেব মনোবিশ্লেষণ, জুলিয়ন হান্সলী, এবিক ফ্রোমেব নীতি বিচাৰ—এসবই ওই জীবনবোধেব বিচিত্ৰ প্রকাশ।' মানতে আপত্তি নেই যে বেনেসাসে মানুষেব স্বীকৃতিৰ কথা নতুন তাৎপৰ্যে প্রকাশ পেয়েছিলো, কিন্তু তা কি সম্পূৰ্ণই স্বয়ম্ভু এবং তাৰ ভবিষ্যত পুৰোনো জানা ছকটাতই সীমাবদ্ধ? মানুষেব মুক্তিৰ নতুন কল্পনা কি আসে নি নতুন সামাজিক বিত্তাসে? শিবনারায়ণবাবুৰ এই উদ্ধৃতিতে প্রচুব ভাস্তিৰ নিদৰ্শন মেলে বেনেসাসেব ইতিহাস এবং ভবিষ্যত সম্পর্কে।

তিনি লিখছেন তিন শ বছরের জীবনবোধেব ফলে বিজ্ঞান এবং যন্ত্রশিল্প গড়ে উঠেছে। আমবা জিজ্ঞাসা কবি এই জীবনবোধ গড়ে উঠেছে কেন? হঠাৎ ওই সময় ইতালীতেই বা তাব সূত্রপাত হলো কেন? কেন স্পেনে নয়, স্কান্দিনেভিয়ায় নয়, এমন কি নয় আমাদের ভাবতবর্ষে? একি হঠাৎ কাবো খেয়ালখুশিতে পবিগত ফলটিব মতো টুপ ক'বে বাবে পডলো ফ্লোবেসে কি ভেনিসে?

আসলে যন্ত্রশিল্পের অগ্রগতিব ফলেই নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, এবং তাবই সম্পর্কিত জীবনবোধেব জন্ম। অর্থাৎ জীবনবোধেব সন্তান যন্ত্রশিল্প নয়, যন্ত্রশিল্পেব ভিত্তিতেই জীবনবোধেব উদ্বোধন। শিবনাবায়ণবাবুব এই ভ্রান্তি ঘোড়াব সামনে গাডি জোতাব মতো। দ্বিতীয়ত, তিনি দেখছি হঠাৎ 'নীতিবোধে'ব কথা তুলেছেন। অথচ 'প্লেটোব সাহিত্যবিচাব' নিবন্ধে একথাই প্রমাণ কবতে তৎপব ছিলেন যে, নীতিবোধেব প্রশ্ন ওঠে সামগ্রিক বাস্ত্বে এবং সমাজেব সর্বগ্রাসী অস্তিত্বে। তবে হঠাৎ নীতিব কথা কেন? আবাব বর্তমানে এই নীতিব চবিত্রটি কি? একদিকে প্রাচুর্য, বিলাস এবং শোষণেব জয়গান অত্ৰদিকে অনাহাব, অনটন এবং শোষণত থাকবাব যুক্তি। একদিকে মুষ্টিমেয়ব স্বাধীনতা অত্ৰদিকে অধিকাংশব স্বাধীনতাহীনতা। এই নীতিবোধ যদি বেনেসাম্বেব নীতিবোধ বলে শিবনাবায়ণবাবুব বাহবা পায় তবে বলতেই হয় যে, ব্যক্তিব স্বাধিকাবেব বক্তব্য নিতান্তই হীন এবং অজ্ঞানতাপ্রসূত। এবং এই নীতিবোধেব আওতায় আত্মভিমান হয়তো পবিপুষ্ট হয় কিন্তু মানুষেব যুক্তি চাপা পড়ে শোষণেব সীমবোলাবে। বুর্জোআতন্ত্রেব অবসানেই যে একমাত্র নতুন নীতিবোধেব জন্ম, এবং বুর্জোআতন্ত্রেব নীতিবোধই খণ্ডিত একথা জানাব প্রয়োজন শিবনাবায়ণ বায়দেব মতো পাণ্ডিত্যাভিমানা প্রচাবেকেব জন্মেই। তিনি আবাব 'বেনেসাসী' জীবনবোধেব দার্শনিক পেয়েছেন বাসেলকে, যে-বাসেল নব্য-হিউমপন্থী—এবং যিনি জানেব সম্ভাবনাই স্বীকাব কবেন না, যিনি মানুষেব অস্তিত্বেব প্রাথমিক নীতিকেই অস্বীকাব কবেন। অথচ তিনি নাকি দেকার্ত লক এবং কাণ্টেব উত্তব সাধক! চেহফেব গল্প বা ফ্রয়েডেব মনোবিশ্লেষণ কি জীবনেব জয়গান, না বুর্জোআতন্ত্রেব কঙ্কণাস আবহাওয়ায় নতুন যুক্তিব পবিকল্পনা? যদি বর্তমান সমাজব্যবস্থা এবং জীবনবোধ বেনেসাম্বেব কল্পনাকেই মূর্ত ক'বে বেখেছে তবে ফ্রয়েডীয় বিকাবের উদাহরণ আসে কেন?

শিবনাবায়ণ বায় বৰ্তমান সভ্যতাৰ মহৎ প্ৰতিশ্ৰুতি খুঁজে পেৰেছেন বৰ্তমান শোষণেৰ নীতিতে, এবং ব্যক্তি ব্যক্তিতে অসম প্ৰতিযোগিতাৰ বিৰুদ্ধে।  
 লিখেছেন, ‘আধুনিক সভ্যতাৰ অন্তৰ্বে যে মহৎ প্ৰতিশ্ৰুতি বৰ্তমান তাৰ স্বৰূপ উপলব্ধি কৰতে হলে তাই এই জীবনবোধেৰ সঙ্কে পৰিচিত হওয়া একান্ত প্ৰয়োজন।’ অথচ এই সাধনা যে সার্থক হয়নি তাৰ কাৰণ বেনেসান্সেৰ অৰ্থনীতি ও ব্যক্তি কেন্দ্ৰিক জীবনবোধটো নয়, ‘প্ৰাকবেনেসান্সী ঐতিহ্যে’ আচ্ছন্নতা! অৰ্থাৎ ইতিহাস বোধেৰ অভাবে শিবনাবায়ণ বায় বেনেসান্সেৰ চৰিত্ৰ ধৰতে পাবেন না এবং পাবেন না বলেই সাহিত্য সম্পৰ্কে তাঁৰ আলোচনাৰ একচক্ষু হৰিণেৰ অবস্থা ঘটে। ফলে প্ৰায়শই তিনি ভুলে যান যে, বেনেসান্সেৰ পূৰ্বেই গ্ৰীকসাহিত্যে “সত্যসন্ধিৎসা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্ৰ্যবোধ ও বিশ্বমানবতাৰ প্ৰত্যয়” গ্ৰীকদাস সমাজেৰ ভিত্তিতেও পাওয়া যাচ্ছে।

ববীজ্ঞনাথেৰ সাহিত্য বিচাৰেৰ ক্ষেত্ৰে তাই চূড়ান্ত ভ্ৰান্তি-প্ৰমাদ সৰ্বত্ৰ ছড়িয়ে আছে ‘সাহিত্যচিন্তা’য়। গ্যেটে ও ববীজ্ঞনাথেৰ বিবোধ বোঝাতে “এ বিবোধ অস্তিত্বভন্নিব সঙ্কে ভাববাদীৰ, সত্যসন্ধিৎস্বৰ সঙ্কে শান্তিকামীৰ।” ববীজ্ঞনাথেৰ বচনায়, “মানুষেৰ প্ৰাতিম্বিকতা ঔচিত্যবোধেৰ চাপে খণ্ডিত এবং বিকৃত হ’য়েছে।” ববীজ্ঞনাথ সম্পৰ্কে শিবনাবায়ণ বায়েৰ আপত্তিৰ নিৰ্ঘাস হলো ববীজ্ঞনাথ সত্যসন্ধিৎস্ব নন। কিন্তু কি সেই সত্য যা ববীজ্ঞনাথ খোঁজ কৰেন নি? ববীজ্ঞনাথ শান্তিকামী, কিন্তু সত্যেৰ সঙ্কে শান্তিৰ আত্যন্তিক বিবোধটো কোথায়? ববীজ্ঞনাথ ঔচিত্যবোধে ব্যক্তিকে চেপেছেন তাৰ প্ৰমাণই বা কোথায় এবং সেই ঔচিত্যবোধেৰ স্বৰূপটাই বা কী? ববীজ্ঞনাথ মানুষেৰ ভাবৰূপ নিয়ে মানবতত্ত্ব স্থিৰ কৰেছিলেন কিন্তু মানুষেৰ ভাবৰূপে কি মানুষেৰ জীবন প্ৰকাশ হয় না? আৰ যদি উদাহৰণ দেওয়া প্ৰয়োজন হয় তো ‘প্ৰান্তিক’ ‘নবজাতক’ ‘শেষলেখাৰ’ কবিতা কি জীবনেৰ সংশয়, বেদনা ও সত্যেৰ বিষয়ে গভীৰ জিজ্ঞাসাই প্ৰমাণ কৰে না? প্ৰথম দিনেৰ সূৰ্য সন্ধ্যাৰ তাৎপৰ্যকেই জানতে চেয়েছে আৰ চলনাময়ী বাবংবাবই জীবনেৰ বহুত উদ্ঘাটন কৰেও কৰেন নি, প্ৰতিনিয়তই জীবনেৰ বৈচিত্ৰ্য, বহুত ববীজ্ঞনাথকে টেনে নিয়ে গেছেন। ববীজ্ঞনাথেৰ অজস্ৰ গানে ব্যক্তিৰ বেদনা, নিঃসঙ্গতা আৰ অপ্রাপ্তিৰ বেদনাতেই কি আমাদেৰ বৰ্তমান জীবনেৰ কথা আসেনি? যেহেতু ববীজ্ঞনাথ সামগ্ৰিকতাৰ সাধনা কৰেছেন, ভাঙনেৰে চেয়ে পূৰ্ণতাকেই মূল্য দিয়েছেন বোধী তাই শিবনাবায়ণ বায়দেৰ কাছে ববীজ্ঞনাথেৰ

তাৎপর্য ধৰা পড়ে না, কোষ্ঠকাঠিষ্ঠ কি সঙ্গমেব কথা তুলে জ্ঞানেব বড়াইকে বজাষ বাখাব চেষ্টা কবেন। গান বিচাবে ববীন্দ্রনাথ প্রেমে পড়েছেন কিনা এই খোঁজ ওঠে আব হঠাৎ খেয়ালখুশি মন্তব্য শোনা যায় যে ‘আদর্শবাদী শুচিতাব মোহ’ প্রবল হ’য়ে উঠেছে। শুচিতা বা আদর্শবাদ কেন যে শিবনাবায়ণ বায়কে এতোটা ভাবিত কবে তাব কাবণ বোঝা যায় না, কিন্তু যখন তিনি গোবা প্রসঙ্গে মন্তব্য কবেন, ‘গোবাব মনুজ্ঞান আমাদেব কচিং স্পর্শ কবে’ তখন বোঝা যায় আসলে শুচিতাব বদলে, ব্যক্তিচৰিত্ৰে শুদ্ধতাৰ যত্নণাব পবিবৰ্তে, শিবনাবায়ণ বায় অত্ৰ কিছু খোঁজেন এবং বলতে পাবেন গোবাব মনুজ্ঞান আমাদেব ছোঁয় না। অৰ্থাৎ গোবাব কোষ্ঠকাঠিষ্ঠ বা সঙ্গম স্পৃহা ববীন্দ্রনাথ আমাদেব জানান নি এই কাবণে গোবাব সমগ্র অৰেষাৰ তাৎপর্য, নিজেৰে জানবাব অত্যাগ্ৰ অনুসন্ধিৎসায় গোবাব চাবিত্ৰ্য শিবনাবায়ণ বোঝেন না। চতুৰঙ্গিব শচীশকে ‘মনে কবেন মুখোস। আসলে শিবনাবায়ণ বায়েব সাহিত্যবোধে জীবনেব সামগ্ৰিক লক্ষ্যটা নেই বা অস্তিত্ত্বেব কাবণে ব্যক্তিৰ অৰেষাব স্বৰূপ বোঝা তাঁব সাধ্যাতীত। ‘চণ্ডালীকাব’ প্রচণ্ড যত্নণাব টানাপোড়েন সত্ত্বেও শিববাবুব মনে হয় এসবে ‘জীবন্ত মানুষ’ নেই। জীবন্ত মানুষ থাকাব যা প্রমাণ তিনি বক্তব্যে বাথেন তা কেমন কবে ববীন্দ্রনাথে না হোক এলিয়টেব কাব্যে মেলে আমাদেব জানতে ইচ্ছে কবে। আসলে শিবনাবায়ণ বায় সাহিত্যবোধ নিতান্তই সংকীর্ণ এবং নিজেব ভুল বোঝাব দায়ে বিডম্বিত। তাই ববীন্দ্রনাথ নশ্ৰাং হন কিন্তু শ্ৰীযুক্ত অৰূণ সবকাব বিষ্ণুদেব নকল-কবিতায় এলিঅটেব তুল্য সম্মান পান এবং শ্ৰেষ্ঠ কবিতাব চবিত্ৰ ধ্বনিত্তেই পৰ্যবসিত বাথেন। আমাদেব অবশ্য আবে জানতে ইচ্ছে কবে এলিঅটেব ‘ফোব কোয়ান্ট্রট্টেসে’ কি সব জীবন্ত মানুষেব সাক্ষাৎ মেলে ?

আসলে সাহিত্য সমালোচনাৰ মূল কথাটা হলো জীবনেব সম্যক আলোচনা ম্যাথু আৰ্গল্ডেব নৈতিক আদর্শ ছাড়াই। এই জীবনেব সমালোচনাৰ প্রথম এবং মূল বক্তব্য হলো জীবনকে অসীম সম্ভাবনাৰ আকব ধ’বে নিয়েই নিজস্ব পবিবৰ্ণে উপস্থিত কবা, যে-পবিবৰ্ণ আবাব অসংখ্য মানুষেব সানন্দ উপস্থিতিতে ভবপূব। প্রতিটি মানুষেব প্রাতিষিক মূল্য তখন সম্পর্কহীন একক অস্তিত্ত্বেব নীবক্ত আবহাওয়ায় নিঃশেষ হয় না, প্রতি মুহূর্তে বাঁচা ও বেঁচে থাকাব অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়। তা না-হলেই

সমস্ত জীবনযাত্রা, কি এক কি' সমগ্রের অর্থে, নিতান্ত আপাতিক ও আকস্মিক ঘটনাব পুঞ্জ। প্রায় ডেভিড হিউম কথিত কার্যকাবণহীন ঘটনায় যেমন কোনো প্রসঙ্গ এবং প্রাসঙ্গিকতাই থাকে না এবং জানেব ক্ষেত্রে বিষয় বিষয়ীৰ সংযোগহীনতাৰ নৈবাজ্যেব সংশয়ে পবিসমাপ্তি ঘটে। তাই একটি ব্যক্তি যেমন একা বাঁচে তেমনি প্রতিমূহুৰ্তেই অন্তেব সম্পৰ্কেও বাঁচে এবং এই সম্পৰ্ক ক্রমশ পবিবৰ্ধমান বৃত্তেব মতো গোষ্ঠী থেকে সমগ্র সমাজেই ছড়িষে যায়। যেমন টলস্টয়ের 'সংগ্রাম ও শান্তি' পিয়েব, নাতাশা বা আন্ত্রে বলকনস্কিব ব্যক্তিগত কাহিনী না-থেকে বা অভিজাত জীবনেব গ্লানি, শূন্যতা এবং অবক্ষবেব প্রতীক শুধু না-হয়ে সমগ্র রুশদেশেব আত্মাব বাহন হ'য়ে যায়। অথবা অন্ত উদাহৰণে ফ্রষ্টেব অতীত স্মৃতিব মন্থনে সোয়ানেব কাহিনী ফবাসী অভিজাত সম্প্রদায়েব সমাজচিত্রই উপস্থিত কবে, সোয়ান চবিজ্বেব ব্যক্তিগত কাহিনী ছাড়াই এবং প্রাতিস্মিক মূল্যেই। জীবন এবং সাহিত্য তাই মিলে মিশে এক যেমন পৃথিবীৰ শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে আব সমালোচকেৰ জীবনরহস্য উদ্ঘাটনেব প্রসঙ্গে জানি মানুষ সমগ্র সমাজ ও মহত্তম সামাজিক কল্পনায় উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে।

এময়েটি ভালোবেসেছিলো : লোকটির মৃত্যু হয়েছে

জ্যোতির্ষয় গঙ্গোপাধ্যায়

ধূসব অস্পষ্ট চুল মাথাব ওপবে সাজালেন  
সষত্বে, সেই প্রায়-পঁয়ত্রিশ ভদ্রলোক, তাবপব  
অসম্ভব দীর্ঘ ছই হলুদ অঙ্গুলি থেকে  
অর্দ্ধদণ্ড মূল্যবান সিগারেট মুক্ত কবে, সেই  
ছই অঙ্গুলিতে লেখাব কলম তুলে নিয়ে,  
সেদিনের সংবাদপত্রের কোনো বিজ্ঞাপনে  
শূন্যসাদা অংশ বেছে নিয়ে,  
বেথা টানলেন;  
সমান্তবাল দুটি বেথা, বেশ দীর্ঘ—  
( জ্যামিতিক স্কেল যেন কবেছেন কেউ ব্যবহাব )  
বললেন তাবপবে, কঠে তাঁব অযুত বিশ্বাস :  
ব্যাপাবটা ঠিক এ'বকম, বুঝলেন ?

বিশ্বযেব প্রান্তবেথা স্পর্শ কবে, সামনেব  
চেয়াবেব মধ্যবয়সী স্থল ভদ্রলোক  
ষবেব দ্বিতীয়জন যিনি,  
আকর্ষ আগ্রহ নিয়ে ঝুঁকে পড়লেন—  
কী হলো, কী হলো ঠিক,—অর্থাৎ ?  
চোখে তাঁব স্থায়ী অস্পষ্টতা ।

প্রায়-পঁয়ত্রিশ ভদ্রলোক, তিনি বুঝলেন  
ব্যাখ্যাব সবিশেষ প্রয়োজন এইবাব,  
কঠে তাঁব আগেকাব অটুট পুর্বানো বিশ্বাস—  
ঠিক তাই, অর্থাৎ সমান্তবাল ।  
মেযেটি তো ভালোবেসেছিলো, আব তাব  
ভালোবানা নেই সম্প্রতি, সে তো আব ভালোবাসবে না ।

লোকটিও বেঁচেছিলো, কিন্তু আব  
 চলাফেবা কববে না, কথা বলবে না, চিন্তা কববে না;  
 সে তো আব বেঁচে নেই কিনা!  
 তাই এবা সমান্তবাল ।

মধ্যবয়সী সেই ভদ্রলোক—  
 ক্রোধেব আগুনে তাঁব দুটি চোখ জলে  
 অকস্মাৎ, ( মনে হয় পুড়ে যাবে  
 কক্ষেব যাবতীয় সব )  
 মৃত্যুব সবল সংবাদ শুনেছেন একাধিক তিনি,  
 কিন্তু এমন নির্লিপ্ত উদাসীন—  
 প্রায়-পঁয়ত্ৰিশ ভদ্রলোক, তিনি স্বক কবলেন,  
 ( ইত্যবসবে পুড়ে গেছে নিঃশেষে  
 হাতেব সিগাবেট তাঁব )

—ওই যে দেখুন ওই পাশে  
 সেলফেব এক কোণে, দুজন বাঙালী কবিব  
 কঠিন কবিতা, আব অগ্ন কোণে জনৈক  
 ইংবেজ কবিব সহজ লিবিব, ফবাসী  
 কাব্যেবও আযোজন যৎকিঞ্চিৎ;  
 দেশী ও বিদেশী চিত্ৰেব আধুনিক ও  
 প্রাচীন স্কুলেব স্থায়ী নিদৰ্শন কিছু,  
 আবো সব ভিন্ন ভিন্ন বিষয়েব বিভিন্ন বচনা,  
 জৰ্ণাল, পিবিওডিকল, সংবাদপত্ৰেব কাটিং,  
 দেশী ও বিদেশী চিন্তাব সেতুবচনায় কৰ্মবত  
 স্বল্পভীক নীবব কৰ্মীব নিজেবও বচনা ছিলো  
 কিছু; প্রকাশিত যতো তাবো বহুবেশী  
 অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি—  
 ফুঁ দিয়ে সবালে ধুলো, কালিব  
 উজ্জল অক্ষব চোখে পড়ে—

যাই হোক, এই সবকিছু ফেলে বেখে  
 সেদিনেব অপবাহ্নে মৃত্যু হলো তাব ।  
 আর কই, সেই অপবাহ্নে সে তো  
 বাবান্দায় ছুটে এসে ঝুঁকে পড়ে, অদ্বৈ বাস্তাব  
 জনতাব ব্যস্ত কোলাহলে চেনামুখ  
 খোঁজ কবলে না,  
 শেষ কবে মন দিয়ে চুল বেঁধেছিলো সে-তো মনে  
 নেই তাবও , ত্রস্ত বোদে বিকেলেব ক্লান্তমুখ  
 জানালায় দেখা দিযে যায়, অনেক কান্নাব  
 কথা বাতাসেব কণ্ঠ ভাবী কবে,  
 সে তো কই, সময় হাবিষে গেলো—  
 এই গান গেযে, উদ্ভ্রান্ত দুটি চোখে  
 সব দেখেগুনে, সজ্জায় স্তম্ভব কবে তোলবাব  
 কথা ভেবে দেখলো না আপনাকে ।

কবে সেই চুল বেঁধেছিলো  
 সজ্জায় স্তম্ভব হয়ে উঠেছিলো  
 মুখেচোখে বিকেলেব আলো লেগেছিলো  
 লজ্জায় মবে গিয়েছিলো আব,  
 আব তাব মনে নেই কিছু ।  
 ভালোবাসবাব ব্যথা অনুভব করেনি সে  
 একবাবো তাবপব থেকে ;  
 কোনো এক অপবাহ্নে মৃত্যু তাই তাবও

—মিলন ছলে সে কোন বিবহ শাশ্বত ।  
 তাই, এবা সমান্তবাল ।

থামলেন, প্রায়-পর্যন্তই সেই ভদ্রলোক  
 নতমুখে , কক্ষেব নির্জনতা এতোক্ষণে  
 উপলব্ধ হলো খুব বেশী ॥



## হাওড়া ব্রিজ :

পৰৱৰ্ত্তমান ধৰ

নদীৰ উৎসে নেই দৈনন্দিন জীবনেৰ প্ৰত্যাশা নবীন  
সেখানে তুষাব শুধু তুষাবেৰ শাদা সীমাহীন ।

তোমাৰ আমাৰ অ্থে দুঃখে পথে পথে মোড়ে ক্ষুধিত শিশুৰ  
সকলগ শিফিত বুলিব বহুশ্ৰুত কান্নাৰ ভাষায়  
সে উৎস নিৰ্বিকাব । ঐক্যবদ্ধ মিছিলেৰ স্পন্দিত বাহুব  
দৃষ্ট কণ্ঠে অচেতন সে তুষাব শুভ্র যেন বক্তৃতায ।

সেখানে নদীৰ জন্ম উত্তাপেৰ প্ৰসন্ন প্ৰয়াসে,  
প্ৰস্তুবেৰ ফাঁকে ফাঁকে সে প্ৰবাহ আবেগে মুখৰ,  
অশান্ত আক্ৰোশে কাঁপে শৃঙ্খলিত শবীৰেৰ পেশী,  
গৰ্জ্জনে প্ৰতীক যেন মধ্যবিশতকেৰ বঙ্গদেশে যৌবনেৰ ক্ষুদ্ৰ কুণ্ঠস্বৰ ।  
পাহাডেৰ গায়ে গায়ে অশিক্ষিত প্ৰশান্ত কুটীৰে  
নদী ঢালে প্ৰাণবন, চ্যাপ্টা নাকে শবীৰেৰ গোপন শিবায;  
পাহাডেৰ ধাপে ধাপে আলু কিস্বা কফিব বাগানে  
প্ৰাগৈতিহাসিক ঠোটে : পাথৰেৰ মুমূৰ্ছ তৃষ্ণায় ।  
সেখানে সে মূৰ্ত্ত দেখি জীবনেৰ ইতস্তত বিচ্ছিন্ন শিকড়ে ।

তাবপৰ পৰিক্ৰমা সজ্ববদ্ধ শান্ত সমতলে :  
যেখানে শান্তিব শঙ্খ বাজে অ্থেভানবেসে মন্দিবে মন্দিবে,  
তাব স্নিগ্ধ স্বৰ কাঁপে গেকয়া গঙ্গাব অন্তহীন প্ৰবাহেৰ জলে ।

এখানে মাহুৰ সাগৰে খণ্ড দ্বীপেৰ মতন নব,  
যেন মহাদেশ,—চাব পাশে তাব অশান্ত ঢেউ গৰ্জ্জনে বায়য় ।

প্ৰতিবেশী ঘৰ যদি কাঁপে শোকে  
বন্ধু চেঁচায় অসহ তাপে বিকাৰেৰ কোঁকে ,

আমি পাষে পায়ে ঘবে ঢুকে ধীবে শিষবে কপাট  
 খুলে দিযে বসি তাব পাশে ভাবি তপ্ত ললাটে  
 যদি শান্তিৰ জলপটি দেয় দক্ষিণ বায়ু,  
 হয়তো শীতল হলেও হবে সে শবীবের স্নায়ু।  
 তাব সাথে আমি স্থখে কেঁপে উঠি  
 কখনো আবার নিছক দ্বন্দ্বে ছুচোখে ক্ৰকুটি  
 জেগে ওঠে মূঢ় প্ৰতিহিংসাব বীভৎসতায়,  
 আমি যেন হই আদিম কালৰ পাহাড়ে গুহাৰ  
 আমাব নগ্ন হিংস্ৰ মাতাল পূৰ্বপুৰুষ।  
 আবাব বাতেব প্ৰহৰ যখন তাবাব ফাল্গুণ  
 ওডায় মুক্ত আকাশে তখন দিনেব ঘামেব যন্ত্ৰণা ভুলে,  
 আমি তাব পাশে এসে বসি এই প্ৰাচীন বটেব ছায়াঘন মূলে।

\*

○

এইখানে বিশ্বস্ত গাঙ্গেয় উপকূলে  
 দুই তটে জনপদে জীবনেব শিকড়েব মূলে,  
 আত্মীয়তা বন্ধনেব আন্তৰি আবেগে  
 প্ৰাণে প্ৰাণে জীবনেব মোল যোগাযোগে,  
 কোথাও কাঠেব গুঁড়ি কোথাও বা নাকো দুটি বাঁশে  
 ধন্য কবে পৰিচয় সন্তবঙা জীবনেব নিত্য নব বঙেব উদ্ভাসে।  
 পদ্ম কোবকেব মত তিলে তিলে উন্মোচিত  
 জীবনেব স্ৰষ্টাম বিস্থাসে,  
 প্ৰাণে প্ৰাণ যোগ হয় জন্ম যৌবন শোকেৰ  
 শেৰহীন মুগ্ধ ইতিহাসে।

\*

ষ্টেশান পেৰিয়ে এসে হাওডাব ট্ৰাম বাস ভীড় কোলাহলে,  
 আৰ্ট পোঁৱে ডুবে শাড়ী টকটকে সিঁদূৰ কপালে  
 গ্ৰামীন বধূব চোখ হঠাৎ চমকে দেখে সম্মুখে আকাশে :  
 সূৰ্যে জলে জীবনেব জিজ্ঞাসাব মৌন এক জটিল প্ৰকাশ।

বিভেটে বিচিত্র নক্সা এ সেতুব স্তম্ভাম শবীৰে  
 বুঝি কোন অৰ্থ নেই আকাণে উদ্ভত এই দৃষ্ট এক ভঙ্গীৰ গভীৰে।  
 কিস্ত না, এ শহৰেব ব্যস্ত যানবাহনেব পাবাপাব এতে শুধু নয়,  
 এ নয় উদ্ধত মূৰ্ত্তি ইম্পাতেব বেহিসেবী মূঢ় অপচয়।  
 এ সেতুব শীৰ্ষ ছোঁয় প্ৰথমেই কলকাতাব সূৰ্যেব সকাল,  
 অন্ধকাৰে মনে হয় প্ৰাগৈতিহাসিক কোন ম্যামথেব জটিল কঙ্কাল;  
 অৰ্থহীন।

না, গড়িয়া চাপাডাঙ্গা ছাপবাব পৰিচিত মাটি  
 ধানেব ভুটাব মূলে বাথে জীবেব যেই হিবগ্ন অমৃতব বাটি,  
 সেই সঞ্জীবনী সুধা শহৰেব কংক্ৰিটে ও কৃষ্ণচূড়া গাছেব শিকড়ে।  
 এই সেতু যোগ কৰে বাঁকুড়া ও কলকাতাকে জীবেব সে মৌল  
 গভীৰে।

এই সাঁকো যেন এনে দিতে পাবে সেই মিলনেব পুণ্য  
 কালনাৰ শোকে এ কলকাতাকে স্তব্ধ হবাব জন্ত।  
 প্ৰাণে প্ৰাণ দিক জীবে জীৱন কলকাতা তাৰ হাত  
 আবেগে বাডাক ছগলীৰ দিকে বৰ্দ্ধমানেব বাত  
 স্বপ্নে দেখুক : পাশে কলকাতা মাঝখানে ভাস্বব  
 হাওড়া ব্ৰিজৰ শবীৰে দীপ্ত সূৰ্যেব স্বাক্ষৰ।

## বিদ্রায় জাগায়

দীপক মজুমদার

দুর্বল দিগন্তে তাকে দেখি  
একটা জ্বলেব মত পাহাড়  
বিলোল ঠাকুবান নদী দিঘে ঘেবা।  
দেখি  
একবাশ শব্দের ওপাবে  
চুলেব ধাবাব দুর্গবেখা।

এখানে  
তেজীপ্রান্তব বঙ ঢঙ  
বেলোয়াবী আকাশ আব সখেব প্রাণ  
যেন হবেক দেশেব নিশান  
কাঁধে হাত দিঘে উডছে  
লক্ষ বাসনাব গলাষ বক্তেব ত্রিমিকি

জানকবুল এক নটবালক তবু  
দুর্বল দিগন্তে  
একটা জ্বলেব মত মগ্ন পাহাড় হয়ে বইল  
নির্বাক কঠিন যুদ্রায়।  
বোকা ছেলেটাব চোখে চোখ বাখলে  
লাঞ্ছিত খীষ্টেব কপ ফোটে  
আব চিত্রেব গোপনে বাঁধা  
শেষ অধ্যায়েব প্রণয়

দেখলাম  
ঠাকুবান নদী দিয়ে ঘেবা  
যেনি দিন  
কালেব ধাবাব দুর্গবেথা  
আব তাবই মধ্যে  
নিজায় আগায়  
এক ভঙ্গী নটবালক ।

এবাব ফিবে যাবো  
তেজীপ্রান্তব আব দুর্বল দিগন্ত ছাড়িয়ে  
জন্মেব প্রহবে চিত্রদেশে

একটা শক্ত সেতু চাই ।

---

## বাংলা চলচ্চিত্র ও দর্শক

### ভবানী চৌধুরী

দশ বছর আগে বাংলা বিভাগেব সময় তাব ফলাফল নিয়ে স্বভাবতই অনেকে চিন্তিত হয়েছিলেন। তাঁদেব আশঙ্কা জীবনেব প্রায সব ক্ষেত্রেই সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। সকল স্তরেব লোকেব দাবিদ্র্য আব বষ্ট ক্রম-বর্ধমান। পুর্বনো মূল্যবোধ আজ বিপর্যস্ত, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের উদ্দেশ্যবিহীন অস্তিত্বেব নগ্নরূপ স্প্রকট।

অথচ পশ্চিম বাংলাব চলচ্চিত্র শিল্প অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধশালী হয়েছে এই কয়েক বছরেই। পূর্ব বাংলা পাকিস্থানে চলে যাওয়া সত্ত্বেও। ভালই হোক আব মন্দই হোক, আগেব তুলনায় অনেক বেশী বাংলা ছবি বেরুচ্ছে। অর্থাৎ, আমাদের চলচ্চিত্র প্রযোজকদেব পকেটে বেশ কিছু পড়ছে।

এমন সময় হযত ছিল যখন কোন সিনেমা'ব পথ জানতে চাইলে, উত্তব' মিলত : “জানি। কিন্তু বলব না।” গত মহাযুদ্ধেব কল্যাণে ঐ গোঁড়ামি'ব যুগ আমবা বহু পেছনে ফেলে এসেছি। সিনেমা আজ সামাজিক স্বীকৃতিই শুধু লাভ কবে নি, চাযেব দোকান থেকে অন্দবমহল পর্যন্ত প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আলোচনাতে কিন্তু সিনেমা'ব আঙ্গিক বা শিল্পবস্তুক প্রায উল্লেখই হয় না। অভিনেতা-অভিনেত্রীদেব ব্যক্তিগত জীবনযাত্রা সম্পর্কে কৌতূহলই বেশী।—কুমা'বেব বয়স কত?—সেন কি বিবাহিত? এসব প্রশ্নেব উত্তব দিতে যে সব কাগজ কুতিত্ব দেখায় তা'দেব চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে।

চলচ্চিত্র আধুনিক সহবে জীবনেবই নিদর্শন সন্দেহ নেই। পৃথিবী'ব প্রায প্রত্যেক বড সহবে সিনেমা'ব সামনে দর্শকেব লম্বা লাইন সে কথাই স্ববণ কবিযে দেয়। ভাবতবর্ষেব সহবগুলো তা'ব ব্যতিক্রম নয়, বলকাতা তো নয়ই। কলকাতায় চলচ্চিত্রেব উত্তবোত্তব জনপ্রিয়তা'ব সঙ্গে জড়িত আছে গোটা পশ্চিমবাংলা'ব আর্থিক ও সামাজিক বিপর্যয়। পারিবা'বিক জীবনে, ভাঙ্গন, বাড়ীতে স্থানাভাব এবং বেকা'ব সমস্যা যতই বাড়ছে সিনেমা'ব সামনে কিউও ততই বড হচ্ছে। কেননা কলকাতা'ব বাইবে গিযে হাওয়া বদলাবা'ব

পয়সা নেই। পার্কে, লেকে, বোটানিকসে, চিডিয়াখানাৰ বা মিউজিয়ামে—  
সব জায়গায় লোকেৰ ভিড। চাষেৰ দোকানে বা বাডীৰ বোম্বাকে আড্ডা  
দিয়ৈও যখন সময় আৰু কাটে না, তখন সবচেয়ে সহজ উপায় মনে হয়  
সিনেমাৰ যাওয়া। এত সহজে, এত কাছে, বেশ কয়েক ঘণ্টাৰ জন্তু তামাসা  
দেখাৰ সুযোগ আৰু কোথায় মেলে ?

নানান স্তৰেৰ মানুহেৰ ওপৰ চলচিত্ৰ যে কতখানি প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰেছে  
তা বেশ ভালভাৱেই ধৰা পড়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েৰ এক নমুনা  
তদন্তে। দেখা গৈছে নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত, ধনী এবং শিক্ষিত অধশিক্ষিত  
নিৰ্বিশেষে সিনেমাৰ নেশাৰ পেয়েছে। এ তথ্যও প্ৰমাণিত হৈছে যে  
সাধাৰণভাবে অশিক্ষিত ও দৰিদ্ৰ ব্যক্তিদেৰ থেকে বিত্তবান ও শিক্ষিতেৰ ভিড়  
সিনেমায় বেশি। অতিশিক্ষিতদেৰ মধ্যে কেউ কেউ অবশু সিনেমায় গিয়ে  
ৰুচিৰ বিকৃতি দেখে বিবক্তবোধ কৰেন, প্ৰায়ই তাঁদেৰ মাথা ধৰে। পৰেৰ  
ছবিতে কিন্তু প্ৰথম দৰ্শকদেৰ মাঝে তাঁদেৰ আৰাৰ দেখতে পাওয়া যায়।  
তদন্তে অগ্ৰাপ্তবয়স্কদেৰ খোঁজ নেওয়া সম্ভৱ হয় নি। ছুপুৰে “হাউসফুল”  
বাখাৰ দায়িত্ব এদেৰই। পয়সা কোথেকে আসে তা আৰু এক তদন্ত  
সাপেক্ষ। স্কুল বা কলেজে নয় না গৈলৈই হল !

আনলে যে শূন্যতাবোধ এই সৰ্বগ্ৰাসী নেশাৰ উৎসে, তাৰ আমূল উৎপাটন  
একমাত্ৰ সমগ্ৰ সামাজিক পৰ্টেৰ পৰিবৰ্ত্তনেই সম্ভৱ। তবু বিভিন্ন শিল্পকৰ্মেৰ  
মত সিনেমাও দৰ্শকেৰ ৰুচি, সৌন্দৰ্য্যজ্ঞান, মনস্তত্ত্ববোধ ও প্ৰেমানুভূতি প্ৰভৃতি  
মানবিক গুণগুলি প্ৰাণবন্ত বাখতে সাহায্য ক’বে আমাদেৰ মনুজ্ঞ ক’ছলুটা  
জীয়াতে পাৰে। কিন্তু সে-দিকে সচেতন না হয়ে দেশী চলচিত্ৰেৰ কৰ্ত্তাবা  
ৰুচি বিকাৰেৰ সহজ পথে লাভেৰ স্বৰ্ণমুগ খুঁজছেন। তাই দেশী চিত্ৰে  
প্ৰযোজন শুধু এক আজগুৰি বাজ্য তৈৰী কৰা, তাতে গোঁজামিল  
আদি-অন্তে। বঁড়শিতে টোপ ফেলে যেমন মাছকে গেলায় এঁবা তেমন  
টোপ ফেলে মাঝে মাঝে দেখেন দৰ্শক কি চান। বডে গোলাম আলি খাঁৰ  
কণ্ঠস্বৰে লোকে যখন মুগ্ধ তখন ছবিতে তাৰ গান থাকা চাইই, বিষয়বস্তুকে  
প্ৰকাশ কৰাৰ জন্তু তাৰ প্ৰযোজন থাক বা না থাক। এই যুক্তিতেই মহাকাৰি  
গিৰিশচন্দ্ৰেৰ জীবনীতে বামৰু অত্যধিক প্ৰাধান্য পান, আৰু ববীন্দনাথৰ  
কাবুলিওয়ালাৰও সামঞ্জস্যহীন বিস্তাৰ প্ৰযোজন হয়। দৰ্শকেৰা নাকি ছোট  
ছবিতে সন্তুষ্ট নন। ছোটো ছোট ছবি একসাথে দেখালে কি ক্ষতি, তা আমাদেৰ

প্রযোজকবা বলেন না।

বাংলা সাহিত্য অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধশালী বলে স্বীকৃত। মহৎ উপস্থাসের অভাব যদিও বা থাকে, অনেক বাংলা ছোট গল্প আছে যা অন্তর্গত দেশের শ্রেষ্ঠ গল্পের সঙ্গে তুলনীয়। যদি দৈর্ঘ্যের প্রশ্ন না উঠত বা চিত্রনাট্যকাব্যের অভাব না থাকত, চলচ্চিত্রের উপযোগী বিষয়বস্তু অনেক গল্পেই মেলে। আমাদের প্রযোজকদের বা পরিচালকদের এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। আজকের পটভূমিতে শব্দচল্লের বিষয়বস্তু যে দিকটা অপেক্ষাকৃত দুর্বল মনে হয়, দর্শকের জন্য আফিং তৈরী করার মাল মসলা তাঁরা সেখানেই পেয়ে গেছেন। আমাদের চলচ্চিত্রের নায়কবা আজও তাই দেবদাসের নিকট অলঙ্করণে তৈরি। ড্রয়ার খুললেই গাদা গাদা নোট, ইচ্ছানুযায়ী মোটর বিহাব, সাজানো ঘর বাড়ি প্রায় প্রতি ছবিতেই আছে, জীবনযাত্রার প্রাথমিক সমস্তাগুলো এগুলোয় নেই বললেই চলে। অথচ জীবনযুদ্ধের আপাত ব্যর্থতার কী যন্ত্রণায়, কিসের যন্ত্রণায়, যে তাবা মদ খেয়ে লিভার নষ্ট করছেন বোঝা যায় না। চলচ্চিত্রে যে পাবিবাবিক ছকটা পাওয়া যায় তাও শব্দবাবুর থেকে ধাব করা; ওঁর স্থানিগুণ ঘরোয়া চিত্র অবশ্য অলঙ্করণে হাবিয়ে যায়। এই ছকে পাবিবাবিক শান্তি ভাঙে চবিত্রের সংঘাতে নয়, ভাঙে আকস্মিক সামান্য কোন বাদানুবাদ থেকে। শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় আবাব অনেকটা গান্ধিজীব হৃদয় পরিবর্তনের ছকে। সমস্তা কিন্তু থেকেই যায়; মৃত্যুমুখে নাশিকাব পিতাব সনির্বন্ধ অলুবোধে নায়ক মেয়েব সকল ভাব নেন। অথচ নায়কের গোড়ার সমস্তা—চাকুবির অভাবের—সমাধান দেখাবার আগেই ছবি শেষ হয়ে যেতে পাবে। কোন ছবিতে গল্পের আবস্তে হয়ত দেখা গেল ছু ভাই প্রায় বাম আব লক্ষণ—গ্রামেব অল্প সকলের আদর্শ স্থানীয়। ছোট ভাই বৌদি বলতে অজ্ঞান। কিন্তু একালের উদ্ভিদ প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই সংসাবে অশান্তি আরম্ভ হয়। কাব ছেলে কতটুকু দুখ খাবে তা নিয়েই হয়ত ঝগড়ার আবস্ত হয়। এ বকম ঘটনা যে আমাদের পরিবাবে ঘটে না তা নয়। কিন্তু সিনেমার গল্পে কখনই কার্য-কাবণ সম্বন্ধ পরিষ্কার হয়ে ওঠে না। মনে হয় এক বা দুদিনেব কম-বেশি দুখ খাওয়ানোব ঝগড়াটা মিটিয়ে ফেললেই মৌল সমস্তা চুকে যাবে। আসলে যে আর্থিক অনটনে, বৌপ্য-চক্রের যে খেলায় আজ নিম্নমধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবাবেব সমস্ত মানবিক সম্পর্ক ভেঙে যাচ্ছে তাব কার্য-কাবণ-সুত্র যে পাবিবাবিক সম্পর্কের সামগ্রিক



স্বরূপ এবং সামাজিক পরিস্থিতি খুঁজে বেব ক'বতে হ'বে একথা আমাদের প্রয়োজক বা পরিচালকদের বিবেচনায় থাকে না। তাঁদের এই ব্যর্থতা তাঁরা মাঝে মাঝে দাবিদ্র্যের ওপর বড় বড় বক্তৃতা চুকিয়ে বা কাল্পনিক পাবিবাবিক ছবি দিয়ে ঢাকতে চেষ্টা করেন। ফলে চলচ্চিত্রে যে দাবিদ্র্যের ছবি মেলে তাতে কখনই দাবিদ্র্যের বেদনা ফুটে ওঠে না। ভাব প্রবণতার ফাঁদে পড়ে দর্শক হয়ত কচিং কোন দৃশ্যে চোখু মোছেন, কিন্তু সিনেমার দাবিদ্র্য কখনই তাঁদের অন্তর মথিত অথবা মূল সমস্যা সম্পর্কে ভাবতে সাহায্য করে না।

একথা অবশ্য স্পষ্ট যে-দর্শক দাবিদ্র্য ও সাংসারিক নানান সমস্যায় জর্জরিত, স্বভাবতই সিনেমার আজগুবি বাজ্যকে তাঁর মুক্তির আকাশ বলে মাঝে মাঝে ভুল হয়। হাড়ভাঙ্গা খাটুনি আব নানান লাঞ্ছনার মাঝে যা বাস্তব জীবনে অনায়াস-লব্ধ নয় অন্তত পর্দায় তা নিজেব শ্রেণীর লোকের আয়ত্তের মধ্যে দেখে মনে মোহজাল সৃষ্টি হয়। শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত হ'লে বাসে গবীবের মেয়ের সঙ্গে বডলোকের ছেলের বিয়ে দেখাব জগ্ন যে-দর্শক কান্দাল, তাকে ফাঁকি দেওয়া অনেক সময় কঠিন নয়। চলচ্চিত্রের গোঁজামিল অবশ্য তাতে থেকেই যায়, ধরা পড়ে অশ্লীল ও অসংযত সংলাপে, অতিনাটকে দৃশ্য বচনায় ও গানে। চাঁদিনী বাতে (চাঁদটা অবশ্য নেহাৎই ঠুড়িও মার্ক) বিশেষ এক মুহূর্তে নায়িকা নাথকের গা ঘেঁষে বলেন : “আমাকে তোমার কবে নাও।” ফুলশয্যা বাতে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী যখন সতীনের ছেলের তদারক কবছেন, তখন শিক্ষিত ও সচেতন স্বামীই তাঁকে কম্পিত কণ্ঠে মনে কবিয়ে দেন, “ফুলশয্যার বাত মেয়েদের জীবনে তো একবার আসে।” প্রেমিকের পেটের সংস্থান কে কবছেন বোঝা যায় না, কিন্তু তিনি দিনবাত্রি বসে আছেন, “পথ চেয়ে, ফাগুনের গান গেয়ে।” আমাদের পরিচালকদের মতে দবিত্র হলেই তাকে ভুয়ো সমাজতন্ত্রের বড বড বুলি আওড়াতে হবে। বিলেত ফেবৎ বা ধনী মানেই তাকে ভাঁড় সাজতে হবে। আদর্শবাদী হলেই তিনি মাইনের টাকা বিলিয়ে দেবেন। তা না হলে নাকি দর্শকের হাততালি মেলে না। এমনি আমাদের ঠুড়িঘোষ কবসাজি যে অনেক সময় গ্রাম কি সহর, বাত কি দিন বোঝাই কঠিন হয়ে পড়ে। দবিত্র নায়কের ঘব এত বড হয় যে কলকাতার বর্তমান গৃহসমস্যার পটে তা এক বিব্যাট পরিহাসে দাঁড়ায়। সামান্য দূবত্বের বোধও হাবিয়ে যায়।

গায়কের স্বর খুব কম সময়ই দুবছর অল্পযায়ী ওঠে বা নামে।

সামাজিক ও ব্যক্তিগত কচিব ওপব সিনেমাব আজগুবি বাজ্যেব প্রভাব খুব স্পষ্ট। নাথিকাব শাড়ি পবাব ধবন, চুল বাঁধাব কায়দা ও মুখভঙ্গি অল্পকবণেব হিডিক সহজেই চোখে পড়ে। স্ত্রযোগ বুঝে ব্যবসাদাববা চলচ্চিত্রেব নাম অল্পযায়ী শাড়িব নাম দেন। এমনকি কোন কোন চায়েব দোকানে কাটলেটেব জনপ্রিয় নামকবণ হয় সিনেমাব নাথিকাব নাম অল্পযায়ী। গানেব কথা তো বলাই বাহুল্য, আজকেব চলচ্চিত্রেব গান অনেক বিচিত্রাযুষ্ঠানে, এমনকি বিবেব আসবে, গ্রামফোন বেকর্ড থেকে শোনা যায়। কনে দেখাব সময় কনে যে গান গায় তাও সিনেমাব গান। বাস্তাব স্কুলেব ছেলেমেয়েবা পর্যন্ত গায়: “নিলাম-ওয়ানা ছয় আনা।” গানেব মূল স্বর প্রায় এক, পার্থক্য শুধু কয়েকটি শব্দে।

আপাত দৃষ্টিতে দর্শকেব শিল্লবোধ বা কচিব অভাবে স্বভাবতই এই প্রশ্ন ওঠে যে, ভাল চলচ্চিত্র বোঝাবা ক্ষমতা তাব আছে কিনা। ‘নিউ এজ’ মাসিক পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকাবে সত্যজিৎ বায় বলেছেন, ‘যদিও অনেক বিদেশী তাঁব অপবাজিত ছবিব প্রশংসা কবেছেন, বাঙালীবা ততোটা তাকে গ্রহণ কবতে পাবেন নি।’ ওঁব মতে আমাদের দেশেব শিক্ষিত লোকও চলচ্চিত্রেব ভাষা সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত অজ্ঞান। কথাটা সম্পূর্ণ সত্যি নিঃসন্দেহে, কেননা উন্নত শিল্পেব সান্নিধ্যেই, দেখাব অভ্যাসেই, সাধাবণেব শিল্লবোধ বৃদ্ধি পায়, মন তৈবী হয়। অথচ আমাদের দেশী চলচ্চিত্রে ভালো ছবিব সংখ্যা আঙুলে গোনা যায়। বহুকাল যাবৎ স্থূল ছবি দেখে দেখে দর্শক বর্তমানে কিছুটা ক্লান্ত হয়ে উঠলেও তাব শিল্লবোধ বাতাবাতি চমকপ্রদ হয়নি। তাছাড়া আমাদের শিক্ষায় শিল্লবোধেব কোনই স্থান নেই। তা না হলে বিশ্ববিদ্যালয়েব পবীক্ষায় যাঁবা প্রথম স্থান অধিকাব কবেন তাঁদেব সাধাবণত গান, চিত্রকলা, সাহিত্য বা অন্ত কোন শিল্প সম্পর্কে কেন চবম ওঁদাসীন্ত? আজও তাই বাংলাদেশে ববীন্দ্র চর্চা প্রায় কবিব জন্মদিবস ও মৃত্যুদিবস পালনেই সমাপ্ত।

কিন্তু এব অর্থ এই নয় যে, আমাদের জনসাধাবণেব মধ্যে শিল্লবোধেব কোন সম্ভাবনা নেই। সিনেমাব আজগুবি বাজ্যকে প্রচণ্ড আঘাত দিয়ে সত্যজিৎবাবু পর্দায় মাল্লকে ধবাব চেষ্টায় যখন পথেব পাঁচালীকে চলচ্চিত্রে কপান্তবিত কবলেন, তখন সে ছবি বাঙালীব তীর্থস্থান হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

অপবাসিত যদি তাদেব তত সাডা না দিযে থাকে তাব কাৰণ অনেকখানিই ছিল ঐ ছবিব সৃষ্ণতব আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুব জটিলতায়। সাহিত্য ও অগ্ৰাণ্ণ শিল্পেব ক্ষেত্ৰে স্ৰষ্ণোগ পেলে জনসাধাৰণ কচিব পৰিচয় একেবাবে দেয় নি বলা মিথ্যে হবে। একদিকে যেমন ফুটপাতে নোংবা কাগজেব বিক্ৰী বেড়েই চলেছে, অগ্ৰদিকে সব লোক ভাল জিনিস পডাব স্ৰষ্ণোগ পেলে ঠেলে ফেলে দিছে না নিশ্চয়ই। কলকাতায় মাৰ্গ সঙ্কীতেব জনপ্ৰিয়তাও শ্ৰোতাব কচিব পৰিচয় দেয়।

দৰ্শকেব কচিব পৰিবৰ্ত্তন নিৰ্ভব কবে নতুন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ সৃষ্টিব ওপব। এই সৃষ্টিব প্ৰয়োজনেই শিক্ষিত সমাজেব অন্তত এক অংশ আজ বিগত দেড়শ বছবেব বাঙালীৰ ইতিহাস নাডাচাডা কবছেন। কচিব পৰিবৰ্ত্তন ঘটাবাব জন্তে সত্যজিৎবাবুব মত পৰিচালকদেব দায়িত্বও কম নয়। একজন সত্যজিৎ বায়েব আবিৰ্ত্তাবেব সঙ্গে সঙ্গেই আবও বেশ কয়েকজন নবীন পৰিচালকেব মুখ দেখা যাচ্ছে, যাঁদেবকে সিনেমাৰ আজগুবি বাজ্য এখনও পৰ্য্যন্ত সম্পূৰ্ণভাবে কাবু কবতে পাবে নি। এঁবা সকলে মিলে যতই চলচ্চিত্ৰেব ভাষাকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন, দৰ্শকও ততই নিজেব ভাগিদেই সে ভাষা আয়ত্ত কবাব চেষ্টা কববেন। কাৰণ সিনেমা দেখা তাব চাইই।

## দেশী চলচ্চিত্রের প্রগতি

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সম্প্রতি ভেনিস্ থেকে খবর এসেছে যে সেখানকার চলচ্চিত্র সমাবোধে সবচেয়ে সেবা পুষ্কাব (“গ্রাঁ প্রী” Grand Prix) দেওয়া হয়েছে বাংলা ছবি “অপবাজিত-কে। “পথেব পাঁচালী”-ব মতো এটা হল নিছক বাংলা ছবি। পাছে ইংবিজী বানানেব কল্যাণে বাংলাব বাইবে ছবিব নামটা হিন্দী কায়দায় লোকে উচ্চারণ কবে বসে তাই সত্যজিৎ বায় “Aparajito” বলে তাঁব ছবিব প্রচাব বিদেশে কবেছেন। আমরা বাঙালীবা এ-ছবিব দুনিয়া জোড়া সমাদব দেখে নিশ্চয়ই গর্বিত হব। আমাদের যে অভ্যস্ত অহমিকা আজকেব ভাবতে প্রায়ই খণ্ডিত হতে দেখি তাকে আবাব আঁকুড়ে ধবাব একটা সঙ্গত স্বযোগ পাব।

বাংলা ফিল্মব জয়যাত্রা এ-বছবেব একটা লক্ষ্য কবার মতো ঘটনা। “পথেব পাঁচালী” তাব খ্যাতি অস্মান বেখে Selznick পুষ্কাব পেয়েছে। “কাবুলিওয়ালা” বার্লিনে একটা ভালো ছবিব মধ্যে গণ্য হয়ে প্রশংসাপত্র পেয়েছে। আব চেকোস্লোভাকিয়াব কার্লোভি ভাবি-তে (Karlov Vary) সেখানকার শ্রেষ্ঠ পুষ্কাব (“গ্রাঁ প্রী”) পেয়েছে বাজকাপুবেব সহযোগিতায় “বহুকপী”-খ্যাত শম্ভু মিত্র ও অমিত্র মৈত্রব তৈবী “জাগতে বহো” ছবি—যাব বাংলায় পবিচয় হল “একদিন বাত্রে” নামে (বোধ হয় হিন্দীভাষীদেব “Shock” কবাব জন্ত “এক দিন-ব্লাত্রে” নামকরণ হয়েছিল!)। খানিকটা নেপথ্যে বলে বাখি যে, সেদিন একজন নামজাদা অবাঙালী ফিল্ম শিল্পীব কাছে গুনছিলাম যে, “জাগতে বহো”-ব তুর্বলতাগুলোব জন্ত দায়ী বাজকাপুর আব সদৃশগুলোব জন্ত দায়ী শম্ভু মিত্র—কথাটা হয়তো পক্ষপাতভূষ্ট, কিন্তু বাঙালীব কানে মন্দ লাগে নি।

আব একটা ছবিব কথা ভুললে ঠিক হবে না। বিমল বায়েব পবিচালনায় সবকাবী উত্তোগে “গৌতম বুদ্ধ” নামে যে ‘ডকুমেন্টবি’ তৈবী হয়েছিল। যেটা কান্-এ ঐ-শ্রেণীব ছবিব মধ্যে সব চেয়ে সবেশ বলে পুষ্কৃত হয়েছে। বাজবংশ খান্না প্রভৃতিব অংশীদারী ঐ ফিল্মে খুব বেশী, কিন্তু বিমল বায় নানাদিক দিখে ছবিব উৎকর্ষেব জন্ত যে দায়ী, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সত্যজিৎ বায়, তপন সিংহ, বিমল বায়, শম্ভু মিত্র—ঐদেব নাম নিয়ে ফিল্মেব বাজ্যে আজ বাঙালীর গর্ব অত্যন্ত সম্ভব। অবশ্য তাঁর অর্থ এই নয় যে আগে ঝাঁবা ভালো ফিল্ম কবেছেন, তাঁদের কথা ভুলে আজ ঐদেবই জয়ধ্বনি কবা দবকাব। ঝাঁবা ফুটবলেব খোঁজ বাখেন তাঁবা নিশ্চয়ই জানেন যে গোষ্ঠী পাল আব সামাদেব বিদেশে খেলে তাবিফ জোগাড কবা কপালে ঘটল না। অথচ বহু অর্বাচীনেব ভাগ্যে দেশ-দেশান্তবে খেলে বেড়াবাব স্বযোগ মিলেছে। শুধু আজকেব সাফল্যই সব-কিছুব মাপকাঠি নয়; জীবনে নয়, সাহিত্যে নয়, শিল্পে নয়, কোথাও নয়। আব সাফল্য বস্তুটাও যে চতুর্ভুগ আনে না তাতো আমাদেব সনাতন শিক্ষা।

শম্ভু মিত্রেব অভিনয় এবং পৰিচালনাৰ ক্ষমতা সৰ্বজনবিদিত। বহুদিন থেকে তাঁর কাছে প্রভূত প্রত্যাশা কবে আসতে প্রায় যেন অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া গেছে। তিনি যখন বাজকাপুবেব সহায়তায় যথেষ্ট টাকা ফেলে ছবি তোলাব স্বযোগ পেলেন, তখন ভবসা ছিল যে একটা মনে-বাখাব-মতো ফিল্ম মিলবে। কালোঁডি ভাবি-তে অবশ্য “গ্রী” বাজকাপুব এবং শম্ভুবাৰুদেব মিলেছে। কিন্তু আমাদেব অনেকেব মনেই প্রশ্ন থেকে গেল—এ কী ছবি শম্ভুবাৰুব হাত থেকে বেবোল, আব এ-ছবি সব চেয়ে সবেশ বলে কেমন কবেই বা চেকোল্লোভাকিয়ায় স্থির হল ?

ফিল্ম টেকনীক নিয়ে আলোচনাৰ সাধ্য আমাব নেই, উদ্দেশ্যও বিন্দুমাত্র নেই। তবে নানা দেশেব ভালো-বলে-পৰিচিত বহু ছবি দেখে যে একটা ধারণা জন্মেছে বললে অহঙ্কাৰ কবা হয় না, সেই ধারণাৰ দিক থেকেই যাচাই কবলে “একদিন বাত্রে” ছবিটাকে সহ্য কবাই দুৰূহ মনে হয়। ভালো জিনিষ যে ওতে নেই, তা অবশ্য একেবাবেই নয়। অভিনয় ঝাঁবা কবেছেন, তাঁবা মোটামুটি ভালো; ছবি তোলাব কাৰিকুৰি কম নেই; সৎ ব্যক্তিৰ বিড়ম্বনা আব কম-বেশী অসৎ যাবা তাদেব সৰ্বব্যাপী অস্তিত্বেব বিবরণও মন্দ নয়, দৰ্শকদেব হাসাবাব চেষ্টা সব সময় কাঁতুকুতু দিয়ে কবা হয়নি, ( শিখদেব-বাগ সত্বেও ) দেহভংগী-সমেত একটা পঞ্জাবী গানেব সহজ মোহ সবায়েব মনে ছড়িয়ে পড়তে পেবেছিল। কিন্তু মোটেব ওপৰ ছবিটা বিশ্বাস লেগেছে, অনেকগুলো গুণ সত্বেও তাকে প্রকৃত ভালো ছবি বলতে মন সাধ দেয় না।

চেকোল্লোভাকিয়াতে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় কিন্তু এ-ছবি হল

প্রথম। একটু যেন খটকা লাগে! বিচারকদেব মধ্যে নানা দেশেব লোক ছিল, কিন্তু হয়তো পূর্ব ইষোবোপেব আবহাওয়াতে আজ এমন একটা বস্তু আছে যা ভাবতবর্ষ থেকে কিছু গেলে তাকে লুফে নেবাব জন্তু ব্যগ্র। আব টেক্‌নিক্‌ কিছু পবিমাণে ভালো যদি হয়, এবং নাচগানেব আযোজনও যদি থাকে, তাহলে পশ্চিম ইষোবোপ বা উত্তর আমেরিকা না হলেও পূর্ব ইষোবোপ বাহবা দিতে বাজী। যেমন “আওয়াবা” ছবিব কপাল খুলে গিয়েছিল সোভিয়েট দেশে, তেমনই “জাগতে বহো” নাম কিন্ল কালোভি ভাবি-তে।

“গৌতম বুদ্ধ” তাব বিষয় গুণে চিত্র জযেব অধিকাবী হয়েচে—ডক্কামেণ্টাবিব মধ্যে বিশিষ্টতাই সম্ভবত এব সাফল্যেব সব চেয়ে বড কাবণ। একটু আলাদা ধবণে “অশোক” বা “শঙ্কবাচার্য”-কে নিষে যে কত ভালো ছবি কবা যায়, তাব সংকেত এ-ছবি থেকে বেশ মেলে। পথিক্রং হিসাবে “গৌতম বুদ্ধ” চিত্রেব মর্যাদা অনস্বীকার্য, খুঁটিনাটি সমালোচনা যে অনেক কবা যায় না তা নয়, কিন্তু তা নিস্প্রযোজন।

যাঁবা “কাবুলিওয়ালা” ছবি করেছেন, তাঁদেব বাছাই আব সংবুদ্ধি আব কৃত্তিত্ব প্রশংসাব দাবী বাথে। কাহিনীব দিক থেকে ববীজনাথেব আশীর্বাদে ছবি উতবে যাওয়াব যে স্বাভাবিক সম্ভাবনা ছিল, তাকেই তাঁবা পবিচালনা, অভিনয় আব সঙ্গীতেব সাহায্যে আবও ফুটিয়ে তুলেছেন। খুঁটিনাটি খুঁত ধবতে বস্লে অবশ্য কয়েকটা কথা সহজে মনে আসে, কিন্তু সে-উদ্দেশ্যে লিখতে বসি নি। ববঞ্চ অনেকদিন বাদে শ্রীযুক্ত ছবি বিধাসেব বাস্তবিক সার্থক অভিনযেবই উল্লেখ এই উপলক্ষে কবব। অ-বাঙালী মহলে বলতে শুনেছি যে বোম্বাইযেব নামজাদা ‘স্টার’-দেব বে অভিনয় সম্পর্কে কত কিছু শেখা বাকী বযে গেছে তা “কাবুলিওয়ালা” দেখলে বোঝা যাবে।

ফিল্ম জগতে যাঁদেব নাম ডাক খুব তাঁদেব মধ্যে পাঞ্জাবী স্ত্রীপুরুষেব সংখ্যা বোধ হয় সবচেয়ে বেশী। এতে আমি অন্তত বিস্মিত নই। পাঞ্জাবীদেব মধ্যে যে সহজাত অভিনয় ক্ষমতা লক্ষ্য কবা যায়, তা অন্তত্ব চুলভ বলেই আমাব ধাবণা। দুঃখেব বিষয় শুধু এই যে সার্থক নাটক সেখানে নেই বল্লেই চলে—আমাদেবই যে অনেক আছে তা নয়, কিন্তু আমাদেব অবস্থা মন্দেব ভালো। মাবারী বঙ্গমঞ্চ যথেষ্ট খ্যাতি বাথে বটে, কিন্তু আমাব মনে সে-সম্পর্কে একটা সন্দেহ থেকে গেছে—অবশ্য আমাব এ-ব্যাপাবে চাক্ষুষ

অভিজ্ঞতা (কিছা বইয়েব পাঠ থেকে নেওয়া অভিজ্ঞতা) খুব কম। পাঞ্জাবেব কোথাও সভা কবতে গেলে, কিছা শিখদেব কোথাও একত্র গান কবতে দেখলে কেবলই মনে হয় যে অপবিসীম নট শক্তি এখানে লুকিয়ে বয়েছে।

বাংলা ফিল্মেব কথা বলতে গিয়ে হয়তো কিছুটা অবাস্তব আলোচনায় এসে পড়েছি। কিন্তু বাংলা ফিল্ম সম্বন্ধে ধাবাবাহিক মন্তব্য কবতে বসিনি। শুধু সত্যজিৎ বায়েব কৃতিত্ব সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলতে চেয়েছিলাম।

আমাদেব দেশে ফিল্ম পবিচালনায় মুঠমেয় কয়েকজন প্রকৃত কৃতীকে এ-পর্যন্ত আমবা দেখেছি। তাঁদেব মধ্যে সর্বাগ্রে যদি সত্যজিৎকে গণ্য কবতে চাই তো অগ্নায় হবে না বলেই আমাব বিশ্বাস। “পথেব পাঁচালী”-ব প্রথম সাফল্যেব পব বাংলাদেশে তাঁকে অভিনন্দন দেওয়াব একটা মবশুম পড়ে গেছল বলে শুনেছি—সে-অভিনন্দন অবগুই তাঁব প্রাপ্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে “সাহিত্যপত্রে” শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে-ব যে কয়েকটি সংযত মন্তব্য প্রকাশ হয়েছিল সেগুলিব কথাও স্মরণ না কবে পাবছি না। “পথেব পাঁচালী” এত ভালো যে তাকে আবও ভালো দেখতে চাওয়াব ইচ্ছাই হল সঙ্গত।

“অপবাজিত” সম্পর্কে কেউ কেউ আবও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা কবেছেন—হয়তো সত্যজিৎ বায় স্বয়ং “অপবাজিত” ছবিকে পছন্দ কবেন বেশী। কিন্তু “অপবাজিত”—এব সংশয়াতীত গুণাবলী সত্ত্বেও “পথেব পাঁচালী”-ব যে অবৈকল্য তাব তুলনা নেই। সত্যজিৎেব দ্বিতীয় ছবিতে কাশী, কলকাতা আব বাংলাব পল্লীগ্রাম এই ত্রিমূর্তিকে ফুটিয়ে তোলাব চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু তা যেন বিশ্বকর্মাণ্ড অসাধ্য। “পথেব পাঁচালী”-ব প্রসাব হল সংক্ষিপ্ত—জীবনবেদেব কোন ব্যাখ্যা বিনাই সেখানে জীবনসত্যেব এক ভগ্নাংশ অনবচ্ছিন্ন, অবিভক্ত ও অবঞ্জিত হয়ে ধবা পড়েছে। এব বেশী কোন পবিচালকেবই আকাঙ্ক্ষা এগিয়ে যাওয়াব প্রয়োজন নেই।

সেদিন চেকোস্লোভাক দূতাবাসেব একজন বিশিষ্ট প্রতিনিধি বললেন যে, কথাব একবর্ণ না বুঝেও “পথেব পাঁচালী” দেখাব পব মন যেন ভবে উঠেছিল। বিদেশীদেব মন্তব্য সর্বদা স্বীকার্য নয়, কিন্তু এব একটা বিশেষ মূল্য আছে। আমাদেব দেশে সাধারণ মানুষেব জীবনে বঞ্চনাব মধ্যেও যে মহিমা অপবাজিত হয়ে বয়েছে, তাব ইঙ্গিত বিদেশীদেব মনে পৌঁছে দেওয়া অল্প শ্লাঘাব বস্তু নয়।

একদা সোভিয়েটে আইজেনষ্টাইন্ ও পুডভকিন, জার্মানীব পাবস্তু,

ফ্রান্সেব বেনে ক্লেব্ৰ প্ৰভৃতি বিভিন্ন পদ্ধতিতে চলচ্চিত্ৰেব মাধ্যমে জীবনেব যে সত্যকে ধাৰণা কৰা যায় অথচ আয়ত্ত কৰা যায় না, তাব সন্ধানে বেবিয়ে-ছিলেন। হলিউডেব বিকৃতি সত্ত্বেও আমেৰিকাতে এ-সাধনাৰ পৰিচয়ও নিতান্ত স্বল্প নহ। চিত্ৰেব যে অপূৰণীয় ক্ষুধা জীবনেব চিত্ৰ-সম্ভব বিশ্বাসেব মধ্যে প্ৰকাশ পায়, তাব লক্ষণ আজ মিলছে প্ৰধানত ইতালীতে, জাপানে, বাংলাদেশে। স্বৈৰ্ঘ্যেব প্ৰয়াসে যে অস্বৈৰ্য্য অনিবাৰ্য্য তাবই আলেখ্য আজ বিশ্বেব শ্ৰেষ্ঠ চলচ্চিত্ৰেব মধ্যে পৰিস্ফুট হ'ছে।

আমাদেব ভাবতবৰ্ষে যুগ যুগ ধৰে পৰিতাপ আৰু প্ৰশান্তি সহ-অবস্থান কৰে এসেছে। এব চিবস্থায়িত্ব কাম্য কি অকাম্য, তা ভিন্ন প্ৰশ্ন, কিন্তু এ-ঘটনাৰ প্ৰভাব আমাদেব মনেৰ উপৰ অকাট্য। হয়তো এটা পবাজয়েবই সমগোত্ৰ, কিন্তু পবাজকে স্বীকাৰ কৰেই তো জয়যাত্ৰায় অগ্ৰসৰ হতে হয়।

শিল্পীৰ মনে আছে একবকম অহমিকা যা তাব ধৰ্মেই অপৰিহাৰ্য্য। যে মানুহ সৰাব উপৰে সত্য, তাবও মনে আছে অহংকাৰ, যে-অহংকাৰ প্ৰকৃতিৰ পৰাভব ঘটিযেছে, যে-অহংকাৰ জীবন নিয়ন্ত্ৰণে মানুহকে শক্তি দিয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে আছে বিনয়, আছে শীল, আছে নিষ্ঠা, আছে শুদ্ধি। এবই - সংমিশ্ৰণে মানুহেৰ সৃষ্টি ৰূপবান্ হযে ওঠে।

সঙ্গীত আজ যখন চলচ্চিত্ৰেব কব ধাৰণ কৰেছে, তখন বিশেষ কৰে চলচ্চিত্ৰকাৰেব দায়িত্ব অপৰিসীম। সে-দায়িত্ব প্ৰতিপালনে বাংলাৰ শিল্পীবা পৰাংমুখ নহ, এ-কথাই আজ বাবংবাব মনে হ'ছে।



আকাদেমিক আলোচনায় তত্ত্বের ব্যাখ্যায় তত্ত্বই প্রধান ; কার্যকাণ্ড সম্পর্ক নিতান্ত গৌণ। তাই যে পবিত্র জ্ঞানের সূত্রপাত বা বিকাশ, অর্থাৎ জ্ঞানের সমাজতত্ত্ব, আলোচনায় পবিত্র-বহিষ্ঠিত বস্তু। দর্শন সেক্ষেত্রে সাধারণ বেলোয়াবি বিজ্ঞান ছাড়া আর কিছু নয়। শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, আমাদের জ্ঞানের এই অকিঞ্চিৎকরতায়, নতুন সন্তান এনেছেন, এবং জিজ্ঞানার সূত্রে ভাবতীয় দর্শনের উৎপত্তি বিষয়ে তাঁর কিছু প্রস্তাব উপস্থিত কবেছেন। তাঁর নিজের বক্তব্য মতো ‘সমাজ বিকাশের পটভূমিতে ভাবতীয় সংস্কৃতির একটি দিক এই গ্রন্থে বিচার’ কবেছেন, এবং ‘প্রাচীন ভাবতীয় সমাজ ইতিহাস—বিশেষতঃ মাতৃপ্রাধান্য’ বা ‘অনেকাংশে অসম্পূর্ণ’ তিনি পূর্ণ কববার দায়িত্ব গ্রহণ কবেছেন।

প্রথম প্রস্তাবনাতেই তিনি লোকায়ত শব্দটিকে হবপ্রসাদ শাস্ত্রীর বক্তব্য ‘লোকেশ্বাস্যতঃ’ এবং স্তবেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এবং মণিয়ান-উইলিয়ামসের ব্যাখ্যা অনুযায়ী ‘সাম্যকভাবে চেষ্টা করা’ ও ‘চাষের জমি’ বা ‘চাষের জন্তে জঙ্গল সাফ করা জায়গা’ এই আলোচনায় সিদ্ধান্ত কবেছেন ‘লোকায়ত মানেও বা, বার্তাকেই একমাত্র বিজ্ঞা মনে করাও তাই। একই কথা। কৃষকদের কথা।’ দ্বিতীয় ধাপে তিনি হবপ্রসাদ শাস্ত্রীর নজীবেই বস্তুবাদেব সঙ্গে বামাচাৰেব সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন এইভাবে, লোকায়ত দর্শনেব উৎস সন্ধানে বেবিয়ে দেখতে পেয়েছেন বামাচাৰী মতামত ও আচাৰ আচৰণেব সঙ্গে তাৰ ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। এই যোগাযোগেব সূত্র তিনি কী ভাবে সন্ধান কববেন ? জবাব পেলেন সিদ্ধিদাতা গণেশে। এই সিদ্ধিদাতা গণেশেব শবণাপন্ন হ’য়ে তত্ত্ববহুত্ব ও বৃত্ততে পাববেন এবং ব্যক্তিগতভাবে সবচেয়ে বিন্ময়কৰ দুটি সমাধান খুঁজতে চেয়েছেন : প্রথমত, লোকায়তিক্ৰমেব সঙ্গে সাংখ্য দর্শনেব সম্পর্ক ; দ্বিতীয়ত, লোকায়তেব সঙ্গে বৈদিক ঐতিহ্যেব সম্পর্ক।

প্রথমেই সাংখ্যেব প্রথম কাণ্ড ভাবতীয় দর্শনে সাংখ্যেব প্রভাব অসামান্য

\* দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

এবং সিদ্ধিদাতা গণেশের স্মৃতি সাংখ্যের প্রকৃতি ও পুরুষ এবং নিবীৰ্ব্ব প্রধান-কাৰণ-বাদেব ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। দ্বিতীয় জিজ্ঞাসায় লোকাযত ও বৈদিক ঐতিহ্যেব কথা, কাৰণ সূদূৰ্ব্ব অতীতে লোকাযতিক চিন্তাধাবাব সঙ্গে বৈদিক ঐতিহ্যেব বিবোধ ছিলো কিনা তা একান্তই সন্দেহেব কথা। কেননা বৈদিক সাহিত্যেব মধ্যেই লোকাযতিক ধ্যানধাৰণাব বাশিবাশি চিহ্ন থেকে গিয়েছে। তাব মানে বৈদিক চিন্তাধাবাবও একটা ইতিহাস আছে এবং সে-ইতিহাস দেখলে উত্তৰ যুগেব ধ্যানধাবণাব পৰিচয় পাওয়া যায়। অৰ্থাৎ, বৈদিক মানুষেবা একই বকম সমাজে বাস কৰেনি এবং তাৰেব সমাজ জীবেনে অনেক অদলবদল হ'য়েছে। বদলাতে বদলাতে বৈদিক ঐতিহ্য (লোকাযত) শেষ পৰ্যন্ত উপনিষদেব অধ্যাত্মবাদেব ৰূপ পেলো। মানুষেব ধ্যানধাবণাব সঙ্গে সমাজ-বিকাশেব পৰ্যায়-বিশেষেব অঙ্গাঙ্গি সম্পৰ্কেব কথা এবং এই পৰ্যায়-পৰস্পৰায় অনিবাৰ্য ধাবাবাহিক তাব কথা মনে বাখলে বৈদিক সাহিত্যে বামাচাবী ও লোকাযতিক ধ্যানধাবণাব স্মাবকুণ্ডলি দেখে খুব বেশি বিস্ময়েব অবকাশ থাকবে না। কেননা সমাজবিকাশেব যে পৰ্যায়ে লোকাযতিক ও বামাচাবী ধ্যানধাবণাব উৎস, বৈদিক মানুষেবাও এক-কালে তাব মধ্য দিয়েই অগ্রসৰ-হ'য়েছিলেন এবং সে-পৰ্যায়কে পিছনে ফেলে এলেও তাৰেব সাহিত্য থেকে তাব স্মৃতি সম্পূৰ্ণভাবে গুছে যায়নি। আৰু এই কথাটিকে স্পষ্টভাবে চেনবাব পথে বিয়ল ঘটায় আধুনিক পণ্ডিত মহলেব আৰ্য-অনাৰ্য মতবাদেব সংকট। অবশ্য এই আৰ্য-অনাৰ্য মতবাদ ('অনাৰ্যদেব এই দেশে প্ৰবেশ কৰাব পৰ শিফিত ও সংস্কৃত আৰ্যদেব চিন্তাধাবাব মধ্যে কিছু কিছু অনসংস্কৃত অনাৰ্য বিশ্বাস প্ৰবেশ কৰেছিলো') শেষ পৰ্যন্ত ধোপে কতোখানি টকবে তা খুব অনিশ্চিতভাবে বলা যায় না।

এই আলোচনাৰ পদ্ধতি প্ৰসঙ্গে জৰ্জ টমসনেব কথা উঠেছে এবং তাঁব কাছে একান্তভাবেই দেবীপ্ৰসাদবাবু ঋণী। দেবীপ্ৰসাদেব জীবেনে টমসনেব মুখে কথা শোনাৰ মতে। সৌভাগ্য আৰু নেই এবং এৰ চেয়ে বড়ো বিস্ময় আৰু কিছু ঘটেনি। প্ৰাচীন ভাবতীৰ্য ইতিহাসে কাঁচেব একটা কুচো খুঁজতে তিনি টমসনেব কাছে যে-হীবে পেয়েছিলেন পদ্ধতি-প্ৰসঙ্গে তা হলো মৰ্গানেব পদ্ধতি। অৰ্থাৎ মৰ্গান অনুসাবী মাৰ্কস এংগেলসেব সমাধান—যা জৰ্জ টমসনেব নামসম্বন্ধে, মাৰ্কসীয় পদ্ধতি।

আবশ্তেব সমস্তা বিষয়ে সমাধানেব ইংগিত হিসেবে দেবীপ্ৰসাদবাবু

বৈদিক সাহিত্যে বামাচাবেব উদাহরণ দিয়ে শুরু কৰেছেন। শুরু যজুৰ্বেদেব ২৩৥২৬ ও ২৩৥২৭ মন্ত্ৰ দুটি ব্যাখ্যা কৰে তিনি সিদ্ধান্ত কৰেছেন যে মৈথুন-সংলাপেব সঙ্গে বীজ বপনের সম্পর্ক আছে, অর্থাৎ বামাচাবেব সঙ্গে বার্তা-বিজ্ঞা সংযোগ বয়েছে যেমন বয়েছে কাপালিক-লোকাযতিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে। এই মৈথুনেব সঙ্গে বৈদিক যজুৰ্বেব সম্পর্ক আছে এবং ঋষিদেব ধাবণায় মৈথুনে শুধু সন্তান লাভই হয় না, ধনসম্পদও জোটে। বামাচাবী উৎসবাদিব নজীব মিলবে আদিবাসীদেব মধ্যে। নজীবগুলো এই বক্তব্যই প্রমাণ কৰে যে কৃষিকেন্দ্ৰিক ষাছুবিশ্বাসমূলক ধ্যানধাবণা থেকে এগুলোব উৎপত্তি। এই সঙ্গেই দেখা যাচ্ছে উপনিষদেব সামগানে টোটেম বিশ্বাসেব চিহ্ন, এই চিহ্ন আবাব আদিম সাম্য সমাজ-সংগঠনেবই পবিচায়ক। এ-প্রসঙ্গে দেবীপ্রসাদ আবাব শ্লেষ কৰেছেন যে বৈদিক আৰ্যদেব ওপব অনাৰ্য প্রভাব উপস্থিত কৰা মানেই হলো ছাই-ফেলতে ভাঙা কুলোব মতো অনাৰ্যদেব ব্যবহাব কৰা। আব ঠিক এইটেই আৰ্য-অনাৰ্য মতবাদেব আসল ফাঁদ। এবং তাঁর মতে ঐতিহাসিকভাবে দাঁডাবে কিনা সন্দেহজনক। তাছাড়া এই মতবাদই যে বৈদিক মানুষগুলিব ইতিহাস বুঝতে বাধা সৃষ্টি কৰে সে-বিষয়ে সন্দেহেব কোন অবকাশ নেই। কাবণ শ্ৰেণীবিভাগেব আগে বৈদিক মানুষেবাই যে প্রাগ-বিভক্ত সমাজে জীবন-যাপন কৰতো তাব স্মৃতি বৈদিক সাহিত্য থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়নি।

প্রাবৃত্তিক এই আলোচনা ও মন্তব্যেব পব দেবীপ্রসাদ বস্তবাদেব উৎস-সন্ধানে গণেশেব আলোচনা আবন্ত কৰেন। এই আলোচনায় তিনি বিল্ববাজ থেকে সিদ্ধান্তা এই উদ্ভবণ-পৰ্বেব চুক্তি হিসেবে ক্ষিতিমোহন সেনেব অনাৰ্যদেবতা গণেশ ও বিষ্ণুদেব হবিদাস মিত্রব বক্তব্যে সম্মতি জানান। কাবণ এ জাতীয় মত স্বীকাৰ কৰলে বহু বড়ো প্রশ্ন অমীমাংসিত থেকে যায়, যেমন, বক্তব্যেব মধ্যে কিংবা বিনাযকেব বহু রূপেব মধ্যে ওই একটিমাত্ৰ নির্দিষ্ট হৈ (গজানন) কেন গৃহীত হলো? বা আৰ্যবা আদৌ গণেশকে গ্রহণ বলেন কেন? প্রথম প্রশ্নটিব মীমাংসা সূত্রে দেবীপ্রসাদ ভাবতবর্ষে বাষ্ট্ৰেব উৎপত্তি সংক্রান্ত অমীমাংসিত সমস্তাব জবাব দিচ্ছেন, অত্যাগ্র দেশেব মতোই ভাবতবর্ষেও বাষ্ট্ৰশক্তি ও শ্ৰেণীবিভক্ত সমাজেব কাহিনী অনাদি নয়। প্রাগ-বিভক্ত সমাজেব ধ্বংসসূত্ৰেব উপবই বাষ্ট্ৰশক্তিব আবির্ভাব হয়েছে। কিন্তু সাবা ভাবতবর্ষ জুড়ে একসঙ্গে তা ঘটেনি।

শ্ৰেণীবিভক্ত সমাজেৰ পাশেই থেকেছে প্ৰাগ্‌বিভক্ত প্ৰাচীন সমাজ। এমন কি প্ৰাগ্‌বিভক্ত সমাজ যেখানে ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হ'য়েছে সেখানেও তাৰ সমস্ত চিহ্ন নিৰ্মূল হ'বে যায়নি। ভাৰতীয় সাহিত্যে এই প্ৰাগ্‌বিভক্ত সমাজেৰেই নাম গণ। এই গণ-সমাজেৰ সঙ্গে গণপতিৰ সম্পৰ্ক। কিন্তু ভাৰতবৰ্ষে বাহুশক্তিৰ পাশা-পাশিই ওই গণসমাজও টিকে থেকেছে—সাবা ভাৰতবৰ্ষ জুড়ে সমাজ পৰিবৰ্তন একতালে ঘটনি। বাহুশক্তি দেখা দেবাব পৰ তাৰ অধিনায়কেবা আশে-পাশেৰ গণসমাজকে কী বকম বিষ নজবে দেখেছিলেন তাৰ নমুনা মেলে মহাভাবতে, অৰ্থশাস্ত্ৰে। গণপতিৰ ইতিহাসে মোটেৰ ওপৰ তিনটি পৰ্যায় দেখতে পাওযা যায়। এক : প্ৰাগ্‌বিভক্ত সমাজেৰ স্মৃতি বহন কৰে বৈদিক মাল্লষেবাই গণপতিকে নিবে গান বচনা কৰেছিলেন। দুই : শ্ৰেণীবিভক্ত সমাজেৰ বাহুশক্তিৰ প্ৰতিনিধি হিসেবে বাজনীতিৰ গ্ৰন্থে কোটিল্য ওই গণ-সমাজেৰ বিৰুদ্ধে বিমোদ্যাব কবলেন। তিন : বহু বিনায়কেৰ মধ্যে গজ্ঞানন সিদ্ধিদাতা হিসেবে ঘোষিত হলেন। এই তিনটি পৰ্যয়েৰ সঙ্গে আদিম সাম্যসমাজ থেকে বাহুৰ উৎপত্তি পৰ্যন্ত 'সুদীৰ্ঘ' সমাজ-ইতিহাসেৰ সম্পৰ্ক বয়েছে।

এই ত্ৰি-পৰ্ব বক্তব্যেৰ সমৰ্থনে দেবীপ্ৰসাদ মহাভাবতে (শান্তিপৰ্ব, ১০৭) ভীষ্মেৰ উক্তিটো উপস্থিত কৰেন এবং সমৰ্থন টানেন বৌদ্ধ মহাবস্তু অবদান থেকে। মৰেট ও ডেভিৰ প্ৰাচীন মিশৰে বাহুশক্তিৰ উদ্ভব বিষয়ে গবেষণাব নজীবে এবাব তিনি মৌৰ্যবাহু ব্যাখ্যা কৰতে চান ময়ূৰ নামক টোটেম থেকে (পৰে অবশ্য বক্তব্যটি ত্যাগ কৰেন)। গণেশেৰ গজ্ঞানন প্ৰসঙ্গে বলছেন, গজ্ঞানন থেকে গণেশেৰ উৎস সম্বন্ধে একটিমাত্ৰ তথ্যই অবধাবিত ভাবে প্ৰমাণ হয়—প্ৰমাণ হয় দেবতাটিৰ আদিকপটা, প্ৰাগ্‌দেবত্ব প্ৰাপ্তিব রূপটা, ছিলো হাতি-টোটেম। বকমাবি টোটেমৰূপী বহু বিনায়কেৰ মধ্যে গজৰূপী নিৰ্দিষ্ট বিনায়কটিৰ পঙ্গে দেবত্বপ্ৰাপ্তিৰ সঙ্গে সেকালেৰ ভাৰতবৰ্ষে একটি বাহুশক্তিৰ আবিৰ্ভাব কাহিনীৰও সম্পৰ্ক আছে। গুপ্তবাহু। আব গজ্ঞাননধাৰী গণেশ কেন? জবাবে তিনি লিখছেন, কোন এক হাতি টোটেম থেকেই স্নে গণেশেৰ জন্ম হয়েছে তাৰ সবচেয়ে স্পষ্ট প্ৰমাণ হলো গণেশেৰ ওই গজ্ঞাননটি। কিন্তু সেই সঙ্গেই মনে বাখা দবকাব যে, এককালে গণপতি বা বিনায়ক শব্দেৰ সঙ্গে শুধুমাত্ৰ ওই হাতি টোটেমটিৰই সম্পৰ্ক ছিলো না। তাৰ বদলে সন্দেহ হয়, এই গণপতি শব্দটি ছিলো প্ৰাণী জগতেৰ বকমাবি বাসিন্দাৰ সঙ্গে

সংযুক্ত একটি সাধাবণ নামেৰ মতো। আগেই বলেছি, যাজ্ঞবল্ক্য প্রমুখের বচনা থেকে বোঝা যায় বিনায়ক এক ছিলেন না, বহু ছিলেন। তাই অল্পমান করতে হবে, এই বহু বিনায়কের মধ্যে গজাননধারী একটি নির্দিষ্ট বিনায়কই উত্তরকালে এক এবং অদ্বিতীয় বিনায়ক হ'য়ে দাঁড়ালেন—তিনিই আমাদের সিদ্ধিদাতা গণেশ (অবশ্য দেবীপ্রসাদ আবো বলেছেন যে, একটি নির্দিষ্ট বাষ্ট্রের পাশাপাশি বহু বিনায়কের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট বিনায়ককে বিল্ববাজের বদলে সিদ্ধিদাতা দেবতাব সম্মান পেতে দেখা যায়। এই তৃতীয় পর্যায়টির ব্যাখ্যা পাবার আশায় আমরা সন্দেহ কবলাম, যে-ট্রাইব্যাল সমাজ ভেঙে উক্ত বাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটেছে সেই ট্রাইব্যাল সমাজের সঙ্গে উক্ত বিনায়কটির যোগাযোগ খুঁজে পাওয়া যায় কিনা তা অল্পসন্ধানযোগ্য।

উত্তর তিনি পাচ্ছেন ট্রাইব্যাল সমাজের অসম্পূর্ণ বিলোপতত্ত্বে। তত্ত্বটি এই যে, কোর্টিল্যেব নজীবেজানা গেছে বাষ্ট্র উৎপত্তির পব ট্রাইব্যাল সমাজ ভেঙে সে সমাজের মানুষগুলিকে নিয়ে ছোটো ছোটো স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষিমূলক গ্রাম নিবেশ করা হয়। ফলে এই গ্রামগুলির মধ্যে ট্রাইব্যাল সমাজের সমস্ত চিহ্ন নিঃশেষে মুছে যায়নি অথচ ট্রাইব্যাল সমাজ থেকে উৎপাটিত হয়ে চিহ্নগুলি যখন ওই খণ্ড কৃষিনিবেশের মধ্যে এসে পড়লো তখন আব সে-তাৎপর্য বেঁচে থাকবার কথা নয়। স্মৃতবাং ট্রাইব্যাল সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে যে-যৌথজীবন ছিলো বাঁচবার সহায়, বাষ্ট্রশাসন ও বাষ্ট্রশোষণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ওই স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামগুলির বৈশিষ্ট্য হবার পব সেই যৌথজীবনের ধ্বংসাবশেষই মানুষের জীবনের পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়ালো। এই বাধা যে কী মাবান্নক তা বোঝা গেল দেবীপ্রসাদের বর্তমান উক্তিতে যে ভাবতীয় সমাজের জাতিভেদ প্রথা ট্রাইব্যাল সমাজের অসমাপ্ত বিলোপের পরিণাম।

দেবীপ্রসাদের আলোচনায় এই পর্যন্ত একটা মূলপর্যায় তাবপবেই, দ্বিতীয় পর্যায় আবস্ত হয় মাতৃতন্ত্র নিয়ে। গণেশের আলোচনা থেকেই তিনি দেখান যে ক্রমে গণেশের সঙ্গে একটি নাবীব এবং ভালিমেব যোগাযোগে আমরা কৃষিকেন্দ্রিক যাত্নবিশ্বাস এবং যেহেতু কৃষি জ্বীলোকেব আবিষ্কার স্মৃতবাং মাতৃতন্ত্রের আওতায় এসে পড়ি। কাবণ প্রজনন ও উৎপাদন জড়িত, নাবীব ফলপ্রসূতা ও প্রকৃতির ফলপ্রসূতা একসূত্রে গ্রথিত। এই প্রসঙ্গ থেকে স্বভাবতই তাত্ত্বিক ধ্যানধারণা, তা থেকে সাংখ্যেব পুরুষ ও প্রকৃতি এবং যোগ বিষয়ক প্রস্তাবগুলো এসেছে। তন্ত্রেব দেহবাদ ও নাবীকেন্দ্রিক সাধন পদ্ধতি যে অতি

প্ৰাচীন বিশ্বাসেৰ ওপৰে গড়া তাতে সন্দেহ নেই। তন্মাতৃব উত্তৰ ঈন্ প্ৰত্যয় কৰে তন্ত্ৰ। তাশক্তি তন্ত্ৰতে বা তন্ ঈন্। তন্ মাতৃব অৰ্থ বিস্তৃত কৰা। বংশবিস্তাৰ একটা মুখ্য অৰ্থঃ তন্+আচ্=তনয়, সম্+তন্+ঘঞ=সন্তান। শুধু প্ৰজননই নহয়। তন্ত্ৰেৰ আক্ষৰিক অৰ্থেৰ মধ্যে খাছাদি উৎপাদনেৰ ইঙ্গিতও খুঁজে পায়। তন্ত্ৰি কুটম্বধাৰণে ঘঞ। কুটুম্বকৃত্য=কুটুম্বদিগেৰ ভবণাদি কাৰ্য। স্বভাবতই, খাছাদি উৎপাদনই এই কাৰ্যেৰ অন্ততম। তাহলে তন্ মাতৃব অৰ্থ যে বিস্তৃত কৰা' বা শস্ত্ৰউৎপাদনবৃদ্ধিও বোকাতে পাবে। আসলে তাই কৃষিকেন্দ্ৰিক যাজ্ঞঅন্তৰ্গতনেৰ মধ্যেই তন্ত্ৰেৰ উৎস, সে অন্তৰ্গতনেৰ পেছনে মূল বিশ্বাস হলো মানবীয় প্ৰজননেৰ সাহায্যে ফলপ্ৰসূতা-বৃদ্ধি। দেবীপ্ৰসাদ স্বভাবতই তাই মহেন্দ্ৰজোদবো এবং হবাপ্লাব মাতৃমূৰ্তিৰ উদাহৰণ দিয়ে এদেশেৰ বিবাট ব্যাপ্ত মাতৃতন্ত্ৰেৰ কথা বলছেন। এই সন্দে একথাও তিনি বলছেন যে অৰ্থনৈতিক অনগ্ৰসবতাৰ কাৰণে ভাবতবৰ্ষে কৃষিকেন্দ্ৰিক মাতৃতন্ত্ৰেৰ চিহ্ন আমাদেব জীবনে ও সংস্কৃতিতে স্পষ্টকট।

জৰ্জ টমসন, ব্ৰিফল্ট ও এবেনফেলংস নিৰ্ভৰ এই মূল বক্তব্যেৰ পৰ আৰ্যদেব গ্ৰন্থ ঋগ্বেদেৰ আলোচনাৰ তিনি বৈদিক জীবনেৰ পৰিধিতে আদিম-সাম্যবাদ=বস্তবাদ থেকে শ্ৰেণীসমাজ=ভাববাদেৰ জন্ম দেখাচ্ছেন। এসম্বন্ধেও “লোকায়ত দৰ্শন” গ্ৰন্থে দেবীপ্ৰসাদেৰ মূল বক্তব্য ভাবতবৰ্ষেৰ মাতৃতন্ত্ৰই।

এতৌক্ষণ আমবা দেবীপ্ৰসাদ চট্টোপাধ্যায়েৰ নিজেৰ ভাষায় তাঁৰ জিজ্ঞাসা ও সমাধানেৰ পৰিচয় দিয়েছি। সাধাৰণ কেতাৰেৰ আশতনেৰ চেয়ে বৃহত্তৰ এই ছশোসাতাশী পৃষ্ঠাৰ গ্ৰন্থে এতো বিভিন্ন বিষয়েৰ আলোচনা কৰা হয়েছে যে পুস্তক পৰিচয়েৰ সংক্ষিপ্ত পৰিসৰে তাৰ সম্যক আলোচনা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, সংস্কৃতভাষায় এবং শাস্ত্ৰে স্থপণ্ডিত ব্যক্তিই নৃতন্ত্ৰ এবং পুৰাতত্ত্ব-সাহচৰ্যে এই গ্ৰন্থেৰ যথায়োগ্য আলোচনা কৰতে পাবেন। তবে, এই আলোচনাৰ সূত্ৰ হিসেবে মোটাগুটি কয়েকটি প্ৰশ্ন দেবীপ্ৰসাদেৰ কাছে উত্থাপন কৰা চলে নিশ্চয়ই।

দেবীপ্ৰসাদ চট্টোপাধ্যায় ভাবভীৰ সংস্কৃতিৰ অতীত সন্ধান বা নিৰ্মাণে শুক থেকেই তাঁৰ আলোচনা শুধু মাত্ৰ আৰ্যদেব মধ্য সীমাবদ্ধ বেখেছেন। ঋগ্বেদ এবং সংহিতা সাহিত্যেৰ বাইৰে ভাবতবৰ্ষেৰ সমগ্ৰ চিত্ৰটি তাঁৰ সচেতনতায় সহজে ধৰা পড়েন। যেমন তিনি প্ৰথম সূত্ৰ হিসেবে বলছেন একমাত্ৰ আৰ্যদেব জীবনেই তাদেৰ উত্থানপতনেৰ কাহিনী খুঁজতে হবে এবং

স্বভাবতই বোধকবি সে কাহিনীৰ শুক আদিম সাম্যবাদে ও সমাপ্তি শ্ৰেণী-  
 বিভক্ত সমাজ ও বাষ্ট্ৰ ব্যবস্থায়। একথা মেনে নিলে নিশ্চয়ই 'বৈদিক'  
 সীমাব বাইবে যাবাব প্রযোজন ঘটেনা। দেবীপ্রসাদ যে কতোটা সীমাবদ্ধ  
 কবেন নিজেৰে তাৰ প্ৰমাণ তিনি লিখিছেন লোকাৱত দৰ্শনেৰ প্ৰসঙ্গে আৰ্য-  
 অনাৰ্য মতবাদ উত্থাপন কৰা নিতান্তই অৰ্বাচীনৰ কাজ। শ্ৰীযুক্ত ক্ষিতিমোহন  
 সেন মশায় সে কথা বলাব জন্তে যৎপৰোনাস্তি তিবস্কৃত হন। দ্বিতীয়ত,  
 তিনি আৰ্য-অনাৰ্য মতবাদে নিজেৰ স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখাৰ জন্তে এক নম্বৰে  
 লেখেন বৰ্তমান ঐতিহাসিক গবেষণা বহিবাগত আৰ্যদেব কথা বলেনা, এবং  
 দু নম্বৰে বহিবাগত আৰ্যদেব মেনে নিলেও ঐতিহাসিক গবেষণায় প্ৰাক্-আৰ্য  
 সভ্যতা-সংস্কৃতি বা সমাজব্যবস্থাৰ প্ৰশ্ন আমাদেব কিছুই সাহায্য কৰবে না।  
 আমাদেব বক্তব্য হলো এই যে আমবা মনে কৰি না, যথেষ্ট প্ৰমাণ নজীবেব  
 ভিত্তিতেই, যে বৰ্তমান ঐতিহাসিক গবেষণা শ্ৰীযুক্ত ভূপেন দত্তৰ মতে বাৰ  
 দিয়েছে আৰ্যবা বহিবাগত নয়। আব আৰ্যবা যদি বহিবাগত হ'য়ে থাকে  
 তবে তাবা কোন্ ভাবতবৰ্ষে এবং কোন্ সামাজিক সাংস্কৃতিক পৰিবেশে  
 নিজেদেব পৰিবৃত্ত দেখেছিলো? দেবীপ্ৰসাদ কি ভুলে যাচ্ছেন, মহেনজোদবো  
 এবং হবাপ্লাব বিবাট কীৰ্তিমান সংস্কৃতিৰ কথা? উত্তৰ পশ্চিম সীমান্তপ্ৰদেশ,  
 পাঞ্জাব ভূখণ্ডে আগন্তুক আৰ্যবা বলপ্ৰয়োগে যে-সাম্ৰাজ্য বিস্তাব কৰে  
 মহেনজোদবো, হবাপ্লাব ধ্বংসস্থাপে তা কি সম্পূৰ্ণ বুথাই? অথবা আৰ্যবা  
 এমন ধাতুতে তৈরী যে তাদেব চৰিত্ৰে কলুষকলঙ্ক স্পৰ্শ লাগে না? স্টুআৰ্ট  
 পিগট বা গৰ্ডন চাইল্ডেব বক্তব্যে তো উল্টো কথাই প্ৰমাণিত হয়। দেবীপ্ৰসাদ  
 অবশ্যই এস, এ, ডাঙ্গেব মহাবাষ্ট্ৰবিলাসী আৰ্যতত্ত্বেৰ ওপৰেই নিৰ্ভৰ কবেন  
 বেশি, তাই আৰ্যবা প্ৰায় শূন্যচাবী মানুষদেব মতো নিজেদেব সম্পূৰ্ণ স্বাধীনসত্তা  
 বজায় রাখতে পাৰে। যদিও সমস্ত ঋগ্বেদে পুৰন্দৰ এবং নগৰ-ধ্বংসী পুৰন্দৰেব  
 কীৰ্তিকাহিনীৰ শেষ নেই। দেবীপ্ৰসাদ অবশ্য স্টুয়াৰ্ট পিগটেব বক্তব্যেব  
 বিৰুদ্ধে ইন্ধকে পেছনে হঠিয়ে বৰণকেই ঋগ্বেদেব প্ৰধান দেবতা বলে লেখেন!  
 তাৰপৰেও জিজ্ঞাস্তা থাকে যে আৰ্যবা তাদেব সমগ্ৰ সামাজিক বিবৰ্তনটাই কি  
 ভাবতবৰ্ষেৰ মাটিতে সংঘটন কৰলো? না, আদিম সাম্যবাদী অবস্থানিচয়  
 পেৰিয়ে শ্ৰেণীসমাজেব পূৰ্বমুহূৰ্তে ভাবতবৰ্ষে উপস্থিত হলো? দেবীপ্ৰসাদেব  
 সাম্য এ-ব্যাপাবে কিন্তু বেজায় উল্টোপাল্টা। যেমন একবাৰ তিনি টোটেম  
 বিধাসেব নজীবে লিখিছেন আৰ্যবা সাম্যবাদী আদিম অবস্থায় আবাব

তাবপবেই জানাচ্ছেন যে তাবা পশুপালনে দ্বিতীয় পর্যায়টিতে জীবন ধাবণ  
 কবতো, এবং তাঁবই মতে এই পর্যায়টি হলো প্রাকুবিভক্ত সমাজ এবং শ্রেণী-  
 সমাজেব সীমাবেধা। এই সীমাবেধায় দাঁড়িয়ে তাঁবা যে সাহিত্য বচনা  
 কবলেন তাতে প্রাকুপুৰাণিক সাম্যবাদই প্রবল-হ'য়ে বইলো! হবাপ্লা,  
 মহেনজোদবোব সংস্কৃতিতে পবিবৈষ্টিত থেকে শ্রেণীবিভাসযুক্ত বাষ্ট্রেব  
 প্রভাবান্বিত হলোনা। বৈদিক সাহিত্যে বামাচাবেব প্রসঙ্গে দেখিযেছেন যে  
 শুক্ল যজুৰ্বেদে (বাজসনেয়ী সংহিতাব) ২৩।২২, থেকে ২৩।৩১ মন্ত্ৰে মৈথুনেক  
 সঙ্গে বার্তাবিষ্টা অর্থাৎ কৃষি এসে গেলো এবং 'পবে যে বার্তাবিষ্টাব সঙ্গে  
 তিনি মাতৃতন্ত্রেব যোগ দেখাবেন। আৰ্যদেব পশুপালক অবস্থায় কৃষিব কথা  
 এতো স্পষ্টভাবে আসছে এবং তাব ব্যাখ্যা কি—দেবীপ্রসাদ দেওয়া  
 প্রয়োজন বোধ কবেন না। অনার্য মতবাদ অবশু তাঁব মতে ধোপেটিকবে  
 না অথচ কী দুর্ভাগ্য যে সিদ্ধি-দাতা গণেশেব প্রমাণ নজীবেব প্রয়োজনে  
 'ভাবতবর্ষেব আনাচে-কানাচে' আদিয় সমাজ, নীওতাল ইত্যাদি খুঁজতে  
 হচ্ছে! লিখতে হচ্ছে 'হিন্দুধর্মেব এই দেবীগুলি যে সত্যিই আৰ্য বংশোদ্ভূত  
 নয়, সে কথা সংশয়াতীত,' 'যদিও সাধাবণ ভাবে বলা যায়, দেশেব শাসক  
 সম্প্রদায় এই দুটি স্বতন্ত্রধাবাব মধ্যে বৈদিক ধাবাটিকেই গ্রহণ কবেছে তবুও  
 দেশেব সাধাবণ মানুষেব চেতনায় মাতৃপ্রধান অবৈদিক ধাবাটিব প্রভাব  
 অনেক প্রবল,' 'ভাবতীয় শিল্পেব ইতিহাস আলোচনা কববাব আগে শ্রীযুক্ত  
 আনন্দ কুমাব স্বামী এই দুটি ধাবাব স্বাতন্ত্র্যেব কথাই মনে কবিযে দিযেছেন  
 —তাঁব ধাবণায়, একমাত্র তাবই পটভূমিতে ভাবতীয় শিল্পেব ইতিহাস বুঝতে  
 পাবা সম্ভব। আমাদেব মন্তব্য হলো, ভাবতীয় ঐতিহ্যেব এই দুটি ধাবাব  
 মধ্যে যে ধাবাটিব প্রভাব ব্যাপকতব ও গভীবতব, সেটিকে—অর্থাৎ ওই মাতৃ-  
 প্রধান তান্ত্রিক ধাবাটিকে (অ-বৈদিক : স্ব সে)—একমাত্র কৃষি আবিষ্কাবেব  
 ভিত্তিতেই বুঝতে পাবা সম্ভব," "বৈদিক মানুষদেব পুরুষপ্রধান সমাজ" এবং  
 মাতৃতন্ত্র পূর্ববর্তীসিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রাচীনতব। আবো লিখছেন, "ভাবতীয়  
 সংস্কৃতিব অ-বৈদিক ধাবাটি শক্তি-প্রধান বা মাতৃপ্রধান' এবং বমেশ দত্তব  
 উদ্ধৃতি তুলতে হচ্ছে যে 'The Aryan conquerors of Bengal, after caus-  
 ing the religion to be spread through the land, did not and could  
 not exterminate the aboriginal tillers of the soil'. এবই পাশে  
 কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েব অধ্যাপক চাকলাদায়েব গবেষণাব সূত্র মনে বাখলে



এমন ভাব্তিৰ অবকাশ নিশ্চয়ই থাকেনা। এতোসব অৰ্বৈদিক, অ-বৈদিক ধাৰা, সাঁওতাল ইত্যাদি কি বা কাৰা? আৰ্য? না অনাৰ্য? ধোপে টকছে কোন্টো? কোশাৰী স্নলভ আৰ্যবিলাস?

এবাব সিদ্ধিদাতা গণেশেৰ প্ৰসঙ্গ। সিদ্ধিদাতা গণেশেৰ চবিত্ৰে-বিবৰ্তনেৰ স্ত্ৰ ধৰে দেবীপ্ৰসাদ আমাদেব সমাজ পৰিবৰ্তন ও বাষ্ট্ৰজন্মেৰ মূল-তত্ত্ব বোঝাতে চেয়েছেন। স্থিতিমোহন সেনেৰ অনাৰ্যতত্ত্বকে বক্তৃকটাক্ষে দুবে সবিয়ে তিনি বলছেন, ‘ঐতিহাসিক বিবৰ্তনেৰ কথেকটি মূল-নিয়ম আছে। এ-কথা না মানলে ইতিহাসকে বিজ্ঞানেৰ মৰ্যাদা দেওয়া দুষ্কৰ। কিন্তু এ-কথা মানতে হলে স্বীকাৰ কবতে হবে, অস্ত্ৰাত্ম দেশেৰ ইতিহাসেৰ বেলায় যে-ভাবে বাষ্ট্ৰশক্তিৰ আবিৰ্ভাব ঘটেছে আমাদেব দেশেৰ ইতিহাসেৰ বেলাতেও সেইভাবেই বাষ্ট্ৰশক্তিৰ আবিৰ্ভাব হওয়াই স্বাভাবিক।’ দেবী-প্ৰসাদেৰ ইতিহাসজ্ঞান বা বিজ্ঞানেৰ উদাহৰণ দেবাৰ আগে প্ৰাথমিক প্ৰশ্নটাই উত্থাপন কৰা যাক যে সমাজ বিবৰ্তনেৰ দৃঢ় এবং স্থিৰ-নিৰ্দিষ্ট কোনো মূল নিয়ম সত্যিই আছে কি? এঙ্গেলস অবশ্যই মৰ্গানকে নিৰ্ভৰ কৰে একটা ছক দিয়েছিলেন কিন্তু এ কথা কখনো বলেন নি সৰ্বত্ৰই একভাবে এই ছকটি কাজ কৰবে। বিভিন্ন দেশে, তাৰেৰ নিজস্ব সমাজ বিবৰ্তনেৰ ধাৰাতেই এই ঐতিহাসিক মূল নিয়মটি বুঝতে হবে। তা না-হলে ইতিহাসেৰ ভাষালেকটিকটি দেবীপ্ৰসাদেৰ সৰ্বত্ৰ ব্যবহাবেবই একটা ধবতাই বুলি হ’য়ে পড়ে যে। ইতিহাসেৰ একটা নিয়ম তো সামন্ততন্ত্ৰেৰ পৰ ধনতন্ত্ৰ আসে, সামন্ততন্ত্ৰেৰ গৰ্ভে বিবোধেৰ বীজ উপ্ত হয় বলে। কিন্তু ভাবতবৰ্ষে এই নিয়মটি পাওয়া যায়না কেন? তবে কি ইতিহাস ভুল? না, দেবীপ্ৰসাদেৰ ব্যাখ্যা?

এবাব গণেশেৰ উদাহৰণ। গণেশেৰ বিবৰ্তনে দেবীপ্ৰসাদ যে তিনটি প্ৰশ্নেৰ জবাব চেয়েছেন তা পূৰ্বেই তুলেছি, এবাবে জবাব। হাতিটোটেম থেকে গণেশেৰ গজানন! কেনো? না, পৃথিবীতে বিভিন্ন জায়গায়, এমন কি ভাবতবৰ্ষেও টোটেম বিশ্বাস আছে! তাছাড়া গজানন তো হাতিবই হয়, স্ত্ৰতবাং গণেশ গজানন। অথচ একই পাণ্ডিত্যে তিনি ঘোষণা কৰছেন, এককালে গণেশেৰ সঙ্গে হাতি টোটেমটিবই সম্পৰ্ক ছিলোনা। ‘এই গণপতি শব্দটি ছিল প্ৰাণীজগতেৰ বৰুৱাৰি বাসিন্দাৰ সঙ্গে সংযুক্ত ..’ অথচ আমাদেব মেনেই নিতে হবে গণেশেৰ গজানন হাতিটোটেমেৰ কাৰণে! তিনি লিখছেন এই লাইনটিব পৰেই, “তাই অনুমান কবতে হবে” পূৰ্বেৰ লাইনটিব

সঙ্গে মিলিয়ে পড়ে—এই মাঝাক “ভাই” টি অর্থ উদ্ধাব ককন। তাবপবে আবো মাঝাক সিদ্ধান্ত পাবেন, মবেট ও ডেভি নায়ক দুই পণ্ডিতব অদ্ভুত নজীৰে, ‘টোটেমৰূপী বহু বিনায়কব মধ্যে গজ্জৰূপী বিনায়কটিব পক্ষে দেবত্বপ্রাপ্তিব সঙ্গে সেকালেব ভাবতবৰ্ষেব একটি বাস্তবশক্তিব আবিৰ্ভাব কাহিনীবও সম্পৰ্ক বযেছে।” কোনটি জানেন? “গুপ্তবাস্তব”। গুপ্তবাস্তব আব কিছু নয়, মৌৰ্যবাস্তব। “গুপ্তবাস্তব” একবাব তিনি লিখে ফেলেছিলেন, মযুব টোটেম থেকে এসেছে। অবশ্য পবে ফুটনোটে ভুল স্বাকাব কবা আছে। অথচ সেই ফুটনোটে পৌছোবাব আগেই তিনি হাতি টোটেম সম্বলিত গণেশেব মধ্যেও “গুপ্তবাস্তব”ব জন্মবৃত্তান্ত পেৰেগেছেন। আবাব তাজ্জব উক্তি হচ্ছে, “আনন্দ কুমাৰ স্বামী আমাদেব স্ববণ কবিয়ে দিচ্ছেন যে, ভাবতীয় ভাস্কৰ্যেব ইতিহাসে গণেশ-মূৰ্তিব আবিৰ্ভাব আকস্মিকভাবেই বহুল—অৰ্থাৎ কিনা, গুপ্তযুগ ( বডো হবফস্বসেব ) থেকেই দেখা গেলো হঠাৎ বহুলভাবে গণেশমূৰ্তিব আবিৰ্ভাব ঘটতে শুরু কবেছে।” আনন্দকুমাৰ স্বামীব “গুপ্তযুগ” কোনটি? হিন্দুসংস্কৃতিব স্বৰ্ণযুগ চন্দ্রগুপ্ত সমুদ্রগুপ্তব “গুপ্তযুগ” না ভাবত ইতিহাসে অশ্রুতপূৰ্ব শব্দ “গুপ্তবাস্তব” অৰ্থাৎ মৌৰ্যযুগ? আব গোপাল ভাণ্ডাবকবই বা কাব কথা বলছেন? হাতি-টোটেমেব এই বক্তব্যেব পাশে পিগটেব হবাপ্লাব ধ্বংসস্তুপে মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যেব পতনেব প্রকল্পটি তিনি বিচাব কবলেন না কেন? হৰাপ্লা প্রাক্-আৰ্য বলে? এবাবে আবো একটা জিজ্ঞাস্তা উঠবে, গণেশ যদি আদিম সাম্যবাদীগণ’ব দেবতা হয় তবে সেই গণেশ কিভাবে ‘গণেশচতুর্দশী’ৰ গণেশ হ’য়ে বার্তা-শাস্ত্ৰোপজীবী গণপতি হ’য়ে একটি নাবী বা শক্তিব কাছে হঠে যাচ্ছেন? দেবীপ্রসাদই বলেছেন তন্ত্ৰেব আলোচনায় এবং সাংখ্যেব আলোচনায় যে মাতৃতান্ত্ৰিক ধ্যানধাবণা প্রাক্-বৈদিক। একথা সত্য হ’লে বৈদিক ‘গণ’ব দেবতা কি ক’বে পূৰ্ববৰ্তী মাতৃতান্ত্ৰিক বিশ্বাসেব প্রতীকে রূপান্তৰিত হয় আমাব জানা নেই।

বাস্তবে উৎপত্তি তন্ত্ৰটি আবও মাঝাক। দেবীপ্রসাদ লিখছেন, “পৃথিবীৰ সব মানুষেব মতোই বৈদিক আৰ্য এবং অনাৰ্য উভয় প্রকাব মানুষই এককালে প্রাগ্-বিভক্ত টাইব্যাল সমাজে জীবন যাপন কবেছে। এই টাইব্যাল সমাজেবই নাম হ’লো গণ।” প্রথমে যদি “আৰ্য এবং অনাৰ্য উভয় প্রকাব মানুষ’ কথাটি পাশ কাটিয়েও যান তবু অবাক হতে হবে একথা ভেবে যে

আৰ্থ অনাৰ্থ দু'তবফেই টাইব্যাল সমাজ আছে, আৰ্থদেবটি “গণ” কিন্তু অনাৰ্থদেবটিব কোনো নাম নেই। দ্বিতীয়ত, আৰ্থদেবটি কবে বা অনাৰ্থদেবটি কবে তাব খোঁজ নেই। কোনটী আগে? যাবটি আগে অস্ত্ৰেব ওপব তাব প্ৰভাবটি কি? সেই প্ৰভাবেব সূত্ৰপাতই বা কবে? এসব আলোচনা তিনি প্ৰয়োজনবোধে তোলেন নি।

ছনষব সিদ্ধান্ত, “ভাবতবৰ্ষেব মানুষদেব উন্নতি হ’যেছে অসমানতালে। তাই বাষ্ট্ৰশক্তিৰ আবিৰ্ভাব হবাব পবও বাষ্ট্ৰ ব্যবস্থাব পাশাপাশিই থেকে গিয়েছে গণসমাজ। এই ‘অবস্থায়, বাষ্ট্ৰশক্তিৰ মুখপাত্ৰেবা গণসমাজকে কী বকম ঘূণাব চোখে দেখেছেন তাব নজিব মহাভাবতে পাওয়া যায়, এবং তাঁবা তাই গণপতিকেও কী বকম বিষ নজবে দেখেছেন তাব নজিব পাওয়া যায় মানবগৃহস্থত্ৰ, যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি প্ৰভৃতিতে।” থিসিসটি কেমন চমৎকাৰ দেখুন, ভাবতবৰ্ষে পশুপালক আৰ্থদেব সমাজব্যবস্থায় আৰ্থিক বনিয়াদেব পৰিবৰ্তনেব ফলে বাষ্ট্ৰ দেখা দিলো কিন্তু ‘অসমানতাল’ নামক অপূৰ্ব এক কাবণে সৰ্বত্ৰ হলো না। কোথাও বাষ্ট্ৰ হলো অসমান তালেব জন্তু, কোথাও হলোনা তাবই জন্তু। কিন্তু এই আশ্চৰ্য ‘তাল’টি কি? বা কি কাবণে তাব জন্ম? কোথায় জন্ম? এ সবেব জবাব নেই এই দীৰ্ঘ কেতাবে। একই সমাজব্যবস্থাব অন্তৰ্গত মানবগোষ্ঠীব কোথাও বাষ্ট্ৰ, কোথাও ‘গণ’ সমাজ এমনি যুক্তি না-হলে ‘অনাৰ্থ’ মতবাদেব “অন্ধতা” তিনি আবিষ্কাব কবতে পাবেন। “বাহীকদেব” কথা তিনি নিজেই তুলেছেন কিন্তু খোঁজ কবেন নি তাঁবা কোন্ অঞ্চলেব লোক বা কে? তাই আৰ্থ বাষ্ট্ৰেব চোহদ্বিব আশে-পাশেও যে অনাৰ্থ বা ভাবতীয়দেব ‘গণ’ ছিল একথা তাঁব মনে পড়ে না। এবং ভুলে যান যে আৰ্থদেব তাম্ৰনায় এই বকম বহু ভাবতীয় জনগোষ্ঠী বিভিন্ন অঞ্চলে বনে জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছিল। এসব স্মৃতি এখনো তাৰেব গাথায়, গানে, কবিতাব বিষয়বস্তু হ’যে আছে। ভুলে যাচ্ছেন যে প্ৰায় পূৰ্বপ্ৰান্তিক দেশ বাঙলাকে চিবকাল আৰ্থবা অস্পৃশ্ৰদেশ, পাবিষা বলে অভিহিত কবে এসেছে বা বাংলাদেশেই তন্ত্ৰেব এতো প্ৰভাব কেনো! এছাড়াও তো ওঁব বক্তব্যেব ভেতবেই অন্তৰ্দ্ধন্দ থেকে যায়। অসমানতালেব ফলে দু’ বকম বিবৰ্তন সত্ত্বেও ইতিহাস কি স্থায়? তাব নিজস্ব ডায়া-লেকটিকেব ধাবায় আৰ্থ ‘গণ’ এবং আৰ্থ ‘বাষ্ট্ৰ’ এবং অনাৰ্থ ‘গণ’ব কোনো সম্পৰ্ক গড়ে না? বা সেই সম্পৰ্কেব টানাপোডেনে সমাজবাস্তব পৰিবৰ্তিত হয় না?

দেবীপ্রসাদ তাঁর উদ্ভট বক্তব্যের ততোধিক উদ্ভট জবাব পেয়েছেন ‘গণসমাজের বা ট্রাইব্যাল সমাজের অসম্পূর্ণ বিলোপ বা incomplete detribalisation সংক্রান্ত প্রকল্পে’। ব্যাপারটা হলো এই যে বমেশ দত্তের একটি উদ্ধৃতিতে তিনি জেনেছেন, “আদিবাসীদের যে বিবার্ট দলটি আর্থদেব শাসনে এলো তাবা আগেই মতো কৃষক হ’য়েই বইলো। যদি তাই হয়ে থাকে তবে মানতেই হবে তাদের উৎপাদন কোঁশলে কোনো মৌলিক পরিবর্তন দেখা দেবে নি। অথচ অপব পক্ষে, তাদের ওই ট্রাইব্যাল সংগঠন নিশ্চয়ই আর আগেকার মতো বইলো না—বাংলাদেশে কৃষকদের গ্রামগুলি ট্রাইব্যাল সমাজ নয়।’ বাংলাদেশের বর্তমান কৃষকরা নিশ্চয়ই ট্রাইব্যাল নয়। কিন্তু তাবা ‘আগেকার মতো কৃষক হ’য়েই বইলো’ এ কথাটার অর্থ কি? আর্থবা কি অল্প অল্পের “কৃষক” ছাড়া অল্প কিছু বানিয়েছিলো? তাছাড়া এবার দেবীপ্রসাদ নিজের আর্থ-‘গণ’ তত্ত্বটি ব্যবহার কবছেন না কেনো? আমবা যদি বলি আর্থবা “নিশ্চয়ই” বাংলা-দেশের চাষীদের ট্রাইব্যাল সংগঠন ভেঙে দেবে কেনো? তাবাও তো বাষ্ট্র বিবর্তনের আগেই ‘গণ’ সমাজ নিয়ে বাংলা দেশে আসতে পাবে। সে ক্ষেত্রে “গণ”তে “গণ”তে কি সম্পর্ক দাঁড়ায়? আবারো মজা আছে, দেবীপ্রসাদ লিখছেন, “জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার অভাব ও স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামগুলিতে যৌথজীবনের কথা এখানে বিশেষ কবে উল্লেখ কবতে চাইছি আমাদের মূল প্রকল্পটির পক্ষে নজির দেখাবার আশায়। প্রকল্পটি হলো, এদেশে ট্রাইব্যাল সমাজের বিলোপ পূর্ণ হয় নি—জমিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অভাব ও গ্রামগুলিতে যৌথ জীবনের স্বাক্ষর ওই ট্রাইব্যাল-সমাজেরই ভগ্নাবশেষ।” জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা আসেনি বা গ্রাম্যসমাজে যৌথজীবন ট্রাইব্যাল সংগঠনের অসমাপ্ত বিলোপ এই বক্তব্যের অর্থটি কি? কোনটি কাবণ, কোনটি ফল? না আসলে ভূমি বন্দোবস্তে ভাবতবর্ষের বিবার্ট অথচ উর্বরা জমির তত্ত্বটাই বিচারের লক্ষ্য হওয়া উচিত? যাব সূত্রে ভাবতবর্ষের সামন্ততন্ত্র এবং অনড় অটল সমাজের ব্যাখ্যা হবে? যদি জিজ্ঞাসা কবি আমাদের ট্রাইব্যাল সমাজ ভাঙলো কেনো? এবং ভাঙলোই যদি তবে অসম্পূর্ণ বইলো কেনো? দেবীবারু কী জবাব দেবেন? আর্থ ‘গণ’ ভেঙে বাষ্ট্র হলো তাবই অন্তর্নিহিত কাবণটি কি? যদি কোনো কাবণ থেকে থাকে তবে সেই সঙ্গে কাবণ সর্বত্র প্রযোজ্য নয়।

কেনো? এসবের জবাব না-দিবে তিনি লিখছেন, “কিন্তু সেই সন্দেহই আমবা বলতে চাইছি, বাষ্ট্রশক্তি যদি বাইবেব থেকে ট্রাইব্যাল-সমাজকে আক্রমণ কৰে, সে-সমাজ ভেঙে এবং সেই সমাজেবই মানুষগুলিকে নিয়ে ছোটো ছোটো গ্রাম নিবেশ কৰে থাকে তাহলে এই গ্রামগুলিতে যে-বকম ট্রাইব্যাল সমাজেব বহু চিহ্ন টিকে থাকবাব কথা সেই বকমই ট্রাইব্যাল সমাজেব মূল সম্ভাবনী শক্তি থেকে উৎপাটিত হয়ে বিকল্প পৰিবেশে গ্রথিত হবাব ফলে এই চিহ্নগুলি আদি তাৎপৰ্য্য তাব বিপৰীতে পৰ্যবসিত হতে বাধ্য।” এখানে মূল ভিত্তি “যদি বাইবে থেকে” বাষ্ট্র আক্রমণ ক’বে ট্রাইব্যাল সমাজ ভাঙে। কিন্তু মজাব কথা এই যে যেকোনো একটা বাষ্ট্রকেও তো নিজেব কাৰণে জন্ম পেতে হয়! আব ট্রাইব্যাল সমাজেব যে কিছু কিছু চিহ্ন টিকে আছে তাব কাৰণ কি বাষ্ট্র-নিষেক ছোটো ছোটো গ্রাম, পত্তন কৰেছিলেন, তাই? অৰ্থাৎ ছোটো ছোটো গ্রাম-পত্তন না-কবলে টিকতো না? তাহলে গ্রাম্য-সমাজেব ছবিটি ভাবতবৰ্ষে কি? স্বয়ং সম্পূৰ্ণ গ্রাম সমাজ কি ছোটো বলেই টিকে ছিলো? এই তথ্যেব স্বপক্ষে কোটিল্যেব এক বক্তব্যকেই প্ৰধান বলে ধৰে নেবাব তাৎপৰ্য্যটা কি? এই তথ্যেব সাহায্যে ভাবতীয় বা এশিয়াটিক ভূমি ব্যবস্থাৰ কাৰণ এবং চৰিত্ৰ কি বোঝা যাচ্ছে। যদি না যায় তবে ভাবতীয় সংস্কৃতিব আলোচনায দেবীপ্ৰসাদেব যুগান্তকাৰী “প্ৰকল্প”টিব অৰ্থ কি?

এই প্ৰকল্পটিব সঁমৰ্থনে দেবীপ্ৰসাদেব সবচেয়ে হাস্তকৰ যুক্তি হলো জাতিভেদতত্ত্ব। তিনি সৰ্বপ্ৰথমেই বলছেন, “পুঁথিপত্ৰেব গণ্ডি ছেড়ে আমবা যদি দেশেব মানুষগুলিৰ দিকে চেষ্টা দেখতে বাজী হই তাহলে প্ৰথমেই আমাদেব চোখে পড়ে এক অতি বিশ্বয়কৰ ঘটনা: আমাদেব দেশেব বিশেষ ক’বে পিছিয়ে-পড়া অবস্থায় আটকে-থাকা মানুষদেব মধ্যে ট্রাইব্যাল-ব্যবস্থা (tribal organisation) এবং জাত-ব্যবস্থা (caste organisation) —এই দু’ষেব মধ্যে সীমাবেখা সব সময় স্পষ্ট নয।” প্ৰমাণ? ধাঁবা এদেব কথা লিখেছেন তাঁবা তাঁদেব বইয়েব নামকৰণেব সময় ‘জাতি’ ও ‘ট্রাইব’ এক অৰ্থে ব্যবহাৰ কৰেছেন!! এব পৰেই পাছি অপূৰ্ব সিদ্ধান্তটি যে, “জাতিভেদপ্ৰথা আসলে ট্রাইব্যাল সমাজেব অসমাপ্ত বিলোপেব পৰিণাম।” কাৰণ? কাৰণ হলো মৰ্গানেব অন্ধ অনুকৰণে সেনেকা ট্রাইব ও হীৰালাল-বাসেল কথিত অন্ধ ট্রাইবেব কল্পিত বিভাগেব মিল এবং জানোয়াব নাম-ধাৰী সাহিত্যপত্ৰ: শাবদীয় সংখ্যা: ১৩৬৪

বহির্বিবাহ-ভিত্তিক কয়েকটি ছোটো ছোটো গোষ্ঠী মিল। এই তুলনা থেকেই নাকি—“আন্দাজ করা যায় ভাবতবর্ষের পিছিয়ে-পড়া মানুষগুলির মধ্যে জাতিভেদপ্রথা (caste system-এর) বর্ণনা দেবার সময় বর্ণনা দাতারা কেন এমন সবাসবি-ট্রাইব্যাল-সমাজ-বর্ণনার পবিভাষা ব্যবহার করেন।” আশ্চর্য! এই হলো জাতিভেদ প্রথা বঙ্গবৃত্তান্ত। কার্যকাণ্ডহীন যে-কোনো হঠোক্তিই বৈজ্ঞানিক, মার্কসবাদী বক্তব্য! বৌদ্ধযুগের ভাবতবর্ষ জাতিভেদ প্রথায় ফিক সাহেব দেখেছেন নিচু মহলের মানুষগুলির বেলায় জাতি ব্যবস্থাটা ট্রাইব্যাল ব্যবস্থা মাত্র, তবুও তিনি নাকি উচ্চবর্ষের বেলায় স্বতন্ত্র মূলমন্ত্র অনুসরণ করেছেন! উচু বর্গই যদি মেনে নেওয়া যায় তবে জাতিভেদপ্রথা স্বরূপাত তো বোঝা যায় না। জাতিভেদ-ট্রাইব্যাল ব্যবস্থা হ’লে ট্রাইব্যাল ব্যবস্থার গুণগান নিশ্চয়ই করা যায় না আর একথা দেবীপ্রসাদ নিজেও বোঝেন যে তাহলে সাবা পৃথিবীতে ভাবতবর্ষের মতো জাতিভেদ নিশ্চয়ই দেখা দিতো। তাছাড়া তিনি ভুলে যাচ্ছেন যে টমসনের নকলে যুবোপের খাপেখাপে মেলাতে গেলে নকলিআনা পদেপদে বিপদে ফেলে, নইলে এতো পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও দেবীপ্রসাদ কেনো জন্মের দ্বারা বৃত্তির নির্ধারণ বস্তুটি আলোচনা করবেন না। বা ঋগ্বেদে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণদেব দ্বন্দ্বকে মুছে দিয়ে, আর্য-অনার্যের সংঘাতকে চোখ ঠেঁবে মর্গানকেই বেদ বলে ধরে নেবেন। অথচ কী দুঃখের না স্বীকার করতে হয়, “কিন্তু জাতিভেদ প্রথা অস্তিত্বে দেশে দেখা যাবনা। তাই একে ট্রাইব্যাল-সমাজের স্বাভাবিক পরিণতি বলে গণ্য করা যায় পুণ্যোপায় জাতিই নেই।” (বড়ো হবফ আমাবঃ স্ব, সে) খুবই আশ্চর্য! এসবের কারণ কি জানেন? “আমাদের দেশে উৎপাদন পদ্ধতির অগ্রগতি ট্রাইব্যাল সমাজকে স্বাভাবিকভাবে ধ্বংস করে সামন্ত-সমাজের নতুন ভিত্তি স্থাপন করেনি। ইয়োরোপীয় অর্থে সামন্ত সমাজ আমাদের দেশে খুব সম্ভব সত্যিই দেখা দেয়নি। তাই ইয়োরোপীয় অর্থে গিল্ডও বোধ হয় নেই।” ট্রাইব্যাল সমাজকে স্বাভাবিকভাবে ধ্বংস করেনি? তবে কি সামন্ত ব্যাপারটাই এতক্ষণ “অস্বাভাবিক” বলে তিনি ব্যাখ্যা করছিলেন? এর স্বরূপটাই বা কি? দ্বিতীয়ত, সামন্ত সমাজের “নতুন ভিত্তি” ব্যাপারটা কি? ট্রাইব্যাল সমাজে তবে কি সামন্ত-তন্ত্রের “পুবোনো” ভিত্তি থাকে? তাব চেহারাটা কি? এবই পাশে

যুগান্তকারী আবিষ্কার হলো যুবোপেব মতো সামন্ততন্ত্র আমাদের দেশে হয়নি। অত্যন্ত নতুন একটা কথা যেন বললেন। তাও বা কি বকম, “খুব সম্ভব”, তিনি সঠিক জানেন না, “সত্যিই” দেখা দেয়নি। যেন মিথ্যে দেখা দেবার সম্ভাবনা ছিলো। যুবোপীয় ও এশিয়াটিক সামন্ততন্ত্রটী কী বস্তু, কেনোই বা তাবা “ঐতিহাসিক মূল নিয়ম” সঙ্গেও বিভিন্ন এসবের জিজ্ঞাসা বা জবাব তিনি দেননি। না দিয়েছেন, কিন্তু, হঠাৎ টমসনের নকলে “গিল্ড” শব্দটি উচ্চারণ কবেন কেনো? কেউ কি বলেছে গিল্ড ভাবতবর্ষে ছিলো? অবশ্য শেষপর্যন্ত একটা যুক্তি দাঁড় কবাবার চেষ্টায় বলছেন, “এবং ট্রাইব্যাল সমাজের ওই অসমাপ্ত বিলোপের কাণ হলো, উৎপাদন কৌশলের বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলো—উৎপাদন পদ্ধতির সাধারণ বা স্বাভাবিক উন্নতির ফলে ট্রাইব্যাল সমাজ যদি ভিতর থেকে ধ্বংস পেতো তাহলে তাব বিলোপ অসম্পূর্ণ হতোনা।” উৎপাদন কৌশল বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলো মানোটা কি? কী পর্যায়ে, কোন সম্ভাবনার মুখে বিকাশ বাধা পেয়েছে? এই বাধাব চবিত্তটাই বা কি? ট্রাইব্যাল সমাজ থেকে শ্রেণী ব্যবস্থাই তো একটা ধাপ। এই ধাপ কৃষি নির্ভর কবেই গড়ে উঠেছে। আব হবাপ্রাব নজীবে জানি কৃষির বিবর্ত উন্নতির ফলেই তা সম্ভব। ট্রাইব্যাল ব্যবস্থা ভেতর থেকে ভাঙেনি তো কে ভেঙেছে? বাস্তব এলো কেমন কবে তবে? হবাপ্রা-মহেনজোদবোতে বিবর্ত ব্যবসায়ী শ্রেণীই বা আকাশ থেকে পড়লো কি? ভেতর থেকে ধাক্কা খেলেই সম্পূর্ণ যায়, বাইবে থেকে ধাক্কা খাঙে না? কর্ণওয়ালিসের নজীবেও?

এমনি আলোচনা শুল ভ্রান্তির তালিকাই শুধু বাড়বে। মাতৃতন্ত্র, পিতৃতন্ত্র, সমাজপ্রগতির ধাবা, মহেনজোদবোব পথ, আর্যদের পথ ইত্যাদি আবো নানাবিষয়ে দেবীপ্রসাদের অঙ্কতা, মার্কস বা টমসনের বক্তব্য খাপে খাপে মিলিয়ে যে প্রমাদের সৃষ্টি কবেছে তা থেকে ভাবত জিজ্ঞাসাকে বন্ধ কববার ক্ষমতা এবং পাণ্ডিত্য যেহেতু আমাব নেই স্তববাং যোগ্য আলোচনার ভবসাতে এই সমালোচনার পূর্ণচ্ছেদ এখানোই হওয়া উচিত।

## “সমকালীন সাহিত্য” \*

শৈলেন সন্নকার

জনশ্রুতি, আমাব আব সন্দেহ, নেই, প্রাণশই নিছক প্রবঞ্চনা কিংবা পবিহাস। ইতস্তত কয়েকটি পত্রিকায কিছুকাল কোনো লেখকের বচনা প্রকাশিত হলে, খুবই স্বাভাবিক, পাঠক মহলে লেখকের নামটি পবিচিত হয়ে পড়ে। এবং নানা সময়ে বিবিধ কাবণে সে-নামেব উল্লেখও হয়ে থাকে। সমালোচক এবং প্রবন্ধকাব হিসাবে নাবাষণ চৌধুরী এবন্ধি উপায়ে আমাব দৃষ্টি আকর্ষণ কবেছিলেন। লোকমুখে তিনি শ্রুত ছিলেন, কিন্তু তাঁব কোনো বচনা পডাব সৌভাগ্য আমাব হয়ে নি। সম্প্রতি চৌধুরী মহাশয়েব একটি নতুন গ্রন্থ ‘সমকালীন সাহিত্য’ হাতে এল। বলা বাহুল্য যথেষ্ট প্রত্যাশা নিয়ে এই গ্রন্থটিব পাতা খুলেছিলাম, এবং পবে আমাব বাব বাব অল্পতাপ হয়েছে, বহুশ্রুত এই প্রবন্ধ লেখকের দু’একটি বচনাব সঙ্গে আমাব পূর্ব পবিচয় থাকলে, “সমকালীন সাহিত্যেব আলোচনা থেকে নিবস্ত থাকতে পাবতাম।

গ্রন্থেব নাম যদি হয় সমকালীন সাহিত্য—আশা কবি যে কোনো পাঠকেরই প্রত্যাশা হবে এই (১.) সমকালীন বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে নিজ ধাবণাকে সম্পষ্ট কবা, (২) বাংলা সাহিত্যেব এই অধ্যায়টি সম্পর্কে গ্রন্থকাবের ধারণা কি প্রকাব তা জ্ঞাত হওবা।

আলোচ্য গ্রন্থটি হাতে আসাব পব—প্রথমেই এই পুস্তকেব চতুর্থ প্রবন্ধটি আমাব আগ্রহেব বিষয় হয়ে ওঠে। লেখক এই প্রবন্ধটিব নামকবণ কবেছেন “আধুনিক’ বাংলা সাহিত্য” (আধুনিক অংশটিব ওপব উদ্ধৃ’ কমাব ব্যবহাব লেখকের ইচ্ছাকৃত। তাঁব কথায়, “এই বিশেষিতকবণ নিতান্ত অকাবণ নয়।”)। বিশেষিত কবণ (!) না হয় বোঝা গেল। কিন্তু সেই বিশেষিতকবণ কি এই—“যা সমসাময়িক তাই আধুনিক। সাময়িকতা ছাড়া আধুনিকতাব এমন কোনো সর্বজনগ্রাহ্য বিশেষ লক্ষণ আবিষ্কৃত হয় নি।” চৌধুরী মহাশয়েব অকপট সাবল্যেব প্রশংসা কবতে হয়। এ-বকম পবম সাবল্য বোধ হয় ধর্মাক্ত প্রচাবকদেব বাণী হিসাবে সচল, কিন্তু সাহিত্যে বা চিন্তাবাজ্যে নিতান্ত হাস্যকব। সমসাময়িক আব আধুনিক যদি সমার্থ হয় তবে অন্তত বিশ্বখ্যাত এমন কিছু সাহিত্যিকেব নাম কবা যায় যাঁবা খুব কম

\* নাবাষণ চৌধুরী



কবেও বিশশতকেব স্মৃতিতেই সাহিত্যিক বয়ঃপ্রাপ্তি লাভ কবে গেছেন—  
এবং প্রথম মহাযুদ্ধৰ পৰ পৰ তাঁদেব প্ৰতিভাব শিখৰে পৌছেছেন।  
এঁদেব সম্পৰ্কে চৌধুৰী মহাশয়েৰ মন্তব্য কি হব্ ভাবা মুষ্কিল। সমসাময়িক ?  
আধুনিক ?

আমাৰ যতদূৰ ধাবণা; আয়ুৰ লক্ষ্যে ভীৰ ছুঁতেও এঁদেব সমসাময়িক  
(‘তু’একটি ক্ষেত্ৰ বাদে) বলাব চেষ্টা নিছক গলাবাজী। যদি না ‘সমসাময়িক’  
কথাটা টেনে লম্বা কৰে খুশি মতন বাডানো যায়। অথচ এঁদেব কাউকে  
আধুনিক না বুলে কি থাকা সম্ভব ? আসলে সময়বৃদ্ধিৰ খেকে বিচাৰ কৰে  
আধুনিক আৰ সমসাময়িক লেবেল মাৰাব আগে কিঞ্চিৎ ভাবা দবকাব।  
মাছেৰ মাথা, পেট, ল্যাজ টুকৰো কৰে কেটে তাকে বিচ্ছিন্ন কৰা যত সহজ  
সাহিত্য বা চিন্তাবাজ্যে আধুনিকতা সে-ভাবে বিচাৰ কৰা যায় না।

চৌধুৰী মহাশয় যদি একটু স্থস্থিৰ হয়ে—কোপাবনিকাস খেকে নিউটন  
পৰ্য্যন্ত চিন্তাবাজ্যেৰ গতিটা অনুধাবন কৰবাব চেষ্টা কৰতেন এবং দেখতেন  
তাৰ ফলাফলে স্বৰ্গ মৰ্ত্যেৰ ভেদটা মানুষেৰ চোখে কি ভাবে ধৰা পড়ে গেছে  
—দূৰবীক্ষণ লাগিয়েও স্বৰ্গেৰ অস্তিত্ব খুঁজে না পেয়ে মানুষেৰ চিন্তাবাজ্যে কি  
সাজ্যাতিক বিশ্বয় সঞ্চারিত হয়েছিল, কি দুঃসহ ধাক্কা খেয়ে মানুষ দেখেছিল  
—পৃথিৱী বস্তুময়, বস্তুৰ বাহিৰে কিছু বিশ্বাস কৰা মুৰ্খতা—এবং এই আংকিক  
জ্ঞানেৰ স্ত্ৰ ধৰে যে নববিজ্ঞানেৰ সূত্ৰপাত—পৰবৰ্তী কালে ভাবউইনেৰ  
‘অবিজ্ঞান অফ স্পিসিনে’ যাব বনিয়াদ আৰও পাকা হল—এ-ভ্ৰম ঘূচালো যে  
অনন্ত পুৰুষেৰ অঙ্ক খেকে প্ৰাণী জগতেৰ উদ্ভব, না, মানুষও ঈশ্বৰ প্ৰেৰিত  
দেবশিশু নহ। আৰ অতঃপৰ ক্ৰমেডেৰ আবিষ্কাৰে যে-মানুষ তাৰ শেষ সম্বল  
‘মন’কে পৰ্যন্ত নিজ অধিকাৰেৰ আওতাৰ বাহিৰে জেনে অসহায়েৰ মত  
কাঁদল, জটিলতাৰ অবিস্থানে নিজেৰে নিজেই খুঁজে খুঁজে হাৰবান হয়ে গেল  
—হয়ে যাচ্ছে আজও, হয়ত তাৰ সম্বন্ধে অবহিতিই আধুনিকতা কি তা  
চৌধুৰী মহাশয়েৰ কাছে স্পষ্ট কৰতে পাবত। পূৰ্ব ছই শতাব্দীৰ বিজ্ঞান  
সাধনাৰ মালমশলা নিষে এবং উনিশ শতকেৰ বনিয়াদ পাকা কৰে বিশ  
শতকে যে আধুনিকতা চৰমভাবে প্ৰত্যক্ষ হয়েছ—তাকে হৃদয়ঙ্গম কৰা  
স্থস্থিৰ মস্তিষ্কেৰ কাজ।

চিন্তাবাজ্যেৰ এই বিবাট পৰিবৰ্তন ভাবেৰ বাজ্যেৰ শিকড়কে প্ৰায় নতুন  
মাটিতে এনে বসিয়েছে—এ-কথা বললে অতুক্তি হয় না। এলিঅৰ্ট যাকে

বলেছেন : For this acceleration of change...the cause...is to be found if at all, in the history of a changing and bewildered world ...and explanation of what makes modern poetry would have to be an explanation of the whole modern world”.

চৌধুরী মহাশয়ের আধুনিকতা সম্পর্কে জ্ঞান যে নেহাতই স্থূল-বচনাব তা নয়—তাঁর সাহিত্য আন্দোলন সম্পর্কে ধ্যান ধারণাও কৌতুককর। আধুনিকতাকে আক্রমণ করতে গিয়ে কল্লোলের লেখকদেব হাজিব কবে, তাতে ঘাড়ে আস্তাকুঁড়েব জঞ্জাল ঝেলে দিয়ে বলছেন, এঁদের হুজুগ কিছু নয়। “সাহিত্যেব বৈপ্লবিক আন্দোলনগুলি কোনোটাই অপবিকল্পিত, আকস্মিক নয়”—লেখক এ-সম্পর্কে লিখেছেন। আমবা ত জানি সাহিত্য আন্দোলন পঞ্চবার্ষিকী পবিকল্পনা নয়—এবং কোনো আন্দোলনই সে-ভাবে পবিকল্পিত নয়। যদিচ এমন আন্দোলন খুবই কম পববর্তীকালে বহু বৎসব যাবৎ তাব প্রভাব না থেকে যায় না। চৌধুরী মহাশয় হয়ত এমন কোনো সাহিত্য আন্দোলনের বিষয় জ্ঞাত আছেন যা পুঙ্খানুপুঙ্খকপে হিসেব কষে তৈরি ইয়েছিল এবং জন্ম থেকেই যুবা হয়ে বয়েছে, তাব বার্ষিক্য আসবে না।

কল্লোলের লেখকেবা কি সে-স্বাভাবিক দাবী কবতে পাবেন না। অস্বাভাবিকই বা কি আছে। এঁবা নিজ নিজ দায়িত্বে প্রত্যেকেব স্ব-জ্ঞানে সাহিত্যক্ষেত্রে এসেছিলেন। হয়ত বিদায়ও নিয়েছেন কেউ কেউ। তাক অর্থ এই নয়, সবাই মৌবসি পাট্টা কবতে না পাবায় আন্দোলনই অকিঙ্কিতকব। প্রত্যেক মানুষেবই মানসিক বিবর্তন প্রায় অবশ্যজ্ঞাবী; কল্লোলের সাহিত্যিকদেব দৃষ্টিভঙ্গি পবিবর্তিত যদি হয় উত্তবকালের তাতে চৌধুরী মহাশয়েব আশ্ফালন কবাব কি আছে—বুঝি না।

আধুনিকতা সম্পর্কে কিছু না বুঝে অতঃপব লেখক গালভবা অর্থহীন কথা বলে শেষে খুব একটা পিঠ চাপডানো ভাব দেখিয়েছেন। কল্লোলযুগেব লেখকদেব শুধু নয়—আধুনিক শিল্প ও শিল্পীবা তাতে তবে গেছেন।

বাংলা সাহিত্যেব পথ বাতলাচ্ছেন শ্রীচৌধুরী। বলছেন একটি হচ্ছে “ঐতিহ্যের পথ জাতীয় সংস্কারেব পথ”, অত্রটি “বিজাতীয়তাব পথ।” ঐতিহ্য কথাটি কানে মধু ঢালে—কিন্তু চৌধুরী মশাই কি তাব লক্ষণ রূপ সংজ্ঞা দিতে পাবেন স্পষ্ট কবে? পাবলে ঐতিহ্য সাহিত্য নামে একটি প্রবন্ধ নিশ্চয় যোগ কবতেন এই বইয়ে। তিনি অবশ্য তাব বদলে “জাতীয়

সাহিত্য” যোগ কবেছেন—। তাতে কলেজ পাঠ্য গ্রন্থ পুস্তকের মত কাল দাগ আছে, মামুলি কথা, তাব অধিক কিছু নেই। ইংবেজ আগমনের পব আমাদের দেশে যে সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে—“সেইটিকেই জাতীয় সাহিত্য আখ্যা দেওয়া সঙ্গত।”—কিন্তু আধুনিকবা ইংবেজ যাবাব কিছু আগে থেকে যে সাহিত্য কবছে, চৌধুরী মশাই কি তাকেও “জাতীয় সাহিত্য” বলবেন, না সেটা ‘বিজাতীয় সাহিত্য?’ অবশ্যই বিজাতীয় সাহিত্য। সাহিত্যেব

■ জাতিভেদে তাঁব বিশ্লেষণ অপূর্ব !!

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে ৬১ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন, ‘মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বচনায় দেহবাদের সংস্কার পুনরায় কিঞ্চিৎ অত্যাগ্র বকমে আত্মপ্রকাশ কবে। তবে এ-পথে তাঁব বিশেষ কোনো সহসঙ্গী না থাকায় ওই পর্যায়ে দেহবাদী সাহিত্যেব ক্ষতিকর প্রভাব খুব বেশী দূর বিস্তৃত হতে পাবে নি। ১২৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, ‘তাঁব চাবিত্তিক গঠনের মধ্যে একটা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা ছিল। এই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা সততাবই নামাস্তব ॥’

চৌধুরী মহাশয় কি অবহিত আছেন, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা যদি সততা হয়—তবে মানিকবাবুব দেহবাদও সততাব নির্দশন? (সাকল্যেব প্রশ্ন এখানে অবাস্তব।)

সমকালীন সাহিত্যেব প্রতিটি বচনাই এই স্ববেব, অর্থহীন, ফাঁপা ফাঁকা কথায় ভর্তি। এবং একেবাবেই বালপাঠ্য।

সমকালীন সাহিত্যেব ববীজ্ঞনাথ সম্পর্কে দুটি লেখা আছে। বলা বাহুল্য সেগুলি সম্বন্ধে নিকন্তিই শ্রেষ!

সমকালীন সাহিত্য সম্পর্কে আমি চৌধুরী মশাইয়ের দুটি কথা দিয়ে শেষ কথাটি বলতে চাই।” সাহিত্যেব সবচেয়ে বড় অন্তবায় যদি কিছু থাকে, তা হচ্ছে, অন্তজ্ঞালা, দাহ ও আক্রোশ ॥” (পৃ: ৭৪) “এবং বিকৃত মনোভাব প্রভাবিত লেখনী মুখে balanced judgement সম্ভব নয় ॥”

---

মানসী প্রেস, ৭৩, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা থেকে তাবাবুষণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



॥ সাহিত্যপত্র ॥

নবম বর্ষ ; দ্বিতীয় সংখ্যা

মাঘ : ১৩৬৪

## গল্প-উপন্যাস প্রসঙ্গ\*

### হীরেন্দ্ৰনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রথমেই একটু ক্ষমা চেয়ে বাখি। আমি লেখক হিসেবে কেউকেটা নই। সাহিত্য সমালোচক তো নয়ই। কিন্তু এই সম্মেলনের উত্তোজনা বধন আমায় এখানে গল্প-উপন্যাসের সমগ্রা সম্বন্ধে আলোচনা আবস্ত কবতে বলে সম্মান দিলেন তখন আমি অস্বীকার কবতে পাবি নি।

আবশ্য একটা কাবণে একটু কুণ্ঠিত হয়ে বয়েছি। গল্প-উপন্যাস সম্বন্ধে আমাব যা কিছু জানা-শোনা তা প্রায় পুৰোপুৰি বাংলা ভাষাব মধ্যে নীমাবদ্ধ। ভাবতবর্ষেব অন্ত্যস্ত অঞ্চলে দামী কাজ হচ্ছে জানি; কিন্তু সে-বিষয়ে মতামত দেবাব শক্তি আমাব নেই। আব বাংলা লেখা সম্বন্ধেও আমি যা বলব, তাব একেবাবে চূড়ান্ত মূল্য আছে বলেও দাবী কবছি না।

একজন বাঙালী হয়তো সঙ্গত ভাবেই 'তাঁব সাহিত্য নিয়ে গর্ব কবতে পাবে। গত প্রায় দেড়শো বছব ধবে আমাদেব পবিস্থিতিতে ষতটা সম্ভব ততটা স্বজনীশক্তি নিয়েই বাংলা সাহিত্য প্রতীচ্য সংস্কৃতিব প্রভাবকে নিজেব মধ্যে গ্রহণ কবতে পেবেছে। ফলে আজ বাংলা পৃথিবীব একেবাবে সেবা সাহিত্যেব সাবিতে গণ্য না হলেও দ্বিতীয় পংক্তিতে বেশ ভালো একটা জায়গা নিয়ে আছে। আব বাংলা সাহিত্যেব গুণ ফুটেছে সব চেয়ে বেশী কবিতা আব ছোট গল্পেব ক্ষেত্রে।

আজ যদি বিদেশীদেব কাছে আমবা সগর্বে বাংলা লেখাব কোন সঙ্কল্পন তুলে ধবাব চেষ্টা কবি তো ছোট গল্পেব মধ্য থেকে বাছাই কবা হবে সব চেয়ে যুক্তিযুক্ত। আমাদেব কবিতায় যে জাহ্নু আছে তা যেন অনুবাদেব

\*নিখিল ভারত লেখক সম্মেলনের কলকাতা অধিবেশনে (২৩-২৫ ডিসেম্বর, ১৯৫৭) পঠিত ভাষণের তেধক কতৃক অনুবাদ।

চাপে উবে যায়। বোধ হয় বলা চলে যে শবৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ লেখা হল তাঁব বডো ‘ছোট গল্প’। তাঁব উপন্যাস কেমন যেন খাপছাড়া—আব তাঁব সৃষ্টিতে খুব কদাচ দেখা যায় এমন মানুষ যাব একদিকে আছে তাব সমাজগত অস্তিত্বের ইতিহাস যেখানে সে একটি ‘টাইপ’, একবিশেষ ধবনের ব্যক্তিস্বরূপ, আর একদিকে আছে তাব নিছক ব্যক্তিজীবনের ইতিহাস, যেখানে সে একা একজন বক্তৃতাংসেব মানুষ। আব এই দুই দিক মিলিয়ে একটা জীবন্ত সামঞ্জস্য ঘটেছে। কিন্তু ছোট গল্পে ববীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শবৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী, তাবশঙ্কর, বিভূতি ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং আজ যাঁরা এঁদের উত্তরাধিকারী হয়ে লিখেছেন আব যাঁদের নাম আলাদা বলাব দবকাব নেই—সবাই মিলে একটা শক্তিশালী আব বিচিত্র সাহিত্যপবম্পরা সৃষ্টি কবেছেন। তাঁরা মানুষের বাঁচা-মরাব স্বথদুঃখ নিয়ে নানাভাবে লিখেছেন। তাঁরা মনের মুক্তি আব বিষাদ আব কমনীয়তা আব প্রসাদগুণের পবিসব বুদ্ধি কবেছেন। দুর্লভ মুহূর্তে তাঁরা কেউ কেউ লেখনীষ দীপ্তমাধায় জীবনের অগোচরত্বকেও উদ্ভাসিত কবে তুলেছেন। অবশ্য প্রায়ই তাঁরা যা লিখেছেন তা স্বল্পমূল্য, যাব গুরুত্ব গৌণ, যা অগভীর, যাব বচনাবীতিতে অযত্নবিজ্ঞানেব চিহ্ন। প্রায়ই তাঁদের লেখায় দেখা দিয়েছে সেই সব দোষ যাকে বলা চলে বাঙালী মনের ছবাবোগ্য ব্যাধিবই প্রকাশ—অর্থাৎ অব্যবস্থিতচিত্ততা, মানসিক প্রগল্ভতা, আব ভাবালুতায মধ্যে অন্তর্ভূতিবই বিকৃতি। সম্প্রতি ‘বম্য বচন’ নামে পবিচিত্র কতকগুলি লেখায় এই সব দোষ জুড়ে সাহিত্যক্ষেত্রকে কটকিত কবে তুলেছে। কিন্তু সে যাই হোক। একথা নিঃসঙ্কোচে বলা চলে যে বাংলা ছোটগল্পে শিল্পকৃতিত্বের সূত্ৰ পবিচয় মিলেছে।

দুঃখের বিষয় উপন্যাস সম্পর্কে আমি বলতে পাবি না যে বাংলায় আমবা প্রকৃত সার্থক কাজ দেখাতে পেবেছি। ছোটগল্পেব ক্ষেত্রে শিল্পগত দায়িত্ব হল তুলনায় লঘু, যথার্থ-ভালে। ছোটগল্প অবশ্য আকাশপ্রদীপেব মতই প্রোজ্জ্বল, কিন্তু তাব পবিসব সংক্ষিপ্ত। ছোটগল্পেব ক্ষেত্রে বাঙালী লেখকের কৃতিত্ব উপন্যাসে মোটামুটিভাবে তাব অনার্থকতাকেই যেন আবও স্পষ্ট কবে তুলেছে। আমি অবশ্য একেবাবেই বলতে চাই না যে ব্যতিক্রমেব সন্ধানই মেলে না—তা নয়, কিন্তু ব্যতিক্রম বলতে যা বুঝি, তেমন উপন্যাসও একটি নেই যাকে জগতেব সেরা উপন্যাসেব সাবিতে ফেলা যায়। আধুনিক

লেখার কথা থাক। কিন্তু শব্দচন্দ্রের “শ্রীকান্ত”, রবীন্দ্রনাথের “গোবা” কিম্বা বঙ্কিমচন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভা-সৃষ্ট কোন উপন্যাসকেই আন্তর্জাতিক বিচারে প্রথম শ্রেণীতে রাখা যায় না। আপনাবা সবাই জানেন যে একজন বিখ্যাত ফরাসী লেখককে ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ কবি কে জিজ্ঞাসা কবাত্তে তিনি জবাব দেন। “দুর্ভাগ্যক্রমে বলতে হবে, ভিক্তব হ্যাগো।” আজ এই ১৯৫৭ সালে যদি আমাকে কেউ জিজ্ঞাসা কবেন যে বাংলাভাষায় শ্রেষ্ঠ উপন্যাস কোনটি, তাহলে আমায় জবাব দিতে হবে। “দুর্ভাগ্যক্রমে, রবীন্দ্রনাথের ‘গোবা’!”

আধুনিক যুগে, গত কয়েক শতাব্দীতে, উপন্যাসের বিকাশ ঘটেছে, আর বালজাক্ কিম্বা টলস্টয়-এর মতো স্রষ্টাব হাতে উপন্যাস এমন এক স্তরে উঠেছে যা এখনও নাগালের বাইরে। বালজাক্-এর “দি হিউমান্ কমেডি” কিম্বা টলস্টয়-এর “ওয়াব এণ্ড পীস্” পড়তে গেলে মনে হয় যে উপন্যাসকার যেন কীটস্-এর ভাষায় বলতে পাবেন, “Knowledge enormouses make a god of me!” সর্বোচ্চ স্তরের উপন্যাস হল গল্পে মানুষজীবনের অন্তর্নিহিত কাহিনী। উপন্যাসই হল প্রথম শিল্পরূপ যা গোটা মানুষকে নিয়ে তাব কথা বলেছে। যা পাঠককে শুধু জীবন সম্বন্ধে নতুন খবর দেয় নি, তাকে যেন নতুন একটা দৃষ্টিশক্তি এনে দিয়েছে, যা মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা, আর ক্ষুধা আর প্রেম আর হিংসা ঘেষেব ছবি একে সঙ্গে সঙ্গে সমাজের পশ্চাৎ-পটকেও জীবন্ত কবে তুলেছে। ব্যাষ্টি ও সমষ্টি সম্বন্ধে উপন্যাসের এই স্ফূটিকার গুরুত্ব প্রভূত। কারণ লেখক যতই নিবাসক্ত হোন না কেন, সামাজিক পরিবেশ সম্বন্ধে উদাসীন তিনি হতে পাবেন না—যুগযুগ ধবে মানবতাই ধাঁদেব গবিমা হয়ে এসেছে, সেই শিল্পীবা কখনও মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনীহা পোষণ কবতে পাবেন।

সম্প্রতি কিছুকাল ধবে প্রধান লেখকেরা উপন্যাসের আয়তনকে সংক্ষিপ্ত কবে গভীরতাব দিকে বিশেষভাবে মনোনিবেশ কবেছেন। এতে সম্ভবত কোন কোন ক্ষেত্রে অর্থঘনত্বের বৃদ্ধি ঘটেছে, বচনার্শৈলীর চর্চা-ও নিফল হয় নি। কিন্তু বচনায় সামগ্রিক একাত্মতায় যেন হানি হয়েছে। ইতিহাসের বুর্জোয়া যুগে উপন্যাসই হল সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে বিশিষ্ট সাহিত্য সৃষ্টি—উপন্যাসই হল বর্তমানের মহাকাব্য। সমাজ এবং প্রকৃতির অন্তর্ভাবের বিরুদ্ধে ব্যক্তির ষে-সংগ্রাম একদা বিপুল উদ্দীপনায় সভাকে সঞ্জীবিত

কবেছিল সেই সংগ্রামেব মহাকাব্য। কিন্তু বুর্জোয়া যুগের অভ্যুদয়েব মধ্যেই তার ভবিষ্যৎ খণ্ডনের বীজ নিহিত ছিল বলে ক্রমশঃ এল সংকট, যাবৎ ঘনায়মান পবিবেশে লেখককেও পশ্চাদপসরণ কবতে হল। তাই ভিক্টোরীয় যুগে সে-সংগ্রাম স্তিমিত হয়ে এল, “Wuthering Heights” কিসা “The way of All Flesh”-এর মতো উপন্যাসে শিল্পের অপবাজ্যেব্ব ঘোষিত হলেও সাধাবণ ভাবে বিকৃপ বাস্তবেব সঙ্গে শিল্পীও যেন বোঝাপড়ায় নাম্মলেন। তখন থেকে ক্রমশঃ যে স্থানুভাব শিল্পীৰ মানসে প্রবেশ কবেছে, তাব জেব আজও মেটেনি। আজও বাত্যাবিক্ষুদ্ধ বিংশ শতাব্দীৰ রূপায়ণ উপন্যাসে সম্ভব হয় নি। বিংশ শতাব্দীৰ উপব দিষে ঝড়ঝঙ্কা বয়ে চলেছে। অধঃগং জুড়ে সমাজে আব মানুষেব জীবনে ভূমিকপ্শেব চেয়ে প্রচণ্ড আলোড়ন এসেছে, বিংশ শতাব্দীৰ জনতাৰ কামনা আব অভ্যুত্থান আর অপবাধ আব অশান্ত আকুলতাৰ সীমাপবিসীমা নেই, এশিয়া মহাদেশে বিশেষত বহুযুগেব স্রুষ্টি ভঙ্গেব লক্ষণ ফুটে উঠেছে। কিন্তু এখনও প্রকৃত সার্থক উপন্যাস এর প্রতিচ্ছবি নেই। কিন্তু একমাত্র উপন্যাসই পারে আজকেব সামূহিক জাগৃতিব শিল্পরূপ দিতে, উপন্যাসই পাবে গোটা জীবনের ছবি আঁকতে; উপন্যাসই পাবে মানুষেব দৈনন্দিন জীবনধারাৰ মধ্যে কলুষ আব গবিসাব সহ-অবস্থানকে বসোত্তীর্ণ কবতে, উপন্যাসই পারে বৰ্ষণেব মধ্যে বামধনু চিত্রণ কবতে।

সভাস্থ শ্রোতাদেব মধ্যে অনেকে ভাবতে পাবেন যে এ-সমস্ত কথা অবাস্তব, কিন্তু আমি তা মনে কবি না। আমি এক মুহূর্তেব জ্ঞাতও বলতে চাই না যে ইষোবোপে যে-ভাবে ইতিহাসেব বিকাশ ঘটেছে তা একেবাবে আমাদের ইতিহাসেবই অলুৰূপ। কিন্তু আধুনিক যুগে আমাদের শিল্পীবা যখন পশ্চিমেব অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা সংগ্রহ কবতে কুণ্ঠিত হন্ নি তখন হয়তো আমবা স্বীকাব কবব যে ইষোবোপ থেকে আরও শিক্ষা আমবা পেতে পাবি।

আমাদেব দেশে উপন্যাসেব ক্ষেত্রে একটা সংকট এসে উপস্থিত হয়েছ—এ-সংকটেব চবিত্র পশ্চিমেব সংকট থেকে অবগু ভিন্ন। আমাদেবই চড়ে এ সংকটেব সমাধান কবতে হবে, নইলে উপন্যাসেব ক্ষেত্রে সিদ্ধিব স্বল্পতাতেই আমাদেব তুণ্ঠ থাকতে হবে।

এ-কথা হয়তো বলা যায় যে বুর্জোয়া সভ্যতাৰ ধাক্কা আমাদেব দেশে

লেগে থাকলেও পশ্চিমের মতো আমাদের দেশে ব্যক্তির সঙ্গে সমাজ ও প্রকৃতির বিবোধ অত্যন্ত প্রকট নয়। জাতি হিসেবে আমাদের বয়স বড়ো বেশী, আর প্রাচীন সংস্কৃতির উত্তরাধিকার পাওয়ার মধ্যে লাভ আর লোকসান দুই-ই যেন মিলে আছে। আশা কবি আমাদের আপনাবা মার্জনা করবেন, কিন্তু আমাদের মনে হয় যে সম্ভবত অধ্যাত্মক্ষেত্রে বাঁধাবাধির মধ্যে বাস করা যেন আমাদের মজ্জাগত—জাতিভেদ আর বহুগব্যাপী সামাজিক নির্দেশের জালে জড়িয়ে থাকার একটা ফল আছে নিশ্চয়ই। আমাদের উত্তরাধিকারের মধ্যে আছে এক প্রকারের স্তমহান্ গুচিতা ও পবনতম সহিষ্ণুতা, কিন্তু মানুষে মানুষে পবনপব-সম্পর্কের ক্ষেত্রে বড়ো বেশী দিন ধরে আমরা সামাজিক নিষেধ নিগড়ে নিজেদের বেঁধে রাখতে অভ্যস্ত থেকেছি। তাই আমাদের ইতিহাসে এক ধরনের সামাজিক সামঞ্জস্যে আমরা হাজির হতে পেরেছি, কিন্তু সেই সামঞ্জস্য সাধন করতে গিয়ে ব্যক্তিমানসের ক্ষতি হয়েছে। ইয়োবোপে মধ্যযুগে এই রকম একটা ব্যাপার ঘটেছিল, কিন্তু নেপোলনকে চেয়ে আমাদের এখানে ঘটনাটাই ব্যাপ্তি ও বৈশিষ্ট্য ছিল আরও গভীর। এমনকি, কবীর, চৈতন্য, নানক, তুকাবাম প্রভৃতি সাধুসন্ত, ধার্মা প্রচলিত ধর্মধারার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে এক বিশ্বয়কর মানবতার প্রতীক হয়েছিলেন, তাঁদেরও যেন এদেশের সর্বব্যাপী সমাজ শৃংখল কবলিত করেছিল।

আর তাই যে-প্রেম হল উপন্যাসের মূখ্য উপজীব্য, পৃথিবীর নিত্য বিঘ্নের যে-অন্তর্ভূতির উপর যেন নির্ভর করছে, তা পর্যন্ত ভাবতবর্ষের জীবনে নির্মম নিগড়ে বাঁধা পড়েছে। ছোট গল্পের এলাকা সীমাবদ্ধ বলে সেখানে প্রেমের মুক্ত কাহিনী সহজে স্থান পেতে পারে, কিন্তু লেখক যদি অনেক দূর পর্যন্ত জাল পাতেন তো মুশকিল। স্তবধার আশ্চর্য হলে চলবে না যে প্রেমের কথা বলতে গিয়ে বক্ষিমচন্দ্রকে নীতিবাণীশতার মধ্যে মুখ গুঁজতে হয়েছে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পালাবার পথ খুঁজেছেন। শবৎচন্দ্র প্রায় অবাস্তবতার আশ্রয় চেয়েছেন, আর তাবাগন্ধব-প্রমুগ আধুনিকেরা যে-জীবনের সঙ্গে সাম্য পবিচয় তাকে ছেড়ে সমাজের অন্তঃবাসীদের কাছে ছুটেছেন, ধার্মা স্বগোরের বাইরে তাদের কথা বলেছেন। দূর থেকে সমাজসীমান্তের খোঁজ চেয়েছেন—নতুবা মনখোলা লেখা সম্ভব হয় নি।

সম্ভবত এই জন্তই উপন্যাসের ক্ষেত্রে ধার্মা আমাদের স্বল্পসংখ্যক কাল-



জয়ী লেখকই হোন কিম্বা “কলৌল” গোষ্ঠীর মতো স্বাবলীয়া পথিকৃৎ হোন, তাঁরা আমাদের অদৃষ্টপূর্ব জিনিষ দেখিয়েছেন বটে, কিন্তু মনকে এমন ধাক্কা দিতে পাবেন নি যাব ফলে আমাদের অল্পভূতি প্রথব ও উত্তত হবো জীবন-দর্শনের নতুন বাজ্যে বওনা হতে পাবে।

ভাবতেব স্প্রাচীন চিন্তাব যে অক্ষয় বত্ব-ভাণ্ডাব বয়েছে, তাও যেন আমাদের একটা স্থলভ আশ্রয় দিয়েছে। গ্রীকদেব কাছ থেকে ইয়োবোপ যে মর্মবেদনা উত্তবাধিকা বস্তুত্রে পেয়েছে, আমবা ঠিক তা পাই নি। জীবনে বা শিল্পেব ক্ষেত্রে সমস্তাব সম্মুখীন হয়ে আমবা সহজে নেই আশ্রয়ে প্রবেশ কবে অঙ্গ জুড়িবেছি—এ অবশ্য মনের শান্তিব দিক থেকে মস্ত জিনিষ কিন্তু এতে পার্থিব সাধনায় বাধা পড়ে থাকে। ভূমাব যে-আস্বাদ, তাব চেয়ে বডো কিছু নেই নিশ্চয়ই, কিন্তু আমবা বোধ হয় দুস্তব প্রয়াসে লিপ্ত না হয়েই নেই আস্বাদেব অল্পভূতি কল্পনা কবি। আব ফলে এই ক্লিষ্টগ্রহবাসী মানুষ হিসাবে সার্থকতা আমাদের কাঁকি দিয়ে যায়।

এ-সব কথা ভেবেই মনে হয় যে আমাদের আধুনিক মহাবখীবা যে প্রায়ই ব্যর্থ তার কাবণ হয়তো এখানে খুঁজে পাওয়া যাবে। আজ দেখি বাজশেখব বস্তুব মনোহাবী প্রতিভা সিদ্ধিব কোন্ স্তবে উঠতে পেয়েও উঠল না—হয়তো আনাতোল ফ্রাঁসেব মতো বুদ্ধিদীপ্ত, হাস্তোজ্জ্বল, যুক্তিসিদ্ধ বচনা তিনি আমাদের দিতেন, কিন্তু প্রথম বিশ্বয ও আনন্দ উদ্বেক কবাব পব থেকে তিনি খেয়ালমাফিক যা লিখছেন তাতে সৌষ্টব আছে কিন্তু বত্ব নেই। প্রেমেন্দ্র গিত্র আর শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় তো শ্রেফ লডাই ছেড়ে দূরে চলে গেছেন। ‘বনফুল’, মনোজ বস্তু আব বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় অগভীর জলে সাঁতাবেব কথেকটা স্বদৃশ কায়দা দেখিয়েই যেন তুষ্ট। অচিন্ত্যকুমাব আব অন্নদাশঙ্কর চিন্তাব নেমে মনকে চোখ ঠেবেই অভিভূত হয়ে বয়েছেন। মুজ্তবা আলি কিছুটা চমক জাগাতে পাবতেন, কিন্তু গভীব কথা এড়িয়ে চলে তিনি ক্রমাগত ধবেই নিচ্ছেন যে পাঠকগুলো অল্পে খুশী হাবাগোবা-জাতীয় মানুষ।

চাবদিকে যখন অন্ধকাব তখন তাবাসঙ্কব, বিভূতিভূষণ এবং মাণিক, এই তিন বাঁড়ুজ্জব লেখা থেকে যে-আলো বেবোচ্ছে, তাব দাম দিতে হবো। এঁদেব মধ্যে সব চেয়ে অল্পধাবনযোগ্য হলেন তাবাসঙ্কব। যাদও মাণিক, যাব মৃত্যু গত বৎসবে আমাদের মন ভেঙে দিবেছিল, সম্ভবত আবও দামী

লেখা বেখে যেতে পাবতেন, যদি তিনি নিজে এবং বাঙালী সমাজ তাঁর শিল্পীসত্তাবনা সম্বন্ধে একটু প্রকৃত আগ্রহ দেখাতেন।

বিভিন্ন ভাবে এবং বিভিন্ন দিক থেকে এই তিন জন জীবন সম্বন্ধে অভিনিবেশ নিয়ে ভাবতে চেষ্টা কবেছেন। 'জীবন সম্বন্ধে চিন্তা না কবলে শিল্পী কখনও জীবন সৃষ্টি কবতে পাবেন' না, কিছু লোকেব অকিঞ্চিৎকর ছবি তিনি আঁকতে পাবেন, কিম্বা কোন মূর্ত্ত, তোলপাড় না-কবা অল্প-ভূতিব নিপুণ বিশ্লেষণও দেখাতে পাবেন, কিন্তু চিন্তা বিনা মানুষ গডতে পাবেন না।

এঁদের মধ্যে বিভূতিভূষণ একটু শীঘ্র আৰ অল্লাখানে মন স্থিৰ কবেছিলেন —সম্ভবত গভীৰতব চিন্তাব প্রয়াস তাঁব সহ হয় নি। তাঁব সব প্রশ্নেব জবাব তাই তিনি পেয়েছিলেন একপ্রকাৰ কাব্যধাৰায়; চোখ তানি খুলে বেখেছিলেন বটে, কিন্তু প্রকৃতি ও সমাজেব পৰিবেশে মানুষ শুধু বেঁচে থাকাব মতো ব্যস্ততা নিয়ে তুষ্ট থাকবে, এই ছিল তাঁব কাছে অবধাবিত। এব ফলে দু-একটা উপগ্রাস আৰ দু-তিনটে ছোট গল্প ছাড়া তাঁব অল্প লেখা এখনই বইয়েব তাকে তুলে বাখাব অবস্থায় দাঁড়িয়েছে, সৃষ্টিব মায়া অন্তর্ধান কবেছে। যে সব ছবি বহু স্নেহে তিনি ফুটিয়েছিলেন, হয়তো সিনেমা তাকে কিছুকাল জীবন দিতে পাববে, কিন্তু অল্পভূতি আগ্রহ কবাব শক্তি তাঁব বচনা প্রায় হাবিয়ে বসেছে।

সম্ভবত মাণিক-ই প্রথম ভালো কবে ভাবতে বসেছিলেন মানুষেব নিজেব সঙ্গে আৰ সামাজিক পৰিবেশেব সঙ্গে সম্পর্ক আৰ সংঘাতেব কথা। কাবও কাবও কাছে মনে হয়েছে যে যৌনপ্রবৃত্তি আৰ চিত্তবিকাৰেব প্রকাব-ভেদ নিয়ে তিনি মাখা ঘামিয়েছেন বেশী। কিন্তু কখনও তিনি ঐ-ধবনেব ব্যাপাবে নামাজিক পৰিবেশ থেকে আলাদা কবে দেখেন নি। সন্ধানীৰ আগ্রহ নিয়ে তাই তিনি অগ্রসব হয়েছিলেন, কিন্তু দুঃখেব বিষয় সে-আগ্রহ যথেষ্ট ছিল না। শিল্পী হিসেবেই তিনি মার্ক্সবাদেব দিকে ঝুঁকেছিলেন, কাবণ তিনি সব চেয়ে বেশী চেয়েছিলেন যাতে অখণ্ড জীবন-বোধ তাঁব আয়ত্ত হয়, আৰ তা আয়ত্ত হলে প্রতিফলনে তাঁব বচনা সমৃদ্ধ হয় ওঠে। তাঁব ইঞ্জিয় ছিল আগ্রহ, কিন্তু চিত্তবৃত্তিতে নিষ্ঠা ও একাগ্রতাৰ অভাব ছিল। আৰ তা ছাড়া লেখাই ষাঁব জীবিকা, তাঁকে যে হাজাব যন্তণাব শব প্রতিদিন সহিতে হয়, তা তাঁব দেহ-মনকে পিষে ফেল্। বাঙালীৰ লজ্জাব কথা,

যখন আমবা এ-পৰিস্থিতি সম্বন্ধে সজাগ হলাম তখন অতিবিক্ত বিলম্ব ঘটে গেছে। তাই মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়েৰ দেহাবসান হল, জীবনযাপনেৰ যে যত্না আমাদেৰ দেশে শিল্পীৰ সৃষ্টিশক্তিকেও বিকৃত ও শীর্ণ কৰে ফেলে তাবই যুপকাঠে তিনি হলেন বলি।

আজকেৰ লেখকেৰ মনোজগতে যে সংকট দেখা দিয়েছে, তাৰ প্ৰতিভু হলেন তাবান্ধব, যদিও সচেতন চিন্তাব চেয়ে সহজ উপলব্ধিৰ উপবই তিনি নিৰ্ভব কৰে থাকেন। বৰ্তমানেৰ মতো যা প্ৰাচীন তাবও গুৰুত্ব বৰ্ষেছে এ-কথা তিনি জানেন, কিন্তু দু'য়েৰ মধ্যে তাবসাম্য তিনি আবৃত্ত কবতে পাবেন নি—অতীতেব বোঝা যাতে অতিবিক্ত চাপ না দেয়, সেদিকে নজব তাঁব যথেষ্ট প্ৰথব নয। তাঁব আকাংখা এমন চেতনাৰ স্তৰে উপনীত হওয়া, যেখানে সকল ধাৰাও সকল প্ৰকবণ সাৰ্থক হতে পাবে। কিন্তু এই যে-চেতনা, যা একেবাৰে চূড়ান্ত সিদ্ধিৰ পৰিচায়ক, তা শুধু সৰ্ববস্তুতে কল্যাণেৰ অন্তিম সম্বন্ধে অক্লেশে আয়ত্ত ধাবণাতে মেলে না। তাব জন্তু প্ৰথব, শাণিত অলুশীলন প্ৰয়োজন। তাবান্ধব-মানসে সামন্ততান্ত্ৰিক জীবনেৰ বিশিষ্ট মোহনীয়তা এবং সামাজিক ক্ৰান্তিৰ আন্তৰিক কামনা যেন একটু অপ্ৰতিভ ভাবে সহ-অবস্থান কৰছে—সিদ্ধান্তেৰ সামঞ্জস্য তাঁব পৰ্যবেক্ষণকে প্ৰাণেৰ প্ৰবাহ দিতে পাবে নি। তাঁব সৃষ্ট চৰিত্ৰগুলিৰ মধ্যে যাদেব তিনি সব চেয়ে কাছে থেকে জানেন, তাবাই—যেন একটা উদ্বেগ পঠকেৰ মনে স্থাপিত কবাব জন্তু চিত্ৰিত হয়েছে—কলে তাবা প্ৰায়ই নিশ্চিন্ত এবং কখনও কখনও অবাস্তব। কিন্তু নিজেৰ শিল্পীমানসকে তুষ্ট কবতে তাঁকে সমাজেৰ প্ৰত্যন্তে যেতে হয়েছে, যেখানে বাস কৰে বেদেনী আৰ কাহাব আৰ সাপুড়ে—এদেৰ বিষয় তিনি এমন প্ৰাণভবা মমতা নিয়ে লিখেছেন যে শিল্পগত দোষও প্ৰায় চাকা পড়ে গেছে। মাল্লুযেৰ নবকপেৰ জন্তু তাঁব হৃদয়-বেদনাৰ অন্ত নেই। কিন্তু সে-কপ আবিকাৰ তিনি কবতে পাবেন নি। আব সম্ভবত তাই তাঁব সাম্প্ৰতিক বচনায় তিনি স্বচ্ছভাবে লিখে চলেছেন এমন বিষয়ে বাব গোডায় গনদ হল যে তা অন্তঃসাবিশৃঙ্খ। কিন্তু লক্ষ্য কবাব বস্তু হল তাঁব সত্যতা, আব নিজেৰ বচনা সম্বন্ধে তাঁব অসন্তুষ্টি—আব কোন লেখক ছাপা বচনা নিয়ে এত অদল-বদল কবেন না, মেজে-ঘৰে ক্ৰমাগত সাৰ্থকতাৰ সন্ধানে লিপ্ত থাকেন না। যেদিক থেকেই দেখি না কেন, তিনিই আজ আমাদেৰ সৰ্বাগ্ৰগণ্য ঔপন্যাসিক।

১৯৩৫-৩৬ সাল নাগাদ বা'লা সাহিত্যেব আসবে প্রগতিশীল নাম নিয়ে বচনাব বে-ধাবা দেখা দিয়েছিল, আজ তা খুব জাহিব হতে না থাকলেও বাংলা লেখাব সর্বত্র তাব একটা প্রভাব মিশিয়ে বয়েছে। গোপাল হালদাবকে এই ধাবাব প্রতিনিধি বলে ধবা চলে। তাঁব মন অস্থির, জিজ্ঞাসা অনন্ত। তাই লেখা কিছুটা নীবস হলেও নতুন পথেব ইঙ্গিত তিনি দিতে পাবেন। মানুষকে জানাব নতুন দৃষ্টিকোণ খুঁজে থাকেন। কিন্তু ছু'একটা ছাড়া তাঁব চবিত্তগুলিব যেন ঠিক প্রাণ নেই—কেবল লক্ষ্যপ্রধান লেখাব অভিশাপই হল এই। সে যাই হোক, লক্ষ্য স্থির কবাব প্রচেষ্টাব মধ্যেই মূল্যবান অনেক কিছু আছে। আব এবই প্রভাব আজ অনেক গল্প উপন্যাসে ছড়িয়ে পড়েছে। স্তবোধ ঘোষ, সতানাথ ভাহুডী, নবেন্দ্রনাথ মিত্র, সমবেশ বসু, এমন কি বিমল মিত্রেব নাম কবে বলা যায় যে এঁদেব কেউ কেউ প্রগতিবাদেব প্রভাব অস্বীকাব কবতে চাইলেও তাঁদেব লেখাব সে-প্রভাবেব ছাপ কম-বেশী পড়েছে।

বাংলায় ধাবা ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছেন, বমেশচন্দ্র দত্ত আব হবপ্রসাদ শাস্ত্রী থেকে বাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আব বর্তমানেব কয়েকজন ধাবা লিখেছেন, তাঁদেব কথা আলোচনাব সময় হল না। আব সময় নেই আমাদেব মহিলা ঔপন্যাসিকেব কথা বলবাব—তাঁদেব কেউ কেউ মোটামুটি ভালো লিখেছেন বটে, কিন্তু আমাব আশঙ্কা যে প্রকৃত উচ্চ শ্রেণীর সৃষ্টি তাঁদেব কাছ থেকে পাই নি।

আমি স্বীকাব কবছি যে তাড়াহুড়ো কবে আমাদেব গল্প-উপন্যাস সম্বন্ধে বিচাব কবতে বসে হয়তো স্পর্ধা দেখিয়ে ফেলেছি। আব সেজন্তু আবাব ক্ষমা চেয়ে নিছি। কিন্তু আমি লেখকদেব কাছে অনুন্নয় কবে বলব যে তাঁবা গভাবভাবে আলোচনায় নামুন—সে-আলোচনা এ ধবনের সম্মেলনেব বাহাড়াধ্বব থেকে দুবে বেশ সময় নিয়ে চালাতে হবে, সে-আলোচনায় যোগ দেবেন স্বয়ং লেখকরা। তাঁবা চেষ্টা যেন কবেন জানতে—(যদি জানা সত্যই সম্ভব হয়) যে কেন আমাদেব উপন্যাসেব ক্ষেত্রে গর্ব কবতে পাবি এমন ফল ফলেছে না। আর এই দুববস্থা দুব কবাব কোন শিল্পনঙ্গত বাস্তা খুঁজে পাওয়া যায় কি না। আমি হয়তো কঠোব স্ববে কয়েকটা কথা বলেছি, কিন্তু আমাব স্বপক্ষে বলব যে নিজের ভাষা ও সাহিত্যকে ভালোবাসি আর তাই নিয়ে গর্ব করি বলেই কঠোর হয়েছি। আব যদি একথা বলতে

দেন তো বলব যে আমি চাই ছনিষাব দববাবে ভাবতীয় সাহিত্য ভাবতীয় ভাষায় বচিত শিল্পসৃষ্টিৰ মধ্য দিয়ে যেন প্রকাশ পায়। কাউকে ক্ষুণ্ণ না কৰে বলতে চাই যে মূলক্বাজ আনন্দ প্রভৃতি কয়েকজনেৰ ইংবেজীতে উপন্যাস লিখে বাহবা পাওয়াটা আমি একটা দুৰ্ঘটনা বলেই মনে কৰি। আমবা যে অবস্থায় বাস কৰি, তাতে হবতো তাঁদেব নিঃসন্ধি কৃতিত্বেৰ এই অপব্যবহাৰ অনিবার্ধ হয়েছে। ইংবেজী ভাষাব সম্পদ এত বেশী যে যাদেব মাতৃভাষা ইংবেজী নয় তাদেব পক্ষেও কিছু পৰিমাণে তাকে আয়ত্ত কৰে কাজ-চালানো লেখা উৎপাদন কৰা সম্ভব। কিন্তু ইঙ্গ ভাবতীয় গল্প-উপন্যাস ভাবতবৰ্ষেৰ জীবনেৰ কতকগুলো ছবি আঁকতে পাবলেও তাব প্রকৃত প্রকাশ ঘটাতে পারে না।

আমাব ভবনা তাই নিছক ভাবতীয় বচনাব উপর, আব সেই পুণ্য দিনেৰ জন্তু আমি ব্যাকুল হয়ে আছি, যখন বলতে পাবব যে আমাদেব শ্রেষ্ঠ লেখা সত্য ও স্তম্ভেৰ উচ্চ শৃঙ্গে প্রকৃতই আবোহণ কবতে পেবেছে।

---

## স্বাৱসে তুং-এৱ

কবিতা

বিষ্ণু দে

২

### গীত সারস মিনাৱ

ব্যাগ্ৰ নম্ৰটি নদী বয়ে যায় মধ্যবাজ্যদেশে,  
দক্ষিণে আব উত্তৰে কাটে একটি সন্নিবেশে ।  
কুয়াশা এবং বৃষ্টিধাবায় নীলিমাব লাগে ধাঁধা,  
কচ্ছপগিৰি নাগপৰ্বতে মহানদী বাহুবান্ধা ।

কে জানে সে গীত সাবস উড়েছে কোথায়,  
এখন কেবল যাত্ৰীবা দেখে যায় ।  
পান কৰি খুব বিভোব স্বাস্থ্য পান,  
হৃদয়েব চেউ পিছু ধাওয়া কৰে নদীৰ প্ৰবল বান ॥

৩

### চিং কাং

পাহাড়ের পায়ে দেখা যায় কত নিশান,  
পাহাড়ের শিৰে তুবীভেবী শোনা যায়,  
শত্ৰু যিবেছে আমাদেব শত চক্ৰেব ব্যুহবেথায়,  
আমবা অটল পাহাড় যেমন ঠায় ।

ইতিমধ্যেই প্ৰাচীৰ কেলা গড়া হয়ে গেছে দৃঢ়,  
তাছাড়া বয়েছে আমাদেব পণ অটুট সে জিগীষায় ।  
হ্যাংইয়ান প্ৰান্তে ওদেব কামান যে কাত্ৰায়,  
শত্ৰু পালায় জানায় সে বাৰ্তায় ॥

## ফুজান্ ভান্ বা বৎসরের প্রথম প্রভাত

নিন্ হুয়া, চিন্ লিউ, কুই হুয়া, সবথানেই  
 পথ কুটিল, বন গহন, কাদা পিছল।  
 সে কোন দিকে আজকে তোব যাত্রা বন্ ?  
 ছোট্ট বে সোজা ছোট্ট বে উ য়ি পাহাড়তল,  
 পাহাড়তল, পাহাড়তল।  
 বাতাসে লাল নিশান খোলে ছবিব মতো সগুঞ্জল ॥

৫

## ছই চাং

উষা হবাব সাধেই প্রাচী জাগে,  
 ভেবো না ভুমি বেবোলে খুব আগে,  
 কত সবুজ পাহাড় পার হয়ে মানুষ আজও নবীন অহুসাগে,  
 নিসর্গেব শোভা এখানে কী অপরূপ লাগে।

ছইচাঙেব বাইবে গেলে আকাশ-ছোয়া শিখব,  
 পূবসাগব অবধি চলে সমানে পবপব।  
 পন্টনেবা আঙুল তোলে দক্ষিণে কান্তন,  
 হৃদয় যত উদ্বেজিত ততই আবো প্রথর ॥

৬

## ভা পেই ভি

লাল জাফরান জবদা সবুজ নীল অতিনীল বেগুনি,  
 বঙেব মেথলা হাতে ধবে ঐ হাওয়ায় নাচছে কে শুনি ?  
 বর্ষণান্তে আবার সূর্য আভঙ্গ,  
 তোরণ পাহাড় ঝলকায় নীলে কি রঙ্গ।

সে বছরে হল গুরুতর এক যুদ্ধ,  
 অগ্র গ্রামেব পাঁচিলে বুলেটকদ্ধ।  
 সাজাও এবারে তোরণ-পাহাড় সাবা দেশ,  
 চতুর্দিকেব রূপ দেখে অজ্ঞ খোলে বেশ ॥

৭

লু গিরি বজ্র (মহাপ্রাচীরের কাছে)

পশ্চিমা হাওয়া উদ্দাম সাধে বাদ,  
 দীর্ঘ আকাশে হাস ডেকে যায় হিমের প্রভাতী চাঁদ,  
 হিমের প্রভাতী চাঁদ,  
 ঘোড়ার স্কুবের শব্দে বিবাম,  
 বিউগল ধ্বনি কান্না।

উচ্চ ফটকমহল দীর্ঘ পথ কি লোহাব ফাঁদ,  
 এবারে আমবা পাব হয়ে যাই ছাদ,  
 পাব হয়ে যাই ছাদ,  
 নীল পাহাড়কে মনে হয় বুঝি সাগর,  
 অস্তুর্যে যেন বজ্জের স্বাদ ॥

---

(কমরেড মাওসে তুং বছর খানেক আগে চীনের কবিতা-পত্রের তাঁর আঠারোটি কবিতা ছাপার অনুমতি দেন। অধ্যাপক তান য়ু শান্ এবং আমার স্নেহভাজন অনামিক চৈনিক ছাত্রের সহযোগিতায় সেগুলি অনুবাদ করার চেষ্টা করি। অনুবাদগুলি ভূমিকাসহ পুস্তিকাকারে শীঘ্রই বেরোবে। এখানে তার কয়েকটি ছাপা হল।)



ভাষা সমস্যা \*\*\*

রাশিয়া ও ভারতবৰ্ষ

ভবানী চৌধুরী

ভাৰতীয় ভাষা কমিশনেৰ সম্পাদক, শ্ৰীএস, জি, বাৰ্তে বাশিয়া গিয়ে-  
ছিলেন প্ৰথম সমাজতান্ত্ৰিক দেশেৰ চল্লিশ বছৰেৰ অভিজ্ঞতা যাচাই কৰতে।  
কমিশনেৰ বিপোর্টে বেশ খানিকটা জাষণা জুড়ে আছে তাঁৰ বিবৰণ। মনে  
হয় কমিশন ভাৰতবৰ্ষেৰ সমস্তাব যে সমাধান আবিষ্কাৰ কৰেছেন তার  
আংশিক সমর্থন খুঁজেছেন ওদেশেৰ অভিজ্ঞতাতে।

শ্ৰীবাৰ্তেৰ মতে বহুভাষী দেশে কি ভাবে সমস্তাব সমাধান হতে পাবে  
তাৰ একমাত্র নজিৰ মেলে সোভিয়েট যুক্তবাহ্ট্ৰে। ওখানকাৰ বিশেষজ্ঞবা  
নাকি ঠুঁকে বলেন যে ভাৰতবৰ্ষেৰ ক্ষেত্ৰে কমিশন সঠিক পথ নিৰ্দেশ  
কৰেছেন। এসব কাৰণে বিপোর্টটি নিয়ে বাক্-বিতণ্ডায় প্ৰায়ই প্ৰশ্ন ওঠে  
আমাদেৰ সমস্তাব ওদেশেৰ অভিজ্ঞতা কি ভাবে এবং কতটুকু কাজে লাগতে  
পাবে।

সোভিয়েট যুক্তবাহ্ট্ৰেৰ অভিজ্ঞতা বিচাবে শ্ৰীবাৰ্তে যে তথ্য পৰিবেশন  
কৰেছেন তাৰ ষথেষ্ট মূল্য আছে। স্বভাবতই তিনি আলোচনা আবস্ত  
কৰেছেন জাৰ্দ্দেৰ ভাষানীতি থেকে এবং দেখিয়েছেন বিপ্লবেৰ পৰে কি  
পৰিবৰ্তন হয়েছে।

ৰুশ ছাড়া অন্ত কোন ভাষাৰ প্ৰতি জাৰ্দ্দেৰ শ্ৰদ্ধা ছিল না। শিক্ষা,  
শাসনতন্ত্ৰ ও অন্তান্ত সব ব্যাপাবে ৰুশকে সাম্ৰাজ্যেৰ একমাত্র ভাষা হিসাবে  
প্ৰতিষ্ঠিত কৰা ছিল তাঁদেৰ উদ্দেশ্য। তাঁদেৰ নীতি ছিল সৰ্বত্র স্থানীয় ভাষাৰ  
পৰিবৰ্তে ৰুশ ভাষা জনসাধাবণেৰ ওপৰ চাপান। সাম্ৰাজ্যেৰ যুবোপীয় অংশ  
যেমন যুক্তাইন, জৰ্জিয়া, আৰ্মিনিয়া বা বাইলোবাশিয়া পৰ্যন্ত জাৰ্দ্দেৰ হাত  
থেকে বেহাই পায় নি। তাঁদেৰ চোখে এসব স্থানেৰ অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী  
সাহিত্যিক ঐতিহ্যেৰ বিশেষ কোন মূল্য ছিল না। অবশ্য সাম্ৰাজ্যেৰ যে

অংশ এশিয়াতে এবং যেখানে ভাষাগুলো সবচেয়ে বেশী অল্পত, নিঃসন্দেহে সেখানেই জাতিগত সংকীর্ণ নীতি সর্বাপেক্ষা কঠোর রূপ নিয়েছিল।

“উদারনৈতিক ও প্রগতিশীল” নীতিব ফলে বিপ্লবের পথে যে আমূল পরিবর্তন আসে তাব বিস্তারিত বর্ণনা মেলে শ্রীবার্ভের বিবরণে।

“জনসাধাবণের সঙ্গে আমাদের সব সময় তাদের ভাষাতেই কথা বলতে হবে”—লেনিনের এই উক্তি সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে শ্রীবার্ভকে কেন যে বাববার মনে কবিয়ে দেওয়া হয়েছে, বোঝা খুব শক্ত নয়। বিপ্লবোত্তর সোভিয়েটে একটি মূল নীতি হল সকল জাতীয় গোষ্ঠীর ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার। স্থানীয় শাসন ব্যবস্থায়, শিক্ষার মাধ্যম এবং পাঠ্যবিষয় হিসেবে প্রত্যেক জাতীয় গোষ্ঠীর জীবনে তাদের ভাষা সর্বপ্রথম স্বীকৃতি পেল।

এই নীতি অবশ্য কাজে পরিণত কবা খুব সহজ হয় নি, যদিও নতুন সরকার কোন বাধাই গ্রহণ করেন নি। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে বিপ্লবের আগে মাত্র দশটি জাতীয় গোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা ছিল; বিপ্লবের পর আশিটি ভাষার বর্ণমালা তৈরি হয়েছে। একথা সত্যি যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কশ অক্ষর-নবস্থি বর্ণমালায় ভিত। এর মানে এই নয় যে নতুন সরকার সর্বত্র কশ বর্ণমালা চালু করার চেষ্টা করেছেন। ল্যাটভিয়া, এস্তোনিয়া এবং লিথোনিয়া আজও ল্যাটিন বর্ণমালা ব্যবহার করে; আর্মিনিয়া ও জর্জিয়ায় বর্ণমালা ল্যাটিন বা সিবিলিক কোনটাই নয়। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষার যে সম্প্রদায় হয়েছে তা কিছুতেই সম্ভবপর হত না নবস্থি বর্ণমালা ছাড়া। শিক্ষা বিস্তারের সবচেয়ে বড় নিদর্শন অসংখ্য নতুন প্রতিষ্ঠান। জারদের সাম্রাজ্যে যে সব স্থানে উচ্চশিক্ষার আলো কোনদিন প্রবেশ করে নি সেখানেও গর্ভে উঠেছে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়।

আজকের সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষার বিশেষ বিশেষ স্তর পর্যন্ত বিভিন্ন ভাষা, তাদের সামর্থ্য অল্পাধী, ব্যবহৃত হয়। অনগ্রসর এলাকার জনসাধাবণের জন্তে পবিকল্পনা অল্পাধী তাদের ভাষায় স্কুলের পাঠ্য বই তৈরি হয়েছে। যুক্তাইন, বাইলোবাশিয়া, জর্জিয়া, ল্যাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, এস্তোনিয়া, উজবেকিস্থান ও আজারবাইজানে উচ্চতম শিক্ষার মাধ্যমও স্থানীয় ভাষা। বিজ্ঞান ও আধুনিক শিক্ষা এসব ভাষায় সম্ভবপর। বেশ কয়েকটি বিজ্ঞানের বই প্রথমে স্থানীয় ভাষায় লেখা হয় এবং পরে কশে অনূদিত হয়।

উত্তর সাইবেৰিয়াৰ মত অনগ্রসৰ স্থানে নিয়োনসিস, টাঞ্জোঁসিস, চাকনিস্যম বৰা  
অন্ত্যন্ত ভাষায় শুধু নিচু ক্লাশে পড়ান হয়।

সোভিয়েট যুক্তৰাষ্ট্ৰেৰ প্ৰত্যেকটি প্ৰজাতন্ত্ৰে শাসনকাজ ও বিচাৰালয়েৰ  
সব কাজ স্থানীয় ভাষাতেই চলে। যদি কোন সাক্ষী সে ভাষা না জানেন,  
তাঁৰ বক্তব্য বিচাৰালয়েৰ সুবিধাৰ জন্ত স্থানীয় ভাষায় অনূদিত হয়। ওদেশেৰ  
সংবিধানেৰ ১১০ ধাৰায় সাক্ষীৰ নিজস্ব ভাষা ব্যবহাৰেৰ অধিকাৰ সুস্পষ্টভাবে  
স্বীকৃত। সাক্ষী যাতে দোভাষী মাৰফৎ মামলাৰ সব তথ্য জানতে পাবেন  
তাৰ ব্যবস্থাও আছে। সব প্ৰতিনিধি-স্থানীয় সভায়, এমন কি সুপ্ৰীম  
সোভিয়েটে, যে কোন ভাষায় বক্তৃতা দেওবাৰ অধিকাৰ সোভিয়েটেৰ প্ৰত্যেক  
অধিবাসীৰ আছে।

কিন্তু একথা মানতেই হবে যে আজ পৰ্যন্ত সোভিয়েট যুক্তৰাষ্ট্ৰে কৃশ  
ভাষাৰ স্থান বিশিষ্ট। মস্কোতে কেন্দ্ৰীয় সবকাৰেৰ কাজ হয় কশে এবং  
সর্বোচ্চ আদালতেৰ কাজ চলে ঐ ভাষায়। বিভিন্ন প্ৰজাতন্ত্ৰেৰ মধ্যে যোগা-  
যোগেৰ ভাষাও কশ। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰেও কশ ভাষাৰ অগ্ৰাধিকাৰ স্বীকৃত।  
বাধ্যতামূলক কশ শিক্ষা এব সবচেয়ে বড় প্ৰমাণ। স্কুল থেকে যখন একটি  
ছাত্ৰ পাশ কৰে বেবোয় তখন সে বেশ ভাল কশ জানে।

কশ ভাষাৰ এই বিশিষ্ট স্থানেৰ ব্যাখ্যা মেলে তাৰ অতীত ইতিহাসে।  
বিপ্লবোত্তৰ সবকাৰেৰ উদাৰনৈতিক ভাষানীতি সত্ত্বেও—যাৰ প্ৰশংসায়  
কমিশন ও ক্ৰীবাৰ্ডে পঞ্চমুখ—দীৰ্ঘসময়ব্যাপী জাব্-খেচ্ছাচাবিতাৰ সংশোধন  
সময়সাপেক্ষ। কশ ভাষা ও যুক্তৰাষ্ট্ৰেৰ অন্ত্যন্ত ভাষাৰ মধ্যে যে বিবৰ্টি পাৰ্থক্য  
আছে তা বাতাবাতি সংশোধন কৰা সম্ভবপৰ নয়। সৰ্বপ্ৰকাৰ বিচাবে কশ  
ভাষাৰ শ্ৰেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত। জাব্দেব দীৰ্ঘকালব্যাপী ভাষানীতিৰ ফলে  
সৰ্বত্ৰ কশ ভাষাৰ সত্ত্বে জনসাধাৰণেৰ কিছু পৰিচয়ও ছিল। বিপ্লবেৰ পয়ে,  
মাতৃভাষাৰ স্বাধিকাৰেৰ সত্ত্বে সত্ত্বেই, তাৰেৰ মধ্যে কশ শেখাৰ ইচ্ছে কম  
নি, বরং বেড়েছে। যুক্তৰাষ্ট্ৰেৰ অন্ত্যন্ত পনেবোটি প্ৰধান ভাষা এত অনগ্রসৰ  
যে বেশ কিছু সময় কশ ভাষাৰ আওতায় থেকে তাৰেৰ সাবালক হতে হবে।  
এবং নতুন সবকাৰ যখন স্থানীয় ভাষাগুলোৰ উন্নতি বিধানে এতই সচেত  
তখন এ সহজ সত্য বিভিন্ন প্ৰজাতন্ত্ৰেৰ জনসাধাৰণেৰ মেনে নিতে অসুবিধে  
হয় নি। কশ ভাষাৰ শ্ৰেষ্ঠত্ব শুধু সংখ্যাৰ জোবে নয়, সাহিত্যেৰ বিচাবেও।  
যুক্তৰাষ্ট্ৰেৰ বিশ কোটি লোকেৰ মধ্যে প্ৰায় দশ কোটি লোকেৰ মাতৃভাষা

রূপ। যুক্তাইন এবং বাইলোবাশিয়াব ভাষাও প্রায় কশেব মত। সোভিয়েটেব অন্ত্যন্ত ভাষাগুলো অনেক কমসংখ্যক লোকেব মাতৃভাষা। কশ সাহিত্যও পৃথিবীবী অন্ততম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য। বিজ্ঞান বা সাহিত্যেব বই, সোভিয়েট যুক্তবাহ্ট্রেব অন্ত্যন্ত ভাষাব তুলনায়, কশ ভাষাব এখনও অনেক বেশী।

সোভিয়েটেব অভিজ্ঞতা থেকে আমবা কি শিক্ষা পেতে পাৰি শ্রীবার্তে তাঁব বিববণেব শেষাংশে তা আলোচনা কবেছেন। তাঁব মতে হাতেব কাছে কশেব মত সৰ্বজনগ্রাহ্য একট ভাষা থাকাতে ওদেশেব সমস্তা “অপেক্ষাকৃত সহজ” ছিল। বাষ্ট্রভাষা কি হবে এ নিয়ে সোভিয়েটেব লোকদেব মাথা ঘামাতে হয় নি।

### ভারতের অবস্থা

ভারতবর্ষেব সমস্তা অনেকগুলো অপেক্ষাকৃত উন্নত ভাষাব একটিকে বাষ্ট্রভাষা বা কেন্দ্রীয় সবকায়েব ভাষাব পদমর্যাদা দেওয়া। এ যুক্তিতে সোভিয়েট যুক্তবাহ্ট্রেব সকল ভাষাব উন্নতিব প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় মনে হলেও ভারতবর্ষেব ক্ষেত্রে কমিশনেব কাছে তাঁব বিশেষ কোন অর্থ থাকে না। ববং ভারতবর্ষেব সব ভাষাব ‘অবাধ ব্যবহাব’ অল্পচিত মনে হয়। কমিশন তাই প্রথমেই বাষ্ট্রভাষাব সীমানা বিস্তাবে ব্যস্ত। শুধু যে কেন্দ্রীয় সবকায়েব এবং দেশেব উচ্চতম আদালতেব কাজে ঐ ভাষাব ব্যবহাব হবে তা নয, সংবাদ সবববাহ প্রতিষ্ঠানেব কাজ, বাজ্যেব উচ্চতম আদালতেব বিচাব ও বাজ্যেব আইন শেষ পর্যন্ত হবে কেন্দ্রীয় সবকায়েব ভাষাব। স্ববিধা বুঝে সোভিয়েটেব উদাহরণ দিতে শ্রীবার্তেব বাধে নি। বাশিয়াব অভিজ্ঞতা থেকে উনি শিখেছেন বাধ্যতামূলক বাষ্ট্রভাষাশিক্ষা কতখানি প্রযোজন তাব নজিব। কমিশন তাই বলেন যে, যদিও ভারতবর্ষে প্রাথমিক শিক্ষাব, ছয় থেকে চোদ্দ বছব পর্যন্ত, “আঞ্চলিক” ভাষা বা মাতৃভাষাই বাহন, তবু শেষ তিন চাব বছব কেন্দ্রীয় সবকায়েব ভাষা অবশ্য শিক্ষণীয়। শ্রীবার্তেব মতে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাব মাধ্যম হবে দুটো ভাষা—“আঞ্চলিক” ও কেন্দ্রীয় সবকায়েব ভাষা। ভাষা কমিশন যখন বলেন যে ভারতবর্ষে বাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে ও উচ্চশিক্ষাব ক্ষেত্রে প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়কে বাষ্ট্রভাষায় সব বিষয়ে পৰীক্ষা দেওয়াব সুর্যোগ কবে দিতে হবে, তখন আশ্চর্য হবাব কিছু নেই। শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞান ও ব্যবহাবিক শিক্ষাব মাধ্যমও হবে ঐ ভাষা।

শ্রীবার্ভে চান যে ক্রমে ক্রমে ভাবতবর্ষেব সব ভাষাব বর্ণমালা একরূপ হওয়া উচিত। ঐ বর্ণমালা কেন্দ্রীয় সবকাবেব ভাষা যে লিপিতে লেখা হয় তাই হবে এ বিষয়ে শ্রীবার্ভে এবং ভাষা কমিশনেব মনে কোন সন্দেহ নাই। এও নাকি সোভিয়েটেব শিক্ষা। ওদেশে যে অনেক ভাষাব কোন বর্ণমালাই ছিল না এবং আমাদের প্রধান ভাষাগুলোব যে পৃথক বর্ণমালা আছে—এ পার্থক্য বিবেচনা কবাব কোন প্রয়োজন তাঁদেব হয় নি। কমিশন ও শ্রীবার্ভে এবই নাম দিষেছেন প্রয়োগবাদ (pragmatism)। বাশিয়ায় জাব্দেব স্বেচ্ছাচাৰিতা সত্ত্বেও রুশ যেনব স্থানে প্রবেশ কবতে পাবে নি, ভাবতবর্ষে কেন্দ্রীয় সবকাবেব ভাষা সেখানেও আধিপত্য বিস্তার কববে। যেমন, সোভিয়েটে প্রজাতন্ত্ৰেব উচ্চতম আদালতেব কাজ হয় আঞ্চলিক ভাষায়। অথচ কমিশন স্থপাবিশ কবেছেন যে ভাবতবর্ষে বাজ্যেব উচ্চতম আদালতেব কাজ হবে বাষ্ট্রভাষায়। অর্থাৎ, সোভিয়েটেব অনেক অল্পত ভাষাব যে স্থযোগ আছে, ভাবতবর্ষেব অপেক্ষাকৃত উন্নত ভাষাগুলোও কয়েকটি ক্ষেত্রে সে স্থযোগ পাবে না।

যে কাৰণেই হোক সোভিয়েটে একটি ভাষাব—রুশেব, বিশেষ স্থান আছে। কমিশনেব সদস্যবা ভাষাব একেশ্বববাদে বিশ্বাসী এবং তাঁবা মনে কবেন যে ওদেশে যখন কেন্দ্রীয় সবকাবেব ভাষা একটি, আমাদের দেশে অল্পকপ ব্যবস্থায় আপত্তি কি থাকতে পাবে? তাঁদেব যুক্তিতে ভাবতবর্ষেব সকল ভাষাব উন্নতিব প্রচেষ্টা প্রাধান্য পায় না। কোন্ ভাষা বাষ্ট্রভাষা হবে তাই হয়ে দাঁড়ায় প্রধান বিষয়। সদস্যদেব মধ্যে যাঁবা সংখ্যাগরিষ্ঠ তাঁবা হিন্দীকে কেন্দ্রীয় সবকাবেব ভাষা কবাব পক্ষে এবং স্বভাবতই দেবনাগরীব সমর্থক। অত্যাশ্রয় প্রধান ভাষাগুলোকে তাঁবা “আঞ্চলিক” ভাষাব চেয়ে বেশী মৰ্যাদা দিতে বাজী নন। “কেন্দ্রীয় সবকাবেব কাজে হিন্দীব ক্রমবৰ্ধমান ব্যবহাবেব” পথ স্বগম কবাব জন্ত যে কমিশন তাব অধিকাংশ সদস্যেব মত, বলাই বাহুল্য, পূৰ্বনির্ধাৰিত। কমিশনেব দুজন সদস্য—ডাক্তাব সুনীতিকুমাৰ চট্টোপাধ্যায় এবং ডাক্তাব পি, স্ত্রাবাযণ—হিন্দীব বিবোধিতা কবেছেন সত্য। কিন্তু তাঁবা যা চান তাতে শুধু ইংৰেজিব আধিপত্য কায়েম হবে। অধিকন্তু সুনীতিবাবু বোমক লিপিব অবাধ বিস্তাবে বিশ্বাসী। উভয়পক্ষ কখনও প্রস্তাব কবেন নি যে সোভিয়েটে কশ ভাষাব যে স্থান ভাবতবর্ষে কোনো ভাষাকে বাতাবাতি সেরূপ মৰ্যাদা দেওয়া উচিত হবে কি না। হিন্দী বা ইংৰেজিব

এ মর্ষাদা পাবাব যোগ্যতা আছে কি? ক্রশেব মত সর্বজনগ্রাহ্যতা কোনটির  
যে নেই একথা কমিশনের সকল সদস্যই স্বীকাৰ কৰেন মনে হয়। তা সবেও  
হুগ্গক্ষেব সমর্থকবা কিন্তু তাঁদেব দাবি ছেড়ে দেবেন না।

হিন্দীৰ সমর্থকবা প্রথমেই বলেছেন যে বাঙালীরা নির্বাচনে সাহিত্যিক  
বিচাৰ ওঠে না। অথচ শ্রীবার্ভেব বিবৰণে একথা পৰিষ্কাৰ যে ক্রশেব বিশিষ্ট  
স্থান হয়েছে শুধু সংখ্যার বিচাৰে নয়, সাহিত্যিক বিচাৰে এবং ঐতিহাসিক  
কাৰণেও। কমিশন বলেছেন : “ববীজ্ঞনাথ ঠাকুৰ বা কবীৰ বা তুলসীদাস—  
এঁরা সকলেই নিজস্ব প্রতিভাৰ আলোয় যে যে ভাষায় লিখেছেন তাদের  
সমৃদ্ধশালী কবে গেছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু দৈনন্দিন কাৰ্যকলাপে, শাসন-  
কাৰ্জে ও বিচাৰালয়ে যে ভাষা ব্যবহাৰ হবে তাৰ সাহিত্যিক মূল্য না থাকলে  
ক্ষতি নেই।” কেন্দ্রীয় সরকারেব ভাষা হিসেবে কমিশনেব সংখ্যাগৰিষ্ট  
সদস্যবা হিন্দীৰ যে আধিপত্য কল্পনা কৰেছেন তা অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই  
“দৈনন্দিন কাৰ্যকলাপেব” সীমাবেধা ছাডিয়ে যায়। বাঙালীরা নির্বাচনে  
ওঁদেব মানদণ্ড একটাই—কান্ ভাষা সবচেয়ে বেশী লোক ব্যবহাৰ কৰে।  
হিন্দীৰ এই প্রচাবে শ্রমিক শ্রেণী সবচেয়ে বেশী সাহায্য কৰেছে। এর  
একটি কাৰণ হয়ত এই যে উত্তৰ-ভাৰতেব অধিকাংশ শ্রমিকেৰ মাতৃভাষা  
হিন্দী, উৰ্দ্ বা হিন্দুস্থানী।

কিন্তু ভবিষ্যতে যখন ভাৰতবৰ্ষেব বিভিন্ন অংশে নতুন শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠবে  
তখন শ্রমিকেব মধ্যে হিন্দীভাষীদেব এই প্রাধান্য কতখানি থাকবে সঠিক  
বলা যায় না। অৰ্থ-নৈতিক কাৰণে বাঙালীদেব মত তথাকথিত শ্রমবিমুখ  
জাতিব মধ্যেও এক শ্রমিক শ্রেণীৰ জন্ম হচ্ছে। ভাৰতবৰ্ষেব অধিকাংশ লোক  
কিন্তু এখনও কৃষি-নিৰ্ভৰ। অহিন্দী অঞ্চলেব কৃষক হিন্দী নিয়ে নিশ্চয়ই মাথা  
ঘামান না। অবিকল্প বাজাৰ হিন্দীৰ কতটুকু গ্রহণযোগ্য এই নিয়ে অনেক  
গোলমাল। এই হিন্দী এখনও পর্যন্ত বিশেষ কোন সাহিত্য বা সংস্কৃতিৰ  
ধাৰক নয়। অথচ বাজাৰ হিন্দীৰ কিছু কিছু শব্দ চালু হওয়াতে কোন কোন  
মহলে ধাৰণা হয়েছে যে সব কথাৰ পিছনে ‘হায়’ যোগ কৰে দিলেই হিন্দী  
হয়ে যায়। যেমন, কেয়া কবতা হায়, কেয়া থাতা হায়। বাঙালীৰ হিন্দী,  
উৰ্দ্ বা হিন্দুস্থানীৰ ওপৰ পাবদৰ্শিতাব একটি চমকপ্রদ নিদর্শন সম্প্রতি এক  
দৈনিক কাগজে ছাপা হয়। নেহেৰু এক বক্তৃতায় বলেন যে তিনি  
ভাৰতবৰ্ষকে এমন এক সুন্দর “বাগ” (বাগান) হিসেবে কল্পনা করেন

যেখানে নানান ধবনেৰ ফুল ফোটে। কোন এক বাঙ্গালী সাংবাদিক “বাগ”কে বাঘ শোনেৰ এবং লেখেন প্রধান মন্ত্রী নাকি বলেছিলেন যে তিনি চান না ভাবতবৰ্ষেৰ শাস্ত আবহাওয়া বাঘ জাতীয় হিংস্র জন্তুৰ অত্যাচাবে নষ্ট হোক।

খাডিবলী হিন্দীৰ (যে ভাষাকে কমিশনেৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠ সদস্যবা বাঙালীভাষা কবতে চান) নতুন সংস্কৃত-বিলাস বাঙ্গালীদেৰ পক্ষে কিছুটা আবামদায়ক হলেও সৰ্বভাৰতীয় বিচাৰে বাজাব হিন্দীৰ যতটুকু জনপ্ৰিয়তা আছে ততটুকুও ঐ ভাষাব নেই।

তাছাড়া যে-কোন হিন্দীই হোক তা জানতে হোলে তাৰ বৰ্ণমালা, ব্যাকৰণ-পদ্ধতি ও শব্দসংকলন আয়ত্ত কৰা প্ৰয়োজন। হিন্দীৰ সঙ্গে অস্তান্ত ভাৰতীয় ভাষাৰ কিছু মিল থাকা সত্ত্বেও, অ-হিন্দীভাষীদেৰ পক্ষে ঐ ভাষাৰ প্ৰায়েতে বিশেষ বাধা হ'ল হিন্দীৰ লিঙ্গ নিৰ্ণয় (“কাগজ” পুংলিঙ্গ অথচ “কিতাব” ও “পাখী” স্ত্ৰী লিঙ্গ) ও লিঙ্গভেদ। অধিকন্তু ভাবতবৰ্ষেৰ অস্তান্ত প্ৰধান ভাষাৰ তুলনাৰ খাডিবলীৰ বয়স ও সাহিত্যিক মূল্য নগণ্য। তুলনীয়, মীৰাসীৰ এবং কবীৰ লিখেছেন যথাক্ৰমে কোণী বা অবধী, রাজস্থানী এবং ব্ৰজভাষা ও অবধীৰ খিচুড়িতে। সাধাৰণভাবে এঁদেৰ সকলকেই হিন্দী সাহিত্যিক বলে চালান হলেও, শুধু খাডিবলী পড়ে তুলনীয় বা মীৰাসীৰ বসুগ্ৰহণ কৰতে হোলে ভাষাটীকাৰ প্ৰয়োজন অবশ্যম্ভাবী। স্ত্ৰীত্ববাবুও অস্তান্ত ভাষাতত্ত্ববিদেৰ মতে উপবোক্ত লেখকেৰা যে ভাষায় লিখেছেন ব্যাকৰণ হিসেবে তা খাডিবলী থেকে একেৰাবে পৃথক। খাডিবলী হিন্দীৰ সাহিত্যিক মূল্য যে অল্প কোন প্ৰধান ভাৰতীয় ভাষাৰ চেয়ে বেশী নহয় একথা কমিশনেৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠ সদস্যবাও স্বীকাৰ কৰেছেন। বৰং বাংলা, মাৰাঠী বা তামিল ভাষায় সাহিত্য অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধশালী। লক্ষণীয় যে হিন্দীৰ বিস্তাৰ সবচেয়ে বেশী বাধা দিচ্ছেন বাঙ্গালী এবং তামিলভাষীৰা। ভাষা আন্দোলনে মাৰাঠীৰাও যে কতখানি অগ্ৰণী তাৰ প্ৰমাণ সংযুক্ত বৰষাই মেনে নিতে তাঁদেৰ তীব্ৰ আপত্তি।

সৰ্বভাৰতীয় যোগসূত্ৰ হিসেবে একদিকে যেমন হিন্দীৰ কাৰ্যকাৰিতা এখনও স্পষ্টভাবে প্ৰমাণিত হয় নি, অস্তপক্ষে ইংবেজিৰ অপদাৰ্থতাৰ প্ৰমাণ বিগত দেড়শ বছৰেৰ ইতিহাসে অজস্ৰ। ইংবেজি শাসনেৰ সঙ্গে আমাদেৰ দেশে একদিন পশ্চিমী সভ্যতাৰ আলো এসে পৌছায়। প্ৰথম অল্পপ্ৰেৰণায়

এই আলোব শিখায় আমরা অনেক সমস্যা নতুন ভাবে দেখি। এ কথাও সত্য যে রাজা রামমোহনের মত পণ্ডিতবা সে পবিবর্তনকে অনেকাংশে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, অনেকেই মনে কবেছিলেন এ এক নবজাগরণের সূত্রপাত। যদিও শিক্ষাব ক্ষেত্রে, শাসন কাজে ও অত্যাগত বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইংরেজি প্রাধান্য পেল, ছাপাখানা প্রবর্তনের ফলে এবং পশ্চিমী সংস্কৃতি ও সাহিত্যের সংস্পর্শে বিভিন্ন ভাবতীষ ভাষা সমৃদ্ধতব হল, তবু প্রথম অল্পপ্রবণা স্তিমিত হওয়াব সঙ্গে সঙ্গে এক বিপবীতমুখী গতি এল। ইংবেজি ভাষা ও শাসন ভারতীয় ভাষাগুলোব উন্নতিব সহায়ক না হযে ক্রমশ বাধা হযে দাঁড়াল। শিক্ষিত এবং তথাকথিত অশিক্ষিত জনসাধাবণের মধ্যে এক বিবাট ব্যবধান তৈরি হল। আমাদের গল্প-সাহিত্য অনেকক্ষেত্রে দেশজ শিকড় থেকে বিক্ষিপ্ত হযে অর্থহীন আকাশকুসুম বচনায় মেতে উঠল। ১৯৫১ সালেব আদমমুম্বাবী অল্পমায়ী ভাবতবর্ষেব শতকবা ১৬৬ লোক অক্ষর চেনেন। আর ইংবাজিতে কিছু জ্ঞান আছে এমন লোকেয় সংখ্যা শতকবা মাত্র ১০৬। ভাবতবর্ষেব শিক্ষাব মাধ্যম ও শাসনকাজের ভাষা হিসেবে ইংবেজি যে কত অকেজো এই পবিসংখ্যানই তা প্রমাণ করে। কিন্তু মনে হয় “ইংং বেঙ্গলেব” বোগ স্তনীতি বাবুদেব মধ্যে এখনও বাসা বেধে আছে। ইংবেজিকে তাঁবা তাই “মোটব গাড়ি, টেলিগ্রাফ ও টেলিভিসনেব মত অপবিহার্য” মনে কবেন। একসময়ে ইংবেজদেব দেশে অনেক সামন্ত প্রভু ফবাসীতে কথা বলতেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে এই ফরানী বিলাস চলে যায় এবং ইংরেজি ভাষাব মূল্য ওদেশেব সকল লোকেব কাছে সূপ্রতিষ্ঠিত হয়। রাশিয়াতেও কোন এক সময় উচ্চ সমাজেব লোকদেয় মধ্যে ফবাসীব ওপর অল্পরূপ ঝোক ছিল। ঐ ইংবেজরা বা কশরা তাঁদেয় মাতৃভাষার সম্বন্ধে কালক্রমে সচেতন হলেও, আমাদের ইংরেজিতে স্বপ্ন দেখা, মাইকেলের প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে, ফুবোয় না। রুশ ছাড়া সোভিয়েটেব অত্যাগত ভাষা বিপ্লবেব পূর্ব পর্বন্ত নাবালকেব পর্ষায়ে ছিল। আজও তাই ঐ সব ভাষাগুলো অনেকাংশে রুশেব আওতার সাবালক হতে সচেষ্ট। আমাদের সৌভাগ্য যে যদিও পশ্চিমী মানদণ্ডে আমাদের কম ভাষাই খুব উন্নত, তবু আবার কোনটিই বিপ্লব-পূর্ব বাশিয়ার অধিকাংশ ভাষাব মত নাবালকস্বে গড়ে নেই। অর্থাৎ হিন্দীব পক্ষপূট আশ্রয় করে বড় হবাব প্রস্র ওঠেই না। ইংরাজি সাহিত্য চর্চা প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার না কবেও বলা যায়, যে ঐ



মহৎ ভাষার অভিভাবকত্ব ছাড়াও আমবা আমাদের পথ এখন খুঁজে নিতে পাবব। যখন শুনি যে অধ্যাপক সত্যেন বসু বাংলায় পদার্থ বিজ্ঞানের স্মৃতিস্মরণ সমস্তা বোঝাতে পাবেন, তখন আমাদের আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কাবণ আমাদের অপেক্ষাকৃত উন্নত ভাষায় এ অসম্ভব নয়। সত্যেনবাবুব উদাহরণ ভবিষ্যতেব এক মহৎ সম্ভাবনাব ইঙ্গিত—আমাদের মাতৃভাষাব মাধ্যমে দেশ-বিদেশেব জ্ঞান আহরণেব সম্ভাবনা। হিন্দী বা ইংবেজি যদি আমাদের ওপব বোঝা না হয় তাহলে এ সম্ভাবনা, কিছু সময় সাপেক্ষ হলেও, নেহাৎ কল্পনা নয়। কিন্তু আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে আমবা এ সহজ সত্য দেখতে চাই নে। রূপ ভাষায় সেক্সপীয়রবেব “ওথেলো” দেখে আমবা বিস্মিত হই। আমাদের মুক্তি সেদিনই যেদিন বাংলায় বা অন্য ভাবতীয় ভাষায় ইংবেজি সাহিত্য পড়ব। যখন দেখি যে কলেজে, অফিসে, বিধান সভায় ও পৌরসভায়, স্তম্ভে পেলেই আমবা এখনও ঢুলাইন ভ্রান্তি বিডম্বিত ইংবেজি বলাব জন্ত লালায়িত, তখন নিজেদেব ভবিষ্যৎ সম্পর্কেই সন্দ্বিহান হয়ে পড়ি। সবচেয়ে হাস্যকর ব্যাপাব হচ্ছে যে বাংলাদেশে যাঁবা আজ ইংরেজিকে কায়ম কবাব জন্ত উঠে পড়ে লেগেছেন তাঁদেব মধ্যে আছেন অনেক অন্ধ্র সাহিত্যিক। যাঁদেব বাংলা কবিতা, গল্প ও উপন্যাস পড়ে জনসাধারণ মুগ্ধ তাঁবাই যদি হিন্দীবা আক্রমণে আতঙ্কিত হয়ে ইংবেজিবা পক্ষপুটে আশ্রয় নেন, তাহলে আমাদের সংস্কৃতি ও সাহিত্যেব কথা বলা বাতুলতা মাত্র। এ কোন্ পবাজিতেব মনোভাব? এ থেকেই আসে এক মাঝামাঝি যুক্তি—“শত্রু শত্রু বন্ধু”। হিন্দীকে সহ না কবতে পেবে তাঁবা যদি বাংলাকে সর্বভাবতীয় ভাষা বলে দাবি কবেন, সে দাবি অযৌক্তিক হলেও এক অর্থে তাঁদেব মানসিক বলিষ্ঠতাব পবিচয় দিত। এমন যুক্তিও শুনেছি যে ইংবেজিতেই সর্বভাবতীয় চাকুবিব পবীক্ষা হওয়া উচিত কেননা ঐ ভাষা সকলের পক্ষে সমান কঠিন। ইংবেজ-পুষ্ট তথাকথিত বাংলা নবজাগরণেব এ এক অদ্ভুত পবিণতি। ইংবেজবা এক কেবাণী শ্রেণী সৃষ্টি কবাব জন্তে আমাদের তাঁদেব ভাষাব ছিটেফোঁটা জ্ঞান দিয়েছিলেন। আজ দেদশ বছর পব আমবা সেই ছিটেফোঁটা ইংবেজি বিদ্যাব ভিত্তিতে আমাদের চাকবি গত ছোট্ট স্বার্থ কায়ম কবতে সচেষ্ট। যতদিন পর্যন্ত প্রত্যেকে তাব মাতৃভাষায় পবীক্ষা দিতে না পাববে, ততদিন কাকব না কাকব অস্ববিধে হবেই। পবীক্ষাব মাধ্যম কি হিন্দী বা ইংবেজি হবে—প্রশ্নটা শুধু তাই নয়।

“নিবপেক্ষ” ভাষাই যদি ব্যবহাৰ কৰতে হয়, তবে ইংবেজি কেন, ল্যাটিন নথ কেন ?

হিন্দী বনাম ইংবেজি—আমাদেব ভাষা সমস্তাব এই বিকৃত কপান্তবেব সন্ধে ভাবতবৰ্ষেব বাস্তব অবস্থাৰ সম্পৰ্ক নেই। একটা ভাষা বনাম অন্ত্য ভাষা—এভাবেও আমাদেব ভাষা সমস্তা অতীতে কোন দিন দেখা দেব নি। মূলতঃ সোভিয়েটেব সন্ধে আমাদেব সমস্তাব প্রভেদও এখানে।

হিমালয় থেকে কত্ৰা কুমাৰিকা পর্যন্ত যে ভাবতবৰ্ষ, বৈচিত্ৰেব মধ্যে তার এক ঐক্য আছে একথা আমবা সব সময় জোবেব সন্ধে বলে থাকি। কিন্তু বিভিন্ন অংশেব ভৌগলিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্ৰ্যকে অস্বীকাৰ কবে ঐক্য আবিষ্কাৰেব চেষ্টা বুখা। এমন কি ধৰ্মেব যে বন্ধন ভাবতবৰ্ষকে আবাহমান কাল থেকে একস্থত্ৰে বেঁধেছে, তাতেও বিভিন্ন অংশেব বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত। এব একটা কাৰণ হয়ত এই যে এদেশে আৰ্য সম্প্ৰদায়েব ইতিহাস অনেক ক্ষেত্ৰেই অনাৰ্য প্ৰতিবাদ মিশ্ৰিত। দেব-দেবীৰ ও ধৰ্ম্মানুষ্ঠানেব বিভিন্ন অংশে কপান্তব্ হব। “কল্পমহাদেবেব বাংলাব ঘৰোয়া মানবিক শিবেব গাজনে পৰিণতি,” “মথুৰা দ্বাৰকাৰ বাসুদেবেব গোড়ীয়া বৃন্দাবনে কপান্তব” উল্লেখযোগ্য। ভাবতবৰ্ষেব বাজনৈতিক ইতিহাসও বৈচিত্ৰ্যেব স্বাক্ষৰ দেয়। মৌৰ্য, গুপ্ত বা মুঘলদেব বাজত্বে ভাবতবৰ্ষেৰ অধিকাংশ এক সাম্ৰাজ্যেব অন্তৰ্গত ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু কোন কেন্দ্ৰীভূত সবকাব দীৰ্ঘকালেব জন্তু প্ৰতিষ্ঠিত হতে পাবে নি। অনেক সময়ই দূৰত্ব অনুযায়ী আঞ্চলিক প্ৰতিনিধিৰ আনুগত্য কমত বা বাডত। ভাষাৰ ক্ষেত্ৰে, যদিও ভাবতবৰ্ষেব প্ৰধান তেব বা চোদ্দটি ভাষাৰ প্ৰায় প্ৰত্যেকটিৰ উৎপত্তি সংস্কৃত থেকে, ঐ ভাষা কোনদিনই জনসাধাৰণ গ্ৰহণ কবে নি। বাজভাষা এবং বিদ্বানদেব ভাষা হিসেবেই সংস্কৃত-ব যা কিছু সমাদাৰ ছিল। হিন্দু যুগেই সংস্কৃতেব পাশাপাশি আমবা পাছি প্ৰাকৃত ও নানান্ অপভ্ৰংশ। এসব অপভ্ৰংশ থেকে, অনেকটা সংস্কৃতেৰ প্ৰতিবাদে, বিভিন্ন ভাবতীয় ভাষাৰ সৃষ্টি। মৌৰ্যযুগে মহাবাজদেব পৃষ্ঠপোষকতাৰ পালি মাখা সামান্ উচু কবে দাঁড়াব, কিন্তু ঐ ভাষাৰ আধিপত্যও স্থায়ী হয় নি। মুসলমান যুগে আদালতে এবং শাসনকাজে ফাৰ্ছী এবং শেষেব দিকে উৰ্দ্ ব্যবহৃত হয়েছিল। ফাৰ্ছী ও উৰ্দ্ও সত্যিকাৰেব সৰ্বভাবতীয় ভাষা হিসেবে প্ৰতিষ্ঠিত হতে পাবে নি। দ্বাদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীৰ মধ্যে প্ৰধানত “ভক্তি” আন্দোলনেব সাহিত্যপত্ৰ : মাঘ : ১৩৬৪

অনুপ্রেরণায় বিভিন্ন ভাবতীয়া ভাষা নতুন কাব্যে সৃষ্টি হয়। এ যুগেই বাংলায় চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন, মাধাঠাতে জ্ঞানেশ্বরী, আনামীতে শঙ্করদাসের লেখা, মৈথিলীতে বিদ্যাপতির কবিতা, ওড়িয়াতে জগন্নাথদাসের ভগবৎ-পুৰাণ, গুজরাটে নবসিংহ মেহতা ও পদ্মনাভের লেখা, বাজস্থানীতে মীবারাঙ্গের গান, অবধীতে তুলসীদাসের বাম-চবিত-মানস, অবধী ও ব্রজভাষার সংমিশ্রণে কবীরের কবিতা প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন সাহিত্যের এই প্রগতি কোন বিশেষ ভাষার আধিপত্য বিস্তারের সুবিধা করে দেয় নি। ইংবেজ বাজস্বে ইংবেজি চাপাবাব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এর কোন ব্যতিক্রম হয় নি। দেশে বহুবেও ইংবেজি কোন সংঘবদ্ধ ভাবতীয়া জাতীয় গোষ্ঠির ভাষা হতে পারে নি, হয়েছে মূলত শিক্ষিতের চাকরি হাতিয়াব। সম্ভবত এই কাবণেই, আমাদের মৌভাগ্য, সোভিয়েটে জাব বাজস্বে রুশভাষা যে ভাবে অস্ত্রাভ ভাষার টুটি চেপে ধবেছিল, ইংবেজি ভাবতবর্ষের বিভিন্ন ভাষাকে ততখানি কাহিল কবতে পারে নি।

দু'দেশের অবস্থার এই পার্থক্য থেকে একথা পবিষ্কার যে সোভিয়েটের সমস্তাৰ শুধুমাত্র খোলনটাকে—ঐতিহাসিক কাবণে রুশভাষার বিশিষ্ট স্থানকে—অনুকাবণ কবে আমবা যদি ভাবতবর্ষের সমস্তা সমাধানের চেষ্টা করি তাতে লাভ হবে না। অস্ত্রার শুধু বাডবে। যদি সোভিয়েটের সমাধানের খোলনটাও গ্রহণ কবতে হয় আমাদের তাহলে যে সামাজিক-অর্থনৈতিক নীতির ওপৰ ঐ সমাধানের ভিত ভাবতবর্ষকেও মূলত তাই মেনে নিতে হয়। হুংখেব বিষয় শ্রীবার্তে বা কমিশন ঐ নীতির অবশুস্তাবী অঙ্গ—জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার যাতে স্বীকৃত—ব্যাখ্যা কবার প্রয়োজন মনে কবেন নি। সোভিয়েটের সংবিধানে ওদেশে যে বহু জাতির (এক একটি ভাষা যাব প্রতীক) বাস একথা খুব সহজভাবে স্বীকৃত। কমিশন এক জায়গায় খুবই অস্পষ্টভাবে জাতীয়তাবোধে ভাষার স্থানের সম্পর্কে বলেছেন। স্পষ্ট ভৌগলিক সীমার মধ্যে প্রচলিত ভাবতবর্ষের প্রধান প্রত্যেকটি ভাষা যে এক একটি জাতীয় গোষ্ঠির অস্তিত্বের প্রতীক, একথা অবশু কমিশন বলা প্রয়োজন মনে কবেন নি। কাবণ, তাহলে রাষ্ট্রভাষার প্রস্তাব চেয়ে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের সমস্তা বড হয়ে দাঁডাত। স্তবায় তাঁবা এই “ঐক্য বিবোধী” নীতি সমর্থন কেন কবেন!

জাতি শব্দটি কেবল মাত্র একটি ঐতিহাসিক সংজ্ঞা নয়। ইতিহাসের এক

বিশেষ অধ্যায়ে, যখন ধনতন্ত্রবাদের প্রসাব অব্যাহত, এই সংজ্ঞার জন্ম। যে সন্ধিক্ষেপে সামন্ততন্ত্রবাদের উচ্ছেদ এবং ধনতন্ত্রবাদের বিবর্তন, তখনই একটি জনসমষ্টি জাতিতে রূপান্তরিত হয়, পশ্চিম যুরোপের ইতিহাস একথাই বলে। যখন ধনতন্ত্রবাদ সামন্ততন্ত্রবাদকে পরাভূত করেছে সে সময়ই ব্রিটিশ, ফরাসী, জার্মান, ইতালীয় ও অন্যান্য লোকেরা জাতিতে পরিণত হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে একটি জাতির জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তাকে কেন্দ্র করে এক জাতীয় বাস্তব সৃষ্টি হয়েছে। সেই জন্তে ব্রিটিশ বা ফরাসী বলতে আমরা শুধু এক একটি জাতি নয়, এক একটি রাষ্ট্রও বুঝি।

পূর্ব যুরোপে ইতিহাস ততটা সবার বেখায় অগ্রসর হয় নি। লক্ষণীয় যে ভারতবর্ষের অবস্থার সঙ্গে পশ্চিম যুরোপের চেয়ে পূর্ব যুরোপের অবস্থার সাদৃশ্য বেশী। পশ্চিম যুরোপে যদিও প্রায় প্রত্যেকটি জাতি এক একটি রাষ্ট্রের পত্তন করেছে, পূর্বে বিভিন্ন জাতি নিয়ে এক একটি রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে। অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী ও রাশিয়ার ইতিহাস তাই। রাশিয়াতে সমস্ত জাতিগুলোকে একত্রিত করার ভাব নিয়েছিল কশার। ধার্মা “গ্রেট রাশান” নামে পরিচিত ছিলেন। এই গ্রেট রাশানের নেতা ছিলেন অত্যন্ত স্বসংঘবদ্ধ এক সামরিক আমলাতন্ত্র। যেখানে সামন্ততন্ত্রবাদ পুরোপুরি পর্য়ুদত্ত হয় নি অথচ ধনতন্ত্রবাদ দুর্বল, সেখানেই পূর্ব যুরোপের মত রাষ্ট্র পত্তনের সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু ধীরে ধীরে পূর্বেও ধনতন্ত্রবাদের অগ্রগতি দেখা দিয়েছিল। প্রত্যেক জাতি অর্থ-নৈতিক ভিত্তিতে সংগঠিত হয়। যে সব জাতি পেছনে পড়েছিল ধনতন্ত্রবাদ তাদের মুখের কবতে সাহায্য করল। অথচ বলিষ্ঠতর জাতিও বিবোধিতার জন্তে তাদের নিজস্ব জাতীয় রাষ্ট্রস্থাপনের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়া স্বাভাবিক। এসব দুর্বল জাতিও আন্দোলন শুধু মাত্র অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে নি, ধীরে ধীরে ভোটাধিকার, ভাষা, স্কুল, ধর্ম এবং জাতীয় জীবনের অন্যান্য প্রশ্ন ঐ আন্দোলনের অংশ হয়ে দাঁড়ায়। যেখানে সাম্রাজ্যের বিস্তার হয়েছে জাতীয় বা ভৌগলিক সীমাবেধ না নেনে, সেখানে দুর্বল জাতিও নানান অধিকার সঙ্কুচিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী এবং পূর্বের কশ সাম্রাজ্যের ইতিহাস তাই শেখায়।

উনবিংশ শতাব্দী শেষ হয়ে যখন বিংশ শতাব্দীর আদ্যমুহূর্ত হয়, ধনতন্ত্রবাদ তখন এক নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করে। নব্য সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে অবাধ বাণিজ্যের দিন অবসান হয়। একচেটিয়া ব্যবসাদারেরা সব মাথা

উঁচু কবে দাঁড়ালেন। শ্রমিক শ্রেণীর শোষণও অনেক বেড়ে গেল। এসব পৰিবৰ্তনে জাতীয় প্ৰশ্নেবও এক ৰূপান্তৰ হয়। এমন কি বাশিয়াতে যেখানে অৰ্ধ-সামন্ততান্ত্ৰিক জাব ছিলেন শাসক, তিনিও ক্ৰমে ক্ৰমে সাম্ৰাজ্যবাদেৰ হাতেব পুতুল সাজলেন। ফলে জাতীয় স্বাধীনতা ও সামাজিক মুক্তিৰ প্ৰশ্ন এক হয়ে গেল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে জাতীয় আন্দোলনেব শুধুমাত্ৰ বুৰ্জোয়া ৰূপ ছিল, বিংশ শতাব্দীৰ সাম্ৰাজ্যবাদেৰ চাপে তা শ্ৰমিক শ্ৰেণীৰ আন্দোলন হবে দাঁড়াল।

বলশেভিক পাৰ্টি একথা স্পষ্টভাবেই বুঝেছিলেন যে বহুজাতিৰ দেশ বাশিয়াতে ঊনবিংশ শতাব্দীৰ “এক জাতি এক বাষ্ট্ৰ” আদৰ্শ প্ৰতিক্ৰিয়াশীল হয়ে দাঁড়ায়। অধিকন্তু বিংশ শতাব্দীৰ নয়া সাম্ৰাজ্যবাদেৰ তাৎপৰ্য উপলব্ধি কৰে পাৰ্টিৰ নেতাবা পুৰনো বাশিয়ায় সমস্ত জাতিৰ অধিকাৰ সমৰ্থন কৰা স্থিৰ কৰলেন। সংগ্ৰামেব পৰ্যায়ে যে নীতি তাঁবা আবিষ্কাৰ কৰেছিলেন বিপ্লবেব পৰে সে নীতিই গৃহীত হয়। ১৯১৭ সালেব ১৬ই নভেম্বৰ লেনিন : ও স্তালিন বাশিয়াৰ সকল জাতিৰ সম্পৰ্কে চাবটি নীতি ঘোষণা কৰেন : সকল জনসমষ্টিৰ সাৰ্বভৌমত্ব ও সমান অধিকাৰ, প্ৰত্যেক জাতীয় গোষ্ঠিৰ আত্মনিয়ন্ত্ৰণ ও বহিৰ্গমনেব অধিকাৰ, কোন জাতিৰ যদি কোন বিশেষ অধিকাৰ বা বাধা থাকে তাৰ অবসান; এবং প্ৰত্যেক সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতীয় গোষ্ঠিৰ ক্ৰম-বিকাশেব স্বাধীনতা। সোভিয়েট যুক্তবাষ্ট্ৰেব ১৯৩৬ সালেব সংবিধানে এই সব নীতিই অন্তৰ্ভুক্ত হযেছে। ওয়েব দম্পতিৰ ভাষায় এক “জাতীয়তাবিহীন” বাষ্ট্ৰেব গোড়াপত্তন হল। বাষ্ট্ৰ-কে জাতীয়তা থেকে পৃথক কৰে দেওয়া হল। সংখ্যাৰ ও সাংস্কৃতিক বিচাবে কণ যদিও সোভিয়েটেৰ সকল জাতিৰ মধ্যে শ্ৰেষ্ঠ, যুক্তবাষ্ট্ৰেব সংবিধানেব নামলিপিতে “বাশিয়া” কথাটি থাকলে হয়ত অগ্ৰাণ্ণ জাতিৰ মধ্যে ভুল ধাৰণাব সৃষ্টি হতে পাবত। কাজেই ঐ কথাটি নামলিপিতে স্থান পায় নি। সংবিধান বচয়িতাবা বিভিন্ন প্ৰজাতন্ত্ৰেব স্বেচ্ছাকৃত যুক্তবাষ্ট্ৰেব কোথাও কোন ফাঁক বাথতে চান নি।

এ স্বেচ্ছাকৃত যুক্তবাষ্ট্ৰেব ওপৰ লেনিন এত বেশী জোৰ দিয়েছিলেন যে তিনি প্ৰয়োজন হলে স্তালিনেব বিবোধিতা কৰতে পৰ্যন্ত ইতস্তত কৰেন নি। শাসনতান্ত্ৰিক দৃষ্টিভঙ্গিতে জাতীয় প্ৰশ্ন বিচাবে তাঁব ভীষণ আপত্তি ছিল। ১৯২২ সালে স্তালিন যখন প্ৰস্তাব কৰেন যে বিভিন্ন প্ৰজাতন্ত্ৰ স্বশাসিত অংশ

হিসেবে রুশ প্রজাতন্ত্রে প্রবেশ কববে, লেনিন তাব তীব্র প্রতিবাদ কবেন। যে স্বেচ্ছাকৃত যুক্তবাত্তেব পবিকল্পনা পবে গৃহীত হয় তাব বচনা হয় লেনিনেব নির্দেশে। প্রধান জাতিব কোন অন্ধ দেশহিতৈষিতা যাতে সমগ্র জাতীয় ঐক্যে কুযাসাচ্ছন্ন না করে তোলে সেদিকে তাঁব যথেষ্ট নজর ছিল। এই কাৰণে তিনি বাব বাব অত্যধিক কেন্দ্রীকবণ এবং আমলাতন্ত্ৰেব বিবোধিতা কবেছেন। পাশ্চাত্য ও এশিয়াব অগণিত জনসাধাবণেব জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠায় সোভিয়েটেব অভিজ্ঞতাৰ যে বিশেষ মূল্য আছে সে সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন বলেই বাব বাব বিভিন্ন জাতিব সার্বভৌমত্ব, সমান অধিকাৰ এবং পবস্পবেব বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পর্কেব কথা তিনি বলতেন। তিনি প্রত্যেক প্রজাতন্ত্ৰে সেখানকাব ভাষাব পূৰ্ণ ব্যবহাবেব পক্ষে ছিলেন। এ সম্বন্ধে নিয়মাবলীব ব্যতিক্রম তাঁব কাছে অসহনীয় ছিল।

একথা অবশ্য মানতে হবে যে এত চেষ্ঠা সত্ত্বে জার স্বেচ্ছাচাৰিতাব বদলে নিচু থেকে যে সমাজতান্ত্রিক পিবামিড বচনাৰ কথা সোভিয়েটেব লোকেবা ভেবেছেন তা এখনও সম্পূৰ্ণ হয় নি। “একদেশে সমাজতন্ত্ৰবাদ” গড়ে তোলাৰ তাগিদে এবং আশু শিল্পকবণেব চাপে মাঝে মাঝে হয়ত কেন্দ্রীকবণেব ঘোঁক হযেছে। ভাষাব স্বেত্ৰে রুশ ভাষাব ওপব যদি একটু বেশী জোৰ দেওয়া হযে থাকে তাব জন্ত অনেকখানিই হয়ত দায়ী অত্যাশ্র ভাষাব প্রস্তুতিৰ অভাব। আজকে বিকেন্দ্রণেব ওপব সোভিয়েটে নতুন কবে যে জোব দেওয়া হচ্ছে, তা যদি কাৰ্যে পবিণত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে যদি সকল ভাষাগুলো দ্রুততব উন্নতি লাভ কবে তাহলে রুশ ভাষা আগ পর্যন্ত ওখানে যতটুকু বিশেষ অধিকাৰ পায় তাব প্রয়োজন নাও থাকতে পাবে।

আধুনিক বিচাবে কেন্দ্রীভূত সবকাব বলতে যা বোঝায় ভারতবর্ষে সে ধবণেব শাসন প্রবর্তনেব প্রথম প্রচেষ্টা হয় ইংবেজ বাজত্বে। ভাবতবর্ষেৰ ধন দৌলত লুণ্ঠনেব প্রয়োজনে এবং ইংবাজদেব শাসনযন্ত্ৰ কাৰ্যকবী করাৰ স্বার্থে বেল লাইনেব পত্তন হল। স্থানে স্থানে কিছু শিল্প-প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠল। কাজেব সন্ধানে বা ব্যবসাৰ তাগিদে বিভিন্ন প্রদেশেৰ লোকদেৰ মধ্যে আদান-প্রদানও বেড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদেব প্রতিবাদে এক সর্বভাবতীয় ঐক্যবোধেব সৃষ্টি। ভাবতবর্ষেৰ যে সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং ভাষাগত বৈচিত্র্যকে অবলম্বন কবে বিভিন্ন অংশে নানান জাতীয় গোষ্ঠিব জন্ম, তাকে অস্বীকাৰ কবে ঐ ঐক্যবোধ গড়ে ওঠে নি।

বরং ইংবাজ বাঙায়েই বিভিন্ন জাতীয় গোষ্ঠিৰ স্বকীয়তাবোধ স্পষ্ট হয়। স্বভাবতই ভাষাভিত্তিক প্ৰদেশ গঠন আমাদেব সাম্ৰাজ্যবাদবিবোধী আন্দোলনেব একটি মূল দাবী হ'বে দাঁডায়।

ৰাষ্ট্ৰভাষাব ওপৰ মিথ্যে জোৰ দেওয়া স্বাধীনতা আন্দোলনেব যুগে কোন নেতাই প্ৰয়োজন মনে কৰেন নি। - অবশ্য ভাবতবৰ্ষে একটি ৰাষ্ট্ৰভাষাব কল্পনা তাঁবা তখন থেকেই কৰেছিলেন। ৰাষ্ট্ৰভাষা বা হিন্দুস্থানী প্ৰচাবে মহাত্মা গান্ধী নিজেই ছিলেন অগ্ৰণী। কিন্তু ৰাষ্ট্ৰভাষা যে কোনক্ৰমেই অন্তান্ত প্ৰাদেশিক ভাষাগুলোব স্থান নিতে পাবে না এ বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। বিভিন্ন ভাষাব উন্নতি ও পূৰ্ণ ব্যবহাবেব জন্ত ভাষাভিত্তিক প্ৰদেশ গঠন যে কত প্ৰয়োজন একথা তিনি বাব বাব বলেছেন। হয়ত স্বাধীনতা আন্দোলনে বিভিন্ন অংশেব সমৰ্থন লাভেব জন্ত ভাষাভিত্তিক প্ৰদেশ গঠন তখন পৰ্যন্ত তাঁবা সমৰ্থন কৰেছিলেন। নেতাবা আগে যে সব প্ৰতিজ্ঞা কৰেছিলেন বা প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়েছিলেন স্বাধীনতাব পব বেমালাম সব ভুলে গেলেন। দ্বিতীতে বহু বৈঠকেব পব যে সংবিধান গৃহীত হল, তাব কাঠামো অবশ্য যুক্ত-ৰাষ্ট্ৰীয়। বাজানবকাবেব কাৰ্যক্ষেত্ৰ এবং অনেক ক্ষেত্ৰে স্বীকৃত হল নিঃসন্দেহে। এসব সত্ত্বেও সংবিধানেব প্ৰধান ষাঁক এককেন্দ্ৰীকতাব দিকে। অধিকাংশ ক্ষেত্ৰে অধিক ক্ষমতা, “অবশিষ্ট ক্ষমতা”, সব কিছুই কেন্দ্ৰেব। এ অবস্থায় যে ভাষায় সবচেয়ে বেশী লোক কথা বলে তা যে ভাবতবৰ্ষেব এক এবং অদ্বিতীয় ভাষা হিসেবে জাঁকিয়ে বসতে চেষ্টা কৰবে তাতে আব আশ্চৰ্য কি? দেশেৰ বিভিন্ন অঞ্চলেব লোক সে ভাষা বুজুক বা না বুজুক তা যেন বিচাৰ্য নয়। এই শুক্তিতেই ভাবতবৰ্ষ যে বহু জাতিব দেশ সে সত্যেব কোন স্বীকৃতি নেই সংবিধানে। কাজে কাজেই হিন্দী ছাড়া অন্যান্ত ভাষাগুলো শুধু “আঞ্চলিক” সংজ্ঞা পায়। অথচ ভাষা কমিশনেব বিপোর্টেব বিভিন্ন অংশে অনেক জায়গা লেগেছে হিন্দীব “সবকাবী”, “জাতীয়” এবং অন্যান্ত বহুবিধ ৰূপ বৰ্ণনায়। বিপোর্টে এই বিবাট কাঁকি আছে বলেই শ্ৰীবাৰ্ভে সোভিয়েট সংবিধানেৰ প্ৰধান নীতিগুলো নিয়ে আনোচনা কৰা উচিত মনে কৰেন নি। সোভিয়েটেৰ মত আমাদেব দেশ যদি কতগুলো স্বশাসিত প্ৰজাতন্ত্ৰেব যুক্তৰাষ্ট্ৰ হত তাহলে জাতীয় প্ৰশ্ন নিয়ে ভাবতবৰ্ষে এত বাক-বিতণ্ডাব প্ৰয়োজন হত না। কাৰণ, ওখানকাব প্ৰজাতন্ত্ৰগুলো সৃষ্টি হয় আত্মনিয়ন্ত্ৰণেব অধিকাৰ স্বীকৃতিব ফলে। সোভিয়েট প্ৰজাতন্ত্ৰগুলোব কেন্দ্ৰীয় সরকার থেকে বিচ্ছিন্ন হ'বাব যে অধিকাৰ

আছে সে প্রশ্ন ছেড়ে দিলেও অত্যাশ্চর্য স্বযোগ এবং স্ববিধাব জন্ম আমাদের রাজ্যগুলোর যতখানি আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার থাকা দরকাব, তা নেই।

প্রকৃতপক্ষে সোভিয়েটের উদাহরণ থেকে আমাদের নতুন শাসকবর্গ কিছু শিখতে চান নি বা পাবেন নি। নোভিয়েটের অভিজ্ঞতাতেই প্রমাণিত হয় যে উনবিংশ শতাব্দীর “এক জাতি, এক বাষ্ট্র” নীতির আজকে, বিশেষ করে বহুজাতির দেশে, কোন মূল্য নেই। বিংশ শতাব্দীর পবিবর্তিত অবস্থায় এই নীতি একচেটিয়া ব্যবসাদারী মনবৃত্তির পরিচায়ক। ভাবতীয় ধনতন্ত্রবাদেক প্রতিষ্ঠা হয়েছে পৃথিবীর এক বিবার্ট অংশে সমাজতন্ত্রবাদ জয়ী হওয়ার পবে। সমাজতন্ত্রবাদেব অস্তিত্বকে পুৰোপুৰি অস্বীকার কবাব ক্ষমতা দুৰ্বল এবং অপেক্ষাকৃত নবীন ভারতীয় ধনতন্ত্রবাদেব নেই। সেই জন্তেই হয়ত ভাবতবর্ষেব আদর্শ নাকি “সমাজতন্ত্রবাদ”। কিন্তু এ আদর্শ কতটা নির্ভেজাল তা জিজ্ঞাস্য। কার্যতঃ স্বাধীন ভাবতেব নীতি ধনতন্ত্রবাদেব পুৰনো অনেক ধাবণায় ছুঁষ্ট। কাজেই ভাষা কমিশন যদি ভাবতবর্ষকে ‘এক জাতি এক বাষ্ট্র’ হিসেবে দেখেন, তাতে আশ্চর্য হবাব কিছু নেই। একই যুক্তিতে, ক্রশেব মত সর্বজন গ্রাহ্য কোন ভাষা না থাকলেও, বাতারাতি ভাবতবর্ষে একটি ভাষাব একাধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা হয়।

একটি অজুহাত অবশ্য প্রায়ই শোনা যায়। স্বাধীনতাৰ পব থেকে আমাদের শাসকবর্গ ক্রমশ আবিষ্কার কবেছেন উত্তবোত্তব বিচ্ছিন্নতার ঝোঁক। ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠন,—বা আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনেব একটি প্রধান দাবী ছিল—হলে নাকি ভাবতবর্ষ টুকবো টুকবো হয়ে যাবে। ঐক্যেব নামে এ দাবী বানচাল কবার চেষ্টা হয়; সংযুক্তি প্রস্তাব সবকাবী সমর্থন লাভ কবে, দিল্লী থেকে আদেশ হয় চুড়িদাব পায়জামা ও আচকান সব ভাবতীয়েব সবকাবী পোষাক, আব শ্রী বি, জি, থেবেব নেতৃত্বে কমিশনেব সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিন্দী ছাড়া অত্যাশ্চর্য সব ভাবতীয় ভাষাব দাবী অগ্রাহ্য কবতে কুণ্ঠিত হন না। জাতিতত্ত্বে যেমন নর্ডিকবাদ, বাজনীতিতে যেমন একেশ্বববাদ, তেমনি এ হচ্ছে ভাষাতে ব্রাহ্মণত্ব।

ঐক্যেব অজুহাতে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণেব অধিকার খর্ব কবাব প্রচেষ্টা এই প্রথম নয়। আব এ যে কতবড় ভূয়ো যুক্তি তাব প্রমাণও দিয়েছে সোভিয়েট। ঐক্যেব অজুহাত যে মূল প্রশ্নকে কিভাবে স্ববিধামত পেছনে ঠেলে দেবাব চেষ্টা কবা হয় লেনিনেব সে বিষয়ে খুব স্পষ্ট ধারণা ছিল।



তিনি বলতেন—“ঐ ঐক্যেব অজুহাতেব শেষ নেই : বেলের চাকবিতে ঐক্য, অর্থ নৈতিক চাকবিতে ঐক্য, আবও কত কি ?” লেনিন অনেকবার বলেছেন যে সোভিয়েটেব ঐক্য নির্ভব কববে কম্যুনিষ্ট পার্টিব ওপব। যদি ঐ পার্টি আদর্শ হতে বিচ্যুত না হয় তাহলে তাঁব দেশেব ঐক্য কোনদিন বিপন্ন হবে না। জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণেব অধিকাব দিলেই যদি বিপদ হয় তাহলে সোভিয়েট যুক্তবান্ধু এতদিনে ভেঙে যাওয়া উচিত ছিল। অথচ ওদেশেব নেতাবা এ ব্যাপাবে এতই নিশ্চিত যে যুদ্ধেব সময় বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রকে অধিকতব ক্ষমতা দিতে সোভিয়েটেব বাধে নি।

ভাবতবর্ষেব ঐক্য কি সত্য বিপন্ন ? ববং দেখা গেছে যখনই ঐক্যেব অজুহাতে শানকবর্গ জোব কবে কোন ভাষা আন্দোলন থামাতে গিবেছেন তখনই গুপ্তগোল আবস্ত হযেছে। এই ভ্রান্তনীতিব মাবাত্মক ফল দেখা দিযেছিল বোম্বাই এবং উড়িষ্যাতে। অথচ যেখানে ঐ দাবী ভাবত সবকাব মেনে নিযেছেন সেখানে শান্তিব কোন বিঘ্ন হয় নি। কেন তাহলে ঐক্যেব এই ফাঁকা বুলি ? সোভিয়েটে ববং ধনতাত্ত্বিক দেশেব বেষ্টনীব যুক্তি ছিল। আমাদেব কাকে ভয় ? পাকিস্তানকে ? প্রয়োজন হলে যে ভাবতবাসীব ঐক্যেব পবিচয় দিতে পাবে, স্বাধীনতা আন্দোলনই তাব সবচেযে বড় প্রমাণ। স্বাধীনতার পবে আমাদেব ঐক্যেব বন্ধন বেভেছে বই কমে নি। ভাবতবর্ষেব বিভিন্ন অঞ্চলেব সাংস্কৃতিক সাদৃশ্যেব কথা বাদ দিলেও তো এই ঐক্যেব মূল ভিত্তি অর্থ-নৈতিক। শিল্পকবণেব প্রয়োজনে, ব্যবসাব সূত্রে এবং যানবাহনেব উত্তবোত্তব উন্নতিব সঙ্গে সঙ্গে, ঐক্যেব বন্ধন দৃঢ়তব হবে।

প্রত্যেক জাতিব আত্মনিয়ন্ত্রণেব পূর্ণ অধিকাব স্বীকাব কবা যুক্তবান্ধুেব ঐক্য বাখাব সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। সোভিয়েটেব শিক্ষা তাই এবং ভাবতবর্ষে এ নীতি গ্রহণ না কবাব কোন যুক্তি সঙ্গত কাবণ সেই। ভাষাব প্রপ্লে এই নীতিব ছুটো দিক আছে। প্রত্যেক জাতিব জীবনে তাব ভাষাব পূর্ণ মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত কবা এবং ঐ ভাষাব উন্নতিব সকল সুবিধা কবে দেওয়া। দ্বিতীয় বিচাবে আমাদেব অবস্থা সোভিয়েটেব চেয়ে অনেক ভাল। অর্থাৎ ১৯১৭ সালে কশ ভাষা ছাড়া সোভিয়েটে অস্ত্রান্ত ভাষাব যে অবস্থা ছিল, সেই তুলনায় আমাদেব সব মূল ভাষাই উন্নত। কাজেই ভাবতবর্ষে বিভিন্ন জাতীয় ভাষাগুলোকে নিজস্ব স্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত করা অপেক্ষাকৃত সহজ। কেন্দ্রে এবং

রাজ্যে এখনও ইংবেজিবই আধিপত্য। আমাদের কর্তব্য ইংবেজিব জায়গায় অল্প একক কোনো ভাষাব, যেমন হিন্দীব, একাধিপত্য স্থাপন করা নয়। দায়িত্ব হল প্রত্যেকটি রাজ্যে, সকল স্তরে—স্কুলে, কলেজে, আদালতে সবকারী এবং বেসবকারী অফিসে, ক্রমশ ইংবেজিব স্কুলে সেখানকার জাতীয় ভাষা প্রচলিত করা। একাজ বেশ সময়নাপেক্ষ সন্দেহ নেই। কিন্তু আবশ্যিক যত দেবিত্তে হবে সমস্তা তত জটিল হবার সম্ভাবনা। বিভিন্ন জাতিব ভাষা ব্যবহারেব অধিকার স্বীকৃত না হলে কত সর্ষেব সৃষ্টি তাব স্বাক্ষব নানান্ দেশেব ইতিহাস বহন কবে।

এ সম্বন্ধে ভাষাব ক্ষেত্রে আত্মনিয়ন্ত্রণেব অধিকার স্বীকার কবাব ফল সম্পর্কে এদেশেব অনেকেবই ভুল ধারণা আছে। তিনটি ভাষাকে বাষ্ট্রভাষা বলে স্বীকার কবায় স্বেইটসাবল্যাণ্ড সম্পর্কে ধাবা পঞ্চমুখ, তাঁবা অনেকেই কিন্তু ভাবতবর্ষেব ক্ষেত্রে প্রায় সেই একই নীতি অবলম্বনেব কথা বললে শাসন-তান্ত্রিক অস্বাভিকতা' ভয় দেখান। ভাবতবর্ষেব ক্ষেত্রে পার্থক্য এটুকুই যে ঐ নীতি অনুযায়ী এদেশে ১৩ বা ১৪টি ভাষাকে জাতীয় ভাষা বলে মেনে নিতে হয়। প্রত্যেক রাজ্য সবকার কেব্লেব সঙ্গে রাজ্যেব ভাষায় যোগাযোগ রাখলে এবং কেন্দ্রীয় সবকারেব যে অফিস যে রাজ্যে অবস্থিত সেখানে সেখানকার ভাষার কাজ হলে কি এমন মহাভাবত অশুদ্ধ হয়ে যাবে? অস্বাভিকতা'ব কথা'র ধাবা শঙ্কিত তাঁবা বলেন যে ১৪টি জাতীয় ভাষা প্রতিষ্ঠিত হলে অনুবাদেব কাজ অনেক বেড়ে যাবে। কিন্তু কেন্দ্রে এক ভাষা এবং রাজ্যে আব এক ভাষা থাকলেও কি অনুবাদেব কাজ একেবাবে ফাঁকি দেওয়া যাবে? বহুভাষী দেশে তা সম্ভবপব নয়। সোভিয়েট কেন্দ্রীয় সবকারেব আইন ১৬টি ভাষায় অনুদিত হয়। শিখালদা স্টেশনে গাড়ি ছাডাব আগে মাইক থেকে যাত্রীদের অন্তত তিন ভাষায় নির্দেশ দেওয়া হয়। ইংবেজি উঠে গেলে বা হিন্দী তাব জায়গায় প্রতিষ্ঠিত না হলে আন্তর্প্রাদেশিক আদানপ্রদান কোন ভাষায় হবে? সন্দেহ নেই আজ পর্যন্ত অল্পসংখ্যক তথাকথিত সংস্কৃতিবান ভাবতীষেব আন্তর্প্রাদেশিক যোগাযোগেব ভাষা, সে ব্যবসাব কাজই হোক বা সাহিত্য সম্মেলনই হোক, ইংবেজি। হিন্দী তাব স্থানে প্রতিষ্ঠিত হলে এই আন্তর্প্রাদেশিক আদানপ্রদান কিছু বাড়বে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাতে অগ্রাগ্র ভাষাগুলোব ওপব অগ্রায় কমবে না। ইংবেজি বা হিন্দীকে কোন বিশেষ স্থান না দিলেও আন্তর্প্রাদেশিক আদান-

## বিকেলী ভাবনা

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আকাশে তাকাও, ছাখো, কী আনন্দে পাখি  
হাওয়ায় সাঁতাব কাটে, ঝাউ তাব দীর্ঘ ডালপালা  
মেলে দেয় বৌদ্রেব গভীবে।  
আকাশে তাকাও, ছাখো, যন্ত্রণাব ষড়যন্ত্র ছিঁড়ে  
খুলে যায় মেঘেব জানালা।

এবং নিঃশব্দে হাত বাখো এই ঘাসেব সবুজে।

যে-আনন্দে ফোটে ফুল, যে-আনন্দে মাধবী'ব লতা  
সূর্যেব সংসাবে খেলা কবে,  
তাকে খোঁজো।  
যে-আনন্দে মাটি তাব সঞ্চিত মমতা  
ঢেলে দেয় গাছেব শিকড়ে,  
তাকে বোঝো।  
যে-আনন্দে আপনাব সংহত স্বভাবে  
মগ্ন এই বিকেলী আকাশ,  
ফুল-লতা-পাতা-পাখি-ঘাস,  
তাকে চাও। পাবে।

এবং আকাজক্ষা যত তীব্র হক, যতই উত্তাল,  
পাবে না দ্বিতীয় কোনো আনন্দ দ্বিতীয় পথে বেঁচে।  
তাব অতিবিক্ত তুমি কিছুই পাবে না, চিবকাল  
নিতান্তই অনায়াসে বামশ্রামযত্ন যা পেয়েছে।

মৃত্যুব অতলে কোনো বাণীব বুদ্ধ ওঠেনাকো ।  
 সানন্দ বন্ধুব স্বব । গাঢ় স্বব মায়াবী প্রেমের  
 পিতাব সতর্ক স্বব । কিছু নেই, নেই কিছু আব  
 নীবব নির্বেদে শুধু ভস্মীভূত শূন্যতাব কূলে  
 সময় সীমানা হাবা অন্তহীন হ্রদ তমসাব ।

মাঝে মাঝে মনে হয় চিহ্নিত কালের কূল ছেড়ে  
 সে অতলে নামি একা । স্নান কবি গুচ অন্ধকাবে—  
 যে অচল অন্ধকাব ধবে আছে আলোব বুদ্ধ,  
 কালের আলোয়া মালা । যে আদিম প্রত্যয়েব বৃকে  
 বিচ্ছুরিত সৃষ্টিস্বপ্ন । যে আধাবে প্রলয়েবও লয়  
 সংশয় কুয়াশাহবা, সর্বহাবা নিঃসীম আধাবে  
 স্নান কবি । প্রাণ পাই । মুছে যাক চেতনাব দাগ  
 ক্ষবিত হৃদয় রক্ত ধুয়ে ধুয়ে নির্মল আধাবে  
 মৃত্যু স্নানে মুছে যাক ক্ষতচিহ্ন স্মৃতিবিস্মৃতিব ।

হয়তো বা সে গহনে ; মৃত্যুহীন অদৃশ্য অসীমে—  
 ভট্টকাম এ মানসে রূপ নেবে নয় নটিকেতা ।  
 প্রাণেব প্রাণিত প্রাণ পাবে তাব পরম নির্বাণ  
 একটি প্রত্যয় পাবে,—হৃদয়েব অব্যয় প্রসাদ  
 ধাবাবাহী জীবনেব অক্ষয় পাথের পাবে, বুদ্ধি  
 কী এষণা জন্মে, জন্মে, পথে পথে কাব অবেষণ ?

নিজস্ব ভঙ্গিতে ফেব সাঁকো বাঁধো । দেখুক সকলে  
 বিস্ত্রিত বাহুব ঢেউ, নগ্ন বুক, উন্মুক্ত হৃদয় ।  
 শৃঙ্খলিত আলো এসে ভেঙে যাক নিষ্ঠুর উপলে,  
 অসংযমী অন্ধকাব আব নয় স্বপ্নের বিষয় !  
 শক্ত হাতে তাকে বেথে মেশো যদি কড়ি ও কোমলে,  
 দৃশ্যপটে জন্ম নেবে জীবন-মৃত্যুব সমন্বয় ।  
 এবং একবাব শুধু ছায়া বেথে যমুনার জলে  
 সূর্যাস্তে গলিয়ে নিয়ো অল্প স্বল্প সোনার সঞ্চয় ।

দেখা গেলো সবই আছে, কেবল সে নেই, যাব মুখ  
 জলেব মতন স্বচ্ছ স্ববর্ণেও জ্বলেনা এখন ;  
 তথাপি মেঘেব দেশে বেলা গেলে, আরক্ত আকাশ  
 তাব প্রতিবিম্ব বুকে হয়ে ওঠে নীল, নিরুৎসুক ,  
 ক্রমশ ছায়ায় ফেব তাবই যন্ত্রণাব উন্মোচন :  
 দয়াহীন দিনবাত্রি, সেতুহীন পূববী, বিভাস ।

আমি বলি, আব কেন ? ধূসবাত্ত স্বতিব শবীব  
এখনো লাংণ্য ঢেব, নত্র চোথে কুণ্ঠিত প্রত্যাশা  
হাওয়ায় শীতেব কান্না, যৌবনেব উধাও তিতিব  
সময় সীমিত জেনে বাখেনাকো ফেরবাব আশা।

তাকে বলি, এইবাব মুছে দাও প্রথম প্রণাম  
প্রগাঢ় স্বতিব কণ্ঠ কেঁপে ওঠে শান্ত অন্তবোধে  
লাজুক কলিব মতো স্ববিনীত আকাজ্জাব শ্লোক  
একদা যাকেই খুঁজে স্বপ্ন লীন কবেকাব বোজে।

কোথাও অবণ্যে মগ্ন, সেই গল্পে সন্ধ্যাব অশোক  
তবুও বসন্তে ফেব হৃদয়েব একান্ত সংগ্রাম  
গড়ে, ভাঙে মগ্ন সাধ, ঋতুদেব জটিল মেজাজ  
সযত্নে সাজায় তাকে কখনো বা বিজ্ঞ কবে সাজ।

এখন আমাব কাছে এই সব মিথ্যে পদাবলী  
আব কেন, বাবেতো গিয়েছে কবে আকাজ্জাব কলি ;  
ভুলে যাও, মৃত আজ অনভিজ্ঞ দিনেব নায়ক  
একাক্ষেই সমাপ্তি ভাষণ যাব এতো তীব্র স্বচ্ছ।

সে বলে, হুঁচোখ জ্বলে হেমন্তেব বিষন্ন আলোক  
আমিতো ভুলেছি কবে, কিন্তু তুমি সত্যি কি ভুলেছো !

তুমি যদি না থাকতে তবে আমি কোথায় যেতাম,  
অন্ধকার  
তুমি আছ-তাই আমি আছি  
আমি আছি তাই বুঝি তুমিও বয়েছ ।

চলেছে জীবন যন্ত্র, আমার ত' স্বস্তি নেই তাব  
নিত্য তাব নতুন সৃষ্টিব নেশা, নীল  
জীবন শ্রাবণ-জলে আশা তাব ধানশিষ যেন,  
যতিহীন গতি নিয়ে এগিয়ে চলেছে প্রতিদিন,  
তবুও যখন বাত্মি নামে  
দিনেব আলোব শেষ রেখাটুকু পূবে নেয় বাত্মি তাব ঘামে  
চৌবঙ্গী বোডেব মতো সোজা বাজপথে জীবনেও  
ক্লান্তিব কালিমা পড়ে  
জীবনেবও এককোণে জমে অন্ধকার ।

গোলক ধাঁধাব মত  
এঁকে বঁেকে কোন পথ যতটা ঘোবালো হতে পাবে  
তাবো চেয়ে জীবনেব সৰুপথ হয়েছে জটিল,  
সে জটিলতাব মাঝে বাত্মি এক ধেমো আছে  
বাতাসেবা খেমে গেলে স্রোতহীন জলের মতন,  
আলো তাকে কুপা কবে দেখবে না হায় কোনদিন  
তাকে দূবে ঠেলে রাখে বাজপথ কঠিন ঘুণায়,  
অথচ আব তো তাকে বহঁতে পাৰি না  
যন্ত্রণা যে আমিবে পাগল ।

এমনি সময়ে তুমি অন্ধকার সাধনার  
 আকাশ পৃথিবী জুড়ে দাঁড়িয়েছ আব  
 আমার বাত্রিকে তুমি ঠাঁই দিলে তোমার গভীরে  
 আলো যে নির্ভর বডো  
 রাজপথ নির্মম পাষণ  
 আমার মতন আব তুমি ছাড়া কেউ ত বোঝেনি ।

## শেক্সপীয়ারের সনেট অবলম্বনে

দেবভোষ বসু

(১)

অনেক দেখেছি আমি স্বর্ণরূচি সকলের ছবি  
 হিমশৈলশিখরে যা উচ্ছ্বসিত কবে কল্পনাকে  
 চুষনেব হর্ষে হর্ষে জাগায় যে শ্রামাঙ্গী অটবী  
 স্বর্নদীপ্ত প্রাণ দেয় অবসন্ন সমুদ্রসেনাকে ।  
 স্বরিতে স্বর্গীয়কান্তি অধস্তন মেঘে কবে গ্রাস  
 অভাবের অবয়বে সূর্য জলে সম্ভ্রান্ত বিষাদে  
 এবং পৃথিবী থেকে পূববীতে মিলায় বিভাস  
 পশ্চিমসাগরে সূর্য যেইমাত্র ডোবে অবসাদে ।  
 আমার সূর্যও বুঝি একদিন ছিল এ ভুলোকে  
 প্রাণেব গায়ত্রীমন্ত্রে গড়েছিল স্তম্ভ ভুবন  
 সীমাবদ্ধ সময়ের উষ্ণতাকে এনেছিল চোখে  
 বুঝি তাব চিহ্ন চাক্রে তাই আজ মেঘ-আস্তবণ ।  
 প্রাণেব আলোকবিম্ব মোছে যদি সূর্য অন্তবাসে  
 তবু নিত্য জ্যোতির্ময় এই প্রেম একা একা জাগে ॥



(২)

যখন দেখেছি আমি সময়ের সর্বগ প্রভাবে  
সম্ভ্রান্ত ঐশ্বর্যে মৃত্যু নিঃশেষিত কবে ইতিহাস  
যখন উচ্চাঙ্গ চূড়া ভস্ম হয় কালের স্বভাবে  
এবং সম্পদ সবই প্রমত্ত বিপ্লব ক্রান্তদাস ।  
যখন দেখেছি আমি উপবাসী সমুদ্রের হাতে  
আলগ্ন-নৈকত আত্মসমর্পণ করে নির্বিকার  
এবং সহিষ্ণু মাটি জেগে ওঠে জলের পশ্চাতে  
অধিকাবে ঋণ বাড়ে কিংবা ঋণে বাড়ে অধিকার ।  
যখনই দেখেছি বস্তু এবংবিধ যৌথ রূপভেদে  
সহসা হয়েছেন মনে যেন মৃত্যু সন্নিকটে স্থিত  
এবং অশক্য ক্ষয়ে চিন্তা রূপ পেয়েছে বিচ্ছেদে  
বুঝেছি প্রেমের আঁধু হৃদয়ের দুর্গে অবক্ষিত ।  
মৃত্যুর মতন ধ্রুব এই চিন্তা, তাই অবসাদে  
হাবাতে চায় না যাকে তাকে পেয়ে মুগ্ধমন কাঁদে ॥

---

## জ্ঞানের সমস্যা ও সমাজ \*

শান্তি বসু

প্রতি যুগে, হোআইটহেড লিখেছেন, মানসেব একটি বিশেষ বঙ থাকে যার আভায় অসংখ্য বিভিন্নতা নিয়েও চিন্তাব সামগ্রিক রূপ ফোটে, জীবন জিজ্ঞাসা ও সমাধানেব চবিত্র স্পষ্ট হ'য়ে দেখা দেয়। ব্যক্তিব স্বকীয়তা বা প্রাতিস্থিক মূল্য নিশ্চয়ই থাকে, তাব পবিচয় পাওয়া যায় জিজ্ঞাসাব বৈচিত্র্যে কিন্তু তাব মৌলস্বভাবেব বা ধাবাব পবিবর্তন ঘটেনা। কখনো সচেতনতায় কখনো অজান্তে বিশ্বাসেব গ্রহি পড়ে, অতীত স্বীকৃতি ও বর্তমান বোধেব সঙ্গে মিশে থাকে জীবনকে দেখাব, বিশ্লেষণ কবাব ভঙ্গী এমনকি তাব লক্ষ্যও। এই ভঙ্গী এবং লক্ষ্য ব্যক্তি বিশেষেব পার্থক্য তফাতে সবিয়েই ঐক্য আনে কাবণ উভয়েই তৈবী হ'য়েছে বিশেষ স্থানকালেব চাপে। পূর্বোনা জিজ্ঞাসা এবং তাব সমাধান ভবিষ্যত বক্তব্য এবং তাব সমাধানেব পদ্ধতি সৃষ্টি কবে। প্রাক্তন জ্ঞানেব সঙ্গে বিশ্বাস জড়িয়ে যায়, এই বিশ্বাস বন্ধে বন্ধে জিজ্ঞাসাব কাঠামো পাণ্টায়, নিজেব ছাঁচে তাৎপর্য তৈবী কবে। জিজ্ঞাসাব সূত্রে আসে সমাধান এবং সমাধানেব আলোকেই ঘটে নূতন জিজ্ঞাসাব সূত্রপাত। জিজ্ঞাসা এবং সমাধান এই দুইয়েব টানাপোড়েনে যাকে বলে দ্বন্দ্বিক সম্পর্ক অর্থাৎ পবস্পবকে ভেঙে গড়ে নেবাব ব্যবস্থায় দার্শনিকেব মনোভাব রূপ পায়। এই দ্বন্দ্বিক সম্পর্ক, যেমন দেখিয়েছেন কলিংউড, নির্ভব ক'বে নিশ্চয়ই বিশেষ দার্শনিকেব নিজস্ব মনোভাবে, একটি জিজ্ঞাসাকে উপস্থিত করার পটভূমিতে। তেমনি একটি যুগেব নিজস্ব মনেব বঙেই জিজ্ঞাসাব চবিত্র এবং রূপ বদলায় এবং সমাধান চিব কালই জিজ্ঞাসাব যাপার্থ্য স্থিব কবে, তাকে অস্পষ্ট অস্থিবতা থেকে নির্দিষ্ট, প্রত্যক্ষ শবীব দেয়। বিশেষ মানস-ভঙ্গী যাকে দর্শনেব পবিভাষায় বলা হয় বিশ্বভাবনা (weltans chauung) মোটামুটি ভাবে একটি স্থস্থিব চবিত্র নিয়েই স্পষ্ট থাকে। অবশ্য এই মানস-ভঙ্গী বা বিশ্বভাবনা যে মূলতই স্টিক বা সর্বত্র বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসাব

\*গর্ডন চাইল্ড—সোসাইটি এ্যাণ্ড নলেজ।

"অল্পকাল এমন নয় তবু তাকে এড়িয়ে সমস্তা সমাধানের পথ নেই। কাবণ  
 সমস্তা সমাধানের উপকরণ বিশেষ যুগই তাব নিজেব সামর্থ্যে উপস্থিত কবে।  
 ফলে এমন ঘটতে পাবে যে তৎকালীন বিশ্বভাবনাব কাবণেই অগ্রগতিব পথ  
 -কদ্ধ হ'য়ে আছে যেহেতু বিশ্বভাবনা তাব স্থিতিব চবিত্বে কেবলমাত্র স্থিতিব  
 -সমাধানই নয় ববং একটা বিবাটি জিজ্ঞাসাই। ইতিহাসেব নজীবে এ-ঘটনাব  
 -সাক্ষ্যপ্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া যায়। গ্রীসেব প্রথম দার্শনিকবা যখন প্রশ্ন  
 -তুলেছিলেন কী সেই বস্তু যা দিয়ে সব কিছু তৈবী? বা কেমন কবে সব  
 -কিছু চলছে? তাঁবা সবাই তাঁদেব জিজ্ঞাসাব ভঙ্গী এবং সমাধানের বিভিন্নতা  
 -সত্ত্বেও একটা মৌল অথচ চূড়ান্ত বস্তুকে ধবে নিয়েছিলেন যা সমস্ত সমাধানের  
 -ভিত্তি। এই প্রশ্ন ও জবাবেব বাইবে আব যাবতীয় যা-কিছু সবই তাঁবা  
 -মেনে নিয়েছিলেন বা অন্তত তাঁদেব দার্শনিক চিন্তাব আলোকে সেনব  
 -আলোচনাব যোগ্য মনে কবেন নি। তৎকালীন গ্রীকসমাজে কী ভালো বা  
 -কী মন্দ, কেনো ভালো বা কেনো মন্দ তা-নিষে মাথা ঘামানো প্রয়োজন  
 -হয়ে ওঠেনি। অথচ সেই প্রাচীন পৃথিবীতে থালেসদেব এই প্রশ্ন যথেষ্ট  
 -আলোডন তুলেছে এবং এই প্রশ্নেব সমাধানে যতোদিন না তাদেব বিশ্বেব  
 -সমস্ত উপকরণ নিঃশেষিত হ'য়েছে ততোদিন এই প্রশ্নেব বেগ থামে নি।  
 -বিশ্বজগতেব মূলবস্তু যে জল, শূন্য বা আগুন এই বক্তব্য তাদেব স্বীকৃতিব,  
 -জীবনযাত্রাব বক্তেমাংসে মিশে যাবাব পব, জীবনযাত্রাব নিয়মেই,  
 -নতুন প্রশ্ন ওঠে। সোফিস্টবা নতুনভাবে তাঁদেব প্রশ্ন তোলেন জীবনকে  
 -অন্তভাবে বিচাবেব বিষয় হিসেবে। প্রথম দার্শনিকবা বৈজ্ঞানিকেব মতো  
 -বিশ্ব বহুস্তেব খোঁজ কবেছেন, জীবনেব মূলভিত্তি জানতে চেয়েছেন কিন্তু  
 -তাব তাৎপৰ্য খোঁজ কবেননি মানুষেব জীবনে, উদ্দেশ্যেব আলোকে পডতে  
 -চাননি মানুষেব মন। প্রাথমিক উপাদান মেনে নেবাব পব বস্তুভেদে যে  
 -তাৎপৰ্যেব কথা থাকে, একই উপাদানে গঠিত দুটি বস্তুব আত্যন্তিক মিল বা  
 -গবমিল যে উপাদান ব্যাখ্যা কবতে পাবে না একথা গ্রীকসমাজেব অন্তস্তবে  
 -জিজ্ঞাসাব বিষয় হ'য়ে উঠবেই যে তাব প্রমাণ সক্রাটিস দিলেন তাঁব মূল্য-  
 -বোধেব জিজ্ঞাসায। সক্রাটিস প্রাক্তন উত্তবাধিকার হিসেবে মেনেই  
 -নিয়েছিলেন প্রাথমিক উপাদানেব কথা। তিনি জানতে চাইলেন,  
 -কেনো? কেনো জল, আগুন বা শূন্য? কেনো বাঁচি, কেনোই বা  
 -মবি? কী মূল্য আমাদেব, জীবনেব অর্থই বা কী? সক্রাটিসেব

প্রশ্ন যে-আলোচনার সূত্রপাত কবলো তাব বেগ টেনে আনলো প্লেটো-  
এ্যাবিস্টটলের দর্শন।

প্লেটো এ্যাবিস্টটলের সমাধান ও আবাব তেমনি একদিন সর্বজনীন স্বীকৃতিব চাপে বক্তে মেশে, ঐতিহ্যেব বেড়া তৈরী হয়। জীবনযাত্রাব এক্ষেয়ে ছকে, দাসসমাজেব অভিজ্ঞতাফলহীন চিন্তাব একটানা শৃঙ্খলাবদ্ধ-  
বিত্যাসে, জিজ্ঞাসাব অঘটনঘটনপটিয়সী ক্ষমতাব স্বাক্ষর মেলে না। সমস্তটাই অতিজানা একটা ক্রমবিবর্তিত অখচ স্থিৰ স্তববিভাগেব হিসেবে দৃঢ় হ'য়ে থাকে। এই স্তববিভাগেব ক্রম ভাঙেনা বা ভাঙা যায় না। অখচ বিমূর্ত চিন্তাব পবাকার্টা দেখা যায়। জ্ঞানেব সামাজিক বিকাশ বা রূপ যখন প্রায় লৌহ-নিগড়ে চিৰস্থিৰ নৈয়ামিক বিকাশেব সম্ভাবনা, যুক্তিব অখণ্ড পাবস্পর্ষ্য অত্যাস্চর্য প্রগতিতে সাফল্যমণ্ডিত হ'য়ে ওঠে। এই সাফল্য এতোই সুদূর-  
প্রসারী হয় যে গ্রীক-বোমসভ্যতাৰ ভগ্নস্তূপ ছাড়িয়ে গোটা মধ্যযুগেব দর্শন-  
চিন্তায় এ্যাবিস্টটলেব যুক্তি-বিত্যাস সিংহাসন পায়। এই যুক্তি-বিত্যাসে-  
সমস্ত কিছুই নিয়ম-শৃঙ্খলাব গ্রন্থিতে বাঁধা; আবস্ত থেকে শেষ পবস্পন্ন সম্পর্কেব অবিচ্ছিন্ন সূত্রে অনিবার্য। সবকিছুই জানা থাকে এবং অতিজানা যুক্তি-বিত্যাসেব সাফল্যে কেমন কবে কি ঘটে এই প্রশ্ন সুদূর পবাহত থাকে।  
জীবন ও সমাজেব সর্বত্র এ্যাবিস্টটেলীয় বিধেব ছায়া অনড হ'য়ে থাকে।  
ষোড়শ শতাব্দীতে প্রথম সামাজিক অভ্যুত্থানেব ফলে যুক্তি-বিত্যাসেব প্রাকাবে ফাটল দেখা দেয়; কেন থেকে প্রশ্ন এবাবে প্রশ্নান্তবে এসে দাঁড়ায়, কেমন ক'বে ঘটে। অর্থাৎ এবাব যা জানা আছে তাব বাইবে পার্থক্য-  
প্রভেদ নিয়ে অভিজ্ঞতাৰ কথা। স্থিৰচিত্তেব বদলে পবিবর্তনেব কথা ওঠে।  
বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্পেব অগ্রগতি পাবস্পর্ষিক সমর্থনে পবিপুষ্ট হ'য়ে জীবন-  
জিজ্ঞাসায় মৌল রূপান্তর ঘটায়। এবাবে চিন্তা বা যুক্তি-বিত্যাসেব নৈয়ামিক ছকেব পবিবর্তে বিশেষ বস্তু বা দ্রব্য এবং তাদেব ঘট বা ঘটানোব কার্যকাৰণ প্রকৃতি থেকে ঝুঁজে বেব কবাব ওপব ঝোক পড়ে। দৃশ্যমান জগতে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাৰ মূল্য চূড়ান্ত স্বীকৃতি পায়। বিচাবেব মানদণ্ড হয় তথ্য বা ফ্যাক্ট। যুক্তিব শৃঙ্খলে বাঁধা কোনো তত্ত্ব দিবে তথ্যেব ব্যাখ্যা নয়, তথ্য দিবে তথ্যেব পবিচয়। গোটা সপ্তদশ শতাব্দী জুড়ে যন্ত্রশিল্পেব অগ্রগতি চলে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান দ্রুত ধাপে সামনে এগোয় এবং দার্শনিক চিন্তায় বহির্বিধ, মন, ইন্দ্রিয়, প্রত্যক্ষ, পবোক্ষ ইত্যাদি বিশিষ্ট

প্রত্যয় জন্ম নিতে থাকে। তথ্য জড়িয়ে বিশেষ প্রশ্ন তৈরী হয়, কী সম্পর্ক মনেব বহির্বিষয়ের সঙ্গে? ইন্ড্রিয়জাত অভিজ্ঞতাব সত্য কি? ইত্যাদি। ইন্ড্রিয়-অভিজ্ঞতা-নির্ভব তথ্য এবং তথ্যসংক্রান্ত জ্ঞানেব এই তীব্র প্রবাহ মধ্যযুগেব সমস্ত বেড়া ভেঙে জ্ঞানেব সীমা দিগন্ত ছাড়ায়। সপ্তদশশতক সম্পর্কে হোআইটহেড তাই গ্রায়াতই বলেন ‘প্রতিভাবশতাকী’। অথচ এই অগ্রগতিতেও বিবোধেব বীজ ছিলো। তথ্য বিষয়ে অথও মনোযোগেব পাশাপাশিই গণিতশাস্ত্রেব অত্যাশ্চর্য অগ্রগতি ঘটেছে। বিজ্ঞানেব সাফল্য যুগেব চিন্তায় নিঃসন্দেহেই অভিজ্ঞতালব্ধতথ্যেব সম্পর্কে মানসিকতা গড়ে দিয়েছিলো; সমস্ত চিন্তাব প্রাবৃত্তিক সূত্র তাই অজান্তেই বিচ্ছিন্ন ঘটনাব সত্যে বঞ্জিত থাকতো। অথচ গণিতশাস্ত্রেব ব্যবহাব অভিজ্ঞতাব সঙ্গে নয়, প্রতীকেব শুদ্ধ চবিত্রে তাব ভিত্তি। গণিতেব এইসব প্রতীক বস্তবিশ্বে মেলে না, যাকে বলা হয় বাস্তব, অস্তিত্ব অথবা বস্তুর কার্যকাবণ সম্পর্কিত গুণাবলীব সঙ্গে গণিতেব সম্বন্ধ স্থাপন কবা যায় না। বস্তুকে প্রতীকে পবিশত কবাই তাব কাজ, বস্তব বিভিন্ন সম্পর্কে প্রতীকে রূপান্তবিত ক’কে আধি-প্রত্যয় সৃষ্টি কবাই তাব সাফল্যেব লক্ষণ। দুই আব দুই চাব এই সংখ্যাব হিসেব নিশ্চয়ই বস্তব সম্পর্ক প্রকাশ কবে কিন্তু এই সংখ্যা দুটো সম্পূর্ণই বিমূর্ত ধাবণা মাত্র কাবণ এদেব কোনো নির্দিষ্ট নির্দেশ নেই, যে-কোনো কিছুব ক্ষেত্রেই এদেব ব্যবহাব অবাবিত। গণিতশাস্ত্রেব অসামান্য উন্নতি অর্থাৎ বিমূর্ত চিন্তাব উন্নতিব ফলে বৈজ্ঞানিকদেব চিন্তায় পর্যবেক্ষণ গোঁণতায় চাপা পডতে থাকে, হিসেবটাই জায়গা জুড়ে নেয়। গ্যালিলিওব পদ্ধতি ক্রমশ পেছনে পডছে, প্রাধান্য পাচ্ছে পবোক্ষ তত্ত্ব, গণিতেব সংখ্যা-তাত্ত্বিক ছক, সংকেত ও প্রতীকেব বিভিন্ন মান। যে অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্য এতোকাল বিজ্ঞানেব শৈশবে ছিলো মূল অবলম্বন এবাব তাব স্থান নিয়েছে বৈজ্ঞানিকেব গবেষণায় বিভিন্ন জটিল প্রতীকেব আঁকিবুকি, কাটাছুটি। আসলে প্রাকৃতিক তথ্য বা ফ্যাক্ট বর্তমানে প্রতীকী বিশ্লেসে প্রতিমূহূর্তেই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণেব অপেক্ষা কবে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও বিশ্লেসেব শৃঙ্খলে এতো বাধা বিপত্তি, কার্যকাবণতত্ত্বে এতোই বিচ্যুতি যে একই ঘটনা বিভিন্ন সূত্রে বিভিন্নভাবে উপস্থিত কবা যায়। এবং তখনই নতুন বোধে একথাটাই স্পষ্ট হ’য়ে ওঠে যে বর্তমানে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাব পবিবর্তে তথ্যেব প্রতীকী গঠন এবং তাব তাৎপর্যেব নিয়ম বা সূত্রগুলোই দর্শন-বিজ্ঞানেব নতুন জিজ্ঞাসা

এবং এই জিজ্ঞাসাব নতুন সমাধান অবশ্য প্রয়োজনীয়।

বিচ্ছিন্ন তথ্য-নির্ভব অভিজ্ঞতাব সঠিক সত্যে পৌঁছবার স্বাভাবিক সমস্যা ও গণিতশাস্ত্রের প্রতীকীবিজ্ঞান তাৎপৰ্যেব নৈয়ায়িক সূত্র এবং ব্যাখ্যা নিয়ে বর্তমানের দার্শনিকবা অত্যধিক ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন। প্রথমত তাৎপৰ্য বলতে ঠিক কী বোঝায় তা নিয়ে বিবোধেব শেষ নেই। দ্বিতীয়ত, যেহেতু আমাদের ভাষা, আমাদের অভিজ্ঞতা প্রকাশেব প্রধান বাহন, নিজস্ব প্রক্ষেপেব নিয়মে চলে বচন, প্রকাশ হবার সময় তথ্য ও ভাষাব গঠনে পার্থক্য থাকে। যদি লিখি 'ক ষ'কে মেবেছে' তবে 'ক ও খ-এব সম্পর্ক এবং 'মাবাব' সঙ্গে তাদের সম্পর্ক অদ্ভুত দেখাবে। অর্থাৎ বচনে ক ও খ-এব মধ্যে সময়েব পার্থক্য দেখা দিয়েছে। প্রথম ক আছে পবে খ এবং তাবও পবে 'মা' নামক ঘটনা। অথচ আনলে তিনটিই সমবর্তী ঘটনা। লেখা হ'লে বা উচ্চাৰিত হলে শব্দব্যবহাবেব ঐতিহ্যগত নিয়মে শব্দগুলো একটা বেখাব মতো আসে, ধাপে ধাপে বা একেব পব এক। ভাষাব বা বিজ্ঞানেব ভাষাব সঙ্গে দৈনন্দিন ভাষাব পার্থক্য দেখিয়ে উইটগেনষ্টাইন তাই স্থিৰ কবেন যে বিভিন্ন অর্থে একটি শব্দেব ব্যবহাব বা সম্পূর্ণই ভুল তাৎপৰ্যে ব্যবহাব বন্ধ কবাবাব একমাত্র উপায় নৈয়ায়িকব্যাকবণেব সূত্র অল্পসবণ কবা। ভাষাবীতিব সম্পূর্ণ নতুন নৈয়ায়িক ছক তৈরী কবা প্রয়োজন। গটলব ফ্রেগে, বাসেল-হোআইটহেডেব ধাবায় উইটগেনষ্টাইন এবং কাবনাপ ভাষা ব্যবহাবেব সীমা বা একটি ভাষাপদ্ধতিব প্রকাশেব ক্ষমতা'ব হিসেব নিকে শ কবেন, উদ্দেশ্য থাকে ভাষা ব্যবহাবেব অর্থোক্তিক ক্রমকে দু'ব ক'বে স্বয়ং সম্পূর্ণ একটি পদ্ধতি সৃষ্টি কবা। এই পদ্ধতি সামান্যতম সূত্রেব দ্বাবা পবিচালিত হবে এবং একবা'ব নির্দিষ্ট হ'লে নিজস্ব এলাকায় সম্পৃষ্টতা'ব সঙ্গে সমস্ত বাক্যবিজ্ঞাসকে ব্যাখ্যা কবতে পাববে। বাক্য-বিজ্ঞাসেব পবীক্ষা অবশ্য পদ্ধতিব অন্তর্গত সূত্র দ্বাবাই নির্ধাবিত হবে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সাপেক্ষে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা তথ্য-নির্ভব প্রত্যয় তাই যেহেতু ভাষা ব্যবহাবেব দ্বাবা নিয়ন্ত্রিত ভাষা-ব্যবহাবেব বা প্রকাশেব ক্ষমতায় জ্ঞানেব সম্ভাবনা। যে বচনগুলো পবীক্ষা কবে দেখা যায় না তা ত্রায়শাস্ত্রেব বচন হিসেবে স্বীকা'ব কবা হবে না, বলা হবে ভূযো বচন। এতোকাল সাধাবণ প্রচলিত কথাবার্তায় এমন অনেক বিষয় চলে এসেছে যা কখনোই কোন অবস্থাতে যাচাই কবে দেখা যায় না। স্তববাং যা যাচাই কবা যায়না তা ত্রায়শাস্ত্রেব

ব্যবহাবে অর্থহীন। উইটগেনষ্টাইন তাই স্পষ্টভাবেই লেখেন :  
 “Most propositions and questions, that have been written about philosophical matters, are not false, but senseless. We cannot, therefore, answer questions of this kind at all, but only state their senselessness. Most questions and propositions of the philosophers result from the fact that we do not understand the logic of our language.” ভূয়ো-বচনের উদাহরণ, কাবনাপদের মতে, কাব্য কাবণ, প্রাথমিক উপাদান ইত্যাদি। এইসব ভূয়ো-বচনের ফলে দর্শনে বহু অবাস্তব সমস্তাব উদ্ভব হ’য়েছে কাবণ যা কেবল আমাদের ভাষা-ব্যবহাবের বিশেষ বীতি তা পৃথিবীর ওপর আবোপ কবা হ’য়েছে। বাসেল-উইটগেনষ্টাইন লকেব অভিজ্ঞতাবাদের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা থেকে সবে আসেন এই কথা বলে যে বিশ্লেষণ ‘আইডিয়া’ বা মানসিক ধাবণাব নয়, বচনব। বাসেল এক্ষেত্রে ভাববাদী ব্র্যাডলীর অনুসরণ করেন। ব্র্যাডলী এবং ফ্রেগে আলোচনা ক’বে দেখান যে লকেব মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং পদ বচনের পূর্ববর্তী এই ধাবণা সম্পূর্ণ ভুল, বিচাৰ বা চিন্তা একটা ঐক্য যদিও হয়তো এই ঐক্যের ভিত্তি বিভিন্নতা নিয়ে। যখন বলি ‘বাম হয় মাছ’ তখন ‘বাম’ বা ‘মাছ’ এই দুটি পদ সম্পূর্ণই পৃথক মনস্তাত্ত্বিক ধাবণা হিসেবে তৈরী হয়ে শুধু মাত্র ক্রিয়াপদ ‘হয়’, দ্বাবা যুক্ত হয় না। পুবে বচনটিই একটি সামগ্রিক ঐক্যজাত। ব্র্যাডলী আবো দেখান যে যখন হয়তো ‘ঘোড়া’ সম্পর্কে আমবা আলোচনা কবি তখন নিশ্চয়ই ঘোড়া বিষয়ে একটা মানসিক প্রতিমান মনে গড়ি কিন্তু এই মানসিক ধাবণা দিযে ঘোড়াব বিবৃতি ছাড়া আব কোনো অর্থই ব্যাখ্যা কবা যায় না। যা এব অর্থ অর্থাৎ ‘ঘোড়া’ পদটির তাৎপর্য যা তা নিশ্চয়ই ঘোড়া যা তাই সব নয়। এক্ষেত্রে অগ্রত্ব তাব ব্যাখ্যা খুঁজতে হয়। ফলে দর্শনের আলোচনায় নতুন প্রশ্ন ওঠে ; প্রত্যয় বা ধাবণা নয়, চিন্তাব সূত্রপাত বচন বা বিচাবে। এই পর্যন্ত ব্র্যাডলীৰ সঙ্গে মিল থাকলেও বাসেল ব্র্যাডলীৰ তত্ত্ববিষয়ক বক্তব্য যে বিশ্লেষণে সত্য মেলেনা মানেন না। আরও মানেন না যে সত্যেব সামগ্রিক রূপ আছে, বিচ্ছিন্ন প্রস্তাবনায সত্যেব উপলব্ধি ঘটে না। বাসেল বিচাবেব পদ্ধতিটুকু মেনে সিদ্ধান্ত করেন যে ‘দর্শনের সাবই হলো জ্ঞায়’ এবং এই জ্ঞাযেব একমাত্র উদ্দেশ্য ‘বিজ্ঞানেব জগত ও দৈনন্দিন জ্ঞানেব পরিচয় দেওয়া।’ এই বিজ্ঞানেব

জগত এবং দৈনন্দিন জীবনের পবিচয় অতি-চেতন কোনো সত্য জগত নয়।  
আবাব এই জগতেব ব্যাখ্যা যেহেতু বচন-নির্ভব, বচন ভাষাব চবিত্র এবং  
ব্যবহাবেব নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হয় স্তব্যাং বাসেল উইট্‌গেনষ্টেনেব ‘নৈয়ায়িক  
পবমাণুবাদে’ চিন্তাব প্রাথমিক স্তব বা আদিম, মৌল উপাদানেব খোঁজ  
প্রধান। বচন তথ্য প্রকাশ কবে, এই তথ্য বাক্যে বচিত হয়। অর্থাৎ  
যেমন বলা হল, ‘এই কলমটা কালো।’ ব্র্যাডলী এইসব বচন বিচার ক’বে  
দেখিয়েছেন যে সত্যেব স্বরূপ অখণ্ড এবং এই অখণ্ডতা বিচাবে ‘কখনোই  
উপস্থিত কবা যায় না।’ বিচারে সামগ্রিক ঐক্যটি ভেঙেই উপস্থিত কবতে  
হয় অখণ্ড বিচারেব চবিত্রেই অসম্পূর্ণতা। অখণ্ড ছকেব বাইবে যে সত্যকে  
উপস্থিত কবা যায় না তা বর্তমান উদাহরণ থেকেই দেখনো যায়। ব্র্যাডলী  
বলবেন যে কলমেব কালোত্ব নিশ্চয়ই একটা বিশিষ্ট, একক তথ্য। কিন্তু  
আবাব অজস্র কলম আছে বিভিন্ন রঙেব,—স্তব্যাং আমাব বিচাবে তাংদেব  
প্রত্যেককেই ধবে নেওয়া হচ্ছে। এই কলমটিকে যদি সম্পূর্ণই বিশিষ্ট এবং  
সত্য হিসেবে দেখতে হয় তবে আলোচনায় তাকে সম্পূর্ণভাবে তুলতে হবে।  
কিন্তু তা কি সম্ভবপ? কলমটিকে সম্পূর্ণ কবাব অর্থ ‘অনন্ত’ (ইউনিকনেস)  
সম্পর্কে সঠিক ধাবণা যা আমবা বিস্তৃত বর্ণনায় প্রকাশ কববার চেষ্টা কবতে  
পাবি। এক্ষেত্রে যদিও ব্র্যাডলী বলবেন যে আমাদেব পদ্ধতি সঠিক  
তাহলেও সম্ভাবনা থাকতেই পাবে যে আমাদেব বর্ণনায় অত্র একটি কলম  
হয়তো খাপ খেয়ে যাবে। অবশ্য ‘এখানে’, ‘এই’ ইত্যাদি নির্দেশক শব্দ  
ব্যবহাবেব সাহায্য নেওয়া যায় কিন্তু ব্র্যাডলী বক্তব্যে আপত্তি উঠবে যে  
এক ধবণেব সাধাবণ্য থেকে (বর্ণনা) আমবা অত্র আব এক ধবণেব  
সাধাবণ্যে (নির্দেশক) এসে যাচ্ছি। আবাব এই নির্দেশক শব্দগুলোকে  
সম্পূর্ণ কববাব জন্তে আবাব আমাদেব বর্ণনাব সাধাবণ্যেই ফিবে আসতে  
হবে। বাসেলেব বক্তব্য অবশ্য হচ্ছে যে বর্তমান বচনে দুটি উপাদানকে  
স্বাভাবিক ভাবেই বিচার কবা চলে এবং ‘কলম’ ও ‘কালোত্ব’ যুক্ত হ’তে  
কোনো বাধা থাকে না। অর্থাৎ ‘কলম’ এবং ‘কালোত্ব’ কে ‘হয়’ এই  
ক্রিয়াপদ জুড়ে দিতে অসম্ভব কিছু দায়িত্ব নিচ্ছে না। বাসেলেব মূল বক্তব্য  
হলো এই যে ‘গুণ’ এবং ‘বস্তু’ স্বাভাবিকভাবেই মেলে এবং একথা সম্পর্ক ও  
বস্তু বিষয়েও সত্য। বাসেল বিশেষ নৈয়ায়িক চিন্তা ব্যবহাব কবে তা  
উপস্থিত কবেন যে এই প্রতীকী আলোচনায় উদ্দেশ্য এবং বিধেয় পাশাপাশি



বসে, ক্রিয়াপদেব প্রয়োজন থাকে না। বাসেলেব প্রতীকে ব্র্যাডলী' ভুল সংশোধন কবা সহজ হয় যে তিনি বস্তুকে কালোত্তেব সঙ্গে এক কবে ফেলেছিলেন, আসলে তা নয়। অর্থাৎ ব্র্যাডলী' ক্রিয়াপদ 'হয়' এব অর্থ ছিল কলম ও কালোত্তকে এক ক'বে দেওয়ায়। নৈয়ামিক পবমাণুবাদে তাই বচনকে বিশ্লিষ্ট ক'বে অংশগুলোকে দেখা হয়। এই পবীক্ষায় জানা যায় যে অংশবা কখনো পৃথিবী' বস্তু নিচয়কে উল্লেখ কবে কখনো কবেনা। বস্তু দ্বিবিধ; প্রথম তাবা বিশ্লিষ্ট দ্বিতীয়ত তাবা সাধারণ যেমন গুণ এবং সম্পর্ক। বিশ্লেষণের সিদ্ধান্ত তাই যে বর্তমান পৃথিবী অসংখ্য বিশ্লিষ্ট এবং বিচ্ছিন্ন বস্তু নিচয়েব সমাহার। আলাদাভাবে এইসব বস্তু বা টুকবোকে জানতে হয় এবং এদেবই জানে বচনে উল্লিখিত নামেব তাৎপর্য বোঝা যায়। বাসেল' উইটগেনষ্টাইনেব এই টুকবোগুলো পদার্থবিজ্ঞাব পবমাণবিকতত্বেব সাদৃশ্বে অবিভাজ্য অংশ হিসেবে ধবা হচ্ছে। চিন্তাব এই অবিভাজ্য উপাদানগুলো যিবে সামান্ততম স্বতঃসিদ্ধ বা বক্তব্য মিলিয়ে ওঁবা প্রতীকীপদ্ধতি গড়েছেন। ব্র্যাডলী' প্রভাব এবং ব্র্যাডলী' সঙ্গে পার্থক্য, এবং সর্বোপবি হিউকেব বক্তব্যে জাবিত বাসেল' উইটগেনষ্টাইনেব স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতীকী অবরোহীতব প্রাথমিক উপাদানেব খোঁজে বচনিক ধাবাপাতেব দ্বাবা বিভিন্ন বিচাবেব পদ্ধতি এবং বক্তব্যে যদিও অসামান্য শৃঙ্খলা উপস্থিত কবেছে তবু শেষপর্যন্ত 'যেমন স্বয়ং বাসেল'ই ফ্রেগেব তত্বে সংশয় এবং প্যাবাডক্সেব সম্ভাবনা দেখিয়েছিলেন তেমনি নিজেদেব তত্বেও' তা ঘোচেনা। স্বয়ংসম্পূর্ণ 'বচনিক ধাবাপাতে' (প্রোপজিগ্ণনাল ক্যালকুলাস) সমস্ত পৃথিবী' অসংখ্য জটিল তথ্যকে বচনেব রূপ দিতে ক্রটিকে সম্পূর্ণভাবে দূব কবা যাচ্ছে না। ফলে কখনো ব্র্যাডলী' চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কবছেন চিন্তায় সত্যেব স্বরূপ প্রকাশ পায়না এবং কখনো উইটগেনষ্টাইন জটিল বিচাবেব সিদ্ধান্তে জানাচ্ছেন বিমূর্তত্বায়ে যেমন দর্শনেও, জ্ঞায়েবই স্বত্রে, কর্তব্য একমাত্র বিশ্বগজতবেব গবিচয় বা বহুত সমাধান নয়, পৃথিবী' বহুত যেসব বচনে উল্লিখিত হয় তাকে প্রাঞ্জল কবা, তথ্যকে প্রকাশ কবা নয়, তথ্য সম্পর্কে বক্তব্যেব অস্পষ্টতা দূব কবা, ভ্রমপ্রমাদ যতোদূব সম্ভব তফাতে সবানো। চিন্তা এবং প্রতীকী চিত্র ব্যবহাবেব শেষপ্রান্তে অর্থাৎ গণিতশাস্ত্রেব অভূতপূর্ব প্রগতির এক প্রান্তে ভাষা ব্যবহাবেব মূলমন্ত্র ও গঠনের আলোচনায় বিরত

দার্শনিকদেব বক্তব্য উইটগেনষ্টাইনেৰ শেষ কথায় বলতে হ'ছে, 'কোথা' থেকে কেউ বলতে পাবেনা, ফলে নিশ্চুপ থাকাই কৰ্তব্য।'

দার্শনিক জিজ্ঞাসায় জ্ঞানেৰ প্ৰসঙ্গ জটিল হ'য়ে ওঠায় নিশ্চয়ই জানাব: থাকে যে শেষপৰ্যন্ত জ্ঞান কি বা জ্ঞান সত্যিই সম্ভবপৰ কিনা। দার্শনিক ভেদে, বিচাবেৰ পদ্ধতিৰ সঙ্গ, জ্ঞানেৰ তত্ত্ব বিভিন্ন। বিভিন্নতাৰ কাৰণে অনেক ক্ষেত্ৰে পৰস্পৰবিবোধী উক্তি সমস্তা আবে জটিল ক'বে তোলে। অনেক সময় এমন সংশয় তখন অন্তৰ্ভব নয় যে জ্ঞানেৰ চৰিত্ৰেই বিশৃঙ্খলা, বিবোধ মূলতই জ্ঞানেৰ বৈশিষ্ট্যেৰ সূচক। প্ৰথাসিদ্ধ আলোচনায় দার্শনিকবা 'জানা', 'চিন্তা কৰা', 'বোঝা', 'সন্দেহ কৰা' ইত্যাদি ক্ৰিয়াপদেৰ বৈশিষ্ট্য বা সঠিক অৰ্থ নিয়ে আলোচনা কৰে এবং বিভিন্ন সমাধান সত্ত্বেও বোঝা যায় এই আলোচনাৰ একটা মূল নৈয়ায়িক সঙ্গতি বা অসঙ্গতি লক্ষ্য কৰা হ'ছে। যখন বলি 'ক জানে খ সত্যি' তাৰ অৰ্থ দাঁড়ায় 'ক জানে খ ব কি অৰ্থ'। এই বচনটি স্থিৰ হলে বাতিল কৰে দিই এই বচনটি যে 'ক সন্দেহ কৰে খ সত্যি কিনা।' আধুনিক দৰ্শনেৰ পৰিভাষায়, যেমন বলেন উইটগেনষ্টাইন, জ্ঞানেৰ তত্ত্ব বলতে বোঝায় যে 'কিছু একটা ঘটছে' ('সামথিং ইজ্ দি' কেন')। কিছু একটা ঘটছে এই বক্তব্য বিচাব কৰে স্থিৰ কৰা হয়। বিচাবেৰ সঙ্গ সত্যমিথ্যাৰ সম্পৰ্ক। নৈয়ায়িক বচন সত্যমিথ্যাৰ হিসেব নিকেশে স্থিৰ হয়। বিচাবে যদি স্থিৰ হয় কিছু একটা ঘটছে বলে যা উপস্থিত কৰা হ'য়েছে তা আমলে নয় তবে নিশ্চয়ই বিচাবে ভুল কৰেছি। এই ভুল বোঝাবুঝি থেকেই জানা যায় নিশ্চয়ই অল্প কিছু ঘটছে যা আমাদেব আলোচনা বা বক্তব্যেৰ বিষয়বস্তু হিসেবে জানা উচিত ছিলো। বচনে যেহেতু বক্তব্য উপস্থিত কৰা হয় 'কিছু একটা ঘটছে' এই বিচাব আমাদেব মাথায় 'কিছু একটা ঘটছে' নয় অৰ্থাৎ একটা অন্তৰ্ভব মাত্ৰ নয়, বৰ্ণনাৰ বিষয়। এই বৰ্ণনা কখনো সঠিক, কখনো বেঠিক কিন্তু সৰ্বদাই তা সত্যকে প্ৰকাশ কৰাব প্ৰয়াসেই প্ৰযুক্ত। স্তবধা অসংখ্য বাক্যে সত্যেৰ ৰূপ প্ৰকাশ পাচ্ছে বা পাচ্ছেনা। আবাব সত্যিসত্যিই বলছি কিনা জানাবাৰ জন্তে নিয়ম বা নিয়মাবলী স্থিৰ কৰতে হয়। এই নিয়ম বা নিয়মাবলী বাক্যমণ্ডলীকে ক্ৰটিশূন্য বাখে। ক্ৰটিবহিত হলেই দাবি কৰা চলে যে বাক্যমণ্ডলীতে সত্য বচন আছে এবং একমাত্ৰ সত্যবচনই আছে। শুধু নিয়ম থাকলেই চলেনা, নিয়ম ব্যবহাবেৰ পদ্ধতিও জানা প্ৰয়োজন। এই সব নিয়ম ও নিয়ম ব্যবহাবেৰ

পদ্ধতি মিলিয়েই তৈরী হয় এক একটি জ্ঞানের তত্ত্ব। জ্ঞানের তত্ত্ব বা কিছু যে একটা ঘটেছে একথা জানাব অনিবার্ধ এবং পৰিপূর্ণ সৰ্ত্তগুলো এই যে প্রথমত, যা জানি বলে বুঝেছি তা নিশ্চয়ই সত্য, দ্বিতীয়ত, নিজে সত্য সম্পর্কে নিশ্চিত হ'য়েছি, এবং তৃতীয়ত, আমাব জানাব বা নিশ্চিত হবাব অধিকাব আছে।

কোনো একটি জ্ঞানের তত্ত্ব থেকে শিখি কখন আমবা জানি এবং কখন জানিনে। জ্ঞান তখনই ঘটে যখন সত্য ও বিশ্বাস মিলে ঐক্য সৃষ্টি কবে। এমন হামেশাই ঘটে যে মনে মনে অসম্ভবকে ধবে নিচ্ছি, মনে কবছি নিশ্চিত জানি অথচ বিশ্বাস কবিনে। কখনো অতিবিক্ত বিশ্বাস কবি অথচ সত্যিসত্যিই জানিনে। এই দুটোব কোনো একটি উপস্থিত থাকলেই জ্ঞানের জন্ম হয়না। যখন একটি বচন শুধু বিশ্বাসই কবিনে, সে নিঃসংশয়েই সত্য তখনই জ্ঞানলাভ ঘটে। এবাব সত্য ও বিশ্বাসেব দ্বন্দ্ব আমবা দিশেহাবা নই। অবশ্য একথাও ঠিক যে বাক্যটিব সত্য কখনোই আমাদেব বিশ্বাসেব ওপব নির্ভব কবেনা। বাক্যটি সত্য হবাব সৰ্ত্ত এবং কোনো একটি বাক্যকে বিশ্বাস কববাব সৰ্ত্ত কখনোই এক নয়। সত্য মানসিক অবস্থা নয়, বিশ্বাস মানসিক অবস্থা। মানসিক অবস্থা শবীবেব সঙ্গে জড়িত। মানসিক বিকাবে অর্থাৎ অবস্থাব পবিবর্তনে শাবীবিক রূপান্তব দেখা দিতে পাবে বা সাধাবণত দেয়। সত্যেব কোনো বিকাব নেই। বিশ্বাসেব দৃঢ়তায় পৃথিবী বদলে দেওয়া যায়, অর্থাৎ বিশ্বাসেব পবিণতি কাজে। যদি বলি 'ভাবতবর্ষেব বডলাট বুদ্ধিমান লোক' তবে ক্রিয়াপদে বর্তমান কালেব ব্যবহাব দেখে খটকা লাগবে কাবণ বচনটিব কৰ্ত্তা, 'ভাবতবর্ষেব বডলাট', বর্তমানকালে আব নেই। এই বচনটিতে আমবা বিশ্বাস স্থাপন কবতে পাবি না-ও কবতে পাবি। আমাদেব বিশ্বাসেব ওপব নির্ভব কববে ভবিষ্যত কর্মপন্থা যে সত্যিই বচনটিব কৰ্ত্তাকে ভাবতবর্ষে খুঁজে দেখা হবে কিনা। কার্যত খুঁজে না দেখলে, যে কৰ্ত্তা নেই তাব বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ে খোশগল্প কবা যায় কিন্তু সত্য-মিথ্যাব কুহক ভেদ কবা যায়না। অথচ এই বচনটি সম্পূর্ণই অর্থহীন এমন কথা কেউ বলবে না। ব্যাকবণেব নিয়ম মিলিয়ে ভাবাবিজ্ঞানেব দৃঢ়ভিত্তিতে এই বচনটিকে তৈরী কবা হয়েছে, কৰ্ত্তা-কর্ম-ক্রিয়াব যথাযথ সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি। 'বডলাট' সত্যিই ভাবতবর্ষে বর্তমানে আছে কিনা জেনে নেবাব আগে বচনটিব সত্যি-মিথ্যে বচনেব শৃঙ্খলাব অন্তর্গত। চিন্তাব স্বভাব থেকেই জানা গেছে যে চিন্তাব নিজস্ব নিয়ম এবং

ধাবাবাহিকতা আছে। ‘ভাবতবর্ষে বড়লাট’ এবং ‘বুদ্ধিমান’ এই দুটি পদ এবং তাদের সম্পর্ক পূর্ববর্তী অস্ত্রান্ত্র বাক্যেব যার্থার্থে বিধৃত। স্তত্রাং প্রতিটি বচনেব যার্থার্থ বাক্যমগুলীব নিজস্ব নিয়মে চালিত। পবস্পবেব সঙ্কে সম্পর্কিত অবস্থাতেই অর্থ খুঁজে পাওয়া সম্ভব অস্ত্রাথ্য ভাষাব কোনো তাৎপর্য পাওয়া যায়না। একটি বাক্যমগুলীতে যে প্রতিটি বাক্য পবস্পবেব সঙ্কে সম্পর্কিত এই জ্ঞানেই অববোহী ত্রায়েব স্ত্রপাত। যেমন, যদি ‘ক থেকে খ আসে’ এবং ‘খ থেকে গ’ তবে নিশ্চয়ই ‘ক থেকে আসে গ’।

এ্যাবিস্টটলেব বিখ্যাত আবিক্কাব : শ্রেণীসম্পর্কে যা সত্য শ্রেণীব অংশ সম্পর্কেও তা সত্য। এ্যাবিস্টটলেব এই আবিক্কাব থেকে যে কোনো বাক্য বা বচনেব অস্ত্রঃসঙ্কতিব পবীক্ষা সহজ হ’য়ে গেছে এবং একটি বচনকে অস্ত্রান্ত্র বচনেব স্ত্রে বিচাব কবার পস্থা আয়স্বে এসেছে।

বাক্যমগুলীব সত্যমিথ্যা বিচারেব বাইবে অবশু খুঁজে দেখা যায় সতিই বচন তথ্য বা ফ্যাক্টকে প্রকাশ কবে কিনা। বড়লাট সতিই থাকলে, বচনটিও সত্য। বড়লাট না মিললে ব্যাকবণেব যার্থার্থ সত্ত্বেও বাক্যটি সত্য নয়। সত্যেব পবীক্ষা এবাব ইন্ড্রিয়গত অভিজ্ঞতার বিচাবে। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে বাক্যটিব লক্ষ্য নিজেই নয়, অস্ত্র কিছু। এই ‘অস্ত্র কিছু’কে আমরা বলি বস্তুবিশ্ব বা প্রকৃতি। অভিজ্ঞতা অর্থাৎ বাস্তব বা প্রকৃতিব বিভিন্ন তথ্যেব সঙ্কে মিলিয়ে আমবা বাক্য বা বাক্যমগুলীব সত্য স্থিব করি। বিচার তখনই সত্য যখন বাক্যে উল্লিখিত অবস্থা প্রকৃতিব তথ্যেব সঙ্কে মিলছে। স্তত্রাং বাক্যটি এবং সত্যতে সম্পর্ক স্থাপন কবা বা যাকে দর্শনেব ভাষায় বলা হয় প্রতিষদ (কবেসপণ্ডেস) লাভেব আগে জ্ঞান হয়না। কিন্তু তত্ত্বেব বাইবে অভিজ্ঞতাব নজীবই একমাত্র কষ্টপাথব হিসেবে স্বীকৃত হ’লেও জ্ঞানেব সমস্তা দূব হয় না। কাবণ অভিজ্ঞতা যাচাইএব সমস্তা থাকে। অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে ধবে নেওয়া হয় যে অভিজ্ঞতা-পবস্পবায় সত্যেব স্বরূপ প্রকাশ পায়। কিন্তু বিজ্ঞানেব ইতিহাস থেকে জানি প্রাথমিক অভিজ্ঞতা বা পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা অনেকোংশেই পরিত্যক্ত হ’তে পাবে। তাছাড়া ব্যক্তিবিশেষেব ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাব সীমাতেই তুলভ্রান্তিব অবকাশ অজস্র। অপবিচিত লোকে আমবা প্রায়শই পবিচিত বলে তুল কবি। আবাব নিজেদেব এসব ভ্রমগ্রমাদ ছাড়াও দেখা গেছে যে যাব বলে ‘আগেই জানতুম, দেখলে তো’ তাদের কথা অনেক সময় লেগে গেছে। অথচ তাবা নিশ্চয়ই অভিজ্ঞতা

তাদের বক্তব্য গড়েনি। এই যেমন যাবো বন্ধুর বাড়ি, একজন যান।  
করলো। বললো, ওকে পাবেনা বলে দিলুম। সত্যিই পাওয়া গেল না।  
অর্থাৎ সে সত্য কথা বলেছে। এই সত্যকে জানলো কি ভাবে? বা  
অভিজ্ঞতা যাচাইয়ের মানদণ্ডটি কী? এই প্রশ্ন অববোধীতায়ের বাইরে  
প্রাসঙ্গিকভাবেই উঠবে। উদাহরণ থেকে দেখা গেল যে আমরা কখনো  
সত্যি কখনো মিথ্যে এবং কখনো আমবা না-জেনেই সত্যি আর কখনো  
না-জেনেই মিথ্যে। অভিজ্ঞতার নিয়মটি জানা থাকলে সজ্ঞানেই বলতে  
পাবতুম কখন আমরা সত্যি কখন মিথ্যে। জবাবে দেকার্ডের অনুসরণে  
বলা হবে অভিজ্ঞতার সংখ্যা ও সম্ভাব, বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের ওপর সত্য-  
মিথ্যা নির্ভর করবে। কারণ বচন শুধু একটিমাত্র নয়। তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে  
নেবার ক্ষেত্রে একটি বচন আরো অসংখ্য বচনের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই সব  
অসংখ্য বচন বা বাক্যমণ্ডলীর প্রতিটি তথ্যের যাথার্থ্যের ওপর নির্ভর করছে  
সুতরাং বাক্যমণ্ডলী যতো বেশি সম্পূর্ণ হবে অভিজ্ঞতা ততো বেশি সত্যরূপ  
পাবে।

বর্তমানে আমরা আলোচনার এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি যেখানে  
আলোচনার ক্রম এবং সিদ্ধান্ত বৃত্তাকার হ'য়ে পড়ছে। সত্যের প্রসঙ্গে স্থির  
হ'য়েছে যে প্রকৃতির তথ্য বা ফ্যাক্টের সঙ্গে বচনগুলো মিলিয়ে নিতে হবে  
অথচ বচনিক ধারাপাতের প্রসঙ্গে দেখেছি যে চিন্তার বাহন হিসেবে ভাষা  
প্রতীকী ব্যবহারের বাইরে পৌঁছতে না-পারার ফলে জ্ঞানের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ  
হ'য়ে যাচ্ছে এমনকি দার্শনিকবা জ্ঞানের সম্ভাব্যতাই সন্দেহ কবছেন।  
অধ্যাপক গর্ডন চাইল্ড অবশ্য এই অবরুদ্ধ আবহাওয়ায় মুক্তির স্বাদ আনেন  
তার পুরাতন ও প্রয়োগবিহীন অসামান্য জ্ঞানে সমাজকে জ্ঞানের পটভূমি  
হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। ওঁর আলোচনার আলোকে বচন এবং ফ্যাক্টের  
প্রতিষেধের সত্যাকার রূপ এবং ভাষার প্রতীকী ব্যবহারের তাৎপর্য স্পষ্ট  
হয়। বোঝা যায়, ভাষা যেহেতু কোনো ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি নয়, ভাষার  
প্রতীকী বিকাশ ও তাব তাৎপর্য এবং ভাষার বিকাশের ছকেই বা প্যাটার্নে  
সত্যের প্যাটার্ন পবিস্ফুট হ'য়ে ওঠে। সত্য, সে ভাষার বুদ্ধি-গ্রাহ্যরূপেই হোক  
বা ইংগিত ধর্মেই হোক, প্রকাশের অপেক্ষায় থাকে এবং এই প্রকাশ লর্ড  
রাসেলদের আপত্তি সত্ত্বেও মানুষের জ্ঞানের গোচর হয়। অন্তত গর্ডন চাইল্ডের  
পবিচ্ছন্ন, সহজ আলোচনায় পদার্থবিজ্ঞা ও জীববিজ্ঞার প্রাসঙ্গিক নজীরে

প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠেছে। অভিজ্ঞতাকে বিচারের ক্ষেত্রে বাক্যমণ্ডলীর সম্পূর্ণ-রূপে বক্তব্য যে সমাজকে পটভূমি হিসেবে ধবে নিয়েই প্রয়োগতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে মূর্ত হয়, একথা চাইল্ডের সমগ্র বক্তব্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

গণিতশাস্ত্রের উন্নতিতে, অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষতা বা ইন্দ্রিয়-সংবেদনতা পেছনে হঠাৎ, প্রতীকী আলোচনা জ্ঞানের রাজ্যে পুরোভাগে আসে। প্রতীক থেকে তাৎপর্যের খোঁজ ও প্রতীকে-তাৎপর্যে সম্পর্ক। তাৎপর্য নিয়ে, বিরোধে অনেকের ধারণা তাৎপর্য শুধুই সম্পর্ক আব এই সম্পর্ক দুটি পদে বিভক্ত। আসলে তাৎপর্য অনেকগুলো পদের সঙ্গে জড়িত আব বিভিন্ন ধরনের তাৎপর্য বিভিন্ন স্তরের সম্পর্ক। তাই, একথা বলাই হয়তো ঠিক যে, তাৎপর্য গুণ নয়, পদের বৃত্তি। এই বৃত্তি একটা প্যাটার্ন বা ছক। এই ছক বা প্যাটার্ন একটি পদকে ধরে আরো বহু পদের সম্পর্কে তৈরী হয়। পদ আবার একটি বচনের অংশ। বচন ভাষার বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যবহার; বুদ্ধিগ্রাহ্য প্রতীক ও বলা চলে কাবণ ভাষা নিজেই বস্তু বা তথ্যের প্রতীক। উইটগেনষ্টাইনের তাত্ত্বিক ফ্রেমে যেমন আমাদের বক্তব্যেও সত্য মিথ্যাব-যাচাই তথ্যের সঙ্গে বচনের সম্পর্কে অর্থাৎ প্রতিষেধে। বচন ও তথ্য যে পরস্পর খাপ খায় তার কাবণ এই নয় যে তথ্যের সঙ্গে জড়িত বস্তু ও কার্য-ক্রমেব নাম বচনে আছে, আসলে বচন উল্লিখিত বস্তুগুলো যেভাবে ছকে স্থিত সেই প্যাটার্নেবই অল্পকবর্ণেই তাদের একত্রিত করে। তাই বচনকে গঠনের ছবি বলা হয় এবং এই গঠন বা নির্মিতি ঘটনার (স্টেট্ অব এ্যাক্টিয়)। বচনের ঐক্য একটা ছবির সাদৃশ্যেই গঠিত; ছবিতে যেমন অসংখ্য বিচ্ছিন্ন অংশ সামগ্রিক একটা ঐক্যে মিলে থাকে, অখণ্ড পবিচয় পায়। তথ্যের গঠন বা নির্মিতিব যে-পরিচয় বচন উপস্থিত কবে বা এই দুইয়ের প্রতিষেধ কখনোই সমতা বা সাদৃশ্যের পবিচয় নয়। বিচারে যে-সব প্রত্যয় ব্যবহৃত হয় তা প্রত্যক্ষ বস্তুর নির্দেশক হ'লেও চবিত্র এক নয় তাদের বা বস্তুতে বস্তুতে যেমন সম্পর্ক প্রত্যয়াদিতে তেমন নয়। কারণ বস্তুতে বস্তুতে সম্পর্ক স্থান-কালের হিসেবে ধরা পড়ে, তাদের পরস্পরের মধ্যে স্থান ও কালের ব্যবধান থাকে। প্রত্যয়াদির ক্ষেত্রে স্থান কাল ভিত্তি নয়, তারা এমনকি স্থানগত বা কালগত ফ্রেমে ধরা পড়ে না। বিচারে তাই যদি বলি, যেমন শ্লিক উদাহরণ দিয়েছেন, 'চেয়ারটা টেবিলের ডাইনে আছে' তবে

চেয়াবের প্রত্যয়টি নিশ্চয় 'টেবিল' প্রত্যয়টির ডাইনে বসানো থাকে না। সাম্য বা সাদৃশ্যের বক্তব্য প্রতিষেধক চবিত্র নয। বিচাব কখনোই বিচার্ষেব ছবি আঁকে না যেমন স্ববলিপি সঙ্গীত নয বা মাহুষেব নাম তাব ব্যক্তিত্বের পরিচয় নয।

আমরা বিশ্বকে জানি তাব বিভিন্ন প্যাটার্নে। প্যাটার্ন বা ছক ছড়িয়ে থাকে বিচ্ছিন্ন বস্তুতে, বস্তু থেকে তাকে তুলে নিয়ে বিমূর্ত স্বরূপে প্রকাশ করতে পাবলেই জ্ঞান লাভ-ঘটে। এই প্যাটার্ন আবার কখনোই জ্যামিতিক চিত্রেব মতো স্থিতিশীল নয। পবম্পবেব সঙ্গে সম্পর্কে ছক প্রতিমুহূর্তে ভাঙে। নতুনভাবে গড়ে ওঠে আবার। প্যাটার্ন নির্ভব কবে অংশেব পাবম্পবিক সম্পর্কে। প্যাটার্ন বা ছকের চবিত্র স্থিতিশীল নয বলেই তাব মাত্রা (ডাইমেনশন) আছে এবং বিভিন্ন অবস্থায় মাত্রা বদল হয়। দেয়ালে বা কার্পেটে যে প্রতিমা তৈবী কবা যায় বঁঙ এবং স্তোত্রে তা দুই মাত্রার। কিন্তু বেতাব সংবাদে বা টেলিফোনেব বার্তায় প্যাটার্ন সময়েব হিসেব; এই হিসেব চাবমাত্রাব। এই চাবমাত্রাকে আবার যে-কোনো মুহূর্তেই রূপান্তবিত কবা চলে। যেমন প্যাটার্নেব শৃঙ্খলা বজায় বেখেই সময়কে সরিয়ে নিয়ে গ্রামোফোন রেকর্ডে তিনমাত্রায় দাঁড কবানো যায়। এই নঙ্গীবে আবো একটা কথা প্রমাণ হয় যে মাত্রাব বিভিন্ন পরিবর্তনেও প্যাটার্ন কতোদূব অবিচলিত থাকতে পাবে। প্যাটার্নেব প্রধান একটা নির্ভব বৃত্তির ওপর। যেমন তিনমাত্রার প্যাটার্ন যেখানে স্থানসঙ্গতিতে নিবদ্ধ, যেমন যন্ত, সেখানে সমগ্র স্থানিক প্যাটার্নটিই বদলে ফেলা যায় কিন্তু তাব ফলে প্রতিষেধ কোনো বিবাদ দেখা দেয় না। কাবণ স্থানিক পবিবর্তনেও বৃত্তিব পবিবর্তন ঘটে না। দু'মডেলের দুটো মোটবেব গীয়াব বা চালন-চক্রটি ডাইনে-বিন্ধায়ে জায়গা বদলালেও কর্ম-বদলায় না।

প্যাটার্নেব পরিচয় থেকেই প্রতীক আসে। প্রতীকেব অর্থ সামাজিক স্বীকৃতি-নির্ভব, কিন্তু এই অর্থেব সংজ্ঞা নিরূপন হয় প্যাটার্নে বিভিন্ন অংশের সহযোগী সম্পর্কে। এই সামাজিক স্বীকৃতি-নির্ভব অর্থই প্রতীককে অত্মাঙ্ক চিহ্ন থেকে তফাৎ করে। চিহ্ন চিনবাব ক্ষমতা মাহুষেতব জন্তুজানোয়াবেবও আছে। প্যাভলোভের সুবিখ্যাত উদাহরণে ঘটাব শব্দে অর্থাৎ চিহ্নে বা চিহ্নিত বস্তুর চিহ্নিত ধ্বনিতে কুকুবেব লালাক্ষবণ এই বক্তব্যের সমর্থন। তৎসঙ্গেও মাহুষ ও জন্তুর পার্থক্য এই যে বিশেষ কুকুরটির বিকার তার

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য যা কোনো ক্রমেই অজ্ঞতে চাবিয়ে দিতে পারে না। শুধু প্যাভলভের পবীক্ষাই নয় ইঁদুর নিয়ে ম্যাকডুগালের পবিশ্রমেও একই বক্তব্য প্রমাণিত হ'য়েছে। একটা ইঁদুরকে জটিল গোলকধাঁধায় বারকয়েক ঘুরিয়ে আনলে নিশ্চয়ই সে বাবান্তবেব পবিশ্রমে এবং অভিজ্ঞতায় চেনা পথ দিয়ে বেবোতেই চেষ্টা করবে কিন্তু মানুষের মতো এই অভিজ্ঞতা রংশ পবম্পবায় ছড়িয়ে দিতে অপাবগ থাকে। এক থেকে আর একে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছড়ায় বলেই মানুষের ক্ষেত্রে জ্ঞানের সামাজিক শিকড় খুঁজতে হয়। অভিজ্ঞতা ছড়াবাব প্রসঙ্গে আমাদেব পুরোনো জিজ্ঞাসাটা আবাব উঠতে পাবে যে একের অভিজ্ঞতা কি ভাবে একই তাৎপর্যে অস্ত্রের মনে পৌছোয। ভাষাব বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে আমাবা স্থিব করেছি যে ভাষা তথ্যেব প্রতীক- এবং প্রতীক বলেই সাধাবণ্যেব সম্পত্তি। ফলে প্রতীকেব তাৎপর্য বিশ্বজনীন এবং নভোচাবী। কিন্তু মাঝে মাঝে ভাষা বুদ্ধি গ্রাহ প্রতীক হিসেবেই অনর্থের হত্ৰপাত করে। অগডেন কাবণ দেখিয়েছেন ‘তাৎপর্যেব’ দ্বৈত অর্থ। প্রতীকের বাস্তব নির্দেশকে অগডেন নাম দিয়েছেন “লক্ষ্য” (রেফাবেণ্ট) এবং সেই একই প্রতীক যেসমস্ত মনোভাব বা আইডিয়া নির্দেশ করে তাকে বলেছেন “হত্ৰ” (বেফাবেল)। সমস্ত প্রতীকেরই তাৎপর্য আছে কিন্তু নির্দেশ নেই যেমন ‘ইলেকট্রিক কাবের্ট’ বা ‘গণতন্ত্র’। ‘আমেব’ নির্দেশ আছে। এই দুটো অর্থকে গুলিয়ে ফেললেই অনর্থ দেখা দেবে। প্রতীক হিসেবে ভাষাব আর একটা বৈশিষ্ট্য হলো যে ভাষার তাৎপর্য তার পরিবেষ্টনী নির্ভব। প্রতীকেব তাৎপর্যকে আইডিয়া বা ধারণা বলছেন চাইল্ড। এই ধারণা বস্তগত নয় যদিও প্রতীক ছাড়া ধাবণা জন্মে না এবং প্রতীক নিতান্তই বাস্তব। ধারণা আবাব কেবল- মাত্র মস্তিষ্কেই বিহার করে যদিও এই মস্তিষ্ক কোন একজন ব্যক্তিবিশেষেব নয়; পবম্পব সম্পর্কিত সামাজিক মাঝুর্ষেব। ব্যক্তিবিশেষেব মনে অবশুই নতুন আদর্শ বা ধাবণা রূপ পেতে পাবে কিন্তু এই আদর্শেব কোনই মূল্য থাকেনা যদি সমাজ অস্বীকার করে। এই ধারণাও একটা প্যাটার্ন।

ভাষাগত প্রতীকের প্রচণ্ড একটা ক্ষমতা পরম্পব সংযুক্তিব। তাদের বাছাই এবং সাজানোব সম্ভাবনা প্রায় অনন্ত। এরই ফলে বস্তব প্রত্যয়ই শুধু নয়, বস্তব পাবম্পরিক সংযোগও ভাষায় প্রকাশ পায়। ক্রিয়াপদেব বৈশিষ্ট্য সেটা। ক্রিয়া দ্বৈত-বৃত্তির প্রতীক। একদিকে সম্পর্ক জ্ঞানায়



অন্তরীক্কে সম্পর্ক বহন কবে বা সম্পর্ক ধবে বাখে। কিন্তু বাসেল-কাবনাপ ভাষাব বুদ্ধিগ্রাহ্য প্রতীকী বৈশিষ্ট্যেব বাইরে সবকিছুকেই আবেগ-অনুভব, মনয় অভিজ্ঞতা ইত্যাদি নাম দিযে নৈয়ায়িক বিশ্লেষণেব বাইবে ঠেলে দিচ্ছেন। ওঁদের মতে চিন্তাকে শাবীবরূপ দেবাব ক্ষমতা একমাত্র ভাষাব এবং দ্বিতীয়ত, যা-কিছুই বুদ্ধিগ্রাহ্য চিন্তা নয় তা আবেগ মাত্র। ফলে কারনাপ লিখছেন, ‘ও, ও চীৎকাব, এবং একটু উচ্চস্ববে লিবিব কবিতা’ প্রতীকী চিন্তাব প্রকাশ নয়। বাসেল লেখেন, “ভাষাব ওপর আমাদেব বিশ্বাস এই কাবণে যে সে...পাৰ্থিব পৃথিবীর গঠনেব অংশভাক এবং সে কাবণেই গঠনকে প্রকাশ কবতে পাবে। কিন্তু এমন একটা পৃথিবী যদি থাকে যা পাৰ্থিব নয়, অথবা নেই স্থানে-কালে, এব এমন কোনো গঠন থাকতে পাবে যা আমবা কখনো জানবাব বা প্রকাশেব আশা বাখিনে।... হয়তো সেজন্তেই আমবা এতো পদার্থবিজ্ঞানি অথচ অল্প কিছু এতোকম।” অবশ্য বাসেলেব মতে মত দিযে স্থান-কালহীন বিশ্বে, বিশ্বাস সমর্পন না-করলেও চলে। পাৰ্থিব এই স্থানকালেব বিশ্বে এমন অনেক কিছু আছে যা বাসেলেদেব বৈয়াকবণিক চিন্তাব সূত্রে প্রকাশ কবা যায় না। তাকে প্রকাশ কবাব জন্তে বুদ্ধিজাত ভাষাব প্রতীকেব বাইবে অল্প প্রতীকে উপস্থিত করতে হয়। ছবি গান-কবিতা তাব উদাহরণ। এদেব প্রতীক ব্যবহাবও সামাজিক সমর্থনে নতুন তাৎপর্য এবং অর্থে মহিমাম্বিত থেকে সত্যেব স্বরূপকেই উদ্ঘাটিত কবে।

বচনিক ধাবাপাতেব অন্তর্নিহিত ক্রটি থেকে প্রতীকেব সামাজিক রূপ স্পষ্ট কবে চাইল্ড জানেব সংজ্ঞা প্রস্তুত কবেন। ‘Knowledge is to be an ideal reproduction of the external world serviceable for cooperative action there on.’ এই সংজ্ঞায় চাইল্ড লকেব অনুকবণে মনকে নিষ্ক্রিয় আয়না হিসেবে ব্যবহাব করছেন না। প্রাথমিক আলোচনাব সূত্রে জানাচ্ছেন জানেব ক্ষেত্রে জ্ঞাতা বস্তুবিশেব প্যাটার্ন নিজেব মতো সৃষ্টি করে। এই প্যাটার্ন সহযোগী কৰ্মেব আবহাওয়ায় সৃষ্ট ও পবিপুষ্ট হয় কাবণ প্রতীকেব জীবনমৃত্যু সামাজিক কার্যক্রম ও সমর্থন সাপেক্ষ। এই সমর্থনেব জোব এতো বেশি যে প্রাচীন সমাজে ভূত, প্রেত, অপদেবতাও অস্ত্রাত্ম জ্ঞানেব সম-সম্মান পেয়ে এসেছে। ব্যক্তিবিশেষেব বুদ্ধিতে বা শিক্ষায় এদেব সমাজ-মানস থেকে হঠানো যায়নি বা বর্তমানেও যায় না। যেমন বর্তমানে

আমাদের চিন্তাধাবাতেও অর্থোক্তিক বহু প্রত্যয় স্থিৰ হ'য়ে আছে অথবা আমবা বিজ্ঞানকেও প্রায় ঈশ্বর বিশ্বাসেব অন্ধতায় আঁকড়ে আছি। সমাজ-মানসে যে-সমস্ত প্রত্যয় জ্ঞানের সূত্র সে-সমস্ত কিছুই আবাব ব্যক্তিবিশেষেব অভিজ্ঞতাব ফল হিসেবে সঞ্চিত হ'য়েছে। ইন্দ্রিয় সংবেদনে বস্তুবিশ্বের ধাবণা ব্যক্তিব বোধে আসে কিন্তু কখনোই জ্ঞানের সামান্য অংশ ছাড়া ব্যক্তিবিশেষেব নিজস্ব অভিজ্ঞতাব ফল নয়। এমনকি এই সামান্যতম অভিজ্ঞতাও, আমাদের সামাজিক শিক্ষাদীক্ষা, ব্যবহাবেব যোগ্য ক'বে নেয়। একই অভিজ্ঞতাব বস্তুকে বিভিন্ন মানসিকতাব লোক যেমন বিভিন্ন ছকে গ্রহণ কবে।

আমাদের প্রাথমিক অভিজ্ঞতায় পৃথিবী চূড়ান্ত বিশৃঙ্খল বলে ধাবণা হয়। তাব কোথাও কোনো প্যাটার্ন নজবে পড়ে না। ইন্দ্রিয়জাত অভিজ্ঞতাব সাক্ষ্য হিসেবে বিশ্বাস কবতে ইচ্ছে কবে যে সমস্ত কিছুই টুকবো টুকবো বিচ্ছিন্নভাবে আমাদের মনে সাড়া তুলছে এবং মন নামক একটি অত্যন্ত বুদ্ধিমান বস্তু সব কিছু সাজিয়ে গুছিয়ে তুলে বাথছে। একদিকে লক থেকে হিউম অন্তদিকে দেকার্তে থেকে কান্ট দুই তবফই অভিজ্ঞতাব রূপে সামঞ্জস্য বিধান কবতে চেয়ে কখনো আবছাভাবে কখনো স্পষ্টভাবে পৃথিবীর বা অভিজ্ঞতাব বিষয় বস্তুকে একটা ছকে দেখবাব চেষ্টা কবেছে। কাবণ, এই ছক বা প্যাটার্নের ধাবণা ছাড়া বিশ্লিষ্ট-বোধ শৃঙ্খলাহীন পৃথিবীর প্রতীক হিসেবে আমাদের মস্তিষ্কে প্রতিষজ্ঞ খুঁজে পেতো না। কারণ একমাত্র প্যাটার্নের অংশ এবং প্যাটার্ন অত্র প্যাটার্ন ও অংশেব সঙ্গে মিলতে পাবে। প্যাটার্নেব মাত্রা হিসেব যেমন কমানো যায় তেমনি সত্যেব অনন্ত প্যাটার্নের ছকে পদার্থবিজ্ঞান নতুন তত্ত্ব সব সৃষ্টি হচ্ছে এবং দেখা যাচ্ছে বিশ্বপ্রকৃতির ব্যাখ্যা বিমূর্তছকেই প্রয়োগসিদ্ধ সামাজিক রূপ পাচ্ছে। প্যাটার্নেব সত্য ষতোই স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে ততোই ভ্রমপ্রমাদের কার্যকারণ আমাদের কাছে স্পষ্ট হ'য়ে উঠছে। আমাদের প্যাটার্নের বোধ যেহেতু পৃথিবীর জটিল বৈচিত্র্যে আমাদের প্রয়োগবিজ্ঞান সামান্যতাই প্রমাণ করে স্ততরাং কলা-কৌশলের প্রগতিব স্তবেব সঙ্গে সর্বদাই সত্যের উপলব্ধি জড়িত থাকবে। প্যাটার্নের ধারণা যার যেমন সত্যেব ধাবণাও তাব তেমনি।

আমাদের প্যাটার্নের ধাবণা পেস্টার্ট মনস্তত্ত্বে আশ্চর্য সঙ্গতি পেয়েছে। অর্থাৎ বিশ্বপ্রকৃতিতে যুক্তি এবং ছক খুঁজে ফেরাটা নেহাতই যুক্তিবিচারের

ঈনিদানে তৈরী হয়নি। লকের মনস্তত্ত্বের প্রতিবাদে গেস্টলট মনস্তাত্ত্বিকদের বক্তব্য এই যে মানুষের যেকোনো অভিজ্ঞতাই পবিপূর্ণ রূপে প্রকাশ পায়। অভিজ্ঞতাব এককট্টা রূপকেই তাঁরা গেস্টলটেন বলেন। শুধুমাত্র যে মানুষই পূর্ণাঙ্গ হকে অভিজ্ঞতা লাভ কবে তা-নয়, প্রাণীজগতেও অভিজ্ঞতাব স্বরূপ এক।

জ্ঞানেব সামাজিকরূপেব সবচেয়ে বড়ো 'প্রমাণ' চিন্তাব হাতিয়াবগুলো। বিভিন্ন সামাজিক পর্ধায়ে মানুষ পৃথিবী ব্যাখ্যার প্রয়োজনেই বিভিন্ন বক্তব্য সৃষ্টি কবেছে। প্রয়োজন ফুঝোলে সেগুলো আস্তে আস্তে চিন্তাব জগত থেকে মুছে গেছে। কখনো কখনো তাদের চিহ্ন অনেককাল ভাষা বহন করে এনেছে। যেমন কিছুদিন আগেও আলোব গতিতত্ত্ব ব্যাখ্যা কববার প্রয়োজনে 'ঈথের'ব জন্ম দেওয়া হ'য়েছিলো বর্তমানে মর্লি-মাইকেলসন এবং লোবেঞ্জ পরীক্ষাব ফলে যাব প্রয়োজন ফুরিয়েছে। অথচ এখনো আমরা 'ঈথের' এই পদটি ব্যবহাব 'করি। চিন্তার হাতিয়াবগুলোকে চাইল্ড বলছেন প্যাটার্নের প্রান্তবেধা। প্যাটার্নেব অন্তর্গত বিভিন্ন অংশের সম্পর্ক যা নিজেই বহির্জগতেব একট্টা বিশেষ প্যাটার্ন। চিন্তার হাতিয়ারগুলোই চিন্তাব সামগ্রীকে মোটামুটি একট্টা স্থায়ী রূপ দিচ্ছে। জ্ঞান ও কর্মেব মধ্যে স্থায়িত্বেব রূপ বস্তু বা বস্তুর প্যাটার্ন সম্পর্কে সচেতন বাথে। ফলে দার্শনিকদেব বহু-ক্ষেত্রেই ধাবণা হয়েছে যে চিন্তাব হাতিয়ারগুলো যেহেতু চিন্তাকে প্রকাশ করে স্তবাব তাঁরা অভিজ্ঞতালব্ধ প্রত্যয় নয়, অভিজ্ঞতার পূর্ববর্তী অস্তিত্ববান ধারণা যা চিবস্তন এবং নিজেদেব অধিকাবেই অক্ষয়। প্যাটার্নেব সচেতনতা সম্পর্কে কেউ যদি বলে যে বিষয়বস্তুর ধাবণাব পূর্বেই তাদের রূপেব ধাবণা হ'য়েছে বা হওয়া সম্ভব তবেই হাতিয়াবেব সম্পর্কে এমন ধাবণা জন্মে। অর্থাৎ এই ধাবণায় প্যাটার্নেব ক্রমট্টা ভেঙে যায়। অবশ্য দার্শনিকবা যখন বলেন যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় এমনিতেই প্রত্যয়গুলো বা হাতিয়াবগুলো মেলে তখন তাঁবা সঠিক সিদ্ধান্তই কবেন। প্যাটার্নেব মূলরূপ অভিজ্ঞতালব্ধ হ'লেও তাব জন্ম সামাজিক কর্মেব সূত্রে এবং সমাজ এই অভিজ্ঞতাকে বস্তু-রূপ দেয়। কান্টেব বক্তব্যে আছে সত্যেব স্বরূপ অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয় কাবণ বস্তুবিধেব পবিচয় ঘটে আমাদেবই ছুটি মানসিক হাতিয়াবেব প্রয়াসে। এই দুটিকে কান্ট নাম দিয়েছিলেন স্থান ও কাল। প্রকৃতিব ওপব মন স্থান ও কাল নামক দুটি হাতিয়াব ব্যবহাব কবে জ্ঞাতব্য বিষয় জানে। কান্টেব

দর্শনে স্থান অভিজ্ঞতাব উর্দে হলেও স্থান সেই কাঠামো নয় যাতে বস্তুকে জানা যায়, স্থানের বোধ আসে কাবণ সামাজিক মানুষেরা স্থানেই বস্তু ওপব তাদের প্রভাব বিস্তার করে, ভাঙেগড়ে। নিজেবা 'উপব' বা 'নীচ' অর্থহীন প্রত্যয় কিন্তু কর্মের সহযোগিতায় একমাত্র অগভেন কথিত তাৎপর্ষেব দুটি সম্ভাই লাভ কবে। প্রত্যয়েব ভুল ব্যবহাবে স্থান প্যাটার্নেব বদলে ফ্রেম হিসেবে ব্যবহাব হ'লেই একমাত্র গণ্ডোগোল দেখা যায়। এবং প্যাটার্ন হিসেবে দেখলেই বোঝা যাবে কাণ্টেব স্থান ভেঙে কেমন বীমান ইত্যাদিবা জ্যামিতিতে অনন্ত-মাত্রাব স্থানের প্রত্যয় এসেছে। কাল সম্পর্কেও একই কথা। চিন্তাব হাতিয়াবগুলো প্রাক-অভিজ্ঞতাব যে চেহাৰা লাভ করছে দর্শনেব আলোচনায় তাব একমাত্র কাবণ সত্য ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাব পূর্ববর্তী। অর্থাৎ চিন্তাব হাতিয়াবগুলো-ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাব ফল নয়। সমাজ এদেব রূপ দিয়েছে এবং নির্দিষ্ট কবেছে। চাইল্ড "দ্রব্যস্ব" প্রত্যয়টি ব্যাখ্যা কবে দেখিয়েছেন কেমন ক'বে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার স্তবে একটি প্রত্যয় জ্ঞানেব হাতিয়াব আবাব পবিশেষে অযৌক্তিক বোঝা মাত্র। সভ্যতাব আদিম পর্যায়ে বস্তুমানুষেবা "বস্তু" ও "ব্যক্তি"কে এক ক'ড়ে দেখতো কাবণ পাবিপাৰ্শ্বিক বস্তু ইত্যাদিতেও তাবা প্রাণেব পবিচয় পেতো। সমাজে জ্ঞানেব পবিবেশে "বস্তু" ও "ব্যক্তি" এক হ'য়েই ছিলো। এই ধাবণা এতো গভীবে স্থান নিয়েছিলো যে বর্তমান ভাষাগুলোতেও, এতোদিনের উন্নতিব পটভূমিতে, সেই পুবোনো ব্যবহাবেব পবিচয় থেকে গেছে। যেমন এখনো ইংবেজীতে, 'ছুরি কাটে' ইত্যাদি। "দ্রব্যস্ব" সম্পর্কে যেমন আমাদের ধাবণা। বিমূর্ত প্রত্যয় হিসেবে "দ্রব্যস্ব" বাস্তবেব ব্যাখ্যায় আমাদের ষথেষ্ট সাহায্য কবছে কিন্তু বর্তমানে "দ্রব্যস্ব" ছাড়া আমবা ভাবতেই পাবিনে। এমনকি হোমরেব আমলেব মতো শব্দকেও আমবা এক একটি "দ্রব্য" মনে কবি যেন ছোট পাখাওয়ালা বস্তু পাখা নেড়ে আমাব মুখ থেকে আব একজনেব কানে পৌছোলো। দুর্খাইম তাই সন্দব বলেছেন চিন্তাব হাতিয়ারগুলো হলো, 'priceless instruments of human thought which the human groups have laboriously forged through the ages and where they have accumulated the best of their intellectual capital' এবং চাইল্ড সঙ্গে জুড়েছেন যে এগুলো মানুষেব সত্যকে জানার প্রয়োজনে ও জ্ঞানেব প্রগতিব বিভিন্ন স্তরে প্রয়োজন অপ্রয়োজনের দ্বন্দ্বিক সম্পর্কে স্থির হয়।

জ্ঞান, বিশ্বপ্রকৃতিকে মাহুষেব প্রযোজনেই গড়াব ফল, এবং এই জ্ঞান সামাজিক বৈশিষ্ট্য সমাজ মানসেব বড়েই ইতিহাস জুড়ে তৈরী হতে থাকে। জ্ঞান, গর্ডন চাইল্ডেব বক্তব্যে, প্রতিষ্ঠিত কোনো তত্ত্ব বা তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নয়, জ্ঞান ভবিষ্যত কর্মেব সূত্র। এইসব সূত্রগুলো আবাব যেহেতু আকাজ্জিত লক্ষ্যেব পবিপূর্ণেব জগ্গেই ব্যবহৃত জ্ঞানেব বচন সত্যেরই সংগঠিত ভাষ্য। সত্য এই আলোচনায় নির্দিষ্ট স্থিতি সত্তা কিছু নয়, জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়ব আদানপ্রদানে, সক্রিয় সম্পর্কেব টানাপোড়েনে সম্পাদিত কর্ম। সত্য তাই কোনো একটি মাত্র শৃঙ্খলাই নয়, শৃঙ্খলাব ক্রমবর্ধিত অথচ সম্পর্কিত রূপ।

কেবলমাত্র জ্ঞানেব সমস্তাব নৈয়ামিক সমাধানই নয় চাইল্ডেব বক্তব্যে আমাদের অভিজ্ঞতাব নানা স্তবেব অন্ধকার আলোকিত হ'য়ে ওঠাব সম্ভাবনা পায়। জীবনের অর্থ বিভিন্ন পর্যায়েব সংগঠনে এবং সংগঠনেব সম্পর্কিত অস্তিত্বে। এই সংগঠন জ্ঞানবিজ্ঞানেব সমস্ত শাখাব নিজস্ব আলোচনাব ধারায় পবিপূর্ণ হয়; পৃথক পৃথক বক্তব্য আদানপ্রদানে সংশয়ের নিরসন কবে। আলোচনায় যেমন আমবা দেখেছি জীবনেব সত্য জ্ঞানের গোচর হয় ভাষাব প্রতীকে, ভাষাব প্রতীক বা সামগ্রিকভাবে সমস্ত প্রতীকী আলোচনাই সত্যেব নিজস্ব প্যাটার্নকে রূপ দেয়। এই রূপ শুধু বুদ্ধিগ্রাহ্য বচনই নয়। অত্যাশ্রয় সমস্ত প্রতীক অল্পভব আবেগেব প্রতিনিধিত্ব ক'বে জীবনকে সমগ্রেব তাৎপর্থে ব্যাখ্যা কবে। ভাষাব বুদ্ধিগ্রাহ্য প্রতীকী রূপ ছাড়াই তখন সভ্যতাব ক্রমবিকাশে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীব সম্পর্ক স্পষ্ট হয়। প্রতীকীকরণ শুধুমাত্র সভ্যমানব গোষ্ঠীব নিজস্ব সম্পত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা যায়না। লেভীক্সলের বক্তব্যে আদিম মানবগোষ্ঠীব প্রাক-যুক্তি মানসিকতাব কল্পনা অর্বাচীন বলে প্রমাণ কবা যায়। প্রমাণিত হয় যে সাহিত্য-শিল্পেব নিজস্ব ইতিহাসে আদিম মানবগোষ্ঠীও একই সংকেতিত মার্গে চলে, তাদের সঙ্গীতে, পুবাণে একই প্রতীকী ভাবনা সভ্য মানবগোষ্ঠীর সচেতনতায় ঐতিহ্যেব পবম্পবা প্রকাশ করে। সাহিত্যেব সমস্তা এবং ইতিহাস তখন একটা অথও প্রায়সেবই সূত্র হিসেবে ব্যাখ্যা কবায় সহজ হয়। বিশেষ ক'বে বাঙলা সাহিত্যেব পটভূমি বিচারে আদিম বন্য এবং ইংবেজী শিক্ষিত ভদ্রলোকদেব সমস্তা একই বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত হয়। জীবনেব তাৎপর্ষেব দিক থেকে বুঝি আমাদের সংস্কৃতিব সমস্তা ছোটলোক-ভদ্রলোক বিভেদ দূর কবেই নতুন সমীকরণে স্থিতি হতে হবে।

স্রাংস্কৃতিক মনোভাব বা মেজাজেব মৌল নঙ্কতি ছাড়াই ব্যক্তি ও সমাজেব  
 প্রঞ্চে বিচাবেব পদ্ধতিও পুবেনো দ্বন্দে আব উপস্থিত কবা যায় না।  
 অস্তিত্ববাদী ঘোষণায়, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিচাবেব বিভেদ বক্ষা কবেই,  
 সমাধান খোঁজাব প্রয়াস নিতান্তই অবান্তর ঠেকে। একক মানুষ বা ব্যক্তি  
 স্বকীয়তাব খোঁজে দিশেহাবা হ'য়ে মনে করে জ্ঞানেব সমস্তা ও সমাধান বুঝি  
 সম্পূর্ণ তাব স্বাধিকাব প্রতিষ্ঠাব একক সংগ্রাম। জীবনকে নিজস্ব প্রতীকেব  
 রূপেই খুঁজে পাওয়া যায়। প্রতীকেব তাৎপর্ষেব খোঁজে, কার্যকাবণ তত্বেব  
 বা সম্ভাবনা তত্বেব পশ্চাতপটে, সামাজিক মানসকে অস্বীকাব কবতে চায়।  
 অথচ ব্যক্তিব মুক্তি বা তাব স্বাধীনতাব প্রয়াস যে অনিবার্যভাবেই প্রতীকী  
 সমস্তা অর্থাৎ সামাজিক স্বীকৃতি ও মূল্যায়ণেব সম্পর্ক তা নজবে পড়ে না।  
 প্রতীক সে-ক্ষেত্রে শুধুই একটা চিহ্ন ছাড়া যে আব কিছু নয়, যে-চিহ্ন আবাব  
 কোনো অর্থেই মানুষকে আদিম বহুজন্তব স্তর থেকে তফাৎ করে না। ফলে  
 একক ব্যক্তি বা অস্তিত্ববাদী ঘোষণা মুক্তিব নামে মানুষকে আদিম অন্ধকাব  
 ও বহুতাব দিকেই টেনে নেয়।

পুৰাতত্বেব নমস্ত্র অধ্যাপক গর্ডন চাইল্ড আমাদেব এই অন্ধকাবেব নতুন  
 আক্রমণ থেকে আলোকেব সন্ধান দিয়েই মনুস্তত্বেব পরীক্ষায় উদ্ভীর্ণ হলেন।

বৈশাখ পড়তে না পড়তেই এবাব তাপমান চড়চড় ক'বে উঠে গেলো। সকালে কাগজে দেখেছে এক'শ আট উঠেছিলো গতকাল। স্বাভাবিক তাপমান থেকে ডিগ্রি দশেক নাকি বেশি। অফিসে ব'সে ব'সেও কেবল ঘেমেছে। কাজ হয়েছে আজ কমই, সবাই হাঁস-ফাঁস ক'বছিলো নিবস্তব। গুপ্ত সাহেবের চেম্বারে যখন বসেছিলো ও, কাজে, তখন কপাল থেকে রুমাল ঘুবিয়ে এনে সাবা মুখ মুছে তিনি একবার বলেছিলেন—উঃ, আপনাদেব দেশে ... !

প্রথমটা, মুহূর্তেব জন্তে, স্তম্ভন ঠিক বোঝে নি, পবে, গুঁব বক্তবর্ণ মুখের পানে তাকিয়ে টেব পেখেছিলো সাহেব গবমে নাজেহাল, পাখাব উষ্ণ বাতাসে বিবস্ত। একটু হাসি এসে গেছিলো তাব মুখে, গুপ্ত সাহেব সেটা লক্ষ্য ক'বেছিলেন। হাসিটুকু মিলিয়ে যাওয়ার আগেই অবশ্য স্তম্ভন বুঝেছিলো ব্যাপাবটা বেকায়দাব হয়ে গেলো। এই গবমে, তাক্ত মেজাজে, অপ্রকৃতিস্থ অন্তবে, গুপ্ত সাহেবের নিশ্চয়ই অল্প বকম মনে হবে, হাসিব অর্থ বৈকে চুবে গিয়ে দাঁড়াবে অনর্থ। সামলাতে গিয়ে তাই ও তাডাডাডি বলেছিলো—কাল থেকে অসহ হয়েছে এবাভ্ নর্মল্! গুপ্ত সাহেব এক নিমেষ অপলক তাকিয়েছিলেন, দেখেছিলেন ওর মুখের ভাব, ব্যঞ্জন। স্তম্ভন আপনা হ'তেই, গবমে ও অস্বস্তিতে, কিছুটা অন্তর্লীন অশান্ত অহুভবে, নিজের মুখে রুমাল বুলিয়েছিলো। চামডাব তাপ ও রুমালের ঘসায় তার মুখও লাল হ'য়ে উঠেছিলো বেশ। গুপ্ত সাহেব আব কিছু বলেন নি, কাজের কথাটুকু ছাড়া, একটু স্তব্ধ, একাগ্র থেকে শেষে টিন থেকে একটা সিগারেট বেব কবে ধবিয়েছিলেন, দৃষ্টি রেখেছিলেন নত। তাবপব পিঠটা চেম্বারের পিছনে সম্পূর্ণ এলিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—বাস্, that's all.

সাহেব ছুটি দিলেন। চেম্বার থেকে বেবিয়ে এসে আবো কিছুক্ষণ কাজ ক'বেছিলো স্তম্ভন। আব প্রথমবাবের কপিটাই কর্তাদেব ভালো লাগায়।

\* অচিরে প্রকাশিতব্য লেখকের উপছাদেব প্রথমংশ

বুঝেছিলো বৈশাখের খবতাপও তাব ক্ষমতা সম্পূর্ণ লুপ্ত কবতে পাবে নি ।  
 এখনো মাথাটা মোটামুটি পবিষ্কাবই বয়েছে । ভালো লাগছিলো না কিছুই ,  
 না কাজ, না পবিবেশ, না সহকর্মীদের—একমাত্র ফ্রিজিডেয়ারেব ঠাণ্ডা জল  
 সমস্ত সত্তা শীতল ক'বে দিচ্ছিলো থেকে থেকে । তবু তাব কল্পনা ও বুদ্ধিব  
 মুন্সিয়ানা এখনো অটুট টেব পেয়ে মনে মনে হাক্কা তৃপ্তি জাগে । পাঁশেব  
 জ্ঞানলা দিয়ে অদূবেব অফিস বাড়িব ঝল্‌সানো, দক্ষ, ছাদেব দিকে তাকিয়ে  
 থাকে সে ; দৃষ্টি অনড হয়ে বিঁধে যায় পুর্বানো মর্টেপডা বাজ ধবাব খাড়া  
 লোহায় । মন শূন্য বইলো ক্ষণকাল । চিন্তাব কুণ্ডলি যেন আল্‌গা হয়ে  
 গিয়ে, মনেবই সামনে কিছুটা দূবে, নিখব, নিঃসাদ থাকে । ওব চাউনি  
 ছাদে কাঁপা কাঁপা মবীচিকা, গন্‌গনে লোহাব ফলক, কোণায় একখানি ছায়।  
 দেখেও দেখে না, দৃষ্টিব সমুখে শুধু থেকে থেকে নীলাভ তীক্ষ্ণ চিক্‌মিকি  
 ঝলে ওঠে ।

—স্বমনবাবু, শুনছেন মিটার সবকার । পিছন থেকে বাঁড়ুজ্যে  
 ভাকেন ।

স্বমন মনে মনে, সবার অলক্ষ্যে, মুহু চমকে ওঠে ; তাবপর ফিরে চান্ন,  
 দৃষ্টি তখনো তার আনমনা ।

—আপনার বাইট-আপটা এ্যাপ্রভ্‌ড্‌ হ'লো ? বাঁড়ুজ্যে জিজ্ঞাসা কবেন ।

স্বমন ষাড নাড়ে, বলে—আপনাব ?

—বলেন কেন... ভোগাচ্ছে ।

—কি কয় ?

—ওই....well, quite good, but....

—হবে হবে—স্বমন চেয়াব থেকে উঠতে উঠতে বলে—যা গরম আজ ।

—তাতে ওঁদেব ভাবী ।

—কী বলছেন ! গুপ্ত সাহেব দেশটাকেই বববাদ কবলেন ।

—ও কথা ছাড়ুন মশাই . বড় বড় বাৎ...কোম্পানী'ব পয়সায় এখানে  
 ষাচ্ছে ওখানে যাচ্ছে, বিলেত যুবে এলো ..এখন .. ।

—আহা, আপনিও যাবেন—স্বমন যেতে যেতে ওঁব কাঁধটা একটু চাপড়ে  
 দেয়, বলে—সময় হোক.... ।

—হ্যাঁঃ—বাঁড়ুজ্যে নাক দিয়ে একটা উদ্‌ট আওয়াজ কবেন, বলেন—তা  
 চলেন কোথায় ?



—একটু কাজ আছে—স্বমন মুহু হাসে, বলে—জানিয়ে যাই কর্তাকে ।

—আছেন ভালো ।

স্বমন কিছু বলে না । বায় সাহেবেব ঘবেব দিকে চলে যায় । বাড়িতে ক্ষুব্ধী প্রয়োজনের অজুহাতে আগে আগে অফিস থেকে বেবিয়ে পড়ে ।

বাইবে বোদ ঝাঁঝ কবছে । এদিকের ফুটপাথের কিছুটায় কেবল উঁচু উঁচু বাড়িব ছায়া । সেই কালো পড়া ছায়া ঘেঁসেই লোক চলাচল, সবাই বোদ বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে ছায়ার তলায় হাঁটে । স্বমনও চলে, কখনো গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে কখনো থেমে, মাঝে মাঝে ঈষৎ ফাঁকায় । ছায়া ছেড়ে বোদে পা বাড়ায় না, থেকে থেকে শুধু বাধা পেয়ে অগ্রদেব উপর বাগ হয় । মুখে কিছু বলে না, ধাক্কাও দেয় না, এড়িয়ে এড়িয়ে হাঁটে, কিন্তু মন বিরক্তিতে ভরে যায় । সবাবই এই সংকীর্ণ জায়গা দিয়ে চলাব কি প্রয়োজন, ভিতবে ভিতরে বুঝলেও, মেজাজ মানেন না । হঠাৎ ইচ্ছে হয় দুটো কটু কথা বলতে, ইচ্ছেটা আগে অন্তবে, তড়িৎ-এ, কিন্তু চৈতন্য স্পষ্ট হয়ে থিতোবাব আগেই স্বমন পথের দিকে তাকায় ।

রাস্তা বোদে নবম-নবম, ফেঁপে উঠেছে, হু'এক জায়গায় গাড়িব চাকার বা গরুর স্কুরেব স্পষ্ট ছাপ, কালো চিক্চিকে গ'লে যাওয়া পিচ এখানে শুধানে । ক্ষুব্ধিত মামুডিব মত কোনো কোনো জায়গায় আচমকা চোখ পড়লে মনে হয় এখুনি আগুনের হুঁকা আব গলিত ধাতু'ব গমক বেরুবে হিটুকে, প্রগাঢ় চাপে । এই তাপ, উষবতা, আঁচের দগ্ধ রূপ স্বমনেব আকস্মিক জাগা মনেব কর্কশতা ঝলসে দেয় । নীববেই সে পথ চলে, ছায়ায় ছায়ায়, লোক কাটিয়ে, গায়ে গা বগুড়ে, থেমে ।

ব্যাঙ্কশাল স্ট্রীটেব মোড়ে এসে ও আর তাকাতে পাবে না । সাবা পথ জুড়ে অকরণ অগ্নিবৃষ্টি, সূর্য একটু হেলে গিয়ে সমস্ত বাস্তায় আগুন ছড়াচ্ছে । হু'পাশেব ফুটপাথে হাহাকাব বোদু'ব । লোক যাতায়াত বিবল, দোকানের সামনে বাঁশেব খুঁটিতে বেব কবা চটেব ছাউনি । ছাউনিব তলা দিয়ে, দোকানেব কানা-ঘেঁষে, ছায়া মেখে, মাথায় কমাল ঢেকে, কেউ কেউ চলেছে বা । পথে পু'বোনো ট্রামগুলো যাচ্ছে বিকট শব্দে, ছুলে ছুলে, প্রায় জনশূন্য । শব্দেব তবঙ্গ যেন বোদেব ক্ষুলিঙ্গে মিশে আরো বিকট, আরো কঠিন, আরো যন্ত্রণাদায়ক হয়ে চাবিপাশে ছড়িয়ে যাচ্ছে অবিবত । মোডেব দোকানের সামনে থেমে, ছাউনিব তলা থেকে পথের পানে একটু লক্ষ্য নিবদ্ধ

বেখে, শেষে স্বমন একটা সিগারেট কেনে। দড়িতে ধবায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে ক্ষণিক বাস্তা। ট্রামেব লাইন ছুটো হঠাৎ বন্ধ কবে ওঠে। এক পা সবে দাঁড়ায় স্বমন, তখন শুধু উন্মুক্ত বিসাবিত, তাতা ইম্পাত।

খালি পায়ে বিক্সাওয়া যায়। স্বমন কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে চ'লে যাওয়া বিক্সাটা'ব পানে। তৈলাক্ত শবীবে বোদ পড়া'ব মত বিক্সাওয়াটা'ব গা ঘামে পিচ্ছিল। স্বমনেবও হঠাৎ ইচ্ছে হয় পায়েব জুতোটা খুলে বাস্তাব তাপ দেখতে; চকিতে, সবাব অলক্ষ্যে। 'ফিবে দেখলো একবাব সে দোকানীর দিকে, দোকানী বিড়ি পাকছে আপন মনে। তাবপবই স্বমনেব হাসি পায়, যেই জুতো খোলা'ব চিন্তাটা স্পষ্ট হয় অমনি মুহূ, অন্তর্মনা, কুশ হাসি আসে তার ঠোটে।

পাগল—বাস্তাব দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ও ভাবলো আনমনা—লোকে বলবে পাগল।

ও হেঁটে হেঁটে, যতটা পাবে ছায়ায় এসে, ডালহোসী'ব বাক ঘুবে যাওয়া মোড়ে দাঁড়ালো। মাথা'য় হাত দিয়ে একবাব দেখলো, চুলে আগুন ছুটছে। গবম যেন আবো বেশি লাগতে লাগলো তখন, মনে হলো মাথার চাবিপাশ ঘিবে আঁচেব তাপ বেড়ে যাচ্ছে, দপ্ কবে জলে উঠবে সমস্ত চুল। অল্প কববে না তো? আচমকা মনে হয়, কিংবা, হিট্ট-স্ট্রোক? ও এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে ছায়ায় কোথাও দাঁড়াবে কি না ভাবে, অনিশ্চিত ছ'এক পা এগিয়েও যায় এক দিকে; ঠিক তখন চোখ যায় বালিগঞ্জেব ট্রাম আসছে। তাডাতাডি, ট্রাম থামাব আগেই ও লাফিয়ে ওঠে। একেবাবে সামনের সীটে বসে, ফ্যানেব তলায়, জানলা বে'সে ব'সে পড়ে। নিখাস ফেলে একটা স্বস্তিব, অবশেষে ক্রমাল বেব কবে, ঘাড থেকে আবস্ত ক'রে সমস্ত মুখটা মোছে। মাথা'য় হাত দিয়ে দেখে মাথা'ব হাল, এবং হঠাৎ সচেতন হয়ে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নেয় আশেপাশে। ট্রাম প্রায় ফাঁকা, ছিটিয়ে কয়েক জনা ব'সে আছে অন্তমনে।

স্বমনেব অল্প হাসি পায়। নিজেই ভাবে ও কেন? কি ব্যাপার? ঠিক এই মুহূর্তে—কি দেখেই বা—গবমে নাকেব জলে চোখের জলে মিশে, কোতুক নাড়া দেয়? চলন্ত ট্রাম থেকে ছুটন্ত জলাশয়েব পানে তাকিয়ে ও ভাবে; ভাবতে ভাবতে চিন্তা কেমন অস্পষ্ট হয়ে আসে, দৃষ্টি নিবন্ধ থাকে দুবেব কালো জলে, ছোটো ছোটো কাঁপা-কাঁপা পাতাব মত জলেব ছলকে।

ট্রামে কে যেন ওঠে। স্বমন ঘাড় ফিবিয় দেখে মোটামোটা এক ভদ্রলোক, নাস্তানাবুদ, দম-ছুট। ফৌস ফৌস কবতে কবতে এগিয়ে এসে তিনি ওদিকের সীটে বসলেন। আঃ-উঃ আওয়াজ কবলেন, পাখাব দিকে উত্যক্ত মুখে তাকালেন একবার, অতঃপব কোঁচাটি টেনে নিয়ে বেশ ভালোভাবে, স্বগত স্ববে কি বলতে বলতে, ঘাড়-মুখ মুছতে থাকলেন।

স্বমন দৃষ্টি ফিবিয় নেয় বাইবেব দিকে, মুখে হাসিও আসে তাব, আব, অকস্মাৎ, পরিস্কার বুঝতে পাবে একটু আগে—এই অসহ্য পীড়নেও—কৌতুক জেগেছিলো কোথা থেকে। বোঝে, সবাব এই বিপর্যস্ত হাল, নিজেরও—মনে মনে হাসি ছড়িয়েছিলো।

এলুগিন বোডেব মোড়ে স্বমন নেমে পড়ে। এদিক-ওদিক বাস্তা লক্ষ্য ক'বে ফুটপাতে উঠে আসে। বাস্তাব ভিতবে খানিকটা হেঁটে গিয়ে, শজুনাথ হাসপাতালের প্রায় মুখোমুখি, আভাদিব বাড়ি। সামনে অল্প জায়গা, উঠোন মত, পাকা; একপাশে গ্যাবেজ একটা। গেটের ঠিক সিধে, নাক ববাবর বাবান্দা, বাবান্দাব পবেই দবজা। হলদে পর্দা ঝুলছে, জানলায়ও পর্দা আঁটা, উপব-নিচে জ্রিং-এব তাবে। দবজা বন্ধ; বন্ধই থাকে সাধাবগত, স্বমন তাই গলা উঁচু ক'রে জানলা দিয়ে ভিতবে দেখলো। বসাব ঘব ফাঁকাই মনে হয়, উপব দিকে ফ্যানটার পানে চায়, সেটাও নিখব। অগত্যা বেলু টিপ্লো সে, দরজা থেকে অল্প স'বে দাঁড়ালো। কিছুক্ষণ কোনো সাড়া নেই, কেউ আসে না। ও আবাব বেলুটা বাজায়, শেষে জানলার কাছে এসে ভিতব পানে মুখ নিয়ে গিয়ে ডাকে—আভাদি ..আভাদি।

—কে ? পাশেব ঘব থেকে আভাদিব গলা আসে।

—আমি।

স্বমন জানলা থেকে একটু স'বে আসে। দবজাব সামনে দাঁড়ায় আবাব। পর্দাব একটা কোণ হাতে তুলে নিয়ে তলাব কাজটা দেখে অশ্রুমনস্কভাবে। তাবপব গাছেব পাতাগুলোব পানে চায় আনমনা চোখে। সামনেব হাসপাতালেব গাছেব পাতাগুলো নির্জীব, ধূলি-মলিন, শুকনো খডখড কবে তপ্ত বাতাসে। মাঝে মাঝে মনে হয় হাওয়াব হকায় পাতাগুলো ছটকটিয়ে ছিঁড়ে পড়বে।

পথে একটি ছেলেব নতুন সাইকেল শেখা চোখে পড়ে, প'ড়ি-প'ড়ি

বেসামাল অবস্থায় সে সামনে দিয়ে চ'লে যায়। একটু পিছনে, 'বায়ে নে বায়ে নে' চিংকাবে, আব একটি ছেলে দৌড়ায়, বলে, 'এই তো নে নে, ছাওল ঘোবা...প্যাডেল্ প্যাডেল্ মাব... দু-উ-উব!'

ওবা দৃষ্টিব আডালে অদৃশ্য হ'লো। স্বমন আবাব ফিবে দবজাটা একটু ঠেলে দেখলো, খুললো না। মন তাব খিঁচ'ড়ে গেলো, একটু এগিয়ে-এসে জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে ছান্নাময়, আধো অন্ধকাব, স্নিগ্ধ নীবব ঘবটাব ভিতবে চেয়ে বইলো। কেউ নেই; আছে অটুট নৈঃশব্দ, বেছানো মৃদু শীতলতা। এক ঝলক ও দেখলো চেয়ে চেয়ে, তাবপব ফিবে দবজাব সামনে এলো, বেলব দিকে হাত বাড়ালো খানিক, তাবপব থম্কে গেলো। অন্ন একটু স্তব্ধ, অচঞ্চল থেকে হঠাৎ ঘূবে সে বাইবেব দিকে চলতে শুরু কবে। বাবান্দা পেবোয়, সিঁড়িগুলো নামে, উঠোনটাব অর্ধেকটা ছাডায়। তখন, আবো কয়েক পা পথেব দিকে এগিয়ে যাওয়াব পব, পিছন থেকে ডাক আসে—স্বমন, অ্যাই স্বমন...।

স্বমন দাঁড়ায়, ছায়া পেবিযে গেছে তখন সে, বোদ এসে পড়েছে প্রায় সর্বাঙ্গে—ফিবে চাইলে দেখতে পায় আলো-অন্ধকাবে আবছা, আভাদির মুখ শোবাব ঘবেব জানলাব ফ্রেমে।

—যাচ্ছি কোথায়...আয়। উনি ডাকেন। তাবপব মুখটা ওঁব মিলিয়ে যায় জানলা থেকে। পর্দায় ঢেকে যায় ভিতবেব নব্র আঁধাব। জানলাব শিকগুলো শুধু চোখেব সমুখে, পর্দাব বাইবে, অটল কাঠিত্তে বিবাজে।

স্বমনেব চ'লে যেতে ইচ্ছে যায়। মুহূর্তকষ কঠোব, নিশ্চিত চ'লে যাওয়াব তাগিদই জ'মে থাকে ভিতবে, কয়েক পা এগিয়েও গেছিলো সে আবেগে, কিন্তু যাওয়া হয় নি।

জানলা থেকে স'বে আভাদি দবজা খুলতেই আসছেন, স্বমন জানে; জেনেও চ'লে যাওয়া নাটুকে দাঁড়ায়। আব নাটুকে হ'তে স্বমনেব মর্মেব আপত্তি। আভাদিব অগোচব নয় আপত্তিটা, ডাক দিয়ে স'বেও গেছেন সে জন্তেই। স্বমনেব আঁচমকা হাসি পায়, কথাটা খেয়াল হ'তেই।

চ'লে না গিয়ে সে ঘোবে আবাব। বাবান্দায় ওঠাব আগেই বসাব ঘবেব দবজা খুলে, পর্দাটা হাতে একটু সবিয়ে বেখে, পাশেই দাঁড়ান এসে আভাদি। থাকিয়ে থাকেন, মুখে মৃদু হাসি। স্বমন সিঁড়ি দুটো ওঠে চোখ ঈষৎ নামিয়ে, বাবান্দাটা পেবোয়, আব ভিতবে ভিতবে চেষ্টা পায়—

আভাদি তাকিয়ে আছেন অল্পভব কবতে কবতেই প্রাণান্ত প্রয়াস পায়—  
 নিজে স্বাভাবিক, সহজ হওয়াব। ও যখন একেবাবে সামনা-সামনি এসে  
 পড়েছে, বাবান্দাটুকু পেবিষে, তখন আভাদি একটু স'বে যান, জায়গা  
 দেন যবে ঢোকাব। স্বমন ঘরের ভিতব এগিয়ে গেলে ওব পিছন পিছন  
 আসেন—উনি, দবজাটা বন্ধ কবেন ঢুকে, তারপব ফেবেন এপাশে। স্বমন  
 তখন সামনেব কুশানওলা বেতেব চেয়াবে এলিয়ে আছে, মুখ গবমে বন্ধবর্ণ।  
 আভাদি দেওয়ালেব কাছে গিয়ে ফ্যান্টি চালান, শেষে পাখা এবং ওব  
 মুখেব দিকে একবাব তাকিয়ে বেগুলেটাবটা পুৰো ঘুবিষে দেন, ফ্যান্ সবেগে  
 চ'লতে শুরু কবে। স্বমন সবব ঘুবন্ত পাখাব পানে মুহূর্ত-টাক তাকিয়ে থেকে  
 চোখ বোজে। আভাদি ওব পাশ দিয়ে যেতে যেতে একবাব ওব বন্ধ দৃষ্টি  
 মুখেব পানে লক্ষ্য ক'বে বলেন—আসছি... ।

স্বমন কিছু বলে না, চোখও চায় না। প'ড়ে থাকে যেমন ছিলো,  
 অনড। কিছুক্ষণ একইভাবে থাকাব পব, একটা পা সে অজ্ঞ পায়েব উপব  
 তোলে, চোখ খোলে, অল্প ন'ড়ে সোজা হয়ে বসে। মুখ মোছে কমালে।  
 তাবপব, একটু ঝুঁকে, সামনেব নিচু টেবিল থেকে স্টেট্‌স্ম্যানটা তুলে নেয়।  
 আলতো-আলতোভাবে, কিছু ঠিক না প'ড়ে, চোখ বোলাতে থাকে কাগজে।  
 সামনেব পাতা ভালো লাগে না, পাতাটা উল্টে ও বিজ্ঞাপন দেখে, ওয়ান্টেড  
 কলাম।

আভাদি প্লেটেব উপব এক গেলাস লেমন্ স্কোয়াশ্ আনেন, ঠাণ্ডা;  
 টেবিলে বাথতে বাথতে বলেন—গরম হয়ে যাবে, খেয়ে নে।

স্বমন তখনি মুখেব উপব থেকে কাগজটা সবায় না, মেলেই বাখে;  
 অক্ষবগুলোব ওপব দিয়ে ওব চোখ ঘুরে বেড়ায়, বৃথা; কিছু মাখায়  
 যায় না।

আভাদি ওপাশেব চেয়াবটাব সামনে গিয়ে কুশানওলো ঠিক ক'বে নেন্  
 ঝেড়ে ঝুড়ে, তাবপব বসেন। লক্ষ্য কবেন স্বমনেব চোখেব সমুখে কাগজ  
 মেলে বাখা, মুখে অল্প কোঁতুক খেলে যায় ওঁব। কথা ক'ন না কোনো,  
 ক্ষণিক নিশ্চুপ চেয়ে থাকেন। স্বমন খানিক উস্খুস ক'বে অতঃপব  
 কাগজটা সবিয়ে ওদিকেব ডিভানেব ওপব ছুঁড়ে ফেলে, তাবপব ঝুঁকে  
 গেলানটা তুলে নেয়, আভাদিব দিকে চায় না একবাবও। গেলাসে চুমুক  
 দেয় একটু একটু, একটিও কথা নেই কাবো, আভাদি শুধু তাকিয়ে বইলেন

ওর মুখেব ওপব। মনে মনে মজা পান, ওর এই আত্মসচেতনতা, আড়ষ্ট-  
ভাব, দেখতে দেখতে কৌতুক আব সমর্থনেব মেশামেশি হবে যায়।

সববৎটা যখন ও প্রায় অর্ধেকটা খেয়েছে, খেয়ে চোখেব সামনে ঘুবিয়ে  
ঘুরিয়ে দেখছে গেলাসটাই, তখন উনি বলেন একটু হেসে—

—কি দেখছিলি ?

—Wanted Column.

—চাকবি গেছে বুঝি ?

—যায়নি, বাবে হয়তো।

—কি ছুফর্ম কবেছিস্ ?

—না—স্বমন একটু সোজা হয়ে উঠে বসে, হাত বাড়িয়ে গেলাসটা  
টেবিলে বাথতে রাখতে বলে—এমুনি আর কি।

এতক্ষণে ও তাকায় একবার আভাদিব দিকে, এক পলক, দেখে  
আভাদিব সহাস দৃষ্টি, বিশ্রাম-স্বিদ্ধ, সজীব মুখ—দেখে চকিতেই, নিমেষটি  
কাটার আগেই—তারপব সববৎ-এব গেলাসে একবার হাতের উল্টো পিঠটা  
ঠেকিয়ে দেখলো অমুভব ক'বে, আবাব গেলাস ভুলে নিতে নিতে বলল—  
চমৎকার ঠাণ্ডা...ফ্রিজিডেয়াব চলছে বুঝি ফেব ?

—তাড়াতাড়ি সাবালুম—আভাদি মূহু হাসেন, স্বমনেব দিকে চেয়ে  
থেকে বলেন—তোব জগ্গেই।

—ভালো—স্বমন এক নিমেষে ঊঁব চোখেব মধ্যে চোখ বাখলো, তাবপব  
নত কবলো দৃষ্টি, বলল, ধীবে ধীবে নিম্নস্ববে বলল—কথা বানাও বটে।

—বানিয়েছি। আভাদি হাসলেন, বললেন—বাবু রোদে পুড়ে, গবমে  
আসবেন, চটবেন, বাগ ক'বে চলো যাবেন.....।

—থাক, হয়েছে !

—উহ—উনি মাথা নাড়েন, বলেন—আমি ফেবাবো মিনতি মেনে,  
বসাবো, পাখা খুলে সববৎ এনে বাখবো সামনে....।

—বলো....।

—তাবপব না ।

—থামলে কেন ?

আভাদি হেসে ওঠেন সশব্দে, বলেন—তাবপব না বাবুসাহেব  
চাইবেন..।

—মাত্র চাইবেন ?

—কথা বলবেন ছ'চাবটে, মুখ একটু হাল্কা দেখাবে, চাউনি নম্র....।

স্বমন এবার ওঁব চোখ থেকে দৃষ্টি ফিবিষে নেয় হাতেব গেলাসে ;  
গেলাসেব তলাব সববৎটুকু নেড়ে নেড়ে দেখে ক্ষণকাল, শেষে সববৎটুকু  
খেয়ে পাত্র বেখে দেয় টেবিলে । অতঃপর চোখ তোলে, সোজা তাকিয়ে  
থেকে আভাদিব মুখেব উপব জিজ্ঞাসা কবে—দবজা খুলতে এত দেবি যে ?

আভাদি মুচকি হাসলেন, বললেন—পেসেন্স্ খেলছিলুম...।

—বাঃ ।

—এমন জায়গায় তুই ডাকলি, উঠতে পাবলুম না—উনি হাসতে থাকেন  
স্বমনেব চোখের ভিতর তাকিয়ে, কথাব মধ্যে জ্বৎ বিবতি দেন, তারপর  
বলেন কেব—সত্যি ব'লতে কি, মোটেই উঠতে ইচ্ছে কবছিলো না তখুনি ।

—উঠলে যে ?

—হঠাৎ পায়ের শব্দ পেলুম, চ'লে যাচ্ছি...ছিটকে এসে দেখি, সত্যিই  
...বা বাগ ।

স্বমন মুহু হাসে, দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে দরজাব উপব বাখে, আস্তে বলে—বা  
তাস খেলা ।

—তাসে অমন হয়, তাই ব'লে....।

—গবমে বাগও হয় ।

—শুধু গবমে ?

—তা কেন, তুমি সাড়া দিলে, ভাবলুম এলে বুঝি...তাবপর আসছো না ।

—আসছো না, দাঁড়িয়েই আছি দাঁড়িয়েই আছি....কাঁহাতক...আর এই গরম,  
রোদ, পুড়ে যাচ্ছে সব....।

—মনে হ'লো না আটকে গেছি কিছুতে ?

—জ্বলুম তো কিসে....।

—ওটা বানানো কথা হ'তে পারে ।

স্বমন এবাব তাকিয়ে থাকে ওঁব দিকে অলক্ষণ, মুখে তাব অনিশ্চিত  
এক চিলুতে হাসি, নিমেষ-টাক লক্ষ্য কবে সে আভাদিকে, তাবপর বলে  
—তাই-ই ... ?

আভাদি হেসে ওঠেন, সমস্ত মুখ উৎফুল্ল দেখায় তাঁব । স্বমনেব দোমনা  
ই তন্তত জিজ্ঞাসা, ভিতবে ভিতবে প্রশ্ন কবে ওঁকে । দৃষ্টিটা ওব চোখ থেকে

শরিয়ে, চেয়াবেব পিছনে মাথা এলিয়ে, উপব দিকে তাকিয়ে উনি বলেন—  
জামা পবছিলুম .যা গবম, শুয়েছিলুম একটু আবামে....।

স্বমন কিছু বলাব পায় না, কিছুটা বোকা বোকা লাগে তাব নিজেকে  
আচমকা, চাউনি নত হয়, থাকে নির্বাক।

—হঠাৎ ভাক্—আভাদি বলেন—তাডাহডো কবলেও সময় লাগে—  
কথাব মাঝে উনি মাথাটা ফেব-তোলেন, স্বমনেব দিকে হাসি হাসি মুখে  
চেয়ে থেকে জিজ্ঞাসা কবেন—নাকি যেমন ছিলুম তেমনি এলেই খুশি  
হ’তিস্ ?

—অন্তত মাঝা যেতুম না, শক্-এ।

—আমাব কি, বেশ...আমি কালচার্ড নই, তোব ডেলিকেসিতে লাগবে  
ব’লেই না ..এবাব থেকে আসবো তাই।

—কথা বলতে পাবো, ধন্য !—স্বমন বলে—সত্যি মিথ্যে বুঝিনে।

—এই তো ! বানিয়ে বগ্লে বিশ্বাস কবিস্, সত্যি বগ্লে ভাবিস্ বানাচ্ছি।

—এমন পটু হয়েছ আলাপে, ব্যবসা ক’বে ক’বে..

—ব্যবসা !

—ওই-ওই .একই !

—মানে ?

—নয় ইন্সিওবেস্বেব এজেন্সি...হ’লো ?

—দালালি বলে বাংলায়।

—বলুক।

—তুই বলবিনে কেন ?

—তাই-ই .দালালিই নয় ! হঠাৎ শেষ কথাগুলো অত্যধিক জোৰ দিয়ে  
উচ্চারণ ক’বে স্বমন নির্বাক হয়ে গেলো, পায়ের উপব তোলা পা-টা নামালো  
মাটিতে, আবো খানিকটা ছড়িয়ে বসলো চেয়াবে। তাবপব বাগানটাৰ  
পানে চেয়ে থাকলো।

আভাদি লক্ষ্য কবলেন ওকে ক্ষণিক নিৰ্নিমেষ, চোখ দুটি তাঁব চিক্চিক্  
কবে আমোদে। ওব পায়ের দিকে নজব কবেন একবাব, কাবুলিটায় ধুলো,  
ধুতি চট্‌কানো, গায়েব পাঞ্জাবিও তজ্রপ। মাথাব চুলগুলো বড হয়েছে,  
কিছুটা অগোছালো, কিন্তু নবম, পবিকাৰ।

—তুই আমাব দালাল না ব’লে এজেন্ট বলিস কেন ? আভাদি আচমকা



কথা পাডেন, ঘাডটাকে বাঁয়ে একটু কাৎ ক'বে তাকিয়ে থাকেন হাসি হাসি মুখে, প্রতীক্ষায়।

—হঠাৎ এ প্রশ্ন ?

—এমনি, ইচ্ছে হ'লো...।

—জবাবে আমাব অনিচ্ছা।

—ছকুম ক'রছি।

স্বমন এক নিমেষ চুপ ক'বে বইলো, কিছু বলল না, দেখালো আত্মগত, ভাবনায় অগ্নমনা, অতঃপৰ বলল মৃদু কণ্ঠে—ভাল্ লাগে না।

—কি ভাল্ লাগে না ?

—কথাটা।

—কথা ?

—দালাল, দালাল কথাটা।

—কেন ?

—আবাব কেন কি, লাগে না...ব্যস!

—আহা কাবণটা শুনি ?

—বোগাস্ বাজে !

আভাদি হাসেন মৃদু, চোখ ফেবান না ওব মুখ থেকে, বলেন—কোনটা ?

—ঐ শব্দ বিক্ৰী !

—কি বকম ?

—তোমায় ও বকম লাগে না, ও কথায় যে ছবি আসে মনে !

—কেমন লাগে ?

—লাগে—স্বমন তাকায় ওঁব দিকে, ছ'জনের সহাস দৃষ্টি নিবন্ধ হয়ে থাকে নিমেষ খানিক, তাবপব স্বমন হেসে ফেলে, তাকিয়ে থেকেই বলে—তুমি তো জানোই তা।

আভাদি ঘাড নাডেন জোবে জোবে, অস্বীকাৰেব ভঙ্গীতে, বলেন—জানিনে, বলেছি কখনো ?

—নাই বল্লম, তুমি সবই টেব পাও না ?

—বাজে কথা, এডানো হবে না বৃথা...।

স্বমন হাসে, মুখ ফিবিয়ৈ নিয়ে সামনেব দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ বাখে ক্ষণকাল, নৈঃশব্দ থাকে আবহাওয়া ছেবে, মৌন উপস্থিতি শুধু ছুটি প্রাণীব। অবশেষে,

চুপচাপ বসে থাকাব পৰ, স্বমন কথা বলে, হাক্কা গলায় বল্ল—তোমাব  
লোকজন কৈ ?

—লোকজন।

—এই বামু-টামু।

—বামু কাজ সেবে আড্ডা দিতে গেছে, বেচুব-মা ঘুমুছে .. কেন ?

—না, এমনি।

—সিগাবেট চাই ?

স্বমন হাসে, বলে—থাক্-গে।

আভাদি ওঠেন। ওঁকে উঠতে দেখে স্বমন বলে—ওকি ? তুমি চলে  
নাকি আনতে ?

আভাদি ঘাড় নাড়লেন, যেতে যেতে বললেন,—আছে।

স্বমন চেষাবেব পিছনে মাথা এলিয়ে দিয়ে প'ড়ে থাকে।

আভাদি এক প্যাকেট সিগাবেট এনে বলেন—ধর।

—তুমি ধূমপান আবন্ত কবেছ নাকি ?

আভাদি নিজের চেষাবেব দিকে আসতে আসতে, একটু থেমে, ফিবে  
তাকিয়ে বলেন—সেদিন তব সহীল না বাবুব, ছড়মুড় কবে চলে গেলেন,  
বামু সিগাবেট আনলো তুই গেলে পৰ বেখে দিলুম—চেয়াবে বসে  
নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে ভালোভাবে, উনি বাকি কথাটা শেষ কবেন, বলেন  
—জানি, শ্রীমানেব লাগবেই।

শ্রীমান হাসলো। প্যাকেটের মোড়ক খুলে গুল্লি পাকিয়ে আঙুল দিয়ে  
আভাদি'ব দিকে ছুঁড়ে দিল কাগজটা, বল্ল—এই জন্তেই আসি...তোমাব  
যত্ন !

—মানলুম...বল্ এবাব, কি বকম লাগে আমায় ?

—ইস্-স্, এখনও ভোলোনি।

—বলেছি তো, না-বল্লে বেহাই নেই।

স্বমন একপাশে কাৎ হয়ে পকেট থেকে দেশলাই বেব কবে, তাবপর  
সিগাবেট, সিগাবেটটা প্যাকেটের উপব ঠোকে বাবকয়েক, মুখে দেয়,  
একবার চায় আভাদি'ব দিকে এক পলক, হাসে, শেষে মুখ নিচু ক'রে,  
ফ্যানের হাওয়াব আডালে সিগাবেট ধবায়। একটা গভীর টান দিয়ে ধোঁয়া  
ছাড়ে নাক-মুখ দিয়ে, বলে—আঃ ! কেন যে তোমাব সিগাবেট খাও না।

আভাদি তখনি কিছু বলেন না। স্বমনও মুখেব সিগারেটটা বেব ক'বে  
ডগাব আগুনেব দিকে চেয়ে থাকে, অল্প নেড়ে-চেড়ে দেখে অপলক, তাবপব  
আবাব টানে, ধোঁয়া ছাড়ে, চেয়াবে একেবাবে এলিয়ে যায়।

—আমি কিন্তু অপেক্ষা কবছি। আভাদি কথা বলেন ওকে সময় দিয়ে,  
কিছুক্ষণ নীববে লক্ষ্য ক'রে, বাধা না পড়ে।

স্বমন তেমনি এলিয়ে থেকে, ধোঁয়া ছেড়ে ছেড়ে, ধোঁয়াব গতি অনুসবণ  
ক'বে চোখে, নির্বাক বইলো ক্ষণকাল। চাউনি শুধু তাব দেখায় অন্তমুখীন,  
কিছুটা নৈর্ব্যক্তিক।

—স্বমন ...! আভাদি অক্ষুট কঠে, আলতোভাবে ডাকেন।

স্বমন তাকায় ওঁব পানে, এক মুহূর্ত অগ্রমনা লাগে তাকে, তাবপব সে  
হাসে অল্প, বলে—

—তোমাকে অনেক বেশি বুদ্ধিমত্তী মনে হয়, civilized · তাছাড়া ·।

—তাছাড়া ?

—বলবো স্ত্রীও।

স্বমন আপন মনে ধোঁয়াব গুল্লিব পিছনে ধোঁয়াব গুল্লি ছোটায়, চেয়াবে  
যেমন ছিল তেমনি আবামে নিশ্চিত ভঙ্গীতে পড়ে থাকে। নড়ে না একবাবও,  
কথা বলবাব সময় কিংবা শেষে, তাকায়ও না। আভাদি দেখেন ওব দিকেই,  
ওকেই, কিন্তু তাঁব দৃষ্টিব একাগ্রতা কিছুটা বিস্ময়, অত্যন্ত অনিশ্চিত; আর  
মুখ, গোঁব, মস্তক, লম্বু মুখে বজ্জিব অস্পষ্ট আভাস গাঢ় হ'তে থাকে। তিনি  
টেব পান নিজের আবক্ত হয়ে ওঠা, মনে মনে উড়িয়ে দিতে চান হেসে  
অন্তর্লীন আকস্মিক উণ্টোপার্টা আবেগ। শাড়িব আঁচলে অহেতুক কপাল  
ঘস্তে ঘস্তে, আবহাওয়াটা তামাশায় ভোবানোব চেষ্টায়, নিজেকে  
সামলানোব আগ্রহে, উনি হাক্কা স্ববে বলেন—কী কথাই বল্লি।

ওঁব কথায় স্বমন তাকায় না দিবে। পাখাব জোব হাওয়ায় ছোঁড়া  
ধোঁয়াব কুণ্ডলি কি বকম নিমেবে ছত্রভঙ্গ হচ্ছে অনর্গল, সন্ধ্যাব অস্বচ্ছ  
কুয়াশাব মত চাবাচ্ছে ঘবময়, তাই লক্ষ্য কবে সে ব'সে ব'সে। কয়েকটি  
দণ্ড কেটে যায় নিঃশব্দে, আদান-প্রদানহীন; অতঃপব স্বমন কথা কয়,  
পাখাব পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ বেখেই অলস, বিলম্বিত স্ববে বলে—মনেব কথা  
নির্ভেজাল।

আভাদি শুদ্ধ নিমেষ কয় ওব দিকে চেয়ে থেকে হঠাৎ উঠে পড়েন;

স্বমনের সামনে দিয়ে না গিয়ে মাথাব পিছন দিয়ে যুবে যেতে যেতে বলেন—  
বোস, আসছি।

স্বমন যুহু হাসে, কিছু বলে না, মাথাও তোলে না। চোখ বন্ধ কবে  
আবাব, মাথাটা এক পাশে একটু কাৎ ক'বে শুয়ে থাকে।

চাঁউনি মেলল সে কোমল, অধবা গন্ধে। আভাদিওঁ আঁচলটা এক মুহূর্তের  
জন্তে বাতাসে উড়ে এসে ওব মুখে পড়েছিলো। উনি মাথাব পিছন দিয়ে  
যুবে গিয়ে নিজের জায়গায় বসলে ও চায়। দেখে হাতে ঠাণ্ডা সববৎ-এর  
গেলাস নিয়ে আভাদি ফিবেছেন; মুখে-মোড়ে জল দিয়েছেন, আব, বোধ  
হয়, সামান্য ইউ-ডি-কোলোন্।

—দেবো...আব একটু? আভাদি নিজে সববৎ-এ চুমুক দিয়ে জিজ্ঞাসা  
কবেন।

স্বমন মাথা নাড়ে, বলে—অথ কিছু হ'লে হ'তো।

—হিটাবে জল চাপিয়েছি কফি না চা?

—চা।

—পুডিং আছে, দেবো?

—দিও।

ওঁব কপালের কিনাবে, একটু ভিজ্জে-ভিজ্জে চুলের দিকে স্বমনের নজর  
যায়। বেশ দেখায়, শুভ্র কপালের কানায় সিন্ত, কয়েকটি চূর্ণ কুন্তলেব  
মাঝে চিকণ কালো ভেজা মাথাব বিত্তাস।

—কি দেখ্ছিস? উনি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেন চোখ তুলে, যুহু হেসে।

স্বমন সবাসবি জবাব দেয় না, প্রতি প্রশ্ন কবে—মুখ ধুলে?

আভাদি সম্মতিসূচক মাথা নাড়েন, বলেন—যা গবম...মাথা ধ'রো:  
গ্যালো!

—বেশ দেখাচ্ছে কিন্তু।

—আচ্ছা।

—সত্যিই, মাথা ধবাব পব...

—ব'লে যা।

—বাস্তবিক, আগেব-চে, এখন খুলে গ্যাছো।

—খুলে গেছি?

—রূপ, কপ খুল্লো...তোমাব।

—খাম্, শযতান! উঃ, তুই কী...!!

আভাদি আবাব উঠে পড়েন, সবাসবি তাকান না, মুখটা ঈষৎ এড়িয়ে বাথেন, ঘব থেকে বেবিয়ে যেতে যেতে বলেন—জলটা হ'লো বোধ হয়, দেখি।

## ॥ ২ ॥

পাঁচটা নাগাদ আভাদি টি-পার্টিতে যাবাব জন্তে তৈরি হয়ে এলেন। স্ত্রমন চা খেয়ে তখন কাগজ পড়ছিলো ব'সে ব'সে। উনি এসে দাঁড়ালে পত্রিকা বেখে ও চোখ চেয়েছিলো, দেখেছিলো আভাদিকে এক বালক। দৃষ্টি ফিবিয়া নিয়েছিলো অবশ্য প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, চেয়াব ছেড়ে ওঠাব সময় ওব ক্ষীণ হাসিব আভাস কাঁপলো। উঠতে উঠতে ও জিজ্ঞাসা কবেছিলো—মক্কেলটি কে, আজ?

আভাদি দবজাব দিকে এগিয়ে গেছিলেন আগে আগে, স্ত্রমন যেই চোখ তুলেছিলো ওঁব পানে উনি অমনি চাউনি সবিয়ে নিয়েছিলেন অশ্রুত, অতঃপব দবজাব দিকে সোজা এগিয়ে এসেছিলেন, ওকে খানিক পিছনে বেখে। দবজাব ঠিক সামনে এসে, এক হাতে পর্দাটা একটু তুলে বেখে উনি জবাব দিলেন—বতন ধব, ব্যবসায়ী।

—ব্যস্?

—অগাধ টাকা, ছোকরা।

—টি-পার্টি কি তুমি দিচ্ছ, না উনি?

—ধব দিচ্ছে, বাড়িতে... আমাব ভাবী!

—ক'লাখেব কেস্ হবে?

—ঠিক কি, হবে এই পর্যন্ত।

আভাদি গ্যাবেজ থেকে বেব কবা গাড়িটার পাশে এসে দাঁড়ান, ব্যাগ থেকে চাবি বাব ক'বে দরজা খোলেন, তাবপব আবাব চাবি ব্যাগে বাথেন। স্ত্রমন চেখে চেখে দেখে ওঁকে।

অজস্র চুলেব একটা এলানো খোঁপা কবেছেন বড, গাখে হলুদ ব্লাউস, পবনে সাদা-জমি শাড়িতে ছিটানো ক্ষুদি-ক্ষুদি হলুদে ফুল, পায়ে ষ্ট্র্যাপেব

জুতো। এলানো খোঁপা আব হলুদ জামাব মাঝে চোখে পড়ে, নিচু হ'লে  
কিংবা মাথা ফেবালে—শুভ্র, মন্থণ ঘাডেব থানিকটা, গলাব মাঝামাঝি  
বয়েছে লাল ভেল্ভেটে সোনার বুটি তোলা একটা ব্যাগু, আঁট, গলাব সঙ্গে  
মিশে।

—কি-বে? চোখ তুলে উনি স্মনকে লক্ষ্য ক'রে হাসেন।

—এই-ই....।

—এই আবাব কি।

—দেখছিলুম।

—আব দেখতে হবে না, ওঠ্।

উনি গাড়িব ভিতবে ঢুকে স্টিয়াবিং-এ ব'সে, এপাশেব দবজা খুলে দেন।  
স্মন ঢোকে। গাড়ি স্টার্ট দিয়ে বাস্তায় এসে পড়লেও কোনো কথা হয় না।  
আভাদি সামনে দৃষ্টি বেখে গাড়ি চালান, স্মন পাশে ব'সে একটা সিগারেট  
ধবায়; মুখ কিবিয়ে, বাইবেব দিকে ধোঁয়া ছাড়ে। এল্গিন বোড ও বড়  
বাস্তাব মোড়ে লালবাতি লক্ষ্য ক'বে আভাদি গাড়ি থামালে স্মন প্রথম  
কথা কয়, বলে—ভদ্রলোকেব বাড়ি কোথায়?

—ভদ্রলোক?

—মিঃ ধবেব।

—নিউ আলিপুর।

—যাচ্ছ কোন্ দিকে?

—টালিগঞ্জ।

—তাতে স্ত্রিবে?

—যুব হবে একটু, বেশি না।

—তাহলে থাক্।

—থাকবে কেন, তোকে নামিয়ে দিই,.. যাবি কোথায়?

—লেক এভিনিউ।

—বন্ধুব বাড়ি?

স্মন ঘাড় নাড়লো। ওদিকে পথেব মোডেব লালবাতিও পান্টায়।  
আভাদি গাড়ি ছাড়েন। বড় বাস্তায় প'ড়ে, কিছুটা নীবেব গাড়ি চালিয়ে  
গিয়ে উনি একবাব তাকান স্মনেব পানে, মুচকি হাসেন, বলেন—বান্ধবী  
বাড়ি নয় তো?

—যদি হয় ?

—বল,...উণ্টো দিকে যাব।

স্বমন হাসে, সামনেব দিকে তাকিয়ে থেকে, সিগারেটেব ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে—জনশ্রুতি তো তুমিই আমাব বান্ধবী।

—নাকি। যাক্।

আভাদি অল্প হাসলেন; সামনের সরকারী বাসটাকে ডান দিক দিয়ে ছাড়িয়ে বেবিয়ে যান। একটু উচু হয়ে, শিবদাঁড়া টান ক'বে ব'সে বাস্তা দেখতে থাকেন।

স্বমন কয়েক পলক ঊঁব পানে চেয়ে রইলো, লক্ষ্য করলো পাশ থেকে খুঁটিয়ে থানিক, তাবপব দৃষ্টি ফিবিযে নিয়ে প্রাণ স্বগত, নিম্নকণ্ঠে বল্ল—কোটি টাকাব কেস্ হবে আজ...।

আভাদি ওব কথায় ফিরে তাকান, এক নিমেষ; লক্ষ্য কবেন ওব সর্কোতুক, দীপ্ত দৃষ্টি, শেষে পথের দিকে নজব ফিবিযে, ট্রাফিক কাটিয়ে কাটিয়ে বলেন—ফেব বাদ্বামী !

—বাদ্বামী ! বলে young, ছোকরা, অগাধ ঐশ্বর্য...।

—So what ?

—না তাই...তাব উপব তুমি...।

—স্বমন !—আভাদি বাস্তা থেকে চোখ ফেবান একবাব, বলেন—Please...।

—আমি নিন্দে ক'ছি না।

—Please, Please !

—বেশ। স্বমন চুপ ক'বে যায়।

ষাড় ঘুবিযে পথের দিকে তাকায। মুখেব হাসি কিন্তু ওব মেলায় অল্লে অল্লে, ক্রমান্বয়ে। বাইবেব দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনটা অস্পষ্ট হয়ে আসে। থণ্ড থণ্ড ছবি চোথের সামনে-দিয়ে ভেসে যায়, যদুবাবুব বাজাব, বমেশ মিত্র বোড, ইন্দিবা সিনেমা একে একে পিছিয়ে পড়ে। কথা হয় না আব। আভাদি নীববে গাড়ি চালান, হর্প দেন, ব্রেক কষেন। বেশ জোবেই মোটব চলে, অনেক ট্রাম বাস-গাড়ি কাটিয়ে, পিছনে ফেলে। গবম বাতাস চোখেমুখে লাগে এসে, স্বমনেব চুল কেবল উণ্টেপাণ্টে যেতে থাকে। একবার শুধু সে তাকিয়েছিলো আভাদিব পানে, আকস্মিক

দীর্ঘনিশ্বাসেব আভাস পেয়ে। তাকিয়ে দেখছিলো উনি আনমনা, মগ্ন ;  
বাস্তাব দিকে চেয়ে আছেন, গাড়ি চালাচ্ছেন কিছুটা যত্নবৎ, ভাবছেন অথ  
কিছু—ওব ফিবে চাওয়া, লক্ষ্য কবাও টেব পান নি। হঠাৎ স্বমনেব অবাক  
লেগেছিলো আভাদিব দক্ষ গাড়ি চালানো, স্টিয়ারিং-এব উপব নিশ্চিত  
দখল।

—সোমবাব আসিস্ একবার। আভাদি কথা বলেছিলেন ক্ষণকাল  
নীরবে গাড়ি চালিয়ে।

—সোমবাব, ...কি ব্যাপার ?

—উত্তবা আসছে রবিবাব বাতে।

—উত্তবা ?

—স্বরা, দিদিব মেয়ে স্ববা ...ভুলে গেছিস্ ?

স্বমন একটু হাসে, সীটে মাথাটা হেলিয়ে দিয়ে বলে—স্ববা আবাব উত্তরা  
হলো কবে ?

—চিবকালই ছিলো, স্ববা ওব ডাক নাম।

—ওটাই ভালো।

আভাদি হাসেন অল্প, পথেব পানে লক্ষ্য বেখে গাড়িটা সামলান ক্ষণকাল।  
তাবপব একটু ফাঁকায় এলে, বাস্তাব ভিড যখন কম, সামনেটা প্রায় পবিস্কাব,  
তখন উনি চান ফিবে স্বমনেব দিকে, বলেন, হাসিমুখে চোখ সবিয়ে নিয়ে  
বলেন—কী স্বন্দব হয়েছে এখন, দেখবি।

—আগেও ছিলো।

—তখন বাচ্চা, নাইনে পডতো ...বি এ. দিয়ে আসছে এবার, *blooming  
lady*.

—একা ?

—একা মানে ?

—একা আসছে ?

আভাদি ঘাড় নাড়লেন, বল্লেন—পবে বোধ হয় দিদি আসবে...ডাক্তাব  
সাহেব, ওব বাবা, সময় পান না।

—খুব ব্যস্ত ?

—খব...অসম্ভব প্র্যাক্টিস্, দম ফেলাব ফাঁক নেই।

—অথোবা ফেলেন বোধ হয়...।



—ফেলেন ?

—দম ফেলেন বলছি... । স্বমন কথাটা শেষ কবে না, পথেব থেকে দৃষ্টি সবিয়ে এনে আভাদিব দিকে চায়, মুহু হাসে, তাবপব আবাব বাইবে চোখ সবায় ।

—জানিনে—আভাদি বাস্তাব ভিডে গাডি ঠিক বাথতে বাথতে, হৰ্ণ দিয়ৈ, ক্ষণিক সামান্ত ব্ৰেক ক'ষে, গাডিটা বড বাস্তাব মোড পাব কবিয়ে ঐশেষে নিজেব অসমাপ্ত কথাব জেব টেনে বলেন—হেঁয়ালি বুঝি না ।

—হেঁয়ালি ! প্রশ্ন কবলুম... ।

—জ্বাকৈ কবিস'খন ।

—জ্বাও না বুঝতে পাবে ।

—জ্বা খুব ইণ্টালিজেন্ট ।

—তুমি নও ? .

আভাদি সবাসবি স্বমনেব প্রেম্বেব জবাব দিলেন না ; বাইবেব দিকে লক্ষ্য নিবন্ধ বেখে, স্টিয়াবিং এক হাতে ধ'বে, অল্ল ঠেস দিযে আবামে ব'সে, গোটা গোটা আলাদা আলাদা উচ্চাবণে বলেন—তাছাড়া fresh, young, receptive . ।

—To my mind, young people are, generally, foolish.

—সেটা অভিজ্ঞতাৰ অভাবে—আভাদি বলেন—গ্রহণও কবে ওবাই ।

স্বমন অল্লক্ষণ কোনো কথা কয় না, বাইবেব পানে কিছুটা আনমনা দৃষ্টি নিবন্ধ বাখে, ফুটপাতে হেঁটে চলা ছুটি দ্রুতগামী, উজ্জ্বলিত তথীব দিকে ঐচয়ে থেকে অবশেষে বলে সে—মন থাকলে অবশ্য . ।

—না থাকবে কেন ?

—মনেব মৃত্যু ঘটে ।

—জ্বাৰ মন মৃত জানলি কোথেকে ?

—তা বলিনি...সাধাবণত, generally . ।

আভাদি হাসলেন । একবাব তাকালেন স্বমনেব বাইবেব দিকে ফেরানো মুখেব পানে ।

রাসবেহাবীব মোড পেবিয়ে যায় গাডি, বাঁ পাশে চন্দ্রনাথ স্টোর্স বজ্জালয়, দু'একটি বাড়ি, অতঃপব চোখে পড়ে বামকক্ষ মিশনেব গৃহ । এগিয়ে বাঁয়ে বেড দেওয়া বেছানো সাদাৰ্ণ এভিনিউ । গাডি আবো হু-হু

কবে ছোটান আভাদি, স্পীড্ আবো বাড়িয়ে, গাড়িব ঘৰ্ঘরের উপবে গলা তুলে উনি বলেন—এবাব তোব ভুল ভাঙবে, দেখিস।

—দেখবো। স্বমন বলল আস্তে। বলাব সঙ্গে সঙ্গে কথা যেন ওব মুখ থেকে উড়িয়ে নিয়ে চলে গেল হাওয়া। ঠিক শোনা গেল না, আভাদি শুধু একটা গুঞ্জন টেব পেলেন। ঠোটে অল্প হাসি ফুটল তাঁব।

কয়েক মুহূর্ত বাক্যহীন কেটে গেল।

কবীব বোড পেলো স্বমন কথা কইলো, বলল—সামনের মোড়ে খেমো, নামবো।

—বন্ধুব বাড়িতেই পৌছে দিই...।

—না-না আবাব গাড়ি ঢোকাবে কেন!

—তাহলে...?

—বীয়ে থামাও।

—থামাই?

—Yes...।

লেক এভিনিউয়ের মোড়ে, বাস্ স্টপ্ থেকে একটু এগিয়ে গিয়ে, আভাদি গাড়ি থামান। স্বমন নেমে গিয়ে দবজাটা ঠেলে দিতে দিতে নিচু হয়ে বলে—থ্যাঙ্কস্....।

—আসিস্, সোমবাব। আভাদি হেসে ঘাড়টা একদিকে কাৎ কবেন, বলেন—কোটি টাকাব কেসেব নেমন্তন্ন বইল।

স্বমনও হাসলো, ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানালো। আভাদিব গাড়ি এগিয়ে গেলে ও ক্ষণকাল পিছন থেকে তাকিয়ে বইলো, মুখের হাসিটা তখনো ক্ষীণ আভাসে লেগে বয়েছে ঠোটে।

সোমবাব অফিস থেকে বেবোতে বেবোতে সাড়ে পাঁচটা বাজে। ঘামে, খাটুনিতে; পাখাব বাসি অবিবল গবম বাতাসে শবীব কেমন ভাবী হয়ে যায়। মাথা ধরে থাকে। প্রথমটা যেতে ইচ্ছে কবে না কোথাও স্বমনেব, ভাবে বাড়ি ফিবে যাবে। কিন্তু দমদম গিয়ে স্বান সেবে, কিছু খেয়ে, জামা কাপড় পাণ্টে ভদ্রলোক হ'তে গেলে আভাদিব ওখানে আব আসা হবে না। তখন বই পড়তে ইচ্ছে কববে শুয়ে শুয়ে, ঘুমুতে বা অলস দৃষ্টিতে জানলা দিয়ে দুবেব গাছপালাব দিকে তাকিয়ে থাকতে।

সবাসবি তাই চ'লে এলো স্বমন এলুগিন বোডেই। দবজাব বেল টেপাব

প্রাণ সঙ্গে সঙ্গেই কানে আসে ভিতবে চেয়ার-টেবিল কিছু একটা সরানোর শব্দ। কেউ ঘেন উঠলো, এলো এগিয়ে, দবজাব ছিটকিনিটা দিলো খুলে। ঘননীল, মাঝে কাটা পর্দাব কেড়ে দাঁড়ালো এসে, বই হাতে, স্বচ্ছ চোখ মেলে, শুদ্ধ একটি মুখ।

—স্বরা!

—চিন্তে পাবলেন?—ও হাসল, পর্দার ভিতব থেকে বেবিয়ে এলো বাইরে, স্থিত চাউনিতে চিক্‌চিক্‌ কবে খুশিব আলো, বল্ল—আমায় নাকি চেনাই যায় না।

—মুন্সিল-মুন্সিল .!

—কিসেব?

—চেনা মুন্সিল—স্বমন হাসলো, দেখলো ওব হাতেব দিকে, একটা আঙুল বইয়ের ফাঁকে ঢোকানো, তিনটে চাঁপাব কলি এদিকে, মলাটের উপর, ফর্সা, লম্বা-লম্বা। চোখ তুলে ও বল্লে, স্ববার চোখের মধ্যে তাকিয়ে থেকে সহাসমুখে ও বল্ল—আমিই কি চিন্তুম!

—চিনলেন তো!

—কি বলবো, বোধ হয় হঠাৎ, চম্কে।

—চম্কে! স্ববা হেসে উঠলো।

—গুনেছিলুমও, এই-যা।

—বাঃ! স্ববা হাসলো কিছুটা, হাসতে হাসতেই ওকে সামান্য লক্ষ্য কবলো, তারপব বল্ল—ভিতবে আছেন।

ভিতবে ঢুকল ওবা।

—বসুন। স্ববা বল্ল।

স্বমন বসলে ও আবার কথা কয়, বলে—সোজা অফিস থেকে নিশ্চয়ই? স্বমন ঘাড় নাড়ে।

—দেখেই মনে হচ্ছে।

—হচ্ছে? স্বমন হাসলো, স্বরাও। শেষে স্বমনই বল্ল—কর্ত্তী কৈ?

—মানী? চান করছে এই আপনার কথা বলছিলো।

—কি বকম?

—আসছেন না, আসবেন কি-না...খেয়ালী...

—খেয়ালী?

—মাসী বলছিলো মেজাজী—তুবা হাসে, ভিভানেব কুশান্‌গুলো একটু সাজায় হাতে তুলে, বলে—কখন কি মৰ্জি হয় !

—খুব নিম্নে হচ্ছিলো ?

—খুব !—ও ভিভানটায় বসলো, স্বমেনেব চোখেব মध्ये চকিতে তাকিয়ে হাসলো থানিক , তাবপব উঠে দাঁড়ালো, বলল—আপনাকে একটু ঠাণ্ডা কিছু....

—হবে'খন ।

—যা গবম, এলেন ।

—তাডা কি ।

—ভাল্ লাগবে...অবেঞ্জ স্কোয়াশ কিংবা....

—স্কোয়াশই দাও নয় ।

—এক সেকেণ্ড, আসি.... তুবা চ'লে যেতে যেতে দাঁড়ায়, ওপাশেব টেবিলে বাখা পত্ৰিকাগুলোব দিকে চোখ পড়ে তাব, এগিয়ে গিয়ে একটা Illustrated Weekly তুলে নেয় সে, স্বমেনেব পাশে এসে বলে—নিম্ন, দেখুন....

—Thank you.

তুবা চ'লে যায় হেসে । স্বমেন পত্ৰিকাৰ পাতা ওল্টায় । ছবিগুলো আল্‌গা ভাবে দেখে বোধ হয় , অন্তৰ্নিহিত চিন্তা কিন্তু ভ'বে থাকে চমকে । প্ৰসন্ন, ঈষৎ চঞ্চল, কিছুটা অগোহালো বিশ্বয় ফিবে ফিবে আসে সভায় । আচ্ছন্ন হয়ে থাকে তাব মন আবছা আলোয় যেন । জলেব তল'ল'ৰ হুড়িব মত তুবাৰ এই স্ফটিকাভাস, আচমকা—আভাদিব উচ্চাবিত, সতৰ্কতা নদেও আচমকা, স্বমেনেব অস্তিত্ব স্নিগ্ধ বহুস্তে ছেয়ে বাখে ।

—ছবিটা কেমন ?

—অ্যা . !

—ছবিটা—তুবা প্লেট্-স্ক্ৰ গ্লাস্ স্বমেনেব পাশেব টেবিলে বাখতে বাখতে হেসে ব'লে—ছবি আপনি দেখছেনই না ?

স্বমেন সামনে ফেলে রাখা পত্ৰিকাৰ ছবিটা এবাৰ লক্ষ্য কৰে , ল্যাণ্ডস্কেপ, দেখে নিয়ে বলে—মন্দ কি ।

—ভাল্ না ?

—ই্যা, বেশ তো ।

—দিন—পত্রিকাটার জন্তে হাত বাড়ায় স্ববা, বলে—সববৎ খান।

পত্রিকাটা স্বমন দিলো না, কোলে ফেলে বেখে টেবিল থেকে গেলাস  
তুলে নেয়, বলে—দেখি না একটু ...ভূমি ব'সো।

স্ববা বসলো। বসতে বসতে জিজ্ঞাসা কবে—কি ভাবছিলেন ?

—তোমার কথা।

—খুব অবাক হয়ে গেছেন ?

—আশ্চর্য বলতে পাবো এই সেদিন দেখলুম এতটুকু, আজ !

—একেবারে মেলে না, না ?

—মেলে, চোখ দুটো...কিন্তু এত বড়ো হয়ে গেছে... !

স্বরা হাসতে থাকে, হাসতে হাসতেই বলে—ছোটোবেলার পব হঠাৎ  
দেখলে চমকে যেতে হয়, কিন্তু বড়োদেব তো বড়ো মনে হয় না।

—সত্যি।

—ধরুন বহুব পাঁচেক পব আচমকা দেখা হ'লে কি এতটা নতুন  
লাগবে ?

—বোধ হয় না।

—আপনাকে তাই আমার আগের মতই লাগলো।

স্বমন হাসলো একটু, বলল—বুড়ো হয়ে যাইনি ?

—চেষ্টা করছেন আপ্রাণ...।

—বলো।

—সফল হন নি এখনো।

দুজনেই ওবা হেসে উঠলো একত্রে। স্বমন সরবতে চুমুক দিলো দু'একটা ;  
ভিতবটা তার ঠাণ্ডা হয়ে গেল। স্পষ্ট টেব পেলো একটা শীতল স্রোত  
দেহেব ভিতবে কণ্ঠ বেয়ে নেমে যাচ্ছে। তেষ্টাও পেয়েছিলো, প্রায় আধ  
গেলাস সববৎ খেয়ে ও গেলাসটা টেবিলে রাখলো, রুমালে মুখ মুছে রুমালটা  
পকেটে রাখছে যখন তখন স্ববা কথা বলল, প্রশ্ন কবল স্বমনেব মুখেব পানে  
তাকিয়ে থেকে—ঠিক হয়েছে ?

—সরবৎ ?

—হঁ ?

—চমৎকার, many thanks...পবীক্ষা দিলে কেমন ?

—ভালোই, তবে .।

—তবে ?

—বেজাণ্ট বেকলে হয় তো দেখবো ফেল্...।

—ননসেন্স...তোমাব তো স্বনাম, ভালো মেয়ে।

—হাতী !

—স্বন্দব হাতী তাহলে।

স্ববা সিধে তাকালো স্বমনেব চোখেব তাবায়, এক পলক্ মাত্র, অতঃপর  
দৃষ্টি নত কবলো, স্বমন বল্ল—তোমাব Subject কি ?

—English

—Honours ?

—ছিল।

—এম. এ. পডবে না ?

—দেখি।

—ইচ্ছেটা কি ?

—ইচ্ছে তো আছে—স্ববা হাসে একটু, চোখ তোলে, চেয়ে থাকে হাসি-  
ভরা মুখে ; কয়েক নিমেষ নির্বাক থেকে অতঃপর হান্তোসিক্ত নিম্ন কণ্ঠে বলে  
—এবাব কি ডিগ্রেস কববেন, কোথায় পডবো ?

স্বমন কপট গান্ধীর্ষে ঈষৎ নিশ্চুপ বইলো, তাবপব সববৎ—এ চুমুক দিতে  
দিতে, দৃষ্টি গেলাসে নিবদ্ধ রেখে বলে—কবতুম, আব কববো না।

স্ববা হেসে উঠলো সশব্দে, স্বমনেব মুখেও হাসিব হাক্কা আভাস জাগলো।

—কেমন লাগছে, কোলকাতা ? স্বমন প্রশ্ন কবলো।

—সবে তো এলুম....।

—দিল্লী কেমন লাগে ?

—ভাল না।

—কেন ?

—কি জানি ...কেমন খাপছাড়া...।

—বন্ধু-টন্ধু নেই।

—তা, ইয়া, বলা যায়।

—কি ?

—আছে। স্ববা হাসলো চোখ তুলে, ওপাশেব পর্দা সবিয়ে আভাদি  
দাড়িয়েছেন। সজীব, সজ্জাত, পবিচ্ছন্ন, চুল খোলা। উনি আশে আশে

ঘবে আসেন, খুশি খুশি চোখ, মুখে হাক্কা আমোদ, এগিয়ে আসতে আসতে আভাদি বলেন—বন্ধু থেকে ওব admirer বেশি... ।

—মাসী !

—মিথ্যে বলছি, বল ?—আভাদি এসে স্বমনেব মুখোমুখি চেয়ারটা ঠেস দিয়ে দাঁড়ান, একটা হাত বাথেন চেম্বারের পিঠে, বলেন—আর কি জানো, ওর ছেলে বন্ধু দল ভাবী—আভাদি কথাটা শেষ কবলেন ত্ববাব দিকে-তাকিয়ে, ঘাড়টা একটু বেকিয়ে, একমুখ হাসি নিয়ে বলেন—না-বে, ত্ববা ?

—এই বলে admirer, এখন বলছ বন্ধু !

—আহা ধব্ব admirer—ই, বন্ধু নয় .. ।

—স্বমনবাবু বন্ধু কথ্য বলছিলেন ।

—বন্ধু তোব আছে নাকি ?

—আছে—ত্ববা হাসে, আভাদি দিকে তাকিয়ে থেকে বলে—ব'সেণ তুমি ।

আভাদি বসলে ও বলে, স্বমনেব দিকে তাকিয়ে হেসে বলে—মেয়ে বন্ধু ।

—ছেলেভেই বা ক্তি কি ? স্বমন বল্ল ।

—ছেলেরা জালায় .. ।

—জালায় !

—বন্ধু হয় না .. ।

—সে-কি ?

—মানে ছেলেভে-মেয়েভে বন্ধুত্ব... মাসী যাদেব admirer বলে তাদেক্ব যদি দেখেন !

আভাদি সজোবে হেসে ওঠেন ও'র কথ্য মাঝে, বলেন—কি যা-তা বক্ছিস্ !

—কথ্য তুলে, বল্লম .. ।

—স্বমন তো আমার বন্ধু... হয় না ?

ত্ববা স্বমনেব দিকে একবার এক পলক তাকায় । দেখে সে ছবিব পাত, ও'ন্টাছে, দেখছে ; অবিশ্বস্ত, ক্রফ্ চুল খানিক পাখার বাতাসে উড়ে আসছে ওব চোখেমুখে । হাত দিয়ে নেণ্ডলো সবায় ছ'একবার নে, পত্রিক পডতে থাকে ।

ত্ববা বলে, আপন দৃষ্টি শূন্য গেলাসটায় নিবদ্ধ রেখে, ধীরে, যেন কিছুটা

অন্তর্লীন চিন্তার মধ্যে থেকে বলে—Exception...exceptions-এব কথা  
ধবলে ভুল হবে।

—কোনটা exception ?

—বন্ধুত্ব, ছেলেমেয়েতে...অন্তত অল্পবয়স্কদের মধ্যে।

—কি জানি—আভাদি বলেন, স্বমনেব দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করেন

—তুই কি বলিস ?

—কিছু না। স্বমন হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়, হাসে, বলে—বড্ড গবম, চান  
কবলে হয়।

—আগে জবাব দে।

—জবাব নেই।

—আঃ স্বমন !

—কী সুবগীব লড়াই লডো!...চলো, জামা-কাপড় বেব কবে দাও,  
ভদ্রলোক হই।

আভাদি তখন কিছু বলেন না, নির্নিমেব চোখে, নিথর মুখে ওব দিকে  
তাকিয়ে থাকেন ছ'এক সেকেণ্ড, তাবপব বলেন, চোখেব পাতা না ফেলে,  
দৃষ্টি নিবন্ধ রেখে স্বমনেব চোখে, বলেন—আমি জিগ্যোস্ কবছি বলেই  
বলবিনে বুঝি ?

—কী আশ্চর্য ! স্বমনেব ছুই হাত অসহায়ের মত একটু উঠে আবাব  
ঝুলে যায়, হাসি মেলায় ঠোঁট থেকে, মুখে কেমন অস্পষ্ট ভাব আসে ছেয়ে।  
জানলাব দিকে এগিয়ে যায় সে ধীবে ধীবে ; দাঁড়ায় গিয়ে ত্তরাব মাথাব  
পিছনে, বাইবেব দিকে তাকিয়ে, গবাদ থাকে একটা হাতে ধবা। আভাদিব  
দৃষ্টি ওব সঙ্গে সঙ্গে ফেবে, ও গিয়ে জানলাব সমুখে থামলে ওঁর চোখ পিঠেব  
ওপব ব্রন্ত হয়ে থাকে।

ক্ষণকাল নৈঃশব্দে ব'য়ে যায়, চূপচাপ, কথাবার্তা কেবল নয়, অথ  
কোনো সাড়াও ঘবে ওঠে না। শেষে স্বমন কথা কইলো, খানিক নির্বাক  
দাঁড়িয়ে থাকার পব, দৃষ্টি বাইবে মেলে রেখে বল্ল—এ ব্যাপারে ঠিক বেঠিক  
বুঝি না।

—তবু ?

—বীধা নিয়ম নেই বোধ হয়।

—ব্যস্ ?



—ব্যস্!—স্বমন হেসে ফেলে, কথা কয় পাশের বাড়ির বাগানের দিকে তাকিয়েই। মুখে এক দিকে ওব আলো পড়েছে, অন্ধাদিক দেখায় ছায়া-ছায়া, একটু কালো। নিমেষ খানিক সে যেন ভাবে কিছু, অতঃপর অন্ধ ঘুবে দাঁড়ায় ঘবেব ভিতর, হেসে বলে—সমস্যাটা তো ব্যক্তিগত।

—তুই এডাচ্ছি।

—তা কেন, তা ছাড়া .।

—তা ছাড়া ?

—আমবা বোধ হয় উদেল হয়ে উঠি মাঝে মাঝে।

—আমবা মানে ?

—ছেলেবা পুরুষে।

—But women like their admirers !

—একটা সীমাব মধ্যে, yes, of course—

স্বমন কথা খামিয়ে জানলাব পানে পিঠেব ঠেসান দিয়ে একটা সিগারেট ধবায়, জলন্ত সিগারেটটাব দিকে মুহূর্তকয় চেয়ে চেয়ে দেখে; আব তাব অর্ধসমাপ্ত কথাব মাঝে কয়েকটি স্তব্ধ, জিজ্ঞাসু দণ্ড ভাসে প্রতীক্ষায়। আবছা লাগে ওকে ঘবেব প্রচ্ছন্ন আধাবে, মাথাব পিছনটা শুধু স্পষ্ট চোখে পড়ে জানলাব পটে; এবং চুলেব উপব গোধূলিব নিশ্চিন্ত প্রভা তামাটে দেখায়। জানলা দিয়ে উড়ে যাওয়া সিগারেটের ধোঁয়াব দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে স্বমন অবশেষে আভাদিব পানে দৃষ্টি ফেবায়, আধো ছায়াব, বাপ্না দেখালো ওকে তখন, জিজ্ঞাসা কবলো, হাসি মুখে প্রশ্ন কবলো—

বাডাবাডি কবলে,...তখন ?

—তখন কি ?

—বলো ?

—তুই বল না।

—আমি !—স্বমন হঠাৎ কথাব মাঝে থেমে গেলো, গিবে জানলা থেকে ন'বে আসতে আসতে, একটা হাত অস্ত্র হাতে ঘসতে ঘসতে সহাস গলায় বলল—কী বাজে কথাই হচ্ছে ..really !

—আবাব ! আভাদি ওকে ধম্কাবাব চেষ্টা কবেন।

ফল হ'লো না। স্বমন খামলো না, আবো এগিয়ে এলো। দেওয়ালেব দিকে ছুপা গিয়ে আলোব স্ফীট টিপলো। অন্ধকাব হয়ে আসা ঘবটা-

অকস্মাৎ ঝলমলিয়ে ওঠে। ঝাপ্টা দিয়ে এসে লাগে আলোর বালক ;  
আভাদি চোখ দুটায় তাভাতাড়ি হাতেব আডাল দেন। স্বমন সুইচেব  
কাছে দাঁড়িয়ে থেকে, ওঁর ওপব দৃষ্টি বিদ্ধ বেখে বনে—Shaded, how  
charming you look !

—কম্প্লিমেন্টটা কি আমাকেই, না ? আভাদি চোখে উপবের হাতটা  
একটু সবান, হাসেন মূহু স্বমনেব মুখেব পানে তাকিয়ে থেকে, কথা বলেন।

—ত্ববাব তো কেবল মাথার পিছনটা দেখছি—

স্বমন পিছন থেকে ত্ববাব পানে চেয়ে থেকে বলে—

—ঘাড়টা ঝয়ং বাঁয়ে হেলানো, বিহুনি, কালো চুলেব কিনাবে শুভ্র কান  
ওকি ! নড়ো নড়ো না ..গ্যালো গ্যালো পগু হ'য়ে সব সব ভেসে দিলে।

—বেশ হ'য়েছে—আভাদি বলেন—যত বাজে কথা।

স্বমন পা-পা এগিয়েছিলো কথা ব'লতে ব'লতেই, ত্ববা যখন ন'ড়ে, স'বে  
অন্তভাবে বসলো, তখন সে আবো খানিকটা ছিটকে এসেছিলো; এখন,  
একেবাবে সামনে এসে ত্ববাব, ও বলল—অতায়-অতায়, অতায় ক'বলে।

ত্ববা তাকিয়ে দেখলো ওব হাতোংফুল্ল, ভাস্বব মুখটি। ক্লাস্তিব লেশমাত্র  
নেই, শুধু চামড়ায় শুকোনো ঘামে, দিনেব পবিশ্রমে, তামাটে দেখায় ওকে  
বেশি, হয় তো বা একটু অনন্দ, কর্কশ। ত্ববাও হাসলো; তার অন্তঃকরণ  
হেসে উঠলো অনাবিল আমোদে হঠাৎ। অন্ধকাবে আচমকা জলে ওঠা  
আলো, স্বমনের সহজ কৌতুক, ততোধিক অনায়াস, আন্তরিক ভাব, আবেগ  
—সমস্ত আবহাওয়া, আভাদিব উপস্থিতি, চেয়াবে স'বে নোজা হ'য়ে নিজেব  
বসা, সামনেব ডিভানেব গার সবুজ কুশান—ইন্দ্রিয়গ্রাহ সব ক'টি খণ্ড খণ্ড  
ছবি ওব মনেব অল্প-পবমাণুতে মিশে, এমন ঘনিষ্ঠ অন্তবজতায় ধরা দিলো  
অস্তিত্বে, যে ওর-ও সাবা মুখ, ছ'চোখেব চাউনি বিভায় দেখালো হাস্তা,  
মনোরম। স্বমনেব চাউনিতে চাউনি মেলে বেখে ও বলল—মাসী কী  
বলছে, শুনলেন ?

—শুনেছি—স্বমন একটু ফিবে দাঁড়ালো আভাদিব দিকে, হেসে বলল—  
সবেবই কি সহজ সমাধান ছড়ানো ?

—বকব-বকব ক'রলি কেন, তাহলে ?

—ক'রলুম...ষেটুকু মনে হ'লো বল্লুম চলো, ওঠো।

—অনভ্য ! আভাদি চেয়াব থেকে উঠে, ছ'পা এগিয়ে গিয়ে বলেন কথাটা।

—মুন্সিল, সমস্ত জিনিস তৈবী চাও !

—চাই-ই তো...আমি ঢেব সায়েটিফিক্ ।

—ব'লতে !—স্বমন আভাদিব পিছনে পিছনে ঘব থেকে ষেতে ষেতে  
বলে—নইলে বাতাসে হাত ঘোবাও ।

—আচ্ছা ! তুই নয় মুণ্ডব ঘোবান ।

—মুণ্ডব ! স্বমনেব হাসি ভেসে আসে ও ঘব থেকে, বলে—বেশ তাই-ই  
হলো'নয় !

অন্তঃপব সব নিশ্চুপ, কোনো সাদা মেলে না । ওবা বোধ হয় ড্রেনিংরুমে  
চলে গেলো । এ'ঘবও শুদ্ধ হ'য়ে আসে ।

স্বরা নীববে ব'সে থাকে ক্ষণকাল ঘবে একা । মন তাব আবাব জডো  
হ'য়ে আসে একটা চিন্তায় । কিসেব চিন্তা, কি চিন্তা ? নিজেই ঠিক বোঝে  
না স্বরা, সখি বিস্তৃত হ'য়ে থাকে, ছড়ানো, অগোছালো ভাবনা ফেবে  
টুকুরো টুকুরো, মনেব কন্দবে ।

বইয়েব পাতা ওটায় সে কিছুক্ষণ ব'সে ব'সে । এক এক জায়গায় ধম্কে  
ক্ষণিক চোখ নিবদ্ধ রাখে । তাবপব হঠাৎ, বিবতিব পব, খেয়াল হ'লে যে  
কিছুই পড়া হয়নি তাব, তাডাতাডি পাতা উণ্টে দেয়, ভিতবে ভিতবে হাসে ।  
অবশেষে চেয়াব ছেড়ে ওঠে, বইটা বাথে টেবিলে, টেলিফোনেব পাশ থেকে  
টেলিফোন গাইডটা তুলে নিয়ে নেড়ে-চেড়ে দেখতে থাকে । পবে সেটাও  
বেথে ও আসে বন্ধ দবজাটাব সামনে, দবজাটা খোলে, মাঝে-কাটা পর্দা এক  
হাত্তে সবিয়ে দবজাব কানা ঘেঁষে দাঁডায় । মাথাটা ঈষৎ এলিয়ে দেয়  
কাঠেব কিনাবে, দৃষ্টি গিয়ে পড়ে পথে । ওপাবে, শঙ্কুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালেব  
একটা গাছ ছড়িয়ে এসেছে ফুটপাতেব মাথায় । বাপসা আলোয় মনে হয়  
স্বতোব প্রকাণ্ড জট । পথেব কালো পিচ গাডিব চকিত হেডলাইটে আচমকা  
ঝল্কাব জায়গায় জায়গায় । গাডিটা চলে গেলে আবাব আবছা অন্ধকাব  
আসে ঘিবে । লোক চলাচল অল্প, ওপাবে নেই-ই, অন্তত মনে হয় নেই,  
এপারে, ফুটব-সিমেণ্টে নালওলা জুতোব শব্দ তুলে কোন্ বাডিব দবোবান  
চলে যায় হেঁটে হেঁটে । 'আইসক্রীম' হাঁকে দূবে কোথায়, আব বাস্তাব  
গ্যাসেব আলোব তলাব অন্ধকাবে, কি যেন মিলিয়ে থাকে নিঃসাদে । কে  
স্বুমোয়, নাকি বিশ্রাম ভিখীবিব ? ভিখীবি কেন পৃথিবীতে ? পথেব বাতিব

পাণ্ডু আলোয় কিনেব ব্যথা? খাপছাড়া কথা মনে আসে অরার। আর, অকস্মাৎ, তাকে ভয়ানক চমকে দিয়ে, একটা তীক্ষ্ণ আঁত্তি নৈশেব কাপাস, বাতাসে উডন্ত ধুলোবালিতে শিহব জাগে। হাসপাতালে কে নিশেব হ'লো বুঝি।

স্ববাব একটা গভীর, সন্তায় উৎসাবিত দীর্ঘ নিঃশ্বাস, অন্তলোকের ব্যথায় মিনে, উঠে এলো ঠেলে, চেতনাব অলক্ষ্যে।

সে ভিতবে ঢুকে এলো ফেব, দবজাটা চেপে বন্ধ কবলো, ছিটকিনি লাগলো, তাবপব পিঠের ঠেস দিয়ে দবজায় দাঁড়িয়ে থেকে, শূণ্য ঘবেব মধ্যে তাকিয়ে—ঘবেব বর্ণ, চেষাবেব গদি, কুশানের কাজ, কোণার আলমাবীক বইয়েব ওপব চোখ বাখে একে-একে, মুহূর্তকয়—একাকী, অকস্মিত, নিশ্চক্, দু'একটি নিমেষ মাত্র।

## ॥ হিসাব মিলাতে ॥

অধ্যাপক ডাঃ শ্রীমদনমোহন গোস্বামী

চাকুরী হইতে অবসরপ্রাপ্ত শিকার-বিনাসী বাবা, আত্মভোলা কবিপ্রকৃতিক বউদা, সহজবুদ্ধি-সম্পন্ন অকৃতদার মেজদা, বন্ধুবৎসল নবযুবক ও তরুণী অনুজার সহিত কলহপবাষণ ছোডদা আনন্দ, বিবিধ-সমস্তা-ব্যাকুলা গ্রুহকর্ত্তী বৌদি, পুরাতন ভৃত্য নিধে, মুখরা দাসী মোক্ষলা, অনন্তচিত্ত শেয়ার-ব্যবসায়ী মামা এবং নুতন ও পুরাতন মুদ্রার মূল্য-বিনিময়ের তালিকা-বিক্রেতা গীতরসিক ফেরিওবালা—বিচিত্র-চরিত্র এই পাত্র-পাত্রীগুলিকে লইয়াই বর্তমান একাঙ্কিকা নাটিকা হিসাব মিলাতে।

[ হুপ্রশস্ত ও হুসজ্জিত বৈঠকখানা। ঘরটির উভয়দিকের পর্দাযুক্ত দরজা আন্দরমহলের সহিত সংযুক্ত; পশ্চাত্তের প্রাচীরটির দুইকোণে যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথের একটি প্রতিমূর্তি ও শিকারের চিত্র-সম্বলিত একটি দেওবাল-পঞ্জী এবং মধ্যস্থলে একটি পর্দাযুক্ত বাতায়ন। ঘরের একদিকে বইয়ের আলমারি, সপুষ্প ফুলদারী, একটি চেয়ার ও একটি আরাম-কেদারা, এবং অপরদিকে টাইম-গ্লস্ সংবাদপত্র দোয়াতদান ইত্যাদি ঘারা সজ্জিত টেবিল ও তৎসংলগ্ন একটি চেয়ার এবং অপর একটি চেয়ার এবং অপর একটি আরাম-কেদারা। ]

[ চেয়ারে উপবিষ্টা আনন্দের অনুজা একটি কবিতা রচনা করিতেছে। ]

বোন। হাঁ, এইবার ঠিক হয়েছে। কী চমৎকাব মিলটি দিয়েছি—

আমি ভেবে না পাই।

যদি পথ চলতে গিয়ে ভীড়েব মাঝে হাবিয়ে যাই ॥

সুস্থি মামা ঠাণ্ডা হলে, বাহুডেবা চোখটি খোলে,

আডালে আম ডালেতে লক্ষ্মী-পেঁচা তুলছে যে হাই ॥

[ আনন্দের প্রবেশ। বিরক্ত ভাব। ]

আনন্দ। এই বাঁদবী, ও কি হচ্ছে! লক্ষ্মীপেঁচায় হাই তোলে কখন দেখেছিল?

বোন। তুমি আমায় বাঁদবী বললে কেন ছোডদা? দাঁড়াও বলে দিচ্ছি।

দাদা, দাদা, এই দেখ-না ছোডদা আমায়—

আনন্দ। —শাখামুগী বলছে। নে, হল তো, সাধুভাষায় বলছি। ও

একই জিনিষ। তবে তোব কবিতাটা কিন্তু ঠিক বচনা ক'বা হয় নি।  
কোন পেঁচাতেই হাই তুলতে পাবে না, সে যত বড়ই Classical পেঁচা  
হ'ক না কেন।

বোন। নয়া পেঁচাতে পাবে দাদা হাই তুলতে। নয়া পয়সা যেমন একটি  
High Jump-এ টাকায় একাই একশো হয়ে গেল তেমনি—

আনন্দ। নয়া পয়সা! নয়া পয়সা! নয়া পয়সা! যেখানে যাই,  
সেখানেই কি নয়া পয়সা! আজ এই নয়া পয়সাব জগ্গে কী Serious  
ব্যাপার হয়ে গেছে তা যদি—। বেবো, জলদি ঘব থেকে বেবিয়ে  
যা। বলছি মেজাজ ভাল নেই, বাজে বক্বক কবিস নি। যা, যা,  
ঘব থেকে বেবিয়ে যা।

বোন। বৌদিকে বলছি—আমায় ঘব থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছ। বৌদি, বৌদি  
দেখ না ছোঁডদা আমায় ঘব থেকে বেবিয়ে যেতে বলছে।

আনন্দ। নে, নে, বাগ কবিস্ নি। এই আমাব শেষ সখল চীনাবাদামেব  
Last Packet-টা নিয়ে মুখগুদ্বি করুগে যা।

[ বোন চলিয়া গেলে বন্ধুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল। ]

বন্ধু। আনন্দ, আনন্দ আছিস্ না কি বে?

আনন্দ। নিশ্চয় আছি। নির্ভয়ে চলে আয়।

[ আনন্দ টেবিলের উপর পা তুলিয়া চেয়ারে বসিয়া আছে। ]

বন্ধু। এ কি ব্যাপার আনন্দ! এমন উত্তানপাদ হয়ে জেলেডিঙির মত  
বসে আছিস্ কেন?

আনন্দ। এমন একটা Excellent সন্ধ্যাবেলা হতভাগাবা একেবাবে বরবাদ  
কবে দিলে।

বন্ধু। কেন, কী হয়েছে? আনাব সময় উঁকি মেবে দেখে এলুম—  
শ্রীমগুপ মানে আমাদের আড্ডাখানা তো ভেঁ। ভেঁ। অমন জমাটি  
মগুপে কাক অশ্বেব পিঠে বসে বেদানা খাচ্ছে, ‘কাকশু পবিবেদনা’!  
[দীর্ঘশ্বাস] বকম সকম তো ভাল বলে বোধ হচ্ছে না। আসল বেদনাব  
কথাটা খুলে বল দেখি। তোব তো আজকে একটা চাকবীৰ Interview  
ছিল, সেটাৰ খবৰ কি? তোব চাকবী কবারই বা দবকাব কি বল তো?  
বেড়ে আছিস্ তো, আবাব ঐ সব ফ্যাচাঙেব ল্যাঙ্কবোট কেন?

আনন্দ। চাকবী কবীটা তো শ্রেফ সখ, তবে আজ একটু Shocked হয়ে গেছি। তুই কেমন যেন দিন দিন Dull হয়ে যাচ্ছিস। তাতে ক্রীমগুপের Prestige টিলে হয়ে যাচ্ছে। চোখ দেখে ডাক্তার ছাড়া হয়েছে কি না, বলে দেয়, হাত দেখে গণক গডগড কবে আস্ত Future-টাই বলে যায়, আর আমাদের এই Royal Position দেখে ব্যাপারটা Infer কবতে পারব না! ঐ চাকবীটাই তো আমাদের বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে এমনি কবে বসিয়ে বেখে গেল।

বন্ধু। কি বকম। ভাবী Interesting ব্যাপার দেখছি! লোকে কবে জমিয়ে চাকবী আর তোকে কি-না বসিয়েই দিয়ে গেল চাকবী! একটু প্রাঞ্জল মানে 'প্রাণ-জল-কবা অর্থাৎ প্রাণহবা ব্যাখ্যা ছাড় তো'?

আনন্দ। With reference to the context তবে শোন। Interview-তে 'as usual উপস্থিত ছিলাম। Board-এর এক বড় এমন একটি Shot ছাড়লে, তাকে না পাবলুম পাশ কাটাতে, না পাবলুম Pass কবতে। বড়টিনয়া পয়সার History ও Utility জানতে চাইলেন।

বন্ধু। বললি না কেন—নয়া পয়সা একটি গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু। তাহার দ্বারা মানুষের হেন উপকার নাই যা হয় না। তাহার শিঙ হইতে বামশিঙা প্রস্তুত হয়, তাহার ল্যাজ মলিয়া দ্রুতবেগে চালনা করা যায়, তাহার চামড়া ট্যান কবিতা—

আনন্দ। বলে যা, বলে যা, ধমকে খামলি কেন? ঐ বোগেই তোকে শেষ কবেছে—ফালতু বাতের তুই একটা Ever-ready chatterbox.

বন্ধু। Excuse me, তাবপব কি হল বল।

আনন্দ। কী বলবো? নয়া পয়সার নাড়ী-নক্ষত্র আমার একদম জানা নেই, তাই চুপ কবে দাঁড়িয়ে বইলুম। অবশ্য দুবে একটা ছাড়া শিমূল গাছে একটা নিবীহু পাতিকাক বসে গা চুলকোচ্ছিল তাই দেখছিলুম বেশ মন দিয়ে।

বন্ধু। বটে-বটে, -Good good, Double good তাবপব?

আনন্দ। আবাব প্রশ্ন—পঞ্চবার্ষিক পবিকল্পনাগুলোর জন্তে ভাবতের কতদূর উন্নতি হয়েছে? উত্তর—চুপ। আবাব প্রশ্ন—বিশ্বের শান্তিপ্রতিষ্ঠায় ভাবতের অবদান কি? উত্তর—সেই চুপ। প্রশ্নের আব অন্ত নাই। শেষ প্রশ্ন কবলেন এক মহাপুরুষ—এব আগে কি কবতেন আপনি? যা

কবতুম বা কবে চলেছি সে তো আব সব জায়গায় বলা চলে না।  
কাজেই ভেবে-চিন্তে জবাব দিলুম—যুদ্ধের সময় Air Raid Precaution  
Party-র Member ছিলাম। ড্রিলে আমার পাথের নাম ছিল।

বন্ধু। মহাবতীবা তোব এই পদ-মর্শাদাব খাতিব করলেন না?

আনন্দ। নিশ্চয়ই। আব এক জন একটু বাঁকা হেনে বললেন—সৈনিক  
জীবনে ড্রিল কবাব মূল্য কতখানি বলতে পাবেন? সন্তত্ব যোগাল না,  
মবিয়া হয়ে শেষ-উত্তব বল্লম—তবে দেখুন, Demonstrate কবে দেখাচ্ছি  
ড্রিলের দাম কত বেশী। তাবপবই [জঙ্গীসহকারে] Attention, Right  
About Turn, Forward March—তাবপর? আপনিই বাডীতে এসে  
বসে পডলুম।

বন্ধু। নাবাস্। Backward March করে আবাব ফিবে গেলি না কেন?

আনন্দ। তুই আমায় বড ব্যাখা দিলি এব চেয়ে দশটা গালাগাল দিলেই  
পাবতিস্। Discipline জানিস্ না বে Brainless দিল্দাব? ফিবে  
যাবাব Order তো ছিল না। তাই তো বলছিলুম—চাকবীটাই আমায়  
বাডীতে পৌছে দিয়ে গেল। বড ভাল লোক—A very good soul  
is that চাকবী। ঐ নয়া পয়সাতেই যত গোল বাধালে।

বন্ধু। ঘাবডো মৎ দোস্ত। Take heart, নয়া পয়সাও একদিন পুবনো হয়ে  
যাবে। চল, একটু ঘুবে আসা যাক্।

আনন্দ। তাই চ মনটা বড 'জাম' হয়ে আছে। তোকে কিন্তু মিনিট  
দুয়েক wait কবতে হবে। একবাব ঘোষেদের বাডীতে একটা কথা  
বলেই একসঙ্গে বেরিয়ে পডবো। বেশী দেবী হবে না।

বন্ধু। হাতখানা দে তো আনন্দ, নাডীটা দেখি।

আনন্দ। কেন? আমাব নাডীতে কী হয়েছে?

বন্ধু। কিছু নয়, প্রেমিজাইটিসেব Temperature কত তাই দেখব।

আনন্দ। কী বাজে বকছিস্। আমাব কোন বোগই হয়নি।

বন্ধু। সিম্‌টম্ দেখে তো বেশ Advanced Stage বলেই মনে হচ্ছে।  
মেনিন্‌জাইটিসেব আক্রমণ Brain-এ, আব প্রেমিজাইটিসেব আক্রমণ  
Heart-এ। তবে Brain-এ পৌছলেই এই রোগেব Beauty একদম  
নষ্ট হয়ে যায়; যদিও বোগটা A very comfortable heart-trouble.  
যাই হ'ক্ আনন্দ, আশা করি ঘোষেদেব বাডী থেকে শিগ্‌গিরই একটি



জরুবী ঘোষণা বেবোবে যাতে প্রৈমিক পবিস্থিতিব ক্রমোন্নতির  
Climax-এ পেশোয়াবী চালেব Preliminary পথ্যেব ব্যবস্থা থাকবে।

[ নেপথ্যে—আনন্দ ! আনন্দ ! ]

এই সেবেছে, আনন্দ ! তোব Double-Mother মানে মার্কেট-মামা  
বোধ হয় এই ঘরেই আসছে।

[ মামার প্রবেশ। ]

মামা। এই যে আনন্দ ঘবে রয়েছে। এই দেখো তো দেশ থেকে এসে  
অবধি কী বিপদেই না পড়েছি ! তাবা, তাবা মা তোমাবই ইচ্ছা।  
[ প্রণাম করিয়া ] Market কি বকম বুঝছ ? লোহা উঠছে, তামা নামছে।  
ই্যা বাবা, তোমরা তো লেখাপড়া-জানা ছেলে। এই হিসেবটা আমাব  
একটু বুঝিয়ে দাও না। এই পাঁচ পাইয়েতে কত নয়া পয়সা। কাগজটা  
আবাব কোথায় যে বাখলুম। তাবা, তাবা মা—

[ কাগজ খুঁজিতে গিছু ফিরিলে ]

আনন্দ। [ অসুটে ] তাড়া, তাড়া মা ! [ বক্সসহ চুপি চুপি প্রস্থান ]

[ মামা কাগজ হাতে করিয়া ঘুরিয়া কাহাকেও না দেখিয়া ]

মামা। তাবা, ব্রহ্মময়ী মা আমাব। ছেলেটা আবাব গেল কোথায় ?  
এই তো এখানেই কথা কইছিল। Market-টা বড পডতি মুখে কিন্তু  
তাডাতাড়ি হিসেবটা যে চাই আমাব। বাই, ছেলেটাকে আগে খুঁজে  
বাব কবি। আনন্দ, ওবে ও আনন্দ— [ প্রস্থান ]

[ ঝি ও চাকর বসনা করিতে করিতে প্রবেশ করে। ]

ঝিধে। আপু মুক্ষদা। দিক্ কবিস্ নি বলতিছি। তোব দস্তবীর এই পয়সা  
কটা নে।

মোক্ষদা। মর মুখপোড, ও কি পয়সা নাকি ? আমাব পাওনা আট-  
আটটা পয়সা, তাব বদলে কী কতকগুলো ছাইপাশ দিচ্ছে দেখ না।  
আমি তো তোব মত চোখেব মাথা খাইনি যে ওগুলো নিতে যাব ?

ঝিধে। না নিবি তো বয়েই গেল। বল্‌তিছি এই তো তোব আট পয়সা।  
[ বিভিন্ন আকৃতির মুদ্রা দিয়া ] এই ছাথ না, হিসেব কবে নে—এই পাঁচ পয়সা,  
এই দুপয়সা আর এই আব একটা পাঁচ পয়সা—জইড়ে তোর বার পয়সা  
হোল নি ?

মোক্ষদা। তবে যে বললি আট পয়সা? আমায় হিসেব দেখাচ্ছি?

নিধে। এগুলো যে নতুন পয়সা মুক্ষদা তাই বেশী হয়ে গেছে। মাতাটা  
ঠ্যাণ্ডা কবে শোন না। মাতায় একটু প্যাকাব বাতাস কববো নাকি?

মোক্ষদা। মাতা আমাব ঠিকই আছে। ডাক্ছি বড়দাদাবাবুকে, তোকে  
হিসেবেব ছেবাদ কবছি। বড়দাদাবাবু, বড়দাদাবাবু— [প্রস্থানোচ্চোগ]

[ আনুত্তি করিতে করিতে বড়দার প্রবেশ। ]

বড়দা। ‘আমাবে যে ডাক দেবে এ জীবনে তাবে বাবংবাব

ফিবেছি ডাকিয়া।

সে নাবী বিচিত্র বেশে’—

নিধে। এই ছাখে। বড়দাদাবাবু, মুক্ষদাকে ওব পয়সাব হিসেবটা দয়া  
কবে বুঝিবে দেন না। ও তো কানে সামান্টি খাটো, ছোট কথা কানে  
তোলে না। এখন ছোট পয়সাও হাতে ভুল্টি চাচ্ছে না। ওব জ্ঞান-  
গম্যিব একটু অভাব আছেন কি না!

মোক্ষদা। ওবে আমাব বুদ্ধিব ঢেঁকি বে! বাজাব কবে কবে এতখানি  
বয়েস পাব কবলু, এখন উনি এসেছেন আমায় হিসেব শেখাতে! এই  
আমাব কতা শুন্ন বড়দাদাবাবু—

বড়দা। বাজে ঝামেলা বাধাস্ নে নিধে। অর্থকে সর্বদা অনর্থ বলেই  
ভাব্‌বি—‘অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যম্’। শঙ্কবাচার্য মহাপুঙ্খ ছিলেন, তাই  
এই মহাবাক্য উচ্চারণ কবতে পেবেছিলেন।

নিধে। এই ছাখে—

মোক্ষদা। বড়দাদাবাবু, আমাব হিসেবটা কিন্তু্—

বড়দা। আমাকে বিরক্ত কবিস্ নে তোবা। বোঁদিদিব কাছে যা, তোদেব  
হিসেব ঠিক হয়ে যাবে। যা, যা, একেবাবে এখান থেকে সোজা  
চলে যা—

‘কিন্তু গোষালাব গলি।

দোতলা বাড়ীব

লোহাব গবাদে-দেওয়া একতলা ঘব

পথেব ধাবেই।

আমি ছাড়া ঘবে থাকে আবেকটা জীব  
এক ভাডাতেই,  
সেটা টিক্‌টিক্‌ ।

[ নিধে ও মোক্ষদার প্রস্থান এবং আমার প্রবেশ । ]

মামা । এই যে বাবা, তোমাবই কথা ভাবছিলুম । কি বলছিলে—টিক্‌টিক্‌ ?  
বড় স্ত্রী প্রাণী, জাত-বামুন কি-না তাই ঠিক্‌ ঠিক্‌ বলে । ঠিক্‌-ঠিক্‌, ঠিক্‌-  
ঠিক্‌ । উঠ্ছে-পড়্ছে, পড়্ছে-উঠ্ছে । টুপ্‌ কবে ডুবে গেল আবাব  
ডুপ্‌ কবে ভেসে উঠল ! তাবা ! তাবা ! মা আমাব ব্রহ্মময়ী । বেশ  
বাবা বেশ, এই হিসেবটা আমায় চট্‌ কবে, কবে দাও দিকিনি । ভাবি  
মুন্সিলে পড়েছি । এই পাঁচ পাইয়ে—

বড়দা । মামাবাব, ও হিসেবেব ব্যাপাব আমাকে মেবে-কেটেও—

মামা । যথার্থ । Market-ই তো সব, ঠিক্‌ মত Mark—

[ বন্দুক সাফ্‌ করিতে করিতে বাবার প্রবেশ । বড়দা বই পড়িতে থাকে । ]

বাবা । ঠিক্‌ই বলেছ Mr. Share-Market. Mark-টা ঠিক্‌মত কবতে না  
পাবলেই ব্যস্‌ ! ফস্কে গেল । তাবপব জায়গাটা লাগছে কেমন ?  
ডগবানের দয়্য গাটি তো বেশ চুক্‌চুকে হযেছে । ক’দিন থেকে যাও ।  
একদিন চল শিকাবে যাব ।

মামা । বেশ আছি । এখানে তোমাব সবই সস্তা । এই ধব, তোমাব মাছ  
ছুটাকা সেব একেবাবে টাট্‌কা, কে কত খাবে নাও । আবাব এদিকেও  
বয়েছে—তোমাব মাছ না খাই তো, তোমাব মাংস বয়েছে ; সেও  
তো দেড় টাকা সেব । একটু বেলায় বাজাবে গেলে তাও মেলে না  
শুধু তোমাব হাড় ক’খানা পড়ে থাকে । তা ছাড়া তোমাব ডিম্‌—

বাবা । আমাব হাড়-মাস্‌-ডিম্‌ সব তো চেটে পুটে মেবে দিলে । এখন  
শোন, সেদিন যে-কথাটা বলছিলুম । সবো মাত্র তাগ্‌ কবেছি, বাঁধটা—

মামা । ভূতে পাওয়াব মত তোমায় বাধে পেয়েছে । Retired Life-এ ঐ  
এক ভেবেণ্ডা-ভাজা তোমাব হযেছে । এদিকে আমাব হিসেবটা—

বাবা । আহা শোন-ই না । এই ধব, এইখানে [ মামাকে দেখাইয়া ] ছাগলটা  
বাঁধা আছে আব আমি এমনি কবে—

[ পাঠরত বড়দাকে ধরিয়া আমার নিকট দাঁড় করাইয়া ]

—মাচাব ওপব থেকে—

বড়দা। বাবা, বাবা, আমি মাচা নয়, আমি আপনাব—

বাবা। জানি, তুমি আমাব পুন্নামনবকত্ৰাতা জ্যেষ্ঠপুত্ৰ আব উনি আমাব  
হুটুপ্তপ্রধান পবমাত্মীয় কিন্তু for the time being তুমি একটি মাচা আর  
[মামাকে দেখাইবা] তুমি হচ্ছ একটি ছাগল—

মামা। আমি তোমাব ছাগল নয়— [প্রস্থান]

বাবা। আহা, তুমি ছাগল হতে যাবে কেন? কী ছেলেমাত্মীয় কবছ,  
চল্লে কোথা বাগ কবে! শোন, শোন, বাকীটা শুনে যাও। তোমাব  
এ গল্প আমি শোনাবই শোনাব। [প্রস্থান]

বড়দা। [দীর্ঘ নিঃশ্বাস] এঁবা ছুজনে বেশ আছেন—একজন শিকাব কবেন,  
আবেক জন অস্বীকাব কবেন—

‘এ কথা জানিতে তুমি, ভাবত ঈশ্বব শা’জাহান্

কালশ্রোতে’—

[মেজদার প্রবেশ]

মেজদা। কালশ্রোতে হিসেবেব কত গোঁজামিল-যে আজকাল বেবিযে  
যাচ্ছে, শাহ’জাহান্ তাব বিন্দু-বিসৰ্গও জানতেন না। টাকাপয়সার  
হিসেব—

বড়দা। বাখবাব দরকাব নেই। টাকা আস্বে খবচ হবে, না আসে  
হবে না। তাতে মহাভাবত কি অশুদ্ধ হয়ে গেছে?

মেজদা। মহাভাবত কিংবা বামায়ণ অশুদ্ধ না হলেও টাকা-বিশেষতঃ পয়সাব  
ব্যাপাবে হামেশাই হিসেবেব অশুদ্ধি দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে,  
আমাদেব বাড়ীও বাদ পডবে না। আনা ভো উঠেই গেল।

বড়দা। অ্যা! কী আন্লে আব কী উঠে গেল?

মেজদা। আনা-আনিব কথা নয় দাদা। টাকা-আনা-পাইয়েব কথা বলছি।  
কডি দিয়ে আগে লোকে হাটবাজাব কবত। কডি চল্তি বাজাব থেকে  
উঠে গিযে অঙ্কব বইযে কডা হয়ে জেঁকে বস্লে। এখন আবার আনা  
লেখাও বন্ধ হয়ে গেল।

বড়দা। আনাব বদলে এখন কী লেখা হচ্ছে?

মেজদা। পয়সা, নয়া পয়সা। টাকায় একশোটা গুণ্টিতে। কেন তুমি  
লক্ষ্য কব নি কোথাও? তামাম্ হিসেব এখন নয়া পয়সাতে বুঝতে  
হবে।

বড়দা। নতুন কবে আবার হিসেব বুঝতে হবে। মামাবাবুও যেন ঐরকম

কী একটা কথা বুঝতে চেয়েছিলেন। বোঝা! আবার বোঝা!  
'ভানিছ সদাই।

ভুবনেনব ঘাটে ঘাটে।

এক হাটে লও বোঝা, শূন্ত কবে দাও অস্ত হাটে।'

মেজদা। বাডীৰ-ভিতবে কিসেব গোলমাল বলে মনে হচ্ছে। টাকা-  
পয়সাব ব্যাপাব বলেই সন্দেহ হয়! দাদা, এ বাডীতেও এবাব লাগল।  
ই্যা, বৌদিবই তো গলা।

বড়দা। এ বকম নামজাদা দূৰভাবিণী গলা তো বাডীৰ মধ্যে আব কারও  
নেই। গলা নয় তো বেন হুন্দুভি। এই দিকেই আসছে বলে মনে হয়।

[ নিধে, মোক্ষদা ও বৌদির প্রবেশ। ]

বৌদি। এই যে, ঘবেব মধ্যে দুই ভাইয়ে খুস্ মেজাজে বয়েছ আব ওদিকে  
আমাব মাথা আব মুণ্ডু হয়েছ। একটা কব্বেবে দশটাকাব নোট দিয়ে  
বাজার কব্বেতে দিলুম আব নিধে মুখপোড়া কি কতকগুলো আনি-  
দোয়ানি-আধ্লাব মত পয়সা ফেবৎ দিয়ে বাজাবেব হিসেব মেলাতে  
বল্ছে। আব উনি! উনি তো দিবাবাত্রিই শিবনেত্র হয়ে বেদবাক্যি  
আওড়াচ্ছেন। কাকে বলবো আমাব দুঃখেব কথা ঠাকুবপো! আমাব  
যেমন মবণদশা, এমন লোকেব গলায় মালা দিয়েছি যাকে কোন  
ভদ্রবলোকে বিধে কবে না।

বড়দা। পতিনিন্দা কদাচ কবো না। তোমাবই সম্পর্কে বডদি সতী  
শিবনিন্দায় দেহত্যাগ কবেছিলেন তাও অবজ্ঞা নিন্দা কবে নয়, শুনে।  
তা তোমাব পক্ষে নিন্দাটা নিজমুখে কবা উচিত নয়। 'পঞ্চমুখে কুকথায়  
কণ্ঠভবা বিষ'-টি না ছড়িয়ে বৃত্তান্তটি গুছিয়ে বল।'

বৌদি। শোন মেজঠাকুবপো—আমি সংসাবে বিষ ছড়াছি! আমাব মবণ  
হয় না গা!

নিধে। বডদাদাবাবু, বৌদিদিমণি নয়া পয়সাব হিসেবে সামান্টি গডবড়  
কবে ফেলেচেন। বাজাবে আলু নিলুম। সেব আড়াই পটল তুললুম।  
কপি, উচ্ছে, পাভিনেবু, 'বিঙে, কাঁচানক্ষা, ধনেপাতা, চিচিঙ্গে, মোচা,  
চ্যা-চ্যা-চ্যাডস্—

বৌদি। থাম্ থাম্। তবকাবিব হিসেব তোকে দিতে বলিনি। পয়সাব  
হিসেবটাই দবকাবী। সেইটে বল।

নিধে। এই ছাথো। তাহিতো কেবমোশ্শো কেবমোশ্শো কইতিছি।

হিসেবেব তো সবই ঠিক ছিল। কেবল পটল—

মেজদা। পটলেব বেলাতেই নিধিবামেব হিসেবে টোল পড়ে গেল।

নিধে। ঠিক ঠাউবেচেন মেজদাদাবাবু। কচি-কচি ভাঁটো-ভাঁটো দেখে

পটল তুললুম ১২।০ সেব। একটা ছুটাকাব নোট ট্যাঁকে ছিল।

ফোডেকে দিতে এই পয়সাগুলো ফেবৎ দিলে।

বৌদি। এমন অচেনা খুচবো পয়সা তুই নিলি কেন?

নিধে। এই ছাথো। মা নম্মীকে কখনো অছেদা করুতি আছে। ট্যাঁকা-

পয়সা তো মা নম্মীব পেঁচাব পালক গো বৌদিমণি। কখন বাতাস।

নেগে কোথায় উড়ে যায় তাব ঠিক আছে!

মেজদা। ই্যা বে, পটলেব দাম কত ছিল?

নিধে। পাঁচ সিকে মেজদাদাবাবু।

মেজদা। কত ফেবৎ দিযেছে দেখি।

বৌদি। এই নাও তোমাব গুণধব নিধেব পয়সা।

[খুচরা দিল।]

মেজদা। [গণিণা] ঠিকই তো দিযেছে বৌদি। ৭৫ নয়া পয়সা। আক্রে

১২ আনা মানাই তো ৭৫ নয়া পয়সা। বৌদি, মিছিমিছি মাথা খাপ-

কব্হ। তোমাব মেজাজ দেখে ফেবতেব হিন্দী প্রতিশব্দ ‘ওয়াপাস’-

টাকে থাটি বাঙলা উচ্চারণ কবছি—‘বাপস’!

বৌদি। আমাব তো আব বাহাত্তবে ধবেনি যে ঐ পয়সাগুলোকে ঠিক হিসেব-

বলে ধববো। ওগুলো দিয়ে আমাব কী হবে। ও কি ছাই আবার চলবে?

বড়দা। ঠিক চলবে—ঘণ্টায় ৬০ মাইল বেগে বন্ বন্ কবে চলবে। তোমাব

ছুছাকাটি কেবল থামিয়ে ফেল। নইলে হয় তো, কেন নিশ্চয়, Derailed

হযে যাবে—পয়সাটা নয়, আমবা সংসাব স্তব্ধ সবাই।

মোক্ষদা। বলি ও বৌদিমণি, আমাব একটা কথাব জবাব দেন-না গো।

মাইনেটা এবাব থেকে কিসে দেবেন?

বৌদি। কেন? তোকে কি ফি মানে শালপাতায় মুড়ে মাইনে দেওয়া হয়

যে এবাব থেকে কলাপাতায় মুড়ে দিতে হবে।

মোক্ষদা। না বৌদিমণি, সে কথা বলিনি। দেখে শুনে কেমন যেন ভিন্নি

লাগতিছে। বলি, যা মাইনে দেন, নয়া পয়সা না-কি শুন্ছি, তাভে

ভাঙালে কমে যাবে নি তো?

নিধে। বেড়ে যাবে বে মুক্ষদা, বেড়ে যাবে।

মোক্ষদা। আহা! বাড়বাড়ন্ত হোক। কথায় বলে ট্যাকা না পুতুব।

[নিধেকে ছোট গলায়] নিধে, আমাব পয়সা কটা তখন দিতে চাইলি, শবীর ভাল ছিল না বলে নিলুম না, এইবাব দিস্ নোব। দিস্ কিন্তু নম্মী গোপাল আমাব। তুই আবাব যে বকম গ্লাখ্যাপা, হয় তো ভুলেই ময়বি। ট্যাকা বাড়ই ভাল।

নিধে। মুক্ষদা, ট্যাকা বাড়ছে না গো, পয়সাটাই বাড়ছে।

মোক্ষদা। ওমা, আমাব কি হবে গো!

মেজদা। কাকব কিছু হবে না। সবাব মাইনে সমানই থাকবে। নিধে, তোবা ভিতবে গিখে কাজকর্ম কব। বৌদি, কি বকম Magic বল তো? পয়সা বাড়ছে অথচ টাকা বাড়ছে না।

[নিধে ও মোক্ষদাব প্রস্থান।]

বৌদি। এত বাড়াবাড়ি আমাব ভাল লাগে না। ঐ তো ছোট ঠাকুবপো! আব ঠাকুরঝি আস্ছে। ওদেব আবাব কি হল ছাথ।

[আনন্দ ও ছোট বোনের প্রবেশ।]

বোন। মহা ক্যাসাদে পড়া গেছে বৌদি। সব জায়গায় কথা কাটাকাটি। ডাকঘবে, ট্রামে, বাসে সর্বত্র হিসেব নিয়ে হাতাহাতি হবাব যোগাড।

আনন্দ। শুধু হাতাহাতি নয়, দাঁতাদাতি, গুঁতোগুঁতি, লাঠালাঠি—তাও যত এগুবি দেখতে পাবি। হবেক বকমেব নয়। নয়া নয়া ব্যাপাব, নয়া নয়া কস্বে।

বোন। আমিও তাই Precaution নিয়ে বেখেছি। কোথায় কখন দবকাব হয়, তাই একটা সিকি ভাঙিয়ে নয়া পয়সা কবে নিখেছি।

আনন্দ। কী যোগাযোগ বলতো? আমিও চাব আনাব ভাঙানি সংগ্রহ কবেছি। এঃ! ঐচৈতন্তটা আমাব ববাববই Late-এ হয় কি না! নইলে অমন চাকবিটা—

বোন। সিকিতে ক'টা পয়সা হয় বলতো ছোডদা?

আনন্দ। ২৪ টা।

বোন। তবেই হয়েছে! সিকিতে ২৫ টা নয়া পয়সা। এই দেখ।

আনন্দ। কক্ষনো নয়। হিসেবেব পিসীমা! এই ছাথ গুণে ছাথ ২৪ টা কি না। একটাও হাবাই নি।

বোন। টাকায় একশো হলে সিকিতে ২৫ টাই হয়। তুমি একটা কোথায়  
হাবিয়েছ ভেবে দেখ।

আনন্দ। না, আমি হাবাইনি। নিশ্চয় বেটা দোকানদার একটা পয়সা কম  
দিয়েছে। দাঁড়াও হতভাগা জোচোব, তোমাকে একবার ভাল করে  
মজা দেখাচ্ছি— [প্রস্থানোক্ত]

মেজদ। এই আনন্দ, শোন শোন। কী ভাঙিয়েছিলি? একটা সিকি,  
না ছুটো আলাদা দোয়ানি কিংবা আনি-দোয়ানি মিলিয়ে?

আনন্দ। কেন? ছুটো দোয়ানি ভাঙিয়েছি। একটা সিকি ও ছুটো  
দোয়ানিতেও কি আবার তফাৎ হতে আবস্ত কবেছে আজকাল?

মেজদ। নিশ্চয় কবেছে। দোয়ানি মানে ১২ নয়া পয়সা হলে আলাদা-  
আলাদা ছুটো দোয়ানিতে ২৪ পয়সাই পাওয়া যায়। কিন্তু সিকি একটা  
বলে তাব বদলে ২৫টা পয়সা মেলে। এই জন্তেই তুই পেয়েছিস ২৪টা  
আব ও একটা বেশী।

বোদি। তবেই দেখ। তোমবা যাই বল না কেন এ কি সোজা হিসেব  
হল! যত বাজ্যেব ভজকট একসঙ্গে জোট বেঁধে আসবে। খুপবীতে  
খুপবীতে টাকা আনি সিকি ডবল পয়সা বাখা কত সোজা—এ নানা  
রকমেব চেহাবাব পয়সা কোথায় রাখবে?

আনন্দ। খুপবী বাড়াও বোদি। যখন ছুটো পয়সা প্রথম বেবিয়েছিল তখন  
তোমাব ঐ ছোট ননদটি তো ইয়া বড একটা মালা গেঁথেছিল। এখন  
ঐ ছোট নয়া পয়সা বোজ দু-একটা কবে গিলে ফেলতে বল আবও  
লক্ষ্মীমন্ত হয়ে উঠবে। লক্ষ্মীব focus-এ আপাদমস্তক একেবাবে flood  
হবে যাবে। [বোকে] তুই-ই আগে Start কব, আমবা লাইনে আছি।

বোন। বাগিয়ো না বলছি ছোডদা। পয়সা গিলতে যাব কোন ছুঁখে?

আনন্দ। ছুঁখে নয় বে পাগ্‌লি, স্থখে, পবমানন্দে। খস্তববাডি যাবাব সময়  
কিছু তো নিয়ে যাবিই। তাই এখন থেকে ভরতে আবস্ত কব না।  
কোন সময় হঠাৎ Chance এসে যাবে, তখন বাকীটা Vanity Bag-এ  
নিতে কষ্ট হবে না।

বোন। কোন দবকাব নাই আমাব পয়সাব।

আনন্দ। প্রচণ্ড দবকাব আছে বে, দুর্দর্শ প্রয়োজন। Copper Tonic-এর  
মত সাল্‌সা নেই, বুব্‌লি! তোর এই Safety Pin-এব মত চেহারা



Atom Bomb-এব মত Furious হয়ে উঠবে। ইয়া জাঁদবেল জববদস্ত  
চেহাবাহুজ্জ যাদেব ঘবে গেবেম্ভাবি গজেঞ্জগমনে বৌ হয়ে ঢুক্‌বি আঃ—  
বোন। চুপ কব ছোডদা, দাদাবা বয়েছে না।

আনন্দ। I am very very sorry [নিম্নশব্দে] তোব ভবিষ্যৎ ভেবেই কথাটা  
বল্‌ছিলুম্‌ বে। পুবনো পয়সা Size-এ বড, গিলতে কষ্ট পাবি। তাব চেয়ে  
নয়া পয়সাব Globules মেরে দেওয়া চেব Easy।

বৌদি। যাকে সংসাবেব হিসেব বাখতে হয়, তাব যে কী ভোগান্তি হল,  
সে তোমাদেব কার্‌গব মাখাতেই ঢুক্‌ছে না। নতুন-পুবনো মিলিয়ে বড-  
মেজ-মেজ-ন-ছোট-বাঙা-টুকু—এত বকমেব হিসেব কববই বা কখন আব  
বাখবই বা কোথায়?

মেজদা। মাখায় তোমাব অনেক জায়গা আছে বৌদি। আমবা সবাই  
যদি ওখানে কুলিবে থাক্‌তে পাবি তো নবাগতবাও ঠেসাঠেসি কবে  
একবকম বসে যাবে। কিছু ভেবো না বৌদি। পুবনো পয়সাটা'ব অন্তিম  
ঘনিয়ে এসেছে, ওটি উঠে গেলেই বাকীটা কিছু অস্ববিধেব হবে না।  
ইতিমধ্যে একটা ছক কিনে নিয়ে কাজ চালিয়ে নিতে হবে। সর্বত্র ঐ  
ছক দেখেই হিসেব চল্‌ছে।

বৌদি। আমার স্বগ্‌গেব সিঁড়ি তৈরী হচ্ছে। কি রকম বাকমা'বি কাণ্ড-  
বল তো ঠাকুবপো। সব ছকে-ছকে কষ্টে হবে।

আনন্দ। কিংবা কষে-কষে ছক্‌তে হবে, ঐ একই কথা হল। বাঃ! বাঃ!  
বাঃ! একটা ঝুলন্ত ছকে বৌদি তোমার ঘবে হিসেব কেমন ফলন্ত হবে-  
উঠবে। একেবাবে Hanging Garden of Hindusthan!

বৌদি। তুমি খাম তো। উদ্ধাব হয়ে গেলুম্‌। [মেজ দেবরকে] এদিকে ঘবেব মধ্যে  
এত নাট-কীর্তি হয়ে যাচ্ছে আব ওদিকে উনি কেমন নিশ্চিন্দি হয়ে মুনি-  
ঋষির মত চোখ বুজে বসে আছেন! এই সব মাল্লষকে নিয়ে সংসারচলে?

মেজদা। দাদা বোধ হয় কিছুব সন্ধানে মনেব মধ্যে ডুব মেবেছে। হাতে  
কিছু পেলেই আমাদের মধ্যে বিলিয়ে দেবে। এটাও ঠিক। সংসাব  
ঠিক ওদেব নিয়ে চলে না বৌদি, তবে আবাব ওদের বাদ দিয়েও সংসাব  
সুন্দর হয়ে ওঠে না। মজাটা এখানেই।

[বড়দা ধীরে ধীরে সম্মুখে দাঁড়াইয়া।]

বড়দা। [মেজদাকে] তো'র বৌদি মনে কবে চোখ বুজে আছি বলে আমি

কিছুই শুনি নি। আমি সব শুনেছি। সব তলিয়ে বুঝে আমটুব কি মনে হয় জানিস্ ?

[ পরিক্রম কবিতা ]

আমাব মনে হয়, নতুন বুঝি এমনি কবেই আসে। এ আসা নয়, আবির্ভাব। বহুদিনেব অভ্যাস গোড়াতে কোর্ন পবিবর্তনকে ঠিক মত মেনে নিতে পাবে না, তাই নানান বকমেব গোলযোগ বাধে, বহু বাধা বিঘ্ন অহুবিধেব সৃষ্টি হয়। কিন্তু সময়ে দেখা যায়, সব অসঙ্গতি সবে গেছে, নতুন আপনাকে ঠিক প্রতিষ্ঠিত কবে নিয়েছে। আজ আমাদের সবই নতুন, দুনিয়াব সঙ্গে সম্পর্কও তাই নতুন ভাবে কবে নিতে হচ্ছে। পুর্বানোব যোগ্য মর্যাদা আছে বৈকি, তবে সেই মর্যাদাব মোহ কখনও প্রশংসাব যোগ্য নয়। নতুনকে মনে-প্রাণে স্বাগত জানাতে হয়, তাকে সাদবে আহ্বান কবে—

[ নিধের প্রবেশ । ]

নিধে। বডদাদাবাবু, বডদাদাবাবু, উনি এয়েচেন।

বডদা।

‘আবাব আহ্বান।

যত কিছু ছিল কাজ, সাদ্ধ তো কবেছি আজ

দীর্ঘ দিনমান ॥’

আনন্দ। নিধে, তাকে বসতে বল্গে যা।

নিধে। ছোডদাদাবাবু, উনি তো বস্তি পাবেন না, সেইজন্তি ওঁনাকে শয়ানে বেখে এয়েছি।

মেজদা। কাকে শুইয়ে বেখে এলি ? কে এসেছেন নিধিবাম ?

নিধে। টেলিফোঁ এয়েচেন মেজদাদাবাবু।

মেজদা। দূব হতভাগ। বোদি, ও বোদি শুন্লে শ্রীমান্ নিধিবামেব কথা।

তোব সাধুভাষাব ঠেলায আমাদেব বুদ্ধিব দম বেবিয়ে যাবে দেখ্ছি !

নিধে। এই ছাখো। কি-যে বলেন মেজদাদাবাবু। আপনাদেব বাড়ীতে কাজ-কস্মি কবি, তাই সামাগ্টি একটুকু শুদ্ধ কবে বা কাড়ি। নইলে নোকে মান্টিগগ্টি কববে কেন ?

বডদা। আচ্ছা, তুই যা নিধিবাম, আমি যাচ্ছি। [ নিধের গ্রহণ। মেজদাকে ]

গুরুদেব ঠিকই বলে গেছেন বে—‘কাঁ পাইনি তার হিসাব মিলাতে মন

মোব নহে বাজি'। ঋষিতুল্য লোক ছিলেন তিনি। ধ্যানীব দৃষ্টিতে তোদেব বৌদিব আজকেব এই কিংকর্তব্যবিমূঢ় মুখটি মনে কবেই সম্ভবতঃ কলিটা লিখে গিয়ে থাকবেন। হিসেবেব সেতুবন্ধ একটা ঠিক কবে দিস্। আমি চলি—'আবাব চলিহু ফিবে, বহি ক্লাস্ত নত শিবে তোমাব আস্থান'। [বজার প্রস্থান]

মেজদা। কী অত আকাশ-পাতাল ভাবছ বৌদি? বাহা মুস্লিম, তাঁহা আসান্। তোমাকে একটা Conversion Table সংগ্রহ কবে দিলেই ল্যাটা চুকে যাবে।

বৌদি। সবাই যেন আমাব মাথা কিনে নিয়েছেন! একজন ছড়া কাটতে কাটতে সবে পড়লেন, তুমি বলছ ল্যাটা চুকিয়ে দেবে, তবেই হয়েছে—  
আনন্দ। কিচ্ছু হয়নি বৌদি, ঘবে বসেই মুস্লিম-আসান হয়ে যাবে। ফিবিওয়ালাব যাবাব সময় হয়েছে।

মেজদা। ঠিক বলেছি। ফিবিওয়ালাব কাছে নিশ্চয় ছক পাওয়া যাবে। আমাবও একটা টেলিফোন করতে হবে। আমি তখন উঠি। [প্রস্থান]  
আনন্দ। বৌদি, ঐ ফিবিওয়ালাব গলা শোনা যাচ্ছে। এখনি এল বলে। ওকে এখানে ডেকে আনি।

বৌদি। ওকে ঘবেব মধ্যে এনে দবকাব কী? একটা ছক কিনে নিয়ে এলেই ঝগড়া চুকে যায়।

আনন্দ। ফাউটা ছাডবো কেন?

বৌদি। 'সে কি? আমি মরছি হাঁউমাউ কবে সেদিকে কাবও খেয়াল নেই, ওনাদেব ফাউ হলেই হল। ফাউটা কী শুনি।

বোন। ভাবি মজাব গান গায় ও। ছোডদা ডেকে আন ওকে।

[ফিবিওয়ালাব গলা স্পষ্ট হইল]

আনন্দ। এই যে brother, এদিকে এস, এদিকে Straight চলে এস।  
গানটা চালিয়ে যাও।

[গাহিতে গাহিতে ফিবিওয়ালার প্রবেশ।]

॥ গজল ॥

ফিবিওয়াল। মজাদাব চানচুব দাদা আমি বেচি না!  
লাল নীল বেশমী ফিতা ফেবি কবি না॥

[ ব্যাগ্ হইতে কথেকটি বই দেখাইয়া ]

হামি আছি কিতাবওয়াল, কিতাব কবি ফেবি,  
আপনে কুছ্ কিতাব নিলে নফা হোবে মেরি ;  
হরু কিসম্ কিতাব নৌতুন নিয়ে দেখুন না ॥

[ একটি চৌকা বাক্স বাহির করিয়া ]

Ladies and gentlemen !

It is not a fountain-pen—

[ বাক্স হইতে একটি কাগজ বাহির করিয়া ]

এই যে কিন্ন একটা Table বডই দিলবাহাব  
পুবানি ঔরু নয় পয়সাব হিসাব চমৎকাব ;  
কবচ মাফিক্ বাথলে সাথে তুলটি হোবে না ॥

আনন্দ । Excellent, দাও তো Brother তোমাব-ছক্ এক ডজন ।

[ দাস দিলে ফেবিওয়াল নয়া পয়সার ফেরৎ দিল । আনন্দকে অস্বাক দেখিয়া ]

ফেরিওয়াল । ছকেব সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন দাদাবাবু, হিসাবটা ঠিক আছে-  
কি না ।

নয়া হুনিয়াব তামাম্ হিসাব আমাব কাছে আছে জমা ।

একটি আনি খরচ কবে মিলিয়ে দেখুন বাড়াকমা ॥

[ নমস্কার করিয়া গাহিতে গাহিতে ফেরিওয়ালার প্রস্থান । ]

বোন । এতগুলো Table কিন্লে কেন ছোডদা, তোমাব সব তাতেই  
বাড়াবাড়ি ।

আনন্দ । সবাইকে দিতে হবে না ! Her Majesty-ব Home-Depart-  
ment-এব ব্যাপাবে বাড়ন্ত জিনিষটা কোনকালেই ভাল ন্য । মেজদার  
অবশ্য সে গুডে Sand , মেজদা নিজেই এমনি Majestic যে অস্ত্র কোন  
Majesty-কে এনে নিজের কুমার-বাহাদুরবীটা হাতছাড়া কববে না, এ-  
কথা বহুদিন আগেই ঘোষণা কবে দিয়েছে । তা ছাড়া Collection  
কবাটাও তো একটা মস্ত বড় Art. গোটা জীবনটাই তো সংগ্রহ করুভে  
করুতে কেটে গেল !

বোন । সে আবাব কী ?

**আনন্দ**। সারা জীবনটা একটা জাদু মাথার মত চুল ওঠাব অপেক্ষায় থাকে। তুই জানিস্ না, সবস্বতীৰ পাশ কাটিয়ে আজ একটা Occupation ঠিক কবতে গিয়ে কী মুশ্কিলেই পড়তে হয়েছিল! Occupation gone! Ananda's occupation gone! এখন আবাব কবো এই নয়া পয়সাব Calculation, যাক্, এখন কাজ জুক হ'ক্। কই, চলে এস সবাই Procession কবে। [সবাইকে এক একটি Table দিয়া] কিন্তু একটা মুশ্কিল হল যে, এই পাত'লা কাগজেব পবমাযু তো বেনীক্ষণ নয়। সবাই যদি হাতাতে আবাস্ত কবে তবে—। একে দীর্ঘজীবী কবা যায় কেমন কবে বলত?

**বোন**। কেন, বাঁধিয়ে ফেল না। তাহলেই তো হবে।

**আনন্দ**। ঠিক বলেছিস্ Marvellous Idea! এই সঙ্গে তোব Superfine Quality-ব Meritorious মাথাখানাও বাঁধিয়ে দেব। অবশ্য ছবিব তলায় তোব নামটাও লেখা থাকবে, যাতে লোকেব চিন্তে তক্লিফ্ হবে না। নিধে, নিধে, এই নিধে—

[নিধের প্রবেশ।]

**নিধে**। কি বলতেচেন ছোড়াদাবাবু?

**আনন্দ**। নিয়ে আয়।

**নিধে**। কাবে নিয়ে আসব?

**আনন্দ**। বোকা কোথাকার। তুই আগে নিয়ে আয় না। [প্রস্থানপর নিধেকে] ফ্রেম, ছবি বাঁধাবাব ফ্রেম বাবধানা যোগাড় কবে নিয়ে আয়। বৌদিব ঘবে খাটের পাশে না কোথায় আছে খুঁজে দেখ্। মামাবাবুকে দেখেছিস?

**নিধে**। আজ্ঞে উনি তা দিচ্ছেন।

**আনন্দ**। 'তা দিচ্ছেন? কিসে বে হতভাগা!

**নিধে**। আজ্ঞে গোঁপে। খুব অবাধ্য কিনা, তা দিয়ে দিয়ে অনেকটা কায়দা কবে ফেলেচেন।

**আনন্দ**। ব্রেশ, ব্রেশ। তা দেওয়া চুকে গেলেই তাঁকে এখানে পাঠিয়ে দে। বলবি সেই পাঁচ পাইয়ের হিসেবটা—

**নিধে**। যে আজ্ঞে। ফেবেম্ আব মামাবাবু, মামাবাবু আব আর ফেবেম্, মামাবাবুর ফেবেম্—

[প্রস্থানোক্ত]

আনন্দ। এই শোন, এই নে তোব আব মোকদাব ছটো ছক্।

নিধে। তাকাপড়া জানি নে, ও নিয়ে কি কববো ?

আনন্দ। হিসেব করবি। বুঝতে না পাবলে কাউকে দিয়ে পড়িয়ে নিবি।

মা, পালা, আব দেখ মেজদাকে দেখতে পেলে বলবি বৌদি ডাকছে।

নিধে। যে আজ্ঞে। মামাবাবুব ফেবেম্ মেজদাদাবাবুব, মামাবাবুব—

[প্রস্থান। আনন্দ বসিল। বৌদি ও বোন ছক্ লইয়া গভীর চিন্তায মগ্ন।]

বৌদি। না, না, না, এ হয় না, এ আবাব কী হিসেব। এক পয়সায় ছ  
নয়া পয়সা, দুটোয় তিনটে, আবাব তিনটেয় পাঁচটা! এ কী, এ কী  
কবে হয়।

বোন। কেন বৌদি মুখস্থ কবে নাও না—একে দুই, দুইয়ে তিন, তিনে  
পাঁচ, চাবে ছয়।

আনন্দ। এ কি তোব তবলাব বোল্—খা-ঘিন্, ঘিন্-খা, না-তিন্, তিন্-  
তা। বৌদি তাহলে একটা সিকিতে কত পয়সা বল তো ?

বোন। ২৫ টা, এই তো Table-এ লেখা বয়েছে।

বৌদি। কিন্তু ১৬ পয়সায় তো ৩২ টা নয়া পয়সা হবে।

আনন্দ। আবাব ছটো দোয়ানিতে ২৪ টা পাওয়া যাবে। বল, তাহলে  
লোকে কী হিসেবে নেবে ?

বৌদি। এ গুণগোলের হিসেব কিছুতেই মিলবে না। মেজঠাকুবপো তো  
খুব বলে গেল—

[মামার প্রবেশ।]

আনন্দ। আস্তন মামাবাবুব, এই নিন আপনাব হিসেবেব কাগজ, পাঁচ  
পাইয়েব হিসেবটা এইবাব কষে নিন—

মামা। [ছক্ পড়িয়া] বোমা, এ কী বকম হল বল তো ? তিন পাইয়েব  
হিসেবটা তো টপ্ কবে মিলে গেল কিন্তু বকেয়া আমাব ছটো পা-ই—

[বাবার প্রবেশ।]

বাবা। তোমাব ছটো পাই বাতে পঙ্কু হয়ে পড়েছে। কেবল হিসেব আব  
হিসেব! সেদিনের সেই গল্পটাব বাকীটা তো তোমাব শোনা হয় নি।  
সিংড়মের জঙ্গলে যখন বাঘটাকে প্রথম দেখলুম তখন—

আমা। আবে বেখে দাও তোমাব বাধ। এদিকে আমাব ছুটো পা-ই—

বাবা। তোমাব সর্বনাশ হবেনা যদি ধোঁয়া যায়।

আমা। না হে না, এ হিসেবেব কডি, তোমাব বাধে খেতে পাববে না।

বাবা। কিন্তু হিসেবেব মানুষকে দেখে বাধে অত হিসেব কবে খায় না।

ঘাডটি ধবে এমনি কবে—মট্। শোন। সেই বাঘটা যখন খাবা গেড়ে বসেছে—

বাকী সকলে। না, না, এ হয় না। এ কী কবে হবে। এ হিসেব কি বকম কবে কবলে। ছক্টাব সমস্তই গোলমালে।

বাবা। তোমাদেব হল কি বল তো। এমন চিংকাব কবছ কেন? একটু চুপ কব না। [মাথাকে] বুঝলে সেই বাঘটা যখন আবার খাবা গেড়ে বসেছে—

[মোক্ষদার প্রবেশ।]

মোক্ষদা। বৌদিমণি, আমাব দস্তবীব আট পয়সায় কটা নয়া পয়সা হবে? এইবাব কাগজ দেখে বুঝিয়ে দেন দিকি।

বৌদি। আমি জানি না। ১২ টাও হতে পাবে ১৬ টাও হতে পাবে।

মোক্ষদা। ওমা সে কেমন কথা। আমি ১২ টা নোব কেন?

বৌদি। না নিবি তো ১৬ টা নিগে যা।

মোক্ষদা। নিধে যদি দিতে না চাষ।

বৌদি। 'বিবক্ত কবিস্ নি। আমি তোদেব কাউকে বোঝাতে পাববো না। মেজদাদাবাবু এলে জিগেস্ কবিস্।

আমা। বোমা তাহলে এইবাব আমাব হিসেবটা—

বৌদি। মামাবাবু, আমাব মাথাতেই চুকছে না তো আপনাকে কী বুঝিয়ে দেব।

[মেজদার প্রবেশ। সবাই মেজদাকে ঘিরিল।]

বৌদি। এই যে মেজঠাকুবপো। তোমাব ছকেব হিসেবটা এইবাব বুঝিয়ে দাও তো দেখি? এক পয়সায় দুটো নয়া পয়সা, দুটোব তিনটে—

বোন। তিনটেষ পাঁচটা, চাবটায় ছটা, পাঁচটায়—

মোক্ষদা। আমাব আট পয়সায় ১২ পয়সা না ১৬ টা পয়সা হবে বলে দেন না মেজদাদাবাবু।

মামা। বাবা, আমার দুটো পাইঘে তাহলে কত দাঁড়াবে বল তো? তিন পাইঘে যদি দুটো নয় পয়সা হয় তাহলে—

আনন্দ। মেজদা, আমার দুটো দোয়ানিতে তবে ৩২ পয়সা পাওয়াই উচিত ছিল যদিও—

মেজদা। আঃ, সবাই মিলে একসঙ্গে জিজ্ঞাসা কবছো কেন! কোন্ কথায় কান দি।

বৌদি। আমাকে বলতে দাও না।

বোন। আমি তো তোমার কথাটাই বলছি বৌদি।

মোক্ষদা। দাসী-চাকবাণী বলে আমার কথাটা কি মেজদাদাবাবু কানে তুলবেন নি।

মামা। আমার এই চুটকি হিসেবটা আগে কবে দাও তো বাবা—

বাবা। চট কবে এই ফাঁকে গল্পটা শুনে নাও হে।

মামা। থাম তো! যত সব—

বৌদি। আপনি একটু চুপ করুন মামাবাবু।

বোন। বৌদি তুমি থাম, আমি বলছি—

আনন্দ। তুই থাম। মেজদা শোন আমি বলছি। কথাটা তাহলে দাঁড়াল—

বাবা। ওহে, চল চল, ভেতর চল। গল্পটা তোমায় শুনতেই হবে।

[ আকর্ষণ ]

মামা। আহা কব কি! কব কি, হাত ছাড়। কথাটা হচ্ছে—

[ মামাকে লইয়া বাবার প্রস্থান। ]

মোক্ষদা। [ কাঁদিয়া ] আমার কথা কেউ যে শোনে না গো—

[ তুমুল হটগোল। কিংব্রোতব্যবিস্মৃত মেজদা হাত নাড়িয়া সকলকে ধামাইতে বৃথাই চেষ্টা করিতে লাগিল। এই সময় নিধে ফ্রেম লইয়া ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিল। ]

নিধে। [ সকলকে দেখিয়া ] এই জ্ঞাথো। এ হিসেব কিছুতেই মিলবে নি গো!

এ আমি আগেই জানতুম্ যে! [ গলগলীকৃত-গামছা ও নতজান্ন হইয়া করজোড়ে ]

হে মা নক্ষী! এ তুমি কি বকম গড্‌বডে মাথা কবে দিলে গো

সবাইয়েব। হে বাবা সোনার পাচুগোপাল! ভবসঙ্ক্যে বেলায়

ছোডদিদিমণি যখন তোমায় হাই তুল্‌তি দেখেছিলেন, তখনই আমি

বুঝিছিল কী কাণ্ডটাই ঘটবেন। সেই হাইয়েব হাওয়া নেগেই তো



মাথাগুলো সব ভালগোল পাকিয়ে গেল ! যত বাতাস নাগতিছে  
ততই গোল বাড়তিছে । ও বাপধন পঞ্চ ! ও আমাব হীবের  
পাঁচুগোপাল ! দিদিমণি তোমায় আব কক্ষনো পেঁচা বলবেন নি ।  
তোমাব নখে নখে দণ্ডবৎ বাবাঠাকুব, এইবাবটাব মত অপবোধ ক্ষেমা  
কবে মুখটি বেশ কবে বুজে ফেল বাবা । তোমাব মহিমে কে  
বুঝবে বল পঞ্চ সোনা ! দোহাই তোমাব, এই গড কবছি, এইবাব  
হিসেবটাব একটা কুলকিনেবা কবে দাও বাবা—

[ ভক্তিরে প্রণাম করিল । সবাই অবাক হইয়া নিধের দিকে চাহিয়া রহিল । ]

আনন্দ । [ ভঙ্গীপহকারে ] A M E N.

[ অল্পরমহলে গোলমাল শোনা যায় । ]

বাবা । পাঁচাও তোমবা দুজনে । এই মাচা আব এই ছাগল, আব আমি  
এমনি করে—

মামা । আবদাব আব কি ! আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ও সব সাংঘাতিক তামাসা  
আমাব একদম সহ হয় না । ছাড় তুমি—

বাবা । ছট্‌ফট্‌ কবো না । তুমি কেবল ব্যা-ব্যা কব, কেবল ‘ব্যা-করণ’  
পড়ে বাও হে । ই্যা, বাবটাকে তখন আমি এমনি কবে—

মামা । আহা-হা, কবছো কি ! কবছো কি । [ বন্দকের শব্দ ] ওবে  
বাপ্‌বে ! গেছি বে । একেবাবে নিকেশ হয়ে গেলুম্‌ বে ।—

[ বেগে কাঁপিতে কাঁপিতে বৈঠকস্থানায় প্রবেশ, পশ্চাতে বড়দা ]

বড়দা । মামাবাবু, মামাবাবু—

মামা । [ ক্রীণ স্বরে ] আ-মি খ-ব-চ হ-য়ে গে-ছি বা-বা !

লকলে । এ্যা ! কী হল, কী হল !—

বড়দা । ‘মবণ বে, তুঁছ মম শ্রাম সমান’ । [ দীর্ঘশ্বাস ]

নিধে । এই আথো !—একি নছাকাণ্ডি ঘটলেন গো ।

মোক্ষদা । [ উচ্চকণ্ঠে কাদিয়া ] ওগো মামাবাবু গো, আপনি কেন হুবিয়ে  
গেলে গো—

[ মেজদার প্রবেশ, পশ্চাতে বন্দুক হাতে বাবা ]

মেজদা । ব্যাপাব কী ? কী হয়েছে ? [ সবাই দৃশ্যের দৃষ্টি ]

বাবা । [ কম্পিতকলেবর মামাকে লক্ষ্য করিয়া মেজদাকে যুহু হাস্ত সহকারে ]

It is nothing but a blank fire.

॥ অবনিকা ॥



॥ সাহিত্যপত্র ॥

নবম বর্ষ : তৃতীয় সংখ্যা

বৈশাখ-আষাঢ় : ১৩৬৫

## স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত

বিষ্ণু দে

তোমবা নবীন, এ উদাস  
বিষাদ কি তোমাদেবও চেনা ?  
স্মৃতি হানে আদিম স্মদাস,  
ভূমিদাস স্মৃতিব যন্ত্রণা  
আমাদেব চৈতন্তে আকাশ ।

তোমবা নবীন, আনাগোনা  
কালান্তবে বাঁধে কি চেতনা ?  
বিশবাইশেব ইতিহাস  
কবেছে কি কালের গণনা  
তোমাদেব সত্তা স্বখে মানা ?

তোমবা নবীন, জানাশোনা  
তাই বুঝি হয়নি প্রবাস ?  
নিজবাস একান্ত অজানা,  
আজন্মপ্রবাসী, তাই নানা  
স্বদেশীব স্মৃতিই বিলাস ?

ছনিষাব হাটে হাটে কেনা,  
আধোচেনা প্রবল উচ্ছ্বাস,  
অনাত্মীয় নব্য প্রতিভাস—  
ভবু আমাদেব লাগে চেনা ॥

হঠাৎ উঠেছে দেখে ঝোলোতলা,  
 হয়তো পনেবো হতে পাবে কে জানে সন্তেবো,  
 আকাশকে মাটিকে তামাসা,  
 জিবাক তুলেছে যেন গলা কিংবা এক টিবানোসবাস,  
 আশেপাশে জলহস্তী, কুমীব, গোখুবা, হায়েনা, শেখাল  
 পেতেছে দপ্তব গদী গমস্তা ফবাস থাসা,  
 বেখাপ্লা বেখাডা বিজী  
 কলকাতাব কপালেব গেবো ।

এইদিকে নকল গথিক ঐদিকে কবিহী আয়ন ডোবীয়  
 কে'লসনেব ইংবেজি খেখাল ।  
 তবুও যাহোক কালেব পলিতে আহাম্মক সাহেবী সখেব গায়  
 পড়েছিল অভ্যাসেব কিছুটা প্রসাদ,  
 বাঙালিব হাইকোর্ট, গাঁওযাবেব জাছুষব  
 এমনকি লাটনী প্রাসাদ এসেছিল চোখে সযে,  
 এবং চোবাই সাত্রাজ্যেব দেশজ বাস্তায়  
 অলিতে গলিতে আজগুবি ঘিনজিব বাহাবে  
 জমেছিল নখন না হোক কিছু মনোহব  
 আলালেব ছলালেব হতোমেব বুডো বুডো শালিকেব কাটাবায়  
 পক্ষীবাবুদেব কাযদায় কেতায সচ্ছলতা অসচ্ছলতায় ।

সৰু ফালি কলকাতাব জোলো মাটি দিয়েছিল তবু কিছু বস, কিছু বৌদ্ধ  
 শচীশকে বিনয়কে, তবু গোবা আবো বহু স্বদেশী ছেলেব  
 কলকাতাকে চিনেছিল, অস্থ হতে চেয়েছিল সম্পূর্ণ স্ববশ ।

আজ শুধু একদিকে মুমূৰ্শু বিকাব  
 আব অন্ধদিকে নাটুকে প্রলাপ নিবোধ নিষ্ঠুর অমাহুযিক অভদ্র ।  
 কে দেবে দিক্কাব কাকে আঠাবো তলায়  
 সাবাদেশে চতুর্দিকে যত অবাস্তব  
 উন্মাদ বিলাসী খেলা !  
 বৌদ্ধ হানো, বান দাও, হে শূৰ্য, হে চৈতন্যআকাশ  
 এই নিত্য অপঘাত দূৰ কবো  
 , এব চেয়ে দগ্ধদিনে এনে দাও সালানপুবেব যুগান্তের ভূশঙী প্রাস্তর ॥

প্রাণ খুলে যে ঘৃণা কবব এমন দেখি উপায় নেই,  
 প্রাণের পাডায় নেই তো তাব ঠাঁই,  
 চোবাগলিতে ঘোবে যখন তখন বুঝি দেখি তাকেই,  
 যবে কিংবা সভায় সে নষ চাঁই ।  
 শহববনে হঠাৎ যবে দেখি সে অমাহুযিক চোখ  
 মানতে হবে চমকে উঠি ভয়ে,  
 তাই বলে যে ঘৃণা কবব এমন আমার সাধো নেই,  
 হাব কোথায় বস্তু পবাজয়ে ?  
 জন্তুই তো জন্তুটা সেই, যতই তাব হোক না বোখ,  
 মনের বিক্ষে কোথায় তাব ঠাঁই ?  
 মৃত্যু তাব নথবে বটে অর্থহীনতায় অসহ  
 আকস্মিক, জয়ও তাই চাই ।  
 জষেব ছবি তাই তো মনে, জষেব গান তাই তো বটে,  
 ঘোচাতে চাই আকস্মিকেব পাপ ।  
 তাই বলে কি কবব ঘৃণা সমানে সমান বিনা ?

পায়েব পাশে ঘুৰতে পাবে সাপ,  
 আশেপাশে চোঁকাঠে বা ঘবেব কোণেও বিছা বা জোঁক,  
 প্ৰাণেব লোকে নাই থাকুক বাসা,  
 এটাও ঠিক যে সাপ মাডালে স্থণায় শবীৰ বী বী কবে,  
 পড়তে পাবে জুতাৰ চৰম চাপ,  
 তাই বলে কি বিছাটাকেই বসতে দেব স্থণাব আসন,  
 জোঁককে শেষে ডাকব সভাষবে ?  
 স্থণাব পাতা হাওয়ায হবে, স্থণাব মাটি প্ৰণব ভালবাসা  
 সেই শিকড়ে জীবন বাঁবি, তাই—  
 মানুষ তো ছাব, সিংহও নয, মানুব কাকে, শিব দাঁড়া নেই,  
 দেব না ওকে স্থণাবও অভিগাপ ॥

এ নবকে

মনে হয় আশা নেই জীবনের ভাষা নেই,  
 যেখানে বয়েছি আজ সে কোনো গ্ৰামও নয, শহৰও তো নয,  
 প্ৰান্তৰ পাহাড় নয, নদী নয, ছঃস্বপ্নেব মতো  
 সেখানে মজুব নেই, চাষা নেই,  
 যেখানে বয়েছি আজ মনে হয় আশা নেই,  
 বাঁচবাব আশা নেই, বাঁচবাব ভাষা নেই,  
 সেখানে মডক অবিবত  
 সেখানে কান্নাব স্বব একধেয়ে নিৰ্জলা আকালে  
 মৰমে পশে না আব, সেখানে কান্নাই মৃত  
 কাৰণ কারোই কোনো আশা নেই  
 অথবা তা এত কম, তাই তো নিবাশা নেই।  
 চৈতন্তে মডক ।

এখানে অভাব মৃত্যু অনাহাব অপঘাত সকালবিকাল  
 মাসে মাসে মাঝীৰ চডক,  
 এখানে অবণ্য নেই, হিংস্র পশু নেই, নেই আদিম মানুষ,  
 বানপ্রস্থবাসী উদাসী সন্ন্যাসী নেই,  
 এখানে সভ্যতা নেই, জদয শুকানো দীঘি,  
 বুদ্ধি মজা খাল, চোখকাণ সব বোধ চোবাইমালেব চেয়ে বাসি  
 এখানে হয়তো নেই আপামব কোনোই নরক।  
 কেউ বা হিন্দিব হন্তে, কেউ ইংবেজিব হাঙব,  
 নানা অবাস্তব নানা শিকাবীশিকাব  
 অথচ সবটা গৌণ অচেতন বা অধৰ্চেতন,  
 নবকেরণ ব্যঙ্গচিত্র, মৃত্যুবণ বিকাব।

নবকেব দাহ দাণ্ড নরকেব আত্মগানি হে যম জীবন  
 অশ্রু দাণ্ড প্রাসাদে প্রাসাদে বসতিতে মজ্জায় মজ্জায় অবসাদে  
 যন্ত্রণাব বাণী দাণ্ড মৰ্মে দাণ্ড সজ্জল শিকড় ফুলে ফলে শাখায় পল্লবে  
 রূপান্তরে প্রাণ দাণ্ড অভ্যন্তেব তিল্লেব ক্ষুদ্রেব  
 চৈতন্তেব ক্ষুরধাব ক্ষিপ্র প্রতিবাদে স্পষ্টবাক্  
 জীবনমৃত্যুর এই গোধূলি স্বচ্ছতা পাক  
 বৈশাখী বোন্ধের আব কালবৈশাখীৰ আন্দোলিত ববে।

বাজার মেয়ে আজ আপিসে খাটে  
 বাজার ছেলে খোঁজে কাজ,  
 ভালোই জানে তাবা বাজ্যপাটে  
 কিছুই নয তাবা আজ।

তবুও বয়সেৰ উষাব সন্ধটে  
 ছেলেটি ভাবে ধাপে ব'সে,  
 মেয়েটি সতিাই বাজাব মেখে বটে  
 বাজাব ছেলে নথ তো সে ।  
 পাৰ্কে বেঞ্চিতে অথবা পথেশানে  
 ছুজনে বলে প্রায়ই কথা,  
 বহুবই ভাগ্যে যা বৰ্ত্তমানে  
 তাদেবই বেলা অন্তথা ।  
 তাইতো মাঝে মাঝে বাজাব ছেলে  
 মিছিল কবে কলববে ।  
 বাজাব মেয়ে তাই হৃদয় দেয় মেলে  
 ধৰ্ম্মঘটে গৌববে ।  
 এৰা যে ভালোবাসে, তাই তো স্বৰ্ণাতে  
 আগুনে জ্বলে দেহমন ।  
 এদের অভাবেব অগ্নিবীণাতে  
 জীবন পেল যৌবন ॥

ক্লান্তিতে কিসেব ভয় ?  
 ক্লান্ত হব দিনেব কিনাবে,  
 কলঘবেব কাজ সেবে তুবপুন বঁদাব কিংবা তাঁতেব  
 মিহি, মোটা হাতেব সন্তোষ  
 সম্পূৰ্ণ দিনেব ক্লান্তি ।  
 ধ্যান আৰ বাস্তবেব খেৰাপাবাপায়ে  
 সম্মিলিত এক দলে  
 আদিগন্ত মাঠে ট্রাকটবেব দীৰ্ঘ অভিসাবে  
 মাটিব যেমন ক্লান্তি আসন্ন ফসলে  
 সেই ক্লান্তি আমাদেব আকাঙ্ক্ষিত মহাশয় !  
 তাবপবে সূৰ্যেৰ আত্মীয় যেন সূৰ্যেব মতন ফেৰা ঘবে ।

বাঁধেব পথেব বাঁয়ে, হাসপাতাল ডানপাশে ছাড়িয়ে,  
 মাসে মাসে ভিন্ন ভিন্ন ঝরা ফুল ঝরা পাতা আলতো মাড়িয়ে,  
 পাহাডেব মুখোমুখি দিনেব কিনাবে,  
 পাখিব সঙ্গীতে পবিত্ৰপু ক্লান্তিভবে যে যাব সংসাবে,  
 কেউ গান কেউ অল্প আয়োদপ্রমোদে,  
 বিজলি আলোব পাঠে কিংবা শুধু স্নিগ্ধ অবসবে।  
 হযতো বা বাবান্দায় বসে কিংবা শুয়ে খাটে, তক্তাপোষে  
 চাঁদেব বিকাশ দেখা দিকচক্রবাল থেকে আকাশেব বুকে  
 কেমন কাস্তেব চাঁদ অমাবস্যা পূর্ণিমায পঞ্চদশী প্রাকৃত কৌতুকে ॥  
 ক্লান্তিতে কিসেব ভয় ? মহাশয় এই ক্লান্তি নয়,  
 ভবঘূৰ্ণে সমাজেব বেকস্রব গ্রামশহবেব ক্লান্তি বডো ক্লান্তিকব,  
 জানে ও বাস্তবে এক বিস্তৃত জীবনে কর্মে ক্লান্তি নেই, আমবা সবাই ওবে ভাই  
 চাই সেই ক্লান্ত অবসব ॥

ববীজনাথেব গল্প সবাই জানেন :  
 সকলই প্রস্তুত, মেবাপবাঁধানো উঠান প্রাঙ্গণ,  
 ভিয়েনে আগুন জলে, দেউড়িতে শানাই  
 বাতাস ভবপুৰ কবে বিশ্বব্যাপ্ত শুক্ল স্নবে স্নবে,  
 ভাঁড়াবে বোকাই ভোজ্য, নানা সাজ আয়োজনে  
 অন্দবেব ঘবভবা, যৌতুক বিস্তব,  
 আত্মীয়্য পডশী সব মুখব অস্থিৰ  
 বহু শিশু খেলে ঘোবে, নিশ্চয় পাত্রীবণ্ড বুক ছুরু ছুরু  
 আবেগে আগ্রহে, বিবাহেব সকলই প্রস্তুত।  
 এমনকি ববঘাত্ত্রী এসে গেছে, সভায় জমাট,  
 শাঁখ প্রায় বাজে বাজে, হলুধনি  
 এয়োদেব পানবাঙা মুখে মুখে সমুত্তত,  
 শুধু বব নেই—



ববীজনাথের গল্প, আশ্চর্য রূপক দিয়ে এঁকেছেন কবি

আমাদের সকলের জীবনের ছবি,

মর্মভেদী ভীষণ অভূত—

বিবাহের সকলই প্রস্তুত,

এমনকি ববযাত্রী এসে গেছে, শুধু বব নেই—

কিংবা হুতোবা ওবা ববযাত্রী নয়, সব ববযাত্রী নয়,

ওই ভিড়ে আছে চোব, জুয়াচোব, গণ্যমাণ্য অথবা নগণ্য,

ভিখাবীণা নানান বকম, কেউ বাবু, কেউবা সাহেব,

আত্মা ছাড়া, মনেব বাস্তব

সমাজের আস্তাকুঁড়-সাক্কাই লবিতে সত্তার ভিখারী

হুস্থ, তবে বস্তীবাসী নয়, গদীয়ান আডতে দপ্তবে,

দেহে মনে প্রাণে হুস্থ, হুতোবা অর্থে নয়, ক্ষমতায় নয়—

ববযাত্রী নানান বকম, শুধু বব নেই।

বব খুঁজে ফেবে সত্তা আত্মপবিচয়

মাঠে গঞ্জে শহবে বন্দবে খোঁজে সে আপন সত্তা, সনাত্তিকরণ

দশেব দর্শনে, সমাজের অতনী ফলনে

পায়না আপনসত্তা, যা শুধু ফুলের মতো

ফুটে ওঠে বৌদ্ধজলে ছায়ায় মাটিতে

শিকড়ের শাখার পাতার প্রাকৃতিক অর্কেষ্ট্রায়,

সত্তা যাব নিহিত মাটিতে বৌদ্ধজলে শিকড়ে শাখায়,

এমনকি ফুলদানিতে সাজানো হ'লেও

তাই আজ আমাদের সত্তা নেই, ঘবে সজ্জ বৈঠকে বা চাখানায়,

ফুলদানির মননেও হাজাব চেষ্টায়।

এ উপমা বহুমুখ, স্তবে স্তবে প্রয়োগে সবল  
 ব্যক্তিতে, সমাজে, দেশে ।  
 দেশ ভাবো, স্বজনা স্বকলা এই মলয়শীতলা মাতা দেশ,  
 ছিন্নভিন্ন, অথচ প্রাচীন পবিচয়ে সত্তাব চৈতন্তে ধনী  
 প্রজ্ঞায় সংহত স্মৃতির শিকড়ে ধন্য কালের বাগানে ।  
 অথচ বিচ্ছিন্ন ছাবথাব, হাজাব দাগায় আহত বিকল  
 যেন বা দেহেব সব আছে, শুধু স্নায়ু স্নায়ুকোষ  
 অভুক্ত, অস্থস্থ, কাটা, পঙ্কু শতশত স্নায়ু স্নায়ুকোষ,  
 তাই আমাদের মনে, বাস্তবজীবনে কবন্ধেব ছড়াছড়ি,  
 বাংলায় হাজাব রূপেব হাজাব বাফস, বহু ছল ক্ষমতাব হ্বেক কৌশল ।  
 তাই আত্মপবিচয় নেই, ব্যক্তি নেই সত্তা নেই,  
 লালনীলকমলেব দেশে আজ বব নেই,  
 বিধবাব দেশে অবক্ষণীয়াব স্তম্ভবীব বব নেই, সত্তা নেই,

-যে সত্তাব স্বপ্ন দেখে মানবসভ্যতা চিবকাল  
 আদিম গোষ্ঠীব যুগ থেকে সাম্রাজ্য অবধি ।  
 -এবই ব্যথা এনে দেয় মিথ্যা লোভ, ভুল আত্মঅভিমান,  
 অসামান্য ক্ষমতাব পায়, যেমন সাম্রাজ্যমবিয়া জার্মানি  
 রিল্কেব নিঃসঙ্গ যুগে কবেছিল নাৎসিদের দুঃস্বপ্নেব পাষে,  
 -সেই সব লোক যাবা যন্ত্রণায় লিখেছিল দুর্জয় স্তম্ভব দিমফনি কোআটেট  
 যন্ত্রণাবধিব কত বেঠোফেন,  
 উন্মাদ ববণ করে নিয়েছিল কত না নীটশে কত হোয়লডেবলিন  
 কত শত বাথনাবেব আর্ত নাট্যনাদে ।

এবই লোভে সেকালের ইতিহাসে দেখা যায় বিলাতে গড়েছে  
 বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যের কল্লতরু ছায়াব একতা,  
 কল্লতরু আজ শুকনো, তাই ইংলণ্ডের উত্তরে পশ্চিমে স্বায়ত্তশাসন চায়,  
 তাই অনেকেবই মনে হয় জনন মৈথুন মৃত্যু এ তিনেও ইংলণ্ডেও শান্তি নেই  
 ভাবে তাবা হবিজন, উদ্বাস্ত বা নির্বাসিত, দায নেই দায়িত্বও নেই।  
 অল্পপক্ষে, আজ তাই দেখা যায় সত্তাব সমস্তা,  
 সংহতির সীমিত সত্যেব, সাম্যেব সখেব মহাদেশে  
 এদেশে ওদেশে, দেশেব দেশেব মধ্যে ব্যক্তিব মুকুলে।

আমবা সম্রাট নই, বিলাতেব বনেদী দুর্গতি  
 স্বপ্নেও কপাল নেই, এমন কি ফবাসীস্ মান্দাবিন-মন্ত স্থখ  
 নির্দিষ্ট যা মোটামুটি এক শয্যা থেকে অত্র শয্যাব বিলাসে আলজীবীয  
 অবসাদে

অস্তিত্বের কাকবিষ্ঠা খোঁজা,  
 তাও নিতান্ত অসাব এই পাপপুণ্যহীন দেশে  
 দন্ধ দিনে বিষন্ন বাস্তবিত্তে।

আমবা নবকে আছি, অথচ সে জ্ঞান নেই মনে  
 তাই বিবাহসভায় প্রচ্ছন্ন নবকে আজ বব নেই,  
 অথচ বাজ্রাব মেয়ে এবং বাজ্রাব ছেলে নবকেব দেউড়িতে  
 বাস্তব প্রস্তুত আছে আসন্ন, স্বাগত চায়  
 স্বভাবে প্রতিষ্ঠা চায় প্রতিবাদে  
 প্রাণ মান চায় ববান্নয়, তাবাই যে ববকনে ॥

## দুদিনৎসেভ ৩ সোভিয়েট জিজ্ঞাসা

অশোক সেন

প্রকাশকের বিজ্ঞাপন ও ভূমিকায় দুদিনৎসেভেব বইটি<sup>১</sup> বিশ্বব্যব আখ্যা পেয়েছে। পশ্চিম য়ুৰোপেব অনেক জাঁদবেল সমালোচক তো বলছেন যে এই প্রথম বিপ্লবোত্তৰ ক্লশদেশেব জীবন-সমস্তা উপজ্ঞাসে অকপট অভিব্যক্তি লাভ কৰেছে।

উপজ্ঞাসেব নাযক লোপাংকিন মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়েব গ্ৰ্যাজুযেট। পদার্থ-বিজ্ঞান তাঁব বিষয়। মুজগাব স্কুলে শিক্ষক ছিলেন। কেল্লাতিগ রীতিতে পাইপ তৈবিব জন্ত একটি যন্তনিৰ্মাণেব পস্থা তাঁব মাথায় এসেছে। এই ব্যাপাবে আবও কাজেব জন্তে তিনি স্কুলেব চাকবি ছেড়ে দিলেন। সবকাবি সাহায্য বিনা কাজে অগ্রগতি অসম্ভব। কিন্তু এসব বিষয়ে ভাবপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান ও দপ্তৰগুলিব লোপাংকিনেব কাজে কোনো উৎসাহ নেই। মুজগাব স্থানীয় কাবখানাব ম্যানেজাব দ্ৰজদভ সাধাবণ অবস্থা থেকে উচ্চপদে উঠেছেন কিন্তু তিনিও আমলাচক্ৰেব অংশমাত্র। নতুন আবিষ্কাবে তাঁব কোনো আগ্ৰহ নেই। এমতাবস্থায় লোপাংকিন সিয়ানভ নামে একটি দবিত্র লোকেৰ গৃহে 'পেইং গেষ্ট' থাকেন এবং নানা অস্থবিধাব সঙ্গে য়ুৰো যন্ত্ৰেব নক্সা আবও ভাল কবতে সচেষ্ট। সাবা মুজগায় সিয়ানভ ও স্কুলেব ইংবেজি শিক্ষয়িত্ৰী ভালেটিনা পামলোভনা লোপাংকিনেব সহায়। ভালেটিনা লোপাংকিনকে ড্ৰইংএব কাগজ সংগ্ৰহ কৰে দেন। দ্ৰজদভেব দ্বিতীয় পক্ষেব স্ত্ৰী নাদিয়া স্কুলে ভূগোলেব শিক্ষয়িত্ৰী। একদা নাদিয়াব লোপাংকিনেব প্রতি আকৰ্ষণ ছিল। কিন্তু দ্ৰজদভেব নেতৃত্বময় ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হযে নাদিয়া তাঁকেই বিয়ে কবেন। এখন আবাব দ্ৰজদভেব আমলাতান্ত্ৰিক মনোভাব ও আত্মপায়ণতায নাদিয়া বিচলিত। লোপাংকিন সম্বন্ধে স্বামীব বিকপ মন্তব্য প্রথমে বিশ্বাস কবলেও ক্ৰমশঃ নাদিয়া বুঝতে পাবেন যে আসলে আমলাতান্ত্ৰিক বিবোধিতাব ফলেই লোপাংকিনেব আবিষ্কাব যথাযোগ্য মৰ্যাদা পাচ্ছে না। লোপাংকিন তাঁব কাজেব অগ্রগতিব খবব এবং নতুন নতুন প্রস্তাব সৰ্বদা মস্কোতে কেন্দ্রীয় দপ্তৰে

<sup>১</sup>NOT BY BREAD ALONE—Vladimir Dudintsev (Hutchinson of London)

জানাতেন। মন্ত্রীদপ্তৰ থেকে এক চিঠিতে তাঁকে নতুন যন্ত্ৰটিৰ পুৰো নক্সা কৰাব নিৰ্দেশ দেওয়া হ'ল এবং নক্সাঙ্কন অফিসে কাজটি সেবে নেওখাব স্বযোগ লোপাংকিন পেলেন। সেখানেও নানা স্বার্থ ও স্ববিধাবাদেৰ চক্ৰান্ত। যাই হ'ক, শেষ পৰ্যন্ত লোপাংকিন নক্সা পেণ কৰে মুজগায় ফিবলেন। বন্ধুদেব কাছে বিদায় নিবে মস্কোতে তাঁৰ মডেল নিবে বিশেষজ্ঞদেব আলোচনাৰ যোগ দিতে চললেন। দ্ৰুতত তখন মস্কোতে বদলি হয়ে মুজগা ছেড়ে গিয়েছেন। নাদিয়াও মস্কোতে। তাঁদেব একটি ছেলে হয়েছে।

মস্কোতে ফাউণ্ডি ইনষ্টিটিউটে আলোচনায় লোপাংকিনেৰ বিশদ নক্সা বিশেষজ্ঞদেব বিজ্ঞপ কুডোষ। এসব ব্যাপাবে অধ্যাপক আভদিয়েভেৰ কায়েমী স্বার্থেৰ বিবৰ্ট চক্ৰটিৰ আছুকূল্য বিনা সাফল্য সম্ভব নয়। ঐ আলোচনা সভাতেই গালিংস্কিৰ সঙ্গে লোপাংকিনেৰ প্ৰথম আলাপ। বাদপ্ৰতিবাদেৰ মধ্য দিয়ে সে আলাপেৰ স্তূত্ৰপাত হ'লেও গালিংস্কি অত্ৰ মেজাজেৰ লোক; পৰবৰ্তী জীৱনে তিনি লোপাংকিনকে যথেষ্ট সাহায্য কৰেন। এৰপৰ গুৰু হ'ল আবাব লোপাংকিনেৰ একক সংগ্ৰাম। খবৰেৰ কাগজ অফিসে একটি প্ৰতিবাদপত্ৰ দিতে গিয়ে বুডো বাস্কোৰ সঙ্গে আলাপ হয়। বাস্কোও একজন বকিত বৈজ্ঞানিক। নানাবকম বাসায়নিক আৱিষ্কাৰ তিনি সাবাজীৱনব্যাপী কৰেছেন, এখনও কৰে চলেছেন, কিন্তু কায়েমী স্বার্থেৰ চক্ৰান্তে তাঁৰ আৱিষ্কাৰগুলি কোনো মৰ্যাদা পায় নি। বাস্কো লোপাংকিনকে তাঁৰ ঘৰে এনে তুললেন। গুৰু হ'ল তাঁদেব কাজ আবাব নতুন উত্তমে। লেখকেৰ বৰ্ণনাৰ পক্ষপাতে তাঁদেব অভাব, দুৰ্দশা, এবং বীৰত্বেৰ বহু নমুনা আমবা পেলুম। ইতিমধ্যে বৈজ্ঞানিকদ্বয়েৰ দুৰ্দশাৰ সংসাবে নাদিয়াৰ আৱিৰ্ভাব ঘটল। নাদিয়া গোপনে এঁদেৰ সাহায্য পৌছিয়ে দিছিলেন। তাবপৰ একদিন মস্কোৰ বাস্তায় লোপাংকিনেৰ সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। নাদিয়া ও লোপাংকিনেৰ সম্পৰ্ক বেশ দ্ৰুত লয়ে অছুবাগ ও প্ৰেমেৰ পথে চলে যায়। খুঁটিনাটি নানা বিষয়ে লোপাংকিনকে নাদিয়া সাহায্য কৰেন, জিনিসপত্ৰ এনে দেন, দ্ৰুতত সেৰ সংসাবে নানা কথাৰ মাঝে পাইপ তৈৰিব ব্যাপাবে যেটুকু খবৰ পান তাও লোপাংকিনকে জানান। লোপাংকিনেৰ নক্সায় নিৰ্দিষ্ট পাইপ নিৰ্মাণ পদ্ধতিৰ সামগ্ৰ্য কিছু বদবদল কৰে যন্ত্ৰনিৰ্মাণেৰ কাজ ইতিমধ্যে গুৰু হয়েছে। বদবদলেৰ জন্তু কিছু মাৰাত্মক ত্ৰুটি বাদ দিলে ঐ পৰিকল্পনাটি পুৰোপুৰি লোপাংকিনেৰ প্ৰস্তাব থেকে চুৰি। মন্ত্ৰিদপ্তৰেৰ সঙ্গে সংযুক্ত একজন টাইপিষ্টেৰ সাহায্যে লোপাংকিনেৰ প্ৰস্তাব বিভাগীয় মন্ত্ৰীৰ নজৰে আনলে লোপাংকিনও

যন্ত্র তৈরিব স্বযোগ পেলেন। কিন্তু কিছুদিনেই মধ্যে লোপাংকিনেব অশ্রম অল্পকবণে অল্প যন্ত্রটি তৈরি হয়ে যায়, আৰ সেই যন্ত্ৰেব অস্ববিধাগুলি বিবেচনা না কবেই লোপাংকিনেব কাজ বন্ধ কবে দেওয়া হয়। গালিংস্কিৰ সাহায্যে লোপাংকিন অবশ্য অল্প একটি মজিদপ্তৰেব অধীনে গোপনে কাজ চালিয়ে যাওয়ার স্বযোগ পেলেন। লোপাংকিনেব প্রস্তাবে এবাবে আৰ একটি নতুন বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রস্তাবিত যন্ত্ৰে নিৰ্মিত পাইপ লৌহক্ষয়কাৰী বাসায়নিক দ্ৰব্যেব সংস্পৰ্শেও ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। এদিকে লোপাংকিনেব দৃষ্টি নাদিয়াই প্রথম আকৰ্ষণ কবেন। লোপাংকিন নাদিয়াকে সহকৰ্মী কবে নিলেন। এতে বিৰুদ্ধ পক্ষেব লোকবা লোপাংকিনেব বিৰুদ্ধে, গোপন কাজেব চুক্তি ভঙ্গ কবাৰ অভিযোগ আনল। নাদিয়াৰ তো আৰ যন্ত্ৰনিৰ্মাণেব কাজে কোনো বিত্ত বা অভিজ্ঞতা ছিল না। ফলে বিচাৰ, বিচাবে লোপাংকিনেব শাস্তি। তাঁব সমস্ত কাগজপত্ৰ নষ্ট কবে দেওয়া হল। বিচাৰকবা অবশ্য একমত ছিলেন না। তাঁদেবই একজন লোপাংকিনেব ভ্রাতৃবশিষ্ট কাগজপত্ৰ থেকে পবে প্রমাণ কবলেন যে লোপাংকিন নিদোষ। উচ্চতম বিচাবালয়েবও তাই সিদ্ধান্ত হল। লোপাংকিন মুক্তি পেয়ে মস্কোতে ফিবে এলেন। তাঁদেব বাডী আগুনে ধ্বংস হযেছে। বুড়ো বাস্কোব সব কাগজপত্ৰ পুড়ে গিয়েছিল। তিনি কিছুকাল নাদিয়াৰ কাছে থাকাব পৰ হতাশ হুদয়ে মাৰা যান। লোপাংকিনও নাদিয়াৰ বাডীতেই উঠলেন। নাদিয়া ও দ্ৰজদভেব বিবাহ বিচ্ছেদ হযে গেছে। ইতিমধ্যে লোপাংকিনেব শত্ৰুদেব নিৰ্মিত সেই পাইপ নিৰ্মাণ যন্ত্ৰ গুরুতৰ ত্ৰুটি বেব হযেছে। এবাব লোপাংকিনেব সম্মান ও স্বযোগেব পালা। দ্ৰজদভ স্বযোগ বুঝে এখন অল্পক্ষ সমর্থন কবে নিজেব অবস্থা গুছিয়ে নিলেন। গালিংস্কি তাঁব নিজেব প্রভাবাধীন কাৰখানায় লোপাংকিনেব ডিজাইন অনুযায়ী যন্ত্ৰ তৈরি কবেছেন। গল্পেব আৰ বিশেষ কিছু নেই, নাদিয়া ও লোপাংকিনেব প্রেমেব ব্যাপাবে কষেকটি শেষ দৃষ্টি ছাড়া। লোপাংকিনেব প্রথমা প্ৰিয়া জেন তাঁব হৃৎথেব সজিনী হতে চান নি, শেষ অবধি জেন অব্যবস্থিত চিন্তে মস্কো ত্যাগ কবলেন।

গল্পটি শুনতে যাই হক, উপল্লাসেব চৰিত্ৰাষণ ও ঘটনাবিত্তাসে না পেলুম। একলা লাডাইয়েব কঠিন শুদ্ধতা বা সামাজিক সমগ্রতাৰ জটিল ও বিবাক্ত রূপ। সোভিয়েট ইউনিয়নে আমলাতান্ত্ৰিক আধিপত্য ও অবস্থাব কতকগুলি দৃষ্টান্তেব প্রতি সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টিব বিংশতি কংগ্ৰেসেব পৰ আমাদেব দৃষ্টি-আকৃষ্ট

হায়েছে। কিন্তু দুদিনৎসেভেৰ উপত্ৰাসে ঐ সমস্যাৰ্কা-সাবৰিক ও ফলে সত্যনিষ্ঠ  
অল্পসঙ্কান্বেৰ পবিচয় নেই। অথচ উপত্ৰাসটিকে অল্পৰূপ মূল্যদান্বেৰ য়ৌক  
আমাৰদেব অজ্ঞাত নয়। তাই দুদিনৎসেভ আলোচনাৰ সোভিয়েট সমস্ৰাব স্বৰূপ  
বিপ্লেষণেৰ চেষ্ঠা বৰ্তমান প্ৰবন্ধেৰ মূল প্ৰসঙ্গ।

## ( ২ )

সোভিয়েট কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ বিংশতি কংগ্ৰেসেৰ বিবিধ প্ৰস্তাবে সমাজ-  
তন্ত্ৰেৰ বৰ্তমান সমস্ৰা, দাবিহু ও কৰ্তব্য সম্বন্ধে নানা আলোচনাৰ যেনতুন  
কয়েকটি যুক্তি ও কৰ্মপন্থাৰ বিশিষ্ট প্ৰযোজন যথেষ্ট গুৰুত্ব পেয়েছে তা স্মৰিত।  
সব মিলিয়ে ঐ কংগ্ৰেসেৰ বিশেষ অঘদান হল ঐতিহাসিক পবিবৰ্তন নিৰ্ণয়ে  
সাম্যবাদেৰ জ্ঞান ও কৰ্মেৰ ধাৰাৰ প্ৰচণ্ড প্ৰত্যয়েৰ পুনৰীকৃতি। সেই প্ৰত্যয়  
আজ চীন থেকে চেকোশ্লোভাকিয়া পৰ্যন্ত দুই মহাদেশব্যাপী সমাজতান্ত্ৰিক  
বাষ্ট্ৰগুলিৰ গঠন ও অগ্ৰগতিতে, পৃথিবীৰ বিবাট অংশে সাম্ৰাজ্যবাদ ও ধনতন্ত্ৰেৰ  
ক্ৰমাগত পশ্চাদপসবণে স্মদৃঢ় ভিত্তিতে প্ৰতিষ্ঠিত। সোভিয়েট দেশে স্মদূৰ-  
প্ৰসাবী পবিকল্পনা ও নব্য যন্ত্ৰবিপ্লবেৰ পবিপ্ৰেক্ষিত, যুদ্ধোত্তৰ ধনতন্ত্ৰেৰ গতিপ্ৰকৃতি  
বিচাৰ, সহ-অবস্থানে যুদ্ধ প্ৰতিবোধেৰ বলিষ্ঠ ঘোষণা, প্ৰতি দেশে জাতীয়  
বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সমাজতান্ত্ৰিক কপান্তবেৰ পথ অনুসন্ধান ও নিৰ্মাণেৰ প্ৰযোজন  
স্বীকাৰ—পবিবৰ্তমান পবিবেশে নতুন দাবিহু উপলব্ধি ও অনুশীলনেৰ অল্পৰূপ  
দৃষ্টান্ত বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্ৰেৰ ইতিহাসে আদৌ অচেনা নয়, পুনৰ্জিজ্ঞাসাৰ কথা  
ও কৰ্মে, প্ৰগতি ও ঐতিহেৰ সাযুজ্যীকৰণেৰ প্ৰযোজনেই তাৰ উৎস।

নতুন প্ৰশ্নগুলি এবং তাৰদেৰ সমাধান্বেৰ সক্রিয়তাৰ আন্দোলনেৰ কৰ্তব্য  
অন্বেষণে প্ৰাক্তন পন্থাৰ অসম্পূৰ্ণতা বিচাৰ বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতাৰ তাৰতম্য  
অল্পসাবে কখনও বা অপ্ৰত্যাশিত মনে হলেও হতবুদ্ধিৰ কোনো সম্ভাবনা তাতে  
হল না। কিন্তু কৰ্তব্যবিমুঢ় কবে দেওযাৰ মতো তথ্য ছিল ক্ৰুশ্চেভেৰ স্টালিন  
বিপোটে। গত তিবিশ বছৰেৰ সৰ্বাবিক প্ৰিয় সাম্যবাদী নেতাৰ বিষয়ে  
ক্ৰুশ্চেভেৰ ওবকম সমালোচনা গুনতে আমবা নিশ্চয়ই তৈবি ছিলুম না, আৰ  
প্ৰথম সমাজতান্ত্ৰিক বাষ্ট্ৰে মানবিক বিচ্যুতিৰ তালিকাও অপবিসীম বেদনাৰ  
কাৰণ হয়েছিল। তাই সেদিনেৰ খেদোক্তি, “১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে আজ আমবা এমন  
এক পবিবেশে বয়েছি, যখন জীবনেৰ জটিলতা অভূতপূৰ্ব স্তৰে উপনীত হয়েছে,

এমন ঘটনা ঘটেছে এবং ঘটছে যাতে পায়ের তলাব মাটি পর্যন্ত যেন সবে গিয়েছে। সৎ এবং অসৎ এই দুই বর্গের ভেদ কবতে গিয়ে যেন খেই হাবিয়ে গিয়েছে। মনের মধ্যে যে সব পাহাড় আছে সেগুলো যে এত এবডো-খেবডো, তা যেন আগে জানতাম না। সহজ সাধনার প্রশাস্তি আসতে পাবে জানি, কিন্তু তাতে তুষ্ট নই একেবাবে; প্রকৃত প্রজ্ঞাব জগৎ আকুলতাব অবধি নেই, অথচ তাব সম্ভাবনা যেন শূণ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে।” (‘সাহিত্যপত্র’ ও স্বদেশ-বিজ্ঞান—হীবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যপত্র, শ্রাবণ, ১৩৬৩)। ঐ উক্তিতে হয়তো আশাভঙ্গের ভাগ বেশী। কিন্তু কোনো ঐতিহাসিক দুর্ঘটনাব জটিলতা বিশ্লেষণের আগ্রহ তো ইতিহাসেবই দাবি। ঐ দাবি বাদ দিয়ে সমস্তাব সবলীকরণ ইতিহাস ব্যাখ্যায় গাচবালিসমের লক্ষণ এনে দেয়, মার্কসীয় পদ্ধতিতে তা পরিভ্রাজ্য। অন্তত সোভিয়েট ইউনিয়ন যে গত চল্লিশ বছরের সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের শিক্ষা বাদ দিয়ে, প্রথম সমাজতান্ত্রিক বাষ্ট্রে শুভ ও অশুভের জট বিষয় প্রশ্ন মিটিয়ে ফেলতে চায় না তাব প্রচুর প্রমাণ ইতিমধ্যে আমরা পেয়েছি এবং ইতিহাসেব প্রগতি বুঝাবাব সামর্থ্য থাকলে নিশ্চয়ই আবও পাব। অবশ্য সেই সামর্থ্যেব প্রায় প্রাথমিক স্তরে যাঁবা স্বয়ংজ আক্রমণ ও হাঙ্গামিতে বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবের মধ্যে পার্থক্য খুঁজে না পেয়ে সাম্রাজ্যেব পিণ্ডি সমাজতন্ত্রেব ঘাডে তাপিয়ে দেন তাঁদের আবাব ‘অ আ ক খ’ থেকে শুরু কবতে বলা ছাড়া অগ্র উণায় দেখি না।

ইতিহাসে জড়ানো সমস্তাব সামাজীকরণে মুশকিল এই যে তাব ফলে কোনো পর্যায়েব পবিস্থিতি ও পবিবর্তনেব বিশেষ শিক্ষা, গ্রহণ-বর্জনেব প্রক্রিয়ায়, ভবিষ্যতেব ওপর যথাযোগ্য প্রভাব বিস্তার কবতে পাবে না। গত চল্লিশ বছরের সোভিয়েট ইতিহাস থেকে নতুন কয়েকটি শিক্ষা গ্রহণেব দায়িত্ব বিংশতি কংগ্রেসেব পব স্পষ্ট হচ্ছে, আব ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাব মূল্যায়নেব জগৎ নিশ্চয়ই বিপ্লবপূর্বকরণ পটভূমি ও তাব ইতিহাসও স্বরণযোগ্য। কশ ইতিহাসেব ধারা নির্ণয়ে পশ্চিম যুবোপীয় স্বনভব্বেব বিকাশ বিষয়ে মার্কসীয় সিদ্ধান্তগুলির অপ্রাসঙ্গিক ব্যবহাবেব দৃঢ়ন মার্কসেব প্রতিবাদ মনে পড়ে। (Letter 167, P. 311-14 Marx and Engels, Selected Correspondence, National Book Agency Ltd).

মার্কস লিখেছিলেন (1877, End) যে ক্যাপিটাল গ্রন্থে প্রাক-ধনতান্ত্রিক প্রাথমিক সঞ্চয় সম্বন্ধে তাঁব আলোচনা পশ্চিম যুবোপে, বিশেষত ইংল্যান্ডেব



ইতিহাসেই, সৰ্বতোভাবে প্ৰযোজ্য। সামন্ততন্ত্ৰৰ পৰা ধনতন্ত্ৰৰ ৰূপান্তৰৰ পশ্চিম যুৰোপীয় ধাৰাৰ সব দেশেই ইতিহাসৰ সাধাৰণ পথ মনে কৰাৰ কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই। গ্ৰামীন সমাজে জমিৰ মালিকানায় সমবেত অধিকাৰৰ ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণ বিনষ্ট না হওঁবাৰ কৃষক ইতিহাসে হয়তো ধনতান্ত্ৰিক ৰূপান্তৰৰ যন্ত্ৰণাদায়ক অধ্যায় বাদ দিয়ে সৰাসৰি সমাজতন্ত্ৰৰ সূচনা ঘটতে পাবে। অবশ্য ১৮৬১ খেকে কৃষক ইতিহাস ধনতান্ত্ৰিক ৰূপান্তৰৰ পথে ক্ৰমশঃ এগিয়ে যাছিল এবং তাৰ ফলে মাৰ্কসেৰ মনে হয় যে শেষোক্ত ধাৰা স্থায়ী ৰূপ পালে ধনতান্ত্ৰিক পৰ্যায়ৰ সাংঘাতিক ফলাফল এডিয়ে যাওঁবাৰ 'প্ৰকৃষ্টতম স্বযোগ' খেকে কৃষকদেৰ বঞ্চিত হব।

কৃষক ইতিহাসেৰ বিশেষ বিকাশে প্ৰথম যুগেৰ নাৰোদনিক আদৰ্শেৰ যে সম্ভাবনা মাৰ্কস উল্লেখ কৰেছিলেন তা কাৰ্য্যকৰী হয়নি। পৰবৰ্তী ইতিহাস বৰং মাৰ্কস নিৰ্দিষ্ট অল্প সম্ভাবনাৰ পথে ৰূপ নিল। কৃষক ইতিহাসেৰ 'প্ৰকৃষ্টতম স্বযোগ' গ্ৰহণে নাৰোদনিকদেৰ যৌক যে ক্ৰমশঃ কালনিৰূপনে প্ৰচণ্ড এক ভ্ৰমেৰ চেহাৰা পেৰেছিল এবং শ্ৰেণীদ্বন্দ্বৰ পৰিবৰ্তমান সত্য বুঝতে না পেৰে তাঁৰা যে প্ৰায় প্ৰতিক্ৰিয়ায় মিশে গিয়েছিলেন, লেনিনেৰ 'কৃষক ধনতন্ত্ৰৰ বিকাশ' গ্ৰন্থেৰ পাতায় পাতায় প্ৰতিবাদে তাৰ প্ৰমাণ ছড়িয়ে আছে। ডানিয়েলসনকে লেখা এংগেলসেৰ চিঠিটিও (24th February, 1893) দ্ৰষ্টব্য, সন্দেহ নাই যে কোনো কোনো বিশেষ অবস্থায় গ্ৰামীন গণগোষ্ঠীগুলিৰ বিকাশেৰ সম্ভাবনা ছিল এবং তা কৃষিকে ধনতান্ত্ৰিক পৰ্যায়ৰ যন্ত্ৰণা খেকে অব্যাহতি দিত। শুকোভস্কি প্ৰসঙ্গে মাৰ্কসেৰ উক্তি আমি পুৰোপুৰি সমৰ্থন কৰি। কিন্তু তাঁৰ এবং আমাৰও মত এই যে শুৰকম ৰূপান্তৰেৰ জন্ম প্ৰাথমিক প্ৰযোজন বহিৰ্জীৱ প্ৰভাৱ, অৰ্থাৎ পশ্চিম যুৰোপে অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাৰ পৰিবৰ্তন আবশ্যক; যে সব দেশে ধনতন্ত্ৰেৰ প্ৰথম জন্ম ও বিকাশ সেখানে ঐ ব্যৱস্থাৰ অবসান প্ৰথমেই দৰকাৰ। কৃষক কমিউন সমাজে উচ্চতৰ সামাজিক ৰূপান্তৰেৰ সূচনা সম্ভৱ কিনা তাৰ জৰাৰ ১৮৮২ৰ জাৰ্মানীতে একটা পুৰোনো ইন্তেহাবেৰ (অৰ্থাৎ কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো) ভূমিকা মাৰ্কস দিৰেছিলেন: "কৃষিকা ও পশ্চিম যুৰোপেৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা একই সময়ে পৰিবৰ্তন ঘটলে যদি ঘটনা পৰস্পৰায় তাৰেৰ মধ্য অগ্ৰোহ পৰিপূৰণেৰ সম্পৰ্ক থাকে তৰে বৰ্তমান কৃষক ভূমিব্যৱস্থাৰ ভিত্তিতে নতুন সামাজিক বিকাশেৰ সূচনা হতে পাবে।

"পশ্চিম যুৰোপে অৰ্থনৈতিক বিকাশেৰ গতি দ্ৰুততৰ হলে, যদি আমাৰা দশ কিংবা বিশ বছৰ আগে ধনতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা বদলিয়ে দিতে পাবতুম, তৰে

হুতো বা কৃষিায় ধনতাত্ত্বিক বিকাশেৰ ধাবা সংক্ষিপ্ত কৰাব অবকাশ থাকত। দুৰ্ভাগ্যবশত আমবা বডই ধীবে চলছি, এবং যে সব আৰ্থিক ঘটনায় ধনতন্ত্ৰেব সংকটকাল উপস্থিত হয় আমাদেব আশপাশেব বিভিন্ন দেশে এখন মাত্ৰ তাব বিকাশেব সূচনা দেখা দিযেছে।” (Marx-Engels Correspondence I, letter 226).

ইতিহাসেব ধাবায যে ধনতন্ত্ৰ কৃশদেশে অনিবাৰ্য হয়ে উঠল তাব চেহাবা পশ্চিম য়ুৰোপীয় বিকাশ থেকে আলাদা। বৈষয়িক উন্নতিব মাত্ৰাবিচাবে এই শতাব্দীৰ পনেব বছৰ পাব ইণ্ডিয়াৰ পৰও কশ পবিস্থিতি পশ্চিম য়ুৰোপ বা জাৰ্মেনিৰ তুলনায় অনেক পিছিয়ে ছিল। মাৰ্কস নিৰ্দিষ্ট ধনতন্ত্ৰেব দ্বিতীয় পন্থাই বোধ হয় কৃশ ইতিহাসেব বৈশিষ্ট্য। তাই উৎপাদনে প্ৰত্যক্ষ অংশ গ্ৰহণে ধনতন্ত্ৰেব ভূমিকা ছিল বিলম্বিত ও সীমাবদ্ধ। গত শতাব্দীৰ মাঝামাঝি সময় থেকে ‘কুস্তাৰ্ণি’ শিল্পসংগঠনেব বকমফেব মাৰফত ধনতন্ত্ৰেব সূচনা ও বিকাশে বাণিজ্যতাত্ত্বিক মূলধানেব ওপৰ থেকে চাপানো প্ৰথবতৰ শোষণব্যবস্থাতেই ছিল পবিবৰ্তনেব মূল সূত্ৰ। আবাব ১৮৬১ৰ তথাকথিত কৃষক মুক্তিচেও শ্ৰেণীবৈষম্যেব দ্বন্দ্ব বাডিয়ে দেওয়া ভিন্ন খুব কিছু প্ৰগতিব সম্ভাবনা ছিল না। শোষনেব মাত্ৰা ও উৎপাদনেব উপাদানগুলিৰ বিকাশে যে পবিপূবক সম্পৰ্কেব ফলে উনবিংশ শতাব্দীৰ পশ্চিমা ধনতন্ত্ৰ সাময়িক, এলোমেলো ও নিৰ্মম হলেও উৎপাদন শক্তিৰ বিকাশে প্ৰগতিশীল ভূমিকা পেয়েছিল কশ ধনতন্ত্ৰ ও বাষ্ট্ৰব্যবস্থাৰ ইতিহাসে তাব ভিত্তি তৈৰি হয় নি। কিন্তু ধনতাত্ত্বিক উৎপাদনেব সংকীৰ্ণ বনিয়াদে মনোপলিৰ আবিৰ্ভাব এবং ঐ একচেটিয়া বুৰ্জোয়া স্বাৰ্থেব সাম্ৰাজ্যবাদী গতিপ্ৰকৃতিৰ অভাব ঘটে নি। কৃশ ধনতন্ত্ৰেৰ এই বিবোধদীৰ্ঘ পবিবেশে, তাব খাপছাড়া, মুখ্যত উৎপাদনে উন্নতিব সম্ভাবনাবহিত ভূমিকা বিচাব কবেই তো লেনিন ১৯১৭ৰ ‘ফেব্ৰুয়াৰীৰ সীমায় ক্ষণেকেব জগ্ৰও ক্ষান্তি’ মানেব নি, তাই “It has been Russia’s lot very plainly to witness, and most keenly and painfully to experience one of the abruptest of abrupt twists of history as it turns from imperialism towards the Communist Revolution.” —কষেকদিনেব মধ্যে একটি প্ৰাচীনতম, অতি পৰাক্ৰান্ত, বৰ্বৰ ও নিষ্ঠূৰ বাজতন্ত্ৰ ধ্বংস হল। কষেকমাসেব মধ্যে অনেকগুলি পৰ্যায় পাব হয়ে যায়, বুৰ্জোয়াদেব সঙ্গে আপোষ এবং বিবিধ পেটি-বুৰ্জোয়া ভ্ৰান্তি থেকে মুক্তিৰ নানা অধ্যায়। ঐ অধ্যায়গুলিৰ

উত্তৰণে অন্য সব দেশেৰ বহু দশক লাগছে। কয়েক সপ্তাহেৰ মধ্যে বুৰ্জোয়াজিকে পৰাজিত কৰে গৃহযুদ্ধে তাদেৰ প্ৰতিবোধও খৰ্ব কৰা গেল। এই বিবাট দেশেৰ এক প্ৰান্ত থেকে আৰ এক প্ৰান্তে বলশেভিসমেৰ জয়যাত্ৰা সম্পন্ন হল। (Lenin, Selected Works, Vol II, P, 308, Moscow Edition)

গত শতাব্দীৰ মাঝামাঝি হাৰ্ভুজেন এক চিঠিতে লিখেছিলেন যে কশদেশ যেন এক শেষ না হওয়া বাডী। তাৰ সৰ্বাঙ্গে ভাঙ্গা গডাৰ প্ৰলেপ। সে দেশে সবই যেন বদলে যাচ্ছে, কখনও বা পৰিবৰ্তনেৰ গতি খাবাপেৰ দিকে, তবু কিন্তু বদলে যায় ঠিকই। কিংবা কশ দেশ যেন নতুন শিশুদেব জন্মেৰ প্ৰতীক্ষায় শূন্য দোলনায় পূৰ্ণ। ভেঙ্গে গডাৰ সেই আকুতি ১৯১৭ৰ বিপ্লবে যথার্থ পথনির্দেশ পেল। না হলে তো বুৰ্জোয়া পৰিণতি ও সমাজতান্ত্ৰিক বিপ্লবেৰ যোগাযোগে দ্বিতীয় আন্তৰ্জাতিকেৰ একচক্ষু বিশ্বাস ঐতিহাসিক কপাস্তবেৰ মাৰ্কসীয় সিদ্ধান্ত যাত্ৰিক প্ৰয়োগেৰ মধ্যেই সীমাবদ্ধ বেখেছিল। ১৮৭৭-এ যে দেশেৰ ধনতান্ত্ৰিক পৰ্যায় এডিয়ে যাওৱাৰ সম্ভাবনা মাৰ্কস নাকচ কৰেন নি, চল্লিশ বছৰেৰ মধ্যে সেই দেশ সাম্যবাদী বিপ্লবেৰ বনেদী বীতিতেই সমাজতন্ত্ৰে উত্তীৰ্ণ হল। তখন কশিয়াৰ ‘প্ৰকৃষ্টতম স্বযোগ’ হাবিয়ে গেছে, পশ্চিম য়ুৰোপেৰ বুৰ্জোয়া বিকাশ সমুদ্র কোনো দেশে তখন কিংবা তাৰ অনেক পৰেও সমাজতন্ত্ৰেৰ জয়যাত্ৰা শুক হয়নি। পৰিস্থিতিৰ ঐ বৈশিষ্ট্য মনে বেপেই পৃথিবীৰ প্ৰথম সমাজতান্ত্ৰিক বাষ্ট্ৰেৰ গত চল্লিশ বছৰেৰ বিবাট কীৰ্তি, আবাব তাৰ অধুনা আলোচিত ক্ৰটিবিচ্যুতিৰ বিচাৰ সম্ভব।

বিপ্লবেৰ পৰ গৃহযুদ্ধ, প্ৰাথমিক বাষ্ট্ৰগঠন ও প্ৰস্তুতিৰ পৰ সমাজতান্ত্ৰিক নিৰ্মাণেৰ প্ৰত্যুেষেই লেনিনেৰ মৃত্যু হয়। ১৯২৮-এ কশদেশে প্ৰথম পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাৰ সূচনা। তাৰ পৰেৰ ইতিহাসে সমাজতান্ত্ৰিক পৰিকল্পনাৰ আঞ্চিকে অৰ্থনৈতিক প্ৰগতিৰ যে দৃষ্টান্ত সোভিয়েট ইউনিয়নে স্থাপিত হয়েছো তা সাম্যবাদেৰ তত্ত্ব ও প্ৰয়োগেৰ সাৰ্থকতাই প্ৰমাণ কৰে। চতুৰ্দিকে বিবোধী ধনতান্ত্ৰিক বাষ্ট্ৰবেষ্টিত পৰিস্থিতিতে, ফ্যাসিবাদেৰ সঙ্গে প্ৰচণ্ড সংগ্ৰামেৰ প্ৰয়োজন মেটোৱাৰ পৰ, সোভিয়েট প্ৰগতি প্ৰায় অসাধ্য সাধন বলা চলে এবং এই অধ্যায়ে ষ্টালিনেৰ নেতৃত্বেৰ অবদান নিঃসন্দেহে লেনিনেৰ কীৰ্তিৰ তুলনাতেও ন্যূন নয়, যদিচ বিশেষ ঐতিহাসিক অধ্যায়েৰ নানা জটিল সমস্যাৰ সমাধানে ষ্টালিনেৰ সিদ্ধান্ত সবসময়ে নিছক মানবিকতাৰ দাবিৰ প্ৰতি যথেষ্ট গুৰুত্ব দানে সমর্থ হয়

নি।\* পূৰ্বতন নেতৃত্বৰ দোষক্ৰটিৰ সমালোচনা অতীতৰ প্ৰতি আনুগত্য ও  
অন্ধ শ্ৰদ্ধাৰ জড়তামুক্তিৰ জন্য প্ৰয়োজন হ'তে পাবে, কিন্তু সমস্তাৰ প্ৰকৃত ৰূপ  
বুঝতে গৈলে গত চল্লিশ বছৰৰ সোভিয়েট প্ৰগতিৰ পৰা ভবিষ্যত বিকাশৰ  
পৰিপ্ৰেক্ষিতেই তাৰ অন্বেষণ দৰকাৰ, সেই প্ৰসঙ্গে নেতাবিশেষৰ ব্যক্তিগত  
চৰিত্ৰৰ খুঁটিনাটি উদাহৰণে কোনো সূত্ৰ পাওৱা যাবে না।

‘সোভিয়েট ষ্টাডিস’ পত্ৰিকায় (Vol VIII, No 4, P. 380-407)

প্ৰকাশিত ৰুডলফ প্লেস্কাৰেৰ ‘হাফওয়ে হাউস’ নামক প্ৰবন্ধটি অল্পৰূপ অন্বেষণৰ  
- উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। অবশ্যস্বীকাৰ্য যে ষ্টালিন যুগেৰ মূল কীৰ্তিসমূহ সোভিয়েট  
সমাজ ব্যবস্থায় স্থায়ী ৰূপ নিষেছে। শিল্পে বিপুল অগ্ৰগতি, যৌথ খামাবে  
কৃষিজ উৎপাদনেৰ আধুনিক সংগঠন, পুৰোনো বিশেষজ্ঞদেৰ পৰিবৰ্তে  
ষ্টাথানোভাইট আন্দোলনেৰ ফলে শ্ৰমিকশ্ৰেণী থেকে নতুন বিশেষজ্ঞদেৰ উত্থান,  
সোভিয়েট সমাজেৰ বিভিন্ন অংশ অৰ্থ নৈতিক পৰিকল্পনা ও নিৰ্মাণে পৰিচালিত  
কৰাৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ দায়িত্ব উপলব্ধি ও অল্পশীলন, ক্যাসিবাৰেৰ বিৰুদ্ধে  
সংগ্ৰামে প্ৰচণ্ড উত্তম ও সাফল্য, বিৰাট জাতীয় কৰ্মপ্ৰেৰণাৰ সৃষ্টিশীল পটভূমিতে  
ব্যক্তি ও সমাজেৰ সম্বন্ধ অববাহণ এবং ইতিহাসেৰ জটিল ধাৰাৰ প্ৰগতিকামী  
মানুষেৰ কৰ্তব্য নিৰ্ধাৰণে মাৰ্কসীয মতবাদেৰ সাৰ্থক কালোপযোগী প্ৰয়োগ  
—এইসব ব্যাপাবে ষ্টালিন যুগেৰ অবদান অসামান্য। কিন্তু ইতিহাসেৰ নানা  
বিবোধে সংপৃক্ত কীৰ্তিৰ ঐ সাধনায় আজ ক্ৰটিবিচ্যুতিৰ অসম্পূৰ্ণতাও দেখা  
যায়। অতিক্ৰমত হাবে শিল্পেৰ অগ্ৰগতি সম্ভব কৰে তোলাৰ প্ৰয়োজনে  
উৎপাদনেৰ উপাদানবৃদ্ধিৰ প্ৰতি অবিৰাম জোৰ দিতে হ'য়েছে, তাৰ ফলে  
উৎপাদনেৰ বিভিন্ন অংশেৰ মध्ये সৰ্বোত্তম সমতা বক্ষা কৰা সম্ভব হয় নি। কৃষি ও  
শিল্পবিকাশেৰ হাবে স্নায়ু সঙ্গতি থাকে নি। অবশ্য এই ব্যাপাবে সোভিয়েট  
প্ৰগতিৰ সমালোচনাৰ বিস্তৃত হওয়া অল্পচিত যে ক্ৰমত শিল্পোন্নয়নেৰ পৰ্যায়ে বিভিন্ন  
অংশেৰ বিকাশে স্নায়ু অল্পপাত বক্ষাৰ কোনো দৃষ্টান্ত পৃথিবীৰ অৰ্থনৈতিক  
> ইতিহাসে নেই। এই তুলনায় ধনতন্ত্ৰেৰ দোষ সমাজতন্ত্ৰেও অনিবাৰ্য প্ৰমাণিত  
হয় না। ইতিহাসেৰ বিশেষ পৰিস্থিতিতে সোভিয়েট পৰিকল্পনা এমন অনেক  
সমস্তাৰ সম্মুখীন হ'য়েছিল যাকে সমাজতন্ত্ৰেৰ অপৰিহাৰ্য অপকৰ্ষ মনে কৰাৰ  
কোনো কাৰণ নেই। ইতিমধ্যে চীনে নিশ্চয়ই আমবা তাৰ প্ৰমাণ পেখেছি।

১। The October Revolution in History—Amit Sen (New Age, November 1957, p. 28)

আব সোভিয়েট বিকাশে যে পঁচিশ বছৰৰ মध्ये কৃষি ও শিল্পে সঙ্গতি অৰ্জন সম্বন্ধে অবহিতি এসেছে তাৰ দৃষ্টান্তও সমাজতান্ত্ৰিক পৰিকল্পনা ভিন্ন অন্য কোনো শিল্পোন্নতিৰ ইতিহাসে খুঁজে পায় না।

কৃষি ও শিল্পেৰ মध्ये সাময়িক অসঙ্গতিৰ প্ৰশ্ন ছাড়া সোভিয়েট সমাজে গত ত্ৰিশ বছৰেৰ ক্ৰমবিকাশে আব একটি সমস্তা গুৰুতৰ হয়ে উঠেছে। প্ৰথম পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাৰ কাৰ্যসূচি গ্ৰহণকালে কৃষিয়ায় শতকবা সত্বেৰ জন লোক মাত্ৰ শহৰে বাস কৰতেন। শিল্পোন্নতিৰ জন্ত প্ৰয়োজনীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ ও দক্ষ কৰ্মীৰ নিতান্ত অভাব ছিল। অথচ পৰিকল্পনাৰ সফল প্ৰকৰণ ও পৰিচালনাৰ জন্ত তাঁদেৰ প্ৰয়োজন খুব বেশী। পূৰ্বেৰ বুৰ্জোয়া বিশেষজ্ঞদেৰ কাজে আনতে হলে বেশী মাইনে ও অগ্ৰাণ্ড স্ববিধা দেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। লেনিন একে বলেছিলেন ‘বিপ্লবপূৰ্ব যুগেৰ বোঝা’ এবং সাময়িক ভাবে সাম্যেৰ আদৰ্শ খৰ্ব কৰাব প্ৰয়োজনও তিনি মেনেছিলেন। প্ৰথম অধ্যায়েৰ সমাজতন্ত্ৰে কৰ্মেৰ গুণ ও পৰিমাণ অনুযায়ী বটন ব্যবস্থা ও তৎকালে সাম্যেৰ আপেক্ষিক আদৰ্শেৰ প্ৰয়োজন মাৰ্কসেৰ গটা প্ৰোগ্ৰাম সংক্ৰান্ত আলোচনাতেও স্বীকৃত। জ্ঞানবিজ্ঞানেৰ নানা ক্ষেত্ৰে উৎপাদনক্ষম বিশেষ দক্ষতা অৰ্জনে উৎসাহ দান ও কৰ্মেৰ মান উন্নত কৰাব জন্ত সোভিয়েট ইউনিয়নে সমাজতান্ত্ৰিক প্ৰতিযোগিতাৰ আদৰ্শ ও পদ্ধতি গৃহীত হয়। বিভিন্ন উৎপাদক সংস্থাসমূহেৰ মध्ये প্ৰতিযোগিতাৰ সূত্ৰে যোগ্যতা বৃদ্ধিৰ প্ৰেৰণাও ছিল একটি উদ্দেশ্য। মুশকিল এই যে শিল্পবিপ্লবেৰ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ে দক্ষতা ও বিশেষ গুণেৰ জন্ত বৈষম্যমূলক বৈষয়িক ও সামাজিক প্ৰতিষ্ঠাৰ অধিকাৰ দ্ৰুত শিল্পোন্নয়নেৰ আনন্তৰ্য্য এবং আপেক্ষিক ক্ৰমান্বয়ে ঐ সব বিশেষ গুণাধিত কাজেৰ ক্ৰমবৰ্ধমান, অপবিহাৰ্য ও গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকাৰ দক্ষন বৈষম্যেৰ নীতিতে খানিকটা আদৰ্শবিক্ত স্থায়িত্ব ও কৰ্ম-কৌলীন্তেৰ স্বতন্ত্ৰ যুক্তি আবোপ কৰে। ১৯৩১এৰ ছয় ধাৰা কৰ্মসূচিৰ সময় থেকে ষ্টালিনও যেন বৈষম্যেৰ সাময়িক অনুমিতিতে কতকটা চৰম মূল্যেৰ অনুমোদন দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাৰ ফলে বৈষম্য ও সমাজতান্ত্ৰিক আদৰ্শেৰ দ্বন্দ্ব সবলীকৰণেৰ সম্ভাবনা স্বীকাৰ্য। সাময়িক বৈষম্যেৰ প্ৰয়োজনে যে সমাজতন্ত্ৰেৰ আদৰ্শ সংকুচিত লেনিন তা অস্বীকাৰ কৰেন নি, “Clearly, such a measure is a compromise, a departure from the principles of the Paris Commune and of every

proletarian state, which call for the reduction of all salaries to the level of the wages of the average worker, which call for a struggle against careerism, not in words, but in deeds.”-

(Selected Works, vol VII, P. 322, Lawrence & Wishart).

স্টালিনেব হয়তো বিশ্বাস ছিল যে বিশেষজ্ঞবা যখন আব বুর্জোয়া শ্রেণী থেকে আসছেন না তখন অবশুস্তাবী বৈষম্যে সামাজিক আদর্শেব বিচ্যুতি গুরুতব নয়। সমাজতন্ত্রেব প্রথম স্তব উত্তীর্ণ হওয়াব প্রচেষ্টায় এবং ফ্যাসিবাদের উত্থান, যুদ্ধ ও নানা বিপদেব মুখে দ্রুত শিল্পায়নেব আশু প্রয়োজনেও স্টালিনেব যুক্তিব সমর্থন ছিল। তবে অন্তত আত্মসচেতনতােব আদর্শগত বিশ্বাসে সামাজিক বৈষম্যীকরণেব বিপজ্জনক সম্ভাবনা সম্বন্ধে সোভিয়েট সভ্যতােব অবহিতি এই পর্দায়ে আবও প্রথব হলে প্রথম সমাজতান্ত্রিক বাষ্ট্রেব বিকাশ নিশ্চয়ই সম্পূর্ণতব হত। সোভিয়েট ইউনিয়নে ‘ব্যক্তিপূজা’ সমস্তাব স্বরূপ বিবেচনায সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতাব কয়েকটি জটিল ফলাফল প্রধানত বিচার্য। মুখ্যত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থােব বিপুল অগ্রগতি সত্ত্বেও ব্যক্তিব বিকাশে সামাজিক উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা, শ্রমশীল, দায়িত্বসম্পন্ন জীবনধােব ও সংস্কৃতিেব আদর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন যে-সব আত্মপবায়ণতােব লক্ষণ দেখা গেছে তােব অবসানই ‘ব্যক্তিপূজা’ সমালোচনােব উদ্দেশ্য।

সমস্তাব এই পবিচয় সাম্প্রতিক রুশ পত্রিকা ও আলোচনােব পাওয়া যায় ! যেমন নভি মীব পত্রিকােব প্রকাশিত ভালোন্তিন ওভেচকিনেব ‘দুর্কহ বসন্ত’ নামক যৌথ থামাবেব সমস্তাসংকুল পবিস্থিতি অবলম্বনে বচিত গল্পটিতে জিলা পার্টি সেক্রেটারী সার্ভেনভ তাঁব ডায়েবীতে লিখছেন : স্কুলমাস্টােব সোবকিন বলছিলেন আমাদেব জীবনে এক জটিল দ্বন্দ্ব এসেছে। এই সমস্তাতেও তরুণদেব নিয়েই প্রশ্ন ওঠে। এই দ্বন্দ্ব যে আমাদেব ব্যবস্থােব ক্রটি থেকে আসছে তা নয়, ববং তােব কীর্তিময় দিকেব সন্ধেই এব সম্পর্ক। বিপ্লবেব সময় আমাদেব মজুব ক্রমক অনেকেব ইচ্ছা ছিল, “কলে কাবথানায় বয়লাবে, খনিতে, কাঠেব লাঙ্গল সম্বল কবে ক্ষেতেব কাজে আমাদেব কষ্টভবা জীবন কেটেছে। কিন্তু এর প্রতিদানে আমাদেব ছেলেমেয়েবা আব ওবকম কষ্ট কববে না। নিজেবা উপোসী থাকুতে হলেও ছেলেমেয়েদেব উচ্চশিক্ষা দিতে হবে। তাবা এঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক, শিল্পী, চিত্রকব বা ম্যানেজােব হবে, তােব কাজ হবে পবিচ্ছন্ন—তােব ভবিষ্যত জীবন

আমাদেব থেকে আলাদা।” বাস্তবিক এখন অনেকটা তাই হয়েছে। কিন্তু এখন আমবা আবাব অনেক সময়ে সমালোচনা কবি যে পদস্থ অফিস-কর্মচারীব আধিক্য ঘটেছে, নানা প্রয়োজনীয় বা অপ্ৰয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানে অফিসে কাজ করাব লোক অনেক। কিন্তু তাবা কাবা? তাবা তো সব ঐ মজুব বা যৌথ খামাবেব কৃষকদেব শিক্ষিত সন্তানসন্ততি। অত্যন্ত লজ্জাব বিষয় যে বহু বছব ধবে আমাদেব পাৰিবাৰিক বা তথাকথিত কোনো শিক্ষকেব মাধ্যমে বিত্তাৰ্জনেব যে ধাবণা হয়েছে তাতে শিক্ষালাভ পৰিচ্ছন্ন জীবিকা সংগ্রহেব উপায়মাত্র। “ভাস্কা, পড, পড। এত খাবাপ নম্বর পেলে কোনো উচ্চ প্রতিষ্ঠানে জায়গা হবে না! সাবাজীবন কি এই যৌথ খামাবে বলদেব লেজ মুচডোতে চাও?” কেমন যেন আমবা ভবিষ্যতেব কথা না ভেবে বর্তমান জীবন কাটিয়েছি। দশম শ্রেণীব স্কুল পরীক্ষায় ভাল কবাব পব কোনো উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানেব প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াব দিন—যে কোনো কিশোবেব পক্ষে ঐ দিনটি অতীব আনন্দদায়ক। কমসোমোলেও ঐ ছেলেদেব বহু প্রশংসা, আব তাবা অন্তদেব কাছেও দৃষ্টান্তস্বরূপ। কিন্তু যে ছেলেটি দশম-বার্ষিক বিত্তালয়ে পড়াব পব গ্রামে থাকে সে সকলেক অবহেলাব পাত্র। “ছেলেটা বোকা! এত বছব স্কুলে কাটিবে লাভ কি হল? না, মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত গাডিচালানেওয়ালা!” শিক্ষা সম্বন্ধে কি পুৰোনো চাষাডে এই মনোবৃত্তি। স্কুলে যেতে জুতো ক্ষয়িয়ে ফেললে বা বইয়েব জন্তু ব্যয়েব প্রতিদানে চাকুবি চাই। কাজেই কেউ স্কুলে পড়লেই কেবাগী হবে। কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষা পেয়ে মেসিন চালানোয় ক্ষতি কি? যন্ত্রগুলি তো ক্রমশঃই জটিল হবে উঠছে! ভুট্টা বা বাট ফসল তুলবাব জন্তু তৈরি যন্ত্রগুলি দেখলে তো মনে হয় যেন চাকাব ওপবে পুৰো একটি কাবখানা বসানো বয়েছে। ওবকম যন্ত্র চালাবাব জন্তু প্রায় একজন এঞ্জিনিয়ার দবকাব। ট্র্যাক্টর ও অন্যান্য বিবিধগুণাযিত যন্ত্রসমূহেব কর্মীবা সব মাধ্যমিক শিক্ষা পেলে খুব ভাল হত! ভবিষ্যতে কি হবে? আমবা তো তরুণদেব শিক্ষাব সুযোগ কম। ইনস্টিটিউটে ঢোকা কঠিন প্রতিষ্ঠানেব অভাবে নয়, সামাজিক প্রয়োজনেব অতিবিত্ত লোক এঞ্জিনিয়ার, একাউন্টান্ট, উকিল বা স্থাপত্যবিদ হওয়াব জন্তু পড়তে চাইছে বলেই স্থানাভাব ঘটছে। কমিউনিজমে কি হবে? শিক্ষাব সুযোগ আবও বিস্তৃত হবে, কিন্তু তখনও সাধাবণ কাজ থাকবে। শিক্ষা কি কেবল তথাকথিত পৰিষ্কাব পেশাব জন্তু দবকাব?

বিস্তৃত ছুনিয়া শিক্ষিত লোকেৰ মনে অনেক বেজী কৌতূহল জাগায়! তাৰ জানাশোনা, উপলব্ধিৰ বৃত্ত ক্ৰমে বেড়ে যায়, সাহিত্য, শিল্প, দৰ্শনে আগ্ৰহ জন্মায়। বন্ধু কিংবা জীৱি সঙ্গ আলাপেৰ বিষয় খুঁজে পায়—জীৱি আবাব হয়তো তাৰ সঙ্গ একই স্কুলে পড়েছে। শিক্ষাৰ প্ৰয়োজন আন্তোন্নতিৰ জন্তু, জীৱনেৰ পৰিপূৰ্ণতাৰ জন্তুই তা একান্ত দবকাৰ। মানুষেৰ আত্মিক বিকাশেৰ নিমিত্ত, পৃথিবীতে নেহাত এক আধাৰ বিবেৰে মুষিকেৰ জীৱনথেকে অব্যাহতি পাওয়াৰ জন্তুই শিক্ষা আবশ্যক। (Soviet Studies vol VIII, p, 292-93)

১৯৫৫ সালে প্ৰকাশিত শ্ৰীমতী ডবথি মীকেৰ বইটিতেও<sup>১</sup> অল্পৰূপ সমস্তাৰ প্ৰচুৰ দৃষ্টান্ত আছে। বিখ্যাত উপন্যাসিক কচেতভ লিতেবাতুবনাইয়া গাজেতা পত্ৰিকায় লিখছেন যে বিশপঁচিশ বছৰ আগে বাবা নিজেৰা কলকাথানাৰ কাজ কৰে জীৱিকা অৰ্জন কৰতেন তাৰা অনেকে এখন আব নিজেদেৰ ছেলেমেয়েদেৰ কাষিক শ্ৰমেৰ কাজে যোগ দেওয়া পছন্দ কৰেন না। আভিজাত্যবিলাসী গোষ্ঠী এখনও কিছু কিছু বয়ে গেছে। অনেকে ছেলেমেয়ে কথা বলতে বা হাঁটিতে সক্ষম হলেই সেখানে পাঠিয়ে দেন। তাৰ ফলে সামান্য ভাঙ্গা ভাঙ্গা ফৰাসী শিক্ষা বা ইংবেজি পড়াব আগ্ৰহ না থাকলেও ছেলেমেয়েদেৰ ইংবেজি স্কুলে ধবনা দিতে হয়। মস্কোৰ কোনো কোনো বাস্তা বা বেস্ত'বায় উৎকট ক্যাশনেৰ ভীড়ে বা নানা সমাজবিৰোধী অপবাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদেৰ মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্ৰেই আবামপ্ৰিয় পৰিবেশে মানুষ শ্ৰমবিমুখ তৰুণ তৰুণীদেৰ দেখা যায়। ঐ সমস্তাৰ একটি মূল্যবান আলোচনা Current Digest of the Soviet Pressএৰ ১৯৫৬ৰ ২৬এ সেপ্টেম্বৰ সংখ্যায় দ্ৰষ্টব্য। (Delinquency exposed among children of high officials, p. 6-9) কমসোমোলস্কায়া প্ৰাভদা কাগজে উচ্চপদস্থ কৰ্মচাৰীদেৰ ছেলেমেয়েদেৰ মধ্যে অপবাধ প্ৰবণতাৰ দৃষ্টান্ত-স্বৰূপ কয়েকটি ঘটনাৰ বিবৰণী দিয়ে মন্তব্য কৰা হৱেছে—এদেৰ মা বাবাবা ভেবেছিলেন যে ভাশ কাপড, খাণ্ড ও আমোদ প্ৰমোদেৰ স্বেযোগ পেলেই ছেলেমেয়েৰা অন্তঃসৰ গুণেৰ অধিকাৰী হৰে। ফলে এৰা কোনোবাকম শ্ৰমশীল জীৱনে অনভ্যস্ত থেকেই বড় হল। অন্তেৰ ওপৰ নিৰ্ভৰতায় পৰগাছাৰ মতো তাদেৰ অস্তিত্ব, এমন কি একটি কুটিৰ দামও তাদেৰ জানা নেই।

১ Soviet Youth (some achievements and problems), Excerpts from the Soviet Press edited and translated by Dorothea L Meek.



গত পঁচিশ বছৰে দ্ৰুত শিল্পোন্নয়নেৰ পটভূমিতে সামাজিক স্বীকৃতি ও প্ৰতিষ্ঠাৰ মানদণ্ডে এবিধ অসম্পূৰ্ণতাগুলি দূৰীকৰণেৰ উদ্দেশ্যেই ‘ব্যক্তিপূজা’ সমালোচনাৰ সাবমৰ্ম। বিশেষজ্ঞ ও উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদেৰ মध्ये সামাজিক মঙ্গলেৰ সমগ্ৰতা বাদ দিয়ে অতিবিক্ত আত্মগবিনা ও স্বার্থবক্ষাৰ প্ৰবণতাতেই আমলাতন্ত্ৰেৰ উদ্ভব ও বৰ্ধন। শিল্প বিপ্লবেৰ প্ৰাথমিক অধ্যায়েৰ সফল সমাপ্তিৰ পৰ আজ সাৰ্থকতৰ পৰিণতিৰ সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ঐ সম্ভাবনা সাধনেৰ নিমিত্ত আজ প্ৰাক্তন পৰ্যায়ৰ যে সব বিধিব্যবস্থা অচল তাৰ দূৰীকৰণেৰ গুৰুত্বৰ ওপৰ জোৰ দেওয়াৰ প্ৰয়োজনেই বাজ্জনৈতিক, সামাজিক ও ব্যক্তিগত বিচ্যুতিৰ অনুসন্ধান তীব্ৰ হৈছে। যৌথ খামাবেৰ সঙ্কে বিনিময়েৰ সৰ্ত্ত আজ অনেক উদাৰ হতে পাবে। বিশেষজ্ঞ ও বুদ্ধিজীবীদেৰ বৈষম্যমূলক স্থবিধাদানেৰ নীতিতেও পৰিবৰ্তন আবশ্যক। শিক্ষাৰ অবাচিত বিস্তাৰেৰ পৰ বৰ্ত্তমানে অল্প দৃষ্টিভঙ্গী প্ৰয়োজন। কলকাবথানায়, ক্ষেত্রে-খামাবে ক্ৰমশঃ যে সব উন্নত ধৰনেৰ যন্ত্ৰেৰ ব্যবহাৰ প্ৰবৰ্তিত হব তাৰ ফলে প্ৰচুৰ শিক্ষিত কৰ্মী ছাড়া কাজ চালানো অসম্ভব। কিন্তু শিক্ষিত লোকেবা শহৰে বাবুগোছেৰ কাজকৰ্ম পছন্দ কৰেন। কাষিক শ্ৰমেৰ প্ৰতি অবজ্ঞা এই মনোভাৱেৰ সঙ্কে সংশ্লিষ্ট। বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সব ছাত্ৰেৰ প্ৰাচুৰ্য তাঁৰা কোনোদিন কলকাবথানায় বা খামাৰে নিজ হাতে কাজ কৰেন নি। প্ৰধানত বিশেষজ্ঞ বা বুদ্ধিজীবী পৰিবাবেৰ ছেলেমেয়েদেৰ ক্ষেত্ৰেই বিশ্ববিদ্যালয়েৰ শিক্ষা সম্পূৰ্ণ না হওয়া পৰ্যন্ত অল্প কৰ্মেৰ প্ৰশ্ন উপেক্ষাৰ প্ৰবৃত্তি দেখা যায়। ঐ ধৰনেৰ দীৰ্ঘ একটানা ছাত্ৰজীবনেই নানা অসামাজিক অহমিকাৰ সূত্ৰপাত, তাই আজ ওবকম ব্যবস্থায় সোভিয়েট কমিউনিস্ট পাৰ্টিৰ সমৰ্থন নাই। গত পৰ্যায়ৰ অসঙ্গতিৰ অবসানকল্পে কয়েকটি নতুন বিধি প্ৰণয়ন কৰা হৈছে। যেমন শ্ৰমিক বা কৃষকৰা কৰ্মবত অবস্থায় মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ কৰলে তাঁৰা উচ্চশিক্ষা গ্ৰহণেৰ সুযোগ বৰ্ণী পাবেন। মাধ্যমিক শিক্ষাৰ পৰ ঘাৰা কাজে যোগ দিছেন তাঁদেৰ জন্ম পৰে উচ্চশিক্ষাৰ দ্বাৰ উন্মুক্ত থাকবে। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা গ্ৰহণেৰ মধ্যবৰ্তীকালে কৰ্মজীবনে যোগ দেওয়াৰ প্ৰবৃত্তি উৎসাহিত হৈছে। এঞ্জিনিয়াৰ বা কৃষিবিজ্ঞানীদেৰ এই ব্যবস্থায় যোগ্যতা বৃদ্ধিৰ সম্ভাবনা স্পষ্ট। তা ছাড়া এৰ ফলে কৰ্মকৌলীগ্ৰজাত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্ৰ্য বা গোষ্ঠীবুদ্ধিৰ সম্ভাবনাও কমে যাবে। কাষিক শ্ৰমিকদেৰ ট্ৰেড-ইউনিয়ন ও বিভিন্ন সোভিয়েট সমূহেৰ সচেতন সামাজিক সক্ৰিয়তাৰ বৰ্ধমান

ভূমিকায় ব্যাপ্তি ও সমষ্টিগত স্বার্থ ও আদর্শে নতুন মানপ্রতিষ্ঠাব চেষ্টা শুরু হয়েছে। প্লেসিদ্ধাব মন্তব্য করেছেন যে নতুন অধ্যায়েব সূচনায় কমিউনিস্ট পার্টি'ব সামনে দুটি পথ ছিল—টেকনোক্রেসীতে ক্ষমতা হস্তান্তর বা শ্রমজীবী মানুষেব মধ্যে গভীৰ ও ব্যাপকতৰ দৃঢ়প্রতিষ্ঠা অৰ্জন। সাম্যবাদেব আদৰ্শ অনুযায়ী শেষোক্ত পথটি বেছে নেওয়ায় আজ সোভিয়েট ইউনিয়নে সমাজ-তন্ত্ৰেৰ নতুন পদক্ষেপ দৃষ্টিগোচৰ।

গত চল্লিশ বছৰেব সোভিয়েট সামাজিক ইতিহাসেব ধাৰায় আত্মপৰায়ণ দায়িত্বহীনতাৰ কোনো সাৰ্বজনীন পৰিচয় নেই। আমলাতান্ত্ৰিক অবনয়ন সোভিয়েট জীৱনেব মুখ্য সত্য নয়। ঐ সত্যেব অনুসন্ধানে সৰ্বাগ্ৰণ্য বহু মানুষেব অকুণ্ঠ শ্রম ও সামাজিক সহযোগিতায় গড়া বিবাত শিল্পোন্নতিব বনিয়াদ, ফ্যাসিবাদেব বিৰুদ্ধে সংগ্ৰামেব দৃঢ় ঐক্য, অদম্য সাহস ও পৰাক্ৰম, অতুলনীয় ত্যাগস্বীকাৰ। যে দেশে যুদ্ধেব পৰ অনাথ শিশুদেব আত্মীয় করে নেওয়াব জন্তু অসংখ্য পৰিৱাবেব আগ্ৰহ দেখা যায়, বা আবও সাম্প্ৰতিক উদাহৰণে ক্লুশ্চেভেব আবাহনে ত্ৰিশ হাজাৰ নগৰবাসী কৰ্মচাৰী গ্ৰামে গিয়ে থাকতে, গ্ৰামোন্নয়ন বা যৌথ খামাৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্ব গ্ৰহণে বাজী হন, সে দেশকে আত্মোন্নতি বা সামাজিক সৌকৰ্য সন্ক্ষে উপদেশ দেওয়াব যোগ্যতা নিশ্চয়ই পৃথিবীৰ অন্ত কোনো ৰাষ্ট্ৰ বা মতবাদেব নেই। সোভিয়েট গণতন্ত্ৰে সামাজিক মনুষ্যত্বেব সহজাত সাফল্য এবং তাৰ প্ৰগতিশীল অৰ্থ-নৈতিক ও ৰাজনৈতিক বনিয়াদেব সত্য মনে বেখেই আমলাতান্ত্ৰিক স্বাধিকাৰ-প্ৰমাদ ও তজ্জনিত বিচ্যুতিসমূহেব আলোচনা কৰা উচিত। বিংশতি কংগ্ৰেসেব প্ৰস্তাব ও আলোচনা অসম্পূৰ্ণতা নিপাতনে সক্ষম সামাজিক পৰিণতিব সঙ্কে সংশ্লিষ্ট। তাই ব্যাখ্যা ও বিবৰ্তনেব অন্তোত্ততা বাদ দিয়ে, সোভিয়েট সমাজেব সমগ্ৰতায় সমাধানেব বিশিষ্ট প্ৰয়াস উপেক্ষা কৰে সমাজ-তন্ত্ৰে নতুন শ্ৰেণীৰ উদ্ভব বা বাসেলীয়া শক্তিতত্ত্বেব সমৰ্থন অবাস্তব অপচেষ্টা মাত্ৰ। বৰ্তমান সোভিয়েট জিজ্ঞাসা ও আত্মসমালোচনাৰ ব্যাখ্যাৰ জন্তু মানবচৰিত্ৰে দুৰ্বৰ শক্তিলক্ষণা আৰোপেব কোনো প্ৰয়োজন নেই। উপাদানেব উপাদানগুলিতে সামাজিক মালিকানাৰ প্ৰামাণিক লক্ষণ বিস্তৃত হয়ে শোষণ শ্ৰেণীৰ অপছায়া আৱিদ্ধাবেও কোনো যুক্তিপূৰ্ণ পৰিজ্ঞানেব পৰিচয় নেই। সামাজিক বিবৰ্তনেব কোনো ধাৰাই দ্বন্দ্বহীন নয়। পৃথিবীৰ প্ৰথম সমাজ-তান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰেব সামাজিক, অৰ্থনৈতিক বিকাশেব দ্বন্দ্ব ব্যক্তি ও সমাজেব

দ্বিধাসম্পর্কে কয়েকটি অপ্রত্যাশিত, কখনও বা অনভিপ্রেত কণ ও আঙ্গিকেবা নিদর্শন আমবা পেয়েছি। তাব বিচাব বিশ্লেষণ বিশেষ ঐতিহাসিক পৰ্য্যবে সমাজতাত্ত্বিক কপান্তবেব বিধি এবং তাব ব্যতিক্রম অনুসন্ধানেই সার্থক। কোনো অসম্বন্ধ সমাজতাত্ত্বিক পূৰ্ব্গানুক্ৰতিব গোলকধাঁধায় যুবে লাভ নেই। দ্ৰুত অৰ্থ-নৈতিক উন্নতিব প্ৰক্ৰিয়ায় শিল্পবিপ্লবেব ভাঙ্গাগড়া ব্যষ্টি ও সমষ্টিব সামঞ্জস্যে, অস্থিতা ও পবিবৰ্তমান পবিববেশেব সন্ধিয় যোগাযোগে নতুন বিস্তাৰ ও চলিক্ৰুতা এনে দেয়। ঐ হুন্দেব স্বকপ শিল্পবিপ্লবমূলক বিবাট ক্ৰপান্তবেব জটিল ফলশ্ৰুতিতে অস্তি ও নাস্তিৰ সমাহাবেই দ্ৰষ্টব্য।

এঙ্গেলস লিখেছিলেন<sup>১</sup> যে প্ৰকৃতিৰ ওপব মানবিক কৰ্ত্ত্বৰ বিস্তাবেব গবিমায় অহংকৃত আত্মপ্লাধাব কোনো কাবণ নেই। প্ৰতিটি জয়মাল্যেব জন্ত যেন প্ৰকৃতিও প্ৰতিশোধ নিয়েছে নানাভাবে। বখনও তা উৎপাদন বিকাশে অতৰ্কিত প্ৰতিবন্ধক সৃষ্টি কবেছে। আবাব উৎপাদন শক্তি ও সম্পৰ্কেব অদল-বদলে নতুন কোনো উৎপাদন ব্যবস্থাব প্ৰবৰ্তনে সামাজিক সঙ্ক্লেব জটিল ও যন্ত্ৰণাদায়ক পবিবৰ্তনও বৈজ্ঞানিক প্ৰগতিৰ অন্তগূঢ় ফলাফলেব মধ্যে গণ্য। ধনতাত্ত্বিক বিকাশেব ভাঙ্গাগড়ায় শিল্পবিপ্লবেব ভূমিকা ইতিহাসে সুবিদিত। তাব প্ৰত্যক্ষ চেহাবায় আতঙ্কিত সীসমণ্ডি বিকাৰ্ডোকে প্ৰশ্ন কবেছিলেন,<sup>২</sup> “What then! is wealth everything? is man nothing?” বিকাৰ্ডোব উত্তব তাঁব অৰ্থ-নৈতিক আলোচনায় দ্ৰষ্টব্য, আব ত্ৰায় অত্মাযেব গৌজামিল বাদ দিয়ে ধনতাত্ত্বিক বিকাশেব বিধি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান কবাব জন্ত মাৰ্কস বিকাৰ্ডোকে কৃতজ্ঞতাই জানিয়েছিলেন। প্ৰয়োজনেব প্ৰসাৰ্হমান স্বীকৃতি ও সিদ্ধিব কালে নতুন শ্ৰেণী-আদৰ্শেব দৃষ্টিকোণে পুবোনো মানবিক ছিন্নসূত্ৰগুলি নেহাত অকেজো, বৈষয়িক উন্নতিব অপাব স্বযোগ ব্যবহাবে ইতিহাসেব হাল ধবতে সক্ষম উঠতি শ্ৰেণীব পক্ষে অন্তত শিল্প-বিপ্লবেব প্ৰথম শতাব্দীতে ত্ৰায়-অত্মাযেব সামাজিক প্ৰশ্ন স্ববাস্তব কবে দেওয়া অসম্ভব হয় নি। সাধাৰণ চাষী বা কাবিগৰ তিন শতাব্দী ব্যাপী শ্ৰম, বুদ্ধি ও লড়াইয়ে উৎপাদন বিকাশেব ভিত গড়েছিল, কিন্তু বুৰ্জোয়া ঐশ্বৰ্যেব ঘটনা পবম্পবায় তাব ওপব তলাব বাসিন্দা ছাড়া আব সকলেব তে। সব হাবাবাব

১ Labour in the transition from Ape to Man (Marx & Engels, Selected Works, vol II, p. 89-91, Moscow Ed.)

২ Lectures on the Industrial Revolution—Toynbee, p. 263-9.

পালা শুরু হল। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় একক স্বেচ্ছা ও সাফল্য কামনায় যে সামাজিক নীতি তাতে দোঁড়াবাব অধিকার সকলের, কিন্তু কোথা থেকে যে দোঁড়াব শুরু, আব তখন গন্তব্য থেকে বিভিন্ন প্রতিযোগীব দ্বন্দ্বই বা কি এসব জরুরী প্রণেব সঙ্গে বুজোয়া স্বার্থাধিত ব্যক্তিগত অধিকাবেব কোনো সম্পর্ক ছিল না।

মধ্যযুগেব সামাজিক বিদ্যাসেও অবশ্য নামোব সিদ্ধি নেই। তবে আপন অস্তিত্ব নিষে সামাজিক বিষয়ে অনিকেত উদ্বেগ বা উত্তুঙ্গ অভিলাষ থেকে মানুষ অনেকটা মুক্ত ছিল। নিবাপত্তাব প্রত্যয়ে ঐশ্বর্য ও দাবিদ্র্যেব ভেদে, প্রভু ও ভূমিদাসেব সম্পর্কে, গির্জা ও যাজকেব স্বার্থসেবায় নিশ্চয়ই অভাব বা শোষণমুক্তি ছিল না। দুর্দশাকে তখন মানুষ দুর্দেবেব সঙ্গে মিলিষে নেওয়ায় বিশ্বাস কবত। আব ভাগ্যেব ব্যাখ্যায় সে যুগেব ধর্মাশ্রিত অবলম্বনসমূহে সমষ্টিগত অস্তিত্ত্বেব আদর্শই মৌল, কাবণ আধুনিক অর্থে ব্যক্তি বা তাব বিচ্ছিন্নতাৰ তাৎপৰ্য মধ্যযুগেব চৈতন্ত ও অর্থনৈতিক, সামাজিক ইয়ত্তাব মধ্যে ছিল না। ব্যক্তি ও সমাজে সংহত মানবিক আদর্শেব সূত্র অ্যাকোইনাস প্রকৃতি ও মানুষেব সাবমর্মে আবোপ কবেছিলেন। বস্ত্ত ও মনেব মধ্যে স্তববিভক্তি বিচ্ছেদে পৰ্যবসিত না কবে চৈতন্ত ও ইন্দিয়ানুভূতিব সমন্বয়বাদী চিন্তা অ্যাকোইনাসেব বৈশিষ্ট্য। জ্ঞান মানুষেব শাবীবিক পবিস্থিতিব অভিজ্ঞ উচ্চতব ব্যঞ্জন। কি দেখছি তা জ্ঞানাব আগেও আমরা শুধু দেখি, আব দৃশ্য ও দর্শকেব যুগপৎ বাস্তবতাৰ দকুন দর্শনেব প্রক্ৰিয়াষ তন্ময়তা ও মনন্যতাৰ মধ্যে ভেদ টানা অসিদ্ধ। জীবনেব সাবাবণ অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা বা তাতেব দেহজ উৎস সম্বন্ধে অ্যাকোইনাসেব কোনো অবজ্ঞা ছিল না এবং আত্মা ও শরীবেব মধ্যে প্লেটনিক দ্বিধাও তিনি বর্জন কবেছিলেন। টমিস্ট অন্বেষেব সামাজিক, অর্থনৈতিক নির্দেশেব মধ্যযুগীয় সীমাষ ক্যাথলিক ডগমাৰ উৰ্ধে তাব আবেদন ঐতিহাসিক বাজনৈতিক কাবণেই অস্পষ্ট থেকে যায়। তবু অ্যাকোইনাসেব পর মার্কসেব পূর্বে আব কোনো দার্শনিক প্রকৃতি ও জীবন, দেহ ও মন, ব্যক্তি ও সমষ্টিব সান্নিধ্যবিচাবে অধুৰূপ বাস্তবানুগ সমগ্রতাবোধেব পবিচয় দেন নি। মধ্যযুগেব ভাঙ্গনেব সময় থেকে প্রকৃতিব যান্ত্রিকতা এবং

মানব মনৈব স্বাধিকাৰ ও স্বয়ংসম্পূৰ্ণতা প্ৰমানে দাৰ্শনিক তৎপৰতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এবম্বিধ বিচ্ছেদ ও স্বাধীনতাবোধেই আৰাব পৰ্বোক্ষে প্ৰাকৃতিক শক্তিৰ ওপৰ মানবিক কৰ্তৃত্ববিস্তাৰেব নতুন সূচনা। বৈজ্ঞানিক সূচনায় জ্ঞানেব আপেক্ষিক অগ্ৰগতি ঐ বিচ্ছেদেব তাত্বিক অবলম্বন। কিন্তু প্ৰকৃত বিকাশ আপেক্ষিক হলেও তাব বিবাট সম্ভাবনাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতে, ঐতিহাসিক শ্ৰেণীস্বৰ্ণেব অগ্ৰোৎসাবী চিন্তা ও কৰ্মেব সংঘাতে অ্যাকোইনাসেব উদ্দেশ্য ও সাবমৰ্মেব স্থানু শৃঙ্খলা ভেদে যায়।

পৰেব ইতিহাস এক বিবাট পৰিবৰ্তনেব যুগ। তাব উপযোগী প্ৰশ্ন ও উত্তবে নতুন কৰ্মজ্ঞান ও সমাজগঠনেব প্ৰতিশ্ৰুতি। প্ৰকৃতিব লীলায় কেবল মানবিক উদ্দেশ্য ও আবেগবৈচিত্ৰ্য আৰোপেব ঐক্যসন্ধানী সাদৃশ্যতত্ত্ব পদাৰ্থেব গতিপ্ৰকৃতি বিষয়ে কাৰ্য্যকৰ জ্ঞানার্জনে বাধা সৃষ্টি কৰেছিল। উদ্দেশ্য আৰোপেব প্ৰক্ৰিয়া উৎপাদন শক্তিৰ প্ৰান্তন সীমায় মধ্যযুগীয় বিশ্ববীক্ষাৰ অপৰিহাৰ্য অঙ্ক। উঠতি শ্ৰেণীৰ কৰ্মধাৰায়, তাব বিকাশেব প্ৰয়োজনে প্ৰকৃতি ও বিশ্বজয়েব তাগিদে, প্ৰকৃতিকে নবকল্পতা প্ৰদান বা পুৰুষাৰ্থে বিধিব বাধনেব অতিপ্ৰাকৃত শুদ্ধতাৰ আদৰ্শে সম্ভষ্ট থাকা অসম্ভব। দেকাৰ্ত-এ যে যুক্তিব সূচনা, নিউটনেব নিয়মেব বাজয়ে তাব বিকাশ প্ৰচণ্ড সাফল্যেব সক্ষমতা এনে দেয়। বিশ্ববীক্ষা তখন যেন সংযোগবৰ্জিত তিনটি প্ৰকোষ্ঠে বিদীৰ্ণ। পদাৰ্থজগতেব গতিপ্ৰকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান গণিতসিদ্ধ পৰিমাপ ও প্ৰযোগেব অল্পকূল, "The whole of nature became a scene pushes and pulls, of cogs and levers, of motions of parts or elements to which the formulae of movements produced by well-known machines were directly applicable." (Randall, Making of the Modern Mind, p 239). কিন্তু বস্তুব জৈব অভিব্যক্তিৰ ব্যাখ্যা তখনও অজ্ঞাত প্ৰাণসূত্ৰেব বহুশ্রমযতায় আচ্ছন্ন। আৰ মানব অস্তিত্বেব বিশ্লেষণ আদৰ্শ নিকপণ পদাৰ্থ ও পৰমাৰ্থেব দ্বিধায়, যাত্ৰিক জড়বাদ ও সামাজিক জীবনে পৰমাণু-সদৃশ স্বয়ম্ভু স্বাধীনতাৰ দোটানায অসম্পূৰ্ণ।

নিউটনীয় পদাৰ্থবিজ্ঞায় বস্তুব খণ্ডিত স্বাধীন সত্তা সম্বন্ধে প্ৰত্যয় সামাজিক জীবনেও বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিস্বাৰ্থেব আদৰ্শগত তাৎপৰ্য বিসৰণেব অল্পকূল। বস্তু বিবৰ্তনেব বিভিন্ন স্তবে সম্বন্ধে তৎকালীন জ্ঞানেব অভাবেই ঐ অসম্পূৰ্ণ

সমস্বয় উদ্ভব। বিজ্ঞানের আপেক্ষিক বিকাশ হইগ সভ্যতার শ্রেণীশৃঙ্খলায় সমাদৃত হয়েছিল, কাবণ অর্থনীতি ও বাজনীতি উভয়ক্ষেত্রেই যথাক্রমে উৎপাদন শক্তির বিস্তারে বলবিজ্ঞান প্রয়োগ ও ব্যক্তিস্বাধীনতার বুর্জোয়া তত্ত্ব ঐ বিকাশের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সংপৃক্ত। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে ভারউইনের যুগান্তকারী উদ্ভটন তত্ত্বও ভিক্টোরিয় ব্যবহারের সীমায় 'Ho Homini lupus' নীতির ভিত্তি কবাব কাজে লেগেছিল। তাই যে যুক্তিবাদ একদিকে উৎপাদনে নতুন আঙ্গিকের সহায়, সামাজিক জীবনের আদর্শে সেই যুক্তিবাদ নিঃস্ব শ্রমিক ও শিল্পপতির মধ্যে শোষণ-মূলক স্থিতির অন্তিমোদনেই নিঃশেষ। পুরুষার্থের যে দ্বন্দ্বময় চৈতন্য বেগেনাসের গোড়ার কথা, চাবশ বৎসবব্যাপী বিবার্ট পবিক্রমায় বুর্জোয়া আত্মপ্রতিষ্ঠার পব তাব শ্রেণীসাপেক্ষ স্বার্থপবতার রূপ প্রকট হয়ে দাঁড়ায়। চাব শতাব্দীর অতিবর্তনে ধনতন্ত্র বিশেষ স্তবে উপনীত হওয়ার ফলেই ঐ পবিগতি সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু পবিবর্তনের ধাবায় শিল্পবিপ্লবের সংযোগ কঠোবতা ও নির্মমতার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছিয়েছিল। সে যুগের হাউস-অফ কমন্সের প্রগতি মুখ্যত জমিতে সাধাবণ অধিকার উৎসাদন ও কৃষক উচ্ছেদের প্রয়োজন নির্বাহ কবেছিল। অতএব বুর্জোয়াসিব বিনশিত বিজয়ের পটে প্রকৃতধনবাদী এবং এনসাইক্লপিডিস্ট উভয় ধাবা থেকেই খানিকটা স্বতন্ত্রভাবে রুশো সম্ভবত উদাস্ত কৃষকের যন্ত্রণাজর্জব অস্তিত্ব ও মুক্তিপ্রবাসের সঙ্গে কাল্পনিক একাত্মীকবণের উদ্দেশ্যেই প্রাকৃত জীবনচর্চাব উৎকর্ষ প্রচাবে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু ধনতান্ত্রিক পবিবর্তনের আত্মপূর্বে বোমাটিক আন্দোলন প্রত্যর্থী আবেগ সত্ত্বেও বয়ঃসন্ধির প্রাথমিক যন্ত্রণায় উৎকীর্ণ, সত্ত্ববিচ্ছেদের আক্ষেপে খানিকটা বিমূঢ় ও বিশৃঙ্খল, ওবর্ডসওয়ার্থের প্রকৃতিতে গড়া সামাজিক ববাবত্বের শ্রেণীদ্বন্দ্বোত্তব সম্পূর্ণ আবেদনের সম্ভাবনা মনে বেখেই তা স্বীকার্য। উপযোগবাদের আদর্শে আবাব প্রতিবাদের লক্ষণও প্রায় নিশ্চিহ্ন। বণিক ও শোষনবৃত্তি পোষিত বুর্জোয়া শ্রেণী আদর্শে ব্যক্তিগত ভোগাষেষণের স্বযোগেই সামাজিক কল্যাণের পবাকাষ্ঠা। উপযোগবাদীবা মুখ্যত ঐ স্বার্থানুসন্ধানের প্রবৃত্তিকে আপাতযুক্তির শোভায় নাজিয়েছিলেন।

বুর্জোয়া বিকাশের অন্তর্দ্বন্দ্ব মার্কস স্পষ্ট কবলেন। বিজ্ঞানের প্রয়োগ ও উপলব্ধি যে বুর্জোয়া বাজত্রে শ্রেণীস্বার্থের অর্গলে ব্যাহত মার্কসীয় ইতিহাস

ব্যাখ্যা তা প্রমাণিত হ'ল। ধনতাত্ত্বিক উৎপাদন ব্যবস্থাব মানবিক অসম্পূৰ্ণতা শোষণমূলক উৎপাদন সম্পর্ক ও উৎপাদনে যন্ত্র ব্যবহাবেব বিশেষ বীতি উদ্ভবত বৰ্তমান। যন্ত্ৰেব ধনতাত্ত্বিক সংগঠন ও প্ৰয়োগেব মানবিক ফলাফল ১৮৩৫এ প্ৰকাশিত Philosophy of Manufactures এৰ জয়োল্লাসে স্বীকৃত। শ্ৰমিকেব ইচ্ছা বা দক্ষতাৰ ওপৰ নিৰ্ভৰতাৰ আৰ কোনো প্ৰয়োজন নেই, কাৰণ নতুন ব্যবস্থা হ'ল 'a vast automaton composed of various mechanical and intellectual organs, acting in uninterrupted concert subordinated to a self-regulated moving force!'<sup>১</sup> এই ব্যাপাবে মাৰ্কস লিখেছিলেন<sup>২</sup> যে পূৰ্বেব উৎপাদনবীতিতে প্ৰতিটি শ্ৰমিকেব স্বকীয়তাৰ ভূমিকা ছিল, কিন্তু শিল্পবিপ্লবোত্তৰ যান্ত্ৰিক গঠনে কাৰ্যিক শ্ৰম শুধু এক বাহ্যশক্তিৰ উপাদানমাত্ৰ। শ্ৰম বিভাগ ও নিয়োগেব সামাজিক প্ৰক্ৰিয়া সৰল সহযোগিতাব হ'ল হাবিষে প্ৰচণ্ড যন্ত্ৰপাদায়ক ভাঙ্গাগড়াব পৰ ফ্যাক্টিবিব বিকট চেহাৰা নেয়। উৎপাদনেব সমগ্ৰ কৰ্তৃত্ব থেকে খণ্ডিত শ্ৰমশক্তিৰ শোষণ নতুন ব্যবস্থাব লক্ষ্য। "হাতেব কাজ বা কাৰিগৰি শিল্পশালায় (manufacture) শ্ৰমিক যন্ত্ৰ ব্যবহাব কৰত, ফ্যাক্টিবিতে যন্ত্ৰ তাকে ব্যবহাব কৰে। সেখানে মানবিক শ্ৰমেৰ সহায় হাতিয়াবগুলিৰ গতিবিধি শ্ৰমিকেব নিৰ্দেশাধীন, এখানে যন্ত্ৰেব গতি শ্ৰমিককে অনুসৰণ কৰতে হয়। কাৰিগৰি কৰ্মশালায় শ্ৰমিক এক প্ৰাণবন্ত সংগঠনেব অংশ; শ্ৰমিককে উপেক্ষা কৰেই ফ্যাক্টিবিব প্ৰাণহীন যান্ত্ৰিকতা, তাৰ মধ্যে সে যেন শুধু ঐ ব্যবস্থাব এক জীৱিত কিন্তু উচ্ছিষ্ট অঙ্গ। (বাঁধা কুটিনেব বিবক্তিকৰ যান্ত্ৰিক পোৰ্নেপুস্ত্ৰে, একই ধবনেব কাজেব আবৃত্তি সীসিফাসেব শ্ৰমেব সন্দে তুলনীয়। শ্ৰমেব ভাব যেন পাখুৰে বোকাৰ মতো ক্লান্ত মজুৰেব ঘাড়ে সৰ্বদা বৰেছে—এঙ্গেলস)। ফ্যাক্টিবিব কাজে স্নায়ুৰ অবসাদ সৰ্বাধিক, মাংসপেশীৰ বহুবিধ সঞ্চালনেব কোনো প্ৰয়োজন নেই এবং শাৰীৰিক ও মানসিক শ্ৰমে স্বাধীনতাৰ শেষ কণাটুকু পৰ্যন্ত এতে অপহৃত। এমন কি কাৰ্যিক শ্ৰমেব কৰ্ম্মতিও এক যন্ত্ৰপাৰিশেষ, কাৰণ যন্ত্ৰ মজুৰকে কাজ থেকে মুক্তি দেয় না, কেবল কাজেৰ সজীৱ আকৰ্ষণ নষ্ট কৰে দেয়।" (Capital, vol I, p. 461-62). বুৰ্জোয়া ব্যবস্থায় শ্ৰেণীসমাজেৰ কাঠামোয় মানুহেব এই ক্ষতি

১ Studies in the Development of Capitalism—Maurice Dobb, P. 259

২ Capital, Vol I, chapter XV, P. 421, Modern Library Edition.

পূৰ্বেৰ কোনো অঙ্গীকাৰ নেই। জীৱনেৰ মূলকেন্দ্ৰ জীৱিকাজনে অৰুঁতাবিত  
 দেহ ও মনেৰ বিবোধ জীৱনযাত্ৰাৰ সৰ্বাঙ্গে, চিন্তাৰ সৌধে দৰ্শন, শিল্প-  
 সংস্কৃতিতে ছডিয়ে যাব। অধুনা পশ্চিম যুৰোপ ও আমেৰিকাৰ সমাজতাত্ত্বিক  
 গবেষণাতেও ঐ বিবোধেৰ সমস্তা সম্বন্ধে চৈতন্ত স্পষ্ট হছে। জীৱিকাৰ  
 অবলম্বন ও সংশ্লিষ্ট জীৱনবিজ্ঞাসে শ্ৰমিক, কেবাণী বা বিশেষজ্ঞ কোনো ক্ষেত্ৰেই  
 কায়িক শ্ৰম ও মননেৰ অঙ্গাঙ্গী সম্পৰ্ক না থাকায় মানবিক অস্তিত্ব অপ্ৰাকৃত  
 ভাবে খণ্ডিত হয়ে যায়। বৃহদাকাৰ শিল্পেৰ ধনতাত্ত্বিক ব্যবহায়, শ্ৰমবিভাগেৰ  
 — বহুবিভক্তিতে বিক্ষিপ্ত ব্যক্তিৰ সামাজিক পৰিস্থিতি সমকালীন বিবিধ  
 বৈজ্ঞানিক আলোচনাৰ বিষয়বস্তু। বীসমানেৰ নিঃসঙ্গ মানুষেৰ ভীড, বাইট-  
 মিলস-এব শাদা কলাব পৰিহিত কৰ্মীদেৰ বিডম্বনাময় জীৱনচিত্ৰ, আধুনিক  
 সমাজে ব্যক্তিৰ উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তাৰ ফ্ৰমকৃত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, গীডিয়নেৰ  
 স্থাপত্যতত্ত্ব, এবিকসনেৰ শিশুমনেৰ বিশ্লেষণে সাংস্কৃতিক নৃ-বিজ্ঞাৰ ব্যবহাব,  
 উবৰ্তনে জীৱনধৰ্মী ডিজাইনেৰ প্ৰযোজন নিৰ্ণয়ে ত্ৰয়েট্টাব আলোচনা অল্লৰূপ  
 অবহিতিৰ কয়েকটি নিদৰ্শন। অবশ্য এ সব গবেষণাৰ সবক্ষেত্ৰে ফ্যেয়ৰবাথ  
 সম্পৰ্কিত একাদশ খীসিসে মাৰ্কসেৰ মূল্যবান নিৰ্দেশ অঙ্গীকৃত নয়। ফলে সমাজ-  
 তাত্ত্বিক বিশ্লেষণেৰ তীক্ষ্ণ মানবিকতা সত্ত্বেও প্ৰস্তাবিত সমাধান অনেক সময়ে  
 বাজনৈতিক, অৰ্থ-নৈতিক অনবধানতাৰ দৰুন অসম্পূৰ্ণ থেকে যায়। অৰ্থ-  
 নীতিৰ স্ত্ৰে শ্ৰেণীৱন্দেব আপেক্ষিকতায় উৎপাদন শক্তি ও সম্পৰ্কেৰ  
 পৰিবৰ্তমান সংহতিৰ তত্ত্বে মাৰ্কস সামাজিক মানুষ ও প্ৰকৃতিৰ মধ্যে সক্ৰিয়  
 সংযোগ ও সৃষ্টি এবং তাৰ শ্ৰেণীৱন্দোত্তৰ মানবিক আদৰ্শেৰ নিৰ্দেশ  
 দিয়েছিলেন। বুৰ্জোয়া সমাজে খণ্ডিত মানবসত্তাৰ পুনৰ্ৰোধনায় মধ্যযুগে  
 প্ৰত্যাবৰ্তনেৰ সিদ্ধান্ত অবাস্তব। বিজ্ঞানেৰ অগ্ৰগতি বুৰ্জোয়া ব্যবহাবেৰ  
 মুনাকানিৰ্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ না বেখে শ্ৰেণীহীন সমাজে তাৰ ব্যাপকতম  
 প্ৰয়োগেই মানুষেৰ সামাজিক ও প্ৰাকৃতিক সম্বন্ধেৰ সম্ভাবনা নিহিত।  
 ষোড়শ শতাব্দীৰ প্ৰথম পঞ্চাশ বৎসবেৰ বৈজ্ঞানিক অগ্ৰগতিৰ পৰ নিশ্চয়ই  
 পৰমাণুৰ স্বয়ম্ভু স্বাধীনতাৰ পৰিবৰ্তে বস্তুবিবৰ্তনেৰ সৰ্বস্তবে এক ও বহু  
 দ্বান্দিৰ সমবায় নীতি অধিকতৰ গ্ৰহণীয় এবং বিভিন্ন স্তবেৰ মধ্যে যোগাযোগ  
 সমন্বিত বিশ্ববীক্ষাৰ প্ৰশ্নও যথেষ্ট তাৎপৰ্য লাভ কবছে।

শিল্পবিপ্লবেৰ ফলে ব্যক্তি, সমাজ ও প্ৰকৃতিৰ সম্পৰ্কে অনিবাৰ্য পৰিক্ৰমা  
 বৰ্তমান সোভিয়েট জিজ্ঞাসাৰ আলোচনাতেও স্মৰ্তব্য। বুৰ্জোয়া শোষণেৰ



১ অবসান হলেও, শিল্পবিপ্লবেৰ ব্যাপক অনুবৰ্তনে উৎপাদন পদ্ধতিতে বিবাৰ্ট  
 পৰিবৰ্তন, গতকবা সন্তৰ আশি জন গ্ৰামবাসী জীৱনে সন্নিবদ্ধ চাৰী মানুহেৰ  
 দেশে ব্যক্তি ও সমাজেৰ সম্পৰ্কে যে কি বিপুল আলোডন সৃষ্টি কৰে তা  
 অবশ্য বিবেচ্য। সমাজতন্ত্ৰে সাৰ্থকতৰ মানবিক অৱশ্যেৰ ঐতিহাসিক সম্ভাবনা  
 শিল্পবিপ্লবে উৎপাদন শক্তি ও সামাজিক, বাষ্ট্ৰনৈতিক বিকাশেৰ পৰেৰ  
 পৰ্যায়েই মাৰ্কস নিৰ্দেশ কৰেছিলেন। কৃশ ধনতন্ত্ৰেৰ বিশেষ ধাবাৰ শেষণেৰ  
 কৰ্ম্মতি না থাকলেও উৎপাদনেৰ উপাদানগুলিৰ প্ৰসাৰ ও উন্নতি ছিল  
 সদাব্যাহত। ফলে কৃশিয়ায় প্ৰথম সমাজতান্ত্ৰিক বাষ্ট্ৰকে প্ৰায় শিল্পবিপ্লবেৰ  
 প্ৰাবন্তিক পৰ্যায় থেকেই অৰ্থ-নৈতিক কাৰ্য্যক্ৰমেৰ গুৰু দায়িত্ব নিতে হয়।  
 মাৰ্কসীয় ইতিহাসতন্ত্ৰে কোনো সূত্ৰেৰ স্থান কাল নিৰ্বিশেষে প্ৰয়োগেৰ সমৰ্থন  
 নেই। তাই কৃশিয়াৰ বিশেষ পৰিস্থিতিতে একাটি দেশে সমাজতন্ত্ৰেৰ সম্ভাবনা  
 উপেক্ষা কৰে ধনতন্ত্ৰে প্ৰত্যাবৰ্তন বা চিৰস্থায়ী বিপ্লবেৰ অনুগামী হওয়াৰ  
 কোনো ইঙ্গিত নিশ্চয়ই মাৰ্কসবাদে নেই। আবার সমাজতান্ত্ৰিক কৃশিয়াৰ  
 বিশেষ সমস্তাৰ প্ৰচণ্ডতাৰ সমাজতন্ত্ৰেৰ মানবিক আদৰ্শ এখনও সেখানে  
 সম্পূৰ্ণ ৰূপ পায় নি। সামাজিক উৎপাদনেৰ প্ৰকৃতি ও পৰিমাণ প্ৰাচুৰ্যেৰ এক  
 বিশেষ স্তৰে উপনীত হওয়াৰ পূৰ্বে শ্ৰেণীশোষণমুক্ত বাষ্ট্ৰেও ব্যক্তি ও সমাজেৰ  
 মানবিক সংগতি উৎপাদন ব্যবস্থা সাপেক্ষ হতে বাধ্য। টেকনিক, প্ৰাকৃতিক  
 সম্ভাব এবং শ্ৰমেৰ সামাজিক ব্যবহাবেৰ যে নতুন বাতি শিল্পবিপ্লবেৰ  
 গোড়ার কথা তাৰ প্ৰবৰ্তন ও দ্ৰুত প্ৰগতিৰ নিমিত্তে বিভিন্ন ব্যক্তিৰ মধ্যে  
 যোগ্যতা ভেদে বৈষম্য স্বীকাৰ সোভিয়েট সমাজতন্ত্ৰেও অনিবাৰ্য। প্ৰথম  
 পৰ্যায়েৰ সমাজতান্ত্ৰিক ব্যবস্থাতে সমাধিকাৰেৰ কয়েকটি সীমা উৎপাদন  
 শক্তিৰ আপেক্ষিক বিকাশেৰ সত্যে নিহিত। গটা প্ৰোগ্ৰাম আলোচনায়  
 মাৰ্কস তাৰ উল্লেখ কৰেছিলেন। কৃশ ধনতন্ত্ৰেৰ অনুন্নত ভূমিকাৰ ফলে সে  
 দেশে সমাজতন্ত্ৰেৰ ঐ প্ৰাথমিক সীমাৰ বন্ধন আৰও জটিল ছিল। এবাধিধ  
 বন্ধনেৰ মধ্যে সমাজতন্ত্ৰ ও প্ৰতিযোগিতা, আদেশ, দায়িত্ব ও স্বাধীনতাৰ  
 আদৰ্শগত ভাবসাম্য বজাৰ বাখাৰ জন্ত প্ৰতিনিয়ত সৰ্বব্যাপী আত্মসচেতন  
 মনোনিবেশ প্ৰয়োজন। গত ত্ৰিশ বছৰেৰ সোভিয়েট বিকাশে, ঐতিহাসিক  
 কাৰণেই, দ্ৰুত শিল্পোন্নয়নেৰ প্ৰয়োজন সিদ্ধিকে যাবতীয় কাৰ্য্যক্ৰমে অগ্ৰাধিকাৰ  
 দিতে হয়েছে। তাৰ ফলে নানা জটিলতাৰ মধ্যে সামাজিক ও বাজ্জনৈতিক  
 জীৱনেৰ অত্যাশ অনুৰূপ দ্বাবাষিত শিল্পবিপ্লবেৰ আত্যন্তিক যুক্তিতেই পৰি-

চালিত হয়েছে, সর্বস্তবেব আদৰ্শগত অবহিতি ও তৎপৰতা সমগতিসম্পন্ন হয় নি। আমলাতন্ত্ৰ, বাণ্ঠীয় গোয়েন্দাবিভাগেব অতিসন্দিগ্ধ কঠোৰতা, বা গণ-তান্ত্ৰিক কেন্দ্ৰিকতাৰ আদৰ্শ থেকে বিচ্যুতিৰ যে সব দৃষ্টান্ত আজ আলোচিত তাৰ বিচাবে অভূতপূৰ্ব বেগে অৰ্থ-নৈতিক ৰূপান্তৰ এবং ঐ পৰিবৰ্তনে বহুলাংশে গ্ৰামীন সমাজেব মানুহেব বৈপ্লবিক অভিযোজনকাৰক বিবাট, জটিল ও কষ্টসাধ্য প্ৰক্ৰিয়া নজবে বাখা কৰ্তব্য। আন্তৰ্জাতিক ধনতন্ত্ৰেব আক্ৰমণাত্মক পৰিবেষ্টন, দেশেব মध्ये ও বাইবে নানা চক্ৰান্ত বচনা, সমস্তাব জটিলতা বহুগুণে বৃদ্ধি কৰেছিল। মধ্যযুগীয় অৰ্থ-নৈতিক আঙ্গিকেব পৰিবৰ্তন প্ৰগতিৰ পক্ষে অপৰিহাৰ্য। বৈষয়িক উন্নতিৰ বিবাট সম্ভাবনা উন্মোচনে সমাজ বিবৰ্তনেব পৰিপ্ৰেক্ষিত পাল্টিয়ে বায, ব্যক্তি ও সমাজেব সম্পূৰ্ণতৰ সংহতিৰ বাস্তব ভিত্তিৰ বচনা শুক হয়। আবার পুৰুষাৰ্থেব নবলব্ধ আত্মপ্ৰত্যয়ে, ব্যক্তিগত কৃতকাৰ্যতাৰ প্ৰাক্তন বন্ধনগুলিৰ অবসানে, স্বকীয়তা ও স্বাধিকাৰেব দ্বন্দ্ব ব্যষ্টি ও সমষ্টিৰ সামাজিক সংগতিতে সম্ভাব্য বিচ্ছেদেব জটিলতা বাডিয়ে দেয়। এই উভবনী পৰিস্থিতিৰ উপমা বোধ হয় আধুনিক মনস্তত্ত্বেব সেই সিদ্ধান্তে যে পৰিপূৰ্ণ বিকাশেব প্ৰয়োজনে মায়েব ওপৰ একান্ত নিৰ্ভৰতাৰ শৈশব প্ৰবৃত্তিতে ছেদ টানা দবকাব। ‘মাক্সিম গোর্কিৰ ছেলেবেলা’ চলচ্চিত্ৰেব প্ৰতীকবিহ্বাসে<sup>১</sup> কণ বিবৰ্তনেব দ্বন্দ্ব অল্পৰূপ অৰ্থময়তায় উদ্ভাসিত—বুড়ীঠাকুমাৰ অমৰ আকৰ্ষণেব চিবন্তনী মায়াব সঙ্কে কালধৰ্মেব দ্বন্দ্ব, বিপুল, বিদেশী, বিশ্বে গোর্কিৰ প্ৰতিবাদী অন্বেষণেব অপবাজিত প্ৰত্যয়ে। প্ৰকৃতি, সমাজ ও মানুহেব সন্নিবৰ্জনিত আদিমতম মানবিক ঐক্যবোধেব বিদাবণে, শিল্পবিপ্লব ব্যক্তিৰ স্বকীয়তা ও সাফল্যেব অভূতপূৰ্ব স্বাধীনতায় সামাজিক সদগতিৰ নতুন আদৰ্শ প্ৰতিষ্ঠা কৰে। বুৰ্জোয়া সমাজে অধিকাৰ ও কৃতকাৰ্যতাৰ স্ত্ৰযোগ শ্ৰেণীশেষণে আবদ্ধ। ফলে সেখানে পুৰুষাৰ্থ পণ্যেব তাড়নায় পবাজিত এবং কেবল

শোষিত শ্ৰেণীৰ প্ৰতিবাদে মানবিক উপক্ৰান্তিৰ লক্ষণ দেখা বায। সমাজতন্ত্ৰে শোষণমুক্তিৰ আদৰ্শ দৃঢ়প্ৰতিষ্ঠ বলেই শিল্পবিপ্লবেব ঘটনাপৰম্পৰায় অনিবাৰিত বিবোধ ও মানবিক বিচ্যুতি সম্বন্ধে প্ৰথম অবহিতিৰ নিদৰ্শন দেখা গেল বিংশতি কংগ্ৰেছেব যুগান্তকাৰী আত্মসমালোচনা ও কাৰ্যক্ৰমে। কাৰ্যিক

<sup>১</sup> The Legend of Maxim Gorky's Youth ( Childhood and Society, Erik Erikson, p. 316-58 )

শ্রম ও বুদ্ধিগত কাজের মধ্যে ভেদবুদ্ধি অপসারণের সাম্প্রতিক সোভিয়েট কর্মধারা এবং সর্বস্তরের কর্মায়িত শিক্ষার আদর্শ সমাজতন্ত্রের উচ্চতর স্তরের সম্ভাবনায় অঙ্গীকৃত। কেবল শ্রেণীহীন সমাজে বিজ্ঞানের নিবর্ভিন্ন অগ্রগতিতে কায়িক ও মানসিক শ্রমের মধ্যে ব্যত্যয় লোপ পাওয়ার পথ সামাজিক শ্রমবিভাগের আদর্শ নতুন মানবিক তাৎপর্য লাভ করতে পারে। এঙ্গেলসের কথায়, "The Division of labour already undermined by machine system \* \* will completely disappear. The young folk as they pass through the schools will be taught the whole system of production as part of their education \* they will no longer as today, be one-sided in their development (Principles of Communism). শিল্পবিপ্লবের প্রাথমিক স্তর অতিক্রান্ত হওয়ার পথ আজ মনে হয় সোভিয়েট প্রগতি সেই সমন্বয়ের সূচনায় এসে দাঁড়িয়েছে। যন্ত্রের জটিল ও স্থায়ী বিকাশে, যন্ত্রবিষয়ক জ্ঞান ও তাব প্রয়োগের গভীরতর মানবিক আত্মীকরণে, নব্য যন্ত্রবিপ্লবের স্বয়ংক্রিয়তা পৰিপ্রেক্ষিতে, অদক্ষ, অশিক্ষিত শ্রম ও মননকর্মের খণ্ডিত ভূমিকার পৰিবর্তনে শ্রমের আনন্দ ও নিশ্চয়ই তাব সেই হাবিষে যাওয়া প্রাণময় সমগ্রতা পুৰোপুৰি ফিরে পাৰে।

গ্রাম ও শহরের বিচ্ছেদেই কায়িক ও মানসিক শ্রমের মধ্যে বিভাগের সব চাইতে বড় পৰিচয়, মার্কসের ঐ স্বৰ্ণীয় উক্তিৰ তাৎপর্য অলুধাবনেই সাম্প্রতিক সোভিয়েট পৰিকল্পনায় আঞ্চলিক কার্যক্রমের গুৰুত্ব বিচার্য। ১৯৫০-৫১ সালেই গ্রাম ও শহরের জীবনযাত্রার মানে বৈষম্য লোপ কবাব প্রতি প্রাধাত্য দেওয়া হয়েছিল। বিংশতি কংগ্রেসের সমস্ত অর্থনৈতিক আলোচনায় নতুন দৃষ্টিভঙ্গী উল্লেখযোগ্য।' কেন্দ্রোৎসাহি সিদ্ধান্তে পৰিচালিত শিল্পায়নের পুৰোনো প্রথাব দিন আব নেই। কি উপায়ে প্রাক্তন প্রতিষ্ঠান ও বীতির পৰিবর্তে নতুন ব্যবস্থাব প্রবর্তন কবা যায় তাই মূল অবধার্দ সমস্যা। ১৯৫৭ব জুলাইতে সাবা সোভিয়েট ইউনিয়নে ১০৫টি আঞ্চলিক আর্থ কাউন্সিলের কর্মভাব গ্রহণে নতুন আদর্শানুযায়ী পৰিচালনা গুৰু হয়েছ। পঁচিশটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদপ্তর তুলে দেওয়ায় শিল্পজাত উৎপাদনের শতকবা পঁচাত্তর ভাগ এখন আঞ্চলিক নিয়ন্ত্রণের অন্তর্গত। ১৯৬০ সালের মধ্যে কয়লা

১ Economic Aspects of the XX Congress—R. W. Davies, Soviet Studies, Vol VIII, No 2, P 172-64

ও বৈদ্যুতিক শক্তির ক্ষেত্রে জাতীয় উৎপাদনের প্রায় অর্ধেক সাইবেবিয়া ও  
স্বদূর প্রাচ্যে প্রাপ্ত হবে। উবাল, সাইবেবিয়া ও কাজাকস্তানের ফসল  
উৎপাদন ইউক্রেনের দ্বিগুণ কবা বর্তমান পবিকল্পনার অগ্রতম উদ্দেশ্য। 'ষষ্ঠ  
পঞ্চবার্ষিক পবিকল্পনা' নতুন বিনিয়োগের অর্ধেকেরও বেশী পূর্বাঞ্চলের  
দেশগুলিতে নির্দিষ্ট। ক্রুশ্চেভ বিপোর্টে স্পষ্ট যে আঞ্চলিক পবিকল্পনার  
প্রয়োজন কেবল পুবোনো ব্যবস্থার কয়েকটি ক্রটিবিচ্যুতিতে অল্পভূত নয়, গ্রাম  
ও শহরে অগ্রোক্ত সন্নিবদ্ধ অর্থনৈতিক পবিকল্পনা সর্বস্তরে নতুন উত্তম সৃষ্টি  
এবং পবিকল্পিত জীবনের স্বদূরবিস্তারী পবিপ্রেক্ষিত প্রতীয়মান কবে তোলাই  
তাব আগন্তু উদ্দেশ্য।

সমাজতন্ত্র বিশ্বশক্তিতে পবিগতি পাওয়ার পব আজ অর্থনৈতিক  
পবিকল্পনার প্রকরণে বিভিন্ন অল্পন্নত দেশে দ্রুত শিল্পায়নের যুক্তির সঙ্গে  
অগ্রোক্ত মানবিক অল্পন্নদের সম্পূর্ণতর সহযোগ সম্ভব। পূর্ব যুবোপের কয়েকটি  
দেশে এই সত্যের অবহিতি খানিকটা বিলম্বিত হওয়াতেই নানা অশান্তির  
উদ্ভব; সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত তাব সহযোগ গ্রহণ কবতে ছাড়ে নি। সোভিয়েট  
গণতন্ত্রের আত্মসমালোচনা ও নতুন কার্যক্রমেব প্রসঙ্গে বিভিন্ন দেশে জাতীয়  
বৈশিষ্ট্য অল্পন্নায়ী সমাজতান্ত্রিক পথনির্দেশের প্রয়োজন এবং তাব তাৎপর্য  
বোঝা যায়। রুশ বিকাশের সব লক্ষণ ও প্রক্রিয়া যে কোনো দেশের  
সমাজতান্ত্রিক পবিক্রমায় অপবিহার্য মনে কবাব কাবণ নেই। চীনের বিপ্লব  
ও বিপ্লবোত্তর নির্মাণ উভয়তঃ তাব প্রমাণ ইতিমধ্যে আমবা পেয়েছি।  
শিল্পবিপ্লবের দায়গ্রস্ত সামাজিক উপপ্লবে নেতিবাচক সম্ভাবনাগুলির বিকল্পে  
প্রথম থেকেই চীনদেশে অধিকতর তৎপবতা - লক্ষ্যণীয়। চীনদেশে কৃষি-  
বিপ্লবের বিশিষ্ট পবিবেশ ও প্রগতি, আঞ্চলিক পবিকল্পনার গুরুত্ব অবধাবণ,  
শিল্প উৎপাদনের কাঠামোয় বৃহৎ, মধ্যম ও ক্ষুদ্রাকাব সংস্থার স্তবভেদজনিত  
স্থিতি এবং প্রগতির প্রতি পদক্ষেপে আত্মশুদ্ধি ও সংশোধনের প্রয়োজন  
উপলদ্ধিতে বিশিষ্ট অবহিতির পবিচয় দ্রষ্টব্য। মার্কস কথিত 'প্রকৃষ্টতম সহযোগ'  
সোভিয়েট ইউনিয়ন পায় নি। কিন্তু সোভিয়েটের অপবাজিত অস্তিত্বের বলেই  
বিশ্বের বহু বাষ্ট্রের সম্মুখে, বিশেষত ধনতান্ত্রিক পরিবর্তনের পূর্ণতাবিহীন  
এশিয়ায় 'প্রকৃষ্টতম যুগের' তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে উঠছে। কশ ধনতন্ত্রের বিশেষ  
ধাবায় নাবোদিজমের প্রতি লেনিনের দৃষ্টিকোণ ঔপনিবেশিক অর্থনীতি ও  
বাজনীতির পটভূমিতে কৃষকের প্রতিবাদী আদর্শায়িত কল্পবাজ্যের নানা

অভিব্যক্তি বিচাবে যথাযথ না হওয়াই স্বাভাবিক। ‘চীনদেশে নাবোদিজম ও গণতন্ত্র’ বা ‘কল্পরাজ্যের দুই রূপ’ (Two Utopias, Selected Works, vol II, p. 556, Moscow ed.) নামক প্রবন্ধগুলিতে স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গীক প্রয়োজন লেনিন মেনেছিলেন। সেই প্রবন্ধগুলির মূলতত্ত্ব সমকালীন সোভিয়েট আলোচনাতেও স্বীকৃত,<sup>১</sup> “লেনিন বলেছিলেন যে উচ্চস্তরের আর্থনৈতিক বিকাশে সমৃদ্ধ সমাজতান্ত্রিক বাস্তবগুলির অস্তিত্ব সফল হলে প্রাচ্যেব অল্পমত দেশগুলি ধনতান্ত্রিক পর্যায়েব আবশ্যকতা থেকে অব্যাহতি লাভ কবে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের নতুন পথ ও রূপ খুঁজে পাবে। প্রাচ্যেব বহু দেশেই আমবা এখন সেই পথের অল্পসন্ধান দেখতে পাই। স্বভাবতই বিশ্বের প্রগতিশীল শক্তিসমূহ অল্পকপ অল্পসন্ধানের প্রতি সহায়ভূতিসম্পন্ন। সমাজতন্ত্রের বিশ্বশক্তিরূপে আবির্ভাবের পব নতুন ঐতিহাসিক পবিস্থিতিতে প্রাচ্যদেশসমূহে নাবদনিক ও উটোপীয় সমাজতন্ত্রের নানারূপে প্রকাশিত সমাজতান্ত্রিক আকাজ্জাব বহুব্যাপ্ত অভিব্যক্তিগুলির প্রতি মার্কসবাদীদের মনোভাব না বদলে পাবে না। আমাদের কালে অল্পকপ আগ্রহান্বিত ধাবা প্রায়শঃ ধনতন্ত্রের ভগ্নদশার লক্ষণ এবং বিশেষ পবিস্থিতিতে তা প্রগতিশীল সিদ্ধান্তে উদ্ভিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী এবং পবিবর্তনের বিশিষ্ট আধাব হতে পাবে।” লেনিন নির্দিষ্ট যে মুখ্য সত্যের অল্পসন্ধানী রূপান্তরে চীনেব বিবাট সাকল্য তা কি ভাবতবর্ষের প্রগতি আন্দোলনের কথায় ও কর্মে আজও যথেষ্ট গুরুত্ব দাবি কবে না? “এশিয়ায় যে বুর্জোয়াসি এখনও ঐতিহাসিক প্রগতিবিশিষ্ট কর্ম সম্পাদনে সক্ষম, কৃষকই তাব মুখ্য প্রতিনিধি বা প্রধান সামাজিক অবলম্বন।” (Democracy and Narodism in China, Selected works, Vol IV, p 307, Lawrence & Wishart) না হলে কেবল কলকাতা, বোম্বাই বা আমলাব স্বর্গ দিল্লীতে প্রগতির উৎস অল্পসন্ধানে প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দোহুল্যমান নেহরুর পবিস্থিতিতে বিমূঢ় হয়েই ক্ষান্তি মানতে হবে। বিশ্ববাজনীতিতে প্রগতিশীল কূটনীতিব সত্যভাস বাবম্বাব শুধু বিব্রত কববে। এই পবিস্থিতি আব বেশিদিন না চলাই সঙ্গত, কাবণ শতকবা দু’জন মজুবেব দেশে অবশিষ্ট শ্রমশক্তিব সামাজিক রূপ, তাব বিশিষ্ট সমস্তা দীর্ঘদিন উপেক্ষা কবলে শ্রেণীসংগ্রামের নেতৃত্বেই ইতি ঘটবাব সম্ভাবনা। তখন কেবল বাবু

<sup>১</sup> Semyonov, Kommunist, No 12, December, 1956 (The Current Digest or the Soviet Press, vol IX, No 10.)

মহলের বিধা সম্বল কবে বিপ্লব বা নির্বাচন কোনো পথেবই বিশেষ তাৎপৰ্য থাকাৰে না। সাড়ে পাঁচ লাখ গ্ৰামে বিপুল সংখ্যক দেশবাসীৰ জীবনসমস্তা থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো পবিকল্পনায় লোহ, বিদ্যুৎ বা যন্ত্ৰনিৰ্মাণেৰ স্বপ্নও তো খাপছাড়া অক্ষম প্ৰতিশ্ৰুতিতে পৰ্ববসিত হৰে। শান্তিপূৰ্ণ ৰূপান্তৰেৰ যে সম্ভাবনা বিংশতি কংগ্ৰেছে স্বীকৃত তা মুখ্যত প্ৰতিদেশে শ্ৰমজীবী জনসাধাৰণেৰ সঙ্কে সাম্যবাদী আন্দোলনেৰ ব্যাপকতম আত্মীকৰণেৰ আদৰ্শেৰ সঙ্কে জড়িত; কেবল নিৰ্বাচনবীতিকে সিদ্ধিদাতা জ্ঞানে বুৰ্জোয়া উদাবৰ্তনতিক বিশ্বাসেৰ প্ৰতি সমৰ্থনেৰ কোনো ইঙ্গিত সোভিয়েট আত্মসমালোচনায় নহে।

সোভিয়েট কৰ্মস্থচিব সাম্প্ৰতিক গতিপ্ৰকৃতি বিবেচনা কৰেই বোকা দৰকাৰ যে ব্যক্তিপূজা সমালোচনা ও সমাজতাত্ত্বিক স্বাধীনতাৰ বিংশতি কংগ্ৰেসোত্তৰ অভিযানে সৰ্বহাৰাৰ একনায়কত্বেৰ তুলনায় বুৰ্জোয়া উদাব-নীতিৰ উৎকৰ্ষ প্ৰমাণিত হয় না। নেতৃত্বেৰ অবনয়ন সৰ্বহাৰাৰ একনায়কত্বেৰ সঙ্কে কাৰ্যকাৰণে যুক্ত নয়। স্ট্যালিনেৰ নেতৃত্বে বিচ্যুতি সমস্তাৰ চৰম দৃষ্টান্ত-ৰূপে প্ৰতিপাত্ত হলেও সামাজিক প্ৰশ্নেৰ সমগ্ৰতাতেই তা বিচাৰ্য। না হলে পৰাক্ৰান্ত নায়কেৰ স্বেচ্ছাচাবে কাৰ্যকাৰণ আৰোপ ব্যক্তিপূজাৰ নামান্তৰ হয়ে দাঁডায়। ব্যক্তিবাদেৰ যে দাৰ্শনিক তত্ত্ব বুৰ্জোয়া উদাবৰ্তনীতিৰ মূলহুত্ৰ সোভিয়েট ব্যক্তিপূজাৰ সমালোচনা তাৰই বিৰুদ্ধে প্ৰযোজ্য। প্ৰয়োজনেৰ স্বীকৃতি ও সাধনে স্বাধীনতাৰ সংজ্ঞা। সমাজতাত্ত্বিক ব্যবস্থায় প্ৰয়োজন নিৰ্ণয়ে শ্ৰমজীবী মানুষেৰ স্বাৰ্থাধিত নামাজিক সমগ্ৰতাকে অগ্ৰাধিকাৰ দেওয়া হয়। ব্যক্তিপূজাৰ উন্মার্গে সামাজিক স্বাৰ্থেৰ অগ্ৰাধিকাৰ নীতি নিবৰ্তিত, তাই ব্যক্তি বা গোষ্ঠীৰ সামাজিক দায়িত্বহীনতা সোভিয়েট সমালোচনাৰ মূলকেন্দ্ৰ। সামাজিক আদৰ্শ ও কল্যাণেৰ ভাব কোনো অদৃশ্য হস্তে অৰ্পণ কৰে ব্যক্তিগত সম্ভোগ বা অধিকাৰেৰ গৃধ্ৰু যুক্তি সোভিয়েট সমস্তাৰ নিৰূপণ বা সমাধানেৰ বিশিষ্ট প্ৰয়াসে কোনো সমৰ্থন পায় নি। বুৰ্জোয়া উদাবৰ্তনীতিৰ আওতায়, তাৰ সামাজিক আদৰ্শেৰ মৌল পৰিবৰ্তন ভিন্ন সমাজতত্ত্ব সম্ভব নয়। তা ছাড়া তথাকথিত উদাবৰ্তনীতিৰ প্ৰদৰ্শিত পথে দ্ৰুত শিল্পোন্নয়নেৰ ত্ৰিশ বছৰেৰ মধ্যে শুভ ও অশুভেৰ দ্বন্দ্বময় উপক্ৰান্তি সম্বন্ধে বাস্তৱ অবহিতিৰ কোনো দৃষ্টান্ত নহে। উদাবৰ্তনীতিৰ ভিক্টোৰিয় কৰ্মকাণ্ডে আৰ্ণেষ্ট জোনসেৰ অসমাপ্ত উত্তম, কাৰ্লাইলেৰ দ্বাৰ্য প্ৰতিবাদ, আৰ্ণল্ডেৰ অবহিতি, হাডি বা

বাটলাবেৰ মৰ্মভ্ৰম বিবাদ ব্যতিক্ৰমগুণেই সত্য। ধনতান্ত্ৰিক ব্যবস্থায় কি মূল্য দিয়ে আৰ্থনৈতিক বিকাশ সম্ভব হয়েছিল সে সম্বন্ধে ইতিহাসে তথ্যেব অভাব নেই, কিন্তু বুৰ্জোয়া গণতন্ত্ৰেব মহিমায় যাঁবা মুগ্ধ তাঁবা অনেক সময়েই উদ্ভ্ৰান্তেব প্ৰসাদটুকু তাব ইতিহাস বাদ দিয়েই উপভোগ কবতে চান। সাবপ্লাস ভ্যালুব স্তূপেব ওপৰ দাঁড়িয়ে ব্যক্তিস্বাধীনতাৰ বৈঠকখানা নিয়ে গৰ্ব করা সম্ভব। কিন্তু তাব পশ্চাদ্গতে ইয়োমানেব অস্থিৰ পাহাড় ভুলে যাওয়া কি ভণ্ডামি নয়? আব গৰ্ব ও স্বাতন্ত্ৰ্যেব অহমিকা কি এশিয়া, আফ্ৰিকা না থাকলে টিকতে পাবত? এমন কি ফ্যাসিবাদেব সূচনা ও বিকাশে বুৰ্জোয়া উদাবনীতিব পীঠস্থানগুলিব অবদান তো খুব সামান্য নয়। ইতিহাসেব দায়ভাগ এবস্থিধ! তাই ত্ৰিশ বছবেব মধ্যে প্ৰাথমিক শিল্পবিপ্লবেক মানবিক ক্ৰটিবিচ্যুতি সম্বন্ধে যে সোভিয়েট বাষ্ট্ৰ সচেতন হয়ে উঠল, সংশোধনে প্ৰগতিব নবপৰ্যায়েব উপক্ৰমণিকা বচনায় প্ৰবৃত্ত হল সৰ্বহাবাব একনায়কত্বে গণতান্ত্ৰিক সক্ষমতাৰ এব চাইতে বড় প্ৰমাণ বৰ্তমানে নিশ্চয়োজন।

( ৩ )

সাম্প্ৰতিক সোভিয়েট জিজ্ঞাসা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্ৰ্যেব বুৰ্জোয়া আদৰ্শেব মধ্যে পাৰ্থক্য সম্বন্ধে দুদিনৎসেভেব অবহিতি প্ৰথব নয়। কশ সামাজিক পৰিস্থিতিতে যে বিবোধ আমলাতান্ত্ৰিক অত্যাচাব ও স্ত্ৰবিধাবাদেব কাবণ লেখক তাব গভীৰ অল্পসন্ধানে অপাবগ। চবিজ্ঞায়ণ ও ঘটনাবিছাস দুদিনৎসেভ কুশ সমস্তাব সমগ্ৰতায় যুক্ত কবতে পাবেন নি। ফলে লোপাংকিনেব সংগ্ৰাম ও বহু সাধু উক্তি খাপছাড়া মনে হয়। যাদেব সাহায্যে লোপাংকিন শেষ পৰ্যন্ত সাফল্যেব মুখ দেখলেন তাঁবাত সমাজে প্ৰতিষ্ঠাবান লোক। প্ৰতিষ্ঠাবান ব্যক্তিদেব মধ্যে ভাল লোক নেই তা নিশ্চয়ই সত্য নয়। কিন্তু এই উপল্লাসেব যুক্তিসহ বিকাশেব জন্তু মূজগাব স্কুলে ইংবেজী শিক্ষণিত্ৰী ভালেণ্টিনা পাভলোভনা, নাযকেব বন্ধু সিয়ানভ বা মস্কোব সেই শ্ৰমিক যিনি লোপাংকিনেব নিবাসনেব পব তাঁর কাগজপত্ৰ উদ্ধারে সাহায্য কবেন—এই সব চবিত্ৰেব প্ৰতি আবও মনোযোগ দেওয়া প্ৰয়োজন ছিল। মনে হয় আকস্মিক কয়েটি ঘটনা সমাবেশে উজপদে অধিষ্ঠিত কয়েকজন ভাল লোকেব সাহায্য না পেলে লোপাংকিন শেষ অবধি নিঃসহায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্ৰ্যে

বিলীন হতেন। নাদিয়া, গালিৎস্কি, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বিচাবক, বুডো বাশো বা লোপাৎকিনের সহকর্মী বা সত্যতাব অসংলগ্ন, অসম্পূর্ণ নিদর্শনরূপেই ফুটিয়ে যান। মস্কোতে লোপাৎকিন ও বাশোর ছুঃখের সংসাবে নাদিয়াব আবির্ভাব এবং লোপাৎকিন-নাদিয়াব প্রেমকাহিনীতে ভাবপ্রবণতার চড়া বঙ লেগেছে। লোপাৎকিনের ছুঃখের চেহা বাও ঠিক বস্তুনিষ্ঠ নয়। কচেতভ তাই বলেছেন যে সোভিয়েট ইউনিয়নে কোনো বৈজ্ঞানিক বাস্তব প্রস্তাবহীন গবেষণায় লিপ্ত হলেও আলুখেয়ে জীবনধারণের প্রশ্ন ওঠে না। তাছাড়া পাইপ তৈরির কেন্দ্রাতিগ পদ্ধতি অপেক্ষা অনেক বেশি দুরূহ অজস্র সমস্যা সমাধানের কীর্তিকাহিনীতে সোভিয়েট বিজ্ঞানের ইতিহাস পূর্ণ। (Soviet Studies, vol VIII, No 4, p, 445). রুশ ঐতিহ্যের সঙ্গে অতিদ্রুত শিল্পবিপ্লবের টানপ’ডেনে যে সব সমস্যা বহুত্বপাত তাব অস্তিত্ব ঠিক যন্ত্রপ্রয়োগে কোনো কায়মি স্বার্থের অঘেবণে মিলবে কিনা সন্দেহ। ঐ ব্যাপারে বোধ হয় গত চল্লিশ বছরের সোভিয়েট কীতিতে অভিজ্ঞত হওয়াই সংগত, মৌল সমালোচনার চেষ্টা ইতিহাসবিবোধী এবং বিপথচালিত। উপগ্রাসটির শেষে থানিকটা ব্যক্তিগত অর্ধ-সমাধানের পরিগতি আছে। দুদিনংসেভ শুধু প্রশ্ন তুলে ক্ষান্ত হলেও আপত্তির কিছু ছিল না। গভীরতর বিশ্লেষণের অভাবে প্রশ্নগুলি শুদ্ধ নয় এবং তাদের পটভূমি অস্পষ্ট থেকে যায়। নির্মম আমলাতান্ত্রিক অবনতি ও দায়িত্ববিত্ত স্ববিধাশ্রমেব কদর্ঘ পবিচয় আমাদের চিত্তিত কবে। কিন্তু জিজ্ঞাসাব সমগ্র সামাজিক জটিলতা বাদ দিয়ে একজন মানুষের বীবত্ব ও প্রেম নিয়ে লেখকের আধিক্যোতায় সমস্যা ব মূলসূত্র বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। তাই সমকালীন সোভিয়েট জিজ্ঞাসাব শিল্পকপদানে দুদিনংসেভের অবদান অকিঞ্চিতকব হয়ে থাকল।

মুশকিল ঐ যে বাজনীতি ও কূটনীতির নানা অধোক্তি এবং সোভিয়েটবিবোধী শ্রেণীস্বার্থক প্রচাবে রুশ সমস্যাব প্রকৃতি ও স্তর প্রায়শ আমাদের অজ্ঞাত থেকে যায়। দুদিনংসেভের উপগ্রাসটির উদ্দেশ্য যাই হক তা ঐ অজ্ঞতাব আববণমোচনে আদৌ সাহায্য কবে না। ব্যক্তিবরূপ ও তাব সামাজিক অঘেবণ প্রতি যে অগভীর ছকেঢালা দৃষ্টিভঙ্গী ব জন্ম হালআমলের অধিকাংশ রুশ উপগ্রাস আমাদের মনে দাগ কাটে নি, ‘নটবাই ব্রেড আলোন’ তাব ব্যতিক্রম নয়। ঐ ছকেঢালা দৃষ্টি, তাব অবহিতির নীমা ও জাড্য বিচাবে বাস্তবনৈতিক



বৈসাদৃশ্যেৰ বিশেষ কোনো গুৰুত্ব নাই। ধনতন্ত্ৰে হেৰিবস কৰ্পাস, জুৰীৰ বিচাৰ, বা পাৰ্লামেণ্টাৰী গণতন্ত্ৰ থাকলেও যে মানবিকতাৰ বিকাশ সদাব্যাহত তা আমবা জানি। তথাকথিত গণতন্ত্ৰেৰ সৰ্ববৈশিষ্ট্যায়িত আমেৰিকা সম্বন্ধেই তো ক্ৰাঙ্কলয়েড বাইটেব সেই উক্তি, যে কোনো সংস্কৃতি সৃষ্টি না কৰেই ঐ দেশ বৰ্ধবত। থেকে অবক্ষয়ে উপনীত। বুৰ্জোয়া জগতে বৰ্ত্তমান শতাব্দীৰ আত্মসচেতনতাৰ বিকাশে খণ্ডিত প্ৰতিবাদেৰ প্ৰাথমিক গুণ কোনো কোনো ক্ষেত্ৰে-এসেছিল। কিন্তু গত পঞ্চাশ বছৰেৰ মিশ্ৰিত বিকাশেৰ পৰ আজ যে মাৰ্কসীয় প্ৰজ্ঞাব সেতুবন্ধ বিনা তাৰ ভবিষ্যত বিকল এসত্য সার্ববণ্ড মেনেছেন। মানুষেৰ স্বাধীনতা যদি শুধু ছক বাছাইয়েৰ ব্যাপাৰ দাঁডায তা হলেও নিশ্চয়ই মৰণেৰ অপেক্ষা জীবনেৰ, ধনতন্ত্ৰেৰ অপেক্ষা সমাজতন্ত্ৰেৰ ছকই বাঞ্ছনীয়।

অত্ৰদিকে দক্ষিণপন্থী প্ৰচাবেৰ প্ৰভাবমুক্ত থেকেই আজ বোৰা দৰকাৰ যে সোভিয়েট বিকাশেৰ পূৰ্বতন পৰ্য্যবে আত্মসচেতনতাৰ আদৰ্শগত বিত্ৰাসে প্ৰতিবাদেৰ যে প্ৰেবণা ইতিহাসেৰ ধাবায় অপবিণত, আজ তাৰ প্ৰতি গভীৰতাৰ মনোযোগ প্ৰযোজন। প্ৰতিবাদেৰ বৈজ্ঞানিক প্ৰেবণা প্ৰগতিৰ পক্ষে অপবিহাৰ্য, কাৰণ মহং কীৰ্ত্তি সন্ধেও বিবৰ্ত্তনেৰ যে কোনো পৰ্য্যব অতীত ও ভবিষ্যতেৰ অসীমতন্ত্ৰে অপেক্ষিক মৰ্যাদাতেই ধত্ৰ। চিন্তা ও কাৰ্য্যক্ৰমেৰ বিভিন্ন স্তবে আশু সিদ্ধান্ত ও দূৰদৃষ্টিকে আদৰ্শেৰ সম্পূৰ্ণতায় সমন্বিত কবাব দাযিছ অবশ্যস্বীকাৰ্য; না হলে জীবনযাত্ৰা ও চৈতন্ত্ৰে নানা অসম্পূৰ্ণ সমন্বয়েৰ আপাতসিদ্ধিতে সন্তুষ্ট হোঁল্যেব ভাব এসে যায়। ক্ৰুশ্চেভ বৰ্ণিত স্টালিন বিপোটেব বীতিতেও আপতিক অসম্পূৰ্ণ ঐতিহাসিক বিচাবেৰ পবিচয় ছিল। ক্ৰুশ্চেভ নিজেই অত্ৰ প্ৰসঙ্গে বলেছেন যে স্টালিনেৰ নাম মাৰ্কসবাদ-লেনিনবাদ থেকে বিযুক্ত নয়। প্ৰমজীবী শ্ৰেণীৰ স্বাৰ্থবক্ষাই মাৰ্কসবাদী-লেনিনবাদী মানুষেৰ প্ৰাথমিক কৰ্ত্তব্য এবং ঐ মুখ্য ও সৰ্বাগ্ৰগণ্য কৰ্ত্তব্য নিৰ্বাহেৰ ব্যাপাবে “ঈশ্বৰ কৰ্ম্মন (প্ৰবাদেৰ চলতি ভাষায), প্ৰতিটি কমিউনিস্ট যেন স্টালিনেৰ গ্ৰায সংগ্ৰামে সমৰ্থ হতে পাবেন।”<sup>১</sup> দ্বন্দ্বময় পবিবৰ্ত্তনশীলতা বাস্তব সত্যেৰ প্ৰাণ। তাই অন্তৰ্নিহিত বিবোধেৰ পূৰ্ণযাত্ৰা বাদ দিযে কোনো পবিস্থিতি বা ভাববন্ধনীয় বিত্ৰাস এবং গ্ৰহণ বা বৰ্জন সত্যেৰ অপভ্ৰংশ হয়ে দাঁডায। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তৰ সোভিয়েট ইউনিয়নে জদানভেৰ নানা বিষয়ে সাময়িক অধোজ্জিব আপ্তবাক্য ৰূপে ব্যবহাৰ অল্পৰূপ বিকৃতিৰ পবিচয়। লাইসেন্সোৱত উদ্ভিদবিজ্ঞাব সাফল্য

১। The Current Digest of the Soviet Press, Vol IX, No. 28, August 1967.

স্তব্ধভেদ বিস্তৃত হযে জীববিজ্ঞান আৰ্হসত্যৰূপে প্ৰতিষ্ঠাব প্ৰয়াসও আজ  
 ব্ৰহ্মনাদায়ক স্মৃতি। তা ছাড়া মাল্লম্বৰ চিন্তাসৌধে জীবনাদৰ্শ ও শিল্পবিজ্ঞানেৰ  
 বহুবিচিত্ৰ সাধনা ও সিদ্ধিতে আৰ্থনৈতিক নিৰ্ণয়েৰ সবলীকৃত কাৰ্যকাৰণ আৰোপ  
 মাৰ্কসবাদেৰ অলুপ্ত নহ। মাৰ্কস এঙ্গেলস য়ে আৰ্থব্যবস্থা ও জীবিকাসূত্ৰে  
 জীবনেৰ নিয়ম খুঁজেছিলেন দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদেৰ বীতিতে, তা নিশ্চয়ই ব্যক্তিস্বৰূপকে  
 পৰিবেশেৰ পুতুল বানাবাব নিৰ্দেশ দেয় না। সামাজিক পৰিস্থিতি ও ইতিহাসেৰ  
 বিশ্লেষণে আৰ্থসংস্থাকে আত্ম নিৰ্ধাৰক জ্ঞান কৰা দৰকাৰ কাৰণ তাৰ মৌল  
 পৰিবৰ্তনেই প্ৰগতি নিৰ্বাহেৰ মাধ্যম। বিবিধ বস্তুসত্তাৰ পৰস্পৰসংবদ্ধ গতিপ্ৰকৃতি  
 বিসৰ্বে কোনো একটি বিত্তমান বস্তুকে নিৰ্ধাৰকেৰ স্বাধীনতা প্ৰদানেৰ বৈজ্ঞানিক  
 স্মৃতি সেই নিৰ্ধাৰকটিতে স্বয়ম্ভু কাৰণিক ভূমিকা আৰোপ কৰে না। তাই  
 সামাজিক প্ৰগতিৰ কাৰ্যকাৰণে মানবিক চৈতন্ত্ৰেৰ পৰিবেশজয়ী ভূমিকাও  
 অঙ্গীকৃত, সেই সূত্ৰেই লেনিনেৰ সঙ্গ্ৰে নিয়ম-ভাবথালেৰ মৌল প্ৰভেদ।  
 শিল্পোন্নয়নে পণ্যেৰ প্ৰাচুৰ্যকে সভ্যতা বা প্ৰগতিৰ আদিঅন্ত মনে কৰাব প্ৰত্যয়  
 পণ্যবতিৰ কঠোৰতম সমালোচক মাৰ্কসেৰ আদৰ্শে নেই। পণ্যেৰ প্ৰাচুৰ্য  
 আৰ্থতাড়না থেকে চৈতন্ত্ৰেৰ মুক্তিৰ জন্তু নিতান্ত প্ৰয়োজন। সাম্যবাদী অধিষ্টেৰ  
 সমগ্ৰ প্ৰেৰণায় তা প্ৰাথমিক মাত্ৰ, পণ্যকে মূল্যবিত্ত কৰে জীবনেৰ  
 বহিৰঙ্গে তাৰ প্ৰাপ্তি ও প্ৰভাবেৰ সীমা টেনে দেওয়াই উদ্দেশ্য। আদৰ্শসিদ্ধি  
 'each according to his needs'এৰ ভবিষ্যত সক্ষমতাতেই সম্পূৰ্ণ বাস্তব  
 পটভূমি পাবে। কিন্তু অন্তৰ্বৰ্তী বিকাশেৰ প্ৰতিটি আপেক্ষিক স্তবেও আত্ম-  
 সচেতনতাৰ বিকাশে আদৰ্শাধিত দ্ববীক্ষণ এবং প্ৰত্যক্ষ জীবন ও চিন্তাভাবনায়  
 তাৰ ব্যাপক অঙ্গীকাৰ অপৰিহাৰ্য। আৰ্থ প্ৰগতি ও বাজ্জনৈতিক শক্তিবিজ্ঞাসেৰ  
 বিশেষ পৰ্যায়ে কোনো সিদ্ধান্তেৰ কৰ্মিষ্ঠ উপলব্ধি আদৰ্শগত চৈতন্ত্ৰে পৰ্যায়টিৰ  
 আপেক্ষিকতা সম্বন্ধে সৰ্বদা অলুপ্তলন দাবি কৰে। প্ৰতি মুহূৰ্তেৰ কীৰ্তি সেই  
 মুহূৰ্তেৰ দ্বন্দ্বোৎসাবে তখনও অনাযত্ত আদৰ্শেৰ প্ৰতিবাদ ও পৰবৰ্তী সংকল্পেৰ  
 সঙ্গ্ৰেই গ্ৰহণীয়। আব শ্ৰেণীহীন সমাজেৰ সচেতন জীবনবিজ্ঞাসে নিশ্চয়ই আৰ্থ  
 প্ৰগতিৰ অনিবাৰ্য সীমাও অনতিক্ৰম্য নয়। শ্ৰেণীহীন সমাজে বাজ্জনৈতিক বা  
 আৰ্থনৈতিক স্তবে বিবোধেৰ প্ৰকৰণ ও তাৎপৰ্য রূপান্তৰিত হয় বলেই তো  
 আমাদেৰ আশা যে প্ৰতিবাদেৰ ব্যঞ্জনা শুধু ভোগ্যদ্ৰব্যেৰ ক্ৰমবৰ্ধমান মোৰগী-  
 পাট্টায় আবদ্ধ না থেকে বিজ্ঞানসিদ্ধ মনুষ্যত্বেৰ পৰিবৰ্তমান জিজ্ঞাসায় ব্যাপ্তি  
 লাভ কৰবে। আব অবক্ষয়ে শ্ৰান্ত যুৰোপ বা আমেৰিকাৰ পক্ষেও আজ

প্ৰয়োজন পৰমাণবিক চক্ৰান্তৰ বুৰ্জোয়া প্ৰশাস ব্যৰ্থ কৰে সোম্যবাদী জিজ্ঞাসাঃ একাত্মীকৰণ, “their protestantism is ours and ours, theirs” (Erikson, Childhood & Society, P, 358)

ঐ জিজ্ঞাসাব দৰ্পণেই বুখনেভাব গল্পটি উল্লেখযোগ্য। শ্বোলেনস্ক প্ৰদেশৰ একাটি যুদ্ধ অধ্যুষিত অঞ্চল গল্পৰ পটভূমি। এণেব চাষে হঠাৎ কৃষকদেব বোজগাব বেডেছে। তিনজন লোকেব বিষয় জানা গেল। লোগুনভ উচ্চপদস্থ কৰ্মচাৰী, সম্প্ৰতি বদলি হয়ে এই অঞ্চলে এসেছেন। গ্ৰামাঞ্চলে পদস্থ কৰ্মচাৰীদেব নিষোগেব নতুন সিদ্ধান্তেব সঙ্গে তাঁব বদলিব ব্যাপাবটি জড়িত। লোগুনভ এবং তাঁব জীব গ্ৰামেব জীবন বড়ই একঘেয়ে লাগছে। এখানে বাস্তাঘাট ভাল নয়, সংস্কৃতিচৰ্চাব স্বযোগ নেই। আব একজন যৌথ খামাবেব কৃষক। তাব ধাবণা সে অনেক বোজগাব কৰেছে। আব প্ৰয়োজন নেই। ব্যাস্কে কিছু টাকাও নাকি জমেছে। বাডীতে ভাল আসবাবেব ব্যাপাবে তাব উৎসাহ নেই। গাডি কেনাব কথায় হেসে ধঠে, বলে “আমি তো আক নেতৃস্থানীয় লোক নই, গাডি চাপলে বন্ধুবান্ধববা বলবে কি?” তৃতীয়জন একাটি মেয়ে, ধাত্ৰীব কাজ কৰে। তাবও আব বোজগাবে উৎসাহ নেই। সিন্কেব জামায় বাস্ত ভবে গেছে। ছেলে-মেয়েবা কখনও বা পৰে, তাব পৰাব সময় নেই। যন্তনিযোগে মেয়েটিব কাজেব সময় কমিয়ে অবকাশ বাড়িয়ে দেওয়া প্ৰয়োজন। সমস্তাব জটিলতায় সোভিয়েট চিন্তা আজ বহু প্ৰশ্নে সক্ৰিয়ঃ গ্ৰামাঞ্চলেব প্ৰতি মনোভাবে কি আবও মৌলিক পৰিবৰ্তন আনা যায় না? শুধু লোগুনভ বা তাঁব জীকে আকৃষ্ট কৰাব জন্ত সংস্কৃতি সন্তোগেব স্বযোগ বাড়িছে দেওয়াতেই সমাধান নেই। তাঁদেব মন তো মস্কোব দিকে পড়ে থাকবে। উচ্চশিক্ষায় কৃতকাৰ্য গ্ৰামেব সেবা ছেলেমেয়েদেব মন গ্ৰামেব প্ৰতি আগ্ৰহান্বিত কৰা প্ৰয়োজন। কেবল শহৰে চাকৰি না পেয়ে গ্ৰামে আসা যথেষ্ট নয়। তাদেব মধ্যে পৰিচিত পৰিবেশে দায়িত্বশীল কাজেব আকৰ্ষণ জাগিয়ে তোলা প্ৰয়োজন—তাভাভাডি পদোন্নতিব নিমিত্ত নয়—দেশেব প্ৰতি, পাৰ্টিব প্ৰতি দায়িত্বেব স্বৰ্ণ সাধনা এবং আবও পৰিপূৰ্ণ জীবনেব জন্তই তা দবকাব। (Soviet Studies, Vol VIII, No 4, P 445-8)

তাই আজ মনে হয় ইতিহাসেব এক জটিলতম প্ৰক্ৰিয়ায় উত্তীৰ্ণ হয়ে ৰুশদেশেৰ চিৰচেনা মুৰিক ফিবে আসছে নতুন দিনেব ‘মিবে’—তিনটি অৰ্থেব তাৎপৰ্য্যে ‘মিবে’ সোভিয়েট অস্থিষ্টেব সমগ্ৰ পৰিচয়—গ্ৰাম, বিধ, শাস্তি। কিম্বা যেন আক

এক প্রচণ্ড লড়াই শেষে টলস্টয়েব সেই অনন্ত পৰিপূৰ্ণতাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি, সাবল্য ও সত্যেৰ প্ৰতীক প্লাটিন আপন ঘৰে ফিবল। এবাৰ পীষেবের সঙ্গে তাৰ পৰিণত মৈত্ৰীৰ বাখীবন্ধন। তাৰা বুঝি আজ মানুষ, প্ৰকৃতি ও সমাজেৰ মিলন সংগঠনে, নতুন নিৰ্মাণে বাজকুমাৰ আন্দ্রেইৰ জীবনমৰণে দোলনাৰ বহু উৰ্ধ্ব সাম্যবাদেৰ অমৃত আদৰ্শেৰ দিকে এগিয়ে যাবে, ‘the task of socialism as that of the return, again through the negation of the negation, to the nobility of the savage, without the sacrifice of the material powers which capitalist development had presented to mankind.’ (Bernal, ‘The Freedom of Necessity’, P. 357)—সমাজতন্ত্ৰেৰ কৃত্য হবে নেতিব নেতিহেব মধ্যে দিঘে আদিম মানুষেৰ মহত্বে প্ৰত্যাৰ্তন, অবশ্য ধনতন্ত্ৰেৰ বিকাশঘটিত দ্ৰব্যশক্তিৰ বিসৰ্জন না দিঘে।

২৪শে জানুয়াৰী, ১৯৫৮

## হৃদয় ফাঁকির ঘৰ

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

কেবল সতৰ্ক থাকি । ছিন্নভিন্ন, অনন্তসম্বল,  
নিকপায় সব ক্ষেত্রে তাই এক কেন্দ্রে আত্মগত—  
সমুদ্রের ব্যবধান বিস্তৃত নদীৰ পাৰাপাৰে—  
এবং শোণিতশিৰা, মজ্জা, গ্রন্থি, স্নায়ুতন্তু, হাডে  
হাওয়াৰ বদলে ক্ষান্তবৰ্ষণেৰ পীড়া এক জেগেছে নিয়ত,

হৃদয় ফাঁকিৰ ঘৰ বড় কৰে যায় অবিবল ;

যে-ছায়া পড়েছে ঘৰে যে-ধ্বনিৰ প্ৰতিধ্বনি আছে  
সমস্ত যখন এসে একযোগে কৰে চলাচল,  
জানালাতো পৰ্দা এটে ভাবি নেই ওদিকেৰ গাছে  
সূৰ্যেৰ শেষেৰ বশ্মি চূৰ্ণ কৰে দিতে এক স্থবিবেৰ আধাৰ অতল,  
বুদ্ধি পায় বক্তচাপ, যোঁবনবিক্ষুদ্ধ মনোবল,

হৃদয় ফাঁকিৰ ঘৰ কেন বড় কৰে তাবই মাঝে ,

বজ্রবন্ধনেৰ গ্ৰন্থি ভাবেনি যে তাবও ফাঁকি থাকে :  
মনেৰ ফাঁকিতে এসে জড়ো যেন হয় সব মাছ  
বঞ্চিত বিচ্ছিন্ন যাবা লবণাক্ত অশ্রুজলে, কাঁচ  
হয়েছে ছুঁচোথ যাব, শবীৰ শীতল কাদা মাথে ,  
বিশ্বাসঘাতক মন ভ্ৰষ্টাচাবে আনন্দ কি পাবে ?  
হৃদয়ে ফাঁকিৰ ঘৰে প্ৰতিধ্বনি শোনা যাবে পুবোনো সংবাগে ?

## প্রতিনায়ক

—শিবশঙ্কু পাল—

তোমার হৃদয় আছে রক্ত আব স্বপ্নে একবাণ  
ধূপের ধোঁয়ার মতো গন্ধময় নিভৃতিব মৌন নিকেতনে  
যেখানে আমার মুখ প্রাণবন্ত কিংগুক পলাণ  
কবেকাব সেই হবে মুগ্ধ হওয়া আত্মনিবেদনে ।

তবু তুমি অম্পর্শিত তমসাব হৃদবে বিলীন :  
শবীবের অল্পভবে শুকনো এক প্রান্তবের পাখি  
উড়ে উড়ে বিন্দু হয় ; তাবণ্ড পবে হয় চিহ্নহীন ,  
সবে যাও ভূষণ জেলে যত আমি তীব্র হয়ে ডাকি ।

লজ্জাব লাবণ্যবেখা আশবীর কমণীয় ক'বে  
এঁকেছ, তুচ্ছোথে আনো সমাজ এবং লোকভয়  
অজস্র লোকেব ভীড়ে নির্জনতা দাও তুমি ভ'বে ,  
একটি দ্বিধাব জন্ম হৃদয়েব গভীবে চিন্ময় ।

কি ক'বে সবাব তাকে, সেতো এক কুটিল দেয়াল  
যে তোমায় ভালোবেসে কবে বাখে প্রান্তবের পাখি  
এনে দিলো দৃঢ়মূল প্রতিনায়কেব অন্তবাল :  
সবে যাও ভূষণ জেলে । কি করুণ ব্যর্থতায় ডাকি ।

## বাগান কি তার প্রতিটি গাছ চেনে ?

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

আম্রাব ভাবনা হোলো বিশাল বাগান কেমন ক'বে মনে বাথবে  
প্রতিটি গাছে পাখিবা আসছে, প্রতিটি দুঃখ  
আলোব মাত্র উষ্ণতায় মেওয়াফলের মতন স্বাদু ।

ভাবনা হোলো,  
গাছেব থাই তলাব কুড়াই মানসিকতা  
স্থেব যতো বিপুল জডো কুড়িষে নিতে ঝুড়ি এনেছে ।

বয়স হোলো ।  
আলোব জাঁচে বাঙালিটি এবাব দেখছি কোনোক্রপেই  
নিকটবর্তী নয় ।

## নীলমণি বাইলেন

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

সময়ের ফিতে হুইলে আটকে নিয়ে  
কে দ্রুত টানছে ? ক'বছর বাদ দিয়ে  
শেফালিকা বোস এল আমাদের বাড়ি  
জৌলুস টেনে—ধুপছায়া-বং শাড়ি ।

নিঃস্রুম বাড়ি নীলমণি বাইলেনে  
হঠাৎ হলদে মিহি বোদু'ব টেনে'  
বলকে উঠল । ফালি আকাশেব নীল  
মনে হল ছুঁষে বাড়িটার যে-পাচিল ।

শেফালি নামল, মুখব কথাব ঢেউ  
ছিটকিয়ে দিল, ভিডল অনেক কেউ ।  
কথা অগুনতি—তাতেই সাঁতাব কাটে,  
নীড়াভিমুখীন পাখিবাও পাখ'সাটে—

সময় গড়ায়,—সে খেয়াল একটু কি  
মনেব মুকুবে একটু দিল না উকি ?  
আমাব সঙ্গে একটি কথাও নয়,  
দৈবাৎ কানে চুড়িব আগুযাজ হয় ।

জানিনা তাকে তো কে-যে সময়ের ফিতে  
ঘুবিষে চলছে ? পৌঁছিয়ে হয় দিতে  
হুকুম মাকিক—শেফালি বোসকে ট্রেনে,  
মেঘ কি কবল নীলমণি বাইলেনে ?

ট্রেন ছেড়ে দিল, কি বলবো—অপলক  
চেয়ে বইলাম, মনে হল তাব চোখ  
কি কথা বলছে, মোম-গলা মিহি স্বব,  
ধমকে গেলাম—হাওড়ায় নামে ঝড় ।



## ॥ সালেমনের উপাখ্যান ॥

: And He Created Eve.

সামন্তুল হক

বাক্রি কবব থেকে উঠে এলো কোন এক প্রাচীন নাবী  
একটি স্ববাট ধনি : প্রেতাশ্রাব বিস্তৃত কফিনে  
উচ্ছিষ্টেব শাপগ্রস্থ মিনতি সে—সুগভীর স্থি  
দর্পণে বেদনা ঢেকে কঠ দিল শব্দেব অধীনে ,

সালেমন : কংকালীতলাব বাত্রে হিমের নির্ধাস  
ছ'চোখে চূর্ণ ক'বে ঘাসে ঢেউ দিতো : সালেমন ।  
এবং সে-স্বর্গমঞ্চে যজ্ঞগার বিষন্ন ফবাস  
ছ'দিনে গুটিয়ে নিয়ে সবে গেল : অবাক কেমন ,—  
সমীপাব গর্ভকোষে কিছু নেই, অবণ্যে বোদন—  
ঈশ্ববেব সাফল্য এই : স্মৃতা সালেমন ।

অবশেষে সম্ভ্রান্ত যুতদেব আনবিক স্নায়ু  
এডিয়ে, বাড়াতে এলো ঈশ্ববেব আয়ু ॥

## বেলাশেষের গান

মানস রায় চৌধুরী

কখন এলাম চলে, অন্ধকাৰে কেউ জানলোনা  
কাৰ ঘৰ খালি হলো—কোন জননীৰ শূন্য কোলে  
একবাশ হাহাকাৰ ব্যথাৰ সমুদ্র হয়ে দোলে ।

নিজেই মেনেছি পথ, তবু কেন অকস্মাৎ লোণা  
অশ্রুৰ আশ্বাদে মন ছেঁয়ে যায় । বাত্ৰিৰ নিষ্ঠুৰ বেলগাড়ি  
বুকেৰ গভীৰে তীক্ষ্ণ ক্ষত এঁকে দূৰে দেয় পাড়ি ।

ফিৰে আসবো এই কথা বেখে গেছি সন্ধ্যাৰ বাতাসে  
কান পেতে শুনো তোমৰা স্থিৰ অবকাশে ।  
এখনো বিলীন বোদ্রে আমাৰ পথেৰ বেথা জ্বলে  
একটু পৰে মুছে যাবো বিশ্বতিৰ মলিন আঁচলে ।

## ଅଞ୍ଚଳ ଚିତ୍ର

## শোভন সোম

বডবাজাব  
 এখানে ভীড, চ্যাচামেচিব পালা  
 ছ'কান বালা পালা—  
 উচু গলাষ বাজাব দব হাঁকে,  
 নাকেব ডগাষ চশমা, কলম সঠিক হিণেব বাথে—  
 ধৰ্মেব ষাঁড চতুর্দিকে ঘোবে—  
 ভন্ভনিযে হাজাব মাছি ওড়ে ।  
 এখানে যেন দিন-যাপনেব নিষয়-বাঁধা বৃত্তি—  
 অব্যাহত পৌনপুনিক বুদ্ধি  
 ক্লপোব ঢেলাব ।

পথেব পাশে ডাস্টবিনটাব কাছে

শুকনো ফুলের একটি সুবক লুটিয়ে পড়ে আছে ॥

আশনা ছড়া  
 ঘুম-ভাঙা জল-ছায়া ভোব  
 প্রাণেব তত্ত্বীতে বাজে চিবি-ব উজ্জল কল-স্বব—  
 আনন্ত-আকাশ ভাবে নৃত্যপব মেঘেব মিছিল  
 কে যেন দিষেছে খুলে হাওয়াব জানলাব সব খিল  
 আন্দোলিত হ'য়ে ওঠে পৃথিবীৰ ধূলোট মলাট  
 অবণ্য এখানে সম্রাট ॥

## জীবন, প্রকৃতি ও সমাজ

( প্রথম অংশ )

সভ্যতাব বিভিন্ন পৰ্যায়, জীবন প্রকৃতি ও সমাজেব অন্তর্নিহিত সম্পর্কে গভে উঠেছে আমাদের মানস। জীবন বলতে বুঝি পৃথকভাবে আমাদের প্রতিটি লোকেব কথা, আমাদের কল্পনা, বিশ্বাস। যেমনভাবে বাঁচি, বাঁচতে চাই,— আমাদের জীবন সংগঠনেব কথা। বাঁচা-মবাব প্রসঙ্গে আসল সত্য, আমবা মনে কবি নিজেবাই সব, একা এবং একক। বর্তমান অভিজ্ঞতাব স্তবে আমবা সবাই নিছক ব্যক্তি, যাবতীয় সম্পর্কাদি নিছক ব্যক্তিগত। আমবা নেই তো আমাদের সম্পর্কেব মূল্যও নেই। একটি ব্যক্তি ছাডিয়ে সম্পর্ক যখন পবিবাবে পৌছোব এই পবিবাবে তখন নিজেব মুক্তিব বা প্রকাশেব গপ্তী হিসেবে মেনে নিয়ে অগ্ন পবিবাবেব প্রসঙ্গ মুছে ফেলতে চাই। নিঃসঙ্গ, একক এই পটবিহীন ব্যক্তিৰ ছবি গ্রীক সাহিত্য সাইক্লোপসেব কল্পনায আছে। হোমাব ওডিসিতে কাহিনীটি বনেন :

“Mootles are they and lawless On the peaks  
Of mountains high they dwell, in hollow caves,  
Where each his own law deals to wife and child  
In sovereign disregard of all his peers”

প্লেটো এমন গ্রাযবিগর্হিত সামাজিক অবস্থা ও চূড়ান্ত অবাঙ্গক স্বাধীনতাৰ কথা ভাবতে পাবেন না। এই জীবন বা ব্যক্তিৰ পবিচয়ে একান্তভাবে অস্তিত্বেব কথায়, অগ্ন পবিবাব বা এমনি কবে বহু পবিবাবেব সম্পর্কে সমাজেব কথা বাদ পডেনা। পডেনা যে তাব কারণ একট মাছুষ বা একটি পবিবাবেব জন্মে অগ্ন মাছুষ ও অগ্ন পবিবাবেব স্বীকৃতি অনিবার্য। ব্যক্তিৰ সঙ্গে তাব পটভূমি সমাজও এসে পড়ে। আদিম গোষ্ঠীজীবনেব স্থিতি ছাডাই বর্তমানেব সম্পূর্ণ নিজস্ব এলাকাধীনে জীবনযাত্রাতোও বহু প্রাঙ্গ স্বতঃই ওঠে। প্রযোজনে অপ্রযোজনে সর্বদাই নানাবিধ সম্পর্কেব জাল ছডায়। প্রাথমিক পৰ্যায়ে একটি পবিবাবে বিভিন্ন ব্যক্তিতে যে-সম্পর্ক সেই সম্পর্ক পবিণেষে পবিবাবে পবিবাবে তৈরি হয় বাঁচাব তাগিদেই। সমাজতাত্ত্বিকেব পৰীক্ষায় জানি মাছুষেব মনুষ্য সামাজিক সাহিত্যপত্র : গ্রীষ্মনংখ্যা : ১৩৬৫

জীবনেব পটভূমিতেই ঘটে। কোনো এক মানবিক গুণেব জন্ম ও বিকাশ সমাজ-বহিৰ্ভূত জীবনে সম্ভবপৰ নহ। মাছুষেব সবচেয়ে বড় সম্পদ বা তাৰ অস্তিত্বেব সৰ্বপ্ৰধান হাতিয়াব ভাষা সামাজিক জীবনযাত্ৰায় সম্পৰ্কেব স্তূত্ৰেই এসেছে। বন্ধিমেব কপালকুণ্ডলা যেমন প্ৰকৃতিপালিতা, সমাজ বন্ধনেব বাইবে মাছুষ। কিন্তু কপালকুণ্ডলাও সম্পূৰ্ণভাবে সমাজেব বাইবে নহ। কাপালিকেব সংস্পৰ্শই তাৰ ক্ষেত্ৰে সমাজ, ভাষা ব্যবহাবে নিজেদেব ভাবনা-চিন্তা আদান-প্ৰদান কবতে তাৰা বাধা পাযনি। জীবনযাত্ৰাব নানা পৰ্বে ব্যক্তি ও সমাজেব সম্পৰ্ক বিষয়ে যখন প্ৰশ্ন ওঠে আমবা ভুলে যাই যে সমাজেব উপস্থিতি সৰ্বত্ৰ একভাবে নহ। সমাজেব উপস্থিতি বিচিত্ৰ জটিল সম্পৰ্কবিহ্বাসে। কখনো তাৰ পৰিচয় পাবস্পৰিক স্বীকৃতিতে, সম্প্ৰীতিব বন্ধনে যেমন গ্ৰীক বা মধ্যযুগেব সভ্যতা। কখনো আৰাব প্ৰতিবাদে, নেতিতে পবস্পৰকে অস্বীকাৰেব চূড়ান্ত নিঃসঙ্গতা। ডন কুইকসোট ও সান্ধো পাঞ্চাব অভিযান যদিও প্ৰাচীন সমাজব্যবস্থাৰ বিৰুদ্ধে তবু তাদেব অদমসাহসিক মুক্তিযুদ্ধে অহু একট জীবন ও মানবতাৰ অস্বীকাৰ থাকে। এথানে সমাজ অস্বীকৃতি ও স্বীকৃতিতে উপস্থিত। এমনকি বৰ্তমানেব আণবিক অস্তিত্বেব কপক ববিনসন ক্ৰুশোব একক অভিযানেব পৰিণতি বা কল্পনাও শেষ পৰ্যন্ত নতুন সমাজ ব্যবস্থাৰ সৃষ্টিতে। এক্ষেত্ৰে সমাজেব পৰিচয় এক একট স্বয়ং সম্পূৰ্ণ ব্যক্তি ও তাদেব স্বয়ংক্ৰিয় স্থিতিস্থাপকতাৰ সিদ্ধ। সামাজিক বন্ধন নিশ্চয়ই অস্পষ্ট বা দুবেবাদগন্ত কিন্তু অস্বীকাৰেব তীব্ৰতাতেই তাৰ স্বীকৃতিব প্ৰমাণ থাকে। নেতি নেতিতে মানাব কথাই শেষ পৰ্যন্ত প্ৰধান। ববিনসন ক্ৰুশোদেব অভিযানেব আবেগ ও প্ৰেৰণা কমে এলে দেখা যায় নিঃসঙ্গতাৰ যন্ত্ৰণাৰ তাৰা মথিত হছে। একক অস্তিত্বেব নৈবাজ্য ছাপিযে জীবনযাত্ৰায় শৃঙ্খলা আনতে চাছে, সমাজ-পটটিব অধেবায় চঞ্চল হযে উঠেছে। ব্যক্তিৰ জীবনে সমাজ তাই একট প্ৰেমেব যতো। সমাজেব চাপে তাৰ কল্পনাৰ জগত তৈবি হয়, জীবন প্ৰত্যক্ষতাৰ কপ নেয, আদৰ্শ মূৰ্তি পায়। ব্যক্তি যখন সমাজকে সম্পূৰ্ণ অস্বীকাৰ করতে চায় তখন ঠাট্টাচ্ছলে হাওবাৰ বিৰুদ্ধে কুইকসোটৰ লডাইযেব ছবিটা মনে আসে। সমাজকে তাৰ তাৎপৰ্যে মেনে নিলে ব্যক্তিৰ স্বাধীনতাৰ কথা ওঠে। আমবা সবাই জানি প্ৰতিটি ব্যক্তিৰ মূল্যেই সমাজেব সিদ্ধি যেহেতু সমাজ প্ৰতিটি ব্যক্তিৰ আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নেব কপেই তৈবি হয়। ব্যক্তি সমাজ গড়ে জীবনে মুক্তিৰ আদৰ্শে। সামাজিক ফ্ৰেমেব সঙ্গতি-অসঙ্গতি নিজেদেব জীবনযাত্ৰায় প্ৰতিনিয়ত স্থিৰ ক'বে নিতে হয়। প্ৰযোজনে, অস্তিত্বেব কাৰণেই, এই ফ্ৰেমকে

ভাঙতে হয়. ভেঙেগড়াৰ প্ৰশ্ন ওঠে। নিজেদেৰ স্বকীয়তাৰ মাপে ও লক্ষ্য নতুনভাবে সমাজকে তৈৰি ক'বৈ নিতে হয় বাব বাব। ব্যক্তি ও সমাজ তাই ধনুকেৰ দুটি প্ৰান্ত, একই ছিলাৰ টানে সংহত। ছিলাৰ টানে দুই প্ৰান্তেৰ সম্পৰ্কে তাল কাটলে হয় ব্যক্তি নথতো সমাজেৰ দিকে পাল্লা ভাবী হয়। তখনই ভাবসাম্যেৰ বিচ্যুতিতে সামাজিক বিশৃঙ্খলা। একথা ঠিক, ব্যক্তি ও সমাজেৰ যথাযথ সম্পৰ্ক নিৰ্ণয়েৰ ক্ষেত্ৰে, ব্যক্তিবিশেষেৰ মনে সামাজিক চাপেৰ ভয় থাকে। সমাজেৰ স্টিমবোলাৰ হয়তো ব্যক্তিৰ স্বাধীনতা পিষে ফেলবে। ব্যক্তি ও সমাজেৰ যথার্থ সম্পৰ্ক শ্ৰেয়সেৰ আদৰ্শেৰ সঙ্গ জড়িত। শ্ৰেয়সেৰ আদৰ্শেৰ ঐদৰ্শ ও ব্যাপ্তিতেই বোকা যায় ব্যক্তি ও সমাজেৰ সম্পৰ্ক ভাবসাম্য পেল কিনা। ভাবসাম্যেৰ সমস্তা সমাধানে বেৰ্গসন ঠিকই লেখেন, "a double effort is demanded . an effort on the part of some people to make a new invention and an effort on the part of all the rest to adopt it and adopt themselves to it. A society can be called a civilization as soon as these acts of initiative and this attitude of docility are both found in it together."

এ-সত্ত্বেও, ভাবসাম্যেৰ আলোচনাৰ আমাদেৰ প্ৰাৰ্থ স্থিৰ ধাৰণা যে ব্যক্তি ও সমাজেৰ বিবোধ অবগুস্তাবী। কাৰ্ত্তেজীয় দ্বৈতবাদেৰ কাৰণেই আমাদেৰ মনে বিবোধেৰ কথা গৈছে গেছে। পৰিবৰ্তন ও সংগঠনেৰ ঘে-কোনো ক্ষেত্ৰেই দুই ছাড়া আমবা ভাবে পাৰিনে। এই দুই আৰাব কখনোই মেলনা। তাৰে সম্পৰ্ক প্ৰায় ইম্পাত-দৃঢ়, আদানপ্ৰদানে, পাবস্পৰিক প্ৰভাবে কখনোই কিছু বদলায় না। ৰুথ বেনেডিক্ট বিনা দ্বিষায় বলতে পাৰেন, "The man in the street still thinks in terms of a necessary antagonism between society and the individual. In large measure this is because in our civilization the regulative activities of society are singled out, and we tend to identify society with the restrictions the law imposes upon us . If it takes this restriction away, I am by that much the freer .... Society is only incidentally and in certain situations regulative, and law is not equivalent to the social order. In the simple homogeneous cultures collective habit or custom

may quite supersede the necessity for any development of formal legal authority. American Indians sometimes say : 'In the old days, there were no fights about hunting grounds or fishing territories. There was no law then, so everybody did what was right.' The phrasing makes it clear that in their old life they did not think of themselves as submitting to a social control imposed upon them from without."

সমাজ ও ব্যক্তিব সম্পর্কে কথা আমাদেব নিত্য-পৰিচয়েৰ জগতে অজানা নহ। শুধু প্ৰকৃতিৰ কথা জীৱনে ওঠেনা কখনো। প্ৰকৃতি বলতে সাধাৰণত আমবা বুঝি আমাদেব চাবপাশেৰ গাছপালা, আকাশ মাটি। কবিতাব চাঁদ-তাব-ফুল। আৰো কিছুটা সতৰ্কতায় জানি প্ৰকৃতি আমাদেব নিঃশ্বাসেৰ প্ৰাণবায়ু, তৃষ্ণাৰ জল। প্ৰকৃতি আমাদেব ধাৰণ কৰে আছে। কিন্তু এই বোধে প্ৰকৃতি ও আমাদেব মধ্য বিভেদ কল্পনা কৰা হযেছে, যেন প্ৰকৃতি ও আমবা সৃষ্টিৰ দুটে। আলাদা বিষয়, বাইবে থেকে যোগসূত্ৰ তৈৰি কৰতে হয়। এই তফাত তখনই বেশি যখন প্ৰকৃতিৰ মতো নিজেদেব জানি সবচেয়ে কম। আসলে আমবা প্ৰকৃতিৰই অংশ, প্ৰকৃতিৰ নিয়মেই চলি। প্ৰকৃতিৰ নিয়ম তখনই আৱিষ্কাৰ কৰতে সূৰিধে হয় যখন নিজেদেব জীৱনযাত্ৰা বা প্ৰাণধাৰণেৰ সূত্ৰ আমাদেব আব অপৰিচিত থাকে না। সমাজ ও জীৱনযাত্ৰাৰ আদিতে তাই প্ৰকৃতিৰ তাৎপৰ্য স্পষ্ট না বুঝলেও একথা অজানা ছিলনা যে আমাদেব চাবপাশে আৰো একটা জগত আছে যাকে অস্বীকাৰ কৰাব বিপদ যেমন স্বীকৃতিতেও কিছু কম নয়। অস্বীকাৰ কৰা বিপদ কাৰণ বাঁচা-মৰা সব নিতৰ কৰছে প্ৰকৃতিৰ মৰ্জিতে। প্ৰকৃতি নিজে কুপণেৰ মতো মাৰুষেৰ কাছ থেকে সব সবিয়ে শত্ৰুতায় নিছক বাঁচাটাকেই দুঃসহ কৰে তোলে। স্বীকাৰ কৰায় বিপদ এই যে প্ৰকৃতিকে সঠিক না-জানলে চলে না। জানলেই তবে প্ৰকৃতিৰ কাছ থেকে ছিনিয়ে আনা যায় তাৰ ঐশ্বৰ্য। জানাব অৰ্থ হলো নানা আপাত বিশৃঙ্খলাৰ মধ্য নিহ্নম খুঁজে পাওযা। নিয়ম-শৃঙ্খলেৰ বন্ধনেই প্ৰকৃতিৰ তাৎপৰ্য বোকা যায় কাৰণ তখন আব প্ৰকৃতিৰ চালে চলতে অসূৰিধে হয় না, এমন কি প্ৰকৃতিকেও তাৰ বিচ্যুতি থেকে বক্ষা কৰা যায়। প্ৰকৃতিৰ প্ৰথম নিয়মটি আসে নিজেদেব শবীৰেৰ নজীবে, প্ৰাণস্পন্দনে। সত্যতাৰ আদি পৰ্যায়, তৎকালীন বাঁচাৰ আগ্ৰহেৰ তীব্ৰতাৰ, প্ৰকৃতিৰ সঙ্গে যোগটা অজান্তেই বক্তব্যে দাঁড়িয়ে

যায যে প্রকৃতি ও আমাদের মধ্যে একই নিয়ম, একই প্রাণের ধাবা বইছে। প্রকৃতিতে প্রাণ আবোপ, নিজেদেব জীবনেব ব্যাখ্যায়, প্রকৃতিকে বুঝতে সাহায্য কবে, নিয়মশৃঙ্খলাব জগত তৈবি হবাব প্রথম সূত্রপাত ঘটে। প্রাণস্পন্দনকে আয়ত্তে আনাব, অর্থাৎ প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত কবাব কৌশলও জন্মায়। তাকে বলা হয় ইন্দ্রজাল। ইন্দ্রজাল একটি অখণ্ড নিয়ম, প্রকৃতিব নিয়মেবই তুলা। অখণ্ড নিয়মেব ধাবণা ছাড়া ছোটোছোটো টুকবো অংশে সীমাবদ্ধ থাকলে প্রকৃতিকেও টুকবো টুকবো ভাবে বুঝতে হতো। যেহেতু গোড়াতেই একটি সূত্রে জীবন ও প্রকৃতিব কথা ধবা গেছে, প্রকৃতি ও জীবনকে নিয়ন্ত্রণ কবতে একটি নিয়মই সাবসত্য। পববর্তীকালে যুক্তি-বিচাবেব শৃঙ্খলে প্রকৃতিতে নিয়মেব ঘে-বাজত্ব আবিস্কাব কবা হয়, ইন্দ্রজালেই তাব প্রাথমিক প্রকাশ। গোষ্ঠীজীবনে প্রকৃতিতে প্রাণ আবোপ সম্ভব হ'য়েছিলো ব্যক্তি ও গোষ্ঠীৰ মধ্যে কোনো বিভেদ না-থাকায়। অস্তিত্বেব ঐক্য থেকেই প্রকৃতিতে প্রাণেব ঐক্য খুঁজে পাওয়া গিয়েছিলো। গোষ্ঠী ভেঙে সমাজ যতোই বিস্তৃত হ'তে থাকে প্রকৃতিব সঙ্গে প্রাণেব যোগ ততোই ছেঁড়ে। তখন আব প্রকৃতি আগেব মতো প্রাণেব অংশ নয়। তফাতে থেকে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে যুক্তিবিচাবেব একটি প্রত্যয় হিসেবে সামনে এসে দাঁডায়। তৎকালে এই দুই প্রান্তিক অস্তিত্বে, ব্যক্তি ও প্রকৃতি সচেতন প্রয়াসে সম্পর্কিত হতে চায়। প্রকৃতিব সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন পূর্ববৎ আবেগে ঘটে না, যুক্তিবিচারে স্থিৰ হয়। প্রকৃতিতে প্রাণ আবোপেব প্রয়োজন থাকে না। প্রকৃতি যুক্তিবিচাবেব প্রতিমান, নিয়মশৃঙ্খলাব মূর্তি হ'বে ওঠে, গ্রীকবা যাকে বলতো লোগোস। প্রকৃতি থেকে তফাতে সবে এসে এই যৌক্তিক নিয়মেব ধাবণায় তৎকালীন জীবন ও সমাজ সম্পর্কেব প্রতিফলন পাওয়া যায়। সমাজে যখন ঐক্য নষ্ট হয়, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ও ব্যক্তি ও সমাজে যখন বিবোধ দেখা দেয়, প্রকৃতিতেও সেই বিবোধ ও প্রভেদেব নজীৰ পাওয়া যায়। প্রকৃতিব অংশ হ'বেও মাত্ৰষ প্রকৃতিকে আলাদা মনে কবে। প্রকৃতিব স্বাভাবিক নিয়ম-শৃঙ্খলা জীবনেব ক্ষেত্রে ও সমাজসংগঠনেব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মনে হয় না ববৎ প্রকৃতিকেই বিবোধেব মান হিসেবে ব্যাখ্যা কবাব চেষ্টা হয়। অবশ্য এই বোধ ও ব্যাখ্যাৰ পাশাপাশি প্রকৃতিব নিয়ম-শৃঙ্খলাব ওপবেও জোব দেওয়া হয়। প্রকৃতিব মতো, সমাজসংগঠনেব অসাম্য দূৰ কবে, জীবনে ভাবসাম্য ফিবিয় আনা হবে। প্রকৃতিব ছাঁচে নতুনভাবে জীবনগড়ার প্রশ্ন ওঠে। প্রকৃতি তখন আব প্রত্যয়মাত্র থাকে না, সামগ্রিকভাবে লক্ষ্য ও আদর্শেব রূপ বলে আবাব মনে-



প্ৰতীয়মান হয়। প্ৰকৃতিৰ সঙ্গৈ মানুহেৰে প্ৰকৃতি ও সমাজেৰে প্ৰকৃতি মিলিয়ে অথও ঐক্য সৃষ্টিৰ সম্ভাৱনা দেখা দেয়। শেকসপীষেৰেৰ এক নাট্যক এডমণ্ড তাই যেমন বলে ‘মানুহৰা তাই সমৰ যা’ তেমনি আৰ এক নাট্যক হামলেট প্ৰকৃতসম্ভাৱ অৰ্থাৎ আত্মচেতনতাৰ সিদ্ধান্তে বলে, ‘আয়নাটা প্ৰকৃতিৰ দিকে তুলে ধৰো।’

যুবোপেৰ ইতিহাসে জীবন, প্ৰকৃতি ও সমাজেৰে তিনটি আদৰ্শেৰ কথা আমৰা জানি। আদৰ্শ তিনটিৰ পাৰস্পৰিক সম্পৰ্ক যাই হোক, লক্ষ্য একটিই। প্ৰকৃতি ও সমাজেৰে পটে মানুহেৰে ইতিহাসিক জীবনধাৰাৰ চিত্ৰ। প্ৰকৃতিৰ ৰূপকে একটি মানুহ এবং মানুহে-মানুহেৰে সম্পৰ্কে আৰাৰ সেই স্থিৰীকৃত সম্পৰ্কেৰ ছকে সমাজ-বিজ্ঞাসেৰে ভাঙাগড়া। কখনো ভেঙে গড়ে, কখনো গড়ে ভেঙে। শেষ পৰ্যন্ত একটা আদৰ্শৰূপ দাঁড় কৰাৰাৰ চেষ্টাৰ সমগ্ৰ জীবনেৰে লক্ষ্যটাই তাৎপৰ্য পায়। জীবন প্ৰকৃতিৰ ও সমাজেৰে সম্পৰ্কে সভ্যতাৰ মাত্ৰা পাওযা যায়। কাৰণ সভ্যতাৰ চেষ্টাই হলো সেই সমতায় পৌছোনো যেখানে সমাজেৰে সামগ্ৰিক কল্যাণেৰে আদৰ্শে জীবন স্থিৰ এবং প্ৰকৃতি শান্তি, প্ৰেম ও মৈত্ৰীৰ ৰূপকে প্ৰশান্ত। আদৰ্শ তিনটি, যাৰ আলোৰ সভ্যতাৰ ব্যাখ্যা হলো গ্ৰীক-ৰোমক, মধ্যযুগীয় ও বেনেসান্সীয় আধুনিক জীবনদৰ্শন।

গ্ৰীক-ৰোমক পদ্ধতিৰ স্বৰূপ বিচাৰেৰ আগে আমাদেৰে মনে বাখা প্ৰয়োজন যে গ্ৰীক-ৰোমক সভ্যতাৰ আদিমস্তবে বা এমন কি প্ৰতিটি সভ্যতাৰ আদিপৰ্যায়ে জীবনযাত্ৰাৰ একটি সামগ্ৰিক লক্ষ্য বা যাকে বলা চলে মৌল ঐক্য আৱিষ্কৃত হ’য়েছিলো। এই ঐক্য আদিম গোষ্ঠীজীবনেৰে সত্য। নিছক বাঁচাৰে প্ৰয়োজনে, প্ৰকৃতিৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতায়, প্ৰতিটি ব্যক্তিকে অগ্ৰদেৰে সাহচৰ্য মানতে হতো। একে অগ্ৰেৰে প্ৰয়োজনে নিজেৰে মিলিয়ে দিতে দিবা কবতো না। প্ৰয়োজনেৰে চেহাৰাটা ছিলো সৰাৰ, বাঁচা এবং বাঁচানোতে গোষ্ঠীৰে স্বাতন্ত্ৰ্য বা অস্তিত্ব সৰ্বপ্ৰথম স্বীকৃত ছিলো। যদি বলা চলে সম্ভাৱ কথা তৰে সেই সম্ভাৰ গোষ্ঠীৰেই ছাপ থাকতো। শাৰীৰিকভাবে প্ৰতিটি মেয়ে পুৰুষেৰে বাঁচা-মৰা নিশ্চয়ই ক্ষেত্ৰ-বিশেষে বা সাধাৰণতাই পৰিবাৰেৰে চৌহদ্দিতে ঘটতো তবু এই পৰিবাৰেৰে চাৰদেয়াল ছিলো গোষ্ঠীৰে। বাঁচাৰে এই আত্যন্তিক যুক্তিতে পৰস্পৰেৰে সামিধ্য পৰস্পৰকে কাছে টেনে বাখতো এবং যদিও প্ৰাথমিক বিভেদেৰে পৰিচয় ছিলো নাৰী পুৰুষেৰে শাৰীৰিক পাৰ্থক্যে, তবু গোষ্ঠীৰে বন্ধনেৰে লক্ষ্য সামাজিক-অৰ্থনীতিৰ সাম্যেৰে গুণে ঐক্যে স্থিৰ ছিলো। গোষ্ঠী-প্ৰীতিৰে সত্য জীবনেৰে সৰ্বত্ৰই;



I made everyman like his fellow I did not command  
that they might do evil, (but) it was their hearts that  
violated what I said. That is (the third) of the deeds.

I made that their hearts should cease from forgetting  
the  
west, in order that divine offerings might be made to  
the gods of the provinces. That is (the fourth) of the  
deeds.

মানুষে মানুষে সম্মানিত আবে একট ছবি পাই মেসোপটেমিয় কবিতায় :  
Days when one man is not insolent to another, when

a son

reveres his father,

days when respect is shown in the land, when the

lowly honour

the great,

when the younger brother respects his older brother,

when the older child instructs the younger child and

he (i.e., the younger)

abides by his decisions

গ্রীক-কল্পনায প্রকৃতি জড় অচেতন পদার্থের পৰিবর্তে চিন্ময় সত্তা হিসেবে  
স্বীকৃত ছিলো। প্রকৃতিও যে মানুষের মতোই জীবদেহ, প্রাণস্পন্দনে শিহবিত  
এ-কথা আদি দার্শনিক খালেস থেকে জ্ঞানবুদ্ধ এ্যাবিস্টটল পর্যন্ত বিনা বিধায়  
মেনে নিয়েছেন। মানুষের শরীরের সাদৃশ্বে গঠিত প্রকৃতির ধারণায় প্রকৃতিতে  
মন আবোপ সহজেই ঘটে। মানুষের মনে নয়, কিন্তু তাবই আধাবে, সাবা  
বিশ্বপ্রকৃতিতে অর্থময় হয়ে ওঠে। অণুর ছায়া পড়ে বৃহতে, বৃহতের পবিচয়  
ফোটে অণুর আদর্শে। প্রকৃতিতে প্রাণ আবোপের ফলে, প্রকৃতির চিন্ময়  
সত্তাব কাবণে নিম্ন-শৃঙ্খলাব বোধ জন্মায়। কাবণ সচেতনতায় কার্য কাবণের  
সৃষ্টি, মন না থাকলে সন্ধান সক্রিয়তাব সম্ভাবনা নেই এ-কথা গ্রীকবা সর্বক  
মেনে নিয়েছিলো। মনের জগত ছাড়া, প্রকৃতির ব্যাখ্যায় জানা গেছে যে,  
প্রকৃতি গতির নিয়মে চালিত বস্তুব জগত। বস্তুব সত্তা সর্বদাই গতির কাবণে  
রূপান্তরিত হচ্ছে, গতিই ঘিরে বেগেছে সমস্ত বস্তুবিচাব। গতির কথা প্রকৃতির  
তাৎপর্য ব্যাখ্যায় ওঠে যেহেতু চাক্ষুষ গতি ছাড়াও বস্তুব বাহ্যিক অবস্থায় রূপান্তর

প্ৰতিমূহূৰ্ত্তে ঘটছে। গতিৰ উৎস মন বা আত্মাৰ সন্ধিৰতা, কাৰণ সন্ধিৰতাৰ  
 অভাবে জড়ৰ সঙ্গ প্ৰভেদ মুছে যায়। তবে এ-কথা সত্য যে প্ৰকৃতি বিষয়ে  
 তাদেব ধাৰণা দুটো স্পষ্টতই আলাদা ছিলো। একদিকে সচেতন মনেৰ ফলে  
 নিয়মশৃঙ্খলা, অন্যদিকে সন্ধিৰতাৰ নিদানে গতি। এই বিভেদেৰ জন্ত প্ৰকৃতিৰ  
 নিয়মশৃঙ্খলাকে তাৰ মনে কবতো বুদ্ধিজাত। বুদ্ধিই অৰ্থাৎ লোগোস।  
 চূড়ান্ত ব্যাখ্যা প্ৰকৃতিৰ পৰিচয় দাঁড়াতো এই যে প্ৰকৃতি এমন একটি চিন্তাশীল  
 প্ৰাণী যাৰ মন আছে। থাৰ্লেস যেমন মনে কবতেন জল দিযে সবকিছু তৈৰি  
 এবং পৃথিৱী প্ৰাণময়, প্ৰায় একটি জন্ত। এই পৃথিৱীতে তাই নিজদেব ক্ষেত্ৰে  
 গাছপালা পাথৰ ইত্যাদি জীৱদেহ আৰু বৃহত্তৰ জগতেৰ ক্ষেত্ৰে তাৰাই এই  
 জগতেৰ প্ৰাণবান অংশ মাত্ৰ। গতিৰ প্ৰসঙ্গে অবশ্য গ্ৰীকদেব বক্তব্য আধুনিক  
 গতিতত্ত্বৰ বিৰোধী। গ্ৰীকদেব ধাৰণা ছিলো তাকেই জানা যায় যা বদলায়  
 না। দাৰ্শনিক অলুসন্ধানে যাৰ অৰ্থ, পৰিবৰ্ত্তনেৰ শেষ কথা পৰিবৰ্ত্তনই কিনা। যদি  
 পৰিবৰ্ত্তন শেষ কথা হয় তবে পৰিবৰ্ত্তনকে বোঝা যাবে কেমন কৰে। পৰিবৰ্ত্তনকে  
 ধাৰণ কৰবাৰ জন্তে স্তব্ধতা স্থিৰ অপৰিবৰ্ত্তনীয় ধাৰক নিশ্চয়ই আছে। এই  
 ধাৰক কখনো কোনো অখণ্ড বস্তু, কখনো বিমূৰ্ত্ত সত্তা। পৰিবৰ্ত্তনেৰ আড়ালে  
 অপৰিবৰ্ত্তনীয় বস্তু বা সত্তাৰ অন্বেষণ গতিতত্ত্বৰ মৌল বোঁক পড়ে গতিৰ  
 চক্ৰ আবৰ্ত্তনেৰ ওপৰ। গ্ৰীকৰা গতিকৈ তাই উদ্ভৱন হিমেৰে না দেখে,  
 আৰাৰ উৎসে ফিৰে আসাৰ প্ৰয়াস হিমেৰে দেখতেন। যেমন ক থেকে থ তে  
 যে গতি তা সম্পূৰ্ণ নয়। এই গতিই সম্পূৰ্ণ হ'বে যখন থ থেকে ক তে ফেৰা  
 হ'বে। গতিৰ পৰিণতি গতিৰ সাক্ষাৰ চৰিত্ৰেৰ ধৰ্ম্মে। অবশ্য এই বক্তব্যে  
 প্ৰকৃতিৰ সমস্ত ঘটনা ব্যাখ্যা কৰা সম্ভৱপৰ হয়না যে তা গ্ৰীকদেব নজৰ এডিয়ে  
 যাযনি। তাৰাও লক্ষ্য কৰেছিলেন যে মানুষেৰ ক্ষেত্ৰে জন্ম-মৃত্যুৰ ছকে এই  
 বক্তব্য সম্পূৰ্ণ হয় না। শৈশৱ, কৈশোৰ, যৌৱন বাৰ্ধক্য একটানা সামনেই  
 এগোয়, পিছু হঠে না। তাই চক্ৰাকাৰ বিবৰ্ত্তন ছাড়াও পৰিবৰ্ত্তন প্ৰকৃতিতে  
 আছে। স্তব্ধতা এই সমস্তাৰ উত্তৰ গ্ৰীকৰা জানালেন, অসম্পূৰ্ণ গতিকৈ সম্পূৰ্ণ  
 গতিৰ প্ৰকাশ মনে কৰা। গতিকে আমবা সম্পূৰ্ণ দেখতে পাইনে, দেখতে  
 পেলো কখনোই মনে কৰা সম্ভৱ হ'তোনা যে ক থেকে থ তে পৌছেই গতিৰ  
 সমাপ্তি। থাৰ্লেস থেকে এ্যাবিৰ্ণ্টেল তাই পৰিপূৰ্ণ বিধানে ব্যাখ্যা কৰেন, গতিৰ  
 মৌল চৰিত্ৰ হলো চক্ৰঘূৰ্ণ। প্ৰকৃতি এ্যাবিৰ্ণ্টেলৰ কাছে, প্ৰ্যাটো ও আওনীয  
 প্ৰকৃতি তাত্ত্বিকদেব মতোই, স্বকীয় গতিতে সম্পূৰ্ণ একটা বস্তুৰ জগত। এই

জগতেব বৈশিষ্ট্য হলো স্বতশ্চূর্ত বেগ, সপ্তদশ শতকেব বক্তব্য অনুযায়ী ইনাবশিয়াব জগত নয। ফলে প্রকৃতি একটি ধাবা বা প্রবাহ, তাব বুদ্ধি আছে, পবিবর্তনও আছে। এই ধাবা উন্নতিব অর্থাৎ পবিবর্তন ধাপে ধাপে এগোয, ক থেকে খ, খ থেকে গ, এবং এই প্রতিটি পবিবর্তিত পর্ষায়ে পূর্ববর্তী পবিণতিব সন্তাবনা। কিন্তু মনে বাখা প্রযোজন এই পবিবর্তন যাকে বলা হয় বিবর্তন তা-নয, কাবণ এ্যাবিস্টটলেব কাছে পবিবর্তনেব বিভিন্নরূপ ও প্রকৃতিব গঠন চিবকালীন অর্থাৎ প্রকৃতি ও পবিবর্তনেব স্বরূপে নতুনত্বেব অবকাশ পূর্বনির্দিষ্ট এবং এমনকি বিভিন্ন পর্ষায়গুলোব সম্পর্ক সময়েব হিসেবে স্থিৰ হয় না, একটা যৌক্তিক সম্পর্ক মাত্র। যুক্তিবিচাবেব কাঠামোয় অনিবাযভাবেই পূর্ববর্তীব সঙ্গে পবিণতিব যা সম্পর্ক।

গ্রীকদেব এই প্রকৃতি ব্যাখ্যাব নানা সমস্তা দেখা দেয এবং সমস্তা সমাধানেব প্রয়াসে জীবন ও সমাজ সম্পর্কে তাদেব মৌলভংগীটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আওনীয দার্শনিকবা জগত ও জীবনেব মূল স্বকান কবেছিলো একটি প্রাথমিক বস্তুতে যা অখণ্ড এবং সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি জুড়ে আছে। এই মূলবস্তু দিয়ে জড় এবং চেতন জগত তৈরি। এই মূলবস্তুব প্রত্যয়ে অস্থবিধে এই যে তাব অখণ্ডতাব বক্তব্যে বিশিষ্টেব ব্যাখ্যা হয় না। সেক্ষেত্রে ঈশ্ববেব ইচ্ছে বললেও বেহাই নেই কাবণ ঈশ্ববেব ইচ্ছেবও কাৰ্যকাবণ থাকে। বিশেষত ইচ্ছেব প্রসঙ্গে বাছাইএব কথা ওঠে যেহেতু ইচ্ছে অগ্ৰাণ্ড থেকে তকাত কবেই। খালেসেব বক্তব্যে বিভিন্নতাব ক্ষেত্র নেই। মূলবস্তুতে ইচ্ছা আবোপ কবলে হয়তো বলা চলে বিস্মিষ্ট হবাব বোঁক অন্তর্নিহিত কিন্তু এই বক্তব্যেও সমস্তা সমাধান হয় না। এ্যানাক্সামেনিস ও এ্যানাক্সা মেণ্ডাব এমনধাবা একটা বক্তব্যই প্রমাণ কবতে চেষ্টা কবেন। এই বক্তব্যে দাঁডায় যে মূলবস্তু কোনো নির্দিষ্ট কাবণে অগণ্ড থেকে খণ্ডতাব রূপ নেয এবং সেক্ষেত্রে খণ্ড গোড়া থেকেই আছে যেহেতু বিভিন্ন খণ্ড না-থাকলে বিশেষ রূপটিব সন্তাবনা থাকেনা। তখন মৌল অখণ্ড বস্তুটি পবিত্যাগ কবতে হয় অথবা তাব বাছাইবেব কোনো কাৰ্য কাবণ নেই বলতে হয় যাব অর্থ এই দাঁডায় যে সে নিশ্চয়ই বাছাই কবেনা। আওনীযবা, বোঝাই যাচ্ছে, উভয সংকটে পড়েছিলেন। যদি তাঁদেব ধাবণা মতো প্রাথমিক বস্তুটি সত্যিসত্যিই সমস্ত বিশ্বজগতেব মূলধাব তবে অগ্ৰদেব চাইতে কোনো একটি বিশেষ বস্তুতেই নিঃশেষ হতে পাবেনা। অর্থাৎ কখনোই, আগুনেব চেযে জল বা জলেব চেযে বেশি হাওয়া নয। এবং এই সব জল, হাওয়া বা আগুন থেকে কোনো একটি

কিছুই বিশেষ ভাবে আসেনা। এই মূল বস্তুটি সম্পূর্ণই অন্তর্নিহিত কোনো বৈশিষ্ট্য-মণ্ডিত হ'তে পাবে না। এই বৈশিষ্ট্যহীন মূল বস্তুটি প্রসঙ্গে তাই যদি স্পষ্ট কিছু উল্লেখ কবতে হয় তবে তাব একটিই প্রধান চবিত্র যে তা স্থানে ব্যাপ্ত আছে। এই বক্তব্য থেকে আবাব অল্প একটি সমস্তা দেখা দেয়। এই বক্তব্যে মূল বস্তু থেকে আগুন, জল বা পৃথিবী তৈরি হয় ঘনীভবনের ফলে। এই ঘনীভবনের তাৎপৰ্যে জানি যে স্থান ও মূলবস্তুতে তফাৎ থাকা প্রয়োজন। কিন্তু প্রাথমিক আওনীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বস্তুর সম্পূর্ণ অনির্বচনীয়তা ও নির্বিশেষ চবিত্রের ফলে স্থান থেকে তাকে তফাৎ কবা সম্ভবপৰ নয়। স্ততবাং ঘনীভবনের ফলে বিশিষ্টকবণ ঘটছে না এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও মানতে হচ্ছে নির্বিশেষ বস্তু কখনোই বিশেষেব পৰ্যাবে আসতে সক্ষম নয়। ফলে, আওনীয় দর্শনে বা প্রকৃতিব চবিত্র ব্যাখ্যায মৌল অসংগতি দূৰ হয়না। পীথাগোবাস সৰ্বপ্রথম সম্পূর্ণ নতুন বক্তব্যে এই সমস্তাটি সমাধান কবেন। পীথাগোবাসেব সম্ভাবনা অবশ্য আওনীয় এ্যানাক্সামেনিসেই কিছু পৰিমাণ ছিল। প্রকৃতি বিষয়ে তাব জিজ্ঞাসা ছিলো, 'বিভিন্ন বস্তু কেনো বিভিন্ন ব্যবহাব কবে?' উত্তব তাব জিজ্ঞাসাব স্ত্রেই এসেছে 'কাবণ যে বস্তুতে তাবা তৈরি, সেই বস্তুটি ফাই-হোক-না কেনো, স্থানে তাব গঠনেব পৰিবৰ্তন ঘটে।' এ্যানাক্সামেনিসেব এই জবাবে সৰ্বপ্রথম একটা পৰিবৰ্তন লক্ষ্য কবা যায়। প্রকৃতি বিষয়ে এবাবকাব ধাবণা বস্তু থেকে গঠনে সবে আসছে। পীথাগোবাস এই সমাধানেব ধাবায় প্রকৃতিতে জ্যামিতিক পদ্ধতি প্রয়োগ কবেন। তাঁব মতে বিভিন্নবস্তুর গুণগত পার্থক্যেব কাবণ তাদেব বিভিন্ন জ্যামিতিক কাঠামো। যদিও স্থানেব হিসেবে বিভিন্ন জ্যামিতিক চিত্র একই তবু তাদেব গুণগত পার্থক্য আছে কাবণ তাদেব বিচাব বস্তুর ধাবণায় নয়, ফর্ম বা রূপেব ধাবণায়। আওনীয়বা বিভিন্ন বস্তুর প্রভেদ ব্যাখ্যা কবতে পাবেননি। তাঁবা একদিকে বস্তুকে বলেছেন নির্বিশেষ, অথগু, আবাব অল্পদিকে এই বস্তুতেই প্রভেদেব বীজ খুঁজেছেন। থালেসে যেমন একটি জীবন্ত প্রাণী ও একটি সক্রিয় চুষক একই বস্তুতে তৈরি, কিন্তু তাদেব বীতিপ্রকবণ ও আচরণে তফাৎ কেন? থালেস বলবেন, জল। বলা চলে চুষক-চবিত্র ও সেই প্রাণীটিব চবিত্রেব জগ্নই তফাৎ। কিন্তু চুষক-চবিত্র ধবে না নিলে, চুষক ও প্রাণী সব কিছুই বাতিল হ'য়ে যায়। পীথাগোবাস বিনিবিজ্ঞানেব অভিজ্ঞতা থেকে এই প্রপ্নেব মীমাংসা কবলেন। ছোটো স্ববেব তফাৎ তাবেব উপাদানে নয়, কম্পনেব হাবেব গুপব। ফলে দাঁডালো এই-

যে একটি চক্ষুৰ প্ৰকৃতি, যা তাকে তাৰ নিজস্ব ব্যবহাবে নিযুক্ত বাখে, সেখানেই তাৰ মূল উপাদান নহ, তাৰ কাঠামো বা তাৰ গঠন। যে গঠন বা কাঠামো আৰাব গণিতেৰ সংজ্ঞায় প্ৰকাশ কৰা যায়। চিন্তাৰ ক্ষেত্ৰে পীথাগোবীষ এই বিপ্লবেৰ তাৎপৰ্য হ'লো এই যে কোনো একটি বস্তুৰ প্ৰকৃতি ব্যাখ্যায় যেমন তাঁদেব সাদৃশ্য লক্ষ্য কৰা প্ৰযোজন তেমনি তাঁদেব প্ৰভেদও। শুধুমাত্ৰ মৌল বস্তুৰ উল্লেখে বস্তুৰ বিভিন্নতা মুছে যায় কাৰণ একটি সূত্ৰ হিসেবে বস্তু হ'ব অথও অথবা নয়। কিন্তু গাণিতিক ফৰ্ম বা গঠন একটা সূত্ৰ যা কানিংউডেৰ কথাৰ differentiate into a hierarchy of mathematical forms, infinitely infinite in their variety' এই গঠন, সংখ্যাৰ হিসেবে হোক যেমন পীথাগোবাস ভেবেছিলেন, বা সঙ্গতিৰ তাৎপৰ্যে হোক যেমন ভেবেছিলো প্লেটো ও এ্যাবিস্টটল, পাবম্পবিক সম্পৰ্কেৰ সুসমঞ্জস স্থিতিতেই সিদ্ধ। এই সঙ্গতি বা হাৰ্মনিৰ ধাবণা এ্যাবিস্টটলে পল্লবিত হ'য়ে তাঁদেব সমগ্ৰ দাৰ্শনিক চিন্তায় ছড়িয়েছিলো। সঙ্গতি যে গঠনেৰ এ-কথা তাঁবা সবিশেষ বুঝেছিলেন। কিন্তু তাঁদেব বিশ্ববীক্ষা ছাড়াও আমাদেব পূৰ্ববৰ্তী আলোচনাৰ সূত্ৰে দেখতে পেয়েছি প্ৰকৃতিৰ তাৎপৰ্য ব্যাখ্যায় সমগ্ৰ গ্ৰীক চিন্তাই কেমন একটা ঐক্যে পৌছাব প্ৰেৰণায় উদ্ভূত। এমন কি গতিতত্ত্বেৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ প্ৰবক্তা হেবাক্লাইটসও এক নদীতে ছবাব স্নান কেউ কবে না, এই বক্তব্যেৰ সঙ্গ সঙ্গই জানাতে ভোলেন না যে বিশ্বপ্ৰকৃতি জুড়ে একটি নিয়ম কাজ কৰছে। এই নিয়মেৰ শৃঙ্খল কেউ ভাঙতে পাবে না, প্ৰত্যেককেই তাৰ নিৰ্দেশ মেনে চলতে হয়। হেবাক্লাইটস লিখছেন, 'The Sun will not overstep his measures, if he does the Erinyes, the handmaids of justice, will find him out,' সঙ্গতিৰ এই বক্তব্য ইউৰিপিডিসেৰ নাটক "ফিনিসীয় মেঘেৰা" য জোকাস্তাৰ বক্তব্যে আসে। ছেলেকে প্ৰকৃতিৰ নিয়ম সম্মান কৰতে অনুবোধ জানাচ্ছেন তিনি :

"Equality, which knitteth friends to friends,  
Cities to cities, allies unto allies.  
Man's law of nature is equality.  
Measures for men equality ordained  
Meting of weights and number she assigned."

প্ৰকৃতিৰ ঐক্য ও নিয়মশৃঙ্খলাৰ বিৰুদ্ধে সোফিস্টবা প্ৰশ্ন তুললে সক্ৰাটিস প্ৰতিবাদ কবেন। এই তৰ্ক প্ৰথাও প্ৰকৃতিৰ নিয়মেৰ যাংখাৰ্য্য বিচাবেৰ ক্ষেত্ৰেই তীব্ৰ হ'য়ে ওঠে। সোফিস্টবা জিজ্ঞেস কবেন এমন কোনো নীতি বা নিয়ম

আছে কি যা দেশকালপাত্র নিবপেক্ষভাবে সঠিক ? তাঁদের জবাবে জানা যায়, মানুষ্যেব কোনো নিষমকান্নই নিৰ্বিশেষ ও সৰ্ববাদী সম্মত হতে পাবে না। তাৰেব ব্যৱহাৰেব ক্ষেত্ৰ সীমাবদ্ধ। প্ৰযোজনেব বাইবে এই আইনকান্নেব ব্যৱহাৰ প্ৰকৃতিব সত্যকে লঙ্ঘন কৰে। প্ৰকৃতিব নজীবে তাঁবা বললেন একমাত্ৰ যা সঠিক তাকেই স্বাভাবিক বলা হৰে অৰ্থাৎ প্ৰকৃতিব দিক থেকে যথার্থ। মানুষ্য নিতান্তই কাল-নিৰ্ভৰ, ইতিহাসেব পুতুল। হিম্মিষস তাই জানান যে প্ৰকৃতিব নিৰ্দেশ ছাড়াই মানুষ্যেব আইনকান্ন সীমা ছাডিয়ে দমনমূলক হছে। তিনিও অন্তান্ত সোফিস্টবা দেশেব প্ৰথাব বিৰুদ্ধে ব্যক্তিব প্ৰকৃতি ও স্বভাবেব বোঁকেব পুণৰ প্ৰকৃতিব নিষমকে দাঁড কৰাবাব চেষ্টা কৰেন। সোফোক্লিসেব নাটক “এণ্টিগোন” তৎকালীন তৰ্কেব সমস্তাতেই গড়ে ওঠে। এণ্টিগোন বলেন তিনি প্ৰথাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰকৃতিব নিয়মে নিৰ্ভৰ কৰবেন :

Yea, for these laws were not ordained of Zeus  
And she who sits enthroned with gods below,  
Justice,, enacted not these human laws.  
Nor did I deem that you a mortal man,  
Could st by a breath annual and override  
The immutable unwritten laws of Heaven,  
They were not born today nor yesterday,  
They die not, and none knoweth whence they sprang”.

সক্ৰাটিস সোফিস্টদেব বিপ্লবী মনোভাবেব বিৰুদ্ধে প্ৰথাৰ স্বপক্ষেই তাঁব প্ৰত্যয় তৈৰি কৰেন।

সোফিস্টদেব খেয়াল বা ব্যক্তিগত ইচ্ছা-নিৰ্ভৰ নীতিবোধেব বিৰুদ্ধে স্থান এবং প্ৰযোজনেব সমন্বয়ে সক্ৰাটিস নীতিব যে সৰ্বজনীন প্ৰত্যয় তৈৰি কৰেন তাৰ মূল্য যথেষ্ট হলেও শেষ পৰ্যন্ত তিনি প্ৰতিষ্ঠিত ক্ষমতাৰ হাতেই বিচাবেব ভাৰ অৰ্পণ কৰেন। কাৰণ তিনি বলেন স্মৃথেব একমাত্ৰ সম্ভাবনা প্ৰতিষ্ঠিত আইন ও নীতিব নিৰ্দেশে ব্যক্তিগত বিচাৰ-বিবেচনা স্থিৰ কৰায। ব্যক্তিগত বিশৃঙ্খলাৰ বাইৰে অথও নিষমেব হাতে সব কিছু ছেড়ে দেবাব এই সক্ৰাটিস বক্তব্য এ্যাবিস্টটলেব পদ্ধতিতে সৰ্বগ্ৰাসী যৌক্তিক নিষম-শৃঙ্খলা লাভ কৰে। যা সত্যিই সৎ তাই সামান্ত এবং সামান্তৰ ধাৰণাই জ্ঞান। এই বক্তব্যে এ্যাবিস্টটল প্লেটোকে অহুমৰণ কৰেন কিন্তু প্লেটো যেক্ষেত্ৰে সম্পৰ্কে অস্বীকাৰ কৰেন, সামান্ত ও বিশেষেব সম্পৰ্ক, এ্যাবিস্টটল প্লেটোব বিবোধী। প্লেটেব কল্পনায



ভাবেব জগত সৰ্বদাই স্থিৰ, তাৰ সন্মুখ পৰিবৰ্তনেৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই। তাৰ মতে জগত দুটো, একটা ভাবেব যা অবিচল প্ৰত্যয়েব আৰ একটা পৰিবৰ্তনেৰ যা প্ৰত্যক্ষ সংবেদনেৰ। এ্যাবিস্টটল সত্যেব এই বিভাগ দুব কবেন তাঁৰ যুক্তিশাস্ত্ৰেব সামাগ্ৰ ও বিশেষেব যথার্থ সম্পৰ্ক নিৰ্ণয়ে। সোফিস্টদেব কাছে তিনি শিখেছিলেন প্ৰমাণ ও অস্বীকাৰেব পদ্ধতি। এবাব সত্য জ্ঞানেব প্ৰসঙ্গে এবং বৈজ্ঞানিক প্ৰমাণেব ক্ষেত্ৰে তিনি সেই পদ্ধতি ব্যবহাৰ কবাব সিদ্ধান্ত কবলেন তাই সত্য যা সামাগ্ৰ থেকে পাওযা যায়। বিজ্ঞানেব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তাই তাঁৰ মতে যৌক্তিক অনিবাৰ্যতা প্ৰমাণ কৰা যখন জানা যাবে প্ৰত্যয় থেকে বিশেষেব স্থান আগে, সাধাৰণ কাৰ্যকাৰণ থেকে বিশিষ্ট ঘটনাৰ তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা কৰা যায়। এ্যাবিস্টটলেব দৰ্শনে তাই অনুমান ও গ্ৰায়েব তত্ত্ব মূল। এই গ্ৰায়েব লক্ষ্য বিভিন্ন প্ৰত্যয়েব সম্পৰ্ক নিৰ্দেশ কৰা, যে-সম্পৰ্ক হলো পৰস্পৰ আন্তৰ্গত্যেব অৰ্থাৎ সাম্ৰাজ্যেব অধীনে বিশেষেব পৰিচয়। এই তত্ত্বে একটা জিজ্ঞাসা যে যে কোনো একটা প্ৰত্যয় অৰ্থাৎ উদ্দেশ্য অথ একটা প্ৰত্যয় অৰ্থাৎ বিধেয়ৰ অধীনে স্বীকৃত হবে কিনা। এইজন্তেই অবধাৰণ ক্ৰিয়া বা বিচাৰেত্ৰ আলোচনায তিনি মাত্ৰ দুটো প্ৰত্যয়েব আলোচনা কবেন, সংখ্যা ও গুণ। সংখ্যাৰ আলোচনা কৰে তিনি উদ্দেশ্য ও বিধেয়েব নিৰ্দেশেব পৰিধি দেখান, কাৰণ নিৰ্দেশক ক্ষেত্ৰ অনুযায়ীই অধীনতাৰ বিচাৰ সম্ভব অৰ্থাৎ উদ্দেশ্য ও বিধেয়ৰ সম্পৰ্ক স্থিৰ হবে। গুণেব আলোচনায জানা যায় এই অধীনতাৰ সম্পৰ্ক স্বীকৃত বা অস্বীকৃত হছে কিনা। স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতিতে নিৰ্ভৰ কৰে সংযোগ ও বিযোগেব সম্পৰ্ক। এ-কাৰণেই এ্যাবিস্টটলীয গ্ৰায়েব গঠন (ফিগাৰ) নিৰ্ভৰ কৰে বিভিন্ন প্ৰত্যয়েব অধীনতাৰ পাবম্পৰিক সম্পৰ্কে যা সিদ্ধান্তে প্ৰমাণ হয় এবং প্ৰতিজ্ঞাগুলোতে উপস্থিত কৰা হয়। স্মৃতবাং অনুমানে প্ৰতিজ্ঞাগুলোৰ সামাগ্ৰতাৰ তুল্য কোনো কিছুই প্ৰমাণ কৰা অসম্ভব। আৰো সামাগ্ৰ প্ৰমাণ কবাব কথা ওঠেই না। চিন্তায়, যা আগেই জানা আছে তাৰ বাইবে নতুন প্ৰত্যয় পাওযা যায় না। সৌমাবদ্ধ ক্ষেত্ৰে যদিও পূৰ্ববৰ্তী প্ৰতিজ্ঞা বিচাৰ কৰা চলে তবু এই বিচাৰ গ্ৰায়েব সিদ্ধান্ত হিসেবেই পাওযা যায়। শেষ পৰ্যন্ত প্ৰাথমিক প্ৰতিজ্ঞাটি কখনোই প্ৰমাণ কৰা সম্ভবপৰ হয় না। তাই এ্যাবিস্টটল বলেন প্ৰাথমিক প্ৰতিজ্ঞাটিব সত্য অব্যবহিত (ইমিডিযেট) তাকে কখনোই প্ৰমাণ কৰা যায় না, সিদ্ধান্ত হিসেবে পাওযা যায় না, এমন কি তাৰ ধাৰণাও সম্ভবপৰ নহয়। প্ৰতিটি অববোহী সিদ্ধান্তেব জন্তে মৌল একটা কিছু দৰকাৰ, যা নিজেই

সম্প্রমাণ, এমন একটা ভিত্তি যা প্রমাণের অপেক্ষা বাথে না, সমস্ত ব্যাখ্যাবাদী যে নিজে কখনোই ব্যাখ্যায্য ধবা পড়ে না। বিচারের প্রসঙ্গে সামান্যও বিশেষের সম্পর্কের সঙ্গেই একটা যুক্তিতে বিচারের অংশ, প্রত্যয়ের ক্ষেত্রেও তিনি দেখান যে প্রত্যয়গুলো জানা যাচ্ছে সংজ্ঞা নিরূপনের দ্বারা। এই সংজ্ঞা নিরূপণে একটা বৃহত্তর শ্রেণী (জিনস) ব অংশ হিসেবে প্রত্যয়গুলোকে দেখা হয়, তাদের বিশেষ লক্ষণ মিলিয়ে বা প্রভেদ জেনে নিয়ে। প্রতিজ্ঞাগুলোর মতোই সংজ্ঞা নিরূপণের ক্ষেত্রেও শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত সার্বিক বক্তব্যে পৌঁছে আব নতুন অন্বেষণের অবকাশ থাকে না।

এ্যাবিস্টটলের জাযশাস্থেই সর্বপ্রথম গ্রীকদর্শনের মৌলসমস্তাব সমাধান হলো। সমস্তাটা ছিলো এই যে কেমন কবে পবিবর্তমান বিশ্বে সতত চঞ্চল বস্তব তলায় একক অথচ চিবস্থিৰ অপবিবর্তিত সত্তাব কথা জানা যায়। এ্যাবিস্টটল তাঁব ‘সম্পর্ক’ও ‘উন্নতি’ব প্রত্যয়ে সমাধান উপস্থিত কবলেন।

অগ্রজ দুই প্রধান দার্শনিক, ডেমোক্রিটস ও প্লেটো, একই সমস্তাব চিন্তিত ছিলেন। ঘটনাব কাবণ ডেমোক্রিটসেব মতে, পবমাণু ও তাদের গতি, আব প্লেটোব বক্তব্য ভাব ও তাদের চূড়ান্ত কাবণ যা অবশ্যই ঘটনাব কাৰ্যকাবণ থেকে পৃথক। এ্যাবিস্টটল সত্যেব স্বরূপ সঠিক নির্ধাবণ কবেন; যা সৎ, তাব প্রকাশ ঘটনাব মধ্যেই বিধৃত। ঘটনাব কাবণ ঘটনা থেকে এই ধাবণা তিনি পবিত্যাগ কবেন এবং জানান যে বস্তব সত্তা আসলে, যাতে সত্যেব স্বরূপ প্রকাশিত, সেই ঘটনাবলীব যোগফলমাত্র। এই ব্যাখ্যায সত্তা তাব চবিত্র পায় একমাত্র ঘটনাব বিকাশেব মধ্যে। সত্তাব অথগু, অপবিবর্তনীয় চবিত্র ও তাব ঘটনাবলীতে বিকাশেব বৈশিষ্ট্য, জেনো ও হেবাক্লাইটসেব পবম্পব বিবোধী সিদ্ধান্তেব দুই প্রান্ত, এ্যাবিস্টটলেব সম্পর্কেব তত্ত্বে মিলে যায়। পবিবর্তনেব ধাবাকে তিনি দেখেন পদার্থ ও ফর্মেব সম্পর্ক। মাযাব জগতকে প্লেটো ব্যাখ্যা কবেছেন ‘অনন্ত’ ও ‘সান্ত’ব সংমিশ্রণ বলে। এ্যাবিস্টটল বলেন ঘটনাব জগত আকৃতিবিশিষ্ট পদার্থ। যদিও তাঁব মতে পদার্থ নিজে নিবাকাব তবু সম্পর্কই উদাসীন শূন্ত স্থান নয়, অবয়ববিশিষ্টধাবক। এই অবয়ব আবাব শুধুমাত্র গাণিতিক সীমা নয়, তাব নিজস্ব চবিত্র ধর্মেই বিশিষ্ট। এ্যাবিস্টটল যাকে বলেছেন ‘এনটেলেকিয়া।’

গ্রীক প্রকৃতিচিন্তা ও দর্শনেব ছাঁচেই সমাজ-সংগঠন ও রাজনৈতিক প্রত্যয় গড়ে উঠেছে। প্রকৃতিব ঐক্য, অপবিবর্তনীয় নিয়ম-শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য ও সংহতি, সমাজব্যবস্থাতেও আনবাব চেষ্ঠা কবা হয়েছে। প্রকৃতিব নজীবেই তাঁবা বুঝতে

পেবেছিলেন যে ঐক্যে স্থিতি না-হলে, সংহত জীবনযাত্রায় ব্যক্তি ও সমাজের সামঞ্জস্য না-এলে, কি ব্যক্তিজীবন কি সমাজ সর্বত্রই বিশৃঙ্খল। অব্যক্ততায় যে জীবনের মুক্তি নেই এ-কথাও জানতে তাঁদের দেবি হয়নি। জীবনের ও সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাই সংগঠনের মূল্য তাঁদের কাছে অপবিসীম ছিলো। প্রকৃতি শুধু মাত্র অখণ্ড সত্যের রূপই নয়, ব্যক্তির স্বভাব এবং চরিত্রের ক্ষেত্রেও তাব পবিচয় আছে, প্রকৃতির স্বাভাবিকতাব মতো ব্যক্তির সচেতনতাবও স্বাভাবিকতা থাকে। এই স্বাভাবিকতাব অভাবে ব্যক্তি কখনো স্বকীয়তা লাভ কবে না। ব্যক্তির স্বাভাবিকতা, গ্রীকবা জানতেন, সমগ্র সমাজের স্বাভাবিকতাব তাৎপর্ষ্যেই আলোকিত হবে। সমগ্র সমাজের সংগঠনেই যেহেতু প্রকৃতির ঐক্যেব নজীব পাওয়া যায়, সমাজেই খণ্ড, বিচ্ছিন্ন, অংশেবা পবম্পব সাম্যে প্রতিষ্ঠিত হবে। গ্রীকদের প্রাথমিক কল্পনাতেও এই ধারণা স্পষ্ট হয়ে ছিলো। জীবদেহের সাদৃশ্যে গঠিত প্রকৃতির কল্পনায় সমগ্রের কথাই প্রধান থাকে। জীবদেহের কোনো বিশেষ অংশই সম্পূর্ণ নিজেব চালে সমগ্র সত্তাব বিপক্ষে চলতে পাবেনা। দেহের সাংগঠনিক ঐক্য প্রতিটি অংশের পাবম্পবিক নির্ভবতায় গড়ে ওঠে। সমাজ-সংগঠন একই যুক্তিতে যেহেতু জীবদেহের মতোই ছিলো, ব্যক্তি ও সমাজের সম্প্রীতি ও মিলনে মূল ঐক্যটি খোজা হয়েছে, যে-কোনো একটি প্রত্যয়ের মূল্য না-বাড়িয়ে। কিন্তু স্বর্ণেষে যেহেতু সমগ্র জীবদেহটিই প্রধান, সমাজের মূল্য প্রকৃতির উদাহরণে বাড়ে। গ্রীক ইতিহাসের দুটি পর্বই, গণতন্ত্র ও স্বৈরাচাবে, জীবনের এই ধারণাটি প্রকাশ পায়।

পীথাগোরাসের 'হার্মনি' তত্ত্বের পবিচয় পাওয়া যায় গ্রীক গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায়। যদিও প্রকৃতি সমাজসংগঠনের ক্ষেত্রে বাষ্ট্রেই রূপান্তবিত, গ্রীক শাসনব্যবস্থাব পেছনে যে-দার্শনিক মনোভাব কাজ কবে তাব পবিচয়ে জানি প্রাথমিক গণতন্ত্রের সঙ্গে বাষ্ট্রব্যবস্থাব কোনো বিবোধ নেই। বাষ্ট্র প্রকৃতির অখণ্ড ও ঐক্যের প্রতিভূ হলেও সামাজিক সংগঠনে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সম্পর্কের সূত্রেই যেহেতু ঐক্য গড়ে ওঠে তাই বাষ্ট্রের কোনো নিগড ব্যক্তিদের স্বাধীনতা খর্ব কবেনি। অবশ্য প্রতিটি ব্যক্তির স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক আদর্শের পেছনে সম্পূর্ণ আত্মগত বোধ ও কল্পনাব অবকাশ ছিলোনা, তাদের চিন্তায় সর্বদাই সমগ্রের ধারণা থাকতো, কি প্রকৃতি কি বাষ্ট্রের ক্ষেত্রে। গণতন্ত্রের আদর্শে এবং সমাজসংগঠনে অংশ ও সমগ্রের ঐক্যের ছবিটি পাই খুঁকিভিডিসের বর্ণনায়, গণতন্ত্রের স্বর্ণযুগে পেরিক্লিসের বিখ্যাত বক্তৃতায়। এথেন্সের গৌববোজ্জল

ঐতিহ্যেৰ বৰ্ণনাৰ পেনিক্লিসেৰ মনে এই ঐক্যবোধটিই কাজ কৰে। তিনি বলেন,

“I would have you day by day fix your eyes upon the greatness of Athens, until you become filled with the love of her ; and when you are impressed by the spectacle of her glory, reflect that this empire has been acquired by men who knew their duty and had the courage to do it, who in the hour of conflict had the fear of dishonour always present to them, and who, if ever they failed in an enterprise, would not allow their virtues to be lost to their country, but freely gave their lives to her as the fairest offering which they could present at her feet.”

পিনিক্লিসেৰ বক্তৃতাৰ স্বৰূপে বোকা যায গ্ৰীক জীৱনে প্ৰকৃতি, বাস্তৱ ও তাদেৰ প্ৰিয় নগৰটি কেমন মিশে একাকৰ হাৰে গিয়েছিলো। নগৰেৰ জন্তে, এথেন্সেৰ প্ৰেমে তাৰ নিজেদেৰ প্ৰয়োজন ও স্বাৰ্থ বিসৰ্জন দেওথাকে স্বাধীনতাৰ অপব্যৱহাৰ মনে কবতো না। বৰং এথেন্সেৰ সাম্ৰাজ্যবাদী স্বাৰ্থ তাদেৰ গণতান্ত্ৰিক আদৰ্শেৰ সঙ্গ চমৎকাৰভাবে মিলে গিয়েছিলো। নগৰকে কেন্দ্ৰ কৰে তাদেৰ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্ৰেৰ আদৰ্শ যে গড়ে উঠেছে তাৰ কাৰণ তাৰা মনে কবতো, যেমন বলেছেন এ্যাবিল্টল, নগৰই তাদেৰ আত্মপ্ৰকাশেৰ মাধ্যম, তাদেৰ জীৱনযাত্ৰাৰ পদ্ধতি। এই নগৰেৰ ব্যবস্থা, তাদেৰ স্বকীয়তাৰ প্ৰকাশ এবং পাবস্পৰিক সম্প্ৰীতি ও মিলনেৰ প্ৰস্তুতি। নগৰটিই ছিলো তাদেৰ সমাজ এবং এই সমাজে প্ৰতিটি নাগৰিকেৰ অংশ গ্ৰহণ কৰতে হতো। অংশ গ্ৰহণ নিজেৰ স্বাৰ্থ এবং প্ৰয়োজনে তো বটেই, নগৰ অৰ্থাৎ সমাজেৰ স্বাৰ্থও বক্ষিত হতো। নগৰেৰ লক্ষ্যে প্ৰতিটি নাগৰিকেৰ জীৱনে সদ্ধতি আসতো, পবস্পৰেৰ সম্পৰ্কে তাদেৰ জীৱনযাত্ৰাৰ আদৰ্শ বক্ষিত হতো। গ্ৰীক গণতন্ত্ৰেৰ লক্ষ্যে তাই বৰ্তমানেৰ সম্পূৰ্ণই আত্মগত এবং নিঃসঙ্গ ব্যক্তিৰ প্ৰতিতুলনা মেলেনা। যেমন মেলেনা ছমছাডা অবাজক অস্তিত্বেৰ সঙ্গ গ্ৰীক সামাজিক-কৰ্মেৰ, ঐক্যবদ্ধ জীৱনযাত্ৰাৰ। পেনিক্লিস বলেছেন, ‘An Athenian citizen does not neglect the state because he takes care of his own household ; and even those of us who are engaged in business

have a very fair idea of politics. We alone regard a man who takes no interest in public affairs, not as a harmless, but as a useless character ; and if few of us are originators, we are all sound judges of policy.”

আবো স্পষ্টভাষায় প্ৰেবিক্সিসেব বক্তৃতায় আমাদেব বক্তব্যেব প্ৰতিধ্বনি আসে :

“There is no exclusiveness in our public life, and in our private intercourse we are not suspicious of one another, nor angry with our neighbour if he does what he likes, we do not put on sour looks at him which, though harmless, are not pleasant. While we are thus unconstrained in our private intercourse, a spirit of reverence pervades our public acts ; we are prevented from doing wrong by respect for the authorities and for the laws, having a special regard to those which are ordained for the protection of the injured as well as to those unwritten laws which bring upon the transgressor of them the reprobation of the general sentiment.”

প্লেটো ও এবিস্টটলেব দৰ্শনে গ্ৰীকসমাজ-সংগঠনেব মূল প্ৰতিপাত্তুলো আবো স্পষ্ট হইছে। তাঁদেব বক্তব্যে নাগৰিক একমাত্ৰ বাষ্ট্ৰেই তাঁদেব শ্ৰেয়সকে পেতে পাবে এবং একমাত্ৰ শ্ৰেষ্ঠ বাষ্ট্ৰেই তাঁদেব পৰিপূৰ্ণ মঙ্গল। শ্ৰেষ্ঠ রাষ্ট্ৰ আবাব তাকেই বলা হ'বে যা প্ৰতিটি নাগৰিককে তাঁদেব প্ৰকৃতি ও স্বভাব অনুযায়ী বিকাশেব সমস্ত সুযোগ দেবে। “শ্ৰেষ্ঠত্ব” ব্যাখ্যায়, সৰ্কাটিসেব মুখে, প্লেটোৰ কথা শোনা যায়। সোফিস্টদেব সঙ্গে বিতৰ্কে সৰ্কাটিস ব্যক্তিৰ আবেগ ও অনুভূতি-নিৰ্ভৰ সামাজিক ও নৈতিক মতবাদকে অস্বীকাৰ কৰেন। অনুভবেব হাতে ব্যক্তিৰ ভাগ্য নিৰ্ভৰ কৰলে, সৰ্কাটিস জানেন, সমাজে অৰাজকতা দেখা দেয়। তাঁব মতে তাই ব্যক্তিৰ অন্তৰ্দৃষ্টিই আসল। অন্তৰ্দৃষ্টিৰ আলোয় জানা যায় ব্যক্তি ও সমাজেব প্ৰয়োজন, বস্তব প্ৰকৃত সত্তা। সত্তাব ধাৰণায় জ্ঞান আসে। সৰ্কাটিসেব মতে, বোঝা যাচ্ছে, অজ্ঞানই অগ্ৰাঘ, জ্ঞানেব আলোয় জ্ঞানীতিৰ প্ৰকাশ। পাজী লোক তাকেই বলবো যে জানেনা কোনটা ভালো

বা কোনটাই মঙ্গল। সক্রাটিস বলেন, সততাই (ভার্চু) জ্ঞান। এই সততাব-  
 পৰীক্ষা শ্রেয়বোধের স্পষ্ট ধারণায়, অন্তর্দৃষ্টিতে। সক্রাটিসের উদাহরণে জানি  
 যে একটি ভীতু লোকের মতো একটি শক্তিশালী লোকও ভয় পেতে পারে।  
 সেক্ষেত্রে তাদের তফাৎ কি? সক্রাটিস বলেন, বলবান লোকটির ভয়ের  
 কাারণ ভিন্ন। সে অশোভন কিছু কবতে ভয় পায বা এমন অনেক কিছু  
 আছে যা তার শক্তির সীমার বাইরে, যেমন শত্রুর হাতের আগ্নেয়াস্ত্র। সুতরাং  
 সে কি কববে বা কববেনা বিবেচনা কবে স্থির কবতে পারে। ভীতু লোকটি  
 তা পাবেনা, সে জানেই না কি তার শক্তির আয়ত্নে আব কি আয়ত্নে নয়।  
 বলবান ও ভীতু লোকটিতে তফাৎ সেজন্তে নেহাতই জ্ঞানের, অন্তর্দৃষ্টির।  
 সক্রাটিসের এই তত্ত্ব অবশ্য সমস্তাব সমাধান কবতে পাবেনা। কাারণ আমবা  
 জানতে চাই সততা কাকে বলে, সক্রাটিস জানান, জ্ঞান বা অন্তর্দৃষ্টিই সততা।  
 কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি কিসের? জ্ঞানই বা কিসের? সক্রাটিস বলবেন, শ্রেয়সের।  
 কিন্তু আমবা জানি সততাই মঙ্গলের বোধ অথবা নিদেন পক্ষে কোনো একটি  
 মঙ্গল। সেক্ষেত্রে সততা যা নিজেই মঙ্গল, ব্যাখ্যায় দাঁড়াচ্ছে, মঙ্গল মঙ্গলের  
 'অন্তর্দৃষ্টি'। ফলে, চক্রাকাব যুক্তিতে সক্রাটিস ঘুবছেন এবং আমাদেবও বোবাচ্ছেন।

সোফিস্টদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা-নির্ভব নীতিতত্ত্বের বিরুদ্ধে সক্রাটিস যুক্তি ও জ্ঞানকে  
 স্থান দিলেও বোঝা যাচ্ছে তিনি আসলে ক্ষমতার হাতেই নাগবিকদের ভাগ্যকে  
 সমর্পণ কবছেন। কাারণ, শেষপর্যন্ত ব্যক্তিক জ্ঞান বা ভ্রান্তির পবিমাপেব মানদণ্ড  
 যেহেতু নির্দিষ্ট হয়নি, সমাজ বা কতৃপক্ষেব নির্দেশেই জ্ঞান যাবে চূড়ান্ত মঙ্গলের  
 রূপ বা সামাজিক আদর্শেব লক্ষ্য। প্লেটোব বক্তব্যেব পেছনে এই সক্রাটিয়  
 চিন্তাই প্রধান। সততাই জ্ঞান বললে প্রসঙ্গত বোঝা যায় যে প্রত্যক্ষভাবে  
 কোনো একটি শ্রেয়সেব আদর্শ তৈরি হতে পারে এবং তাকে লাভ কবাও যায়।  
 এই আদর্শেব ধারণা অবশ্য যুক্তি-চিন্তাব ওপব নির্ভব কবে, কোনো কল্পনা বা  
 খেয়ালখুশিতে তাকে পাওয়া যায়না কাারণ এই আদর্শ যে শুধু নাগবিকবা চাষ  
 তাই নয় আসলে তা মঙ্গলকবণ। এই বক্তব্য থেকে আসে যে যিনি জানেন,  
 কি দার্শনিক কি বৈজ্ঞানিক, তিনিই বাস্তবে কর্ণধাব হবেন এবং তিনি যে কর্ণধাব  
 হবেন তাব একমাত্র কাারণ তিনি জ্ঞানী। ব্যাখ্যা কবলে বোঝা যায় যে সমাজ  
 পারম্পরিক সহযোগিতাব ভিত্তিতে তৈরি। সহযোগিতাব প্রধান কথা হলো  
 প্রয়োজন অনুযায়ী প্রত্যেকে প্রত্যেকেব স্বার্থ রক্ষা কববে। স্বার্থরক্ষা তখনই  
 সম্ভব যখন বাস্তবে বা সমাজে প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীকে সমস্ত ক্ষেত্রেই তফাৎ

করা যায়। জ্ঞানের সঙ্গেসঙ্গেই সমাজের দ্বিতীয় প্রয়োজন অর্থাৎ কর্মবিভাগ আসে। প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাজ যথাবিহিত করলে সেই কাজে পাবদর্শিতাও ফলে যেমন সমাজের উন্নতি তেমনি সমাজের শ্রীবৃদ্ধিতে ব্যক্তিদের মঙ্গল। কর্মবিভাগের ফলে পেশার পাবদর্শিতা নির্ভর করে স্বাভাবিক ঝোঁক ও শিক্ষার ওপর। প্লেটোর উদ্দেশ্য ছিলো নির্দিষ্ট কর্মের ক্ষেত্রে উপযুক্ত লোকের ব্যবহার ও তাদের উপযুক্ত শিক্ষা। আসলে এই ছকে সক্রেটিস চিন্তাই যুবেকিবে আসছে : যাবা জানে তাবাই সমাজ চালাবে। তাত্ত্বিকভাবে প্লেটোর বক্তব্যের দুটো প্রধানভাগ, শাসনব্যবস্থা সত্যজ্ঞাননির্ভর পদ্ধতি হওয়া চাই এবং দ্বিতীয়ত সমান পাবসম্পর্ক চাহিদা পূরণের সহযোগী ব্যবস্থা। বোঝাই যায় এই দুটোভাগের প্রধান হলো দ্বিতীয়টি। এ-কাৰণেও প্লেটো শ্রেণীবিভক্ত সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানের জন্তে বৃত্তি নির্ভর ব্যবস্থার যে-ছকটি তৈরি করেন তাই প্রধান বক্তব্যই হলো এই যে যে যাব পেশায় খুশি থাকলেই সামাজিকঐক্য বক্ষা সম্ভব। নিজেদের সীমা না-পেবোলে, সমাজের কাছে অগ্রাধিকার বাড়াই দাবী না-করলে, সমাজের মঙ্গল সবাব জীবনেই প্রতিফলিত হবে। কিন্তু সবাই যে পূর্বনির্দিষ্ট কর্মদক্ষতা বা পেশায় খুশি থাকবে এমন ঘটনা প্লেটোও সহজ মনে করেন নি, তাই গোড়াতেই বলছেন প্রতিটি মানুষের মনই তাকে তার কর্মের প্রেরণা দেয়। মনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, যাকে বলবো প্রকৃতি, অল্পযায়ী কর্ম বা বৃত্তি স্থির হলেই ভাবসাম্য বক্ষিত হয়। ব্যক্তি বিশেষের বিভিন্নতার আড়ালে প্লেটো তিনটি প্রধান মানসিক ঝোঁক খুঁজে পান এবং এই ঝোঁক অল্পযায়ী তিন শ্রেণীর মানুষ সমাজে আছে স্থির করেন। তিনটি ধাতুর নজীবে এই তিন শ্রেণীর লোকদের মানসিকতা বাছাই হবার পর তিনি তাদের যথাবিহিত শিক্ষায় আবারো দক্ষ, আবারো তৎপর ক'বে তুলবার ব্যবস্থা করেন। স্বাভাবিক প্রবণতা ও শিক্ষার ফলে যখন প্রতিটি লোক এবং তাদের শ্রেণী তিনটি কর্মে প্রবৃত্ত হবে এবং সমাজে ভাবসাম্য আশায় সংহতি দৃঢ় হ'বে উঠবে, প্লেটো বলেন, তাই চেয়ে আদর্শ বাস্তব বা সমাজ আব কিছু হ'তে পারেনা। এমন বাস্তব আদর্শ-সংহতিক প্লেটো নাম দিয়েছেন 'গ্রায়'। অর্থাৎ তাই ব্যক্তি ও সমাজের ক্ষেত্রে গ্রায় বা ব্যক্তি ও সমাজকে স্থিতির সম্পর্কে ন্যস্ত করে। কারণ মানুষের মনের সামগ্রিক ঐক্যের ধারণায় সমাজে সমগ্রের আলোকে সম্পর্ক স্থির করা হচ্ছে। প্লেটো তাই জোক গলায় বলেন, 'Man, when perfected, is the best of animals, but, when separated from law and justice, he is the worst of all.'

এ্যাবিস্টটলেব নীতিশাস্ত্র ও বাস্তবত্বে একই সজ্ঞাটিস-প্লেটোব বক্তব্য যুবে ফিবে আসে। প্লেটোব মতোই তিনি মনে কবতেন মানুষেব নৈতিক উত্থান পতন সমাজেব সঙ্গে জড়িত, যেহেতু ব্যক্তিৰ কাৰ্যকলাপেই নীতিশাস্ত্ৰেব পৰীক্ষা এবং এই কাৰ্যকলাপ সৰ্বদাই সামাজিক। তিনি আৰো মনে কবতেন, প্লেটোব অনুসৰণে, যে নীতিশাস্ত্ৰেব আলোকে চৰিত্ৰেব বিকাশ একমাত্ৰ সামাজিক প্ৰহ্বাতেই ঘটে এবং শেষপৰ্যন্ত বাস্ত্ৰেব সীমানাব বাইবে শ্ৰেষ্ঠ নৈতিক জীবন সম্ভবপব নয। অবশ্য প্ৰত্যেককে নৈতিক আদৰ্শে শিক্ষিত ক'বে তুলতে হবে।

সজ্ঞাটিসেব অনুসৰণ কৰায় প্লেটোব নীতিশাস্ত্ৰেব প্ৰধান ক্ৰটি ছিলো যে, তিনি ব্যক্তিগত বিচাবেব বাইবে শ্ৰেষসেব আদৰ্শ সঠিক জানাতে পাবেননি। প্ৰতিটি সত্তা নিজেব প্ৰকৃতিৰ বিকাশে স্তথী হয। প্ৰকৃতিৰ বিকাশ নিজেব স্বাভাবিক কাজে। সততা তাই মনেব এমন একটা অবস্থা যা মানুষকে বিচাবেব পথে ঠেলে। প্ৰকৃতিৰ স্বাভাবিক পৰিণতি যুক্তিবিচাৰেব পথে তখন জীবনে আনন্দ, সমৃদ্ধি আসে। এই প্ৰসঙ্গেই এ্যাবিস্টটল জানান যে মানুষেব ইচ্ছাবৃত্তিকে শিক্ষাব মধ্যে নিযন্ত্ৰিত কবতে হবে। তাহলেই অন্তৰ্দৃষ্টি অনুযায়ী কাজ কৰা যাবে এবং অন্তৰ্দৃষ্টিৰ সঠিক ব্যবহাবে প্ৰাস্তিক কাৰ্যকলাপেব মধ্যে মধ্যপস্থা খুঁজে পাওযা যাবে। সঠিক কাৰ্যপদ্ধতিৰ চৰিত্ৰ এ্যাবিস্টটল ভাবসাম্য বলে নিৰ্দেশ দেন। সাম্য দুই বা ততোধিক বস্তুৰ মধ্যে সম্পৰ্ক। অনেকটা গড়পড়তা হিসেবেব মতো। যেমন, দুবস্ত্ৰেব সাম্যাবস্থাৰ কথা জিজ্ঞেস কবলে তিনি বলবেন বিভিন্ন দুবস্ত্ৰ, কম এবং বেশি, তুলনা কবে, গড় বেব কবলেই পাওযা যায়। ভাবসাম্যেব কথায অবশ্য দুটো বিবোধী প্ৰাস্তেব উল্লেখ থাকে যাদেব মধ্যে সাময়িক ভাবে একটা স্থিতিবস্থা আনা হ'য়েছে। স্ততবাং সঠিক কৰ্মপস্থা যদি ভাবসাম্যেব যুক্তিতে বুঝতে হয় তবে নিশ্চয়ই তাব নিজস্ব প্ৰকৃতিৰ তাৎপৰ্যে বোঝা যাবেনা, বুঝাবাৰ জন্তে প্ৰযোজন দুইটি বিবোধী অবস্থা। ভাবসাম্যেব প্ৰসঙ্গে নেউ যদি এ্যাবিস্টটলকে জিজ্ঞেস কবে কাব অন্তৰ্দৃষ্টি আমাদেব মধ্যপস্থা বা ভাবসাম্য বুঝতে সাহায্য কববে। তবে তিনি জবাবে বলবেন, চিন্তিত ব্যক্তিটিব নিজস্ব অন্তৰ্দৃষ্টি নয, শাসকেব বক্তব্যো, ব্যাখ্যায়। স্বভাবতই তাই মধ্যপস্থাৰ হিসেব নিকেৰে বোঝা যায় এ্যাবিস্টটলেব সামান্য ও বিশেষেব অধীনতাৰ সম্পৰ্ক অগ্ৰাণ ক্ষেত্ৰেও আলোচনাৰ ভিত্তি।

প্ৰকৃতি ব্যাখ্যাৰ স্তত্ৰে গড়া প্লেটো-এ্যাবিস্টটলেব দৰ্শন চিন্তায় যেমন কবেই হোক জীবনযাত্ৰায় সংহতি আনাৰ প্ৰয়াসে দেখা যাচ্ছে ; সৰ্বত্ৰই ঝোঁকটা পড়ছে



শ্ৰেণী, সামান্য বা গোষ্ঠীৰ ওপৰে। অথচ প্লেটো এ্যাবিস্টটলকে গণতন্ত্ৰ  
 বিৰোধী জানা সত্ত্বেও গ্ৰীক গণতন্ত্ৰৰ কথাৰ আমবা পঞ্চমুখ। স্বতবাং  
 সমগ্ৰ গ্ৰীক জীৱনযাত্ৰায়, গণতন্ত্ৰৰ স্বৰ্ণযুগ থেকৈ পৰবৰ্তী ধনিকতন্ত্ৰৰ  
 স্বৈৰাচাবে, গণতন্ত্ৰৰ আদৰ্শ এবং ব্যক্তি স্বাধীনতাৰ সামাজিক প্ৰকাশ আমাদেৱ  
 জানা প্ৰযোজন। শুকতেই হেবোডোটােসেৰ উক্তিটিতে আমবা জানি, “এটা  
 যথেষ্টই স্পষ্ট, শুধু বৰ্তমান ঘটনাতেই নয়, আৰো নানা হুত্ৰে যে সাম্য অভ্যন্ত  
 চমৎকাৰ জিনিস। কাৰণ এমমকি এথেন্সবাসীবাও যতোদিন স্বৈৰাচাৰীৰ শাসনে  
 কাল কাটিযেছে ততোদিন কোনোক্রমেই তাৰে প্ৰতিবেশীদেৰ চেয়ে কিছু সাহসী  
 ছিলোনা। যে-মুহূৰ্তে জোৰালটি ছুঁড়ে ফেললো সে-মুহূৰ্তেই তাৰা নিঃসংশয়ে সৰাব  
 আগে। এ-থেকে বোৰা যায় তাৰা অত্যাচাৰিত হয়েছ, নিজদেৰ মাৰ থেতে  
 দিযেছে কাৰণ তখন কাজ কৰেছে একজন প্ৰভুৰ জন্ত্ৰে। যেমনি স্বাধীনতা পেলো,  
 প্ৰতিটি লোক নিজৰ জন্ত্ৰে সবচেয়ে ভালো কাজটি কবতে চঞ্চল হলো।”  
 হেবোডোটােসেৰ এই উক্তিৰ যাথার্থ্য এথেন্সেৰ ক্ষেত্ৰে যে সৰ্বাংশে সত্য এ-বিষয়ে  
 কোনো সন্দেহ নেই। এক্সাইলস, থুকিডিডিস ও আইসোক্ৰেটিসেৰ বিভিন্ন লেখায়  
 এই গণতন্ত্ৰৰ স্বৰূপ প্ৰকাশ পেযেছে। গ্ৰীক গণতন্ত্ৰ বা স্বাধীনতাৰ আদৰ্শ  
 এথেন্সবাসীদেৰ সমগ্ৰ জীৱনযাত্ৰায় মুক্তিৰ স্বাদ এনে দিযেছিলো। শুধুমাত্ৰ  
 সাধাৰণ থাওযাপৰাব ব্যাপাব নয়, মনেৰ অবাধ প্ৰসাৰ ছিলো এই মুক্তিৰ প্ৰধান  
 অঙ্গ। এ্যাবিস্টটল চমৎকাৰ বলেছেন যে ‘হেলেনীজবা নিজদেৰ দাস বলতে  
 ভালোবাসেনা, এই সম্বোধনটি বৰবদেৰ জন্ত্ৰেই বেখে দিযেছে।’ এথেন্সবাসীবা  
 কখনোই মনে কবতো না যে তাৰেৰ প্ৰিয় নগৰটিৰ কোনো শাসক আছে।  
 “পাবশ্বাসী” নাটকে এক্সাইলস তাই প্ৰায় চমকেই দিযেছিলেন এ্যাটোপ্সাকে  
 এই কথা শুনিযে যে ‘এথেন্সবাসীবা কাউকে তাৰেৰ প্ৰভু মনে কবেনা।’  
 পাবসীকদেৰ যুদ্ধে পবাজয় তাই এথেন্সবাসীদেৰ কাছে মুক্তিৰ প্ৰতীক হিসেবে  
 দাঁড়িযে গিযেছিলো। গ্ৰীক স্বাধীনতাৰ মূল কথাই ছিলো নিজস্বক্ষেত্ৰে  
 প্ৰত্যেকেৰ কাজেৰ অবাধ অধিকাৰ। অবশ্য এই অবাধ অধিকাৰেৰ অৰ্থ কখনোই  
 অত্ৰেৰ অধিকাৰেৰ সঙ্গে প্ৰতিযোগিতা নয়। কাৰণ গ্ৰীকচিন্তায় বাস্ত্বেৰ অধীনতা  
 স্বীকাৰ কৰায় অধিকাৰ খৰ্ব হছে এমন ধাৰণা ছিলো না। অধিকাৰ, তাৰেৰ  
 মতে, সেখানেই খৰ্ব হয় যেখানে কোনো একজন ব্যক্তিৰ অধীনতা মানতে হছে  
 বা কয়েকজন লোকেৰ বশ্বতা স্বীকাৰ কবতে হছে। আইন মেনে চলা বা  
 নিষমেৰ অধীনতা সম্পূৰ্ণ স্বীকাৰ কবাকে তাৰা তাৰেৰ স্বাধীনতাৰ অঙ্গ বলেই

ববে নিতো। আইন, প্রকৃতিব ছকে, অতি-মানবীয় সত্তা লাভ কবেছিলো। এ্যাবিস্টটল লেখেন, ‘গঠনতত্ত্বের নিয়ম অল্পযায়ী চলাকে দাসত্ব মনে কবা আলোকদেব উচিত নয় কাবণ এটাই তাদের মুক্তি।’ এই বক্তব্যেব মূল্য অপবিসীম কারণ তৎকালীন জীবনযাত্রায় ওঁবা বুঝেছিলেন ব্যক্তিবিশেষেব অধীনতা স্বীকাব করায় খেয়াল-খুশিব কাছেই আত্মসমর্পণ করতে হয়, তাতে প্রতিমুহূর্তে শৃঙ্খলকে যেমেনে নেওয়া ছাড়া গতাস্তব থাকেনা। নিয়ম বা আইনেব অধীনতা মানায়, অসংখ্য বেডাজালেব নাগপাশ থেকে একটি মাত্র অধীনতােব বন্ধন মুক্তিবই দোতক।

গ্রীক স্বাধীনতােব ফসল হলো সবল অনাডম্বর জীবনযাত্রা, অবিচল নিষ্ঠায় মুক্তিব চর্চা ও শিল্পসাহিত্যেব অত্যাম্চর্ষ বিকাশ। গণতত্ত্বেব শ্রেষ্ঠ পর্ধ্যাষে স্তালামিসেব যুদ্ধ এবং তৎকালীন সময় গ্রীক সাহিত্যেব স্বর্ণসম্ভাব নিষে প্রায় প্রতীকেব মর্য়াদা পায়। স্তালামিসেব যুদ্ধে বিদেশী শাসনেব বিরুদ্ধে গ্রীক স্বাধীনতােব চবম বিজয় যেমন ঘোষিত হয়, তেমনি শ্রেষ্ঠ নাট্যকাবত্রয়ীব নামও জড়িয়ে থাকে তােব সঙ্গে। ত্রিশোর্দ্ধ এস্কাইলস সম্ভবত পাবসীকদেব বিরুদ্ধে অভিযানে তাই এ্যামিনিয়সেব সঙ্গী হযেছিলেন। বিজয় অভিযানেব স্বাগত অভ্যর্থনায় সোকোক্লিস কোবাস পবিচালনা কবেছিলেন আব ইউবিপিডিস ওই স্তালামিসে বহুব জয়গ্রহণ কবেন।

প্রকৃতিব অখণ্ড এক্যেব তত্ত্ব পীথাগোবীয় সঙ্গতিব তাৎপর্ষে উজ্জল হ’যে সমগ্র গ্রীক সাহিত্যেব অষেষাব লক্ষ্য। হোয়াইটহেড চমৎকাব লিখেছেন, ‘.....every Greek play investigates the interweaving of physical circumstances arising from the Order of Nature with states of mind which issue from the urge of the Moral Order.’। গ্রীক সাহিত্যেব মতো গ্রীক ভাস্কর্ষে একই নিয়মশৃঙ্খলাব প্রকাশ ঘটে সৌন্দর্ষেব আদর্শে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সংস্থাপনেব পাবাম্পরিক সঙ্গতি, পবিমিতবোধ ও অখণ্ড ছন্দেব সংহতিতে। একটি নাবী বা পুরুষেব দেহবিচ্ছাসে প্রকৃতিব পূর্ণাঙ্গ বৃক্তি-ক্রমকেই খুঁজে পাওয়া যায় কাবণ প্রকৃতি বৃহত্তব একটি মানুষ ছাড়া তো আব কিছু নয়।

এতোক্ষণ আমবা প্রকৃতিতত্ত্ব, সমাজসংগঠন ও ব্যক্তিজীবনেব মুক্তিব আদর্শ গ্রীকদর্শনেব আলোকে আলোচনা কবে দেখেছি যে জীবনযাত্রা ও জ্ঞানবিজ্ঞানেব পাবাম্পরিক সম্পর্কে গ্রীকমানস গড়ে উঠেছে। পৃথিবীব সভ্যতােব ক্ষেত্রে গ্রীক-

মানসেব সর্বপ্রধান দান হচ্ছে প্রকৃতির আদর্শে গড়া নিয়মশৃঙ্খলা ও সংহতিব বক্তব্য। প্রকৃতিতে ঐক্য ও সংহতিব ভাবনা গ্রীকদেব জীবনযাত্রাব আদিপর্বে গোষ্ঠীজীবনেব স্থিতি এবং সত্য। শ্রেণীহীন গোষ্ঠীজীবনেব অভিজ্ঞতালব্ধ সেই মৌল সত্যটি পববর্তীকালের শ্রেণী ব্যবস্থাতে মুছে যায়নি। বরং শ্রেণীবিভক্ত সমাজে বাববাব জীবনেব প্রতিটি ক্ষেত্রে এই সত্যেব স্বরূপ ফুটে উঠতে চেয়েছে। কিন্তু যেমন আমবা জানি শ্রেণীবিভক্ত সমাজে সামাজিক অসাম্য ও বিবোধেব ফলে জীবনেব ঐক্য ব্যাহত হয়, মানসে আলোডন সত্ত্বেও জীবনযাত্রাব কাঠামো না-পাণ্টালে ঐক্যেব সমাজাশ্রয়ী রূপটি ফোটেনা, গ্রীক সমাজেব ক্ষেত্রে একই ব্যাপার ঘটে। গ্রীক ঐক্য ও সংহতিব ভাবনা দাঁড়িয়েছিলো নেহাতই দুর্বল ও ভুলব সামাজিক ভিত্তি ওপৰ। এই ভিত্তি তাই নিবন্তব দুর্বল হ'য়েছে যতোই সমাজেব বিভিন্ন স্তবে বিবোধ ব্যাপ্ত হ'য়েছে। সামাজিক প্রমাণ নজীব-নেবাও আগে, চক্ষুমান যে-কোনো লোকেব কাছেই স্পষ্ট যে জীবনযাত্রাব নজীবের দর্শন বা মানুষেব বিশ্বভাবনা গড়ে। জীবনযাত্রাব অনৈক্য, অসংহতি থাকলে প্রকৃতিতত্ত্বে তাব ছাপ পাওয়া যাবে, দার্শনিক জিজ্ঞাসা ও সমাধানে তাকে এড়িয়ে যাওয়া যাবেনা। এব আগে আমবা বলেছি প্রকৃতিতত্ত্বেব ছাঁচে গ্রীক দর্শন তৈবি হ'য়েছে এবং এই দর্শনেব প্রকাশ হয়েছে জীবনযাত্রাব বিভিন্ন পর্ষায়ে। এবাবে আমবা দেখবো জীবনযাত্রাব ছাঁচেই প্রকৃতিতত্ত্ব ও দার্শনিক জীবনজিজ্ঞাসা। দার্শনিক চিন্তাব প্রথম উপায়, খালেসদেব বক্তব্যে প্রকৃতি মানুষেব শবীবেব সাদৃশ্বে তৈবি হ'য়েছে। নিজেদেব বাড়িয়ে প্রকৃতিকে বৃহত্তর মনুষ্য-সংস্করণ ছাড়া আব কিছু ভাবা সম্ভব হয়নি। মানুষেব শবীবেব নিয়ম-শৃঙ্খলাই প্রকৃতিতে আবোপ কবা হ'য়েছিলো, যদিও এই নিয়মশৃঙ্খলাব ধারণা যথেষ্ট প্রমাণতথ্যানির্ভব ছিলোনা। কিন্তু একটি ব্যক্তি বা ব্যক্তিদেহেব ছাঁচে প্রকৃতিব জ্ঞান তৈবি কবলেই চলেনা, সমাজে প্রত্যক্ষত ব্যক্তিদেব জীবনযাত্রা চলছে। স্তবং তাদের জীবনযাত্রাব লক্ষ্য ও আদর্শ, দৈনন্দিনেব বাচা-মবাব প্রত্যয়গুলো প্রকাশ পাবেই পাবে। প্রকৃতিতেই থাকবে। যদি না-থাকে তবে প্রকৃতিব ব্যাখ্যা ও জীবনযাত্রাব বিবোধেব পবিচয় মিলবে দার্শনিক চিন্তায়।

গ্রীক সমাজব্যবস্থায় ঐক্য ও সংহতিব বক্তব্যেব পাশাপাশি অনৈক্য ও অসংহতি বিবাজ কবছিলো। জীবনযাত্রাব কয়েকটি স্তবে যেমন ছিলো সংগঠন তেমনি অগাথ স্তবে ছিলো একবকম বিশৃঙ্খলা, সংগঠনেব চূড়ান্ত অভাব। এথেন্সবাদীবা গণতন্ত্র ও স্বাধীনতাৰ গর্বে সোচ্চাব ছিলো অথচ এই স্বাধীনতা

মাত্র সীমাবদ্ধ একটি শ্রেণীৰ আত্মপ্ৰকাশেৰ মध्ये। জনসাধাৰণ তিনিটি প্ৰধান শ্ৰেণীতে বিভক্ত ছিলো। এই তিনিটি শ্ৰেণীৰ প্ৰভেদ বাজনীতিৰ অধিকাৰ ও আইনেৰ অধিকাৰেৰ দিক থেকে স্পষ্টভাবে নিৰ্দিষ্ট কৰা হৈছিলো। প্ৰকৃতিৰ নিয়মেৰ দৃঢ়তাৰ নজীৰে এই বিভেদ এতো সুদৃঢ় ও পাকা ছিলো যে সামাজিক বিশৃঙ্খলাৰ ভয়ে ভাঙা সম্ভবপৰ ছিলো না। সামাজিক ধাপেৰ সবচেয়ে নীচে দাসবা, যদিও তাৰা এথেন্সেৰ মোট জনসংখ্যাৰ একতৃতীয়াংশ ভাগ। গ্ৰীক নগৰ-বাষ্ট্ৰে এই দাসদেৰ কোনো বাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকাৰ ছিলোনা। গ্ৰীক গণতন্ত্ৰেৰ কাঠামোটি তাৰেৰ পৰিশ্ৰমে ধৃত হলেও প্ৰাচীন ওই পৃথিবীতে তাৰেৰ স্থান ও সীমা গ্ৰীকদেৰ কাছে প্ৰায়, সংস্কাৰেৰ মতো, চিৰকালীন সত্য যেন। সক্ৰাটিস, এৰিস্টটল তাৰেৰ বিৰাট দৰ্শনেৰ যুক্তিজালে প্ৰমাণ উপস্থিত কৰেছিলেন যে মানুহেৰ প্ৰকৃতি বিভাগে দাসত্ব প্ৰবণতা একটি মৌল বোঁক। কিছু মানুহ আছে যাৰা প্ৰকৃতিৰ তাড়নায় স্বভাবতই দাস, দাস না হ'য়ে তাৰেৰ উপায় নেই কাৰণ দাসস্থলত আচৰণ তাৰেৰ জয়গত, বক্তেৰ প্ৰবাহে তাৰেৰ দাসত্বেৰ বীজ। প্লেটোৰ শ্ৰেষ্ঠ বাষ্ট্ৰে তলাৰ সাধাৰণ লোকদেৰ জন্তু আলাদা ব্যবস্থা, তাৰা 'অভিভাবকদেৰ' পৰিচালনায় চিৰকাল চলবে কাৰণ জ্ঞানাজ্ঞান শলাকায় তাৰেৰ চোখ কখনোই ফুটে পাবেনা। দ্বিতীয় বিভাগটি হলো, মেটিক বা বসবাসকাৰী বিদেশী। এঁদেৰ অবস্থা দাসদেৰ মতো নয়, যদিও কোনোবকম বাজনৈতিক অধিকাৰ ছিলোনা। সামাজিকভাবে এঁদেৰ সম্মানেৰ হানি ঘটেনি। তৃতীয় শ্ৰেণীৰ লোকদেৰ নাগৰিক বলা হতো। নাগৰিকত্ব উত্তৰাধিকাৰ স্বত্ৰে লাভ হতো। নাগৰিকত্বেৰ ফলে নাগৰিক কোনো-না কোনো কাজে অংশ গ্ৰহণ কৰা চলতো। গ্ৰীক বাষ্ট্ৰে মেয়েদেৰ কোনো অধিকাৰ ছিলোনা। এছাড়াও এথেন্সবাসীৰা অন্তদেৰ সমগোত্ৰীয় মনে কবতো না, তাৰেৰ বৰ্বৰ আখ্যা দিয়ে প্ৰভেদ জ্ঞানান দিয়েছিলো। শ্ৰেণীবিভক্ত এই সমাজ ব্যবস্থায় গণতন্ত্ৰই থাক বা ধনিকতন্ত্ৰই থাক, সমাজে সংগঠন-বিশ্বাস থাকেনা। এবং এজন্তেই এ্যাবিস্টটলবা বাববাৰ তাৰেৰ দৰ্শনে শ্ৰেণীবিভেদ বজায় বাখতে চেয়েছেন। এ্যাবিস্টটলেৰ দৰ্শনে যেমন দাসব্যবস্থাৰ কাৰণেই উদ্ভেদ ও বিধেয়তত্বে বড়ো শ্ৰেণী বা জাতিৰ অধীনতা ছোট শ্ৰেণীকে মানতে হয়েছে। বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ সংহতি বিধেয়ৰ প্ৰতি উদ্ভেদৰ অধীনতায় যেমন আসে সমাজেও তেমনি ছোট শ্ৰেণী দাসবা বড়ো শ্ৰেণী নাগৰিকদেৰ অধীনতায় সমাজেৰ স্বাস্থ্যবক্ষা কৰবে। উদ্ভেদৰ তাৎপৰ্য যেমন বিধেয়ৰ সম্পৰ্কেই আসে তেমনি সমাজ শৃঙ্খলা বাখতে

হবে বলেই দাসদেব মাথা নীচু কবতে হয়। এ্যাবিস্টটল আৰো বলবেন যে শান্তি শৃঙ্খলাৰ প্ৰয়োজন বিশেষ কৰে দাসদেব প্ৰয়োজনেই, যেহেতু দাসদেব প্ৰকৃতি অনুযায়ী আৰো ভালো দাস হওযা প্ৰয়োজন, তাতেই তাৰে স্বভাৱেব মুক্তি। এই স্বভাৱেব তত্ত্ব ও ইচ্ছাকে শিক্ষাৰ মধ্যদিয়ে নিয়ন্ত্ৰিত কৰাব শিক্ষা দাসদেব দাসভাগ্যে স্থিৰ ও অচঞ্চল বাখাব প্ৰয়াস মাত্ৰ। যেন তাৰা কখনোই প্ৰতিবাদ কবতে না পাৰে। দাসব্যবস্থাৰ উচ্চতাৰ লোকদেব জীৱনে যেমন বিশ্রাম ও শান্তি এসেছিলো! এমন আব পৰিবৰ্তিত সমাজে হতে পাৰেনা। তাই এই ব্যবস্থা কায়েম বাখাব জন্তু সমাজ-শৃঙ্খলা, ঐক্য ও সংহতিৰ এতো বক্তব্য। এ্যাবিস্টটলেব টলম বা পৰিণতিৰ বক্তব্যেও দাসব্যবস্থাৰ স্থিৰজগতটিৰ ছাপ পড়েছে। গ্ৰীক চিন্তাৰ ব্যক্তিৰ প্ৰতিপক্ষে প্ৰকৃতি যেমন বাঞ্চে পৰিণত, তেমনই সমাজেৰ ক্ষেত্ৰে দাসব্যবস্থা থেকে ধাপেধাপে নাগৰিকত্ব ও গণতন্ত্ৰ পৰিণতি তত্বেব চমৎকাৰ উদাহৰণ। অধ্যাপক টেলৰ যথার্থই বলেছেন, “Aristotle’s political ideal is that of a small but leisured class and highly cultivated aristocracy, without large fortunes or any remarkable differences in material wealth, free from the spirit of adventure and enterprise, pursuing the arts and sciences quietly while its material needs are supplied by the labour of a class excluded from citizenship, kindly treated but without prospects,” ফলে হাতে কলমে কাজ কৰা সম্পূৰ্ণই বন্ধ হয়ে যায। নাগৰিকবা যন্ত্ৰবিজ্ঞা বা হাতিয়াৰ ব্যবহাৰেব কাজকে সম্মানেব হানিকৰ মনে কবতো। এ্যাবিস্টটল স্বয়ং সম্মানহানিৰ প্ৰশ্ন তুলেছেন। আবকিমিডিসেব প্ৰসঙ্গে কাহিনী আছে যে তিনি তাঁৰ আবিক্ত কলাকৌশলগুলো লিখে বাখতে স্বণা বোধ কবতেন, কাৰণ দাৰ্শনিকেব চিন্তাৰ সঙ্গে হাতেব কাজেব কোনো সম্পৰ্ক নেই। দাসব্যবস্থাৰ ফলে হাত ও মাথাৰ বিভেদে তাই গ্ৰীক যন্ত্ৰবিজ্ঞা নিতান্ত শৈশবে থাকে। তাৰ প্ৰমাণ পাওয়া যায় গ্ৰীকদেব প্ৰকৃতিতত্বে স্থিৰতাৰ ওপৰ ঘোঁক দেখে। পৰিবৰ্তনেব কথা গ্ৰীক দাৰ্শনিকদেব ভাবা বিপদজনক ছিলো, যেহেতু পৰিবৰ্তনে নতুন সম্ভাবনাৰ উল্লেখ সমাজে বিপ্লব সংঘটিত কবতে পাৰতো। তাই গতিতত্বে গ্ৰীকবা চক্ৰ-আবৰ্তন ছাড়া আব কিছুই ভাবতে পাৰেন নি। গতি সৰ্বদাই কিবে আসছে উৎসে। সমাজবিজ্ঞাস সৰ্বদাই পূৰ্বতন কাঠামোকে ঘিৰে গডছে। পৰিবৰ্তনে নতুনেব জন্ম হয়না, গতিতে স্থিৰচিত্ৰে

কখনোই প্ৰাণেব সঞ্চাব হয় না। একই কাৰণেই গ্ৰীকচিন্তায় মৌল অপৰিবৰ্তনীয় বস্তুৰ প্ৰসঙ্গ বাববাব ঘূবে আসে, কাৰণ গ্ৰীক সমাজব্যবস্থাৰ স্থিতি তাদেব কখনোই গতি ও স্থিতিৰ পাৰস্পৰিক সম্পৰ্ক বুঝতে দেখনি। গতিতত্ত্বে ক্ৰম বা সূত্ৰেব সঙ্কেই যে ক্ৰমহীনতা বা সূত্ৰহীনতা জানতে হয় একথা ওই জগতে স্পষ্ট হবাব সম্ভাবনা না-থাকায় গ্ৰীক পদাৰ্থবিজ্ঞা ও বলবিজ্ঞা উন্নত হবাব কোনো সম্ভাবনাই ছিলো না।

সমাজ-সংগঠনে দাসব্যবস্থাৰ প্ৰতিকলন যেমন পাওয়া যাচ্ছে দাৰ্শনিক চিন্তায়, তেমনি গ্ৰীকসভ্যতা পতনেব আৰো একটি বড়ো কাৰণ এ্যাবিস্টটলদেব ছক তৈৰিতে সাহায্য কৰেছে। এথেন্সবাসীবা নিজেদেব বাইবেব জগতকে স্বীকৃতি দিতে বাজী না থাকায় অন্তদেব বলতো বৰ্বব। বৰ্ববদেব অধীনে আনবাব বাসনা তাদেব অত্যন্ত তীব্ৰ হয়ে উঠেছিলো। নিজেদেব জীৱনে যে বিজ্ঞাস ও শৃঙ্খলা তাবা আনবাব চেষ্টা কৰেছিলো ব্যক্তি ও ব্যক্তিবৈৰ ভাবসাম্যে, সেই সংহতি ও সংগঠন সাম্ৰাজ্যবাদেব তাডনায় বিখে কখনোই ব্যাপ্ত হয় না। ফলে সংগঠনেব পাণেই অৰাজকতা সংগঠনেব ভিত্তিকে দুৰ্বল কৰে। এথেন্সেব সাম্ৰাজ্যবিস্তাৰ সবাব অলক্ষ্যে, ধীৰ গতিতে ঘটেছে। কাৰণ এই সাম্ৰাজ্য এথেন্স থেকে দুবে নয়। প্ৰতিবেশী অন্ত গ্ৰীকদেবই শহবাди। পাবসীকদেব পবাজিত কবাতো এথেন্সেব সম্মান শিখবে ওঠে ফলে ডেলীয়লীগকে স্বেচ্ছামূলক সংগঠন থেকে সহজেই অধীনতায় আনা যায়। কাৰণ এথেন্স ডেলীয়লীগেব শুধু চালকই ছিলো তাই নয়, নৌবহবেব জন্তে অন্তদেব তুলনায় শক্তিৰ বহব ছিলো বেশি। প্ৰতিবাদেব সাহস অন্তদেব স্বভাবতই কম দেখা গেছে। স্ক্ৰালামিসেব বিজয়েব পঞ্চাশ বছৰেব মধ্যেই এথেন্স, গণতন্ত্ৰেব সোচ্চাব গৰ্বে, উত্তৰ ঈজ্য অঞ্চলেব অধিকৰ্তা হিসেবে প্ৰতিষ্ঠা পায়, এবং দেখানকাব নাগৰিকদেব প্ৰজাব মতো দেখতে গুৰু কৰে। এব অবশুস্তাবী ফল পেলোপনেসীয় যুদ্ধ। এই যুদ্ধেব ফলে শুধু যে স্পাৰ্টা ও এথেন্সেব শক্তিক্ষয় তা নয়, গ্ৰীকসভ্যতাৰ মূল স্বাধীনতা প্ৰীতিই নষ্ট হয়ে যায়। পেৰিক্লিসেব মনে হয়েছিলো নতুন সাম্ৰাজ্য বিস্তাবেব পবিবৰ্তে আগেকাব সাম্ৰাজ্য বক্ষাতে মন দেওয়া উচিত। পেৰিক্লিসেব পব সৈবচাবী শাসকদেব নেতৃত্বে এথেন্স সীমা ছাড়ায়। থুকিডিডিসে, যুদ্ধপিপাসায় মানুষেব পতনেব বিষয় ছবি পাওয়া যায়। এই ছবি এথেন্সেব বা গ্ৰীকসভ্যতাৰ ধ্বংসেব সম্ভাবনা সূচীত কৰে। থুকিডিডিসেব বৰ্ণনায় সেই গণতন্ত্ৰবিলাসী এথেন্সেব নৃশংসতাৰ বীভৎস ছবিটি

আসে। মেলম দ্বীপেৰ অধিবাসীৰা এথেল্‌সেৰ সহযোগী মিত্ৰ হিসেবে যুদ্ধে যোগদান কৰাৰ বদলে নিৰপেক্ষতা অবলম্বন কৰতে চেয়েছিলো। এই অবাধ্যতাৰ শাস্তি এথেল দিলো—প্ৰতিটি পুৰুষকে হত্যা কৰে, এবং নাৰী ও শিশুদেৰ দাস হিসেবে বিক্ৰী কৰে। এথেল্‌সেৰ দাবী অজ্ঞেৰ দাবী। মেলম বাসীৰা প্ৰতিবাদ কৰে তাদেৰ সিদ্ধান্তৰ গ্ৰায বিষয়ে এথেলবাসীদেৰ জানায় এবং বলে ঈশ্বৰেৰ সাহায্য তাৰা চাইবে এথেল্‌সেৰ বিৰুদ্ধে, এথেল্‌সেৰ গৰ্বিত জবাব পৌছায় “Of the gods we believe, and of men we know, that by a necessary Law of their nature they rule wherever they can.”

নিয়মশৃঙ্খলা ও অবাধ্যতাৰ এই চিত্ৰে গ্ৰীক দাৰ্শনিকদেৰ উভবলী মানসিকতা স্পষ্টতই সভ্যতাৰ দ্বন্দ্বকে প্ৰকাশ কৰে। শ্ৰেণীবিভক্ত সমাজে মৌল অবাধ্যতাৰ ফলে সংগঠন সম্ভব হয় না, অথচ মানুহেৰ ‘সঠিক মানবিকসত্তা’ৰ জন্ম সম্ভৱ ও ঐক্যেৰ টানটিও নষ্ট হয় না। ফলে এই বিবোধী প্ৰবাহ দুটিৰ টানাপোডেনে বোৱা যায় সভ্যতাৰ ভবিষ্যত কোন দিকে এবং কেমন কৰেই বা সমাজ কাঠামো পালটে নতুন ব্যবস্থায় সংগঠনেৰ স্বপ্ৰভাত আনা যাবে অবাধ্যতাৰ পৰিপাবে। কাৰণ গোষ্ঠীজীবনেৰ স্থিতি ও গ্ৰীকসভ্যতাৰ অভিজ্ঞতাৰ আমবা তো জানিই মানুহে মানুহে সম্প্ৰীতি ও ব্যক্তিতে গোষ্ঠীতে অধিকাবেৰ সাম্য একমাত্ৰ শ্ৰেণীবিভেদ দূৰ কৰেই সম্ভব। তখনই গ্ৰীক দৰ্শন-চিন্তাৰ মৌল অসংগতি দূৰ হলে আমবা সভ্যতাৰ প্লেটো এ্যাবিস্টটলেৰ দান বুঝতে পাৰবো।

শান্তি বস্তু

## II পুস্তক পরিচয় II

বিভাগসাগর ও বাঙালী-সমাজ—বিনয় ঘোষ । বেঙ্গল পাবলিশার্স  
প্রাইভেট লিমিটেড । ( ১ম ও ২য় খণ্ড )

বাংলাদেশে পণ্ডিতমহলে, কি দক্ষিণ কি বাম, শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষের খ্যাতি অসীম । ইতিমধ্যেই তিনি সাতখানি চিন্তাশীল পুস্তক বচনা কবেছেন এবং এই পাণ্ডিত্য ও চিন্তাশীলতার স্বীকৃতি হিসেবে পশ্চিম বঙ্গের সংস্কৃতি চর্চাব পুস্তকটির সরকার বাহাদুর দিয়েছেন । পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি আবিষ্কার, পুনরুদ্ধার ও সংস্কারের পথেই অথবা একই সময়ে, তিনি বিভাগসাগর চবিত্তের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটানো উদ্ভূত হয়েছেন । কারণ, বিভাগসাগর চবিত্তের মূল তিনি ‘বাংলা নবজাগরণ’ বহুস্ত্রে পেয়েছেন এবং যেহেতু দেশবাসী আজও এই বহুস্ত্রের যথাযথ পরিচয় লাভ করেনি, শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ, আমাদের মানসিক জাড্য দূরীকরণের জাবিকাঠি হিসেবে ‘বিভাগসাগর ও বাঙালী সমাজ’ নামে তিন খণ্ডে বিবর্তিত কৈতাব ইলিখে ফেলেছেন, যাব দুটি মাত্র আমবা বর্তমানে পড়বার সৌভাগ্য অর্জন করেছি । সৌভাগ্য এজ্ঞেই যে তিনি ১ম খণ্ডের ভূমিকাতো লিখছেন : ‘বিভাগসাগর ও বাঙালী সমাজ’ প্রধানত উনিশ শতকের বাংলা সামাজিক ইতিহাস । গত প্রায় দশ বৎসর যাবৎ বাংলা ‘বেনেসাঁসে’র বা নবজাগরণের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস বচনার উদ্দেশ্যে এ বিষয়ে যথাসাধ্য ঐতিহাসিক তথ্যাদির অনুসন্ধান ও অনুশীলন কবেছি ।” দ্বিতীয়ত, ‘কেবল বিভাগসাগরের জীবনের নয়, বাংলার বেনেসাঁসে ঐতিহাসিক ‘প্রকৃতি’ সম্বন্ধে অনেক জটিল প্রশ্নের অবতারণা করেছি এই বচনাগুলির মধ্যে ।’ সুতরাং, তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন “পরবর্তী দুই খণ্ডের অবিস্মৃত ইতিহাস ও বিভাগসাগরের ব্যাক্তিচরিত্র বুঝতে হ’লে এ অন্তত লেখকের দৃষ্টিকোণ থেকে ) ‘প্রথম খণ্ড’ এই বচনাগুলি ভূমিকারূপে অবশ্যপাঠ্য ।’ জীবনচরিত্র, বাংলা নবজাগরণ ছাড়াই, কেমন ইচ্ছা উচিত অর্থাৎ যা তিনি নিজে কবেছেন সে-সম্পর্কেও তিনি সুন্দর লিখছেন ‘কোন ব্যক্তির জীবন বা চরিত্রকথা কেবল তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনাক্রম নয়, অথবা



একশূত্রে গাঁথা কতকগুলি কাহিনীর মালা নয়, তথ্যেব যন্ত্রবৎ সংকলনও নয়। সমাজ জীবনের সঙ্গে ব্যক্তি-জীবনের যোগ প্রত্যক্ষ ও গভীর। তাই উনিশ শতকের সুবিস্তৃত সামাজিক ইতিহাসের পটভূমিতে বিতাসাগরবৎ জীবনচবিত্ত বচনাব প্রযোজন আছে, প্রকৃত ইতিহাসের স্বার্থে এবং বিতাসাগর-চবিত্তের রূপায়ণের দিক থেকে। এই প্রকৃত ইতিহাসের স্বার্থে, শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ, ‘সেকালের সামাজিক পৰিবেশের পুনর্বিজ্ঞাসের উদ্দেশ্যে, মধ্যে মধ্যে তথ্য কল্পনার বণ্ডে বঞ্জিত’ কবেছেন। এ-বিষয়ে তিনি ‘বিশ্ববিখ্যাত চরিত্রগ্রন্থ’ লাইফ অব জি়াস-এব বচয়িতা অর্গাট বেজাজের ‘অল্পগামী’।

দশ বৎসরের পবিশ্রমে বাংলার নবজাগরণের ‘প্রকৃতি’ বিষয়ে তাঁব তথ্যলব্ধ জ্ঞান এবং অবশ্যপাঠ্য জটিল গ্রন্থগুলোর পবিত্র নেবাব আগে আমাদেব মনে বাখতে হবে শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ গ্রায্যতই ক্ষুব্ধ যে নবজাগরণ বিষয়ে বাংলাদেশে তাঁব মতো সচেতনতা ও অসুসন্ধিৎসা সবাব নেই, যদিচ বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় উনিশ শতকের একটা ঢেউ এসেছে, এবং প্রসঙ্গত বর্তমান পুস্তকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতাবই বন্ধিত সংস্করণ। তাছাড়াও গ্রায্যতই তিনি মনে কবেন যে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায প্রকাশিত ‘বেনেসাঁস’ সংক্রান্ত তাঁব নানা-বিধ আলোচনার পরেও ‘বিষয়টি ক্রমেই যেন ধোঁয়াটে হ’য়ে উঠেছে।’ এবং মর্যাস্তিক দুঃখের বিষয়, ‘কেউ কেউ উনিশ শতকের বাংলার ইতিহাসকে ‘বেনেসাঁস’ বলে আদৌ চিহ্নিত কবা যায় কিনা, সে সম্বন্ধে সন্দেহ পর্যন্ত পোষণ কবতে আবস্ত কবেছেন। সবচেয়ে মর্যাস্তিক ব্যাপার হল, ইযোবোপীয় সভ্যতার এক ঐতিহাসিক যুগ-সন্ধিক্ষণে যে-সব ‘বৈশিষ্ট্য’ নিয়ে বেনেসাঁসেব বিকাশ হল, এবং যে বৈশিষ্ট্যগুলিব জগুই তাব ‘বেনেসাঁস’ আখ্যা দেওয়া হল, সে-সম্বন্ধে আলোচকদেব অস্পষ্ট ধাবণা (অনেক ক্ষেত্রে ভুলও) থাকাব দরুণ, বাংলায় বেনেসাঁসেব বিকৃত ও বিভ্রান্ত ব্যাখ্যানই হয়েছে বেশি। কেন বেনেসাঁস, কি জন্ত বেনেসাঁস, কি তাব ঐতিহাসিক চবিত্র ও বৈশিষ্ট্য, কি তাব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক লক্ষণ, সে-সব প্রসঙ্গ একেবাবে উছ বেখে বাংলার বেনেসাঁসেব ইতিবৃত্ত আলোচিত হ’য়েছে বলে অধিকাংশ বচনা একপেশে তো হয়েছেই, প্রত্যয়গত ভ্রান্তিতেও সেগুলি কটকিত হ’য়ে উঠেছে।’

আলোচকদেব অস্পষ্ট ধাবণা ও অনেক ক্ষেত্রে ভুলেব কাবণে বিকৃত ও বিভ্রান্ত ব্যাখ্যা বিষয়ে শ্রীযুক্ত ঘোষেব অল্পতাপ পবিহাব কববাব জন্তে যদিও গোড়াতেই প্রমাণিতব্য বাংলার ‘বেনেসাঁস’ ধবে নেওয়া অর্যোক্তিক তবু সেই

প্রশ্ন না-তুলে আমাদের জানা প্রয়োজন 'বেনেসাঁস' কাকে বলে। তিনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের প্রথম সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিচ্ছেদকে বলা হয় 'বেনেসাঁস'—আধুনিক যুগের 'শৈশবকাল।' মধ্যযুগ কোনটা? শ্রীযুক্ত ঘোষ লিখছেন "মানুষের ইতিহাসে দীর্ঘকাল ধবে এই চেতনা ('মানব চেতনা') তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিল। প্রাচীন যুগে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক যখন অনেক বেশি প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ ছিল, বৈষম্যের বিষয়খন সমাজের অন্তঃস্থল পর্যন্ত জর্জরিত কবে তোলেনি, তখন মানুষের আচরিত ধর্মের সঙ্গে যাপিত জীবনের সংযোগও একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়নি। পরলোকের চিন্তা কবেও মানুষ তখন ইহলোকের কথা ভুলে যেত না, দেবতা ও নিষতির অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস কবেও মানুষ নিজের শক্তির ওপর আস্থা একেবারে হাবিয়ে ফেলেনি। তাবপর স্ববিস্তীর্ণ মধ্যযুগের বিভিন্ন পর্বে মানুষ ক্রমে ক্রমে এমন স্থিতিশীল ও কুপ যগু ক হয়ে উঠল, ধর্ম ও শাস্ত্রের অনুশাসন মানুষের মন ও বুদ্ধিকে এমনভাবে নিষ্ক্রিয় কবে ফেলল যে, নিজের সম্ভাব্য চৈতন্য পর্যন্ত তাব প্রায় লোপ পেয়ে গেল।" (পৃষ্ঠা ৫৬) অতঃপর লিখেছেন মধ্যযুগের চবিত্ত সম্পর্কে 'যে-সমাজে মানুষের চেতনার আকাশ অতিপ্রাকৃত লোকের কুশাশয় আচ্ছন্ন' (পৃষ্ঠা ৪)।

এবার প্রথম সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিচ্ছেদ নামক বেনেসাঁসের যুবোপীয় বৈশিষ্ট্য ও বাংলাদেশে তাব মিলগুলোর শ্রীযুক্ত ঘোষ প্রদত্ত তালিকা উপস্থিত কবছি। (১) 'কেবল মানুষকেই জপ-তপ-ধ্যান-জ্ঞান করে' যে চিন্তা তাকে বলা হয় মানব-কেন্দ্রিক চিন্তা এবং এই 'মানব-কেন্দ্রিক চিন্তা ও ধ্যানধাবণাই নবযুগের অগ্রতম ঐতিহাসিক লক্ষণ। এই চিন্তার জন্মই নবযুগ 'বেনেসাঁসের যুগ', নবজাগরণের যুগ। বিগত শতাব্দীতে বাংলাদেশে এই ঐতিহাসিক লক্ষণ সব-চেয়ে বেশি পবিস্ফুট হয়ে উঠেছিল বিজ্ঞাসাগব চবিত্তে।' আবাব জানিয়েছেন "হিউম্যানিজম' আব হিউম্যানিটেবিয়ানিজম'-এব অর্থ এক নয়। শুধু মানব-প্রেমও হিউম্যানিজম নয়। ঐশ চিন্তায় মগ্ন ব্যক্তিও মানবপ্রেমিক হতে পাবেন। হিউম্যানিজম হল মানবতন্ময়তা, মানবমুখিনতা। বিজ্ঞাসাগব এই অর্থে হিউম্যানিষ্ট।.....মানব-অতীত ও মানব-ব্যতীত সমস্ত চেতনার উপবে ছিল তাঁব মানবচেতনা। এই চেতনাই ঐতিহাসিক।' (পৃষ্ঠা ৪৫)

(২) 'বর্ধিষ্ণু ধনিক-বণিক-শ্রেণী নিজেদেবই অগ্রগতির স্বার্থে মানুষের মন ও বুদ্ধিকে সংস্কারমুক্ত কবতে সচেষ্ট হন। তাব জন্ম তাঁদেব একটি 'মডেল'-এব প্রয়োজন হয়। পুনবল্লসন্ধান করে এই 'মডেল' তাঁবা ইতিহাসেব প্রাচীন যুগে

আবিষ্কার কবেন।... মাল্লুযেব চিন্তাব বাজ্যে, নির্বাসিত মাল্লুয ও পৃথিবী প্রত্যাবর্তন কবে।’ বাংলাদেশেব নজীব : “antiquityকে model কবে রামমোহন ও বিদ্যাসাগর সমাজসংস্কারেব আন্দোলনে অগ্রসর হন। প্রাচীন শাস্ত্রকেই তাঁরা সংগ্রামেব হাতিয়াবে পৰিণত কবেন।” (পৃষ্ঠা ৬,৭) অত্ৰ ‘প্রাচীন শাস্ত্র’কে প্রাঞ্জল কবে লিখেছেন “বাংলাব বেনেসাঁসে, ‘হিন্দু ঐতিহ্যেব পুনৰাবিকাৰ কেনে প্রয়োজন হযেছিল এবং কি তাব আসল ঐতিহাসিক তাৎপৰ্য ছিল, তা বেনেসাঁসেব এই বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে পৰিকাৰ ধাবণা থাকলে বুঝতে কষ্ট হয় না।।.....ইয়োবোপীয বেনেসাঁস ‘ক্ল্যাসিকাল’ যুগেব বিশ্বত আদৰ্শকে পুনৰুদ্ধাৰ কবেছিল নিজেব ঐতিহাসিক তাগিদে। বাংলায় তথা ভাবতেব বেনেসাঁসও তাব নিজস্ব প্রয়োজনে কিবে তাকিয়েছিল তাব প্রায় বিশ্বত ‘ক্ল্যাসিক্যাল’ যুগেব লুপ্ত আদৰ্শেব দিকে। বাংলাব ও ভাবতেব সেই ‘ক্ল্যাসিক্যাল’ যুগ হল ‘হিন্দু যুগ’। হিন্দু সভ্যতাৰ অবনতি ও দুৰ্গতিব সঙ্কটকালে ভাবতবৰ্ষে মুসলমান অভিযান হয়েছিল, যেমন হয়েছিল ইয়োবোপে গ্রীক-ৰোমান সভ্যতাৰ সঙ্কটকালে বিভিন্ন জাতি-উপজাতিব।.....ইসলামিক সভ্যতাৰ সান্নিধ্যে ভাবতীয় সভ্যতাৰ সাধাবণভাবে কি পৰিবৰ্তন, বা কি উন্নতি অবনতি হয়েছে, তাও এক্ষেত্রে বিচার্য নয়। বিচার্য হল, বৈদিক-বৌদ্ধ-হিন্দুসভ্যতাৰ বিৰাট ঐতিহ্য মুঘলযুগে এদেশেব মাল্লুয প্রায় বিশ্বত হযেছিল এবং যেটুকু ধাবা তাব প্রবহমান ছিল তা যেমন পঙ্কিল তেমনি পথভ্রষ্ট।.....তাই বৃটিশ শাসন ও শিক্ষাব ফলে, নতুন অর্থনৈতিক ও সামাজিক শক্তিৰ অঙ্কবোদগমে, বাংলা দেশে যখন ‘বেনেসাঁসে’ব ঐতিহাসিক পৰিবেশ থানিকটা তৈবী হল, তখন তাব পথিক্ৰম ও অগ্রদূত হযে যে সব বাঙালী এগিয়ে এলেন, দেখা গেল তাঁদেব মধ্যে বেশীভাগ উচ্চশ্রেণীৰ বা অশিক্ষিত পৰিবাবেব হিন্দু।.....বেনেসাঁসেব পথিক্ৰম ধাবা তাঁবাও ঠিক ইয়োবোপীয হিউম্যানিস্টদেব মতন তাঁদেব যুগাদৰ্শেব সমর্থনে authority খুঁজতে লাগলেন এবং স্বভাবতঃই তাব জন্ত হিউম্যানিস্টমূলত দৃষ্টি দিযে তাঁদেব ‘ক্ল্যাসিকাল অ্যাণ্টিকুইটি’ প্রাচীন হিন্দুযুগেব (বৈদিক থেকে হিন্দুযুগ পর্যন্ত সাধাবণভাবে হিন্দুযুগ বলছি) দিকে কিবে তাকালেন।” “ক্ল্যাসিকাল হিন্দুযুগেব আদৰ্শকে সকলেই যুগোপযোগী সংস্কাৰকৰ্মেব সমর্থনে প্রয়োগ কবেছিলেন এবং তা কবে তাঁবা বেনেসাঁস যুগেব হিউম্যানিস্টদেব ঐতিহাসিক কর্তব্যই পালন কবেছিলেন।’

(৩) “মধ্যযুগেব প্রধান জীবনকেন্দ্র ও কর্মকেন্দ্র ছিল গ্রাম ও গ্রাম্যসমাজ।

এই জীবনকেন্দ্র আধুনিক যুগে নগবে ও শহবে স্থানান্তবিত হতে থাকে।  
বাংলাদেশে নবযুগের প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে কলকাতা শহর। ফ্লোবেস যদি  
আধুনিক নবযুগের ইয়োবোপের ‘প্রোটোটাইপ’ হয়, তা হলে বাংলাদেশের  
কলকাতা শহরকেও নিঃসন্দেহে নবযুগের ভাবতের ফ্লোবেস বলা যেতে পারে।”

(পৃষ্ঠা-৭)

(৪) “নবযুগের বেনেসাঁসের সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ দান বোধহয় এই individuality, এই ব্যক্তিত্ববোধ। আগে ‘ব্যক্তি’ হিসেবে মানুষের কোন চেতনা  
ছিল না। বংশ, গোত্র-গোষ্ঠী, সংঘ-জন-জাতি ইত্যাদি সাধারণ category ব  
সঙ্গে তাব সত্তা অভিন্ন ছিল।” “বাংলাদেশে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে, ইংবেঙ্গল  
দলও কতকটা এই অবস্থাব সৃষ্টি কবেছিল।”

(পৃষ্ঠা ৫)

(৫) বুখাট’ যেহেতু লিখেছেন আধুনিক মানুষ পূর্ববর্তীদের মতো একই ধর্ম-  
বিশ্বাসে জাবিত হলেও ধর্মের ক্ষেত্রে তাদের মনোভাব সম্পূর্ণ ই ব্যক্তিমানসনির্ভব  
ছিল স্তববাং শ্রীযুক্ত ঘোষ বলছেন বিতাসাগবের সঙ্গেও এই বিষয়ে তাদের মিল।

(৬) “মধ্যযুগের মানুষের কুলকৌলীন্ড ও স্থাবব সম্পত্তিব বদলে, নবযুগের  
মানুষের দুটি প্রধান অবলম্বন হল—“Money’ ও ‘Intellect’—বিত্ত ও বিত্তা।  
বিতাসাগবের বিত্তা ছিল, বিত্ত ছিল না।” স্তববাং বিতাসাগব ‘সংস্কৃত প্রেস ও  
‘প্রেস ডি নোজিটিবি’ প্রতিষ্ঠা কবে ‘নবযুগের প্রকৃত intellectual intrep-  
reneur’ হলেন। “ব্যক্তিত্বের এই material স্তবটিকে মজবুত বাখবাব  
জ্ঞান কোনদিন তিনি মধ্যযুগীয় বৈবাগ্য বা সাংসাযিক উদাসীনতাকে প্রশ্রয় দেননি।  
এক্ষেত্রেও বিতাসাগব টিপিক্যাল ‘নবযুগের মানুষ’ ছিলেন।

(৭) র্যাল্ফ লিণ্টন নামক এক ভদ্রলোকের উদ্ধৃতিব নজীবে শ্রীযুক্ত ঘোষ  
লিখেছেন “মানুষের আসল চবিত্র তাব সমাজ নির্দিষ্ট বা আদিষ্ট আচাব-ব্যবহার ও  
ধ্যানধাবণা দিয়ে বোঝা যায় না। কাবণ তখন সে সমাজের যান্ত্রিক unit হিসেবে  
আত্মপ্রকাশ কবে, ‘individual’ বা ব্যক্তি হিসেবে নয়। তাব ব্যবহার বা  
আচবণের মধ্যে অপ্রত্যাশিত ও সাধাবণের ব্যতিক্রম যা, তাব মধ্যেই  
তাব আসল ব্যক্তিচবিত্র ফুটে ওঠে। “এঁবাই নাকি ‘authentic  
individual’। বিতাসাগব মণায় তাই। লিণ্টনের অত্ন উদ্ধৃতিতে জানি  
নতুন সামাজিক বিকাশ তাবাই কবান যাবা “Suffer from the current  
condition, not by those who profit from them,” বিতাসাগবও  
তাই কবেছেন।

(৮) “আধুনিক যুগের মানুষের নতুন চিন্তাধারার উৎস হলো এই ‘হিউম্যানিজম’। মধ্যযুগের ‘God-ism’ বা ঈশ্বর প্রধান চিন্তার বিপরীত এই চিন্তাধারাকে বোধহয় ‘Human-ism’ না বলে কেবল ‘Man-ism’ বললে কোন বিজ্ঞানভিত্তিক সম্ভাবনা থাকতেনা। .. বেনেসাঁসের যুগের বিজ্ঞানচর্চার প্রেৰণা ছিল এই ‘হিউম্যানিজম’। তাই ‘হিউম্যানিস্ট’ পণ্ডিতেরা মধ্যযুগের অধ্যাত্মবিজ্ঞা ও ‘স্কলাস্টিসিজমের চর্চা না কবে, ক্লাসিকাল যুগের গ্রীক ল্যাটিন বিজ্ঞান পুনরুজ্জীবনে মনোনিবেশ কবেছিলেন। বেনেসাঁসের যুগকে তাই ‘revival of learning’ এর যুগও বলা হয়। এই revival বা প্রাচীন বিজ্ঞান পুনঃচর্চার মূলে প্রেৰণা ছিল ‘হিউম্যানিস্ট’ আদর্শের। তা যদি না থাকত, কেবল যদি তা revivalism হত, তাহলে ইতিহাসে তা’ প্রক্রিয়াশীল’ প্রচেষ্টা বলেই নিন্দিত হত...”

“বামমোহন বা বিজ্ঞানসাগরের মতন যুগনাথকবা যদি প্রাচীন ক্লাসিকাল ভারতীয় সংস্কৃতির বিশ্বাসভাব পুনরুজ্জীবন ও পুনর্বিকাশ কবে, লোকসমাজে তুলে না ধবতেন, প্রকাশ ও প্রচার না কবতেন যদি তাব ভিতর থেকে নবযুগের অগ্রগতিশীল জীবনাদর্শের প্রেৰণা তাঁরা খুঁজে না পেতেন তবে কেবল পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিতদের নবীন জাহ্নুস্পর্শে বাংলাদেশে ও ভাবতবর্ষে নবজাগরণের একম আলোড়ন হতো না। .. প্রাচীন বেদ উপনিষদ পুৰাণ ধর্মশাস্ত্র স্মৃতিশাস্ত্রের যথার্থ ব্যাখ্যান ও প্রচার আমাদের দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নবজাগরণে যতখানি সাহায্য কবেছে, পাশ্চাত্য মনীষী বেকন, লক, হিউম, টম পেইন, ভল্টেয়ার, ভলনি, রুশো, কোমতের বাণী তাব চেয়ে বেশি কিছু কবেনি। এই সব পাশ্চাত্য মনীষীদের বাণী-ঘোষণা অবশ্যে-বোদনের মতন ব্যর্থ হত, যদি এদের হিউম্যানিস্ট পণ্ডিতেরা ক্লাসিকাল যুগ থেকে তাব পরিপোষক নীতি বা আদর্শগুলি অহুসন্ধান কবে পুনর্বিকাশ না কবতেন।”

(৯) সিমণ্ডস যেহেতু পেত্রার্ককে ‘melodies of rhetorical prose’ ও ‘passion for collecting manuscript’ এর জন্য মানবতাবাদীদের প্রথম বলেছেন, শ্রীযুক্ত ঘোষ বিজ্ঞানসাগরকে “শ্রেষ্ঠ হিউম্যানিস্ট বলেছেন কাবণ রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানসাগরের গল্পের “সৌন্দর্য ও পবিত্রতা” বিষয়ে অভিমত প্রকাশ কবেছেন। বুখার্টী যেহেতু বলেছেন মধ্যযুগে হাসিতামাসা স্নেহবিদ্বেষের ‘ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি হতো না। কুলগত, বৃত্তিগত, জাতিগত অভিব্যক্তি হতো। নবযুগে ব্যক্তিগত হলো। বিজ্ঞানসাগরেও তেমনি ব্যক্তিগত সীমায় ‘পরিহাস প্রিয়তা, প্রথম বিদ্বেষ ও স্নেহবোধ’ পাওয়া গেল।

(১০) শ্রীযুক্ত ঘোষ লিখছেন “বামমোহন, বিজ্ঞানসাগর ও উনিশ শতকের বাংলাব অত্যান্ত প্রগতিশীল সমাজকর্মীবা নতুন বর্ধিষ্ণু সামাজিক শ্রেণীব মুখপাত্র এবং ঐতিহাসিক শক্তিব প্রতিভূ ছিলেন। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে এই ঐতিহাসিক শক্তিব প্রেরণা এ দেশে বিদেশী ইংবেজবা আমদানি কবেছিলেন।” “বাণিজ্য যাদেব কুলগত পেশা ছিল না, সেই ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈষ্ঠ প্রভৃতি বর্ণেব লোকেবাই বেশি এই কর্মে উত্তোগী হয়েছিলেন। তাব কাবণ, কুলগত পেশাব বন্ধনেব যুগ, অর্থাৎ গ্রামীণ অর্থনীতিব ভিৎ ভেঙে যাচ্ছিল।” ফলে,” “সত্যিকাব ‘ক্যাপিটালিস্ট’- শ্রেণীব বিকাশ বাংলাদেশে নানা কাবণে ব্যাহত হয়েছে বলে নতুন যে শ্রেণী এখানে নবযুগেব আদর্শেব ধাবক ও বাহক হয়ে উঠেছেন, তাঁদেব মধ্যবিত্ত বলা যেতে পাবে।” কাবণ, পোলার্ড ইংলেণ্ডে এঁদেব মধ্যবিত্ত বলেছেন। আবাব যেহেতু সোবোধিন বলেছেন আধুনিক যুগে ‘ভার্টিক্যাল সাকু’লেশ্যন’ বেশি, শ্রীযুক্ত ঘোষ বাংলাদেশেব প্রসঙ্গে লিখছেন, “মধ্যযুগে এব বালাই ছিল না, কাবণ তখন তো সবই ‘fixed’ ছিল, শ্রেণী বা স্তব ও নির্দিষ্ট ছিল। স্তবাস্তবেব কোন স্বযোগই ছিল না...। শাস্ত্রীয় বচনেই সব নির্ধাবিত হত।...। আধুনিক যুগে এই সোপানেব সংখ্যা অনেক, এবং তাব সব গুলিবই হেডকোয়ার্টাব গহবে। স্বদূব গ্রামেব দবিদ্র কৃষকও এ-সত্য জানে, তাই তাব সন্তান ঐ-সোপান ধবে উপবে ওঠাব আশায় গহবে আসে। গহবে না এলে জীবনেব সম্মুখ গতিব কোন সম্ভাবনা নেই, অবশ্য অধোগতিবও।”

নারী এলোমেলো যুক্তিথেকে শ্রীযুক্ত ঘোষেব দশ দফা বক্তব্য উপস্থিত কবা গেল। য়ূবোপেব মধ্যযুগ ও বেনেসাঁস বিষয়ে শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষেব অজ্ঞতা এতেই পর্বতপরিমাণ যে কোনো একটি সমালোচনায তা দূব কবা সম্ভব নয়। দশবছর তিনি দেশবিদেশি পুঁথিব বা কেতাবেব নকল কবেছেন এবং সেই নকলি বিজ্ঞাব যান্ত্রিক প্রতিভুলনা সর্বত্র খুঁজে ফিবছেন, যদি মিললো তো সে মধ্যযুগই বা বেনেসাঁসই হোক আমাদের দেশে না-থেকে আব উপায় কি। এই মিল এককালে আমবা খুঁজতুম সাহিত্যে লেবেল লাগাবাব প্রয়োজনে, বর্তমানে সমাজ বিবর্তনেব ইতিহাসেও তাব ব্যবহাব বিনয় ঘোষ চমৎকাব দেখালেন। প্রথমত দেখি তিনি কোনোবকম যুক্তি বিচাব ছাড়াই ধবে নিয়েছেন উনিশশতকে আমাদের “নবজাগরণ” নিশ্চয়ই হয়েছে এবং যেহেতু হয়েছে তাব চবিত্র এবং বৈশিষ্ট্য অবশ্যই য়ূবোপেব সঙ্গে খাপেখাপে ছবছ মিলবে। তাব জন্তে আমাদের দেশেব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য, ইতিহাস ও জীবনযাত্রাব পদ্ধতি জানাব প্রয়োজন নেই;

টিক যেমনটি ঘটেছে যুবোপে আমাদের দেশে তেমনটি ঘটতেই হবে। তাই কলকাতার জন্মবৃত্তান্ত ও চবিত্র যাই হোক, যেহেতু বাংলাতেও বেনেসাঁস স্তব্ধ কলকাতা ফ্লোবেন্স না-হয়ে যায় না। অবশ্য খুবই দুঃখের কথা যে তিনি হাওড়া, হুগলী বা একটা বর্ধমান খুঁজে তাকে ভেনিস আখ্যা দিতে পাবলেন না। যদি জিজ্ঞেস করা যায় ফ্লোবেন্স কেন? তবে তিনি নিশ্চয়ই জবাব দিতে পাববেন, যেহেতু ‘বেনেসাঁস’ বাংলা দেশে হয়েছে। বিস্তারিত আলোচনার আগে সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো এই যে ইংবেজি কেতাবেব লাইন না মেলালে ‘বেনেসাঁস’ দাঁড়ায় না। তাই তিনি এক একটি কেতাবেব এক একটি লাইন উদ্ধৃত করেন আব প্রসঙ্গহীন মিল খুঁজে বাংলার নবজাগরণের হাত্তকর ব্যাখ্যা দিতে চান। যেমন আমবা পড়েছি যুবোপে মধ্যযুগের পব বেনেসাঁস হয়েছে শ্রীকৃত ঘোষ ও বাংলাদেশের বেনেসাঁসে’র অব্যবহিত আগে ‘মধ্যযুগ’ খুঁজে স্থির কবেছেন। কিন্তু বাংলাদেশে মধ্যযুগ কোনটা এবং কি তা’র বৈশিষ্ট্য? তিনি জবাব দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেননি। শুধু ইংবেজি কেতাব থেকে যুবোপেব মধ্যযুগের কয়েকটি বহু প্রচলিত ধবতাই বুলি শিখে চোখ বুজে আমাদের দেশের ওপব চালিয়ে দিয়েছেন। কারণ যুবোপেব আমলে ভাবতবর্ষেব একটা ছক তৈরী কবলে পণ্ডিত আখ্যা লাভ করা যায় এবং আজকাল তাতে বামপন্থী বিবেকও প্রশান্ত থাকে যেহেতু তখন আব ভাবতবর্ষেব ইতিহাসেব জটিল গ্রন্থি উন্মোচনেব দায়িত্ব নিজেব কাঁধে থাকে না। ভাবতবর্ষেব বা বাংলাদেশেব মধ্যযুগ শ্রীশ্রী কোম্পানীবাহাদুর ও মহাবাণী ভিক্টোরিয়াব অপেক্ষায় বসেছিলো, যেন যতো দিন না তাঁ’রা যথোচিত করুণা ও স্তম্ভদানে আমাদের ‘আধুনিক’ কববেন ততোদিন মধ্যযুগের দীর্ঘ ব্যক্তি শুধুই ক্রমবর্ধিত হবে। এমন একটা ইতিহাস ছকবাব প্রেবণায় তিনি পিছু হঠে একেবাবে সুলতান মামুদেব কালে চলে গেছেন। তখন থেকেই ভাবতবর্ষেব মধ্যযুগ! কাবণ ভাবতবর্ষেব লোকবা মুসলমানদেব আমলে ‘বৈদিক-বৌদ্ধ-হিন্দু’ সভ্যতা’ব বিবর্ট ঐতিহ্য ভুলে গিয়েছিল! তিনি বৈদিক-বৌদ্ধ-হিন্দু সভ্যতা’ব ঐতিহ্য বলতে কি বোঝেন আমি জানি না, কিন্তু বিশেষণে ‘বিবর্ট’ শব্দটি ব্যবহার কবলেই কি মুসলমানদেব দৈন্ত ও তৎকালে ভাবতবর্ষেব ঐতিহ্যহীনতা প্রমাণ হয়? তাছাড়া পাছে মুসলমানদেব আমলে ভাবতবর্ষেব সংস্কৃতি ও সভ্যতা’ব নতুন একটা বৈশিষ্ট্য বিষয়ে প্রশ্ন ওঠে তিনি সেই ভয়ে গোড়াতেই ‘ইসলামিক সভ্যতা’ব সান্নিধ্যে ভাবতীয় সভ্যতা’ব সাধারণভাবে কি পবিবর্তন হলো..তা এক্ষেত্রে বিচার্য নয়’ বলে পাশ

কাটাচ্ছেন। বিচার্য নয় কেন? যেহেতু বিচার্য হলে ইংবেজদের অপেক্ষায় আধুনিক হবার জগ্রে বসে থাকা যায় না! আব সমগ্র মুসলমান কালটা ভাবতবর্ষের ইতিহাসে মধ্যযুগ এই কাৰণেই যে শ্রীঘোষ মাথায় অঙ্ক কষে হিসেব মেলাচ্ছেন। অর্থাৎ ভাবতীয় মধ্যযুগের আবন্তটা প্রায় য়ুবোপেব সমসাময়িক করে দাঁড কবাতো না পাবলে মুসলমানদের আক্রমণেব সঙ্গে গথ, ভ্যাণ্ডালদের আক্রমণেব তুলনাটা অর্থহীন হয়ে যায়।

এ তো হলো সংক্ষেপে মধ্যযুগেব বহু ভাবতবর্ষেব ইতিহাসে। এবাব য়ুবোপেব সম্পর্কেই বিনয় ঘোষেব 'নিশ্চিন্ন পাণ্ডিত্য' পবীক্ষা কবা যাক। য়ুবোপেব মধ্যযুগ বিষয়েও তাঁব অঙ্ক ধাব কবা বুলি এমন অজ্ঞতাব পবিত্রায়ক যে বেশ বোঝা যায় তিনি কখনোই মনস্থিব কবে য়ুরোপেব ইতিহাস বোঝাব জগ্রে পুস্তকাদি পড়েননি, বা য়ুবোপেব ইতিহাস নিজস্ব কাৰণেই চর্চা দাবী করছে না, শুধুমাত্র ভাবতবর্ষে কিছু কিছু বক্তব্য মেলাবাব জগ্রে যেখান থেকে খুশি, যেমনভাবে খুশি, তিনি কিছু লাইন জোগাড কবেছেন। এবং সংগ্রহ ব্যাপাবেও তিনি বিচক্ষণতাব প্রমাণ যে দেননি তাব নজীব হলো তিনি জানেন না বেনেসান্সেব ঐতিহাসিকদের মধ্যযুগ সংক্রান্ত মৌল ভ্রান্তি আজ আব কেউ মানে না। মধ্যযুগ যে মাত্র ইতিহাসেব একটা পর্ব মাত্র হিসেবেব স্মবিধেব জগ্রে, সংস্কৃতি বা জ্ঞানেব চর্চাব ক্ষেত্রে মোটেই 'অন্ধকাৰেব যুগ' নয় এ-কথা শ্রীযুক্ত ঘোষকে বোঝাবে কে! মধ্যযুগেব মতো বেনেসান্সও একটা পর্ব এই বোধও আবাব বেনেসান্স-বিলাসীদের থাকে না, তাছাড়া, মাহুঘেব ইতিহাসে কোনো একটা বেনেসান্সই যে সব নয় এই কথাও তাঁবা মনে বাখতে ভুলে যান। শ্রীযুক্ত ঘোষ সিমণ্ডস ও ব়ুর্খার্টেব (ঘোষ মহাশয় 'ব়ুর্খার্ট' সাহেবেব নামটিকে সর্বত্রই 'ব়ুখ'টি বলে লিখতে দ্বিধা কবেননি!) উদ্ধৃতিব সাহায্যে ধবে নিয়েছেন য়ুবোপেব মধ্যযুগ মাহুঘকে 'কুপমণ্ডুক' কবে তুললো, 'নিজেব সত্তাব চৈতন্ত পৰ্যন্ত লোপ পেল' মধ্যযুগেব অতিপ্রাকৃত কুয়াশায়। সিমণ্ডস ও ব়ুর্খার্টেব উদ্ধৃতি দিলেও তিনি নজব দিয়ে ওই কেতাবগুলি পড়েন নি এবং এই কেতাব দুটিব বাইবেও যে য়ুবোপেব বিভিন্ন ভাষায় ঐতিহাসিক আলোচনা অন্ত সিদ্ধান্তে পৌছেছে তাব খবব বাখেন না। সবচেয়ে বডো কথা হলো তিনি মধ্যযুগ বিষয়ে বিশেষণগুলো কোনো প্রমাণ-নজীবে উপস্থিত কবেন নি। নিজেব সত্তাব চৈতন্ত লোপ পাওয়া নিয়ে কাব্য কবা চলে কিন্তু মধ্যযুগেব জীবনচর্চা ও সিদ্ধিব তাৎপর্য চেনা যায় না। তা বৃত্তে হলে মধ্যযুগেব জীবনযাত্রা, সমাজ,



সাহিত্য ও দর্শন বুঝতে হয়, জানতে হয় এ্যাবিস্টটল শিষ্য সেন্ট টমাস একোইনসেব জীবনকে সম্বন্ধে একে স্থিত কবাব মহৎ প্রচেষ্টা, দান্তেব নবকদর্শন ও আত্মশুদ্ধি প্রবণাষ একোইনসেবই জীবনবেদ। শ্রীযুক্ত ঘোষ জানেন না যে মধ্যযুগেব জীবনচর্চাব তাৎপর্য ছাড়া যুবোপীয় বেনেসান্সেব কোন অর্থ থাকে না, এবং চার্চেব ইতিহাস না মেলালে আধুনিক যুবোপেব সাহিত্য ও দর্শনেব বহু উদ্ঘাটন কবা যায না সে কি দান্তে, শেক্সপীষ, এল গ্রেকো, দাভিঞ্চি হোন না কেনো ! মধ্যযুগেব যা ক্রটি, জীবনকে পিছুটানাব যে প্রয়াস শেষ দিকে দেখা গিয়েছিলো তা প্রতিটি ঐতিহাসিকযুগ সম্পর্কেও সত্য, এমনকি বিনয় ঘোষেব ‘ক্লাসিকাল এটিকুইটি’ সম্পর্কেও।

‘ক্লাসিকাল এটিকুইটি’ বিষয়ে বিনয় ঘোষেব রূপকথাটি আৰও আশ্চর্য। যা কিছুই অতীত তাই যে মধুব এমন একটা ধারণা অবশ্য আমাদেব খুব পবিচিত কিন্তু সমাজ-বিজ্ঞানীদেব এই মোহ সাজে না। ৫৬ পৃষ্ঠাব উদ্ধৃতিতে তিনি প্রাচীন যুগেব মানুষেব কথা আলোচনা কবেছেন আবেগেব সঙ্গে কিন্তু ব্যাখ্যা কবেননি তাবা কোন দেশ ও কোন কালেব লোক। ধবে নিচ্ছি বৈষম্যেব বিষে জর্জবিত না হয়ে তাঁবা নিজেদেব শক্তিতে আস্থা বেধে চলেছেন এবং তাঁবাই গ্রীক-বোম্বেব লোক। যুবোপে যেহেতু বেনেসান্সেব হোতাবা গ্রীক-বোমে ফিবেছিলেন বিনয় ঘোষ নিশ্চয়ই তাকেই ক্লাসিকাল এটিকুইটি বলছেন। কিন্তু তাবকি আশ্চর্য মধুব চিত্র। দাস-সমাজব্যবস্থায মুষ্টিমেয় লোকেব স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রে বিনয় ঘোষ রূপকথা খুঁজে পেলেন আৰ ইতিহাসেব অজ্ঞতায জানতে চেষ্টা কবলেন না যে মধ্যযুগেব শৃঙ্খলাব পেছনে গ্রীক-বোমক সত্যতায শৃঙ্খলাবোব উপস্থিত। একোইনসেব দর্শন এবিস্টটলেব বীজেই জন্ম নিয়েছে আৰ প্লেটো থেকে এসেছে নিও প্লেটোনিক দর্শন ও মধ্যযুগেব ভাববাদ। আৰো জানলেন না যে মধ্যযুগেব গৌডামি ও অবক্ষ্যেব মতো গ্রীক-বোমক সভ্যতাতেও অবক্ষ্য গৌডামিয পর্দায এসেছিলো, যেমন বেনেসান্সেব উত্তবসাধক আধুনিক জীবন ও সভ্যতাতেও অবক্ষ্য চাবপাশেই কালো ছাপ ফেলেছে। ‘বেনেসান্সেব বর্ষিষু ধনিক-বনিকশ্রেণী নিজেদেব প্রয়োজনে একটি ‘মডেল’ খুঁজে নেয ! ব্যাপাবটা কেমন সহজ। দবকাব হলো, খুঁজে নেওয়া গেলো। কেনো যে মধ্যযুগেব প্রতি অন্ধ অনাস্থা থেকে বেনেসান্সেব নেতাবা আৰো পেছনে হঠলেয তাব তাৎপর্য তিনি বোঝেন না। যুবোপেব ইতিহাসে তিনি যা-খুশি ককন, সবচেয়ে তাজ্জব কাণ্ড কবেছেন বাংলা দেশেব ক্ষেত্রে। বিভাঙ্গাব ও

বামমোহনও ভেবেচিন্তে একটা মডেল খুঁজতে খুঁজতে হিন্দু ঐতিহ্য বের কবেছেন। বিদ্যাসাগর হিন্দু ঐতিহ্য খুঁজে বের কবেছেন এমন কথা সচেতন অবস্থায় বিনয় ঘোষও বলবেন না! 'নিজস্ব প্রয়োজনে' নাকি বাংলার বেনেসাম হিন্দু ঐতিহ্যে কিবে তাকিয়েছিল? কি সেই প্রয়োজন? বিনয় ঘোষ জবাব দেন না। 'হিউম্যানিস্ট স্কলভ' দৃষ্টি নিয়ে অথবা খুঁজে ছিলেন। সেই দৃষ্টিটি কি? জবাব নেই। বামমোহন কি ঐতিহ্য আবিষ্কার কবেছিলেন 'বৈদিক-বৌদ্ধ-হিন্দুযুগ' থেকে? একেশ্বরবাদ? একেশ্বরবাদ কি বৌদ্ধও হয়ে যায় বিনয় ঘোষের ঐক্যজালিক বিজ্ঞেতে? একেশ্বরবাদ বা বহুবাদ কোনোটাই কি হিন্দু ঐতিহ্যের একটি বক্তব্য? যুগোপে বেনেসামের পূর্বোদ্যোগ কি গ্রীসবোম থেকে ধর্মকে খুঁজে বের কবেছিলেন অথবা টি হিসেবে? বামমোহন যে একেশ্বরবাদ বা ব্রাহ্ম আন্দোলন করেন তা ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতীক আবিষ্কার ও জনসাধারণে পৌঁছে দেবার জন্ত, না খৃষ্টধর্মের আঘাতের সামনে, খৃষ্টধর্মের একেশ্বরবাদের নজীবে, হিন্দুধর্মকে বক্ষা কবাব জন্ত? যদি তাই হয় তবে সমগ্র পুস্তক ছুটিতে উনিশ শতকের অন্ততম বৃহৎ ঘটনা বামকৃষ্ণ পবনহংসের নামোল্লেখও নেই কেন? বিবেকানন্দ কি বাংলাদেশ থেকে মুছে গেছেন? না, উনিশ শতকের বেনেসামি বিলাসকে বক্ষা কবাব জন্ত যেমন কবেই হোক খামখেয়ালি যুক্তিতে যুগোপকে টেনে আনার চেষ্টা? ঘোষমশায়ের যুক্তিতে 'হিন্দুঐতিহ্যের পুনরুৎসাহে বামকৃষ্ণ পবনহংসের তুল্য কাজ কে আর কবেছেন? আর কেউ কি বলতে পাবে বামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ মাল্লিককে ভালোবাসতেন না? তবে নিশ্চয়ই বামকৃষ্ণের সঙ্গে হিন্দুযানির হাঁচি, কাশি, টিকটিকি ও অধ্যাত্মবাদের জোয়ার মানবমুগীনতার কারণে প্রগতিকেই সমর্থন কবছে? এই যুক্তিতে ভূদেব, বিজয়কৃষ্ণ হুয়ে বিপিন পাল, সাভাবকব, হিন্দুমহাসভা ছাড়া 'বেনেসামের' সবচেয়ে বড়ো ধারা তো আর কিছু নেই! এখন বোঝা যাচ্ছে এ-কারণেই বিনয় ঘোষের আলোচনায় এঁদের প্রত্যেকেই নাম বাদ পড়ে কেনো! বাজা বামমোহন শুধু ব্রাহ্মসমাজ খুলে ও সংস্কার আন্দোলন করে যুগোপের 'বেনেসাম'কে ভাবতবর্ষে এনে ফেললেন।

আসলে বেনেসামের আলোচনায় মূল প্রশ্ন হলো: 'বেনেসাম' কাদের জন্ত? কয়েকজন ব্যক্তি যতো বড়োই হোন, একটি দেশের 'বেনেসাম' বা নবজাগরণ তৈরী কবতে পাবেন? শ্রীযুক্ত ঘোষের আলোচনায় জানা যায় না বাংলাদেশের এতো বড়ো একটা ঘটনা কাদের জীবনে ঘটলো এবং তাতে দেশের

সমগ্র চেহাৰাটাই বা কী ৰূপ নিলো। বৰং মনে হতে থাকে বামমোহন বা' বিচ্ছাসাগৰ এই দুই মহান ব্যক্তি সমগ্ৰদেশেৰ স্বপক্ষে 'বেনেমান' গডলেন দেশেৰ মৌল চৰিত্ৰেৰ পৰিবৰ্তন ছাড়াই। মাঝে মাঝে তিনি বলতে চেৰেছেন বামমোহন বা বিচ্ছাসাগৰ ছাড়া 'ইংবেঙ্গল' নবজাগৰণেৰ স্ৰষ্টা, প্ৰমাণ: তাঁৰা যেহেতু পোষাক ইত্যাদিতে পৰিবৰ্তন এনে ব্যক্তিত্ব চৰ্চাৰ পৰিচয় দিয়েছেন। অথচ শ্ৰীযুক্ত ঘোষ 'ইংবেঙ্গলেৰ' চৰিত্ৰ বিষয়ে নিশ্চিত নন, তাঁকেও বলতে হয়েছে 'পৰাধীন পৰিবেশে ব্যক্তিত্বৰ পূৰ্ণবিকাশ যে কতখানি খৰ্ব হতে পাবে, ইংবেঙ্গলেৰ ট্ৰাজিক বিকাশ ও পৰিণাম তাৰ কৰুণ দৃষ্টান্ত।'

অত্ৰু আৰাৰ বলেছেন ইংবেঙ্গলেৰ স্বাতন্ত্ৰ্য 'পৰগাছাৰ ফুল'। অথচ ইংবেঙ্গলেৰ পামথেয়ালি উচ্ছাস, দেশেৰ ঐতিহ্য ও চৰিত্ৰ বিষয়ে অমনোযোগ, বাঙলাদেশে নবজাগৰণেৰ সূত্ৰপাত কৰলো। শ্ৰীযুক্ত ঘোষেৰ ধাৰণায় স্মৃতিতম গ্ৰামেৰ কৃষকদেৰ কলকাতাৰ স্বপ্নে উদ্ভূত (ছৰ্ভিক্ষে কলকাতা-অভিযানেৰ ৰূপকেই কি?) হওবা সত্ত্বেও তো আমবা জানি কলকাতাৰ পৰগাছা বাবুদেৰ জীৱনে দেশেৰ মাটিৰ মানুহেৰ যোগ ছিলো না। ইংবেঙ্গল যে জনসাধাৰণেৰ সঙ্কে সেতুহীন হয়েই ট্ৰাজেডি ঘটায় এবং পৰবৰ্তী একশতাব্দীপ্ৰায় তাৰই দাৰভাগ আমাদেৰ কবতে হয় এ-কথা মধুসূদনেৰ বিৰাট উদাহৰণ বা 'নববাৰু বিলাস', ছতোমেৰ দুইথঙেৰ নক্সা, দীনবন্ধু মিত্ৰেৰ 'সধবাৰ একাদশী' ইত্যাদি দেখেও বোঝা যায় না? সাৰা উনিশ শতক জুড়ে নববাৰুবা যে 'ইতিহাস' তৈৰী কৰলেন, দেশেৰ জনসাধাৰণ থেকে নিজেদেৰ তফাতে সবিয়ে এনে ইংবেজেৰ প্ৰসাদপুষ্ট জীৱন বা মেকলেৰ কেবানী বাৰাবাৰ ফলে সামিল হলেন এ-কথা কি এখনও চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো প্ৰয়োজন? আজও কি আমবা 'বাবু' বনবাৰ গৰ্বেই 'ছোটলোক' চাৰী-মজুৰ-কুলীদেৰ থেকে শুধু দৈনন্দিন জীৱনই নয়, সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰেও তফাতে সবে নেই? বিনৰ ঘোষ ভুলতে পাবেন পৰাধীন দেশেৰ মানুহ ইংবেজেৰ প্ৰভুত্ব স্বীকাৰ কৰে নিয়ে বেনিয়ান-মুংসুদ্দি-ফডেমিৰ টাকায় নিজেদেৰ অস্তিত্বেৰ অলীক মোহ তৈৰী কৰেন, প্ৰিন্স' দ্বাৰকানাথ ঠাকুৰ বা বাজাবামমোহন নীলকৰ সাহেবদেৰ এ-দেশে হিতকৰ কাজেৰ জন্তু প্ৰশংসাপত্ৰও দৰাজ গলায় দেন। ইংবেজেদেৰ বিশ্বব্যাপী সংস্কৃতিৰ অভিযানে, সাম্ৰাজ্যেৰ বোঝা নিজেবাই মাথাৰ তুলে নিয়ে সেই সাম্ৰাজ্যবিস্তাৰে সামিল হবাৰ ইতিহাস এতো সহজেই কি স্মৃতি থেকে মোছা সম্ভব? আৰু কলকাতাৰ বাবুদেৰ জীৱনযাত্ৰা ও সভ্যতাৰ বিবক্ত বিচ্ছাসাগৰেৰ কামতাত্ৰে

অজ্ঞাতবাসেব বিখ্যাত কাহিনী বিনয় ঘোষ ভেবে দেখবাব অবসর পান না । নবজাগরণেব পীঠস্থান, ভাবতবর্ষেব ক্লোবেস, আমাদেব প্রথম এবং মহৎ যুবোপীয় বিজ্ঞানাগব ত্যাগ কবে চলে গেলেন অথচ বাংলাদেশে বেনেসান্স পাকা একট ফলেব মতো পবিপূর্ণ হয়ে উঠলো ! বৃজোআতন্ত্রেব শুকতে একক, বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিব আত্মচর্চা বাঙলাব বেনেসান্সেবও প্রধান বৈশিষ্ট্য অথচ বাংলাদেশেব মেঘেবা আজও, বেনেসান্সেব প্রায় একশো বছর পবেও, একই বকমে গৃহ, সংস্কার ও প্রাচীন বিশ্বাসেব খুঁটিতে বাঁধা ! ‘এই বন্দী আমাব প্রাণেশ্বর’ বলা নামক আত্মসচেতনতাৰ পবেও আধুনিকাবা বিবাহ ও প্রেমকে জন্মমৃত্যুব মতোই বিধিব ক্রিয়া বলে মেনে নেন, এবং আমাদেব ব্যক্তিবাদী যুবকদেব বাপ-মাব দববাবে আজি পেশ কবতে হয় । এখনো হাঁচি-কাশি-টিকটিকি, তাগা-তাবিজ-মাতুলীৰ দাপটে জীবন অস্থিৰ ! সাহিত্যিকেবা ভেক পালটে পৰমপুরুষদেব কাহিনী লিখে উপজ্ঞাসেব বাজাব মাং কবেন, আমবা সংস্কৰণেব পব সংস্কৰণ কিনি এবং আমাদেব আত্মসচেতনতাৰ পৰাকাষ্ঠা প্রমাণ কবি । আব সব কিছুব আডালে আমাদেব হতভাগ্য দেশবাসীবা, বিনয় ঘোষ কথিতভাবে কলকাতাব দিকেই তাকিষে থাকেন, নবজাগরণেব বহুস্ত্রে বিব্রত হয়ে ভাবেন হয়তো মুক্তিৰ দূত আসবে নেহরুজীৰ বাস্তাব বা বিনয় ঘোষদেব বিবেকেব সূত্রে !

সমালোচনায় ত্রুটিব তালিকা শুধুই বাড়বে । বিনয় ঘোষ মহাশয় বিজ্ঞানাগবেব জীবনকে বাঙলাদেশেব বেনেসান্সেব প্রতীক ভেবেই সমস্ত গুলিয়ে ফেলেছেন, এবং বিজ্ঞানাগবেব চবিত্তেব অজেব পৌকষ ও নির্যোই মমতাকে উপস্থিত কবতে পাবেননি । তিনি যে পবাধীন দেশে ‘ইয়ংবেঙ্গলী’ বেনেসান্সেব বিপবিত, ববং বিজ্ঞা, বিনয় ও রুচিতে সম্পূর্ণ যুবোপীয়, এই বিশ্বাসেব তাৎপর্য ওঁব লেখায় আসেনি । বিজ্ঞানাগব কাদেব খুঁজেছিলেন দেশজুড়ে, কেনোই বা এতো মমতা এবং কী সেই স্বপ্ন যা বিজ্ঞানাগবকে অক্লান্ত সংগ্রামে ঠেলে দিযেছিলো একথা বিনয় ঘোষ আমাদেব বোঝাতে পাবেন না । ফলে বিজ্ঞানাগবেব জীবনেব আশ্চর্য ঘটনাবলী পূর্বেও যেমন জীবনীকাববা উপস্থিত কবেছেন শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ, বেনানেব অলুকাণ সত্তেও, তাদেব হেয়ে বেশি কিছু কবতে পাবেননি । তিনি তাদেব নিন্দাবাদ কবেছেন সামাজিক ইতিহাস বচনা কবেন নি এই অভিযোগে, আব নিজে সামাজিক ইতিহাসেয় নামে বিজ্ঞানাগব চবিত্তেব পটভূমিকে অপব্যবহাৰ কবেছেন ।

স্বদেশ সেন

## সাহিত্য ও সংস্কৃতি ॥ শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ ॥ মিত্রালয় ॥

কয়েকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রবন্ধের সংকলন হলেও ‘সাহিত্য ও সংস্কৃতি’ নাম-কবণের মধ্য দিয়ে লেখক প্রবন্ধগুলির মধ্যে একটি সাধারণ যোগসূত্র নির্দেশ কবেছেন। আধুনিক বাংলা সংস্কৃতি, বিশেষত আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আলোচনাতেই লেখকের প্রধান আকর্ষণ।

তবুও, ‘একটি প্রাচীন কাব্যে বাংলার সমাজচিত্র’ জাতীয় একটি প্রবন্ধও গ্রন্থটির অন্তর্ভুক্ত। প্রাচীন এই কাব্যটি বামেশ্বর চক্রবর্তীর শিবায়ন পর্যায়েব কাব্যগ্রন্থ। (মতান্তরে প্রাপ্ত পুঁথিটিতে গ্রন্থের নাম কোথাও শিবায়ন বলে উল্লিখিত হয়নি। বামেশ্বরের গ্রন্থের নাম শিবসংকীর্তন।) বচনাকাল ১৭৩৪ খৃঃ (সুকুমার সেন বলেছেন ১৭১০-১১)। এ কাব্যের কাহিনীর অন্তর্ভালে সেকালের বাংলার সমাজবিজ্ঞানের রূপ অন্বেষণই প্রধানত লেখককে আলোচনায় প্রবুদ্ধ কবেছে। প্রতাপাদিত্যের সময় থেকে যুদ্ধবৃত্তিধারী বাঙালী বীরেরা এ সময়ে বৃত্তিচ্যুত হওয়ায় কিছুদিন লুটপাট করে শেষে মন দিয়েছিল চাষবাসে। সৈনিক-বৃত্তি থেকে কৃষিকর্মে প্রবৃত্ত হওয়াব সে ইতিহাস লেখকের মনে হয় শিবায়নের শূল ভেঙে লাঙল তৈরীর কাহিনীতে রূপকের অন্তর্ভালে ব্যাপ্ত। বাঙালী চাষীর দৈনন্দিন পাবিবাবিক ও সামাজিক জীবনের বাস্তব কাহিনীই বামেশ্বরের ব্যক্ত কবেছেন শিবের গল্পের জবানীতে। বাঙালী মাষের কষ্টাবিবহের দুঃখ ও কষ্টা-আগমনের আনন্দ জাগে দুর্গা ও মেনকার কাহিনীতে। জীবনযাত্রার এই স্বথায়থ পটভূমিতে বচিত বলেই শিবায়ন কাহিনীর লৌকিক অংশের মানবিক আবেদন। প্রবন্ধকারের মতে অল্প সমস্ত মঙ্গল কাব্যকে (শিবায়ন অবশ্য মঙ্গল-কাব্যের পর্যায়ে কিনা, তা নিয়ে যথেষ্ট তর্ক আছে।) ছাড়িয়ে গেছে। ‘কাহিনীর চেয়েও সেকালের বাঙালীর কাহিনীই এর মধ্যে বেশি পরিস্ফুট।’

বাঙালী চাষীর দুঃখের অন্ত নেই। দুঃখ আছে, কষ্ট আছে; তবু তাবই মধ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সেদিন শুধু কৃষক সমাজেই নয়, শ্রেণীতে শ্রেণীতে যাতায়াত ছিল সহজ, জীবনের চেহারা ও উদ্দেশ্য ছিল মোটামুটি একই-বহুম। এই বিনিয়াদে গড়ে উঠেছিল প্রাচীন বাংলার সংস্কৃতি, সম্পদে বিপদে আঠাবো শতক পর্যন্ত যাব প্রাণ লোকাষতে। চৈতন্যের প্রেমধর্মে, শংকরের ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রচারের কালেও বৌদ্ধ ও জৈন বিহাবসমূহের আংশিক অবস্থিতিতে, মঙ্গলকাব্যে, আউল বাউল সহজিয়াব গানে সেদিন বাব বাব দেখা গেছে এই জনমানসের উদার অস্থ্যথান।

আলোচ্য সংস্কৃতির দীর্ঘস্থায়িত্বে ও ব্যাপকতায় বসদেব যোগান এসেছে একদিকে যেমন সামাজিক পরিবেশেব নিকতাপ অবস্থায়, অত্ৰদিকে ‘বাংলায় শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারেব ধাবা’ প্রবন্ধে লেখক দেখিয়েছেন প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থার গুণে চৈতন্য ভাগবতে নবদ্বীপ বর্ণনা থেকে জানা যায় সেকালের শাস্ত্রচর্চাব বহুবটা । কিন্তু এই শাস্ত্রচর্চা ছিল নিতান্তই মুষ্টিমেযেব । বাজকার্যে জড়িত কিছু সংখ্যক লোক বশ্ত কবে নিতেন আববী পাবসীটা । কিন্তু বিবার্ট দেশেব মান্নুষেব শিক্ষা টোলে বা পাঠশালায় হতো না । সমগ্র দেশকে সাক্ষব না হোক কুচিবান ও পবিশীলিত মনেব অধিকাবী কবে তুলতো নামসংকীর্তন, কথকতা, পাঁচালী ইত্যাদি । যে শিক্ষাব ফলে ১৮৩৫ সালে ইণ্ডিয়া গেজেটেব সম্পাদক অ্যাডাম বেসবকারী শিক্ষা ব্যবস্থাব বিপোর্ট দিতে গিয়ে বিশ্বযেব সঙ্গে লক্ষ্য কবেছেন দেশেব হাজাবো মান্নুষেব জীবনেব সঙ্গে যোগ বেখে গড়ে উঠেছে অসংখ্য পাঠশালা, ( বাংলা ও বিহারে গ্রামসংখ্যা যেখানে ১,৫৫,৭৪৮, মোট পাঠশালা এক লক্ষ ) যাব ব্যয়ভাব বাষ্ট্র বহন কবে না এবং যেখানে ‘humblest class’-এব মান্নুষেবও আগ্রহ ছেলেকে শিক্ষিত কবাব ।

এই বিপোর্টেব ভিত্তিতে সেকালের বিখ্যাত Filtration theory অল্পসাকে কলেজি যজ্ঞেব আয়োজনে যেদিন ইংবেজী শিক্ষাব প্রচলন হলো, শিক্ষাব মূল উদ্দেশ্যই সেদিন বানচাল হলো বাংলাদেশে । বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চা এবং জীবিকাৰ সংস্থান দুয়েবই ব্যবস্থা সেদিন ইংবেজী শিক্ষায় ছিল সত্যি, তবু তাব প্রবাহ নয় সর্বজনীন, মধ্যবিত্তেব সংস্কারী সীমাতেই তা আবদ্ধ । অধিকাংশকে অশিক্ষিত বেখেই অগ্রসব হলো সে শিক্ষা । অত্ৰদিকে কুটিবশিল্পেব ধ্বংসে, কৃষি অর্থনীতিতে বণিকবৃত্তিব প্রবর্তনে ও গ্রামবিবোধী নতুন শহব পত্তনে একে একে অন্তর্হিত হলো পুবোনো কালের চিৎ-প্রকর্ষেব উপায়গুলো ।

এই সর্বনাশা ‘গবাক্ষ লঠনেব আলোব’ বিপদ নিম্নবিত্ত বা বিত্তহীনকে ছেড়ে জ্ঞত ঘনিযে এলো মধ্যবিত্তেবও মধ্যে । তাই স্ৰাডলাব কমিশন ১৯১৯ সালে যদিও ইংবেজী শিক্ষিতেব মধ্যে বেকাবজ্ঞেব হিসেব প্রায় পানই নি, কিন্তু ১৯২২ সালেব বিপোর্টেই দেখা যাচ্ছে যে acuteness of the problem সম্পর্কে অবহিত হয়ে সমস্ৰাব বিরুদ্ধে দাঁডাবাব কথা ভাবতে হচ্ছে । মধ্যবিত্তেব শিক্ষা-সংকটেব সংবাদেব জ্ঞাত আজ আব বিপোর্টেব দাবস্ত হবাব প্রয়োজন নেই, ঘবে ঘবেই উঠছে সে দীর্ঘশ্বাস ।

এই দীর্ঘশ্বাস ওঠাব মূলে ইংবেজী শিক্ষা প্রবর্তনেব পেছনে ইংরেজী শাসকেব

মনোভাবের ইতিহাস শ্রীযুক্ত সিংহ দেখিয়েছেন Mayhew সাহেবের Education of India থেকে উদ্ধৃতি দিখে। ব্যাখ্যা কবেছেন ইংরেজ আমলের শিক্ষার সামাজিক তাৎপর্য। দেশ শাসনের সুবিধার জন্ত ডেপুটি ও কেবাণী তৈরীর যন্ত্র হিসেবেই ব্যবহৃত হতো ইংবেজী সাহিত্য ও বিজ্ঞানের শিক্ষা। তাছাড়া দেশের সম্পদকে বাড়িয়ে তোলাব হাতিয়ারও তো শিক্ষিত লোকের হাতেই। বলা বাহুল্য সে বুদ্ধিপ্রাপ্ত ধনসম্পদে ইংবেজেব ঘবেব বাতিটাই জ্বলেছে উজ্জ্বল হয়ে। বিপুল জ্ঞানচর্চা ও দেশজোড়া চিন্তের স্বাভাব্য প্রতিষ্ঠাব প্রেরণা নিয়েই বাঙালীরা প্রথম ঝুঁকেছিলেন ইংবেজী শিক্ষার দিকে, কিন্তু মেহিউব উক্তিভে ধবা পড়ে যে ‘কালক্রমে ডেপুটিজ ও কেবাণীজের লোভে এদিকটা অনেক ম্লান হয়ে গিয়েছিল।’

উনিশ শতকীমেজাজে আজও যখন ইংবেজীকে বাষ্ট্রভাষা বাখাব জগে আমবা ব্যাগ্র ব্যাকুল, এমন কি আবেগে একথাও কখনো কখনো দ্বিধাহীন কঠে ঘোষণা কবে থাকি যে ইংবেজী প্রায় আমাদের মাতৃভাষা, সেক্ষেত্রে ইংবেজী শিক্ষাব পশ্চাতে শাসক শ্রেণীব এই মনোভাবের সংবাদ আশা কবি কিছু পবিমাণে এই সর্বনাশা মোহভঙ্গের কাবণ হবে। সার্বজনীন না হতে পাবায় যেমন শিক্ষাক্ষেত্রে সংকটের মূল, সামগ্রিকভাবে উনীশ শতকের বাংলা সংস্কৃতিব সংকটও ঘনিষে এলো বৃহত্তব জনমাণসেব সংগে সেই সংযোগেব অভাবে। বামমোহন থেকে ববীজ্ঞনাথ পর্যন্ত বাংলাব এই মধ্যবিস্তের সংস্কৃতি দীপ্তিও ভাস্ববতায় যদিও বা স্বীণাভাসে যুবোপীয় বেনেসামকে মনে আনে, তবু নদীয়া পর্বের জাগবণেব স্মৃতিব কাছে এ সংস্কৃতিব সীমাবদ্ধতা শোচনীয় ভাবেই সংকীর্ণ। সেই সংকীর্ণতাব জহই প্রধানত এবং অর্থনৈতিক বনিয়াদেব দুচ্চতাব অভাবে অত্যন্ত দ্রুত সংকট দেখা দিল বাংলা সংস্কৃতিব ম্যানহাইম কথিত নিষন্ত্রিত ও অনিষন্ত্রিত দুই অংশেই।

এ-সংকটে পবিভ্রাণেব পথ সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তিব মধ্যে, মধ্যবিস্তের সংস্কৃতিব জনসংস্কৃতিতে কপান্তবে। সে কপান্তব লেখক জানেন বর্তমানের ক্ষয়িষ্ণু খনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নেই। সেজন্ত সামাজিক মুক্তিব প্রয়োজন। সে মুক্তিব আলোচনা লেখক করেন নি। যেখানে হাতেব কাছে উপকবণ সহজ এবং সংস্কাবেব প্রয়োজনও দ্রুত, তিনি সেই শিক্ষাক্ষেত্রেব পবিবর্তনেব নির্দেশ দিখেছেন। ‘সংস্কৃতিব রূপান্তর’ প্রবন্ধের উপসংহাবে তাই বলেছেন মাতৃভাষায় সর্বব্যাপক শিক্ষা প্রচলনেব মধ্যেই এই কপান্তবেব কাজ প্রত্যক্ষভাবে স্তর হতে পাবে।

সংস্কৃতিক সংকট বা শিক্ষাসংকটের বিচাবে যেমন লেখক বাস্তব সমাজপটের

‘অনুসন্ধান পৰিচ্যাগ কৰেননি, সাহিত্যই যেখানে বিশেষভাবে তার বিচার্য সে ক্ষেত্রেও সাহিত্যগত হাওয়া বদলেব অন্তৰালে সমাজ পৰিবৰ্তনেৰ সূত্র অবিচ্ছাদেই তিনি কোতুলী। এই কোতুলী মনোভাবৰ জগৎ বহু প্ৰবন্ধেই প্ৰায় একই জাতীয় সিদ্ধান্তেব একই বৰম পুনৰাবৃত্তি কোনো কোনো পাঠকেব কাছে বিবক্তিকব ঠেকেলেও লেখকেব নিষ্ঠাবান অনুসন্ধিৎসাব কথা কৃতজ্ঞতাৰ সন্দেই স্বীকাৰ কবতে হয়।

উল্লাসিকতা পৰিচ্যাগ কৰে যথেষ্ট উদাবতাৰ সন্দেই শ্ৰীযুক্ত সিংহ লক্ষ্য কৰেছেন যে যদিও কোনো সাহিত্যিক নিজেকে প্ৰকাশ কৰেন প্ৰবন্ধে, কেউ বা গল্পে, কেউ কবিতায় এবং ব্যক্তিগত প্ৰবণতাই হয়তো তাৰ মন্ত একটা কাবণ, তবু এওতো দেখা গেছে যুগ হিসেবে বিভিন্ন সাহিত্য ‘ফৰ্মে’ৰ প্ৰতি একটা প্ৰবণতা। সাহিত্যেব ইতিহাসে যে জগৎ নাটকেব যুগ, মহাকাব্যেব যুগ, বা প্ৰবন্ধেব যুগ ইত্যাদি শীৰ্ষক অধ্যায় বিবলদৃষ্ট নহ। একাৰণেই সে সব ক্ষেত্ৰে লেখকেব মতে ব্যক্তিগত প্ৰবণতাই যথেষ্ট সঙ্গত কাবণ নহ, সামাজিক অভিঘাতটোও লক্ষ্যণীয়।

এ জাতীয় সিদ্ধান্তেব উৎসাহেই বোধহয় ‘সাহিত্যেব মেজাজ’ ও ‘প্ৰবন্ধবিষয়ক প্ৰবন্ধে’ লেগুই ( Legouis ) সাহেবেব একই উদ্ধৃতি সহ একইভাবে আলোচিত হয়েছে প্ৰবন্ধকাৰ বেকনেব আৰ্থিভাবে মধ্যযুগীয় বন্ধন থেকে বেনেসান্সেব চিন্তমুক্তিৰ নানা প্ৰশ্নেব সমাধানে ব্যাগ্ৰ পটভূমি। আপাত অনুৰূপ পৰিবেশে, বাংলাদেশে উনিশ শতকে যখন জাতি ভবিষ্যৎ নিৰ্মাণে মগ্ন, অজস্ৰ প্ৰশ্ন আসছে ভীড় করে নবজাগ্ৰতেব সামনে, তখন প্ৰতিনিধি স্থানীয় পত্ৰিকা ‘বঙ্গদৰ্শনে’ৰ পঞ্চান্ন পৃষ্ঠাব মধ্যে বত্ৰিশ পৃষ্ঠাই নানা বিষয়েব প্ৰবন্ধ। প্ৰতিপাত্তেব বিভিন্নতা সত্ত্বেও, অবশ্য প্ৰাসংগিকভাবেই এ সংবাদও দেখা যাবে চুই প্ৰবন্ধেই, কোথাও সংক্ষিপ্ত, কোথাও বিস্তৃত। ‘সাহিত্যেব মেজাজ’ প্ৰবন্ধে প্ৰবন্ধ জন্মেব এই পটভূমিৰ কথা থেকে লেখকেব চোখ গেছে উনিশ শতক সম্পৰ্কে উপেক্ষিত না হলেও একট প্ৰায় হাবিয়ে যাওয়া দিকে—উনিশ শতকেব মজলিশি গল্পে। বুদ্ধিদীপ্ত তবু প্ৰীতিমিষ্ট সেই উদাব মানবিকতাৰ যুগেই ফুটেছিল এই পথচলতি ঘাসেব ফুলগুলো। সে যুগ অপগত। নেই সে মজলিশ, সে গল্পও নেই, যদিও লেখক কতক উদ্ধৃত সম্প্ৰতিকালেব গল্পটি থেকেই সে বেশ পাওয়া যাবে : ‘কলমহাতে ঘাড় গুঁজে ফাইল লিখছেন ৰাজপুৰুষটি, সহকাৰী এসে জিজ্ঞাসা কবলেন, সত্যজিৎ ৰায়কে টাকাটা দেওয়া হবে কোন বিভাগ থেকে ? ৰাজপুৰুষ চোখ না তুলেই জিজ্ঞাসা কবলেন, কি জগৎ টাকা ? পথেব পাঁচালীৰ জগৎ। ও, প-থে-ব পাঁ—ও, Road



Development fund থেকে দিয়ে দাওগে।’ এ জাতীয় গল্প সংকলনের য়ে প্রস্তাব লেখক কবেছেন তাতে সত্যিই উনিশ শতাব্দীর বাংলার একটা বিশেষ দিকের স্থিতি উজ্জল বাখবাব স্থিতি হবে।

হাবিয়ে গেছে মজলিশি যুগের হাওয়া, হাবিয়ে গেছে এ যুগে উনিশ শতকের নানা প্রবন্ধের সম্মুখীন হবার মত বৃকব জোব। আমাদেব এই বিশ শতকের মাঝামাঝি সেজ্জাই লেখক দেখেছেন প্রবন্ধের দিক ‘ক্ষীণভূমি ও স্নানায়মান।’ এ যুগে গল্প উপন্যাসেবই প্রাধান্য এবং এমন গল্প উপন্যাস যা লেখক ঠিকই বলেছেন আমাদেব মনে প্রশ্ন তুলবে না, সাহায্য কববে বোম্বাই মার্কা ছবিব মত দুঃসহ বর্তমানের ক্ষণিক বিশ্ববণে। শ্রেণীতে শ্রেণীতে ভেদেব প্রাচীর’ এ যুগে এমনই দুর্ভেদ্য ও দৃঢ়, চেতনাব খণ্ডীভবন যাব স্বাভাবিক ফল। ‘গোবা’ব মত উপন্যাস, যেখানে বিশেষ যুগের কয়েকটি নবনাবীর মিলন বিবহ আশা নিবাশাক কাহিনীর ভেতবই ববীন্দ্রনাথ বযন কবে দিয়েছিলেন ভাবতবর্বেব ইতিহাস, ও খণ্ড চেতনায় আজ আব আশা কবা যায় না। আজকের উপন্যাসে পরিবেশ, পাত্রপাত্রী সবই সীমিত, এবং তাংদেব মূল্যবিষয় প্রেম হলেও সে প্রেমে ‘মিইয়ে পড়া ভাব,’ কোথাও বা অঙ্গীলতা।

প্রবন্ধেব অভাব, গল্প উপন্যাসেব অগ্রগতিতেও উল্লিখিত বক্তহীনতা এবং কবিতায় অকাবণ দুকহতা, আঙ্গিক সর্বস্বতা, ক্যাশনের দৌবাঅ্য লেখককে পৌছিয়েছে এই সিদ্ধান্তে যে এ সব লক্ষণে লেখকের ব্যক্তিগত ক্ষমতা, অক্ষমতা ছাড়াও এ যুগের হাওয়া বদলটাও অগ্রতম বড কাবণ। উনিশ শতকও ক্রান্তিকাল, কিন্তু সেদিন একটা উজ্জীবনের ভবিষ্যৎ ছিল। আজ আব কোথাও আশা নেই, সমাজদেহে দেখা দিযাছে বড বড ফাটল। ক্রান্তি, এখন হলো যুগাবসান। ‘ক্রান্তি’ প্রবন্ধেব উপসংহাবে লেখক অবশ্য বলেছেন যে ‘বাংলা সাহিত্যেব শেষ সাফল্য উপস্থিত’ এমন কথা প্রমাণ কবতে তিনি বসেননি। ‘আজ যে নতুন এবং অভিনব সাহিত্য সৃষ্টিব নিদর্শন পাওয়া যায় তা সত্যি সানন্দ স্বীকৃতিব দাবী বাখে। কিন্তু আমাব কথা তা’ নিষে নয়। আমাব প্রশ্নটা হলো সামগ্রিকভাবে যুগটা নিয়ে।’

সামগ্রিকভাবে এই যুগ পরিবেশেই লেখকের মতে এ্যাবিস্টটলে কবিকৃতি সম্পর্কে ধাবণায় প্রাথমিকতাব ভাব পবিস্ফুট। ওয়ার্ডস-ওয়ার্ডেব যুগে কবিতা সমাজ থেকে দূবে সবে আসছেন। ফলে কাব্যেব সংজ্ঞা তখন ‘নিস্তাপ স্থিতির মতব বোম্বন’ আব সে যুগে ‘মানুষেব কবিকৃতি সম্পর্কে ধাবণা তখন continual

self sacrifice-এ এবং যাব চৰম পৰিণতি 'Art is a class weapon' জাতীয় সিদ্ধান্তে, যেখানে অগ্নাগ্ন সকলের মত কবিও একজন মৈনিকমাত্র। এই সামাজিক হাওয়া বদলেই সংস্কৃত অলংকাৰ শাস্ত্ৰেব দণ্ডীৰ 'বস্তুগ্ৰপি বসস্থিতিঃ' জাতীয় প্রাথমিক ধাৰণা আবেক যুগে এসে বসবাদের মধ্যে কবির স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠাৰ দাবী জানায়। যুগ পৰিবেশেৰ পৰিবৰ্তনে কবিকৃতিৰ ধাৰণা ও সমালোচকেৰ দাবীৰ জাতবদলেৰ দীৰ্ঘ বিবৰণে ভবা 'কবিকৃতি ও সমালোচনা' শীৰ্ষক প্ৰবন্ধটি পডবাব পৰ যে প্ৰশ্ন জাগে যে তাহলে কি কবিকৃতিও সমালোচনাৰ কোনো স্থিৰ মানদণ্ড নেই, তাৰ জবাবে লেখক এই বায়ই দিয়েছেন যে এই সব নানা মতেৰ মূল সমস্যা আসলে ব্যাষ্টি ও সমষ্টিৰ সংযোগ সংজ্ঞাস্ত। তবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে মহৎ আৰ্ট মাত্ৰেই সামাজিক এবং সমাজ থেকে উপকৰণ সংগ্ৰহ কবলেও শিল্পী তাৰ সৃষ্টিক্ষেত্ৰে এক। কাব্যেৰ আসল পৰীক্ষা অভিজ্ঞতা কাব্যে রূপান্তৰিত হওয়াৰ আৰ কবির মন যে কমলহীৰাব সঙ্গে তুলনীয় সেই কমলহীৰাব দ্ব্যতি বচনায় আছে কিনা সেটা বুঝতে পাবাই পাকা সমালোচকেৰ কাজ।

এই জাতীয় পাকা জহবীৰ দায়িত্ব ত্ৰীসিংহ নিজেই গ্ৰহণ কৰেছেন একেবাবে হাল আমলেৰ লেখা বাংলা কবিতাৰ বিশেষ একটা দিকেৰ আলোচনায়, তাঁৰ 'কাব্যেৰ ব্যাকৰণ' প্ৰবন্ধে। এক্ষেত্ৰে তাঁৰ আলোচনা কবিতায় আঙ্গিকেৰ দায়িত্ব। সংস্কৃত ও ইংবাজী সমালোচনা শাস্ত্ৰেৰ নজিবে এই সিদ্ধান্তেই পৌছতে হয় যে শ্ৰেষ্ঠ কবির রচনায় তাৰ আঙ্গিকেৰ অবস্থান organic whole এৰ। ফলেই, আঙ্গিক শুধু আধাৰ নয় ভাবেব, ভাবেকে সে. গড়েও এবং তাৰ চেয়েও বড় কথা আঙ্গিক ব্যক্তিগত অন্তৰ্ভূতিকে সাধাবণেৰ অন্তৰ্ভূতি কৰে তোলে। এই শেষোক্ত ক্ষমতাৰ জন্তে সংস্কৃত আলংকাৰিক 'সাধাবণীকৃতি'ৰ প্ৰসঙ্গ তুলেছেন, কড্‌ওয়েল বলেছেন শিল্পীৰ self expression আসলে self-socialisation. এলিআৰ্ট যখন লেখেন যে "The progress of an artist is a continual self-sacrifice, a continual extinction of personality" বা স্বধীক্ষিনাথ দত্ত লেখেন, 'কবি ঘটকেব মতো, পাত্ৰপাত্ৰীৰ মিলনেই তাৰ উপকাৰিতাৰ শেষ তখন তাঁরা সেই 'সাধাবণীকৃতি'ৰ দাবীকে হয়তো অনেক দূৰ ঠেলেছেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও শিল্পেৰ সামাজিক সভাকে, শিল্পেৰ দীৰ্ঘ ঐতিহ্যে আজ আৰ অস্বীকাৰ কবা যায় না এবং সে দাবীপূৰণে আঙ্গিকেৰ দায়িত্ব গুরুতাব।

অভীপ্সিত বসপ্ৰকাশেৰ দিকে লক্ষ্য বেখে বাক্য, অৰ্থ, পদ, পদাংশ ও বসেৰ সাহিত্যপত্ৰ : গ্ৰীষ্মসংখ্যা : ১৩৬৫

অস্থলিত ব্যবহাবেই আঙ্গিকের এই সামাজিকীকরণ ক্ষমতার স্তূপ প্রয়োগ সম্ভব ।  
সেই ব্যবহাবেই কাব্যের ব্যাকরণবোধ । কাব্যের ব্যাকরণ দৃষ্ট প্রয়োগের  
সংস্কৃত উদাহরণের পৰ, লেখক আধুনিক বাংলা কবিতা থেকেও কিছু সে জাতীয়  
দৃষ্টান্ত দিয়েছেন ; যেমন কোনো কবি লিখছেন

তোমার বক্ষ উখিত হবে আমার দিকে

সময় সমুদ্রের প্রবল তবঙ্গের মত ।

এখানে শ্রীসিংহের মত দ্বিতীয় পংক্তির উপমাটিতে কবিতাটি উদ্ভট হয়ে  
গড়েছে । আমার কাছে উখিত শব্দটির প্রয়োগও কাব্যসম্মত মনে হয়নি ।  
অত্যাগত উদাহরণগুলির ক্রটিও বোঝা যায় । তবে এ প্রসঙ্গে বিমলবাবু যখন  
শ্রীবিষ্ণু দেকে কৃতি কবি জেনেও নিম্নোক্ত চাব লাইনে—

তুমি ছাড়া আমি অগোচর

তুমি কর্মের কার্বন

তুমি ছাড়া আমি ফাঁকা ঘর

আকালের গ্রামে পার্বণ

দেখেছেন ‘...বিদ্যাব চাপে তাঁর মন এতই ভাবাক্রান্ত যে মানুষের হৃদয়ের  
যে প্রশস্ত বাজপথে শ্রেষ্ঠ কবিরা বিচরণ করে এসেছেন সে পথ তিনি পবিত্যাগ  
করে এসে ঢুকেছেন অন্ধ কয়েকটি লোকেব. কানা-গলিতে যাবা শোক করে  
কেবল মালার্মে বা আবর্গের জন্ত .....এ’র স্নেহতা নেই, কিন্তু আছে সমস্ত  
পাঠকসমাজকে অস্বীকার । কবি তার বন্ধুমহলের জন্ত লিখছেন, অপরে বুঝলো  
কি না বুঝলো তাতে তাঁর কিছু যায় আসে না । সাহিত্যের বিকাশের পথে  
এর চেয়ে বাধা আর কিছুই হতে পারে না’, তখন সে অভিযোগের তাৎপর্য  
হয়তো অনেকের কাছেই অস্পষ্ট হবে । এ মতভেদে অবশ্য সম্ভবত অবশ্যস্তাবী  
বিদ্যাব অধিকারী যে দেশজোড়া অধিকার দিলেও অনেকেই হয় না একথা  
আমরা জানি এবং সব হৃদয়ে যে কাব্যের আসন পাতা যায় না সে কথা  
ভবভূতির মত পুর্বোনো কালের কাব্যবসিকও জানতেন । তাই দু-একটি ভালো  
কবিতার উদাহরণ যদিও বিমলবাবু দিয়েছেন, কিন্তু তা’ দিয়ে দেশে বিদেশের  
কাব্যের দীর্ঘ ঐতিহ্য ও বিচিত্র স্বাদ-সমন্বয় সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণা সঞ্চারিত  
করতে না পাবার, বিদ্যাব ভাব ও হৃদয়ের প্রশস্ত পথ পবিত্যাগ কবায়, বিশ  
শতকে কাব্যের সর্বনাশ আসন্ন কিনা এ সম্পর্কে সন্দেহ কিছুতেই ঘুচতে চায় না ।

মলিল গঙ্গোপাধ্যায়



॥ সাহিত্য পত্ৰ ॥

নবম বৰ্ষ : চতুৰ্থ সংখ্যা

শাব্দীয় : ১৩৬৫

## জন্মদিন

বিস্ময় দে

আজকে তাৰ প্ৰদীপ জ্বালা, কপালে মাৰ হাতেৰ ফোঁটা,  
গলায় বেলফুলেৰ মালা, নতুন আৰু কোঁচানো ধূতি পৰণে;  
দিদিবা 'দৈয়' বই খেলনা চুমাও গোটা গোটা,  
মাছেৰ মুণ্ডো, পায়স খেয়ে জন্মদিনে জয় কৰে সে জীবন,  
আজকে আৰু এই অভাগ্য বৰ্তমান থাকবে কাৰ স্বৰ্গণে ?  
মনে হয় সে দেশেৰ বীৰ, কালেৰ বীৰ-পুৰুষ ছোট জীবনে।  
তাৰ হাসিতে বৃদ্ধ মুখে নিছক স্বখে হাসি,  
শৈশবেৰ জন্মদিনে নিছনি গুচি স্বপ্নে ফিৰে আসি।

জানি চাল্শে জন্মদিনে শোকসভাৰ হাওগাৰ হিম বয়,  
এমনই দিন এমনই দেশ দুনিয়া ব্যেপে এমনই হাল চাল,  
চল্লিশেৰ পঞ্চাশেৰ জন্মদিনে নানা অভাব নানাবকম ভয়  
সমাজ বেয়ে সংসাবেৰ গলিৰ পাশে দাঁডায় আজকাল !  
তাই তো চাই বুড়োৰ বহু-জমানো খুশি হাব-না-মানা হাসি,  
তাই মেলাই সেইদিনটি শৈশবেৰ আশায় বাকুমকে,  
চাই যে নিজ বাসভূমিতে প্ৰবীণ পৰবাসী  
দেখব লাখে শিশুৰ হাসি, আপনমনে ব'কে  
খেলবে তাৰা পড়বে তাৰা, কাৰণ আজ জীবনে আৰু মৰণে  
লডাই নেই, প্ৰেমেৰ মতো, প্ৰাকৃত গুৰু প্ৰেমেৰ মতো  
তোমাৰ মতো, আমাৰ-ও মতো গুৰুবেশ পৰণে,  
একাল আৰু সেকাল মেলে কালেৰ বিষ হৰণে,  
স্বপ্ন যবে জন্ম আৰু মৰণে এক দ্বন্দ্বাতীত হাসি ॥

## মুখ তো দেখিনি

বিষ্ণু দে

মুখ তো দেখিনি, দেখেছি কেবল চলা,  
দেখেছি পৃথিবী মমতায় স্নিত আদবে উন্মুখব,  
শুনেছি কেবল পায়ের দশটি পাপ্‌ডিব মূহুভাষা ।

মুখ তো দেখি নি, দেখেছি মালতী লতা,  
দোলে শবীবের আপন আবেগে, সে যে প্রাণ উচ্ছলা ।  
আমাব প্রাজ্ঞ পিয়াল তরুতে থবোথবো সে কি আশা !

প্রথম যখন মুখে তাকালুম,—সে দিন জাতিস্বব,  
মুখ তো দেখি নি, দেখেছি আয়ত দৃষ্টি,  
মহা অশ্বরে তারাব মতন, না সে আমাদের সূর্যই ।

শুনেছি সৌবজ্জগতের গান মর্ত্য আমাব স্বপ্নে,  
ছকান বেখেছি আপন হৃদয়ে, বেনেডিষ্টুস তুর্ষ  
ভবেছে আমাব জীবনে আকাশ, প্রতিটি দিনেব সৃষ্টি ।  
দেখেছি সে মুখ, তাইতো আজকে সত্য আমাব স্বপ্নে ॥

## মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

### ও উপন্যাসের প্রসংগ

শান্তি বসু

শ্রদ্ধেয় হীবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে লিখেছেন,

“সম্ভবত মানিকই প্রথম ভালো কবে ভাবতে বসেছিলেন  
‘মালুশেব নিজের সঙ্গে আব সামাজিক পৰিবেশেব সঙ্গে  
সম্পর্ক আব সংঘাতের কথা। কাবও কাবও কাছে মনে  
হয়েছে যে যৌনপ্রবৃত্তি আব চিত্তবিকারের প্রকাবভেদ  
নিয়ে তিনি মাথা ঘামিয়েছেন বেশী। কিন্তু কখনও তিনি  
ঐ ধবণেব ব্যাপাবকে সামাজিক পৰিবেশ থেকে আলাদা  
কবে দেখেন নি। সঙ্কানীব আগ্রহ নিয়ে তাই তিনি  
অগ্রসব হয়েছিলেন, কিন্তু দুঃখেব বিষয় সে আগ্রহ যথেষ্ট  
ছিলনা। শিল্পী হিসেবেই তিনি মার্কসবাদেব দিকে ঝুঁকে  
ছিলেন, কাবণ তিনি সবচেয়ে বেশী চেয়েছিলেন যাতে  
অখণ্ড জীবন-বোধ তাঁব আয়ত্ত হয়, আব তা আয়ত্ত  
হলে প্রতিফলনে তাঁব বচনা সমুজ্জল হয়ে ওঠে। তাঁব  
ইন্দ্রিয় ছিল জাগ্রত,কিন্তু চিত্তবৃত্তিতে নির্ভা ও একাগ্রতা  
অভাব ছিল। আর তা ছাড়া লেখাই ঘাব জীবিকা,  
তাঁকে যে হাজার যন্ত্রণাব শব প্রতিদিন সহিতে হয়, তা  
তাঁব দেহ মনকে পিষে ফেল্ল। বাঙালীৰ লজ্জাব কথা,  
যখন আমবা এ-পৰিস্থিতি সম্বন্ধে সজাগ হলাম তখন  
অতিবিক্ত বিলম্ব ঘটে গেছে। তাই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েব  
দেহাবসান হল, জীবিকাযাপনেব যে-যন্ত্রণা আমাদেব  
দেশেব শিল্পীৰ সৃষ্টিশক্তিকেও বিকৃত ও শীর্ণ কবে ফেলে  
তাবই যুগকাষ্ঠে তিনি হলেন বলি।” (সাহিত্যপত্র)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে বামপন্থীদের মমতা, মার্কসবাদ গ্রহণ বা  
তাঁব অখণ্ড জীবনবোধলাভেব প্রয়াসেব কাবণে স্বতই উচ্ছসিত হয় এবং  
আবো নানাবিধ কার্যকাবণেব টানে প্রতিভা ইত্যাদিৰ আলোচনায় তাঁব  
মৃত্যু প্রায় প্রতীকেব মর্যাদা পাবাব ঘটনায় দাঁডায়, যেমন আছে হীবেনবাবুব  
উক্তি। এমন হতেই পাবে যে ব্যক্তিগতভাবে আমাদেব অনেকেই

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে যথেষ্ট আশা কবেছিলেন এবং হয়তো বাঙলা সাহিত্যের সীমানায় পেয়েছিলেন কিন্তু জীবিকা যাপনের যন্ত্রণাব ক্ষোভ-অন্তত মানিকবাবুর সাহিত্যিক মৃত্যুব সম্পূর্ণ কাবণ যে নয় এমন একটা সন্দেহ সহজে ঘোচেনা। কাবণ বাঙলা সাহিত্যে মানিকবাবুর প্রতিষ্ঠা তাবশঙ্কব বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতোই স্বদৃঢ় ছিল এবং এমনকি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁব স্বীকৃতি, অনেকটা প্রায় শবৎচন্দ্রের মতোই। তাছাড়া শিল্পী হিসাবে ববং তাঁব আত্মজীবনীব আকর্ষণ শক্তি ছিলো অনেক বেশি, প্রায় কল্লোল গোষ্টিরই মতো বোমাঞ্চকব ও যাতুকবী। জীবনযাত্রাব উদ্দামভাব, লেখাব এলোমেলো ছন্নছাড়া চবিত্র, মৌনতার ব্যাখ্যায়: মনস্তাত্ত্বিক খ্যাতি—সবকিছু মিলিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন কল্লোল গোষ্টির সেবা প্রতিভূ। কাবণ ওঁব ক্ষেত্রেই যেনো, বলতে পাবা যেতো, বক্তব্য ও জীবন মিলেমিশে একাকাব হয়ে গেছে। বস্তুত তাই মানিকবাবুই একমাত্র লেখক যিনি বর্তমান বাঙলা সাহিত্যে শ্রেণীবিভেদেব প্রাচীর ভেঙে দিয়েছেন, প্রশংসা পেয়েছেন দক্ষিণ বাম সর্বত্র। তাই যদিও হীবেনবাবু কবিত লজ্জাব অংশ আমবা সবাই গ্রহণ কবেছি যেহেতু জীবিকাব সংগ্রাম প্রতিনিয়তই সাহিত্যিকদেব নানা যন্ত্রনা ও প্রলোভনে ভ্রষ্ট কবতে চাচ্ছে, মানিকবাবুব প্রায় কোনো বচনাতেই যে তাব পবিচয় নেই বা জীবিকাব যন্ত্রণা জীবনকে পাকে পাকে বিবিয়ে তোলেনা এ-দুঃখও ভোলবাব নয়। তাঁকে অস্তিত্বের হাজাব যন্ত্রণাব শব নিশ্চয়ই বিদ্ধ কবতো, নিশ্চয়ই তিনি জীবনেব মন্বনে গবলের অংশটুকুই টেনে নিয়েছিলেন কিন্তু নীলকণ্ঠ হয়ে। তাঁবই চৈতন্ত্যেব উদ্ভাসে আমাদেব জীবন ও জীবনযাত্রাকে প্থ নির্দেশ দিতে পাবলেন না। ববং জীবিকাব যন্ত্রণা মর্মান্তিক হবাব আগেই অখণ্ড জীবন-বোধেব সন্ধানী আগ্রহ জলে উঠবাব আগেই তিনি তাঁব শ্রেষ্ঠ বচনা ‘পুতুল নাচেব ইতিকথা’ সমাপ্ত কবেছিলেন। অখণ্ড জীবনবোধ সাহিত্যিকেব জীবনে শিল্পেব মাধ্যমেই আসে বা সত্য হয়ে ওঠে, শিল্পীব নিজস্ব বক্তব্য বা মতবাদ ছাড়াই। মানিকবাবু মার্কসবাদ গ্রহণ কবেছিলেন এ-কথাব তাৎপর্য পাঠকদেব কাছে ততোটা নেই যতোটা আছে সাহিত্যেব ঐতিহাসিক বা জীবনীকাবদেব কাছে। এমনও হতে পাবে যে পাঠক হিসেবে অখণ্ড জীবনবোধই যে মার্কসবাদ কেউ কেউ মানলেন না তাতেও সাহিত্যেব কিছু এসে যায় না যতোক্ষণ না প্রত্যক্ষ বচনাব মূল্য সেই বোধে নির্ভব কবছে।

শিল্পী তাঁব লক্ষ্যে পৌছোন মানব চৰিত্ৰেৰ গভীৰে নেমে, জীবনেৰ কাৰ্য-কাৰণেৰ বহু আবিষ্কাৰ কৰে নিৰ্দিষ্ট কোনো মতবাদ বা অখণ্ড জীবনবোধেৰ তাত্ত্বিকবিচাৰেৰ সূত্ৰে নয়। এ-কথা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁব অল্পভবে কোনোদিনই ধবতে পাবেননি তাই আজকে, তাঁব মৃত্যুৰ অব্যবহিত পৰেই, বলতে দিখা নেই যে তিনি আমাদেৰ লজ্জাৰ বহু পূৰ্বেই সাহিত্যিক হিসেবে পিছু হঠছিলে, পবাজয় মেনে নিয়েছিলে।

হীৰেনবাবু 'ওঁৰ দুটি ক্ৰটিৰ কথা' বলেছে, 'চিন্তাবৃত্তিতে নিষ্ঠা' ও 'একাগ্রতার অভাব' এবং মেনেছেন যে তিনি ছাড়া অন্যান্য পাঠকদেৰ অনেকেই অভিযোগ 'যৌনপ্রবৃত্তি' ও 'চিন্তাবিকাৰ' বিষয়ে যদিও এইসব অভিযোগ প্ৰসঙ্গে হীৰেনবাবুৰ বক্তব্য, 'তিনি ঐ-ধৰণেৰ ব্যাপাবে সামাজিক পৰিবেশ থেকে আলাদা কৰে দেখেননি।' তাছাড়া তিনি তো সন্ধানীৰ আগ্ৰহ নিয়ে অগ্ৰসৰ হতে চেয়েছিলে শুধু প্ৰতিদিনকাৰ হাজাৰ যত্নাৰ শব সহিতে হওয়ায় নিষ্ঠা ইত্যাদিৰ সমস্তা থাকে না। অৰ্থাৎ অভিযোগগুলো আৰ অভিযোগ নয়, সাহিত্যিকক্ৰটি জীবনযাত্ৰাৰ নজীবে বাদ পড়লো মূল্যবিচাৰেৰ ক্ষেত্ৰে। হীৰেনবাবু ভুলেগেলেন যে চিন্তাবৃত্তিতে নিষ্ঠা ও একাগ্ৰতাৰ অভাবে সাহিত্য সাধনাই বুধা বেহেতু সাহিত্যেৰ সামাজিক পৰিবেশ-অৱস্থা তাৎপৰ্য পায় লেখকেৰ সদাজাগ্ৰত চেতনায়, নিষ্ঠা ও আগ্ৰহে যা সৰ্বদাই শানিত কৰে বাখতে হয়। অথচ তাবাশঙ্কৰ সমাজেৰ অন্ত্যোবাসীদেৰ নিয়ে মেতে আছেন এই তিৰ্থক উক্তিৰে তিনি তাবাশঙ্কৰেৰ সীমাবদ্ধতাৰ প্ৰতি কটাক্ষ কৰতে ভোলেন না।

হীৰেনবাবু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েৰ স্বপক্ষে দুটি প্ৰধান গুণেৰ উল্লেখ কৰেছে যে তিনিই সৰ্বপ্ৰথম 'মানুষেৰ নিজেৰ সঙ্গে' আৰ 'সামাজিক পৰিবেশেৰ সঙ্গে' 'সম্পৰ্ক আৰ সংঘাতেৰ' প্ৰসঙ্গ বাংলা উপন্যাসে এনেছে! মানিকবাবুৰ এই দুটি বৈশিষ্ট্যেৰ আত্যন্তিক মূল্যনিধাৰণেৰ আগে 'কাৰও কাৰও' 'যৌনপ্রবৃত্তি' ইত্যাদিৰ অভিযোগটা মেটানো ভালো কাৰণ যেহেতু সেক্ষেত্ৰেও মানিকবাবু, হীৰেনবাবুৰ মতে, সমাজ পৰিবেশেৰ সঙ্গে মিলিয়েই যৌনবিকৃতিকে প্ৰশ্ন দি়েছিলে। এই যে হীৰেনবাবু কথিত 'ব্যাপাৰটা' যা অতি সহজেই সামাজিক পৰিবেশেৰ দোহাই পেয়ে অতি সাধাৰণ চেহাৰা পেয়ে গেলো, এতো সহজে হালকাভাবে যে মেটেতা তাৰ প্ৰমাণ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েৰ পূৰ্বাপৰ প্ৰায় সব লেখাই। নবনাবীৰ মৌল সম্পৰ্ক



বিষয়ে সর্মস্তায় তিনি কখনোই গভীরভাবে চিন্তিত হননি বা এমন কি বিব্রতও বোধ করেননি তাব প্রমাণ যৌনতা বিষয়ক ঔব যে-কোনো সহজ ছকে-ফেলা গল্পগুলো, 'প্রাগৈতিহাসিক' থেকে 'ভেজাল' পর্যন্ত বা তাবও পবে অত্যাধুনিক সাম্যবাদী গল্পপ্রবাহ। যৌনতা অর্থাৎ অকাবণ' প্রসঙ্গহীন নাবীদেহ লোলুপতা, বিবংসাজাত উপমা-উৎপ্রেক্ষা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ে এত সহজে আসে যে অনেক সময়েই হীবেনবাবুব মতো, পাঠকবা পবিবেশেব দোহাইয়ে ঘটনাগুলো মেনে নেন, পবিবেশ বা ঘটনা বিচাবেব মানদণ্ড খোঁজ করেন না। যৌনতা অর্থাৎ নবনাবীব মৌল সম্পর্কেব সূত্রহীন দৈহিকতা মানিক বাবুব মেজাজে এমনই গেঁথে যে তিনি বুঝতে চাননা নবনাবীব সম্পর্কেব সমস্তা তাংবেব বিনিষ্ট চবিত্র ও সভ্যতাংব নিজস্ব দ্বন্দে এবং তাংবিচাংব লেখকেংব ঐতিহ্যগত নৈতিক বোধেংব, মানংবজীবনাংবৃত্ত শ্রেয়বোধেংব মানদণ্ডেই। অকাবণ নাবীদেহ ও দেহজাত মনোবিকাংবেংব খামখেয়ালিগণা বা উচ্ছৃঙ্খল মনোদর্শে নয়। দেশ, সংস্কৃতি ও সভ্যতাংব সঙ্কে নিজেংব সম্পর্ক নির্ধাংবণ কবে নেবাংব প্রসঙ্গে ঐতিহ্যেংব ধাবায় জীবনযাত্রাংব প্রশ্ন তুলতে হয়, জানতে হয় সভ্যতাংব কোন সঙ্কে তদানীন্তন সমস্তাংব উদ্ভংব, সমাজ শবীবেংব কতো গভীরে তাংব শিকড় ও সমস্তা সমাধানে ব্যংবহৃত মানদণ্ডেংব বৈশিষ্ট্য। দেশেংব জীবনধাবায় কথা ওঠে মানদণ্ডেংব, লেখকেংব বক্তব্য তৈরি হয় জীবনেংব সূত্রে, পেশীবহুল সৎবল অস্তিত্বেংব লক্ষ্যে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েংব গল্প উপস্তাসে যৌনতা আছে প্রচুর, জীবন আছে কংম। কখনোই তাংব লেখায় জীবনেংব তাংপর্যেংব কথা ওঠেনি, কখনোই তাংব প্রশ্ন ছিল না সভ্যতাংব কী সেই সঙ্কে যাব অনিবার্য পবিগতি জীবনেংব এই বিকৃতি? বা জীবনেংব কোন পর্বে, কোথায় খুঁজবেংব তাংব প্রভাব, প্রভাবেংব কাংর্যকাংবণ। 'না কি ধংবতাই বুলি হিসেবে জেনে নিলেই হলো, ক্রয়েড কি মার্কেসেংব সিদ্ধান্তেংব অপপ্রচাংব, যে বুর্জোয়া সমাজ যৌনবিকৃতিতে মাতে অবক্ষয়েংব যুগে? মানিকবাবু এই ধংবতাই বুলিটিই মেনে নিয়েছিলেংব সামাজিক সত্যেংব প্রাথমিক সূত্র হিসাবে, ভাবেংবনি যে আমাদেংব এতো-দিনকাংব ঐতিহ্যগত সমাজ ব্যংবস্থায় এই বক্তব্য কতোটুকু খাটবে, কতটুকু সত্য। কী সেই পবিবেশ যা তাংব নিজেংবই কাংবণে এমন অবক্ষয়েংব মুখে যে যৌনতাই তাংব প্রকাশ, বিকৃতিই তাংব লক্ষ্য, জীবন নয়? প্রশ্ন কবেংবনি মানিকবাবু কখনো জীবনেংব তাংপর্য বিকৃতিতে না বিকৃতিংব পংবপাবে

নবজীবনের উদ্ভবতনে ? হীবেনবাবু লিখেছেন পবিত্বেশের সঙ্গে মিলিয়ে বিকৃতি এসেছে মানিকবাবু লেখায়। কিন্তু কী সেই পবিত্বেশ ? এমন একটা আৰ্থিক অবস্থা যে তাতে যৌনবিকৃতি সহজেই আসছে বা সেই স্বাভাবিকতায় দ্বিতীয় কোনো প্ৰশ্ন বা বাধা আসে না ? তাছাড়া, পবিত্বেশ কাকে বলে ? যা আছে তাই ? লেখক যেমন খুশি ছকে দিলেন, তাকেই পবিত্বেশ আখ্যা দিয়ে মেনে নেবো ? দেশের সভ্যতাব টানাপোড়েন ছাড়াই পবিত্বেশে পবিমাপ সম্ভব ? তাছাড়া যেহেতু পবিত্বেশ সেইহেতু বিকৃতিৰ সমৰ্থন ? অৰ্থাৎ তত্ত্ব মেনে নিয়ে চাবপাশেব অবস্থা ছকলেই সাহিত্যেব পূৰ্ণতা ? পবিত্বেশ ও জীবনেব এই 'যেহেতু-সেহেতু' যুক্তিতে হীবেনবাবু যদি মানিক বাবুৰ শ্ৰেষ্ঠতা প্ৰতিপাদন কবতে চান তবে জীবনেব ব্যাখ্যা যাদেব লক্ষ্য তাদেব কাছে এই নিষ্ক্ৰিয় মনোবৃত্তি ও প্ৰাণহীন পবিত্বেশে যাত্ৰিক নিৰ্ভবতা সাহিত্যিক কচিকাবেব পবিচয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েব জীবনবোধ অসম্পূৰ্ণ ও অবাজক থাকায় তিনি সৰ্বত্ৰই যৌনতা দেখেছেন, নবনাবীৰ চলিষ্ণু সম্পৰ্কেব টান দেখেননি, জীবনেব লক্ষ্যেব খোঁজ কবেননি। এবং যদিবা বিকৃতি ঘটেছে আমাদেব চাবপাশেব জীবনে এ-প্ৰস্তাবনা মেনে নিই তবু জিজ্ঞাসাব সমাপ্তি ঘটে না যে বিকৃতিৰ তাৎপৰ্য বিচাব কববো কি ভাবে, বিকৃতিকে যাচাই কববো জীবনেব কোন কষ্টপাথেব ? অৰ্থাৎ পবিত্বেশ বা বিকৃতি, চবিত্ৰ বা কাহিনীৰ আসল বহুস্ত উদ্ঘাটিত হয় পবিপূৰ্ণ জীবনবোধেব পটে এবং সেই জীবনবোধেব আভাস থাকে কাহিনীৰ ক্ৰেম হিসেবে যেনো জীবনেব উজ্জীবিত কল্পনা, সবল পেশীবহুল অস্তিত্ব পাড বুনে দেখে সমস্ত চঞ্চলতা, পদস্থলন ও বিকৃতিব। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েব কাহিনীতে যৌনতাৰ কাৰ্যকাৰণ উদ্ঘাটন হলে, সমস্ত বিকৃতিৰ পবিমাপ ঘটলে অথও জীবনবোধেব আলোষ মানতে দ্বিধা হতোনা যে কাহিনীৰ তাগিদেই, উপন্যাসেব নিজস্ব যুক্তিবটানে সমাজ প্ৰগতিৰ বক্তব্য চেহাবা পেয়েছে, জীবন সম্পৰ্কে মানিকবাবুৰ মমতা সত্যেব মৰ্যাদা পেয়েছে চবিত্ৰেব ভাস্বৰ দীপ্তিতে। তা যে সম্ভব হয়নি তাব প্ৰমাণ মিলবে 'চতুষ্কোণ' উপন্যাসটিতে।

'চতুষ্কোণ' উপন্যাসটি এককালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েব মনস্তাত্ত্বিক গভীৰতাৰ প্ৰমাণ স্বৰূপ ছিলো পণ্ডিত সাহিত্য সমালোচকদেব কাছে। বৰ্তমানেব মানসিকতাৰ তাব পতন ঘটেছে কিনা না-জেনেও আমবা ধবে নিতে পাৰি যে 'চতুষ্কোণ' মানিকবাবুৰ অন্ততম শ্ৰেষ্ঠ সৃষ্টি হয়তো নহু তবু সাহিত্যপত্ৰ : শাবদীয় সংখ্যা : ১৩৬৫

নবনাবীৰ জটিল সম্পৰ্কেব ততোধিক জটিল বহুস্ত এবং তার গ্রহিচ্ছেদ এই উপন্যাসটিতে সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া আমাদের আলোচনাব প্রয়োজনেও জানি, ‘চতুষ্কোণ’ মানিকবাবু যৌনবিকৃতি বিষয়ক কাহিনীৰ প্ৰতিভা। ঊৰ্ব সমগ্র বচনায় যৌনবিকৃতিৰ যতো গল্প এবং উপন্যাস আছে তাদেব নির্বাস বা আবস্ত ও পৰিণতি সবই এই উপন্যাসটিব কাঠামোতে মিলবে। স্তববাং ক্ৰটি বিশ্লেষণ কবলে জানতে পাববো হীবেনবাবু পৰিবেশধৃত বিকৃতিৰ প্ৰত্যয়টি যথার্থ কিনা।

ৰাজকুমাৰ, যাব মাৰে মাৰে মাথা ধৰে, ‘চতুষ্কোণে’ব নাযক তিনি। এই জমকালো নামেব যুবকটিব মনেব চাবটি কোণেব প্ৰতীক, প্ৰায় যেনো চাবটি চলচ্চিত্ৰ, গিৰি, মালতী, বিগি আৰ সবসী, এই উপন্যাসেৰ চাবটি প্ৰধান নাবী চৰিত্ৰ, নাযিকা-চতুষ্টয়। এঁদেৰ মুকুবে নাযক ৰাজকুমাৰ নিজেব মুখ দেখেন, মানিকবাবু, গুৰুতে মনে হবে, যেনো নাবীচৰিত্ৰেব মধ্যে পুৰুষেব ৰূপ এবং তাব মূল্য ফোটাতে চাচ্ছেন। যেনো সত্যিসত্যিই তিনি নবনাবীৰ মৌল সম্পৰ্কেব অদৃশ্য গ্ৰহিণ্ডলো খুঁজবেন, বৰ্তমান সভ্যতাব আলোয় পডবেন তােদেৰ সমস্তাৰ ৰূপ; তােদেব সংযোগ-বিচ্ছেদেব যন্ত্ৰণা এবং নতুন উজ্জীবনে প্ৰতিষ্ঠাব কথা। অস্তিত্বেব যন্ত্ৰণায় মথিত সম্ভাব মূল্যবোধেব সমস্তা, পৰিবৰ্জনে ও সমর্থনেব কাহিনী। চৰিত্ৰে চৰিত্ৰে ঝলসাবে নতুন সম্ভাবনাব আলো, প্ৰতিস্মিকতায় ভাস্বব হৰে উঠবে পৰস্পৰেব অন্তগূঢ় সত্তা, নতুন চেনাব আনন্দে, স্বীকৃতিব নবপৰিণয়ে। তাই ৰাজকুমাৰকে ঘিবে তােদেব বাসস্থানেব নিৰ্দেশ খুব সহজেই মেনে নেওয়া যায়।

“পশ্চিমে বডো বাস্তাব ধাবে শ্ৰব কে, এল-এব প্ৰকাণ্ড বাডীব পিছনে তাব বাডীটা আড়াল পডিয়া গিয়াছে, শ্ৰব কে, এল-এব বাডীব পাশেব গলি দিয়া চুকিয়া তাব বাডীব সদব দবজায় পৌছিতে হয়। উত্তবে গলিব মধ্যে তাব বাডীব অপব দিকে কেদাববাবু বাডী। পূবে গলিব মধ্যে আব একটু আগাইয়া গেলে ডান দিকে যে আবও ছোট গলিটি আছে তাব মধ্যে চুকলেই বা দিকে অবনীবাবু বাডী। দক্ষিণে ছোট গলিটি ধৰিয়া খানিক আগাইয়া ডানদিকে হঠাৎ মোড ঘূৰিবাব পব বসিকবাবু বাডী এবং গলিটাবও সেইখানে সমাপ্তি।”

অৰ্থাৎ, শুধু ৰাজকুমাৰ মানুষটিকে ঘিবেই চক্ৰ নয়, তাব আবাস-কেদ্ৰটিও সমস্ত বাসস্থানেব মধ্যবিন্দু। এই বাসস্থানটিব বৰ্ণনায় ৰাজকুমাৰেব সান্নিধ্য

প্রতিষ্ঠিত হলো নাট্যকাবের সঙ্গে স্তবং তাবের আলাপ পবিচয় ঘনিষ্ঠতাব কার্ণকাবণ, যাব চুডোর আছেন স্তব কে, এল, আমাদেব বর্তমান জিহাসাব বাইবে। কাহিনীব নাটক বাজকুমাবটি কে এবং কি তাব সমস্তা বা জীবনকে জ্ঞানতে চাওয়াব প্রয়োজন কি তাব, প্রশ্ন তুললে জবাব মিলবে না! কেনোই বা কাহিনীব কোন কার্ণকাবণে এই চাবটি মেয়েব সঙ্গে তাব আলাপ বা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আব কেনোই বা তাবা নাটকেব মনেব চাবটি কোণ মানিক বাবু স্পষ্ট কবেন না। ধবে নেওয়া যায় রাজকুমাব নামটির তাৎপর্থেই নাট্যকাবা আসেন এবং নাটকেব প্রীতিমুগ্ধ হন। অনেক পবে, গল্পাংশ অনেকটা এগিয়ে যাবাব পব বাজকুমাবেব জবানীতে জানা যায় মেয়েদেব প্রতি তাব আকর্ষণ কেনো।

‘জীবনে বাজকুমাবেব অনেকবাব অনেকবকম ঝোঁক আসিয়াছে।.....’

এবাব যে স্মৃষ্টিছাড়া খেয়ালটি তাকে আশ্রয় কবিল, আবির্ভাবটা তাব আকর্ষিক নয়। তবু এ খেয়ালটি ঝোঁকেব মতোই প্রবল হইয়া উঠিল। প্রথমে মনেব কোণে কথাটা একবাব শুধু উকি দিয়া গেল, ভাঙা মেঘেব মতো মনেব আকাশেব এক টুকবা অসঙ্গত আলগা চিন্তা। নিজেব কাছেই যেন বাজকুমাব লজ্জা বোধ কবিল।

‘নীতেব আমেজে দেহেব সঙ্কোচন প্রক্রিয়া অনুভব কবা যায়, কালীব হাতে সেলাই কবা পাডেব কাঁথা গায়ে টানিয়া শেষবাত্রে বডই আবাম বোধ হয়। আধ ঘুম আধ জাগবণেব সেই যুক্তিহীন নীতিহীন নিস্পাপ জগতেব অসম্ভব অবলম্বনে একটি অপকপ নিবাববণ দেহ আলগোছে ভাসিতে থাকে। বেশী দূবে নয়, হাত বাডাইলে বোধহয় স্পর্শ কবা যায়, তবু অস্পষ্ট। কোন জীবনেব উপযোগী এ দেহ, ভিতবেব প্রকৃতিব কোন পবিচয় আঁকা আছে এই দেহেব বাহিবে, কিছুই টেব পাওয়া যায় না। ঘুম ভাঙিবাব পর ছায়া মিলাইয়া যায়, এই বকম কয়েকটি দেহ পবীক্ষা কবিবাব ঔৎসুক্য শুধু জাগিয়া থাকে বাজকুমাবেব।’

‘পবীক্ষাব জন্তু দেহ ভাঙা কবা যায়, কিন্তু সেসব নবনাবীব দেহ পবীক্ষা কবিয়া তাব কোন বিশেষ লাভ হইবে না। যাদের সে জানে, যাদের স্তব-দুঃখ-আশা আকাঙ্ক্ষাব সংবাদেব সঙ্গে জীবন যাপনেব বীতিনীতিব পবিচয় সে বাখে, নিবাববণ তাবের কয়েক জনকে সে যদি দেখিতে পাইত।’

রাজকুমাবেব এই নিস্পাপ ইচ্ছেটির কাবণ প্রায় হাত দেখে মনুজ-চবিজ

ব্যাখ্যাৰ মতো, 'গান্ধীৰ্বেৰ ভাণ বজাৰ বাথিৰাই বাজকুমাৰ বলিয়া যায়, আমি যে দেহ দেখে মানুহ জানাৰ কথা বলছিলাম তাও কতকটা হাত দেখাব মত।' বাজকুমাৰেৰ এই উলঙ্গ নাবীদেহ দেখাবাৰ বাসনা যে লজ্জাৰ ব্যাপাৰ তা যেমন জানে সে নিজে, তেমনি জানেন লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই একদিকে নিজেৰ কাছেই সে যেমন লজ্জা পায়, তেমনি প্ৰচণ্ড লোভে মনে 'সংযম যেন নিছক ধীৰতা ও শৈথিল্য'। এই ধীৰতা ও সংযমেৰ শৈথিল্য বাজকুমাৰ পুষিয়ে নেয় শীতেৰ বাতেৰ আধঘুম আধজাগৰণেৰ স্বপ্নে। স্বপ্নে নাবীদেহ মূৰ্ত্ত হয়, সেই উলঙ্গ নাবীদেহ প্ৰায় হাতেৰ কাছাকাছিই ঘূৰতে থাকে এবং শুভ প্ৰাতঃকালে পৰিচিত মেয়েদেব ওই অবস্থায় দেখাবাৰ বাসনা স্পষ্ট কামনাৰ বিষয় হয়ে ওঠে। নাবীদেহ আসন্ধেৰ এই বাসনা যে-সব যুবকদেৰ দিন ও বাতেৰ স্বপ্ন তাৰেৰ কি বলতে হয় তা আমাদেৰ জানা আছে এবং তাৰেৰ এই আদিম প্ৰাকৃত পৰিচয়েৰ স্বৰূপ ও অন্তৰ্হতা মনস্তত্ত্বেৰ চিকিৎসাধীন। লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাই আমাদেৰ কঠিন প্ৰশ্নকে বিজ্ঞানেৰ যাদুতে ঘুম পাড়িয়ে দেবাৰ জন্তে বোকাতে চাচ্ছেন যে এই বাসনাটোও বিজ্ঞানেৰই আঁপুতায়, বাজকুমাৰেৰ অৰেষা প্ৰায় যেনো গ্যালিলিও নিউটনেৰ সমগোষ্ঠীয়। অথচ বিজ্ঞানেৰ ভানুমতীৰ খেল দেখিয়েও দেখাতে পাবেন না; নিউটন-আইনষ্টাইনেৰ পৰিবৰ্তে মহাত্মা চীৰোক হস্তবেখা বিজ্ঞানেৰ শবণাপন্ন হন। যদিও হস্তবেখা তবু মনে কৰেন বোধহয় আমাদেৰ তাগাতাবিজ-মাতুলিৰ দেশে এটাকেও বিজ্ঞান বলে চালিয়ে দিতে পাবেন। মানিকবাবুৰ এই বিজ্ঞানটি অবশ্য হস্তবেখাশাস্ত্ৰেৰ অত্যাশ্চৰ্য ঘটনাৰ চাইতেও অত্যাশ্চৰ্য। তিনি অসংখ্য উলঙ্গ দেহ দেখে আবোহীট পদ্ধতিৰ সাহায্যে সাধাৰণ সিদ্ধান্তে পৌছোবাৰ কথা ভাবছেন না, ভাবছেন 'কয়েকটি' দেহ কেমন কৰে কোনো এক ফাঁকে দেখে ফেলবেন। তাৰা আবাব পৰিচিত হওয়া চাই যেহেতু তাৰেৰ স্মৃতিত তিনি জানেন অৰ্থাৎ বাৰবাৰ দেখাৰ স্মৃতিগত ঘটবে যেখানে। কেনো দেখতে চান? না, জানা দৰকাৰ কোন জীবনেৰ উপযোগী এই দেহ। প্ৰকৃতিৰ পৰিচয়েৰ ছাপেৰ কথা অবাস্তব কেনোনা জীবনেৰ উপযোগিতাৰ পৰিমাপ বাজকুমাৰেৰ স্বপ্ন ও বক্তব্যেৰ আলোতেই স্পষ্ট। নাবীদেহেৰ প্ৰয়োজন বাজকুমাৰ নিজেই ছকে দিয়েছেন। সবচেয়ে আশ্চৰ্যেৰ কথা এই যে উলঙ্গ দেহ সত্যি দেখতে পাবাৰ আগেই, কেমন আশ্চৰ্য এই বিজ্ঞানেৰ চাল! বাজকুমাৰ স্বপ্ন দেখতে

শুক কবে দিয়েছে, প্রায় হাতের কাঁছাকাছিই তাদের সান্নিধ্য অনুভব কোবে । কিন্তু দেশটা যেহেতু ভাবতবর্ষ, বক্তে যেহেতু নানা বিধিনিষেধের ছাপ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝতে পাবেন এহেন ইচ্ছে বা স্বপ্নে নোংরা কামনা-বাসনা মেটাবার বসালো ব্যাপারটা অঙ্গীলতার অভিযোগে অভিযুক্ত হবে এবং তিনি নিজেও তাব জেব থেকে বেহাই পাবেন না । এহেন যুবকদেব পবিচয় আমাদের কাছে খুবই স্পষ্ট এবং সে-কাবণেই মানিকবাবু সালুনয়ে বোঝাতে চেষ্টা পাচ্ছেন যে স্বপ্ন দেখাটা কী কবা যাবে নেহাতই যুক্তিহীন, নীতিহীন ব্যাপার । যেন ছেলে-ছোকরার তো দেখেই এমন ভাবখানা । তাছাড়া সমস্ত ঘটনাটাই তো “নিষ্পাপ” । মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনে পাপবোধের কথা ওঠাতেই যে এই “নিষ্পাপ” বিশেষণটি এসেছে এবিষয়ে সন্দেহব কোনো অবকাশই নেই । এই পাপবোধ থেকেই বাজকুমার, যে-সব মেয়ে উলঙ্গ শরীর দেখাতে চাইবে না অর্থাৎ তাব পবিচিত্র মেয়েবাই তাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত সমালোচনায় হিংস্র হয়ে ওঠে এবং সেই প্রসঙ্গে নাবীদেহব প্রয়োজন নিশ্চিতভাবে ছকতে হিটলাবী ভঙ্গি আশ্রয় নেয় ।

“সে যে শুধু একটা সত্যের, একটা নিয়মের সন্ধান চায়, কেউ তা বিশ্বাস কবিবে না । যতই ভীক্স আব লাজুক মনে হোক, উদ্ধত অত্যাচারী সৈনিক বা যন্ত্রীব জীবন ছাড়া শ্রামলেব স্মৃতি হবার উপায় কেন নাই ( আমবা জানি যেহেতু মালতী, মানিকবাবুব বৈজ্ঞানিক নায়ক বাজকুমারকে তাব দেহ খুলে দেখাবেনা—শা, ব, ), কক্ষিব মত যতই অবাধ্য ও স্বাধীন মনে হোক বিগিকে, শাসন-পিপাসু শক্তিমান পুরুষের উপব কলা-বৌ-এর মত নির্ভব কবিতো না পাবিলে বিগিব জীবনে সার্থকতা কেন নাই ( সেই শক্তিমান পুরুষটি যেহেতু আমাদের বাজকুমার নন—শা, ব, ), দেশে দেশে নগবে নগবে যাযাবর জীবন কেন শ্রব কে, এল-এব প্রয়োজন ছিল ( কেন তা মানিকবাবু জানান না—শা, ব, ), ইতিমধ্যেই চাব পাঁচটি সন্তানের মা হইতে না পাবাষ সবসী কেন সভাসমিতি কবিয়া বেডায় ( মানিকবাবু কাহিনীতে তা খোঁজ কবা প্রয়োজন বোধ কবেন নি—শা, ব ), এ সব প্রণ্ণেব জবাব জানিবাব প্রয়োজন কেউ বোধ কবে না, কোতুলল ও কাবো নাই ( একমাত্র বাজকুমার ছাড়া কাবণ এদেব উলঙ্গ দেহ দেখতে পেলেই সে তাব বৈজ্ঞানিক চোখে সব কার্য-কাবণ ধবে ফেলবে !—শা, ব ) ।”

এই উদ্ভাজনিত খেদোক্তিতে বাজকুমার এবং তাব দ্রষ্টাব সমাজমানস

বিষয়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসাব সবচেয়ে হাশ্রব ফাঁকটি বা বলা যায় ফাঁদটিই হলো এই যে তাবা একটি চূড়ান্ত স্বপ্নকে এড়িয়ে যাবাব 'মর্মান্তিক' চেষ্টা কবছেন। প্রশ্নটি হলো বাজকুমাবেব বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি মেনে নিয়ে জানতে চাচ্ছি কেনো সে 'কেবলমাত্র' নাবীদেহ উলঙ্গ অবস্থায় দেখে তাদেব চবিত্রই বুঝতে চাচ্ছে, পুরুষদেহ নয়? পুরুষদেব চবিত্র অর্থাৎ প্রশ্নটি উঠে দিলে জানতে ইচ্ছে কবে নাকি বাজকুমাবেব মানসিকতাতেই বা কোন্ দেহেব কী বহু? এই প্রশ্নেব দিব্য অনুপস্থিতিব ষড়যন্ত্রেই বুঝি বাজকুমাব এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েব মানসিক ঝোঁক কোন দিকে !

বাজকুমাবেব মনে এহেন বৈজ্ঞানিক পিপাসা জাগবাব কাবণগুলোও চমৎকাব ! গিবিব ডুবে 'শাড়িব নীচে' যেখানে 'দুর্ভলহার্ট' স্পন্দিত হইতেছিল সেখানে হাত বাখিয়া বাজকুমাব স্পন্দন অনুভব কবিবার চেষ্টা কবিতে লাগিলা। স্পন্দন 'অনুভব কবিবার' এমন শাড়িব নিচে হাত বাখবাব ব্যবস্থায় স্বভাবতই গিবিব মা প্রতিবাদ কবলে বাজকুমাব চমৎকাব ভাবে পাে 'যে মেয়েব দেহটা পুরুষেব উপভোগেব উপযুক্ত হইতে আজও পাঁচ সাত বছব বাকী আছে' ইত্যাদি। বাজকুমাবেব মনেব এই গ্লানি আবাব 'কাটলো 'মনোবমাব স্তন হইতে থোকাব হাত দুটি ছাড়াইয়া দিবাব' চেষ্টায়। শুধু গ্লানি কাটাই নয়, 'থোকাব কচি হাত আব মনোবমার কোমল স্তনেব স্পর্শ যেন অবিস্মরণীয় স্মৃতি অনুভূতিতে ভরা তেজস্কব রসায়নেব মতো তাব মধ্যে নবজীবনেব সঞ্চার কবিতে লাগিল।' এই তেজস্কব রসায়নেব অনুভূতি বাজকুমাবেব মনে স্মৃতিব কুণ্ডলী পাকিয়ে এবং হয়তো তাব স্বপ্নেব ব্যবস্থা কোবে যখন পবিণতি পেলো তখন বাজকুমাব ভাবে গিবিব মাকে নালিশ এবং তাব মাব অপমানজনক প্রতিবাদেব মানসিকতােব মতো "এমন বীভৎস মনেব অবস্থা কেন হইবে মানুষেব? এমন পারিপার্শ্বিকতাকে কেন মানুষ মানিয়া লইবে? যাব প্রভাবে মানুষেব মন এতখানি বিকাবগ্রস্ত আব কুংসিত হইয়া যায়?" পবশ্বণেই গিবিদেব অশিক্ষিত, নোংবা মনোবৃত্তিেব দলে ভিড়িয়ে দিয়ে বাজকুমাব ভাবে 'একবাব বিণিদেব বাড়ী গিয়া খেলাব ছলে বিণিব হাত ধবিয়া টানিয়া আব ব্লাউসেব একটা বোতাম পবীক্ষা কবিয়া সে যদি আজ প্রমাণ না কবে যে ভদ্র মানুষ সবসময় সবকাজেব কদর্য মানে কবিবার জগুই উদগ্রীব হইয়া থাকেনা, তবে তাব মাথাটা ধীবে ধীবে বোমায পবিণত হইয়া ফাটিয়া যাইবে।"

অবশ্য বাজুকুমারের মাথা বৈজ্ঞানিকের মাথা তাই ফাটেনা ববং উলঙ্গ দেহ দেখতে না-দেওয়ায় বিগিবই মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে এবং যদিও সবসী 'বিগিব' মতো বঙ নেই, আমি কালো। তবু ভাবলাম, তুমি তো বঙ দেখতে চাওনা" বলে নিজেকে দেখায়, তাব বাজুকুমার লাভ ঘটেনা। "শ্রদ্ধা, মমতা, কৃতজ্ঞতা আব সহানুভূতি মেশানো যে মনোভাব সবসীর প্রতি জাগে, প্রেমের চেয়ে তা বোধহয় কম জোবালো নয়" বুঝেও বাজুকুমার পাগল বিগিব সঙ্গে বাস কবতে যায়। কাবণ শেষ বাজীতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাজুকুমারের বিজ্ঞানের ভেক খসিয়ে আমাদের প্রমাণ কবতে চাইলেন যে সে আসলে মানুষ হিসেবে মহৎ নইলে পবের তবে নিজের অমন যৌবন নষ্ট কবতে রাজী হবে কেনো।

'চতুষ্কোণ' কাহিনীর এই দীর্ঘ বিবৃতির পব আমাদের 'পবিবেশ' সংক্রান্ত পুর্বোক্তো বক্তব্যে ফেবা সহজ হয়। বিকৃতির এই প্রামাণ্য নজীবের ব্যাখ্যা। হীরেনবাবুব কাছে আমাদের দাবী হয়ে ওঠে। ওব কথা মানতে হলে। জানতে চাইবো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পবিবেশের কোন্ কার্যকাবণে বাজুকুমার চবিত্র এবং তাব বৈজ্ঞানিক অলুসন্ধিসাকে প্রাসঙ্গিকতা দিয়েছেন? মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাবী চবিত্রবা যেহেতু দেহসম্ভোগের সামগ্রী মাত্র আমাদের জিজ্ঞাসাব জবাব কি মেলে যে নবনাবীব সম্পর্ক উভয়তই বিশ্লেষণের দাবী বাথে? কাহিনীতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কোনো পবিবেশকে আদৌ উপস্থিত কবেছেন কি? আমবা জানি তিনি কবেন নি। চতুষ্কোণ উপন্যাসটি বিবংসাবই একটি প্রকাশ মাত্র। যদি তর্কের খাতিবে ধবে নেওয়া যায়, 'চতুষ্কোণ' পাবিপার্থিকতাব চাপে গড়ে উঠেছে তবে জানতে চাইবো সম্ভাব্য কোন্ সঙ্কটে আমাদের জীবনযাত্রা এমন ষুলিয়ে উঠেছে যে বাজুকুমারের জিজ্ঞাসা আমাদেরও জিজ্ঞাসা, বাজুকুমার আমবাই। গিবি, মালতী, বিগি, সবসী আমাদেরই চাবপাশের মেয়েদের প্রতিভূ এবং নাবীপুরুষের পাবম্পবিক সম্পর্ক টানাপোড়েন এমন রূপ নিয়েছে যে বাজুকুমার ও তাব নায়িকা চতুষ্টয়ের সম্পর্ক প্রতিনিধি সমাজচিত্রের সম্মান পাবে; আমবাও সোচাবে ঘোষণা কববো যে মানিকবাবু বাস্তবের চাক্ষুষ মোটা রূপটাই নয় নবনাবীব সম্পর্কে বিশ্ববীক্ষা এনে আমাদের উচ্চতবো সত্যে পৌছে দিয়েছেন। আসলে মানিকবাবু এই প্রণেব রূপটাই জানেন না, তাই হীরেনবাবুব কষ্টকল্পনায় আমবা চৈতন্তেব মুক্তিব আশ্বাদ পাইনা।



চতুষ্কোণেব সমস্তা যদি প্রথম মহাযুদ্ধ ও বিশ্বমন্দাব পববর্তী আমাদেব দেশেব অবস্থা হয় তবে শুধু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েতেই নয় অস্ত্রাস্ত্র শিল্পী এবং শিল্পমাধ্যমেও তাব পবিচয় মিলবে। নবনাবীব প্রাথমিক সমস্তা বা সম্পর্ক যে দেহজ সে-কথা শুকতেই আমবা জানি। যদি সামগ্রিকভাবে জীবনে মূল্যবোধ ভেঙে যায় অর্থাৎ সভ্যতাৰ বিপর্যয়েব মুখে নতুনভাবে নবনাবীব সম্পর্কেৰ সূত্রপাত কবতে হয়। নতুন সম্পর্কেব সূত্রপাত তখনই সম্ভব যখন নব ও নাবী তাদেব নিজস্ব, ব্যক্তিগত জীবনেব সম্পূর্ণতায়, আত্মজিজ্ঞাসাব দহনে প্রাতিস্থিক মূল্য পেয়ে পবস্পর্কে স্বীকার কবে। শুধুমাত্র জৈব আকর্ষণই নয়, মানুষ হিসেবে নিজেদেব চিনে নেওযাব, নিজেদেব মতো পবস্পর্কে গড়ে ভেঙে ও ভেঙে গড়ে। এই সমস্তা তাই চবিত্তেব সমস্তা, জীবনেব সম্পূর্ণতাৰ সমস্তা যে-সম্পূর্ণতা আবাব সভ্যতাৰ মৌলভিত্তি হিসেবে নীতিব লড়াইয়ে সার্থক শ্রেয়জ্ঞান। খামখেয়ালি উচ্ছৃঙ্খলা বা সাময়িক উত্তেজনাৰ সূত্রে অবদমিত কামনাৰ নগ্ন প্রকাশ নয়। শ্রেয়সেব আদর্শ নিয়েই যে নবনাবীব সম্পর্কেব মূল্যায়ণ এ-কথা বোঝা যাবে ত্রিশ সালেব কবিতাব দিকে তাকালে। যেখানে স্পষ্টতই কোনো শ্রেয়সেব উল্লেখ নেই সেখানে কবিব মানসিক যন্ত্রণাব কাবণই হলো তাই। কাবণ শ্রেয়সেব আদর্শ তাকে গডতেই হবে সমাজমঙ্গলেব লক্ষ্যে, ব্যক্তিজীবনেব সীমায় জীবনেব অতলস্পর্গী অভিজ্ঞতাৰ আলোয়। সভ্যতাৰ সঙ্কটে এই সমস্তাব আত্যন্তিক প্রয়োজনটাই সূচীত হয়। তাই মানিকবাবু যখন বিয়ংসার বিকৃতিতে মাতেন বিষ্ণু দে তিথ্যক বক্র হাসিতে পুর্বোনো জগচিত্তেব অন্তঃসাব শূন্যতাকে প্রকাশ কবেন নির্মমভাবে; বাজকুমাৰ এবং তাব সম্ভাব্য বক্তব্য নতুন পটভূমি ও জিজ্ঞাসায় প্রত্যক্ষতা লাভ কবে। নির্মোহ মনে বিষ্ণু দে তুলে ধবেন সভ্যতাৰ নতুন দ্বন্দ্ব, যেভাবে এসেছে আমাদেব এতোদিনকাব চালু ঐতিহ্যে প্রচণ্ড আঘাত; সেই নবনাবীবই সম্পর্ক পবিবার ও সমাজেব ফ্রেমে। পুর্বোনো গার্হস্থ্য চিত্র আব স্থিৰ থাকছে না কাবণ প্রাচীন উত্তবাধিকাবে নবনাবীব পাবস্পর্কিক বোঝাপড়াৰ ভিত্তি নিঃশেষ হয়েছে অথচ হালআমলেব নতুন যুবকবাও নিজেদেব সম্পূর্ণ চিনতে পাবছে না, জানেনা কোন আকাশেব নীচে, কোন মাটিতে পা বেখে দাঁডাবে। কেমন কবেই বা নতুনতবো কোন তাৎপর্ষ্যে জীবনেব অর্থ খুঁজে পাবে, জীবন গড়ে তুলবে জুজনায়ে। সভ্যতাৰ সঙ্কটে কবিব মানসিকতায় স্থিতি নেই, কোনো

ইনিদ্বিষ্টতায় তাঁর মন ধরা পড়েনি তাই তিনি বক্র হাসিতে অতীত ও বর্তমান উভয়কেই বিদ্রূপেব পাত্র হিসেবে ব্যবহাব কবছেন। বর্তমানের চাপে অতীতেব মবা খুঁটিগুলো যেমন ধরসেছে তেমনি বর্তমানের খিলানগুলোও যেহেতু তেমন মজবুত নয় কবি নিঃসংশয়ে তাঁব প্রত্যয় গড়তে পারছেন না। তাই বলে কি কোনো মোহেব ফাঁদে তিনি পা দিয়েছেন? প্রেমকে তিনি ঠাট্টাব বিষয়বস্তু কবেছেন, নবনাবীকে ব্যবচ্ছেদ কবে দেখতে চাচ্ছেন কতোটুকু তাব শবীব ও কতোটুকু মায়া। এই মায়াই বা নতুনভাবে গডবেন কি কবে, শবীবের স্বীকৃতিই বা ঘটবে উজ্জীবনের কোন্ পাড়ে—এটাইতো জিজ্ঞাসা। অর্থাৎ শ্রেয়সেব আদর্শ নিশ্চয়ই আছে, হয় সম্পূর্ণই ব্যক্তিব জীবনে অথবা সম্পূর্ণই সমাজে অথবা দুইয়ের যথার্থ সাযুজ্যে। আমবা যেহেতু জানি সাযুজ্যেব সমস্তাই সভ্যতােব সমস্তা, বিভিন্ন পর্বে কখনো ব্যক্তি কখনো বা সমাজেব ওপব ঝোক বেশি থাকায় বাববাব পবস্পবেব সম্পর্ক নির্ধাবণ কবতে হয়েছে। এবারে ইতিহাসেব একই সমস্তায় বিব্রত কবি তাই লেখেন :

প্লেটোতে পড়েছি, তবু  
 বুঝিনি কো স্তবেশেব  
 মানস জীবন।  
 সে কি খুঁজে খুঁজে ফেবে  
 এ শহরে  
 থোপার ছায়ায়  
 কেশগুঠ কানে কানে  
 চুড়ির নিকুণে  
 অন্ধকাব প্রেক্ষাগৃহে হাতে হাত ভিডে  
 ডিয়োটমা? সক্রাটিন্ খুঁজেছে যেমন?  
 কি বলেন বট্টিগুৎসেল?  
 মার্কিনী বেন্লিন্সে বা?  
 ছিল দুই কবি, দুই (যতদূব জানি  
 প্রকাশে) কুমাব—  
 ওঅর্ডস্ওঅর্থ আব কোলবিজ্  
 তাঁদের বাঁচাল, পথ দেখাল যেজন

অষ্টাদশ শতকেব ক্লেদসিক্ত বৃন্দো আব বিপ্লবেব  
দাবদাহ থেকে,  
জাগ্ৰত নয়ন, মন প্রজ্ঞা স্কন্ধুমাৰ  
নাম তাৰ—

গ্লেগেল হেগেল নয়,  
ডৱখিই নাম জানি তাৰ।  
ডবখি যে নেই এই লিলি বমা অলকাৰ ভিড়ে,  
গ্রামোফোন-সঙ্গীতেব ইন্দ্রজালে বিচিত্র সন্ধায়,  
গোধূলি মায়ায় মুগ্ধ মোটবেব সিটে,  
চুষন তাডনাকপ্রস্থবায়ু সিনেমায়  
মেলেনাকো ডিয়োটমা, তার কিছু আছে কি প্রমাণ ?

এই বিজ্ৰূপে, নৈবাঞ্ছো আমাদেব তৎকালীন পৰিবেশেব স্থল মোটা কপটাৰ  
কথা নেই আছে তাৰ মৌলচবিত্বেব প্রকাশ। এ-কথাই অবশ্য শেষ নয়,  
জীবনেব স্বস্থতা, স্বাস্থ্যেব পেশী বহুল জৌলুষেব টান প্রকাশ পেয়েছে  
সমসাময়িক কবিতায়, জন্মাষ্টমীৰ স্বপ্নে। কবিব আত্মোপলব্ধি ঘটতে দেখি  
হয়নি যে

মালিনীবা বৃথা হাত নাডে  
সিনেমায় শ্রান্তি যায় কৈ ?  
ক্লান্তি নামে স্বপ্নেব আডালে।  
ক্লোস্ত্ৰপ্ অলিঙ্গনে  
মদালস গভীর চুষনে  
বিছাস্ত্ৰবেব যত নব্য হৈ চৈ !

কাবণ তিনি জানেন তিনি সূৰ্যেব সাবখি নন, শুধু মাত্ৰ :

বাজাব-সবকাব,  
বডো জোব, পাট কলে পদস্থ কেবাণী,  
জজকোটে উকিলই হয়তো-বা,  
তেল নেই নিজেবই চবকাব।

এহেন অস্তিত্বে মথিত কবি তাব জীবনকে লক্ষ্য কবেই যেনো জিজ্ঞাসা  
ভোলেন।

অমাক্ষু তমিশাকে ছুই হাতে ঠেলে-ঠেলে কোথা  
 ভাবাক্রান্ত লবণাক্ত বাতাসেব ব্যুহ ভেদ ক'বে  
 চলেছো তুর্জয় একা, পদক্ষেপে ছড়িয়ে বিজ্ঞতা  
 কি উদ্দেশ্যে, কঠিন যাত্রায় ?

তিবিশ সালের সেই জিজ্ঞাসাব শেষে, মানিকবাবু উটোপথে কবি, কঠিন  
 যাত্রাব সিদ্ধিলাভ কবেন ‘অখণ্ডজীবনবোধে’, এসে পৌছোন জীবনেব  
 পল্লবিতরুপে, বলতে পাবেন

তোমাতেই বাঁচি প্রিয়া

তোমাবই ঘাটের গাছে

ফোঁটাই তোমাবই ফুল ঘাটে-ঘাটে বাগানে-বাগানে।

অথচ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাঁজকুমার-বিনি-সরসীদেব ভিড়ে, তুচ্ছ হীন  
 বিকৃতিব আবর্তে ঘুলিয়ে উঠে যদিও সাম্যবাদেব আশ্রয় নেন কিন্তু অমৃতলাভ  
 ঘটেনা তাঁর জীবনে বৎ অখণ্ডজীবনবোধেব চাপানো জগদলে, নিজের মনেব  
 অন্ধকাবের কাবণেই হয়তো, সাহিত্য শিল্পেব লক্ষ্য বিষয়েই সন্দিহান হয়ে  
 ওঠেন। সমস্ত বাধা বিপত্তি কাটিয়ে তীব্রতায় জলে উঠতে পারেন না  
 কখনো; আত্মজিজ্ঞাসায় সমাধান পাননা জীবন ও শিল্পেব পাবস্পরিক  
 সম্পর্কে। মানিকবাবু সমস্তা ও প্রয়াসেব রূপ স্পষ্টভাবে বোঝেননা বলেই  
 হীবেনবাবু সহজেই তাবাসঙ্কবকে অন্ত্যেবাসীদেব নিয়ে মাতাব অভিযোগে  
 অভিযুক্ত করেন। দেখতে চাননা মানিকবাবু পাশাপাশি তাবাসঙ্কব  
 অন্ত্যেবাসীদেব জীবনেই বলিষ্ঠতাব, স্বস্থতাব, পেশীবহলতাব সন্ধান পেয়েছেন  
 যখন মানিকবাবু একটা প্রাগৈতিহাসিক থেকে আব একটা অন্তহীন  
 প্রাগৈতিহাসিক জীবনে ডুবে যান, প্রাকৃত জীবনেব অর্থে বোঝেন  
 ‘স্বাভাবিকতাব’ ভেকে অস্বস্থ বিকাবের কাহিনী।

নবনাবীব সম্পর্কেব তাত্ত্বিক দিকটা, সভ্যতাব সঙ্কটে তাব ষথার্থ স্বরূপ  
 বিষয়ে আমাদের বক্তব্য লবেসেব উদাহরণে স্পষ্ট ও সহজগ্রাহ্য কবা যায়।  
 আত্মসচেতনতাব আলোকে লবেস লেখেন : “The amazingly difficult  
 and vital business of human relationship has been almost  
 laughably under-estimated in our epoch. All this nonsense  
 about love and unselfishness is more crude and repugnant  
 than savage fetish-worship. Love is a thing to be learned,

through centuries of patient effort. It is a difficult, complex maintenance of individual integrity throughout the incalculable process of interhuman polarity ”

লবেল্‌সেব প্ৰসঙ্গ তুলছি এই কাৰণে যে ‘যোন’ ব্যাপাবে সবচেয়ে বেশি খ্যাতি বা অখ্যাতি লবেল্‌সেব। অখ্যাতিতে আমবা শুনেছি যে লবেল্‌সে দেহ ব্যাপাটাকে একটা চূড়ান্ত পৰ্যায়ে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিলেন, প্ৰায় যেন আবছা আবছা ভাবে আমাদের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো। অথচ আমাদের এলোমেলো জানাব সূত্রেই উদ্ধৃতিতে দেখানো যাবে যে ‘যোন’ সমস্ত বা ‘দেহ’কে বুঝতে হলে যে-মানদণ্ড প্ৰয়োজন তা আসে ঐতিহ্যেব সূত্রে ও জীবনেব মহত্তম শ্ৰেয়সেব আদৰ্শে। গল্প-উপন্যাস-কবিতা বিচাবেব ক্ষেত্ৰে এই জীবন বলতে আমবা বুঝি জীবনেব লক্ষ্য অৰ্থাৎ জীবনেব স্বাস্থ্যেব কথা। চিন্তায়, অস্তিত্বেব প্ৰতিমূহূৰ্ত্তেব সংগ্ৰামে, ইন্দ্ৰিয়প্ৰত্যক্ষেব সংবেদনে প্ৰতিটি চৰিত্ৰকে লবেল্‌সে কথিত ‘more vivid circle of life’এব ভেতৰ আসতে হয়, যে-বৃত্তেব কেন্দ্ৰে থেকে সামগ্ৰিকভাবে সভ্যতাৰ বিচাৰ সম্ভব ব্যক্তিচৰিত্ৰেব সীমায। জীবনেব সামগ্ৰিক লক্ষ্যে পৌছোবাব যত্নগায় জী-পুৰুষ ভেদ নেই, প্ৰত্যেককেই নিজেব মতো যেমন বুঝতে হয় তাদেব জীবনেব তাৎপৰ্য তেমনি পাবস্পৰিক সম্পৰ্কেও প্ৰতিনিয়ত যাচাই করে নিতে হয়। নিজেব ক্ষেত্ৰে সম্ভাব সেই সচেতনতা লবেল্‌সে আশ্চৰ্য ভাষায় বৰ্ণনা করেছেন উবহুলা ব্ৰাঙ্কওএনেব পৰীক্ষাব সূত্ৰে। অণুবীক্ষণ যন্ত্ৰেব তলায় একটা চাবাগাছ বেখে উবহুলা হঠাৎ যেন বুঝতে পাবে জীবনেব কী অৰ্থ এবং তাব এই আত্মোপলব্ধি চাবাগাছটিব সূত্ৰে প্ৰায় প্ৰতীকেব মৰ্যাদা পায়। “It intended to be itself. But what self? Suddenly in her mind the world gleamed strangely, with an intense light, like the nucleus of the creature under the microscope. Suddenly she had passed away into an intensely-gleaming light of knowledge. She could not understand what it all was. She only knew that is was not limited mechanical energy, nor mere purpose of self-preservation and self-assertion. It was a consummation, a being infinite. Self was a oneness with the infinite. To be oneself was a supreme gleaming triumph of infinity ” উবহুলাব এই দিব্যদৃষ্টি থেকে চট্ ক’বে হয়তো বোঝা যায়না যে আসলে লবেল্‌সেব অন্তৰ্ভুক্তিত

অথচ স্ত্রীত্ব উৎসাহ ব্যক্তিগত সম্পর্কেব ক্ষেত্রেই, কোনো একটা অনির্বচনীয়, অপ্রাকৃত সত্তাব উপলব্ধিতে চৰম নিৰ্ভৰতায় নয়। ব্যক্তিব ওপৰ বোঁক অৰ্থাৎ ব্যক্তিব পৰিপূৰ্ণতাব সমস্তা জীবনেব অনিবাৰ্য অথচ বহুবিচিত্ৰ বিকাশেব ধাৰায়। একথাব সূত্ৰেই আমাদেব জানা প্ৰয়োজন যে ব্যক্তি তখনই তাব পূৰ্ণাঙ্গ সম্পূৰ্ণতা লাভ কৰে যখন অগ্ৰদেব সঙ্গ জটিল অথচ প্ৰাণময় সম্পর্কেব আদানপ্ৰদানে জড়িয়ে থাকে। লৱেন্সে তাই সম্পর্কেব প্ৰত্যক্ষতায়, নাবী ও পুৰুষেৰ ‘যৌনসম্পর্ক’ ভাঙে গড়ে। এই সম্পর্কেব সূত্ৰেই ব্যক্তি চৰিত্ৰেব বিকাশ ব্যাখ্যা কৰা যায়, তাব পৰিপতিব সাফল্য মাপা যায়। অচেতন, নিষ্ক্ৰিয় সম্পর্কে নাবীদেহ আসক্তি লবেন্স চৈতন্ত্ৰেৰ কোনো প্ৰসঙ্গেই স্বীকাৰ কৰেন না; তাঁব কাছে, সত্তাব গভীৰ শিকড়ে শিকড়ে জীবনেব টানই প্ৰধান এবং সেই শিকড়ে সিদ্ধিত বসধাবাতেই যে প্ৰাণেব পুষ্টি একথা লবেন্সেব চেয়ে আব কেউ বক্তেবক্তে অনুভব কৰেননি। তাই টমেব আসক্তিতে টম তাব ব্যক্তিস্বৰূপেব টানই পায়, “the disillusion of his first carnal contact with woman, strengthened by his innate desire to find in a woman the embodiment of all his inarticulate, powerful religious impulses, put a bit in his mouth. He had something to lose which he was afraid of losing, which he was not sure even of possessing. This first affair did not matter much : but the business of love was, at the bottom of his soul, the monstrous and terrifying of all to him ” লবেন্সেব সমস্তা ও যন্ত্ৰণাব নিকষে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েব বাজকুমাৰকে বিচাৰ কৰলে দেখবো যদিও সে নাবীদেহে দেখাব বাসনায উচ্চকিত তাব মনে কোনো জালা নেই। কেনো যে সে নাবীদেহ দেখবে, দেখাব পৰেই তাব সমস্তাব ৰূপ কি, এই সব মেয়েদেব সঙ্গই বা তাব সম্পর্কেব স্বৰূপ নিৰ্ধাৰিত হ'বে কি ভাবে এসব কোনো বিষয়েই বাজকুমাৰ বা মানিকবাবুব মাথাব্যথা নেই। মাথাব্যথা কোনো বিষয়েই নেই, শুধুমাত্ৰ নাবীদেহেব কামনায লুকাতুব হওয়া ছাড়া। ফলে, নাবীচৰিত্ৰগুলোকে মানিকবাবু খেলাব পুতুল হিসেবে ব্যৱহাৰ কৰেন। তাদেব খেলা শবীৰ-শবীৰ খেলা এবং বাজকুমাৰ নামক একটা পুতুলেব পায়ে আত্মসমৰ্পণেৰ সমস্ত প্ৰয়াসেই তাবা নিজেদেব ছাড়ছে বা ছাড়তে প্ৰস্তুত। শুধুমাত্ৰ বাজকুমাৰ তাদেব খেলাছে তাই আত্মসমৰ্পণে দেবি। এই মেয়েবা

স্বকীয়তাহীন, প্ৰাণহীন খডেৰ কাঠামো মাত্ৰ, মানিকবাবু যখন যেমন খুশি লোভেৰ পুতুল হিন্দেৰে তাৰেৰ ব্যৱহাৰ কৰেন মাত্ৰ। মানিকবাবু বৰ্তমান মনোভাৱেৰ পেছনে ঐতিহ্যহীন, অৰাজক অস্তিত্বই দায়ী। সভ্যতাৰ সমস্ৰায় তিনি সে-কাৰণেই নাবী চৰিত্ৰ বিচাৰে মূল্যমান আনতে পাবেন না। অথচ টম ব্ৰাঙ্কওএনেৰ ক্ষেত্ৰে লবেসেৰ শুদ্ধ, প্ৰাণবান্ ঐতিহ্যবোধ স্পষ্ট হয়ে ওঠে :  
 “The thing was something of a shock to him. In the close intimacy of the farm kitchen, the woman occupied the supreme position. The men deferred to her in the house, on all household points, on all points of morality and behaviour. The woman was the symbol for that further life which comprised religion and love and morality. The men placed in her hands their own conscience, they said to her, ‘Be my conscience-keeper, be the angel at the doorway guarding my outgoing and incoming.’ And the woman fulfilled her trust, the men rested implicitly in her, receiving her praise or her blame with pleasure or with anger, rebelling and storming, but never for a moment really escaping in their own souls from her prerogative.”

তাবই সঙ্গ সঙ্গ আছে আত্মাৰ জাগ্ৰত বোধ যে, “In him she had escaped. In him the bounds of her experience were transgressed, he was the hole in the wall, beyond which the sunshine blazed on an outside world”

পাৰস্পৰিক সম্পৰ্কেৰ সূত্ৰে জীৱনেৰ বহুশ্ৰ উদ্ঘাটিত হলোনা বুলেই বাজকুমাৰেৰ পৰিণতি, সবনীব উলঙ্গদেহ দেখবাৰ পৰেও, লবেসেৰ ভাষায়  
 “But he had achieved his satisfaction by obliterating his own individuality, that which it depended on his manhood to preserve and develop.”

এবাৰ হীৰেনবাবু কথিত দুটি প্ৰধান গুণেৰ আলোচনা কৰবো মানিক-বাবুৰ সৰ্বজনস্বীকৃত অন্ততম প্ৰধান উপন্যাস ‘পুতুলনাচেৰ ইতিকথা’ প্ৰসঙ্গে। ‘মানুষেৰ নিজেৰ সঙ্গ আৰ সামাজিক পৰিবেশেৰ সঙ্গ সম্পৰ্ক আৰ সংঘাতেৰ কথা।’ ওঁৰ মতে ‘সম্ভৱত মানিকই প্ৰথম ভালো কৰে ভাবতে বসেছিলে’—দুটি উল্লেখযোগ্য বক্তব্য আছে এই কথাটিতে, ‘প্ৰথম’ এৰং “ভালো কৰে”। এই দুটি শব্দে, হীৰেনবাবুৰ মতে, মানিকবাবুৰই

দখল বেশি তবু মনে বাখা দবকাব যে যে-কোনো ঔপন্যাসিককেই পবিবেশ  
 ও মানুষেব সম্পৰ্কেব সমস্তায় বিব্রত হতে হব। জ্ঞানত বা অজ্ঞানত, মানুষ  
 নিয়ে যেহেতু উপন্যাসেব কাববাব, পবিবেশ ও মানুষেব সংযোগ বা সংঘাত  
 কমবেশি ছাপ ফেলবে উপন্যাসে, লেখকেব ক্ষমতা যাই হোক না কেনো।  
 হীবেনবাবুব বক্তব্য “প্রথম” কথাটিতে আমাব আপত্তি প্রাথমিক। আমাদেব  
 প্রথম ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র থেকে বহুখ্যাত ও বহুনিন্দিত শবৎচন্দ্রেও মানুষ ও  
 পবিবেশেব কথা আছে। বৰ্তমানে ভুললে চলে না যে শেষপৰ্যন্ত সাহিত্যিকমূল্য  
 যাই হোকনা-কেনো, ‘বিষবৃক্ষ’ মানুষ ও পবিবেশেব সম্পৰ্কে মূল্য-বোধেবই  
 সমস্তায় জৰ্জব। শবৎচন্দ্রেব ‘শ্রীকান্ত’ বা ‘গৃহদাহে’ কিছু কম নয় এই সমস্তাব  
 চাপ, শবৎচন্দ্র যেমনভাবেই তাকে ব্যবহাব কৰন না কেনো। এঁদেব হুজনেব  
 মাঝখানে রবীজ্ঞনাথ ‘গোবা’, ‘চতুৰঙ্গ’ বা ‘যোগাযোগে’ ‘মানুষেব নিজেব সঙ্গে’  
 নিজেব সমস্তা ব্যাখ্যা কবতে মানুষ ও পবিবেশেব কথাই তুলেছেন বাববাব।

সুতবাং বোকা য়াচ্ছে হীবেনবাবুব বক্তব্যে ‘প্রথম’ যতোনো মনোযোগ  
 দাবী কবে তাব চেয়ে বেশি কবে, ‘সম্ভবত ভালো কবে।’ ‘ভালো কবে’র  
 ব্যাখ্যা না জানলেও বলা যায় মানিকবাবুব ক্ষেত্রেই নয় শুধু অগ্ৰাভূতদেব  
 ক্ষেত্রেও যেহেতু সমস্তাটা আছে সিদ্ধিৰ প্রশ্ন তাদেবও। তাছাড়া, ‘ভালো  
 কবে’ বক্তব্যটিই ঔপন্যাসিককে তাব সিদ্ধিৰ চূড়ায় পৌছে দেয়। মানিকবাবুব  
 উপন্যাস বিচাবে এমনধাবা সিদ্ধান্তে পৌছলে বুঝবো নিশ্চয়ই তিনি অনেক  
 বড়ো কৃতকাৰ্যতা লাভ কবেছেন। বিচাৰেব আগে হীবেনবাবুব পাশাপাশি  
 ধুৰ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়েব একটি বক্তব্য বাখছি। কাৰ্তিক—১৩৪৭এব  
 ‘পবিচয়’ পত্ৰিকায তিনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পৰ্কে একটি প্রবন্ধ লিখে  
 তাব স্বভাবস্বলভ মন্তব্য ছুঁড়েছিলেন : “মানিকলালেব প্রায় সব বচনাই  
 পড়েছি। পড়ে আমাব সন্দেহ হয়েছে যে তাঁব কৃতিত্ব অশিক্ষিতপটুতা।  
 অল্প ভাষায, তাঁব প্রতিভা স্বভাবসিদ্ধ। তাঁব অসমতা ধাবণাব অক্ষমতা  
 থেকে উৎপন্ন। তিনি প্রকৃত জিনিসটা ধবেছেন, কিন্তু মূঠো তাব আলগা  
 হয়ে যায় এইজন্ত যে শব্দ মূঠিৰ শিক্ষা তাঁব নেই। এ-যুগেৰ উপযোগী বচনাব  
 জন্ত অভিজ্ঞতায মূলধন কিংবা ঐশী শক্তিটাই যথেষ্ট নয়। সজ্ঞানতায প্রয়োজন  
 এ-যুগে ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। মানিকলালেব চৈতন্ত মার্জিত নয়—নচেৎ  
 ‘পদ্মানদীৰ মাঝি’, ‘কুষ্ঠবোগীৰ বোঁ’-এব মতন লেখায় তাঁব যুটোপীয়া-প্ৰীতি  
 সংঘত হত, বৰ্ণনায বুকে মন্তব্যেব ভোঁতা ছুবি বসত না, যেমন বসেছে



অহিংসা। তাঁর বচনায় ধৃতি নেই। যদি আসে তবে বাংলা সাহিত্যেব সৌভাগ্য বলতে হবে। কাষণ চাপেব ওজন কতটা হতে পাবে একমাত্র তাঁর বচনাতেই ধবা পড়ে।” ধূজ্‌টিপ্রসাদ যাকে বলেছেন ‘চাপ’ হীবেনবাবু তাকেই বলেন পবিবেশেব সঙ্গে সম্পর্ক আব সংঘাত। হীবেনবাবুব চোখে মানিকবাবুব ‘চিত্তবৃত্তিতে নিষ্ঠা ও একাগ্রতাব অভাব’ ধবা পড়েছে আব ধূজ্‌টিপ্রসাদ তাকে সার্থক চেহারা দিয়েছেন যে ‘মানিকলালে’ব শক্ত মুঠিব শিক্ষা নেই তাঁর অশিক্ষিতপটুত্বে।

‘পুতুলনাচেব ইতিকথা’য় হীবেনবাবু ও ধূজ্‌টিপ্রসাদেব বক্তব্য মেলে। হীবেনবাবু নাম কবেন নি, ধূজ্‌টিপ্রসাদ স্পষ্ট ভাষাতেই ঘোষণা কবেছেন। পবিবেশ ও মানুষেব সংঘাত ও সম্পর্ক বা পবিবেশেব চাপে মানুষেব পবিবর্তনেব কথা, আমবা জানি, ‘পুতুলনাচেব ইতিকথা’ব ক্ষেত্রেই ওঠে এবং সম্ভবত এই উপন্যাসটিই পাঠকসমাজে মানিকবাবুব খ্যাতি ধবে রেখেছে। একথা বর্তমানে সর্বজনবিদিত যে পুতুলনাচেব পুতুলেব মতো মানুষগুলি মানিকবাবুব উপন্যাসটিতে। বিজ্ঞাপন মাফক্ জনতে বাকী নেই যে “পৃথিবীর এই বিবটি বঙ্গমঞ্চে মানুষ যেন শুধু পুতুল। কোনো অদৃষ্ট হাতেব স্রুতোব টানাপোড়েনে মানুষ নাচে, কাঁদে, কথা বলে। নদীর মতো নিজের খুশিতে গড়াপথে তাব জীবনেব স্রোত বয়ে চলে না, মানুষেব হাতে কাটা খালে তাব গতি।” উপন্যাস পাঠে বা বিজ্ঞাপনেব বক্তব্যটিবই নানা রকমক্ষেবে আমবা যেনো প্রায় মেনেই নিয়েছি পৃথিবীর বঙ্গমঞ্চে যেহেতু পুতুলমাত্র আমবা, গাওদিয়াব বঙ্গমঞ্চে মানিকবাবু ঠিকই পুতুলগুলোকে খেলিয়েছেন এবং সেই খেলাব কৃতকার্যতায় ওঁব সিদ্ধিব কথা অবিসম্বাদী, প্রশ্নাতীত। অর্থাৎ বিশ্বশ্রষ্টাব মতোই মানিকবাবুর পুতুল খেলাবাব কথা ছিলো এবং যেহেতু তিনি পুতুলগুলো খেলিয়েছেন, ‘ভালো কবে’ই খেলিয়েছেন ঔপন্যাসিক হিসেবে মানিকবাবুব সিদ্ধিলাভ ঘটেছে! যেনো মানিকবাবুব মনোভাব, উপন্যাসটিব কাঠামো ও পবিবেশ বিষয়ে প্রশ্ন তোলা যায় না। যেনো উপন্যাস ও ঔপন্যাসিকেব সম্পর্ক অমন পুতুল ও পুতুল-ওয়ালাব মতো!

আলোচনাব শুরুতেই জিজ্ঞেস কবা যায় কেনো আমবা ধবে নেবো যে জীবনেব বঙ্গমঞ্চে আমবা সবাই পুতুল এবং কি সেই পবিবেশ যার অনিবার্য-টানই হলো জীবনকে পুতুল বানাবাব দিকে? আব উপন্যাসেব নায়ক শশী

কি সেই জীবন ও পৰিবেশেব সম্পৰ্কেব টানাপোডেন দেখেছে বা খুঁজেছে চৈতন্ত্ৰেব মূক্তিৰ জন্তে ? মানিকবাবু এসব প্ৰশ্নেব জবাব দেন না। দেননা যে তাৰ কাৰণ জীবন সম্পৰ্কে মানিকবাবুৰ কোনো মমতা নেই বা জীবনকে চেনবাব কোনো অন্তৰ্দৃষ্টি তিনি গড়ে তোলেন নি। গাওদিয়াৰ গ্ৰামসমাজে যদি আমবা ‘সম্পৰ্ক’ ও ‘সংঘাত’ খুঁজি তবে সম্পৰ্কেব তালিকাৰ পাবো সোনাদিদি, মতি, যাদব আৰু সংঘাতেব হিসেবে শশীৰ বাবা গোপাল প্ৰধানত, সন্ধে যামিনী কবিবাজ আৰু সম্পৰ্ক ও সংঘাতেব সমন্বয় কুসুম। সংযোগ বা সংঘাত সবই নায়ক শশী সম্পৰ্কে, শশীকে ঘিবেই গাওদিয়াৰ জীবনে “নাটক।” “নাটক” শুধু আলংকাৰিক অৰ্থে জীবনেব নয়, কাহিনীতে নাটক কেন্দ্ৰ কৰেই কয়েকটি মূল চৰিত্ৰেব আগমন ও নিৰ্গমন, এমন কি নায়ক শশীৰ মনেও সেই নাটকেব আঘাতে কিছুটা এবং “একমাত্র” তীব্রতাৰ স্তম্ভপাত ঘটে। বিনোদিনী অপেৰা পাৰ্টিৰ যাত্ৰা। মানিকবাবুৰ মনে যাত্ৰাৰ কল্পনাটি শুধুমাত্র কৌশল হিসেবেই আসেনি, প্ৰতীকেব অৰ্থে এসেছিলো। গাওদিয়াৰ নিস্তব্ধ জীবনে নাটকেব অবকাশ নেই আৰু যদি কখনো নাটক ঘটে যায় তবে তাতে নাটকীয়তা থাকে না। কাৰণ, মানিকবাবু ধৰেই নিষেছেন যে জীবন, গাওদিয়াৰ মতো গ্ৰাম্য পৰিবেশেই সম্ভবত, চলেনা; পানাপুৰুষে আগাছা ও জ্ঞাওলাৰ তলায় যেমন আকাশেব ছায়া পড়ে না। ঢিল ছুঁতলেও আলোডন চোখে পড়বেনা, পানাব তলাতেও তাৰ ঢেউ ওঠে কিনা কেউ জানেনা। এই বোধ থেকেই তিনি যাত্ৰাটি ফেঁদেছিলেন এবং যাত্ৰা জড়িয়ে দেখালেন জীবনেব কোনো আন্দোলন নেই গাওদিয়ায়। যতোটুকু আন্দোলন ও চাঞ্চল্য মতি-কুমুদেব প্ৰেমকাহিনীতে তাৰ সন্ধে গাওদিয়াৰ জীবনেব কোনো যোগসূত্ৰ নেই, পানাব তলাব জলেব মতো। তাই কুমুদ মতি টুপ কৰে খসে যায় গাওদিয়াৰ আকাশ থেকে।

সংযোগেব কাহিনীতে ‘সেনদিদি’ ও ‘যাদবেব’ সন্ধেই শশীৰ সম্পৰ্ক। অপূৰ্বসুন্দৰী, সন্তানহীন সেনদিদি শশীকেই সন্তানেব স্থানে বসিয়েছেন।

“সেনদিদি বলে, এত ঘাঁটাঘাঁটি কবছ তোমাব ত ভয় নেই বাবা ?”

কিসেব ভয় ? ছমাস আগে টিকে নিয়েছি।

তখন সেনদিদি বলে, ধবতে গেলে তুমি ত আমাব ছেলেই। পেটেব ছেলেব চেয়ে তোমাকে বেশি ভালোবাসি শশী।

কথাটা শশীকে বিচলিত কৰিয়া দেয়। সেনদিদি যে তাকে ভালবাসে

সে তা জানে বাবো বছৰ বয়স হইতে। কথাটা বলিবাব ভঙ্গী তাহাকে অভিভূত কৰিয়া বাখে। কেমন একটা বালকদেব অল্পভূতি হয় এক অসুস্থ্য গ্রাম্যনাৰীৰ আবেগপূৰ্ণ কথায়। পেটেৰে ছেলেৰ চেয়ে ভালবাসে? একথাৰ অৰ্থ কি? সেনদিদিব তো ছেলে-মেয়ে হয় নাই কখনো?”

সেনদিদিব সঙ্গ সঙ্গীৰ বাবা গোপালেব সঙ্গ জড়িয়ে মানিকবাবু একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত অবগত গোড়াতেই কবে বেখেছেন তাই শশী যখন প্রশ্ন তোলে “একথাৰ অৰ্থ কি?” তখন বুঝি যে মানিকবাবু মনস্তাত্ত্বিক হবাব চেষ্টা কৰছেন, সন্তানহীনা নাৰীৰ সন্তানপ্ৰীতিকে সহজে গ্রহণ কৰা যাচ্ছে না। অৰ্থাৎ শশী ও সেনদিদিব সঙ্গীৰ কোনো একটা ফাঁকিব ব্যাপাব আছে, লেখক স্বয়ং যা স্পষ্ট কবে বলছেন না। জীবনেব সঙ্গ জীবনেব যোগ সহজেই গড়তে দিচ্ছেন না তিনি। এই সঙ্গীৰ পৰিণতিতে তাই দেখি শশীৰ মনোভাব কেমন আশ্চৰ্য এক সৌন্দৰ্য্যবতন্ত্ব ও মানসিকতায় ঘুলিয়ে উঠেছে।

“চোখটা নষ্ট হয়ে গেল শশী। আমি কানা হয়ে গেলাম।

কি আব কববেন সেনদিদি? বেঁচে যে উঠেছেন—শশী সাধুনা দেয়।

এব চেয়ে আমাব মবাই ভাল ছিল শশী, যামিনী কবিবাজেব বো বলে। বলে, দেখলে ঘেন্না হয়, না?

না না, ঘেন্না হবে কেন? ঘেন্না হয় না।

যামিনী কবিবাজেব বোকে দেখিলে শশীৰ দুঃখ হয়, ঘেন্না হয়তো হয় না।

না ঘেন্না হয় না। শশী সেবকম নয়।

কিন্তু সেনদিদিব দাম যে কমিয়াছে তাতে সন্দেহ নাই। শশী অবগত বুঝতে পাবে না. সেনদিদিব আকৰ্ষণ যতখানি কমিয়াছে সহানুভূতি দিয়া তাহাব ক্ষতিপূৰণ হইয়াছে। সেনদিদিব হাসি আব দেখিবাব মত নয়, তাহাব একটা চোখে এখন আব গভীৰ স্নেহ ৰূপ নেয় না, তাহাব মুখেব দিকে অবাৰ হইয়া চাহিয়া থাকিবাব সাধ্য এখন আব কাহাবও নাই। সেনদিদিব মুখেব কথা তাহাব স্নেহ ও পক্ষপাতিত্ব আজ আব অমূল্য নয়। তাহাব জন্ত শশীৰ দুঃখ হয় কিন্তু শশীকে সে আব তেমনভাবে টানিতে পাবে না।”

মন্তব্য নিম্নয়োজন। শশী ডাক্তাব আব মাতৃসমা সেনদিদিব সঙ্গীৰ ৰূপেব। সেই ৰূপ ফুৰোলে সঙ্গীৰ থাকে না স্বতবাং পূৰ্বতন “একথাৰ অৰ্থ কি?” এবাব সহজবোধ্য হয়। এই হলো জীবনেব সঙ্গ সংযোগ!

একমাত্র যাদব ও পাগলা দিদিব সঙ্গ শশীৰ ‘সংযোগ’। ‘বিগা যাদবেব

বেশী নয়, পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতিও তাহাব নাই, ধার্মিক ও অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন বলিয়াই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ কবিয়াছেন।” এহেন যাদব ও পাগলাদিদিব স্বরে শশী তাব মানসিক প্রশান্তি পায়। “এ-ঘবে বহুযুগ ধবিয়া যেন মাছুষেব জ্ঞানা-কবা বেদনাব হুলা প্রবেশ কবে নাই। এষবে, জীবন লইয়া কেহ যেন কোনোদিন হৈ চৈ কবিয়া বাঁচে নাই,—মাজীবন শুধু ঘুমাইয়া এ-ঘবকে একে বেন ঘুম পাড়াইয়া বাখিয়াছে। ... এখানে আসিয়া যে সন্তাপ তাহাব ধীরে ধীরে জুড়াইয়া আসে, এই ঘবেব বাহিবে তাহাব দিন সপ্তাহ মাসব্যাপী জীবনে তাহা এমনভাবে খাপ খাইয়া মিশিয়া থাকে যে, সন্তাপ সে টেবও পায় না।” যাদব ও পাগলাদিদি প্রায় শশীব অন্ধতা ঘোচাবাব জন্তেই ইচ্ছামৃত্যু বরণ কবলেন আব বেখে গেলেন তাঁদেব সাবাজীবনেব সঞ্চয় শশীব হাতে, হাসপাতাল খুলবাব নির্দেশ বেখে। জীবিত অবস্থায় তিনি চবক ও সুৰ্ববিজ্ঞানে শশীকে মাতাতে পাবেন নি, জীবনেব দুঃস্থয় বহু শশীব সামনে ইচ্ছামৃত্যুতে তুলে ধবে একমুহূর্তেই শ্রদ্ধা ও মহত্বেব শিখবে উঠে গেলেন। এমন অবশ্য নয় যে শশী গোড়াতেই ঔদেব শ্রদ্ধা কবতো না, কিন্তু ইচ্ছামৃত্যু ও হাসপাতালেব টাকা যাদবকে শ্রদ্ধা ও মহত্বেব ঘেবাটোপে আবৃত করে দিলো। যাদবেব যে-ঘবে শশী জীবন থেকে বেহাই পেতো, স্বস্তি গ্রহণ কবতো ঘুমেব প্রশান্তিতে সেই ঘবই বহুশ্বেব মায়ায শশীব জীবনে বৃহৎ হয়ে বইলো অলৌকিকতায় প্রায় মতি-কুমুদেব কাহিনীব মতো। জীবন নয়, জীবনেব প্রশঙ্কহীন অলৌকিকতা, স্নেহ প্রেম মায়া মমতা নয়, সম্পর্কহীন মুগ্ধবিশ্বয় ও বোমাঞ্চকব আকর্ষণেব টান মাত্র। যাদবেব ইচ্ছামৃত্যু নয়, আমাব আপত্তি একটিমাত্র সংযোগেব কাহিনীতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনে দৈনন্দিনেব প্রসঙ্গ ছেড়ে যেখানে অত্যাশ্চর্যেব আশ্রয় নিলেন। যাদবেব চবিত্রে জীবনেব প্রতি মমতা, আমাদের বিশ্বাস কবতে হলো, তাব মৃত্যুকে তুচ্ছ কবাব অলৌকিকতায়। স্তববাং বোঝাই যাচ্ছে মানিকবাবু শশী ও যাদবেব সম্পর্কেব সূত্রগুলো খুঁজতে সাহস পাননি, তাদেব টানাপোড়েনেব পবিণতি বিষয়েও ভবসা পাচ্ছিলেন না। তাই সহজ স্বাভাবিক বুদ্ধিব, বিবর্তনেব পবিণতি খোঁজা হঠাৎ খামিয়ে দিলেন প্রচণ্ড ধাক্কায।

শশীব ‘সংঘাত’ তাব বাবা গোপালেব সঙ্গে। ‘গোপালদাস কাববাবী লোক, ‘গোপালদাসেব কাববাব লোকে বলে গলায় ছুবি দেওয়া। আসলে সে কবে সম্পত্তি কেনাবেচা ও টাকা ধাব দেওয়া। অর্থাৎ দালানী ও

মহাজনী। শোনা যায়, এককালে সে নাকি বাব তিনেক জীবন্ত মায়ুষেব কেনাবেচাব ব্যাপাবেও দালালী কৰিয়াছে—তিনিটি বুদ্ধেব বোঁ জুটাইয়া দেওয়া।’ শশীব সেনদিদিব সঙ্গে গোপালেব নাম জড়িয়ে বটনা আছে গ্রামে, যদিও শশী তা বিশ্বাস কৰে না। তবু গোপালদাসেব ইচ্ছে নয় শশী সেনদিদিব চিকিৎসা কৰে। এই নিষে তাদেব প্ৰথম সংঘাতেব সূত্ৰপাত।

“এমনি কৰে তুমি, গোপাল বলিয়াছিল, পসাব বাথবে? লোকে ডাকতে এলে যাবে না? মক্কেল ফিৰিষে দেবে? বলিয়াছিল, যামিনী খুড়া কোনোদিন এতটুকু উপকাৰ কৰবে যে ওব জন্তু এত কৰব? নিজেব সৰ্বনাশ কৰে পৰেব উপকাৰ কৰে বেডানো কোন্ দেশী বুদ্ধিব পৰিচয় বাপু?”

আমাব মাৰ যদি ওমনি অস্থত হত?—শশী বলিয়াছিল। কেন বলিয়াছিল কে জানে!

তোমাব মা তো বাবু বেঁচে নেই? কপাল ভাল তাই আগে আগে ভেগেছেন। তোমাব বা সব কীৰ্ত্তি—যে কীৰ্ত্তি সব তোমাব,—তুই উচ্ছন্ন যাবি শশী!”

এই সংঘাত অবশ্য একপেগে কাৰণ প্ৰধানত গোপালদাসই উত্তেজিত বেশি, শশী অনেকটাই নিলিপ্ত কাৰণ ‘গোপালেব এই ধৰণেব আকস্মিক আক্ৰমণ শশীব অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। সে এতোটুকু টলে না।’ শশীব নিলিপ্তি এতো বেশি যে এমন সন্দেহোব, মহাজনী বাবা যাব নামে গ্রামে বটনাব শেষ নেই সে বিষয়েও শশীব মনে কোনো সাড়া জাগে না, তাৰ মনোভাব ও সমালোচনা এবং সেই সমালোচনাব সূত্ৰে শশীব চৰিত্ৰেৰ বিবৰ্তন কিছুই উপস্থাসে আমবা পাই না। গোপালেব মনোবেদনা ও চাক্ৰল্যে মাঝে মাঝে খবৰ পাই শশীব সঙ্গে তাৰ ব্যবধান বেড়েই যাচ্ছে, গোপাল তাকে ভয় কৰতে লুপ কৰেছে। অথচ শশীব কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া নেই। গোড়াতেও যেমন মহাজন বাবাব বিষয়ে শশীব মানসিক প্ৰতিক্ৰিয়া ছিলো না, পৰেও তাৰ পৰিচয় পাওয়া যায় না।’ অথচ সংঘাত চলছে বাবা ছেলেতে, একই বাতীৰ একই ছাদেব তলায়। হয়তো বলতে পাৰা যায় যে শশীব ক্ৰমশঃ দূৰে সৰে যাওয়াতেই প্ৰমাণ হয় শশী প্ৰতিক্ৰিয়াব আত্যন্তিক কাৰণেই বাবাব সঙ্গে ঠাণ্ডালডায়ে ব্যাপৃত, কিন্তু যতোই দিন কাটে, দেখা যায় শশী তাৰ নিজেব কাজে ব্যস্ত, বাবাব সঙ্গে টানাপোড়েনটা সাধাৰণ নগণ্য একটা ঘটনা বই নয়। সন্দেহোব, মহাজন গোপাল চৰিত্ৰেব যে-বৰ্ণনা

পাই গুরুতে তাব ব্যাখ্যা উপস্থাসে নেই। মানিকবাবু হয়তো ভেবেছেন শশী ও গোপালের সম্পর্কেব মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় তা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠবে। কিন্তু উপস্থাসেব আবহাওয়ায় এমন টান নেই, এমন অনিবার্ঘ চাপ নেই সমস্ত দিক থেকে যে গোপাল ও শশীব দ্বন্দ্ব সত্যিই প্রত্যক্ষ শবীব পাবে। তাদের দ্বন্দ্ব সত্য হয়ে উঠবে, সংঘাতেব টান আমাদের মনেও সঞ্চারিত হবে। গোপাল ছেলেব কাছে স্বীকৃতি চায় মাত্র, শশী তাকে মানলেই হলো। তাব মনে বেদনাবোধেব উৎসে শশীব অস্বীকৃতিব চেয়ে বড়ো কাবণ নেই অথচ শশী তাকে সব কাজ থেকে দূবে সবিয়ে বেখেছে। এ বিষয়ে শশীব প্রশ্ন নেই, জিজ্ঞাসা নেই, জবাব নেই। গোপাল বলে —

“হয় না? কেন হয়” না শুনি? তুই বুঝি অবিধ্বাস কবিস আমাকে ?

শশী এবাব বিরক্ত হইয়া বলিল, অবিধ্বাসেব কথা কোথা থেকে আসে? আব কাবোকে ভাব দেবাব অধিকাব আমাব নেই। আমি দায়িত্ব না নিলে গভর্ণমেণ্টেব হাতে চলে যাবে।”

অর্থাৎ শশীব মনে বিবক্তি ছাড়া অথ কোনো প্রতিক্রিয়াই নেই। বলে বাবা-ছেলেব সংঘাত নেহাতই সাধাবণ একটা আপত্তিব একটা তুচ্ছ বাদ-প্রতিবাদেব বিষয় ছাড়া আব কিছু নয়। ভেবেছিলুম গ্রামেব যথার্থ পবিবেশ ও চবিত্রেব অভাব মিটেবে শশী-গোপালেব সম্পর্কেব বজ্র-বিদ্যুতে; সেটাই হবে চবিত্রগঠনেব বা কাহিনীব কেন্দ্র, তাব বদলে পেলাম অতি সাধাবণ ছ’একটা ঘটনা মাত্র, যাব টানে চৈতন্তেব কোনো চকিত দীপ্তিই ফোটে না আমাদের মনে।

“একদিন সে শশীকে বলিল, জানিস শশী, অনেক পাপে ভগবান আমাকে তোব মত ছেলে দিয়েছেন। তোব এত মহত্ব কিসেব তা কি আমি আব কিছু বুঝি না ভাবিস। আমাব সঙ্গে বেশাবেশি কবিস তুই, আমাকে লজ্জা দেবাব জন্তু শ্রায়বান সেজে থাকিস্!—মহত্ব। বাপ পাপিষ্ঠ, উনি মহৎ লজ্জা কবে না শশী তোব ?

গোপালেব মুখ দেখিয়া শশী একটু ভীতভাবে বলিল, আপনাকে আমি কখনো সমালোচনা কবি না বাবা।”

সেনদিদিব সন্তানঘটিত ব্যাপাবেও গোপাল নিজেই নিজেব জোরে শশীব ভবিষ্যতকে ঘুবিয়ে দিয়ে গেলে। শশীব নিজেব দিক থেকে স্বীকৃতি বা

অস্বীকৃতিৰ জোৰ কিছুই নেই। সংঘাতৰ কথাৰ তাই গোপালেৰ দাবাই বড়ো, নিষ্ক্ৰিয়, দুৰ্বল, ভোঁতা শশী নয়।

কুসুম-শশীৰ সম্পৰ্কে, পুতুলনাচেৰ ইতিকথাৰ সমস্যা ঘোচে না। কুসুম বা মানিকবাবুৰ মেয়েবা, ছেলেদেব মতোই অসহায়, পুতুল মাজ। কাৰণ যদিও তাৰা ঘৰেই সীমাবদ্ধ, যেমন ‘পুতুলনাচেৰ ইতিকথা’, সেই ঘৰও তাদেৰ চৈতন্ত্বে দৃঢ়মূল নহ। অনুবাগে বা বিবাগে ঘৰকে কেন্দ্ৰ কৰেই অস্তিত্বৰ তাৎক্ষণিকবোধ তাদেৰ জীৱনে ফোটো না, জীৱনেৰ প্ৰবাহে তাৰা যেন জলবিন্দুবই সমষ্টি, কোনো একটা মুহূৰ্ত্তে আত্মনিয়ন্ত্ৰিত এবং ঘটনাৰ নিয়ন্ত্ৰা নয়। ফলে উপস্থাসে চৰিত্ৰৰ অবকাশ থাকে না, জীৱনেৰ সম্ভাব্য সৃষ্টিৰ কল্পনা ও লক্ষ্য আগ্ৰহ এবং লডাই সম্পূৰ্ণই এক্ষেপে, বক্তৃহীন হয়ে পড়ে। কুসুম যেমন হঠাৎ জলে উঠে ফুৰিয়ে যায় এবং তাৰ ফুৰিয়ে নিঃশেষ হবাব বেদনা শিবায় শিবায় টান দেয় না, নিতান্তই ক্ষীণ, ভোঁতা একটা অস্পষ্ট মনোভাব ছাড়া।

“কুসুম স্নান মুখে বলিল, আপনাকে কি বলবো ছোটবাবু, আপনি এতো বোৰেন! লাল টকটক কৰে তাতানো লোহা ফেলে বাখলে তাও আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে যায়, যায় না? সাধ আহ্লাদ আমাব কিছু নেই, নিজের জন্তে কোন সুখ চাই না। বাকী জীবনটা ভাত বেঁধে ঘৰেৰ লোকেৰ সেবা কৰে কাটিয়ে দেব ভেবেছি—আব কোন আশা নেই, ইচ্ছে নেই! সব ভোঁতা হয়ে গেছে ছোটবাবু! লোকেৰ মুখে মন ভেঙ্গে যাবাব কথা শুনতাম এ্যাঙ্কিনে বুঝতে পেৰেছি সেটা কি। কাকে ডাকছেন ছোটবাবু, কে যাবে আপনাব সঙ্গে? কুসুম কি বেঁচে আছে? সে মৰে গেছে।”

আব এই কুসুমই প্ৰতিদিন শশীকে নানা আকৰ্ষণে টানতে চেয়েছে, অবাধ উদ্গাম হয়ে প্ৰকাশ পেয়েছে তাৰ অনুবাগে ও বিবাগে। কেন এমন হয়? কেন কুসুম এমন নিঃসাদে মৰে গেলো সৰাব চোখেৰ আড়ালে? যে-কুসুম স্পষ্ট বলতে দ্বিধা কৰেনি, “এমন চাঁদনি বাতে আপনাব সঙ্গে কোথাও চলে যেতে সাধ হয় ছোটবাবু।” বা “আপনাব কাছে দাঁড়ালে আমাব শবীৰ এমন কৰে কেন ছোটবাবু?”

আব শশী, ‘পুতুলনাচেৰ ইতিকথা’ৰ নায়ক শশী. যাৰ মধ্যে মানিকবাবু তাঁৰ জীবনবোধ, পৰিবেশ ও মানুষেৰ সংযোগ ও সংঘাতৰ কথা প্ৰকাশ কৰছেন, সে কী চেয়েছিলো? কুসুমেৰ পাশে দাঁড়িয়ে শশীৰ, কুসুমেৰ প্ৰশ্নেৰ

ধাক্কা, মনে হয়েছিলো, “শবীব! শবীব! তোমাব মন নাই কুসুম?” কিন্তু কাব মন চেয়েছিলো শশী, কাদেব মন? নিজেব মন কি সে খুঁজেছে কখনো? কী সে হতে চায়? কেনো? কেনোই বা জীবন তাকে নদীব উপমাব বাইবে খালেব দিকে ঠেলে নিয়ে যায়? এইসব কেনোব জবাব সমস্ত উপস্থানটিতে মানিকবাবুব খোঁজাব কথা। শশী চৰিত্ৰেব ব্যাখ্যাব প্ৰাথমিক সূত্ৰ হিসেবে তিনি লিখছেন: “শশীব চৰিত্ৰে দুটি স্পষ্ট ভাগ আছে। একদিকে তাহাব মধেয যেমন কল্পনা, ভাবাবেগ ও বসবোধেব অভাব নাই, অন্তৰ্দ্ধিকে তেমনি সাধাবণ সাংসাৰিক বুদ্ধি ও ধনসম্পত্তিৰ প্ৰতি মমতাও যথেষ্ট। তাহাব কল্পনাময় অংশটুকু গোপন ও মুক। অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে তাহাব সঙ্গে না মিশিলে একথা কেহ টেব পাইবে না যে, তাব ভিতৰেও জীবনেব সৌন্দৰ্য্য ও শ্ৰীহীনতাৰ একটা গভীৰ সহানুভূতি-মূলক বিচাৰ-পদ্ধতি আছে। তাহাব বুদ্ধি, সংযম ও হিসাবী প্ৰাকৃতিৰ পৰিচয়ই মানুষ সাধাবণত পায়। সংসাৰে টিকিবাব জন্তু দৰকাৰী এই গুণগুলিৰ জন্তু শশীকে সকলে ভয় ও খাতিৰ কৰিয়া চলে।

শশী চৰিত্ৰেব এই দিকটা গড়িয়া তুলিয়াছে তাহাব বাবা গোপাল দাস।”

কল্পনা ও ভাবাবেগেব দিক, সৌন্দৰ্য্য ও শ্ৰীহীনতা বুঝাব বিচাৰ-পদ্ধতি তাব মনে এনেছে ‘বই এবং বন্ধু।’ তাব আগে বাবা গোপালদাসেব হাতে ‘তাহাব হৃদয় ছিল সঙ্কীৰ্ণ, চিন্তাশক্তি ছিল ভোঁতা, বসবোধ ছিল স্থূল।’ “নবজাগ্ৰত বোধে, ‘কুমুদ ও বইয়েব আশ্ৰয়ে’ শশী একটু উদ্ভাস্ত হইয়া গেল। মাথা ঘামাইয়া জীবনকে ফেনাইয়া ফাঁপাইয়া মানুষ এমন বিবটি ব্যাপাব কৰিয়া তুলিয়াছে? জানিবাব এত বিষয়, উপভোগ কৰিবাব এত উপায়, বিজ্ঞান ও কাব্য মিশিয়া এমন জটিল, এমন বসালো মানুষেব জীবন?” ফলে, স্বভাবতই বন্ধু ও বইয়েব কল্যাণে শশীব হৃদয় যখন প্ৰশস্ত হলো, চিন্তাশক্তি হলো তীক্ষ্ণ, বসবোধ হলো মার্জিত (কী অবশ্য আমবা জানিনে—শা. ব.) “গ্ৰামে ভাস্কৰি কৰিতে বসিয়া প্ৰথমে সে যেন হাঁপাইয়া উঠিল। জীবনটা কলিকাতায় যেন বন্ধুৰ বিবাহেব বাজনাৰ মত বাজিতেছিল, সহসা স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। এই সব অশিক্ষিত নবনাবী, ডোবা পুকুৰ বন জঙ্গল মাঠ, বাকী জীবনটা তাহাকে এইখানেই কাটাইতে হইবে নাকি? ও ভগবান, একটা লাইব্ৰেৰী পৰ্যন্ত এখানে নাই।” শশীব জাগ্ৰত জীবনবোধে কলকাতা বন্ধুৰ বিবাহেব বাজনাৰ মতো! স্মৃতিৰাং এই জীবনবোধে অন্তিমেব যন্ত্ৰণাৰ হিসেব,



নিকেশ ঘটে না, সহজেই জীবনের মূলে শিকড়ে শিকড়ে বসসন্ধান অবাস্তব হয়ে পড়ে। জানাইতো আছে গ্রামটা গ্রাম, শহরটা শহর। তাছাড়া গ্রাম তো, সবাই জানে, অন্ধতা গোঁড়ামি-নোংবামিৰ বাজত্ব; শহরে থাকতে কতো মজা! শহরে ট্রাম-বাস, সিনেমা-থিয়েটার, মোহনবাগান।

শশী তাই “সহবেব অভ্যাস ঘটটা পাবে বজায় বাখিয়া বাকীটা সে বিসর্জন কবিতে পাবিল, কুমুদ ও বইএব কল্যাণে পাওয়া বহু বৃহত্তব আশা আকাঙ্ক্ষাও ক্রমেক্রমে সে চিন্তা ও কল্পনাতে পর্য্যবসিত কবিয়া ফেলিতে পাবিল।”

এ প্রায় গ্রামেব জন্ত শশীৰ আত্মবিসর্জন, মহত্বেব প্রাথমিক অভিযান। কিন্তু কলকাতাব বিয়েব বাজনাৰ মতো জীবন ফেলে এসে শশী গাওদিয়াব আকাশমাটিজলে মিশে যাবে, তাব চবিজ্বেব ছুটো স্পষ্ট ভাগ প্রকাশ পাবে তাব দৈনন্দিনেব জীবনযাত্রায় এই আশা কেউ পোষণ কবলে ঠকতে হবে। গাওদিয়াব সমগ্র ইতিহাসে, যে-ইতিহাস জুড়ে আছে শশীডাক্তাব, শশী কখনোই প্রচণ্ড জোবেব সঙ্গে ‘সংসাৰে টিকিবাব জন্ত দবকাবী গুণগুলি’ ব্যবহাব কবেনি বা আয়ব কখনো চকিত দীপ্তিব ঝলকেও জানতে পাবিনি তাব মুক ও গোপন অংশটুকু। অর্থাৎ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েব ব্যাখ্যায় শশী যা, কখনোই কাহিনীৰ শবীৰে সে তা নয়। কাবণ,—

“আব একদিক দিয়া শশীৰ মন শান্ত হইয়া স্থিতিলাভ কবিয়াছিল। তাহাব ইনটেলেকচুয়াল বোমাস্কেৰ পিপাসা। যাহা চায়েব ধোঁয়াব মত, জলীয় বাষ্প ছাড়া আব কিছু নয়, চাও নয়। জীবনকে দেখিতে শিখিয়া, অত্যন্ত অসম্পূৰ্ণ ভাসাভাসাভাবে জীবনকে দেখিতে শিখিয়া, সে অবাক হইয়া দেখিয়াছে যে এইখানে, এই ডোবা আব জঙ্গল আব মশা ভবা গ্রামে জীবন কম গভীৰ নয়, কম জটিল নয়। একান্ত অনিচ্ছাব সঙ্গে গ্রামে ডাক্তাবি শুক কবিয়া ক্রমেক্রমে এ জীবন শশীৰ যে ভাল লাগিতেছে, ইহাই তাহাব প্রথম ও প্রধান কাবণ।... শশীৰ মন শান্ত হইয়াছে, স্থিতিলাভ কবিয়াছে। কেমন কবিয়া হঠাৎ সে বুঝিতে পাবিবাছে কিডগিনেব জুতাটা, আশ্চৰ্য শাড়ীটা, বিশ্বয়কব ব্লাউজটাই আসল। আব আসল তখনকাব কুমুদেব টাকাটা। তাবপব তোমাব চেহাবা তো আছেই। ...

শশী এটা বুঝিয়াছে। কিন্তু হিসাব তো কম নয়? অতগুলি সমস্যা তো তুচ্ছ নয়? এটাও শশী স্বীকাৰ কবে। স্বীকাৰ কবে যে ব্যাপাবটা মন্দ নয়। মাঝষেব সভ্যতাৰ খুবই অগ্রগতিব পবিচয়, চমৎকাব উপভোগ।

শ্লোভ কবিবাব মত। পাইলে সে লাভবানই হইত। কিন্তু বঞ্চিত হইয়াছে বলিয়া মনের মধ্যে অসন্তোষ পুৰিয়া বাখিবাব মতও কিছু নয়।”

শশী, শহবেব প্ৰতিপক্ষে, বুঝতে পেবেছে গ্রামেব জীবনও গভীৰ, কম জটিল নয়। অথচ এই বোধে শশীৰ চৈতন্তেব কোনো প্ৰসাৰ ও পৰিবৰ্তন নেই। যেমন ছিলো সে কাহিনীৰ শুকতে, পৰিণতিতেও তাই। নায়কেব চৈতন্ত সম্প্ৰসাৰণেব কোনো কাৰ্যকাৰণ যেহেতু নেই কাহিনীতে, আমাদেব চৈতন্তও প্ৰসাৰিত হয় না, বুঝতে পাৰি না কেন জটিল গ্রামেব জীবন আব সেই গভীৰ জটিল জীবনেব বহিঃপ্ৰকাশই বা কী! শশীৰ কাছে, কোন্ কোন্ চৰিত্ৰেব টানাপোডেনে, জীবনেব বহু উদ্ঘাটিত হলো আব কেনোই বা হলো তা ব্যাখ্যা কৰাব প্ৰয়োজন মানিকবাবু বোধ কৰেন না। সৰচেয়ে বড কথা গাওদিয়া গ্রামেব পৰিচয় কি স্পষ্ট হয়েছে এই উপস্থাসে? সাধাৰণ মানুষদেব বোজকাব জীবনযাত্ৰাব প্ৰসঙ্গে গ্রামেব আকাশমাটিজলেব স্পৰ্শ পাওয়া যায় না ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’। তাই গ্রামেব জটিল জীবন তো দুবেব কথা, গ্রামেব ৰূপটিই ফোটে না চৰিত্ৰেব ক্ষেত্ৰম হিসেবে, সমস্তাব, জীবনেব টানেব ভিত্তি হিসেবে। তাই যদিও জানলুম গ্রামেব জীবন শশীৰ ভালো লাগছে, আমাদেব বিশ্বাস তৈৰি হয় না। বিভিন্ন চৰিত্ৰেব সঙ্গে সংযোগে কি বিবোধে যে-অসংখ্য গ্ৰন্থি পড়ে জীবনেব, পুতুল নাচের ইতিকথাব নায়ক শশীৰ ক্ষেত্ৰে তা কখনোই স্পষ্ট নয়। শশী যেনো বডসে বেড়ায় জলে মাখনেব মতো, কাৰণ শশীতো গোড়াতেই সব বুৰো ফেলেছে। অভিজ্ঞতাৰ টানাপোডেনে জীবনকে জানবাব আব কোনো প্ৰয়োজন নেই। গ্রামেব জীবন কেনো কোনো জীবনেব প্ৰতিই যে শশীৰ টান নেই, মমতা গডেনি তাৰ প্ৰমাণ শশীৰ নিৰ্লিপ্ত ভঙ্গী, কোনো কিছুতেই তাৰ অসন্তোষ নেই। ফলে দাবীও যেমন নেই স্বত্বীৰ, পৰিত্যাগেব বেদনাও বাজে না তন্ত্ৰীতন্ত্ৰীতে। শশীৰ ক্ষেত্ৰে কেনো, কোনো একটা চৰিত্ৰেও জীবনেব টান নেই। দুবস্ত আবেগে জীবনকে ধৰা, জীবনেব বসবিন্দুকে টানবাব জোৰ পেশিতে পেশিতে অল্পপস্থিত—যেমন অল্পপস্থিত জীবনেব প্ৰতি চূড়ান্ত বিবাগও। শশীদাস জীবনকে হাবাবাব ভয়ে সমগ্ৰ সভায় মথিত হয় না যেমন তেমন আনন্দেব প্লাবনে প্ৰাপ্তিব স্বৰ্গচূড়ায় ওঠেনা কখনো! সমস্তটা ভোঁতা, এমেনে নেওয়া ও মানিয়ে নেওয়ায় পৰ্যবসিত। তাই কুসুম চলে যাবাব মুহূৰ্তে শশীদাসেব জীবনে ট্ৰাজিক সঙ্কট ঘনায় না, আমাদেব মনেব আকাশও

থাকে সম্পূর্ণ মেঘমুক্ত। শশীদাসেব কাহিনীতে তাই আমরা আমাদের সমগ্রজীবনের সঙ্কট, অস্তিত্বের যন্ত্রণা ও উজ্জীবনের ছায়া দেখতে পাইনে; মানিকবাবু আন্তরিক ইচ্ছে সত্ত্বেও ট্র্যাজেডির নায়কের মর্যাদা পায় না। কাবণ জীবনে উজ্জল স্বাস্থ্যের উল্লাসই তো টানে জীবনকে মমতায়, বেদনা-যন্ত্রণাব মর্যাস্তিকতায় দেয় কল্লনাব আশা, যে-আশায় শতসহস্র প্রতিকূলতার মধ্যেও জীবন পুষ্পিত হতে চায়, খড়-কুটোকে অবলম্বন কবেই মৃত্যুব বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ায়। শশীদাসেব অনুবাগও নেই যেমন, বিবাগও নেই জীবনের প্রতি। জীবন তাকে ঠেলতে ঠেলতে যখন নিয়ে আসে খালের ধাবণায় তখনো সে সবকিছু মেনে নিতে দ্বিধা কবে না। যদিও লেখক ঘোষণা করেন, “শশী চোখ খুঁজিয়া বেড়ায় মানুষ।” সে যে কোন্ মানুষ বা কোথায় মিলবে তাব পূর্ণ পবিচয় সেকথা শশীদাস জানে না। জানেন কি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়?

জানেন না তিনিও। ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’ নামটিতেই সেই জীবনকে না-জানা তিনি দেগে দিয়েছেন। পুতুলনাচের ইতিকথা কেনো? না, তিনি তৎকালীন সমাজব্যবস্থাব আলোয় মানুষগুলোকে পুতুল ছাড়া আব কিছু ভাবতে পাবেন নি। তিনি ভাবতে পাবেন নি যেহেতু জীবনকে পড়বার চোখ তাঁব ছিলো না। জীবনকে তিনি দেখেছেন একটা স্রোতের মতো, এই স্রোত আবাব দুর্বাব গতি বানডাকা জল নয় কাবণ বস্তায় ভেসে যায় সাধের বাধাবন্ধ, প্রাকাব প্রাচীর, সেপাইসাত্ত্বী। তাব চেয়ে জীবনকে ছোটোমাপেব, আকাশে ধবে বাধা ভালো, ভাসিয়ে দেওয়া ভালো, খালের ঘোলা ময়ূর খাতে। ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’ব জীবন তাই মানিকবাবু পূর্বনির্দিষ্ট খালের স্রোতেই ভাসে, ভাসে মাটির পুতুলেব খড় আব বাঁশের কাঠামো নিয়ে। ওপবেব পলেক্তাবা ও বঙচঙ, যা মানিকবাবু খেয়াল খুশিতে লাগিয়েছিলেন, তা মুছে যেতে সময় লাগে না তাবপব প্রকাশ পায় কঙ্কালগুলো। “পুতুলনাচের ইতিকথা’য়” মানুষেব তাই জীবনের দুর্বাব, দুবস্তরূপেব বাইবে, তাই মানিকবাবু সেই খড় ও বাঁশেব কঙ্কালেব দিকে আঙুল দেখিয়ে তখন বলতে পাবেন, এই তো জীবন, এতো ক্ষুদ্র অর্থহীন জীবন। ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’য় তাই মানুষগুলো, জীবনের দুর্বাব দুবস্ত রূপেব বাইবে, অর্থহীন পোষাকে, বঙচঙে মুখোসে ঘূবে বেড়ায় স্রষ্টাব খেয়ালখুশি মতো, কাবণ মানিকবাবু জানেন পুতুলদের মাটিতে কোনো দাবী নেই, দাবী নেই আকাশ

ও জলেব। যদি দাবী কখনো তাদের ইচ্ছায় প্রকাশ পেতে চায়, সে-দাবী শক্ত মাটিতে বুধাই আঁচড়কাটা, পুতুলেবা প্রাণান্তেও মাটির বন্ধে তাদের প্রাণের শিকড় পৌছোতে পাববে না।

জিজ্ঞাস্ত হতে পাবে এবাব মানিকবাবু জীবনকে এমন অর্থহীনতায় পর্যবসিত কবলেন কেন? কাবণ তিনি কখনোই জীবনকে গভীৰভাবে বুঝতে চেষ্টা কবেননি। জীবনকে তাব তাৎপৰ্যে, পেশিসবল স্বাস্থ্যে খোঁজ না কবে মাটিই আঁচড়েছেন শুধু আব মিথ্যাব ছলনায় সাধাবণ দুঃখকষ্ট-গ্লানিকে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে জীবনেবই বিৰুদ্ধে ব্যবহাব কবেছেন। জীবন তাঁব কাছে অর্থহীন, নিশ্চাণ বস্তুমাত্র যেমন ‘পুতুলনাচেব ইতিকথা’র এবং এবই উন্টোপিঠে কদৰ্শ নোংবামিব স্তপমাত্র, যেমন ‘চতুষ্কোণে’ এই দুই প্রান্তসীমাব মাঝখানে যদিবা কখনো দোলা লাগে সেই দোলা মিথ্যা অসাব বোমান্টিকতাব। যেমন ‘পুতুলনাচেব ইতিকথা’ব কাহিনী যে-দুটি খিলানে দাঁড়িয়ে আছে, কুমুদ-মতি ও নন্দ-বিন্দুবাসিনীব কাহিনী, সেই দুটোই অর্থহীন ছন্নছাড়া বোহেমিয় বোমান্টিকতাব স্তম্ভ। একদিকে জীবনেব প্রতি চূড়ান্ত বিতৃষ্ণা এবং তাবই উন্টোপিঠে অবাধ খেয়ালে উধাও নায়ক-নায়িকা ‘পুতুলনাচেব ইতিকথা’র কাহিনীকে যেমন অসম্বন্ধ, খাপছাড়া প্রতিক্রিয়ায জড়িয়েছে তেমনি লেখকেব জীবনেব প্রতি চূড়ান্ত বিবমিষা প্রকাশ কবেছে। জীবন যেখানে দায়িত্বেব, দাবী ও সংগ্রামেব, লেখক সেখানে তাদের কার্ড-বোর্ডেব পুতুলে কপান্তবিত কবেছেন আব যেখানে স্বভাবতই জীবন অস্বীকৃত তিনি অবাধ খেয়ালেব পক্ষীবাজ ঘোড়ায় তাদের রূপকথাব জগতে পাঠাতে দ্বিধা কবেন নি। অর্থাৎ জীবনেব ষবে তিনি সিঁদ কাটতেও নাবাজ অথচ জীবনকে অস্বীকাব কবাব বেলা সবাব আগে। “পুতুলনাচেব ইতিকথা”র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েব জীবনবিতৃষ্ণা ও ছিন্নমূল বোহেমিয় বোমান্টিকতা, জীবনে সক্রিয় সহযোগেব (যাকে এক ইংবেজ সমালোচক বলেছেন ‘attitude towards life, in its responsiveness, is courage and vitality’), অভাবে, তাব সোচ্চাব বাজনীতি ও মানবতাবাদ সত্ত্বেও ক্রমশ চোবাগলিতে ঠেলে নিয়ে গেছে। শুরুতেই তাই জীবন তাঁব কাছে বজ্রাঘাতে দগ্ধ একটি গাছ—হাক্ষোষ নামক একটি প্রাণীব মতো। শুধু তাই নয়, জীবনেব চাইতে মৃত্যুব সবীষ্প রূপই তাঁকে মাতিয়েছে বেশি এবং কাহিনীব শুরুতে তাঁবই জবানীতে জানতে পাৰি আমাদেব বর্তমান কাহিনী মৃত্যুব শীতল হিমছায়া দিয়ে মোড। মৃত্যুই প্রতীক জীবনেব।

“হাকৰ মাথাৰ কাঁচা-পাকা চুল আৰু মুখেৰে বসন্তেৰে দাগভৰা কক্ষ চামড়া  
ৰলসিয়া পুড়িয়া গেল। সে কিন্তু কিছুই টেব পাইল না। শতাব্দীৰ পুৰাতন  
তৰুটিৰ মুক অৰুচেনাৰ সঙ্গ একাৰ বছৰেৰে আত্মময়তায় গড়িয়া তোলা  
চিন্নয় জগৎটি তাহাৰ চোখেৰে পলকে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ....

বটগাছেৰ ঘন পাতাতেও বেষীক্ষণ বৃষ্টি আটকাইল না। হাক দেখিতে  
দেখিতে ভিজিয়া উঠিল। স্থানটিতে ওজোনেৰে ঝাঁঝালো সামুদ্রিক গন্ধ ক্ৰমে  
মিলাইয়া আসিল। অদূৰে কোপটিৰ ভিতৰ হইতে কেয়াৰ স্তম্ভিগন্ধ ছডাইয়া  
পড়িতে আবন্ত কবিল। সবুজ বঙেৰে সৰু লিকলিকে একটা সাপ একটা  
কেয়াকে পাকেপাকে জডাইয়া ধৰিয়া আচ্ছন্ন হইয়া ছিল। গাষে বৃষ্টিৰ জল  
লাগায় ধীৰে ধীৰে পাক খুলিয়া কোপেৰ বাহিৰে আসিল। ক্ষণকাল স্থিৰ-  
ভাবে কুটিল অপলক চোখে হাকৰ দিকে চাহিয়া থাকিয়া তাহাৰ দুই পায়েৰ  
মধ্য দিয়াই বটগাছেৰ কোটেৰে অদৃশ্য হইয়া গেল। ....

বৃষ্টি থামিতে বেলা কাবাব হইয়া আসিল। আকাশেৰে একপ্ৰান্তে ভীক  
লজ্জাৰ মত একটু বঙেৰে আভাষ দেখা দিল। বটগাছেৰ শাখায় পাখীৰা  
উড়িয়া আসিয়া বসিল এবং কিছু দূৰে মাটিৰ গায়েৰে গৰ্ভ হইতে উইএব দলকে  
নবোদগত পাখা মেলিয়া আকাশে উড়িতে দেখিয়া হঠাৎ আবাব সেই দিকে  
উড়িয়া গেল। হাকৰ স্থায়ী নিস্পন্দতায় সাহস পাইয়া গাছেৰ কাঠবিড়ানীটি  
এক সময় নীচে নামিয়া আসিল। ওদিকে বুঁদি গাছেৰ ডালে একটা গিবগিটি  
কিছুক্ষণেৰে মধ্যেই অনেকগুলি পোকা আকৃত কবিয়া ফেলিল। মৰা শালিকেৰে  
বাচ্চাটিকে মুখে কবিয়া সামনেৰে মাঠ দিয়া ছপ ছপ কবিয়া পাব হইয়া যাওয়াৰ  
সময় একটা শিৰাল বাববাব মুখ ফিৰাইয়া হাককে দেখিয়া গেল। ওবা টেব  
পায়। কেমন কবিয়া টেব পায় কে জানে!”

বীভৎস মৃত্যু ও জীবনেৰে বিকল্পে মডয়ন্তেৰে এই কুটিল ভাববহ আবন্তেৰে পৰ  
অন্তবৰ্তী অবস্থা জুড়ে জীবনেৰে পৰাজয় যে অবশ্যম্ভাবী সে-বিষয়ে সন্দেহেৰে  
কোনো কাৰণ থাকে না এবং পৰিণতিতে হয় মৃত্যু নহে ন্যূজ দেহ জীবনেৰে  
অৰ্থহীন, অপ্ৰাসঙ্গিক ক্ষীণ অস্তিত্বেৰে জেব টেনে চলাই অনিবাৰ্য। শশী তাই  
‘মানুষ খুঁজিয়া বেডায়’ বটে, তাৰে মানুষ খোঁজা নিজেৰেই ছায়াকে খুঁজে  
ফেৰা! একটা মৃত্যু থেকে আৰু একটা মৃত্যুতে জীবনেৰে প্ৰবাহ মানিক  
বন্দোপাধ্যায়েৰে খালেই প্ৰবাহিত হয়। “মামলা কবিতো শশী বাজিতপুৰে  
য়ায়, ফিবিবাৰ পথে চোখ তুলিয়া দেখিতে পায়, খালেৰে ধাবে বজাহত একটা  
বটগাছ শুকনো ডালপালা মেলিয়া দাঁডাইয়া আছে। গাওদিয়াৰ ঘাটে

গোবৰ্দ্ধন নৌকা ভিড়ায়। নন্দলালেব পাট জমা কৰা শূণ্ণ চালাটা প্ৰায় ভাঙিয়া পড়িয়াছে দেখিয়া শশীৰ মনে হয় নন্দলালেব পাট জমা কৰা বিন্দুব দেহটাও হয়তো এতিয়া এমনিভাবে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। 'জোৱে আৰু আজকাল শশী হাঁটে না, মহুৰ পদে হাঁটিতে হাঁটিতে গ্ৰামে প্ৰবেশ কৰে।'

হীৰেনবাবু কী অৰ্থে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েৰ পৰিবেশ, জীৱন ইত্যাদিব সংযোগ ও সংঘাত খুঁজে পেয়েছেন জানি না। বৰ্তমান আলোচনাৰ ক্ষেত্ৰে ধুৰ্জ্জটিপ্ৰসাদ মুখোপাধ্যায়েৰ আশাও অপ্ৰমাণিত হয়েছে। আমাৰ অবস্থা মনে হয়, হীৰেনবাবু এৰং ধুৰ্জ্জটিবাবু সমসাময়িকতাৰ কাৰণেই সম্ভবত, মানিকবাবুব জীৱনবোধ তলিষে বিচাৰ কৰেননি। শবৎচক্ৰ চট্টোপাধ্যায় মণাথেৰ ঐতিহ্যেৰ ক্ষেত্ৰে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েৰ চমক তাঁদেৰ কাছে, ছোটোগল্লেৰ কাঠামোতে এমন ঝলসে উঠেছিলো যে, ভাবেননি ছোটোগল্লেৰ চমকে ও পৰিসৰে জীৱন-বোধেৰ গভীৰতা অতলস্পৰ্শী মনে হলেও উপস্থাসেৰ আয়তনে, চবিত্ৰৈক্য বিস্তাৰে ও সম্পৰ্কেৰ জটিল বিচ্ছাসে ফাঁকি আঁড়ালে বাখা যায় না। উপস্থাসেৰ ক্ষেত্ৰেই জীৱনবোধেৰ পৰীক্ষা হয় দৈনন্দিনেৰ প্ৰত্যক্ষতায়, অস্তিত্বেৰ নিকষে। ছোটোগল্লেৰ ওঁৰা যাকে মনে কৰেছিলেন পৰিবেশেৰ 'চাপে' মানুষেৰ সম্ভাব পৰিবৰ্তন, 'কাঁধ বেকে যাওয়া' ইত্যাদি উপস্থাসেৰ কাঠামোয় বিশ্লেষিত হওয়ায় দেখা গেলো আসলে জীৱনেৰ প্ৰতি অনীহাই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ে তিৰ্যক-ভঙ্গী, বিক্ৰপ ও মৃত্যুৰ উপমা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েৰ নিষ্কৰণ কাঠিগু ও সম্ভা ভাবালুতা আসলে জীৱনেৰ প্ৰতি প্ৰীতিহীনতা থেকেই আসছে। 'পুতুল-নাচৰ ইতিকথা'ৰ যাদবেৰ অতিপ্ৰাকৃত কাহিনীৰ 'সংযোগ'-বহুস্ত ও 'পদ্মানদীৰ মাৰি'ৰ হোসেনমিয়াৰ দূৰসাগৰেৰ দ্বীপ প্ৰায়ই একই মনলোলো গঠিত। তাই যতোই ধুৰ্জ্জটিবাবু মনে কৰন 'পদ্মানদীৰ মাৰি'ৰ ক্ৰটি 'যুটোপিয়া-প্ৰীতি' আমি তাঁৰ বায়ে সায়ে দিতে পাবিনে। কাৰণ যুটোপিয়া-প্ৰীতি তো একটা নিৰ্দিষ্ট মানসিকতাৰ ফল, তাৰ কাৰণ নয়। উপস্থাসিকেৰ যুটোপিয়া-প্ৰীতি বাস্তব কাহিনীতে আসে জীৱনবিমুখতা থেকে,—সাঁংসমেঁ বা ফুৰিষেবেৰ যুক্তিতে নয়। ধুৰ্জ্জটিবাবু তাই বলতে পাবলেন না যে মানিকবাবু কদাচ বোৰেননি নৈবাজ্য ও নৈবাত্ম্য এক ঘটনা নয় আৰু হীৰেনবাবু বোকাতে পাবলেন না শিল্পীৰ কাছে কোনো মতবাদেৰই মূল্য নেই, তাৰ স্বকীয় মাধ্যমেৰ নিজস্ব যুক্তি ছাড়া। আৰু আসলে শিল্পীৰ মূক্তি তো জীৱনেৰ সমুদ্ৰস্নানে, মতবাদেৰ বাঁধা ফ্ৰেমে নয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাই, হীৰেনবাবুৰ বক্তব্য সত্ত্বেও, জীৱনকে আবেগেৰ চুড়োয় ধৰতে পাবলেন না বলে, চাঞ্চল্যকৰ ক্ষমতা নিয়েই হেৰে গেলেন তাবাসক্তবেৰ পাশাপাশি।

## গোলাপী শহরে

অসীম রায়

নাগব দুর্গেব বুক্ মেঘেব শিঙাব  
কে যায় কে যায় দূরে  
সাবি সাবি গোলাপী মহল  
চলে যায় 'এ্যামবাসাডব'  
শেঠেব হলুদ 'ডজ'  
জহ্বী বাজাবে  
শান্ত ছুটি উট চলে।

সজল মেঘেব ছায়া  
আবাবল্লী পাহাডেব গায়  
অশ্বব প্রাসাদে ছায়া পড়ে  
কে যায় কে যায় দূরে  
আজ শনিবাব  
সাইকেল টোঙ্কাব ভিড সবকাবী দপ্তবে  
পিচঢালা চওড়া বাস্তায়  
আবও দূবে মেঘলা ছপুবে  
হলুদ পাগডীব নীচে বাজস্থানী চায়ী।

বৃষ্টি নামে গোলাপী শহবে  
কে ডাকে কে ডাকে  
সিক্কী শবণার্থী ডাকে দবজাব গোডায়  
সাইকেলে পেযাজেব থলি  
আবও দূবে  
মুখব হয়েছে কেকা বাসস্ত্যাণ্ডে ত্রিপলী বাজাবে।

## চল সখী চল কুতবে

অসীম রাস

চল সখী চল কুতবে,  
এস ফুটিব বড়ীন নিশান উডাই,  
মলিন ছিন্ন বিষাদেব কাঁথাখানা  
টেনে ফেলে দাও হাওয়াব আলিঙ্গনে,  
চল সখী চল কুতবে।

গগনে গগনে জলেভবা হৃন্দুভি,  
পশ্চিমা মেঘ সজ্জিত তলোয়াব,  
হাওয়া নাড়া দেয় বাঁহুপতিব ভবনে দীপ্ত নিশান,  
হাওয়া খুলে দেয় চকিত স্কুটারে তরুণীব নীল ওড়না,  
লাল কেলাব চূড়ায় বকেব পাতি,  
নিশি নিশি জেগে সমস্তে বোনা বিষাদেব কাঁথাখানা  
ফেলে দাও ফেলে দাও ;  
চল সখী চল কুতবে।

চল সখী চল কুতবে,  
কুতবুদ্দিন উর্ধে ছুঁড়েছে চ্যালেঞ্জ,  
রাখবে তো জোবে নিঃখাস টেনে নাও,  
আঁধাবে আলোয় ঘুবে ঘুবে ওঠা স্বর্গেব এই সডক  
নাবিকেব চোখে দিগন্তে আঁকা বনানী ,  
ক্লান্তি জমেছে অনেক হয়েছে কী,  
বেদনা বয়েছে অনেক হয়েছে কী,  
মিনাবেব মতো তাকিয়ে বয়েছে ঐ  
তোমাব আমাব হৃদয় ;  
চল সখী চল কুতবে।



## একটি শ্বেত বাত

### ৩ তার শিখা দেখে

জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

আমি ধাবাবাহিক তাকিয়ে আছি  
সামনের শুভ্রশ্বেত বাতি আব উজ্জ্বল শিখাব  
দিকে চেয়ে ; আব ধাবাবাহিক তাকিয়ে থেকে  
মনে হলো : একটি নাবীব বিলম্বিত দীর্ঘ শুভ্র বাহ ;  
আব সেই বাহ তাব অনামিকাব শীর্ষে  
ধবে বেখেছে হলুদাভ অগ্নিব ফুলিঙ্গ ।

ধাবাবাহিক তাকিয়ে থেকে থেকে আবো  
মনে হলো : সেই নাবীব নিলিপ্ত নিশ্চেষ্ট চাহনি  
আন্দোলিত ফুলিঙ্গের চেয়ে আবো অচঞ্চল ,  
মোম গলে ক'টি আতপ্ত ফোঁটা ঝবে, আব  
আমি অল্পধাবন কবলুম : সেই নাবীব দীর্ঘ শ্বেত দক্ষিণ  
বাহ কয়েকটি অকৃত্রিম অশ্রুফোঁটায় সিক্ত হলো ।

অবাধ তাকিয়ে থেকে আমি অল্পমান কবলুম ,  
সেই নাবীব, নাভিব নিটোল শূন্যতা পর্বন্ত, আবক্ষ  
প্রতিমূর্ত হলো যেন , আব সেই নাবী তাব  
অগ্ৰহাতে বামস্তন নিদারুণ ব্যর্থতায়  
নিষ্ফল নিষ্পেষণ কবে কবে  
বিক্ততায় চূর্ণ চূর্ণ হয়ে আনতমস্তক হলো অন্ধকাবে ।

হাওয়া এলো কোথা থেকে, ধাবাবাহিক তাকিয়ে  
থাকাব শেষ হলো ; আব সেই অনামিকাব স্তম্ভে হলুদাভ  
অগ্নিব ফুলিঙ্গের শেষ : সেই নির্দয় অন্ধকাব চক্রাকাবে  
সমস্ত কক্ষ খুঁজে ফেবে উন্মাদেব মতো ,  
শিথিলহস্ত সেই নাবী শ্বেতশুভ্র বাহ যাব, এখন সান্ত্বনাব  
ভাষা খোঁজে ॥

## পাড়ার মা-বাপ

পুৰ্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচাৰ্য

( কোনো কোনো মহলেব ক্ষমা-প্ৰাৰ্থনা পূৰ্বক )

দয়াব শবীৰ তাঁব, পবমবৎসল  
তিনি বিগলিত ভগবান ,  
অতুল্য দাতব্য তাঁব বিলান পাডাৰ—  
শাড়ি, ব্লাউজ, এস্তাব সাবান ।

কৰ্মঠ দিনেব শেষে আমাব চৌকাঠে  
তাঁব প্ৰশ্ন সন্নেহ, সাহসী  
মাখন-ৰুটিব মতো সংগত গলায় ,  
কেননা আমিও তাঁব মেয়েব বয়সী ।

পেঁচিয়ে কেঁচোৱ মতো পিচ্ছিল কুশলী  
দেবতুল্য কথায় এগোন ।  
আফিমেব মোতাতে ডুবে থাকি ! দয়াব বাতাসে  
নিবে যায় সম্পন্ন লঠন ! ..

ঘাতক দেহেব স্বথে নিৰ্গলিত নিবিড শোণিত :  
সংঘৰ্ষেব বাত্ৰি নিবাকাব !  
সৰ্বস্বান্ত স্বৰ্ণলতা বনম্পতিকৈ শুধায়,  
ডাকেনি কি ভোবেব হকাব ?

খিডকিব ছুয়াব দিয়ে সাবধানী একটি প্ৰস্থান ।  
সাৰ্বভৌম দয়াব প্ৰতাপ  
ভাঙা-বোতলেব কাচে, বিধ্বস্ত শয্যায়  
বেখে যান পাডাৰ মা-বাপ ॥

## অবকাশ

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

কখনো-বা মন ভবে লঘু পায়ে নামে অবকাশ ।  
তখন স্বপ্নেব মতো ঢেকে ফেলে জ্যোৎস্নায় আকাশ—  
ফুল, পাখি, পৃথিবীকে একান্তই কাছে মনে হয়,  
মুগ্ধ চোখে পাঠ কবি নক্ষত্রেব অপাব বিস্ময় ।  
কখনো পৃথিবী 'পবে ঝবে পড়ে আকাশ-শিশিৰ—  
অশ্রু' মতন যেন লবণাক্ত স্বাদে পৃথিবীৰ,  
বিকীর্ণ চাঁদেব আলো মুছে দিয়ে কখনো কুয়াশা  
স্থলিত বাত্ৰিৰ মতো, মুক হয় অধবেব ভাষা ।

কখনো-বা অবকাশে তাকে নিয়ে হয়েছি নিবিড়—  
কত কথা—তাবা যেন আকাশেব নক্ষত্রেব ভিড় ।  
বিগুপ্ত পৃথিবী ঘিবে স্ফুট বুঝি শস্ত্র-শ্রামলতা ।  
তখন বহিৰ মতো আমাদেব দোল খায় কথা ।  
কাছে পাই : ভালবাসা আঁখি মেলে : নামে অবকাশ,  
তাবপৰ ভেঙে যায় নীড়-স্বপ্ন, নিলিপ্ত আকাশ ।

## কেন্দ্রমণি

শিবশঙ্কু পাল

আমাব বিশ্বাসে যাহু আছে ।  
হৃদয়েব কেন্দ্রমণি সে এক আদিমতম আলো  
যেখানেই পড়ে সব কাদা আর কান্নাব প্রাকার  
অনায়াসে ভেঙে পড়ে নড়বড়ে পুতুলেব মতো ।  
এবং অতঃপৰ বন্দিনীকে ব্যাপ্ত নীল দিগন্তেব বৃকে  
আদবে বসায় পাশে যাহুকর আমার বিশ্বাস ।

অন্তবদ্ধ কথাবার্তা, মায়াম্পর্শ স্তব্ধতায় মুখোমুখি বসে  
 চেয়ে দেখি ব্যক্তিগত অতীতব চোখে  
 মানুষের লালবক্ত বিজয়ীৰ মতন উজ্জল  
 শ্রোতেশ্রোতে বহমান ওই ।

বিমুক্ত সঙ্গিনী পাশে, অলঙ্কৃত নিরুপম দেহ  
 মনে হয় বিভাবতী জ্যোতিষ্কের শোভা,  
 সে বলেছে, 'প্রবাহিত ওই বক্তশ্রোতে চলো যাই  
 ভেসে যাব, ডুবে যাব, ওখানেই, চিনে নেব সব  
 আনন্দ বেদনা দ্বিধাদ্বন্দ্বের আবর্ত; যেহেতু  
 কলঙ্কের দাগশূণ্য হীবকের উজ্জলতা ওবা ।'

তাই যাবো । বক্তাকব নদী  
 শ্রোতের অক্ষুট স্ববে আমাদেবই ডাক দিয়ে যায় ॥

## মুকুর ৬০

## শক্তি চট্টোপাধ্যায়

মর্মবে গভীর ব্যঙ্গ, শিল্পী জানো প্রেম সন্দীপনী !  
 অবগাঢ় কোবকার বচে বমণীব বক্ষে অক্ষিপটে, হৃদে,  
 নিরুক্ত মর্মবে কবে বেথাপাত হবে হে ঈশ্বর ?  
 অথবা অগম শিলা, জয়ন্ত, যক্ষিণী শিল্পবিদে ।

মৃদঙ্গবিলাসী শিল্পী বৃক্ষশাখে সাজায় ঝুলনা,  
 শ্রীঅঙ্গ গড়িতে গেছে চিম্ময়তা, অঙ্গ, গালা মৃৎ  
 অবসন্ন গ্রন্থিমালা, ক্ষীণজয়ে সৃজ্যমান দ্রুত  
 ছায়ায় বাটালি পড়ে, ভ্রান্ত ছেনি...উত্তম বিমনা ।

মৃদঙ্গ শ্রীবাধা বাজো, অতসীনুপুবে বাজো ধনি,  
 হাঁসগ্রীবা সর্বোবব চন্দ্রকুঞ্জ ; দয়াহীন প্রেত  
 ভুলায় গার্হস্থ্য যব, মুখভ্রাণ । পুলিননুপুবে  
 সখাচথাবিবহিত মগ্ন দেশ নিমগ্ননগরী  
 মর্মবে সংহত আমি, স্থাবব, বিদর্ভসন্নিবেশে  
 পোতচূর্ণ, অস্থিধূলা, চন্দ্রভস্মভাবে পড়ে বব ।

## যজ্ঞগার উপকূলে

ফণিভূষণ আচার্য

অবিশ্রাম ডুব সাঁতাবে তবু লোকটা বাঁচাব প্রত্যাশী  
 সমুদ্রে সে ছুটেছিল সমুদ্রকে ভালোবেসে বাতে  
 নীলিমায় দৃষ্টি হেনে বুঝি ভেবেছিল অবিখ্যাসী  
 ওখানে প্রাণেব মাটি খুঁজে পাওয়া যাবেনা দুহাতে ।

তাই সে বন্দবে শুয়ে শুনেছিল বক্তেব কল্লোলে  
 বজ্রনীব অন্ধকাবে পূর্ণতল প্রেয়সীব স্বব  
 ভেবেছিল আকাশেব অন্ধকাব আবো ঘন হলে  
 মোমেব মুখেব মতো তুলে ধববে দুটি হাতে  
 আদিগন্ত সমুদ্রেব বড ।

অবিশ্রাম ডুব সাঁতাবে তবু লোকটা বাঁচাব প্রত্যাশী  
 সমুদ্রত লক্ষ বাহু তাকে এক স্ননির্জন স্তম্ভতায় টানে  
 সহস্র নথবে বিদ্ধ কবে তাকে যেন বাশি রাশি  
 অদৃশ্য শীতল জিহ্বা, তবুও প্রতিজ্ঞ লোকটা  
 বাঁচতে চায় সমুদ্রল প্রাণে ।

তাকে দেখে হেসে উঠলো অন্ধকাব সমুদ্র নীলিমা  
 এবং সে নিজেও হাসলো, জানতে সেও পেবেছিল বুঝি অবিখ্যাসী  
 খুঁজেও পাবেনা দুটি বাহু তাব ইচ্ছে কিংবা অনন্তেব সীমা  
 অবিশ্রাম ডুব সাঁতাবে তবু লোকটা বাঁচাব প্রত্যাশী ।

আমাকে কিছু মন্ত্র শেখাও যা' দিয়ে অতীত ভুলে যাবো।

এখন তবে থাক, এখন বাত্মি  
নিস্কর অন্ধকাবে  
ঘুমেব মতন গাট কিছু আমাব ছু'চোথে  
যা'তে ভুলে যাবো সমস্ত অতীত  
সমস্ত স্মৃতি  
সম্পূর্ণ বেদনা,  
আমাকে একটি মন্ত্র শেখাও  
তেমন কোনো যাছ।

বেদনা আমাব অসহ  
স্মৃতি আমাব বেদনা  
কিন্তু সেই তো আমাব আজন্মের সঙ্গী!

ভোবে যখন মোবগ ডাকে,  
স্বর্ঘটা লাকিয়ে ওঠে আকাশে  
তোমাব মন্ত্রের মতোই উচ্চারণ কবি :  
হে বিবাদ ; তুমি আমাব আজন্মের সহচবি।

এখন কেন এলে, এখন যে বাত্মি।  
ছিঃ ছিঃ কাপুরুষ, স্বর্ঘকে তুমি ভয় পাও,  
আব আশ্চর্য,  
মেঘে মেঘে যখন ছেয়ে ফেলে আকাশ,  
চন্দ্র, তাবকা, যখন ফোটে অসহ বেদনায় নাম না জানা ফুল  
বাগানে, প্রসূতিব ঘবেব কোনে,  
কাপুরুষ, তুমি আস বিক্রমে—জন্মাবার আশ্চর্য মূল্যে।

বেদনা আমাব অসহ  
স্মৃতি আমাব বেদনা,  
কিন্তু সেই তো আমাব আজন্মের সঙ্গী ॥

## সাগরিক

আবুল কাশেম রহিমউদ্দীন

এপাবে ওপাবে চড়া—

ছ'একটি নিভন্ত চিতা যেন মবা ডাইনীর চোখ !

মধ্যে ঘোলা হাঁটুজল নদী—

এখানে স্নানার্থী তুমি। তুমি চাপ এখানে কি বব ?

নদীতে ডুবিয়ে মন কী প্রার্থনা পাঠালে আকাশে—

যেখানে আকাশও বালুচব।

নুবেব অবণ্যে গান, পাহাড়েব সবুজ সেতাবে

ঝরঝর ভৈববী তুমি শোননি কি ঘোঁবনে কখনো,

ভেসে ভেসে দক্ষিণেব ফুলেব নিঃশ্বাসে

আসেনি কি ধবা দিতে মেঘেব দেশের কোনো মন,

আচমকা ঘোমটাখোলা নতুন বধুব

সলজ্জ হাসিব মতো অম্মাণেব সোনালি প্রান্তর

তোমাকে দেয়নি ডাক ? অথবা কি না দিয়েই সাড়া

আ-যোজন পথেব পাথবে

পায়েব হাতুড়ি ঠুকে অবশেষে এখানে থেমেছ,

এ-নদীব ছানিপড়া চোখে

অন্ত কোনো জীবনেব প্রতিবিশ্ব তুমি কি দেখেছ ?

এখানে দিগন্ত বাঁকা, নিষাদের হাতেব ধনুক,

এখানে প্রত্যহ দিন তীক্ষ্ণতীব, পাখিব ডানায়

নামে না সন্ধ্যাব গান, এদিকে ওদিকে

করুণ আতঙ্ক শুধু ঝঝা পালকেব বেদনায় !

তুমি কি তাপস তবু, ভগীবথ প্রেমে উজ্জীবিত  
 স্বেদেব অক্লান্ত গান এ-জলেব ক্ষীণকণ্ঠে টেলে  
 গঙ্গা নয়, সমুদ্রে পাঠাবে আমন্ত্রণ ?  
 জোয়াবেব অকাল বোধন  
 হাজাব ঢেউয়েব অর্ঘ্যে সহজ কি জাগানো এ-ঘাটে,

সূর্য কি পবাস্ত হবে ললাটেব চৈত্রে ফাটা মাঠে ॥

হোরী

মানস রায়চৌধুরী

তোমাকে বেসেছি ভালো একথা বটেছে চতুর্দিকে,  
 কানাকানি জনেজনে শুনি কত শ্লেষ টিটকাবী,  
 দূষিত ধোঁয়াব তাপে প্রণয়েব বক্তিমতা হ'ল প্রায় ফিকে  
 বসন্ত সে বহুদূর—তবুও বলছি সখী মাতো ফাগুয়ায়  
 গাঢ় বঙে ভবো পিচকাবী ॥

কবে যে পেয়েছি দেখা আত্মহাবা বাহুব বন্ধনে  
 গোপন খবর তবু এ-মুখ ও-মুখ থেকে জানে সর্বজনে  
 বিহ্বল পূর্ণিমা ঢেকে তাই কি ছড়ায় অন্ধ অমা ?  
 জানি আজ কৃষ্ণপক্ষ—তা সত্ত্বেও আদিগন্তে ভাস্বর ছুঁচোখে  
 জ্যোৎস্না নামাও প্রিয়তমা ॥

কেন মিথ্যা লজ্জা পাও, তোমাব আমাব অঙ্গীকাবে  
 অলস মিথুন নয়, প্রেমের মৌলিক ভাষা আলো-অন্ধকাবে  
 বিকাশে আপন রূপ, বাত্রিশেষে পাপডি মেলে যেমন সবোজ  
 কান্তন যদিচ দূবে—তবু ডাকি এসো প্রিয়া আজকে হু'জনে  
 বাজাই স্নায়ুব বীণে বসন্ত পবজ ॥



## সমুদ্ৰেৰ মৌন

ভেৱকৰ

নানাবকম ফোঁজী তোড়জোডেৰ পৰে সে এল। প্ৰথমে হাজিৰ হল দুই পৰ্টন, দুজনবই কটা বং ; একজন বোগা নডবডে, আৰু একজন গ্যাট্টাগোটা চণ্ডা, পাখুবিয়াৰ মতো কডা দুই হাত। বাইবে থেকেই তাৰা আমাৰ বাডীটা দেখল। তাৰপৰে এক সুবাদাৰ এল, তাৰ সন্ধে জুটল নডবডে নাষেকটি। তাৰা ভাবলে যে তাৰা ফবাসী বলছে, কিন্তু তাৰেৰ কথাৰ কিছুই আমি বুঝলুম না। যাহোক, থালি ঘৰ কটা দেখিয়ে দিলুম, তাতেই তাৰা থামল।

পৰদিন সকালে একটা প্ৰকাণ্ড ধূসৰ ফোঁজী টুবিং-কাৰ আমাৰ বাগানে ঢুকল। চালক আৰু ছিপছিপে কটাচুলু হাসিমুখ ছোকৰা এক সৈন্ত দুটো প্যাকিং-কেস নামাল, আৰু এক ধূসৰ কাপডে মোডা বডো পুটলী। মাল বোৱাই হল সবচেয়ে বডো ঘৰটোতে। গাড়ীটা চলে গেল এবং কয়েক ঘণ্টা পৰে ফুবেৰ শব্দ শুনলুম। তিন সওয়াৰ হাজিৰ হল, তাৰেৰ একজন নেমে একবাৰ সাৰেকী পাথৰেৰ বাডীটা ঘূৰে ফিৰে দেখে নিলে। সে ফিৰে আসতে, সবাই, মাল্লৰ আৰু ঘোড়া, আমাৰ কাজেৰ আস্তানায়, পুৱানো আৰ্টচালায় ঢুকল। পৰে দেখলুম যে তাৰা দুটো পাথৰেৰ মধ্য বসানো আমাৰ ছুতোৰেৰ চোঁকি থেকে জোডটা সৰিবে দেয়ালেৰ গৰ্ভে মেৰেছে, আৰু দড়ি আটকে ঘোড়া বেঁধেছে।

হুদিন আৰু কিছু ঘটল না। আমি তো কাউকে দেখিনি। সৈনিকৰা সকালে ঘোড়া নিয়ে বেৰিবে যেত, সঙ্ক্যায় ফিৰত, তাৰপৰে কুৰুবি বোৱাই খডেৰ গাদায় ঘূমোত।

তৃতীয় দিনেৰ সকালে বডো গাড়ীটা ফিৰল। সেই হাসিমুখি ছোকৰাটি বডো এক অফিসাৰী ফিল্ড ট্ৰাঙ্ক টেনে কাঁধে ফেলে ঘৰে বেথে এল। তাৰপৰে সে তাৰ কিটবাগটা নিয়ে পাশেৰ ঘৰে বাখল। নিচে নেমে এসে সে বেণ ফবাসীতে আমাৰ ভাইকিৰ কাছে বিছানাৰ চাদৰ চাইল।

আমাব ভাইঝিই টোকা শুনে দবজা খুলতে গেল। সে তখনই আমাব কফি এনেছে, আমাব ঘুমের জন্তু প্রতিদিনই তাব এই ব্যবস্থা। ঘবেব পিছনে প্রায় অন্ধকাৰে আমি বসে। ঘবেব দবজা সোজা বাগানে খোলে, বাড়ী ঘিৰে চাৰিদিকে একটা লাল টালিব পথ, বৃষ্টিব দিনে স্তবধা। পায়েব শব্দ শুনলুম, টালিব উপব জুতাব শব্দ। আমাব ভাইঝি আমাব দিকে তাকাল, পেয়ালা নামাল। আমাবটা আমাব হাতেই।

তখন বাক্তি কিন্তু খুব ঠাণ্ডা নয়, সেবাব সাবা নভেম্বৰটাই বিশেষ ঠাণ্ডা পড়ে নি। দেখতে পেলুম একটা বিবাট মূৰ্তি, একটা চ্যাপটা টুপি, কাঁধেব উপৰ আলোষানেব মতো একটা বৰ্ষাতি বুলছে।

আমাব ভাইঝি দবজা খুলে দিযে নীববে দাঁড়িয়ে। দবজাটা একেবাবে দেয়ালে টেনে সে দেয়ালেব গায়ে দাঁড়িয়ে ছিল সাম্নে শৃঙ্খলোথে চেয়ে। আব আমি ছোটো ছোটো চুমুকে কফি খাচ্ছি।

দোবগোড়া থেকে অফিসাবটা বললে, যদি কিছু মনে না কবেন।

সস্তাষণেব ভঙ্গীতে লোকটি মাথা নাডল আব মনে হল সে যেন নীববতাৰ গভীৰতাৰ পৰিমাণ কবছে। তাবপবে ঢুকে এল ঘবে। নিচোলটা হাতে নামাল, পণ্টনী কায়দায় সেলাম কবে টুপিটা খুলল। তাবপবে আমাব ভাইঝিব দিকে ফিবে স্মিতমুখে তাকে কুৰ্নিস্ কবলে। তাবপবে আমাব দিকে ঘূবে আবেশ নিচু মাথা নামিযে কবলে আমাকে কুৰ্নিস্। বুলে, আমাব নাম ভেৰুনেব ফন্ এৱেনাক্।

চট্ কবে আমাব মনে হল, এতো জৰ্মান্ নাম নয়, হয়তো ওব পূৰ্বপুৰুষ এখান থেকে দেশান্তৰী প্রটেস্টাণ্ট। সে আবাব বললে, আমি অভ্যস্ত দুঃখিত।

টেনে টেনে বললে শেষ কথাটা, পডল নিস্তক্ৰতাৰ অন্তলে। আমাব ভাইঝি দবজা ইতিমধ্যে বন্ধ কবে দেয়ালে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সোজা সামনে তাকিয়ে। আমি বসেই। আন্তে আন্তে খালি পেয়ালাটা হাবমোনিষমেব উপবে রাখলুম, হাতে হাত দিযে অপেক্ষা কবতে লাগলুম।

অফিসাৰটি বলে চল্ল, অবশ্য এ ছাড়া উপায় ছিল না। পাবলে আমি এটা করতুম না। আমাব আব্দালি পাবৎপক্ষে আপনাদেব বিবক্ত কববে না, এটুকু বলছি।

সে দাঁড়িয়ে ছিল ঘবেব মাঝখানে, বিবাট বোগা শবীৰ, হাত তুললে কড়িকাঠে পৌছায়। মাথাটা একটু সামনেব দিকে ঝোঁকা—যেন তাব সাহিত্যপত্ৰ : শাৰদীয় সংখ্যা : ১৩৬৫

ঘাডটা কাঁধ থেকে ওঠে নি, উঠেছে সটান বুকের উপর থেকে। আসলে লোকটিব কাঁধেব গডন গোল নয়, কিন্তু দেখতে তাই লাগে। সহজেই চোখে পড়ে তাব সৰু কাঁধ আব পিছনটা। আব মুখটা স্থলী, খুব পুৰুষালি আব গালে বডো বডো টোল। জ্বৰ ছায়ায চোখ দুটো ঠিক দেখতে পেলুম না, তবে মনে হল হালকা বং; কটা মস্তণ চুল, পিছনে টেনে আঁচডানো, ঝাডেব তলায় দেখাছিল বেশমী চক্চকে।

অথণ্ড মৌন আবো ঘনিযে উঠছিল সকালেব কুয়াশাব মতো; গাঢ় নিস্তব্ধ। আমাব ভাইঝিৰ অচল ভাবটায় আব আমাবও জড়তায় এনিৰাক শূন্য যেন আবো ভাবি হয়ে উঠল, শীশাব মতো কঠিন আব ভারি। বিমূঢ় হয়ে অফিসাবটি চুপ কবে দাঁড়িয়ে বইল অনেকক্ষণ, শেষটা তাব ঠোঁটে এল একটা হাসিব আভাস। গম্ভীৰ হাসি, তাতে ব্যঙ্গ শ্লেষেব চিহ্ন নেই। হাত নেড়ে সে একটা অস্পষ্ট ভঙ্গী কবল, যাব মানেটা ঠিক বুঝলুম না, স্থিৰদৃষ্টিতে চোখ বাখল আমাব ভাইঝিৰ দিকে, সেই একভাবে সোজা দাঁড়িয়ে। খুঁটিয়ে দেখতে পেলুম পাণ থেকে তাব শক্তিমান মুখেব গডন, সৰু টিকলো নাকটা। আধবোজা ঠোঁটেব মধ্যে দিয়ে একটা সোনাব দাঁতও চোখে পড়ল। তাবপবে শেষটা সে চোখ ফেবাল, চুল্লীৰ আগুনে তাকিয়ে বইল, বললে, বাবা! দেশপ্ৰেমিক তাঁদেব আমি শ্ৰদ্ধা কবি।

হঠাৎ মাথা তুলে জানালাব উপবেব খোদাই দেবমূৰ্ত্তিৰ দিকে চেয়ে বললে, এখনই আমাব ঘবে যেতে পাৰি, কিন্তু পথটা ঠিক জানি না।

আমাব ভাইঝি পিছনেব সিঁড়িৰ দিকেব দবজাটা খুলে অফিসাবটিৰ দিকে না তাকিয়ে ধাপে ধাপে উঠে চল্ল, যেন সে একা। লোকটি পিছু পিছু উঠতে লাগল—নজব কবলুম তাব একটা পা খোঁডা। শুনতে পেলুম তাবা সিঁড়িৰ মাথা পাব হল, জৰ্মানটিৰ পদক্ষেপ—একবাব ভাবি আব হাঙ্কা, চলনেৰ উপবে প্ৰতিধ্বনিত হল। একটা দবজা খোলা শুনলুম, আবাব বন্ধ হল; তখন আমাব ভাইঝি ফিবে এল।

পেৰালাটা তুলে সে কফি খেতে লাগল। আমি পাইপ্ ধবালুম। কয়েক মিনিট হুজনেই নীবব! তাবপবে আমি বললুম, যাক, ভবসা এই, ভদ্ৰ বলে মনে হয়।

আমাব ভাইঝি শুধু কাঁধদুটোয় ঝাঁকুনি দিলে। এবং আমাব মথমলেক জ্যাকেটটা কোলে নিয়ে তাব সেই অদৃশ্য বিহুব কাজ কবে চল্ল।

পৰ্বদিন সকালে আমবা বান্নাঘৰে প্ৰাতৰাশ খাছি, অক্সিৰাট তখন নেমে এল। আবেক সিঁডি দিবে সেখানে নামা যায়, জানি না জৰ্মানটি আমাদেব আওয়াজ পেয়ে নামূল, না এমনিই সুদিকে নেমে এল। দবজায় থমকে সে বল্লে, বাত্ৰিটা আমাব ভালোই কেটেছে, আশা কৰি আপনাদেবও আমাব মতোই ভালো কেটেছে।

হাসিমুখে সে প্ৰকাণ্ড ঘৰটাৰ চাবদিকে তাকাল। সেবাবে আমবা বেশি কাঠ জোগাড কবতে পাবি নি, কয়লা তো আৰো কম। বান্নাঘৰটা তাই আমি নতুন বং কৰেছিলুম আৰু কিছু আস্বাবপত্ৰ, তামাব প্যান্ কটা, পুৱানো প্লেট এনে বেখেছিলুম যাতে শীতটা সেখানে বন্ধসন্ধ হয়ে কাটাতে পাবি। সবই তাব নজবে পডল, তাব খুব শাদা দাঁতেব কোণেব দীপ্তি একটু চোখে পডল। আগে মনে হয়েছিল তাব চোখ বুঝি নীল, লক্ষ্য কবলুম সোনালি পাটল বং তাব চোখেব। শেষটা সে ঘৰটা পেৰিয়ে বাগানেব দবজাটা খুল্ল। বেৰিয়ে ছুপা গিয়ে পিছু ফিবে চেয়ে দেখলে আমাদেব লম্বা নিচু বাডীটা, পুৱানো পাটলবন্ধা টালি ঘেৰা আৰু লতায় ছাওয়া। তাব মুখেব হাসিটা ছড়িয়ে গেল, বললে, তোমাদেব বুডো মেঘব বলেছিল আমাকে ই প্ৰাসাদে থাকতে।

বলে' সে হাতেব পিছন দিকে গাছেব ফাঁকে যে জমকদাব বাডীটা পাহাডেব আৰো উপরে দেখা যাছিল, সেটা দেখাল। বললে, আমাৰ লোকেবা যে ভুল কৰেছে, তাব জন্তে তাদেব তাবিফ কবব। এ বাডী অনেক সুন্দৰ প্ৰাসাদ।

তাবপৰে সে দবজা ভেজিয়ে সার্শিৰ মধ্যে দিয়ে সেলাম জানিয়ে অদৃষ্ণ হয়ে গেল।

সেদিন সন্ধ্যায় ঠিক আগেব মতো সেই সময়ে সে ফিবে এল। আমাদেব কফি চলেছে। দবজায় টোকা দিয়ে আৰু সে আমাব ভাইব্বিৰ জন্তে দাঁড়াল না, নিজেই খুলে ঢুকল।

—আপনাদেব বিবক্ত কৰছি নিশ্চয়ই যদি চান তো বান্নাঘৰ দিয়ে আমি আসতে পাৰি, এ দবজা বন্ধ বাখতে পাবেন।

ঘৰটা পেৰিয়ে সে দবজাব হাতলে হাত দিয়ে একটু দাঁড়াল, বৈঠকখানাৰ চাবকোণে একবাৰ চোখ বুলিয়ে। তাবপৰে মাথা নামিয়ে সম্ভাষণ জানাল, আপনাদেব শুভবাত্ৰি কামনা কৰি।—বলে বেৰিয়ে গেল।

আমবা দবজাটা কোনোদিনই চাবি বন্ধ কবি নি। ভেবে পাই নি এই না কবাব উদ্দেশ্যটা খুব স্পষ্ট বা সবল ছিল কিনা। গভীর একটা বোঝাপড়ায় আমাব ভাইঝি আব আমি স্থিৰ কবেছিলুম যে আমাদের জীবনযাত্রায় কোনো পৰিবৰ্তন কবব না, সামান্য কিছুতেও না, যেন অফিসাবটিৰ অস্তিত্বই নেই, যেন সে একটা ছায়ামূৰ্তি মাত্র। তবে এটাও সম্ভব যে হয়তো আবেকটা মনোভাবও এই সঙ্কল্পে উদ্ভূত ছিল : আমি কাবো এমন কি শব্দবও অল্পভূতিকে পীড়া দিতে পাবি না, নিজেকে কষ্ট না পেয়ে।

অনেকদিন ধৰে, একমাসেবও বেশি হৰে, একই দৃশ্য বোজ চলল। অফিসাব টোকা দেয় তাবপৰে ঘৰে ঢোকে। আবহাওয়া নিয়ে দুচাবকথা বলে কিম্বা ঐবকম বাজে কোনো বিষয় নিয়ে। সব কথাবই একটা বিশেষত্ব হছে এই যে কোনো জবাব দিতে হয় না। প্ৰতিবাব সে মুহূৰ্তেব জন্তে চোকাঠে দাঁড়িয়ে ইতস্তত কৰে এবং ঘূৰে ফিৰে তাকায়। তার মুখে একটা হাসিব ক্ষীণ ছায়ায় মনে হয় যেন, সে এই পৰীক্ষায় কি একটা স্তূপ পাছে, বোজই সেই পৰীক্ষা আব সেই এক স্তূপ। তাব চোখ পড়ে আমাব ভাইঝিব নতমুখের পাশে, অবশুস্তাবী কঠিন ও ভাবহীন। এবং যখন সে চোখ ফেবায়, তখন নিশ্চিত মনে হয় যে ও চোখে আছে স্মিত সমর্থন। তাবপৰ সেই মাথাব নত সম্ভাষণ, আপনাদেব শুভবাত্রি কামনা কবি।

একটা সন্ধ্যায় হঠাৎ সব পাণ্টে গেল। বাইবে কনুনে ঠাণ্ডা, বৃষ্টিমেশা হালকা তুষাব পডছে। ভাবি কাঠেব বসদ জমিয়ে বেখেছিলুম বিশেষ কৰে এমনি বাত্রিব জন্তে, চুল্লীতে তাই জ্বলেছি। নিজেব ইচ্ছাশক্তি সত্ত্বেও কল্পনায় এল, বাইবে ঐ অফিসাব কি কবছে কিবকম তুষাব মেখে সে আসবে। কিন্তু সে এলই না। তাব অভ্যস্ত সময় কেটে গেল অনেকক্ষণ। নিজেব উপৰে বিবক্ত লাগল তাব কথা চিন্তা কৰেছি ভেবে। আমাব ভাইঝি ধীবে ধীবে সেলাই কবছিল নিবিড মনোযোগে।

অবশেষে পায়েব শব্দ শোনা গেল। কিন্তু বাডীর ভিতৰ থেকে। চেনা গেল অফিসারেব অসম পদক্ষেপ, বোঝা গেল যে সে অল্প দবজা দিয়ে এসেছে এবং ঘৰ থেকে বেবিয়েছে। নিশ্চয়ই সে ভিজা যুনিফৰ্মে বেমানান্ চেহাবায় আমাদের সামনে আসবেনা বলে প্ৰথমে পোষাক বদলেছে।

পদক্ষেপগুলি, ভাবি তাবপৰে হালকা—সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। দবজাটা খুলে গেল আব দেখি অফিসাবটি। সাধাবণ নাগৰিক বেশ, ধূসৰ

ফ্রান্সেল পাংলুন আব চড়া পাটল ছিট দেওয়া স্টীলনীল টুইড্ কোর্ট। টিভে  
টোলা পোষাক, সহজ স্বাভাবিকভাবে পবা। কোর্টেব তলায় ক্ষীববঙা পশর্ম  
পুল্ ওভাব তাব বোগা পেশল শবীবে আর্টসাঁট।

মাফ্ কববেন,—সে বল্লে,—শীত লাগছে বেজায়, একেবাবে ভিবে  
গিয়েছিলুম আব আমাব ঘবটা বডো ঠাণ্ডা। আপনাদেব আগুনেব পাণে  
কয়েক মিনিট গবম হয়ে নিই।

একটু কষ্টেস্থষ্টে সে চুল্লীৰ পাশে নিচু হয়ে হাত দুটো ছড়িয়ে উঠে পার্ণে  
গবম কবতে লাগল। বল্লে, বা চমৎকাব।

বলে' ঘূবে আগুনেব দিকে পিঠ ফিবিযে বস্ল, হাতের মধ্যে একটা হাঁ  
টেনে। বল্লে, এতো কিছুই নয়। ফ্রান্সে শীত তো কোমল। আমা  
দেশে শীত বেজায় কড়া। বেজায় কড়া। গাছ তো শুধু ফার্, ববফে চাপ  
ঘন বন। এখানে গাছগুলো স্নুতুমাব আব তুমাব যেন লেসেব কাজ। আমা  
বাড়ীৰ আশেপাশেব অঞ্চলটা দেখে মনে হয় যেন একটা পেশীবদ্ধ বঁা  
প্রাণপণ চেষ্টায় বেঁচেআছে। এখানে সব বুদ্ধি, স্মৃতি কবিস্বভাবেব বিহার।

লোকটিব গলায় কিছু বংদাব নেই অল্পবর্ণন নেই, কথাব ঝাঁক অব  
কমই, শুধু ওবই মধ্যে স্থল ব্যঞ্জনবর্ণগুলোতে একটু লক্ষ্য কবা যায়। সবট  
শুনে মনে হয় যেন একটা একটানা মাত্রাবৃত্ত চলেছে। উঠে দাঁড়িয়ে  
চুল্লীচোঙাব উপবটায় বাছ বাখল, হাতের পিছনে কপালটাকে বিশ্রাম দিয়ে  
লোকটি এতো লক্ষ্য যে তাকে একটু ঝুঁকে থাকতে হল, যদিচ আমি দাঁডাডে  
জায়গাটায় আমাব মাথা উঠত না। অনেকক্ষণ সে স্থিৰ ও নীববে দাঁড়ি  
বইল। আমাব ভাইঝিব সেলাই চলল যন্ত্রেব মতো, একবাব মুখ তুলে' এ  
তাকালও না। আমি ধূমপানবত, আবাম কেদাবায় আধশোয়া। ভাবলু  
আমাদের মৌনেব ভাব অচল, লোকটি এবাব শুভবাক্তি জানিযে বিদা  
নেবে। কিন্তু সেই চাপা গলার গম্ভীৰ পাঠ আবাব চলল। নীববতা ভাঙ  
বলা যায় না, কাবণ মনে হল যেন এটা নীববতাবই জেব।

—চিবকাল ফ্রান্সকে ভালোবেসেছি,—স্থিৰ দাঁড়িয়ে লোকটি বল্লে,—  
চিবকাল। গত যুদ্ধে আমি ছিলুম শিশু, তখন কি ভেবেছি তাতে কি আ  
যায়। কিন্তু তাবপব চিবকাল ভালোবেসেছি তাকে—শুধু দুব থেকে  
লোয়াতেন্ বাজকত্ৰাব মতো।

একবাব থেমে গম্ভীৰকণ্ঠে বল্লে, আমাব বাবাব জন্তে।

সে যুবো দাঁড়াল, কোটের পকেটে হুই হাত, কুলুঙ্গির গায়ে হেলান দিয়ে, থাক্টায় তাব মাথাটা একটু ঠুকে' যেতে লাগল। থেকে থেকে সে হাতেব পিছনটা আস্তে আস্তে সেখানে ঘষতে লাগল, হবিণেব মতো একটা স্বাভাবিক ভঙ্গীতে। সামুনেই একটা আবামকেদাবা ছিল, কিন্তু সে বসল না। শেষ দিন পর্যন্ত, সে কখনো বসে নি। ঘনিষ্ঠতাব কোনো ফাঁক তাকে আমবা দিই নি, কখনো সেও তা নিতে যায় নি।

সে আবাব বললে,—আমাব বাবাব জন্তে। তিনি ছিলেন একান্ত স্বদেশ ভক্ত। আমাদেব পবাজব তাঁব পক্ষে দাকণ আঘাত হয়েছিল। তবুও তিনি ফ্রান্সকে ভালবাসতেন। ব্রিয়ঁাকে তিনি পছন্দ কবতেন, ভাইমাব রিপার্লিকে আব ব্রিয়ঁাব উপবে তাঁব ছিল ভবসা, সেই ছিল তাঁব উৎসাহ। তিনি বলতেন, ওই আমাদেব মেলাবে স্বামী স্ত্রীব মতো। তিনি ভাবতেন যুবোপে বুঝি শেষটা সূর্য উঠল।

কথা বলতে বলতে সে লক্ষ্য কবছিল আমাব ভাইঝিকে। পুরুষ যেমন মেয়েদেব দেখে, সে দৃষ্টিতে সে দেখছিল না, দেখছিল যেন কোনো ভাস্কর্ষেব মূর্তি। আব আমাব ভাইঝি তো তাই ছিল, জীবন্ত কিন্তু যেন এক প্রতিমা।

—কিন্তু ব্রিয়ঁাব হল হার। বাবা দেখলেন যে ফ্রান্স তখনো বনেদী বুর্জোয়াদেব বাজন্ত, তোমাদেব যতো দ ওএন্দেলদেব মতো লোকদেব, যতো আবি বোর্দোদেব, তোমাদেব বুডো মার্শালেব। তিনি তাই আমায় একদিন বললেন, শিবজ্ঞাণ আব ফোজী বুটজুতোঁ ছাড়া তোমাব ফ্রান্সে যাওয়া হবে না। আমি তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিই, তখন তিনি মৃত্যুব মুখে। তাই তো যুদ্ধ যখন ফেটে পডল, তখনও সাবা যুরোপেব মধ্যে এক ফ্রান্সই আমাব অচেনা।

সে হাসল, বললে, যেন কাবণ দেখিয়ে—জানেন তো, আমি সঙ্গীতকাব।—

একটা কাঠ আঙুনে ভেঙে পডল; পোডা কয়েকটা টুকবা চুল্লী থেকে গড়িয়ে এল। জর্মানটি হেলে পাঁড়াশি দিয়ে টুকবাগুলো তুলে বলে' চল্ল : গাইয়ে বাজিয়ে নই, আমি সঙ্গীতবচয়িতা। সেই আমাব জীবন। তাই মজাব লাগে নিজেকে যোদ্ধাবেশে দেখতে। কিন্তু এ যুদ্ধেব জন্ত আমাব ক্ষোভ নেই। না, আমাব বিশ্বাস যে এব মধ্য দিয়ে মহৎ কিছুব স্মরণপাত হবে।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, পকেট থেকে হাতছটো বাব ক'বে অধ্ব-উত্তোলিত

ভঙ্গীতে সে বলতে লাগল : আমায় ক্ষমা কববেন, হয়তো এমন কিছু বলেছি যাতে আপনাদের আহত কবে। নিজেব মনেব কথাই বলছিলুম, সত্যকাব সন্ডাব থেকেই। ফ্রান্সকে ভালবাসি বলেই আমাব এ ভাব। মহৎ সন্তাবনা তাই এ যুদ্ধেব থেকে, জার্মানিব পক্ষে আব ফ্রান্সেব পক্ষে। আমাব বাবাব মতো আমাবও মনে হয় এবাব বুঝি যুবোপে সূর্য উঠল।

ছপা এগিয়ে গেল লোকটি, ঈষৎ মাথা নামাল, প্রতি সন্ধ্যাব মতো বললে, আপনাদের শুভবাঞ্ছা কামনা কবি।

তাবপব বেবিয়ে গেল ঘব থেকে। নীববে আমাব পাইপ আমি শেষ কবলুম, তাবপবে একটু কেশে বললুম, বোধহয় এক আধ টুকবো জবাবও বেচাবাকে না দেওয়াটা নিষ্ঠুরতা হচ্ছে।

আমাব ভাইঝি মাথা তুলল। আঁ কপালে উঠিয়ে সে তাকাল, তাব চোখে প্রচণ্ড অবজ্ঞা জ্বলছে। আমার মনে হল বুঝি আমি লজ্জায় লাল হয়ে উঠছি।

সেদিন থেকে লোকটিব আশাষাওয়াষ একটা নতুন ছক দেখা দিলে। যুনিফর্মে প্রায় আর তাকে দেখতুম না; বেশ পবিবর্তন কবে সে দোবগোড়ায় এসে টোকা দিত। সে কি শত্রুব যুদ্ধসাজ দেখা থেকে আমাদের বাঁচাতে? নাকি সে কথাটা আমাদের ভোলাতে চায়, তাব নিজেব ব্যক্তি স্বরূপেব সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাব স্বযোগ চেয়ে? নিশ্চয়ই দুই তাব মনে কাজ কবছিল। এসে দবজায় টোকা দিত, তাবপব অপ্রত্যাশিত আমাদের সাডাব অপেক্ষা না বেখে ঘবে ঢুকত। ব্যাপাবটা অত্যন্ত সহজ অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে ঘটত, তারপবে সে আগুন ঘেঁষে নিজেকে গবম কবত। সেইটেই সে তার উপস্থিতির উপলক্ষ্য খাড়া কবত—সে ছুতোয ভুলত না কেউই, এবং সেও এই স্ববিধামতো অছিলাব মামুলিহু ঢাকবাব কোনো চেষ্টা কবত না।

সে যে বোজই এসেছে, তা নয়, তবে এমন সন্ধ্যা মনে পডছে না, যেদিন সে ঘবে এসে আমাদের উদ্দেশে কথা বলে' যায় নি। আগুনেব উপবে হেলে দাঁড়িয়ে, সে শবীবেব কোনো না কোনো অংশ গবম কবত আব তার গলাব একটানা গুঞ্জন আন্তে আন্তে হ্রস্ব হত আব বাকি সন্ধ্যাটী'চলত এক দীর্ঘ স্বগতোক্তি কয়েকটা বিষয় ঘিবে—তাব স্বদেশ, সঙ্গীত, ফ্রান্স, যে কটা বিষয় তাব মন আচ্ছন্ন কবে' বেখেছিল। একবাবও আমাদের কাছে কোনো জবাব পাবাব চেষ্টা কবেনি, বা মতামতে সায়, এমন কি চোখেব চাউনি। বেশির্ষণ কথা বলত না সে, কখনোই প্রায় সেই প্রথম সন্ধ্যাব চেয়ে বিশেষ



বেশি নয়। কথেকটা কবে' বাক্য আসত তাব, কখনো থেমে থেমে কখনো  
বা প্রার্থনাব মতো একটানাভাবে পবপব জড়িয়ে জড়িয়ে। কখনো সে দাঁডাত  
নিশ্চল যক্ষমূর্তিব মতো চুল্লীব তাকে হেলান্ দিয়ে, কখনো বা কথাব স্রোতের  
মধ্যেই সে এগিথে দেখত কোনো কিছু জিনিস, হয়তো দেওয়ালের কোনো  
ছবি। তাবপবে আলাপে টান্ত ছেদ, তারপব সেই কুর্নিস্ আব শুভবাক্তি  
কামনা।

একদিন, যাতায়াতের প্রথম দিকে, সে বললে : ভাবছি কি তফাৎ  
আমাব বাড়ীব আগুনে আব এই আগুনে? সেই একই তো কাঠ, সেই  
শিখা, সেই আধার। কিন্তু আলো যে অগ্রবকম। সেটা নির্ভব কবে আলো  
পড়ে যাব উপবে, সেই সব কিছুতে—এই বৈঠকখানায় মাছষবা, এই  
আসবাব, এই দেয়াল, তাকে তাকে সব বই।...

—ভাবি কেন এই ঘব এত ভালো লাগে?—চিন্তিত স্ববে সে বললে—  
এমন কিছু স্থলব নয়—ওহো, অপবাধ নেবেন না।

সে হেসে উঠল,—মানে আমি বলছি যে এটা কিছু আব মিউসিয়ম মার্কা  
ঐষ্টব্য কিছু নয়..আপনাদেব আসবাবই ধবা যাক্, দেখে কেউ বলে' ওঠে না,  
আহা, কি চমৎকার! তা নয়, কিন্তু ঘবটাব প্রাণ আছে। সাঁবা বাড়ীটাবই  
একটা প্রাণের রূপ আছে।

বইএব তাকেব সামনে সে দাঁড়িয়েছিল, তাব আঙুলগুলো পেলবস্পর্শে  
সাঁবাইএব উপব বোলাতে বোলাতে বর্ণালুক্রমে বলতে লাগল :

বাল্জাক্, বাবে, বোদলেয়র, বোমাবশে, বোয়ালো, বুকেঁ। শাতোব্রিয়ঁ,  
কর্গেই, দেকাৎ, ফেনেল, ক্লোবেয়র, লা ফঁতেন, ফ্রাঁস্, গোতিয়েউগো, —কি  
নামাবলী। আপন মনে হেসে উঠে' বসে বললে : তবু আমি তো এচ  
অবধি এসেছি—এখনো বাকি মলিয়েব, বাবেলে, বাসিন্, পাসকাল, স্তঁদাল,  
ভলতেয়র, মঁতেয়ন্, আবো কতো নাম।—তাক্ থেকে তাক্ আস্তে আস্তে  
সে ঘুরতে লাগল, অক্ষুট উচ্ছ্বাস কবতে কবতে বোধ হয় কোনো কোনো  
নাম দেখে বিস্ময়ে।

তাবপবে আবাব স্বক হল কথা : ইংবেজদেব ধবো, তখনই মনে হবে  
শেক্সপিয়র, ইতালিয়ানদেব দাস্তে। স্পেন—সেবভাটিস্, আমাদেব কথা  
ভাবলেই গোয়টে। তাবপবে থেমে ভাবতে হয় কিন্তু কেউ যদি বলে, আয

ফ্রান্সের বেলায় ? কাব নাম জিবেব গোডায় আসে ! মলিয়েব ! বাসিন্ !  
উগো ! ভলতেয়ব । বাবেলে ! কিনা আব কাবো নাম । যেন থিয়েটার বাড়ীৰ  
দোবগোডায় ভিড ঠেলাঠেলি, কে আগে ঢুকবে ।

সে ঘূবে দাঁডাল, আবেগে বল্লে, কিন্তু সঙ্গীতেব বেলায় আমাদেব  
পালা : হাণ্ডেল, বেঠোফেন, ভাগনাৰ, মৎসার্ট কাব নাম কবি প্রথম ?

—আব আজ আমবা পবস্পব লডাই কবছি—আন্তে আন্তে ঘাড নেডে  
সে বল্লে । ততক্ষণে সে আগুনেব সামনে ফিবে এসেছে, তাব চোখ স্মিত-  
হাস্তে স্তম্ভ আমাব ভাইকিব মুখেব দিকে : কিন্তু এই শেষ যুদ্ধ, আব আমবা  
এওকে মাৰব না, আমাদেব হবে বিবাহেব বন্ধন ।

তাব চোখেব পাতা কুঁচকে উঠল, গালৈৰ হাতেব তলায় ঢালুটা হয়ে  
উঠল লম্বা চুটে লাক্সলচালানো বেথা, শাদা দাঁত বেবিযে গেল, ক্ষুৰ্ত্তিৰ স্তবে  
সে ঘাড নেডে জোব দিয়ে বললে : হ্যা তাই ।

একটু চুপকবে বল্লে : যখন আমবা স্ত্রীতে ঢুকে পডলুম, স্বখ হল যে  
বাসিন্দাবা আমাদেব বেশ স্বাগত কবলে । স্বখী বোধ কবলুম, ভাবলুম,  
যাক ব্যাপাবটা সহজেই চুকবে । তাবপবে ভুল বুঝলুম, ওটা ভীৰুতার জন্তেই  
হয়েছিল ।

গম্ভীৰ ভাবে সে বল্তে লাগল : ঘৃণা হল ঐ সব লোকদেব প্রতি ।  
ফ্রান্সেব জন্তেই হল ভয়, ভাবলুম, তাব কি সত্যই আজ এই দশা ?

সে ঘাড নেডে জবাব দিলে : না, না, আমি তো তাকে পবে আবো  
দেখলুম । আজ আমি স্বখী তাব এই কঠিন মুখ দেখেই ।

তাব চোখ পডল আমাব চোখে । আমি চোখ ফেরালুম, তাব চোখ  
ঘবেব এখানে ওখানে খানিক থেকে আবাব আমাব ভাইকিব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ  
ভাবহীন মুখে ফিবল ।

—আজ আমাব স্বখ এখানে আত্মমৰ্যাদাবান্ এক প্রৌচ ভদ্রলোক পেয়ে  
আব এক তরুণী মহিলা নীববতাব মন্ত যিনি জানেন । আমাদেব এই মৌন-  
ব্রত জয় কবতে হবে, সাবা ফবাসী দেশেব নীববতায় আনতে হবে ভাষা ।  
এ ভেবে আনন্দ পাই ।

সে চুপ কবল, গম্ভীৰ স্থিৰ মুখভাবে তখনো একটু হাসিব জেব, নীববে সে  
তাকিয়ে বইল আমাব ভাইকিব দিকে, তার দৃঢ়বদ্ধ কঠিন মুখেব স্নকুমাব  
বেথায় । আমাব ভাইকি অনুভব কবলে সেই দৃষ্টি : দেখলুম সে একটু

বাঙিয়ে উঠল, দুই ভুৰ মध्ये ক্রমশ ফুটে উঠল জ্বুট। তাব আঙুল টানতে লাগল ছুঁচটা, এতো দ্রুত আব চেপে চেপে, যে প্রাণ স্রুতো কেটে যায়।

ই্যা—একটানা ধীবকণ্ঠে সে বলে' চল—সেই ভালো। অনেক বেশি ভালো। তাতে মিলনটা হবে পাকা—সেই বকম মিলন যাতে উভয়পক্ষই হয়' ওঠে মহত্তব।... একটা স্তম্ভব শিশুদেব গল্প পড়েছিলুম, আপনাবাও পড়েছেন, সে গল্প সবাই পড়ে। জানি না তাব একই নাম কিনা ভিন্ন ভিন্ন দেশে। আমবা বলি ডাস্ টব্ উণ্ড্ ডী শোষনে—পরমাস্তম্ভবী আব পশু। বেচাবা স্তম্ভবী! পশুব কবলে অসহায় বন্দিনী। অষ্টগ্রহব পশুটা তাব যন্ত্রণাকব নির্ভুব ছায়ায় রূপসীকে ঢেকে রেখেছে। কপেব কী গৰ্ব, কী মৰ্যাদা, কঠিন সে স্তম্ভবীব হৃদয়.. কিন্তু জন্তুটাব মধ্যে নিহিত আছে কিছুটা ভালো। অবশ্যই সে মার্জিত সভ্য নয়, কট বর্ববটাকে স্কুমাব সৌন্দৰ্যেব পাশে দেখায় নেহাৎ বেয়াডা। কিন্তু তাবও একটা প্রাণ আছে, হৃদয় আছে। ই্যা, হৃদয়, যে হৃদয়ে জাগে অভীক্ষা,—যদি স্তম্ভবী মুখ তুলে চায়, একটু অবকাণ দেয়। কিন্তু বহুকাল কাটে, স্তম্ভবী কি সহজে ধবা দেবে। তাবপবে একটু একটু কবে স্তম্ভবী তাব যুগিত জেলাবের চোখেব পিছনে দেখতে পেল আলো, নিবেদনেব, প্রেমেব আলো। পক্ষ হাতের কড়া শাসন, শৃঙ্খলেব গুণ্ণভাব যেন কমুতে লাগল। স্তম্ভবীব ঘৃণা বৃদ্ধি কমে এবাব। দানবেব নির্ভা সাডা জাগল কোমল মনে, স্তম্ভবী এগিয়ে দিলে হাত.....তৎক্ষণাৎ পশুটাব হল রূপান্তব, যে মায়ায় সে এই পাশবিক জীবন কাটাচ্ছিল, সে মায়াব হল অবসান আব আবির্ভূত হল স্ত্রী সভ্য এক কুমাব, স্কুমাব বিদগ্ধ তাব মন। স্তম্ভবীব প্রতি চুম্বনে জেগে ওঠে তাব নবনব গুণেব দীপ্তি। কী পবম স্থখ তাদেব মিলনে। আব তাদেব ছেলেমেয়েবা, তাবা পেল একসঙ্গে মাব আব বাপেব গুণাবলী, পৃথিবীব সেবা সেই সব শিশু।..... এই গল্প ছেলেবেলায় কাব না প্রিয় ছিল। আমি তো গল্পটা খুব ভালো বাসতুম, কতোবাব পড়েছি। কান্না পেয়ে যেত আমাব। পশুটাকে আমাব ভালো লাগত; কাবণ আমি তাব ব্যথাটা বুঝতুম। আজও বিচলিত লাগছে গল্পটাব কথা বলতে।

সে চুপ কবলে, তাবপবে দীর্ঘ নিশ্বাস নিয়ে মাথা নত কবলে,— আপনাদেব একান্ত শুভবাঞ্ছা কামনা কবছি।

\*

\*

\*

একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমাব ঘবে গেছি তামাকেব খোঁজে, শুনলুম কে হাবমেনিয়ম বাজাচ্ছে। বাজছিল (বাথেব) অষ্টম প্রেনুড ও ফুগ্টি। জুর্দিনেব আগে আমাব ভাইঝি সেটি শিখছিল। তাবপব থেকে স্ববলিপি সেই পূৰ্ণাতেই খোলা ছিল, আমাব ভাইঝি আব কিছুতেই বাজনা চালাতে পাবে নি। সে যে আবাব আবস্ত কবেছে, তাতে আশ্চর্যই হলুম, খুশিও হলুম ; অন্তবেব কোন তাগিদে সে হঠাৎ মন বদলেছে। কিন্তু দেখি আমাব ভাইঝি বাজাচ্ছে না, সে তাব কেদাবায় বসে' স্থিবভাবে কাজ কবছে। চোখোচোখি হল, কিন্তু তাব চাউনিব অর্থ বুঝলুম না। চোখ পডল বাজনাটা'ব উপবে আনত দীর্ঘ পিঠে, কাঁধ বুক' আছে, লম্বা লম্বা স্বকুমাব স্নায়ুক্ষিপ্ৰ হাত, আঙুলগুলো এতো দ্রুত পর্দায় পর্দায় চলছে যে মনে হয় যেন তা'দেব স্বতন্ত্র প্রাণ আছে।

লোকটি বাজাল শুধু প্রেনুড আলাপটি, তাবপব উঠে' আগুনেব কাছে ফিবে এল।

তাব সেই বর্ণহীন গলায়, প্রায় চুপি চুপি বল্লে, এব চেয়ে মহান্ কিছু নেই। মহান্—কথাটা ঠিক বোঝায় না। মানুষেব বাইবে—রক্তমাংসেব জগতেব বাইবে। এতে তবু বোঝা যায়, না, আন্দাজ কবা যায়। তাও না, বলা উচিত একটা অন্তবাতাস পাওয়া যায়—মানবাত্মাব... নিছক শুদ্ধ মানবাত্মাব প্রকৃতিব... অলৌকিক জ্ঞানাভীত স্বভাবেব একটা আভাস। ইয়া, অমানুষিক এ সঙ্গীত।

মনে হল স্বপ্নেব নিশ্চরিতায় যেন সে চিন্তাব খেই খুঁজছে, লোকটি আস্তে আস্তে ঠোঁট কামডাতে লাগল।

—বাথ্ সে শুধু জর্মান হলেই সম্ভব। আমাদেব দেশেব সেই চাবিত্র্য—ঐ অমানুষিক চাবিত্র্য। অমানুষিক বলতে আমি বোঝাতে চাই, মানুষেব উপবে কোনো পর্দায় বাঁধা।

একটু থেমে আবাব বললে, ঐ সঙ্গীত আমি ভালোবাসি, শ্রদ্ধা কবি, অভিভূত হয়ে যাই ঐ ধবণেব সঙ্গীতে, ও যেন আমাব মধ্যে ঈশ্ববেব আবির্ভাব। কিন্তু ও আমাব আপন নয়।

আমি চাই মানুষেবই পর্দায় সঙ্গীত বচনা কবতে, সত্যেব সন্ধানে সেও এক পথ। আমাব সেই পথ। আব কোনো পথ আমি নিতে চাই না, চাইলেও পারব না। এখন তা বুঝি, সম্পূর্ণ বুঝেছি। কবে থেকে? এখানে থাকাব পব থেকে।

সে আমাদের দিকে পিছন ফিবে চুল্লীৰ তাকে হাতছোটা বাখল। আঙুল দিয়ে সেটা চেপে ছৰাহব মধ্যে দিবে মুখটা বাখল আগুনেৰ দিকে, বেনু গবাদের মধ্যে দিয়ে। তাৰ গলা আৰো নেমে এল আৰো একটানা হুবে :

এখন আমাব একান্ত প্ৰয়োজন ফ্ৰান্সকে। কিন্তু সে যে অনেক ধান্ধি চাওযা। আমি চাই তাৰ কাছে আহ্বান। বিদেশী হয়ে' এখানে থাকা, ভ্ৰমণকাৰী বা বিজেতা হয়ে আসা, সে কিছুই নয়। ফ্ৰান্সেৰ দাক্ষিণ্য তাতে রুদ্ধ হয়ে' যায়, কাৰণ জোৰ কৰে তাৰ কাছে কিছুই পাওয়া যায় না। তার ঐশ্বৰ্য, তার সন্ত্যকাৰ ঐশ্বৰ্য যা, সে জয় কৰে পাওয়া যায় না, সে শুধু তার বুক শিশুর মতো পান কৰে' পাবাৰ। ফ্ৰান্সেৰ তাই মায়েৰ মতো বুক খুলে দিতে হবে, মায়েৰ ভালোবাসা... জানি আমি তাৰ জন্তু কতোটা নিৰ্ভৰ কৰে আমাদের উপবে...কিন্তু তাৰ উপবেও নিৰ্ভৰ কৰে অনেকটা। আমাদের তৃষ্ণাৰ ব্যথা তাকেও বুঝতে হবে, এপিপাসা মেটাবাৰ কৰুণা জাগাতে হবে তাৰ হৃদয়ে, বাজি হতে হবে আমাদের মিলনে।

সে দাঁড়িয়ে উঠল, আমাদের দিকে পিছন ফিবেই, পাথৰে তখনেই হাতচেপে। একটু গলা তুলে' সে বললে, আব আমি, আমাকে এখানে থাকতে হবে দীৰ্ঘকাল, এই বকম কোনো বাডীতে, এই গ্রামেৰ মতো কোনো গ্রামেৰ বাসিন্দাৰ মতো নিশ্চয়ই আমি... ?

সে থেমে গেল। আমাদের দিকে ফিবে দাঁড়াল, হাসি তাৰ ওষ্ঠাধৰে, চোখে নয়, চোখ ফেবানো আমাব ভাইব্বিৰ দিকে।

বললে, সব বাধাই আমবা কাটিয়ে' উঠব। আস্তবিকতাৰ জোৱে সৰু বাধাই কাটিবে।

—আপনাদের একান্ত শুভবাঞ্ছা জানাই।

এখন আমাব সব কথা মনে নেই কিন্তু শতাধিক শীতের সন্ধ্যা ধয়ে' যো সব আলাপ শুনেছি, তাৰ সবেবই মূল ধূয়া ছিল একটি, সে তাৰ ফ্ৰান্স আবিষ্কাৰেৰ গৌৰৱচন্দ্ৰিকা : সে কেমন কাছেৰ থেকে চেনাব আগে দূৰ থেকে ভালবেসেছিল আব কিভাবে সেখানে থাকবাৰ সৌভাগ্য হবাৰ পৰ থেকে প্ৰতিদিন সে প্ৰেমবিকশিত হয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি, এক জন্তো আমাব মনে তাৰ প্ৰতি সন্তম জেগেছিল। ইয়া তাই, কাৰণ সে কিছুতেই হাব মানে নি আব সে কখনও মেজাজ খাবাপ কৰে' আমাদেরক এই অমোঘ নীৰবতা টলাবাৰ চেষ্টা কৰেনি।...ববৰু সময়ে সময়ে যখন

সে মৌনটাকে সাবা ঘব ছেয়ে যেতে দিত, ভাবিদম বন্ধ কবা গ্যাসেব মতো, তখন মনে হত তাবই স্বস্তি যেন সব চেয়ে বেশি। তখন সে আমার ভাইঝিব দিকে তাকাত, চোখে তাব সমর্থনের ভাব, একই সঙ্গে গম্ভীর আব হাস্যমিত, সেই প্রথম দিন থেকেই একই ভাব, আব আমার অনুভব হত আমার ভাইঝিব মন তাবই স্বচিতি কাবাগাবে বুঝিবা জেগে উঠছে। এটা লক্ষ্য কবতুম কয়েকটা লক্ষণে, যাব মধ্যে সব চেয়ে সামান্য হচ্ছে তাব আঙুলগুলিব অস্পষ্ট চাঞ্চল্য, তাই যখন শেষটা ভেবনেব ফন্ এতেনাকু তাব একটানা কর্তৃত্ববেব বকষত্রে স্তরুতাটাকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে মিলিয়ে দিত, তখন সে কদ্ধাশ আমাকে যেন দিত মুক্তি।

প্রায়ই সে নিজেব বিষয়ে বলত,—আমাব বাড়ী এক বনের মধ্যে ; সেখানেই আমাব জন্ম, বনেব ওপারে গাঁয়েব পাঠশালায যেতুম, পবীক্ষাব জন্তে মুনিখ যাবাব আগে কখনো বাড়ী ছেড়ে বেবোই নি, তাবপবেই যাই সাল্‌সবুর্গে সঙ্গীতেব জন্তে। তাবপব থেকে সেখানেই থেকেছি ববাববা বডো বডো শহব আমাব ভালো লাগে না। লণ্ডন, ভিয়েনা, বোম, ওঅ্‌বস জানা জায়গা আব অবশ্য সব জর্মান শহবগুলোও, কিন্তু কোথাও আমাব বসবাস কবাব ইচ্ছা হয় নি। একটিমাত্র শহব আমাব ভালো লেগেছিল, সে প্রাগ্‌ আর কোনো শহবে ও প্রাণ নেই। সবাব উপবে অবশ্য ছুবেমবের্গ। জর্মানেব পক্ষে ঐ এক শহব বটে, বুক ফুলে ওঠে সেখানে, প্রতিটি পাথবে যেখানে স্মৃতিব ঐশ্বর্য, সেকালেব জর্মানিব গৌবব ষাদেব সৃষ্টি, তাঁদেব জন্ত স্মরণীয়। আমাব মনে হয় ফবাসীদেব নিশ্চয়ই এই ভাব জাগে শাত্র্‌বে ক্যাথিড্রালেব বিষয়ে। সেখানে তাবাও নিশ্চয়ই আশে পাশে পূর্বপুরুষদেব অস্তিত্ব অনুভব কবে, তাঁদেব মানসেব সৌন্দর্য উপলব্ধি কবে, তাঁদেব নিষ্ঠাব মহত্ব, তাঁদেব ধবণধাবণেব সূষমা। ভাগ্যেব ফেরে শাত্র্‌বে গেলুম। আহা! সত্যিই যখন পাকা ফসলেব উপব দিয়ে দূবে নীল, স্বচ্ছ, হাওয়াব মতো স্ফুমাব শার্তিব চোখে পড়ে, তখন কি আবেগ জাগে। কল্পনা কবলুম সেই সব তীর্থধাত্রীব আবেগ, যাবা সেকালে কেউ পাষে, কেউ ঘোড়ায় কেউ বা গাড়ী চেপে আস্ত। তাদেব মনোভাব আমিও উপলব্ধি কবলুম, ভালোবাসলুম তাদেব। ইচ্ছা হয় তাদেব ভাই হতুম যদি।—

তাব মুখ কঠিন হয়ে' এল,—নিশ্চয়ই এটা সাজোষা গাড়ীতে যে শাত্র্‌ আসে, তাব বিষয়ে বিশ্বাস কবা শক্ত, কিন্তু তবু এ সত্য। জর্মানদেব মনে,

সেবা জৰ্মানদেব মনেও এতো মিশ্র আবেগ একই সঙ্গে জাগছে, যে সব আবেগ থেকে মুক্তি পেলে তাবা বাঁচে।

সে আবাব হাসল, অস্পষ্ট একটা স্মিতহাসি ধীবে ধীবে আভা ছড়াল তাব মুখে। তাবপবে সে বললে, আমাদেব বাডীব সবচেয়ে কাছে যে বাডীটা, সেখানে একটি মেয়ে থাকে। ভাবি হৃন্দব আব মিষ্টি মেয়ে। অন্তত আমাব বাবা খুশি হতেন যদি আমি তাকে বিয়ে কবতুম। তাঁব মৃত্যুব সময়ে তো আমবা একবকম বাগ্‌দত্ত ছিলুম বল্লই হয়, আমাদেব দুজনকে নিবিবিগিতে বেড়াতে যেতে দিত সবাই।

আমাব ভাইঝিব সূতা কেটে গেল, লোকটি অপেক্ষা কবল যতক্ষণ না আবাব সে সূতা পবাল। নিবিষ্ট মনোযোগে শেষ অবধি সূতা পবানো হল, ছুঁচব মুখটা ছিল বেজায় ছোট।

তাবপবে লোকটি আবাব বলে চল্ল,—একদিন আমবা বনেব মধ্যে গিয়েছিলুম। আমাদেব সামনে খবগোস আব কাঠবেডালী ছুটোছুটি কবছিল। নান্যবকম ফুল ছিল চাবদিকে। নাবসিন্, বুনো হায়াসিন্থ আব এমাবিলিস। মেয়েটি খুশিতে চোঁচিয়ে উঠ্ল। বললে, ‘আমি কী খুশি ভেব্‌নেব্, ঈশ্ববেব এই সব দান কী ভালো লাগে, কী ভালোই বাসি।’ আমাবও নিজেৰে স্তম্ভী মনে হচ্ছিল। ত্রাকেনেব মধ্যে শৈবালেব উপবে আমবা শুয়ে ছিলুম, কাবো মুখে কথা নেই। মাথাব উপবে দেখছিলুম ফাব গাছেব চূড়া মুহু মুহু হুলছে আব সব পাখি ডাল থেকে ডালে উডছে। হঠাৎ সে চীৎকাব কবে উঠ্ল, ‘ওঃ চিব্‌কে কামডাল নোংবা একটা কোথাকাব খুদে জানোয়াব, জঘন্ত মশা একটা।’ তাবপব দেখি সে খপ কবে হাতে কি ধবলে, বললে, ‘ধবেছি একটা ভেবনেব্। দেখ দেখ কিবকম সাজা দিই-ওটাকে; এই—দিলুম—একটাটান—ওব—পায়ে—এই—একটা—এই আবেকটা’ দিলেও সে তাই।...

ফন্‌ এব্রেনাক্ বলে’ চল্ল,—সৌভাগ্যবশত, তাব প্রার্থী ছিল অনেক। আমাব কিছু মনস্তাপ হয় নি, কিন্তু সেই থেকে জৰ্মান মেয়েদেব ব্যাপারে আমি ভয়ে ভয়ে সবে থাকি।

নিজেব হাতেব পাটায় সে তাকাল চিন্তিতভাবে এবং বল্লে, আমাদেব বাষ্ট্রনেতাবাও ঠিক ঐ বকম। তাই আমি কখনো তাদেব দলে ভিডতে চাই নি। যদিচ আমাব বন্ধুবান্ধবেবা লিখত যোগদান কবতে। না, তাব

চেয়ে ববং ঘবে বসে থাকা ভালো। আমার সঙ্গীত-সাফল্যের দিক থেকে তাতে অসুবিধাই ছিল, কিন্তু সেটা গৌণ কথা, সাফল্যলাভের চেয়ে বিবেকের শান্তি বড়ো জিনিস। আব এটা আমি খুব ভালোই জানি যে আমাব বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে, আমাদের ফুয়েবেবের মাথায় অনেক সব বিব্যাট মহৎ ভাবনা চিন্তা আছে বটে, কিন্তু এও জানি তাবা এক এক কবে' মশাব পা টেনে টেনে ছেঁড়ে। জরমানবা নিঃসঙ্গ হলেই এ ব্যাপাবটা ঘটে : এটা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। আব ক্ষমতা হাতে পেলে ঐ পাটির লোকেদের চেয়ে কে আবো নিঃসঙ্গ অসহায় বলো ?

—স্বথের বিষয়, এখন আব তাবা নিঃসঙ্গ নয় : তাবা এখন ফ্রান্সে। ফ্রান্সে তাদের আবোগ্য, আপনাদের একটা সত্যকথা বলছি ; তাবাও এটা বোঝে। তাবা বোঝে যে ফ্রান্স তাদের শেখাবে সত্যকাব মহৎ ও হৃদয়ের শুদ্ধতা।

সে দবজাব কাছে গিয়ে, যেন স্বগতোক্তিে কথাগুলো প্রায় গলায় চেপে বললে,—কিন্তু তাব জন্তে আমাদের প্রয়োজন প্রেমের।

মুহূর্তেক দবজাটা খোলা বেখে, কাঁধের উপর দিয়ে সে তাকাল সেলাই-নত আমাব ভাইকির ঘাডের দিকে, যেখানে গাট মেহগনি পাকে পাকে কেশগুচ্ছ উঠেছে পাণ্ডুব তলু গ্রীবাব পিছন দিকে। তাবপবে শাস্ত দৃঢ় স্ববে বললে, যে প্রেমের প্রতিদান আছে।

তাবপবে সে মুখ ফিবিয়ে নিলে। দবজাটা বন্ধ হয়ে গেল, যেই সে দ্রুতভাবে তাব সন্ধ্যাব বুলি বললে, আপনাদের একান্ত শুভবাঞ্ছা কামনা কবি।

\*

\*

\*

অবশেষে এল বসন্তের দীর্ঘ দিনগুলি। সুবাদারটি তখন সূর্যাস্তের বশিপাতের সঙ্গে নেমে আসত। তাব পবণে থাকত সেই ধূসর ফ্রান্সের ট্রাউসব্দ, তবে কাঁধে চডাত একটা হালকা পশমী জ্যাকেট, বংটা মোটা ঘবের কাজের বং, গলাখোলা একটা লিনেন্ শার্টের উপবে। একদিন সে একটা বই নিয়ে নেমে এল, পাতাব মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে, তাব মুখ উজ্জল একটা অর্ধশুট হাসিতে, যে হাসি আমরা অন্তরে আনন্দ দেব ভাবলে পূর্বাভাসের মতো আসে। সে বললে—আপনাদের জন্তে এটা আনলুম, ম্যাক্বেথের একটা পাতা। হে ঈশ্বর ! কি বিব্যাট প্রতিভা।



বইটা সে খুললে :

—এটা আছে শেষটায়। ম্যাক্বেথের 'ক্ষমতা' মূর্তি থেকে বেবিয়ে যাচ্ছে, আব সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে অলুচবদেব আলুগত্য, তাবা এবাব বুঝছে ম্যাক্বেথের উচ্চাশাব কালিমা, সজ্জান্ত সামন্তবর্গ, যাবা স্কটলণ্ডের মান রক্ষায় ব্যস্ত, তাবা অপেক্ষা কবছে ম্যাক্বেথের আসন্ন পতনের। তাদেব একজন বর্ণনা কবছে সে পতনের সব নাটকীয় লক্ষণ. ....

সে আস্তে আস্তে পড়তে লাগল, করুণ একটা ভাবি গলায়,

‘...এখন সে মনে মনে ভাবে

গুপ্ত তাব হত্যাগুলি জডায়ে’ বয়েছে দুই হাতে,

এখন বিদ্রোহ নিত্য ধিক্কাবিছে হাবামী যে তাব,

যাদেব শাসক, তাবা চলে গুধু কঠিন শাসনে,

আলুগত্যে নয়, এখন সে মনে মনে ভাবে তাব

কাঁধে বাজ্য ঢিলা ঝোলে, যেন এক দৈত্যেব পোষাক

ছেয়ে আছে খর্বকায় চোবেব শবীবে।’

মাথা তুলে সে হেনে উঠল। বিমূঢ়ভাবে আমি ভাবলুম, সেওকি আমি যে অত্যাচাবী দুঃশাসনের কথা ভাবছি, তাবই কথা ভাবছে ? কিন্তু সে বললে,

—এবই জন্মে কি তোমাদেব এডমিবােলব বাতে ঘুম নেই। ওলোকটি তোমাদেবই মতো আমাব মনেও অবজ্ঞা জাগায়, তা সত্ত্বেও লোকটিব জন্মে ককণা বোধ কবি।

‘যাদেব শাসক, তাবা চলে গুধু কঠিন শাসনে,

আলুগত্যে নয়,.....

—জনসাধাবণেব প্রীতি যে নেতা পায় না, সে বেচাবা নেহাৎ কলেব পুতুল। তবে...তবে, এ ছাড়া কিই বা আশা কবা যায় ? এ আসন ঐ বকম ছবাবোগ্য সাফল্যবাদী লোক ছাড়া কেই বা পূর্ণ কবতে চাইত ? এও ঠিক যে এটাবও প্রয়োজন ছিল, ইয়া প্রয়োজন ছিল এমন কোনো লোক যে স্বদেশকেই বেচে দেবে, কাবণ আজ—আজ এবং দীর্ঘ ভবিষ্যতেও—ফ্রান্স নিজেব কাছেই আত্মসম্মান না খুইয়ে স্বেচ্ছায় আমাদেব মুক্তবাহতে আত্মদান কবতে পাবে না। অনেক সময়ে দেখা যায় অতি জঘন্য ঘটকালিতে অতিস্বথী বিবাহিত জীবনের স্ত্রপাত। অবশ্য ঘটকটি তা সত্ত্বেও অবজ্ঞাব পাত্র, তাতে বিবাহটিব স্ত্রে কিন্তু টান পড়ে না—

ফট কবে' সে বইটা মুড়ে' ফেললে, কোঁটেব পকেটে পুবে হাতের চেটো  
হিঁদিয়ে ছবাব অভ্যাসবশে খাব্‌ডাল। তাবপব দীর্ঘ মুখ খুশিব ছটায় উদ্ভাসিত  
কবে বললে :

—আমাব আতিথ্যকর্তাদেব জানাচ্ছি যে ছ সপ্তাটাক আমি থাকব না।  
ভাবি খুশি লাগছে প্যাবিস যেতে। এবাবে আমাব ছুটিব পালা এবং এই  
প্রথম প্যাবিসে ছুটি কাটাব। এটা আমাব পক্ষে একটা স্ববণীয় দিন। সব  
এচয়ে স্ববণীয় বলতে পাবি, যতদিন না সেইদিন আসে, মন প্রাণ দিয়ে যেইদিন  
চাই, মহত্তব সেই দিন। দবকাব হয় তো, আমি বছবেব পব বছব প্রতীক্ষা  
কবতেও জানি। আমাব হৃদয় জানে দৈর্ঘ্য কি কবে ধবতে হয়।

—প্যাবিসে আমাব খুব সম্ভবত বন্ধু বান্ধবদেব সঙ্গে দেখা শোনা হবে,  
তাদেব অনেকে ওখানে এসেছে তোমাদেব বাষ্ট্রপতিদেব সঙ্গে সব কথাবার্তা  
চালাতে, আমাদের দুই দেশেব সেই আশ্চর্য মিলনেব জন্তে। তাই এক  
হিসাবে বলা যায় যে এ বিবাহে আমিও এক সাক্ষী .... আমি বলতে চাই যে  
ফ্রান্সেব জন্তে আমি স্থখী বোধ কবছি, তাব ক্ষত সাববে দ্রুত, কিন্তু জর্মানীব  
জন্তে, আমাব নিজেব জন্তে স্থখী আমি আবও বেশি। ফ্রান্সকে তাব মহত্ত,  
তার স্বাধীনতা ফিবিয়ে জর্মানির যা লাভ সংকাজে এতো লাভ আব কাব  
হুতে পাবে।

—আপনাব একান্ত শুভবাঞ্ছা কামনা কবি।

সে ফিবে আসাব পব তাকে দেখতে পাই নি। আমাব জানতুম যে সে  
অয়েছে; বাড়ীতে অতিথি থাকলে, সে অদৃশ্য হলেও অস্তিত্বেব নানা লক্ষণ  
বোকা যায়। কিন্তু বেশ কয়েক দিন—এক সপ্তাবও বেশি, তাব দেখা পাওয়া  
গেল না।

কথাটা স্বীকার কবব? তাব উপস্থিতিব অভাবে আমাব মনে শান্তি  
ছিল না। তাব কথা মনে হত, জানি না কতোটা অভাব বোধে বা উজোগে।  
আমি বা আমাব ভাইঝি কখনও তাব নাম কবি নি নিজেদেব মধ্যে। কিন্তু  
সন্ধ্যাবেলায় মধ্যে মধ্যে যখন শোনা যেত উপবতলায় তাব অসম পদক্ষেপেব  
চাপা প্রতিধ্বনি, তখন আমাব ভাইঝি যে হঠাৎ গোঁ ধবে' কাজে মন দিত,  
তাব থেকে এবং তাব মুখে অস্পষ্ট-বেথায় যে কঠিন অথচ প্রতীক্ষমান একটা  
ভাব আসত, তাব থেকে বুঝতুম যে চিন্তা থেকে আমাব মতো সেও  
মুক্ত নয়।

একদিন আমায় কমাণ্ডাণ্ট-এব কাছে যেতে হল টায়ার বিষয়ে এক ব্যাপাবে। তাবা একটা ফর্মদিলে, আমি যখন সেটা ভর্তি কবছি, সে সময় ভেব্‌নের্ ফন্ এব্রেনাক্ তাব আফিস, থেকে বেবিষে এল। প্রথমটা সে আমায় দেখতে পায় নি, দেয়ালেব লম্বা আয়নাব সামনে একটা ছোট টেবিলে এক সার্জেণ্ট বসে ছিল, তাকে কি বললে। তাব বর্ণহীন গলাব সেই টানা টানা স্বব কানে এল আব জানি না কেন, বিনাকাজেই আমি খানিক বসে' বইলুম অদ্ভুত মনোভাবে যেন অদ্ভুতপূর্ব চূড়ান্ত একটা কিছুব অপেক্ষায়। আবশিতে তাব মুখ দেখতে পেলুম, পাণ্ডব ক্লান্ত লাগল। সে চোখ তুললে চোখাচোখি হল আমাব সঙ্গে। দু সেকেণ্ড পবম্পবেব দিকে তাকিয়ে বইলুম তাবপবে' হঠাৎ সে ঘুবে দাঁডাল মুখোমুখি। ওষ্ঠাধব একটু খুলে গেল, দীবে সে হাতটা একটু ওঠাল, আবাব আবাব তক্ষুনি নামাল। প্রায় বোরা ঘাষ না, এমনি ভাবে সে মাথাটা নাডল একটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাবে। যেন সে নিজেকেই না বলছে, কিন্তু তাব চোখ সেই আমাব মুখে। তাবপবে তাব চোখ নেমে গেল মাটিতে, একবাব ঈষৎ মাথা নত কবে' খুঁড়িয়ে সে অফিসে ফিবে অদৃষ্ট হয়ে গেল।

আমাব ভাইঝিকে এ বিষয়ে কিছু আব আমি বলিনি, কিন্তু মেয়েদেব বোধ হয় বিভালেব মতো দিব্যদৃষ্টি থাকে ; সাবা সন্ধ্যা সেদিন সে কেবল কাজ থেকে চোখ তুলে' তাকাতে লাগল আমাব দিকে, আমাব মুখে যেন কিছু পড়ে' দেখছে। আমি এদিকে মুখটা কবছি প্রাণপণে ভাবহীন, পাইপ টেনে টেনে। শেষটায়, যেন ক্লান্ত হয়ে সে হাতদুটি নামিয়ে দিলে, জিনিসপত্র মুড়ে-জিজ্ঞাসা কবলে যে সে সকাল সকাল শুতে যেতে পাবে কিনা। কপালে একবাব ছটো আঙুল বুলোল, যেন মাথা ধবেছে, তাবপব সে শুভরাজি জ্ঞাপনে চুমো দিলে আব আমাব মনে হল যেন তাব হৃদব ধূসব চোখে ভৎসনাব আভাস একটা কিবকম বেদনাব ভার। সে উঠে যাওয়াব পরে আমাব একটা হাত্তকব বাগ হল : নিজেব হাত্তকবতাবই উপবে বাগ আক হাত্তকব এক ভাইঝিব জন্ত বাগ। এই সব নিবোধ ব্যাপাবেব অর্থ কি ? কিন্তু নিজেব মনেও কোনও জবাব পেলুম না। নিবুদ্ধিতাই যদি হয়, তাহলে বলতে হবে তাব উৎস অনেক গভীবে।

তিনদিন পবে, তখন আমবা সবে কফি শেষ কবছি, কাণে এল সেই চেনা অসমান পদক্ষেপের মাত্রা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে এবং এবাবে আমাদেবই

দিকে আসছে। হঠাৎ মনে পড়ল ছমাস আগেব সেই সন্ধ্যা যখন প্রথম এই পদক্ষেপ গুলি। ভাবলুম, আব আজও সেই বৃষ্টি পড়েছে। সেদিন সাবা সকাল বৃষ্টি হয়েছিল, একটা টানা বর্ষণেব গৌ; যাতে বাইরে সব ডুবে যাচ্ছিল আব বাড়ীৰ ভিতৰটা শীতল ঘন আবহাওয়ায় সন্তোষ লাগছিল। আমাব ভাইঝি কাঁধ ঢেকেছে এক ছাপা বেশমী কমালে, তাতে জঁ কক্‌তোব আঁকা দশটা অস্থিৰ আঙুল পবম্পবেব দিকে অবশ ভাবে গুল। আমি আমাব পাইপেব বাটিটায় হাত গবম কবছিলুম—অথচ মানটা জুলাই।

পদধ্বনিটা সিঁড়িৰ মোড়টা পাব হযে' ধাপে ধাপে ক্যাচ্ ক্যাচ্ কবে নামতে লাগল। মন্থবগতিতে লোকটি নামছিল, ক্রমশ মন্থবতব, দ্বিধায় নয়, যেন তাব ইচ্ছাশক্তিতে টান পডছিল চবমভাবে। আমাব ভাইঝি মাথা তুলে আমাব দিকে তাকাল, সমস্তক্ষণ ধবে তাব চোখ স্থিৰ বইল আমাব উপবে, শিং-ওলা পেঁচাব স্বচ্ছ অমানুষিক দৃষ্টিতে। আব যখন সিঁড়িৰ শেষ ধাপেব আওয়াজ এল আব তাবপবে দীৰ্ঘ এক নিস্তব্ধতা, দেখি তাব মুখতাবেব কাঠিন্য চলে' গেছে, চোখেব পাতা তাব ভাবি হয়ে এল, মাথাটা পডল হুয়ে' এবং সাবা শবীৰ ক্লাস্তিতে এলিয়ে পডল আবামকেদাবায়।

নিস্তব্ধতাটুকু কষেক সেকেণ্ডেব বেশি নিশ্চয়ই ছিল না কিন্তু মনে হয় যেন দীৰ্ঘকাল। বোধ হল যেন লোকটিকে দবজাব ওপাশে দেখতে পেলুম, দবজায় টোকা দেবাব জন্ত তৰ্জনী উত্তত তবু রুদ্ধ, যেন টোকা দিলেই যা কিছু তাবপবে ঘটবে, সে মুহূর্তটা পিছিয়ে দিতে চায়।...শেষটা দবজায় আঙুল টোকা দিলে। দ্বিধাবিত কারো মুহূ টোকা সে নয়, স্নায়ুবিচলিত প্রথব টোকাও সে নয়; তিনবাব পুবো ধীব টোকা এল, শান্ত নিশ্চিত কবাবাত, যার সঙ্কল্পে আব প্রত্যাবৰ্তন নেই। আগেব মতো, আমি ভাবলুম যে দবজা তৎক্ষণাৎ খুলে' যাবে, কিন্তু খুলল না। আমাব মনে একটা প্রবল আলোড়ন হল, নানাপ্রশ্নেব জগাখিচুড়ি, নানা বিকল্প ভাবাবেগেব দ্বন্দ্ব। সে সব এলোমেলো চিন্তা প্রতি মুহূর্তে আবো গোলমাল পাকতে লাগল আব, মুহূর্তগুলিকেও মনে হল জলপ্রপাতেব মতো বেড়েই চলেছে। জবাব দেওয়া উচিত কি? হঠাৎ এই পবিবর্তন কেন? আজই বা সে কেন আশা কবল যে আমাদের মোঁন আমবা ভাঙব, সে নিজেই তো তাব ব্যবহাবে এতদিন ধবে' এই স্তব্ধ মোঁনব্রতকে তাবিফ জানিয়েছে। আজই হঠাৎ এই সন্ধ্যায় সে কি দাবি জানাল আমাদের আত্মমৰ্ধাদাব উপবে?

আমাব ভাইব্বিৰ দিকে তাকালুম যদি তাব চোখে কোনো মহড়া, কোনো নিৰ্দেশ পাই। কিন্তু তাব মুখেৰ পাশদিক শুধু চোখে পডল। সে তখন লক্ষ্য কৰছে দৰজাব হাতলটা, সেই অমানুষিক পেচকদৃষ্টিতে, স্থিৰলক্ষ্য চোখ। বেজায় পাণ্ডুব দেখাছিল তাকে, দেখলুম তাৰ উপব-ঠোঁট শাদা স্নকুমাব দাঁতেৰ বেখাব উপবে যন্ত্ৰণায় সঙ্কচিত। এই হঠাৎ আবিষ্কৃত অন্তৰ্মুখ নাট্যে, যাব তীব্ৰতাৰ সঙ্গে আমাব ব্ৰিধাব সামান্য দ্বন্দ্বৰ কোনো তুলনাই হয় না, এ নাট্যেৰ মুখোমুখি হয়ে আমি একেবাবে অবশ হয়ে গেলুম। ঠিক সেই সময় আবাব দুৱাৰ কবাঘাত হল, শুধু দুৱাৰ, দুটি দ্ৰুত কোমল টোকা।

—“ও এবাব চলে যাবে,” আমাব ভাইব্বি বললে,—এতো নিচু গলায় আব এতো কৰুণ স্বৰে যে আমি আব থাকতে না পেৰে বেশ জোৰে বললুম, “আহ্নন, মঁসিয়।”

কেন আমি ঐ ‘মঁসিয়’ জুডলুম? সেকি এই তাকে জানাতে যে তাকে মানুষ হিসাবেই আসতে বলেছি, শত্ৰু সৈন্ত্যেৰ অফিসৰ বলে’ নয়? নাকি, উৰ্ণোভাবে, এই জানাতে যে আমি বুঝেছি কে কবাঘাত কৰেছে এবং কথা দুটো তাকেই সম্বোধন? জানি না, আব তাতে কিছু আসে যায় না। দাঁড়াল এই যে আমি বললুম, ‘আহ্নন, মঁসিয়’ আব সে ঢুকে এল।

আমি ভেৰেছিলুম তাকে সাধাবণ শহুৰে পোষাকেই দেখব কিন্তু তাব পৰণে জঙ্কীসাজ। সে বৰ্ণনা যথেষ্ট হল না, আমি বলব যে সে চূড়ান্ত বকম জঙ্কীসাজে এল—যদি তাতে স্পষ্ট হয় আমাব ধাবণাটা যে সে আমাদেব চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবাব জন্তে স্বেচ্ছায় এই সাজ চড়িয়েছিল। সে দৰজাটা দেয়াল অবধি ঠেলে দিলে, চৌকাঠে সোজা হয়ে দাঁড়াল, এতো ঋজু ও কঠিন যে আমাব সন্দেহ হল এ সেই লোকই আমাব সামনে কিনা, আর সেই প্ৰথম নজৰে পডল অভিনেতা লুই জুভে-ৰ সঙ্গে তাব কি আশ্চৰ্য সাদৃশ্য। কয়েক সেকেণ্ডে সে ঐ ভাবে দাঁড়িয়ে বহিল, কঠিন, ঋজু আব নিৰ্বাক, পা দুটো একটু ফাঁক কৰে, দু পাশে দু বাহু শিথিল, আব তাব মুখ এতো শীতল ও এতো নিষ্ক্ৰিয় যে মনে হল তাতে কোনো আবেগেৰ দাগও থাকতে পাৰে না।

বসেই ছিলুম তো আবামকেদাবাটায় তলিয়ে আব আমাব মুখেৰ সামনে ছিল তাব বাঁ হাতলটা, তাই আমাব চোখ গেল সেই হাতে, যেন সেই হাতে লেগে বহিল, অনেকক্ষণ বহিল, যেন বাঁধা। কাৰণ সে হাতেৰ যে ভাবটা তাতে লোকটিৰ সাবা শবীৰেৰ ভঙ্গীটা মিথ্যা হয়ে গেল।....

সেই দিন আমি বুকলুম যে দেখতে শিখলে হাতেৰ মध्ये দিয়ে মুখেৰ মতোই 'স্পষ্ট' বোকা যায় মনেৰ আবেগ—মুখেৰ মতোই বা মুখেৰ চেয়ে ভালো—কাৰণ হাত দুটোতে ইচ্ছাশক্তিৰ প্ৰকাশ আৰো কম। দেখলুম হাতেৰ আঙুল কটা খুলছে, মুডছে, পাকাচ্ছে, টানছে তীব্ৰ একটা অনাবৃত ভাব প্ৰকাশে অথচ তাৰ মুখ আৰ সাৰা শৰীৰ নিশ্চল, সংযমে কঠিন।

তাবপবে তাৰ চোখে যেন প্ৰাণ ফিৰে এল। দৃষ্টিটা একবাৰ আমাৰ উপৰে পড়ল, মনে হল যেন একটা বাজপাখি আমায় তাগ কবল—কঠিন দুই উল্লুক্ত চোখেৰ পাতাব মध्ये জঁলজঁলে চোখ, কঠিন অথচ অনিদ্ৰাৰোগীৰ শুকনো চোখেৰ পাতাব মাঝে। তাবপবে চোখদুটি পড়ল আমাৰ ভাইঝিৰ মুখে—এবং সেখানেই বহিল।

অবশেষে তাৰ হাতটা স্থিৰ হয়ে এল, আঙুলগুলো বেকে মুঠিতে বন্ধ হয়ে' গেল। তাবপবে তাৰ মুখ খুলল আৰ টোটেৰ ফাঁকে একটা আওয়াজ বেবোল যেন খালি বোতলেৰ ছিপি খুলল কেউ, তাবপব অফিসবটি একেবাবে নিশ্ৰুভ গলায় বললে, আপনাদেব গুৰুতব একটা কথা বলতে হবে আমাকে।

আমাৰ ভাইঝিৰ মুখ ছিল তাৰ দিকে কিন্তু সে মাথা নামাল। সে আঙুলে গুলিটা থেকে পশম পাকাতে লাগল, গোলাটা কাৰ্পেটে পড়ে গড়াতে লাগল—একমাত্ৰ একটা হাস্যকৰ কাজ যেটা মনোযোগ বিনা কৰা সম্ভব আৰ যাতে তাৰ অস্বস্তিটাও ঢাকা পড়ে।

অফিসবটি বলে চলল—স্বস্পষ্টভাবে একটা আপ্ৰাণ প্ৰবাস কবে' :

—যা কিছু বলেছি এই ছমাস ধৰে' যা কিছু এই চাবটে দেয়াল শুনেছে

হাঁপানি বোগীৰ মতো কষ্টে সে দীৰ্ঘ নিশ্বাস টানল, মুহূৰ্তেক ফুসফুস রাখল 'ভবে'—আপনাবা অতি অবশ্যই ..

...শ্বাস ফেলে আৰাব বললে, আপনাবা অতি অবশ্যই সব ভুলে যাবেন।

আমাৰ ভাইঝিৰ হাতদুটি ধীবে ধীবে ঘাগ্ৰাব গৰ্ভে নেমে এল আৰ বালিতে আটকানো নৌকাৰ মতো অসহায়ভাবে এলিয়ে থাকল। আন্তে আন্তে সে মাথা তুলল এবং তাবপৰে সেই প্ৰথম—একেবাবে প্ৰথম—সে অফিসবটিৰ দিকে তাৰ পাণ্ডুৰ চোখেৰ পূৰ্ণ দৃষ্টি ফেবাল।

প্রায় শুনতে পেলুম না এমনি অক্ষুটকণ্ঠে লোকটি বললে, আহা, ভেল্খ আয়ন লিখট।

এ কি আলো! আব যেন সে আলো সহিতে পাবছে না, তাই কজ্জিব আডালে চোখ ঢাকল। ছু সেকেও কেটে গেল, তাবপবে সে হাত নামাল কিন্তু চোখেব পাতা নামিয়ে। এবাবে তাবই পালা এল মাটিতে চোখ নামিয়ে বাখাব।....

তাব ঠোঁটেব মধ্যে দিয়ে আগেব মতো একটা আওয়াজ বেবোল, তাবপবে অপবিসীম ক্লান্ত গলায় বললে :

—দেখে এলুম ওদেব—বিজয়ী বীবদেব।

তাবপব কয়েক সেকেও থেমে আবো নিচু গলায় বললে, ওদেব সঙ্গে কথাবার্তাও হল।

শেষে চুপিচুপি, ধীরে ধীরে তিক্তস্ববে : ওবা আমায় নিয়ে হাসাহাসি কবল।

আমার দিকে চোখ তুলে সে গম্ভীরভাবে, প্রায় বোঝা যায় না এমনি ভাবে তিনবাব মাথা নাডল। চোখ বুজে তাবপব বললে :

—ওবা আমাকে বললে, ‘তুমি কি এটা বোঝো না যে আমবা ত এদেব’ বাগিয়ে আনছি?’ আমবা ওদেব ঠকাচ্ছি, তাবা এই বললে, ঠিক ঐ কথা। ‘ভিব প্রেলেন সী।’ ওবা আমায় বললে ‘তুমি কি ভাবো আমবা এতোই বোকা যে আবার আমাদের সীমান্তে ফ্রান্সকে মাথা তুলতে দেব, তাই ভাবো কি?’ তাবা সব হো হো কবে হেসে উঠল, হৈ হৈ কবে আমাব পিঠ চাপড়ে’ আমাব মুখেব দিকে তাকাল : ‘আমরা সঙ্গীতকাব নই তো।’

শেষ কথা কটা বলবাব সময়ে তাব গলায় এসে’ গেল গুঁচ অবজ্ঞা, যেটা হয়তো সহচরদেব প্রতি তাবই মনোভাবেব প্রতিফলন বা হয়তো সেটা তাদেবই কথাব স্ববেব প্রতিক্রিয়া।

—তাবপরে আমি তাদেব অনেক কথাই বললুম, প্রায় এক দীর্ঘ আবেগেব বক্তৃতা। তাবা বলতে লাগল, ‘আবে! আবে!’ তাবা আমায় উদ্ভব দিলে এই বলে, : ‘বাজনীতি তো কবিব স্বপ্ন নয় হে। কি জন্তে আমবা যুদ্ধে নামলুম বলো দেখি? ওদেব বুদ্ধ মার্শালের জন্তে নাকি?’ আবার তাবা হেসে উঠল : ‘আমবা পাগলও নই, বোকাও নই : ফ্রান্সকে ধ্বংস কববাব এই আমাদের স্বযোগ আব তাকে ধ্বংস আমবা কববই।’

শুধু তাব পার্থিব শক্তি নয়, তাব আত্মাও । বিশেষ কবে তাব আত্মা । তার ঐ মনই তো সবচেয়ে বিপজ্জনক । বর্তমানে এই আমাদের কাজ, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ থেকে ভায়া । আমবা হাসিমুখ দিয়ে আব ধৈর্য দিয়ে ফ্রান্সে পচন শ্ববিষে দেব । পা-চাটা নেডী কুকুব কবে দেব ।’

সে চুপ কবল । মনে হল তাব দম্ ফুবিষে গেছে । এমন জোবে দাঁতে দাঁত চেপে ধবল যে তাব গালেব হাড দাঁড়িয়ে উঠল আব বগেব নিচে একটা গুয়াপোকাব মতো মোটা আব বাঁকা শিরা দপ্ দপ্ কবতে লাগল । হঠাৎ তাব মুখেব সবটা চমড়া একটা মাটিচাপা কাঁপনে কেঁপে উঠল—যেন দম্কা হাওয়াব দীঘিব জল, বা ফুটন্ত ছুধেব উপব যখন প্রথম সব পড়ে, সেই বুদ্ধদেব মতো । তাব চোখ পডল আমাব ভাইঝিব পাণ্ডুব উন্মীলিত চোখে এবং চাপা গলায়—নিচু ও আবেগে চাপা, কথাব পক্ষে অত্যধিক ভাবি গলায়, সে বললে,

—কোনো আশা নেই ।

তাবপরে আবো নিচু, আবো দ্বিধাস্থিত এবং বর্ণহীন গলায়, যেন নিজেকে ঐ অসহনীয় কিন্তু প্রকৃত তথ্যে যন্ত্রণা দেবাব জন্ত বললে,—আশা নেই । কোনো আশা নেই—

তাবপবে হঠাৎ তাব গলা জোবালো’ উচু হয়ে এল এবং আমার আশ্চর্য লাগল যখন শিঙাধরনিব মতো স্পষ্ট দানাদাব গলায় যেন যুদ্ধেব বুলিব মতো বললে,—আশা নেই ।

তাবপবে—নিস্তব্ধ ।

মনে হল যেন তাব হাসি শুনলুম । যন্ত্রণাহত তাব কপাল কুক্ষিত পাকানো দড়িব মতো আব ঠোটটুটো কাঁপছিল, পীড়িতেব বিবর্ণ অথচ জ্বাভ দুই ঠোঁট ।

ওবা দোষটা চাপাল আমাব ঘাড়ে, আমাব উপবে প্রায় চটে উঠল : ‘এই তোমাব অবস্থা দেখ ! দেখ একবার তোমাব কিবকম নেশায় পেয়েছে ফ্রান্স । এখানেকই তো আসল বিপদ । কিন্তু আমবা যুবোপকে এই ব্যাবাম থেকে মুক্তি দেব । এ বিশ্ব আমবা তাডাব ।’ ওবা আমার সব বোঝাল, ‘ওঃ, ওবা আমাব বুদ্ধি একেবারে খোলসা কবে দিলে । ওবা তোমাদেব সাহিত্যিকদেব খাতিব কবছে, অথচ সেই সঙ্গে বেলজিয়মে, হলণ্ডে যে দেশেই আমাদের সৈন্তসামন্ত অধিকাব কবেছে ওরা গবাদ তুলছে । এবার



ফরাসী বই যেখানে সেখানে যাবে না, এক টেকনিকাল বই, বিফ্রাকশনতত্ত্ব বা সিমেন্ট তৈরির নিদান ছাড়া। সাধারণ সংস্কৃতির বই-টাই, একটিও না। একেবারে নয়।

দিশাহাবা বাতপাখির মতো তার দৃষ্টি ঘবেব একোণে গুণোণে ঝাপটে ক্ষতবিক্ষত হয়ে আমার মাথাব উপর দিয়ে গিয়ে শেষটা যেন আশ্রয় পেল সবচেয়ে অন্ধকার তাকুগুলিতে, যেখানে বাসিন, বঁসাব, কসোব স্থান। সেখানে তার দৃষ্টি বইল আব প্রবল এক আর্তনাদে তার কণ্ঠ চলল :

—কিছুই না, কিছু না, কেউ নয় !

এবং যেন তখনও আমবা এ শাসানোর গুরুত্ব ঠিক বুঝি নি, তাই বললে, শুধু তোমাদেব আধুনিক লেখক নয় ! কেবল তোমাদেব পেগয়ী, তোমাদেব প্রোস্ত, তোমাদেব বেগ্‌সন নয় . একেবারে সব ! ঐ উপবেব সবও ! ঝোঁটিয়ে সব ! সমস্ত কিছু।

আবাব যেন এক মবীয়া আদবে, তার চোখ ঘূবে গেল গোখুলিতে ঈষৎ চক্‌চকে বাঁধাই গুলোয়।

—ওবা সব আলো নিভিয়ে দেবে, সে বলে' উঠল, আব কখনো যুবোপ প্রদীপ্ত হবেনা এই আলোয়।

তার গম্ভীর ফাঁপা গলায় আমার মনে প্রতিধ্বনিত হল এক আকস্মিক চীংকার, একটা ইংবেজি কথা, যাব শেষ স্ববটা কান্নায় গিয়ে মেলায়।

‘নেভাব্‌ মোব’—আব কখনো নয় !

আবাব নামূল মোন। আবাব কি দুজ্জের্য অসহ্য আততিতে বাঁধা। আমাদের সব অতীত নীববতাব তলায় আমার মনে হত যেন সমুদ্রতলেব জীবন চলছে, সব গুপ্ত আবেগেব নানা হৃন্দেব নানা বিরুদ্ধ বাসনা ভাবনাব, সামুদ্রিক জীবদেব মতো অগণন, যাদেব যুদ্ধ চলে জলের শান্ত আববণেব তলায়। কিন্তু এ মোনেব তলায়। ভয়ানক এক নিপীড়িত বোধ ছাড়া কিছুই নেই। শেষটা এ মোন তার কণ্ঠস্ববে ভাঙল, কোমল ব্যাধিত সে স্বব :

—আমার এক বন্ধু ছিল। প্রায় ভায়েব মতো। একসঙ্গে স্কুলে পড়েছি। স্টুটগার্টে এক ঘবে দুজনে থেকেছি। নুবেম্বের্গে তিনমাস একসঙ্গে কাটিয়েছি ; পবস্পবকে বাদ দিয়ে কেউ কিছু কবিনি। আমি তাকে আমার স্বর বাজিয়ে শোনাতুম, সে আমাকে শোনাত তার কবিতা। স্বকুমার মন ছিল তার বোমাষ্টিক। তারপরে সে আমায় ছেড়ে গেল। সে গেল ম্যানিখে

তাব নতুন বন্ধুদেব কাছে তাব কবিতা পডতে। সেই তো আমায় সৰ্বদা লিখত তাদেব কাছে চলে যেতে, তাকেই তো দেখলুম প্যাৰিসে তাব বন্ধুদেব মধ্যে। দেখলুম তাৰা ওৱ কি অবস্থাটা কৰেছে !

ধীবে ধীবে সে মাথাটা নাডল, যেন তাকে কোনো সনিৰ্বন্ধ অনুবোধ এডাতে হৈছে।

—সেই দেখি ওদেব মধ্যে চবমপহী। তাব মধ্যে চবম ব্যঞ্জেব সঙ্গে বাগ মিশেছে। একবাব সে ক্রুদ্ধ চোখে আমাব দিকে তাকায় আৰ টেঁচায় ‘এ বিষ ! একে এ বিষ থেকে বাঁচাতে হবে।’ আৰাব পবমুহুৰ্ত্তে পেটে আঙুলেব ডগা দিয়ে খুঁচিয়ে বলে, ‘ওৱা ভয়ে ঠাণ্ডা মেবে গেছে এখন, হাহা। ওবা এখন ট্যাঙ্ক সামলাতেই পেট সামলাতেই অস্থিৰ—ব্যবসাবাণিজ্য কি হবে ভেবেই কাৰু। ওবা শুধু এই ভাবে ! আৰ ওদেব মধ্যে বাকি কটাকে খোষামোদ কৰে ঘুম পাড়িয়ে ঠিক কৰে দেব, হাহা। অতিসহজ ব্যাপাব।’ আমাকে নিয়ে হাসতে হাসতে তাব মুখটা লাল হয়ে উঠল। ‘এক হাঁডি ফ্যান দিয়ে ওদেব আত্মা আমবা কিনে নেব।’

দম নিতে ভেব্‌নেৰ একবাব থামল।

—আমি তাকে বললুম, ‘তুমি কি কিছু বুঝেছ তোমবা কি কবছ ? এব অৰ্থ যে কি তা কি ঠিক ধবতে পাবছ ?’ সে জবাব দিলে, ‘তাতে আমবা ঘাবড়ে যাব ভাবছ না কি ? নাহে, আমাদেব এ পৰিষ্কাৰ মাথা নিয়ে আমবা ঘাবড়াই না।’

—আমি বললুম, ‘তা হলে তোমবা কববখানা পাকা কববেই ?—চিবকালেব জন্তুই ?’

—সে জবাব দিলে, ‘এ জীবন মৰণেব ব্যাপাব। জয় কববার সময়ে জোব থাকলেই চলে কিন্তু তাতে যা জয় কবা হয় তাকে বাখা যায় না। আমবা বেশ ভালো কবেই জানি যে আমাদেব আধিপত্য বাখতে গেলে সৈন্ত সামন্তে কিছু হবে না।’

—আমি বলে উঠলুম, ‘কিন্তু তাই বলে’ মানুষেব মন বিকিয়ে। একি সৰ্বনেশে দাম !’

—সে উত্তৰ দিলে, ‘মানবাত্মা অমব। কতোবাব সে এব অগ্নিপৰীক্ষা পাব হয়ে গেছে। নিজেব ছাই থেকে তাব পুনৰুজ্জীবন। আমাদেব একে গড়তে হবে আগামী হাজাব বছবেব কথা ভেবে : প্ৰথমে তাই কবতে হবে

একে ধ্বংস।' আমি তাব মুখে তাকালুম। দেখলুম তাব পাণ্ডুব চোখের ভিতব অবধি। আন্তরিক কথাই বলছিল সে। সেটাই সব চেয়ে ভয়ানক ব্যাপাব।

তাব চোখছটো বড়ো হয়ে উঠল, যেন তাবা কোনো বীভৎস হত্যাব দর্শক :—ওবা যা বলছে তাই কববে !

—সে চীৎকাব কবে' বললে—যেন আমবা তাকে বিশ্বাস কবছি—ওবা তাই কববে সব ব্যবস্থা কবে', অক্লান্ত ওবা। আমি জানি ও নয়তানেবা সহজে থামে না।

বেয়াডা কানতোলা কুকুবেব মতো সে মাথা নাডল। চাপা দাঁতেব মধ্যে দিয়ে একটা গুঞ্জন এল, প্রত্যাখাত প্রেমিকেব আৰ্ত্তনাদ।

সে নড়ে চড়ে নি। কঠিন স্থিৰ একভাবে দাঁড়িয়ে ছিল সে দোবগোডায়; ছুঁবাছড়িয়ে, যেন দুই শিসাব হাত বহন কবছে, পাণ্ডুব, মোমেব মতো নয়, জীর্ণ ভঙ্গুব দেয়ালেব চুনকামেব মতো, ধূসব, সোবাব মতো শাদা ছোপ লাগা।

দেখলুম সে আস্তে আস্তে হুইছে তাবপব হাত তুলে এগিয়ে' ধবল, চেটো নিচে বেখে আঙুল একটা ঝাঁকিয়ে, আমাব ভাইঝিব আব আমাব দিকে। মুষ্টিবদ্ধ কবল হাতটা, একটু ওঠাল নামাল আব এদিকে তাব মুখভাব আঁট হয়ে' উঠল এক প্রচণ্ড শক্তিতে। তাব ওষ্ঠাধব ফাঁক হয়ে গেল, জানি না সে কি আবেদন কববে, ভাবলুম : ভাবলুম—ই্যা আমি সত্যই ভাবলুম যে সে আমাদেব বিদ্রোহে আত্মান কবতে যাচ্ছে। কিন্তু ঠোট থেকে একটা কথাও বেবোতে পেল না। মুখ বুজে' গেল আব আবাব চোখও বুজে' গেল। সে খাড়া হয়ে' দাঁডাল; তাব হাতছটো ছুপাশে ওঠাল, মুখ ববাবব উঠতে ছুঁবোধ কয়েকটা মুদ্রা কবলে যবদ্বীপেব নাচেব ভঙ্গীতে, কপালেব উপব একবাব বোলাল, আঙুল ছড়িয়ে চোখেব পাতা ছটো চেপে।

—“ওবা আমায় বললে : ‘এটা আমাদেব দাবী আমাদেব কর্তব্য।’

আমাদেব কর্তব্য।। যে লোক এত সহজে তাব কর্তব্যেব পথ খুঁজে পায় সেই স্বধী।”

তাব হাত ছটো নেমে গেল :

—“চোমাখায় তোমাকে বলা হল ‘ঐ তোমাব পথ’। সে ষাড নেড়ে বলে' চলল, তবে কিনা ও পথ পৰ্বতশিখবেব উত্তরু আলোকে নিয়ে যায় না।

দিনে যায় কোন্ ভয়াবহ তেপান্তবে, মিলিয়ে যায় কোন্ নিবানন্দ অবশ্যেব  
বীভৎস অন্ধকাৰে। ..হে ঈশ্বৰ! আমাব কৰ্তব্যোৱ পথ কোথায়!”

সে বললে, প্ৰায় চীৎকাৰ কৰে' বললে,—“এ তো সেই যুদ্ধ, ক্লেশ্বেৰেব  
যুদ্ধ, লোকায়েতে আব লোকোন্তবে।”

কৰুণ একাগ্ৰতায় সে তাব দৃষ্টি বাখল জানলাব উপবে কাঠেব দেবমূৰ্তিটিব  
উপবে—আনন্দস্থিত দিব্য শান্তিতে উজ্জল সে দেবদূতটিব উপবে।

হঠাৎ তাব মুখভাবেব'কঠিনতা যেন একটু শিথিল হল, শবীবেব ঋজুতা  
কমল, মুখটা একটু মাটিব দিকে ঝুঁকে' এল। সে মুখটা তুলে অনেকটা  
স্বাভাবিক ভাবে বললে, “আমাব ভ্ৰাতৃ দাবী ছাডি নি. দবখাস্ত কবেছি কোন  
যুদ্ধক্ষেত্ৰেব ফোজে বৰ্দ্ধল হতে চাই। শেষ পৰ্যন্ত ওবা দবখাস্ত মঞ্জুৰ কবেছে।  
কালকে চলে যাবাব পবোয়ানা পেয়েছি।”

মনে হল যেন তাব ঠোঁটে হাসিব আভাস দেখলুম, যখন সে ঢীকা যোগ  
দিয়ে বললে,—“নবকে যাবাব।”

সে পূবেব দিকে হাত তুলল—বিয়াট সব মাঠেব দিকে, যুদ্ধেনে যেখানে  
ভাবীকালৈ ফসল ফলবে অগণন শবদেহেব উপবে।

আমাব ভাইকিব মুখেব দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলুম, চাঁদেব মতো বিবৰ্ণ  
সে মুখ। ঠোঁথ ছটি একেবাবে খোলা, ওপাল ফুলদানিব মুখেব মতো, প্ৰায়  
গ্ৰীক ট্ৰাজেডিব মুখোসেব মুখব্যাদানে। এবং তাব কপালে, যেখান থেকে  
চুলেব বেথা উঠেছে, দেখলুম বিন্দু বিন্দু ঘাম, ধীবে ধীবে নয়, প্ৰবলবেগে  
বেবিয়ে আসছে।

জানি না ভেবনেব ফন্ এত্ৰেনাক্ লক্ষ্য কবল কিনা। তাব চোখেব তাবা  
আব মেয়েটিব'চোখেব তাবা পবস্পবেব মধ্যে যেন গেঁথে বইল, তীবেব  
খুঁটিতে স্ৰোতেব মধ্যে নৌকাৰ মতো, এবং এমন বন্ধনে গ্ৰথিত যে সে ছ  
জোড়া চোখেব মধ্যে কেউ একটা আঙুলও তুলতে পাৰে না। এত্ৰেনাকেব  
এক হাত দবজাব কাঠামোতে। দৃষ্টি একচুল না সবিয়ে, সে ধীৰে ধীৰে  
দবজাটা টানল। অদ্ভুত বকম ভাবহীন গলায় বললে, “আপনাদেব একান্ত  
শুভবাক্সি কামনা কৰি।”

আমি ভাবলুম যে সে দবজা বন্ধ কবে যাচ্ছে। কিন্তু মোটেই তা না।  
সে তাকিয়েছিল আমাব ভাইকিব দিকে। দেখলে তাকে, তাব পবে বললে,  
প্ৰায় চুপি চুপি বললে, “বিদায়।”

একটু নডল না সে, নিশ্চল দাঁড়িয়ে বইল আব সে বেদনাহত আব নিশ্চল মুখে সবচেয়ে নিশ্চল তাব চোখ ছুটি—কাবণ তাবা বাঁধা ছিল অস্ত্রের চোখে—বডো বেশি আয়ত, বডো বেশি পাণ্ডুর, আমাব ভাইঝির চোখে। এটা চলল—কতক্ষণ ধবে?—চলল সেই চবম মুহূর্ত পর্যন্ত, যতক্ষণ না মেয়েটিক ওঠাধব একটু নড়ে উঠল। ভেবনেবেব চোখ জল জল কবে উঠল। শুনতে পেলুম :

—“বিদায়।”—

কান পেতে না থাকলে কথাটা শোনা যেত না। কিন্তু অবশেষে শোনা গেল। ফন্ এবেনাকুও শুনল। সে সোজা খাড়া হয়ে দাঁড়াল আব তারপব মনে হল তাব মুখেব, সাবা শবীবেব কাঠিন্ত শিথিল হয়ে গেল, যেন শীতল দীঘিতে স্নাত সেবে।

তাব মুখে হাসি এল। তাই তাব যে শেষ ছবি আমাব মনে আছে সেটা হান্তস্মিত ; তাবপবে দবজা বন্ধ হয়ে গেল, পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল বাতীক ভিতবে।

পবের দিন, যখন আমাব সকালের দুধটা খেতে নেমে এলুম, তখন সে চলে গেছে। আমাব ভাইঝি প্রতিদিনেব মতো প্রাতবাশ ঠিক কবে বেখেছে। নীববে সে আমাব খাবাব ঢালল, নীববে আমবা খেলুম। বাইবেব কুয়াসাক মধ্যে দিয়ে বর্ণহীন সূর্য উঠেছে। আমার মনে হল দিনটা ভাবি ঠাণ্ডা।\*

অনুবাদ—বিষ্ণু দে:

---

\*পুনর্মুদ্রিত

## সুরঙ্গমা

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

তুমি ওই বিচিত্রিত প্রজাপতিটিব  
বেশি সত্য নও স্বপ্নমা !  
কবে সেই সমর্পিত ফুলেব শবীব  
জেনেছিল তোমাকে পবমা ।

স্বপ্নেকে চঞ্চল, তাই দেখ নি কী স্বপ্নে  
নিরুদ্দেশ পাখাব স্পর্শ সে  
অভিজ্ঞান ভেবে যত্নে নয়নে চিবুকে  
বেখেছিল শুদ্ধ মোহবশে ।

তুমি রূপ হ'য়ে আজও স্বপ্নাব প্রণয়  
খোঁজ, একবাব তবে জানানো,—  
মৃগ্য তাব শিববর্ণনন্দিত হৃদয়  
লজ্জা হ'য়ে ধূলায় লুটানো !

সে চিনেছে দিবসেব কামার্ত আলোক,  
নিশীথেব কুহকী মন্ত্রণা ।  
স্বাপ্ন হৃদি গবলান্ত তবু হতশোক  
অভিমানে বধিব চেতনা ।

তুমি জানো, আজ শুধু ফাস্কনজ্যোৎস্নারে  
অন্ধকাবে ডুবে সে এডায় ।  
রুদ্ধেছে সে দ্বাব পাছে মজে বাবে বাবে  
তোমাব হাসিব সাস্বনায়ে ॥

বিবহ নাটকে গ্রাস আমাব চোখেব কাছে সমুজ্জল তাবা।  
আমি এই পৃথিবীকে বক্তমাংসেব ধুব বাসনা জেনেছি  
যে দৰ্পনে সন্ধ্যাবেলা প্রেয়সীব বিকীৰ্ণ শবীব  
জলে ওঠে—অন্ত পিঠে ব্যাপ্ত তাব বক্তাক্ত পাবদ।

বিবহ নাটকে গ্রীস আমাব চোখেব কাছে সমুজ্জল তাবা।  
বজতফেনাব মতো দিকে দিকে সমুদ্র-প্রসাবে  
হয়ত পৰ্বতচূড়া ধবে আছে কোনো বাজপাখি  
তবঙ্গেব আন্দোলন—অনিকাম দু'টি মুক্ত ডানা।

বিবহ নাটকে গ্রীস আমাব চোখেব কাছে সমুজ্জল তাবা।  
হে পৃথিবী, তবুও জননী তুমি। বাবংবাব দয়িত্তেব রূপে  
যখন ছুয়াব হতে প্রত্যাহত ফিবে যাবো-শুধু বাজপাখি  
তমসাব পবপাবে খুঁজে পাবে বক্ত মাংস চুল।

## অবিচ্ছিন্ন

### রঞ্জিত সিংহ

এখন চলেছো তুমি স্বর্ধতীৰ্থ অনন্তেব দেশে  
বিগত বাত্মিব লোকে শিহবিত দেওদাব বন  
স্মৃতিমাত্র অবশেষ বাসকসজ্জাব পবাবেশে  
আকাশে তোমাব যেন সমর্পিত দেহপ্রাণমন।

অথচ পাণ্ডব হ'ল আকাজ্ঞাব নিভৃত আকাশ  
লোকের সম্মুখে কই পবিপূর্ণ পূর্ণিমাব ভাষা  
এবং অজব আল্লা কবেছিলে দেহকে প্রবাস  
পৃথিবীতে কেন তবু সমর্পিত হ'তে ফিবে আসা !

এখানে মাঘের বেলা প্রকৃতিতে দেখেছো দৃশ্যত  
হবিংপত্রের ভিড়ে লুপ্তপ্রায় ফাল্গুনের স্মৃতি  
তুমাবে চিহ্নিত শাখা বিয়োগান্ত নায়কের মতো  
বিবল এখন তাই পুষ্প, পত্র, আনন্দ প্রভৃতি ।

তবুও চৈতন্ত্যে দেখো সব ছুঃখ আবর্তেব মতো  
হুই তীব্র ছুঁয়ে ছুঁয়ে তুমি একা চলো অবিবত ।

## মাথুর

নবনীতা দেবী

বকুলেব বৃকেব ওপব  
বারবাব হাওয়া বয়, তবু—  
বসন্তেব আকাশ পাখব ।

বসন্তে কে আব ফিবে আসে  
নিসর্গের বৃন্দাদুতী ছাড়া  
সব নদী মিলায় আকাশে ।

ববং পাখিবা উড়ে গেলে  
হলুবব ককক বধুবা  
বাধা-অঙ্গ তমালেব ডালে—

অভিষেক-উত্তপ্ত মথুবা ॥



মুহূর্তকে মাত্র কোবো, সে তোমাকে তিল তিল কবে  
কান্তি দেবে। অকূলে ভাসিয়ে তবী আববাব ফেবাবে একূলে।  
নিত্যবন্ধে আন্দোলিত আর্ত উপহাব। উজ্জ্বল ক্ষমাব  
অলক্ষ্যে তন্ময় দৃষ্টি প্রসারিত। যা ছিল, যা থাকবে এইক্ষণটুকু জুড়ে  
তাকেই প্রাণেব বলি, কাবা আসে, কাবা যায়, এই ছিন্ন আয়ুর সংসারে  
নিত্যবেলা কী জানায় কিছুই বুঝিনা, শুধু এ মুহূর্তে থাকি দবিত্র ভুবনে।

স্থানেব কালেব পথে যে বোমাঞ্চ আনন্দ ছুঁখেব, তাও পাই  
প্রতিক্ষণে, অল্পভবে উর্মিমালা, বক্ত কলবব, সব আছে  
ভুল ভ্রান্তি, শুব তৃপ্তি, মূলবেথা, প্রাণেব প্রেমেব, সে ছবি সম্পূর্ণ হয়  
অনায়াসে, আমাব বৃকেব বক্তে ফোটে তাব স্পর্শময় ধনি।  
ব্যপ্ত এক আদি অন্তে, সহচব বিচিত্র সময়েব  
সব নিয়ে তোড়া বাঁধে, মুহূর্তেব শিল্পী প্রতিদিনই।

## পাখি

বিনয় নজুমদার

কোথায় ? তাকে দেখতে পাব নাকি ?  
শুনেছি বনে দোলায় মন অবাক এক পাখি।  
শুনেছি পাখি কখনো তাব শবীবে ধাব দিত,  
পুলকল্পত বিশ্ব হত দ্বন্দ্বে প্রলোভিত।  
কোথায় ? তাকে এখনো দেখিনি ত।

\* \* \*

দেখেছি তবে ..পাখিই হবে ..না, না,  
 ছুপাশে তাব নিয়মমত ডানা ।  
 কিন্তু তাকে কখনো আমি উড়তে দেখিনি ত ।  
 সে তবে দূব অতীত যুগে আকাশে পাড়ি দিত ?  
 \* \* \*  
 কখনো নাকি সে নেচেছিল সাগবে দেহ পেতে,  
 এখন তাই কেবল পাবে অতীতে নিয়ে যেতে ।

---

## যোসেফের প্রতি সমবেদনায়

পরিমল চক্রবর্তী

আমবা সবাই জানি যোসেফের নৈফল্যের কথা ।  
 সেই দ্বিতীয় যোসেফ—ইতিহাসে ককণাব মূর্তি—  
 যে নাকি অনেকগুলো যুগাতীত বিপ্লবী সংস্কার  
 প্রবর্তন কবেছিলো, আপনাব উদবেব পূর্তি  
 যাব একমাত্র কাম্য ছিলো নাকো, প্রজাদেব ব্যথা  
 বুঝেছিলো, দেখেছিলো অন্ধকার নানা অজ্ঞতাৰ ॥

সে-ও নাকি স্বীয় ধৰ্ম্মে ব্যর্থই হয়েছে। ইতিহাস  
 একথাই বলে বলে মুখবিত । অথচ সৃষ্টিব  
 গুঢ় অবচেতনায় যে-যত্নণা স্তম্ভকল্প, সে-ও  
 ব্যর্থতাকে সাফল্যেব চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নিয়ে  
 আবেক জন্মেব তবে মৌনলগ্নে ফ্যালে দীৰ্ঘশ্বাস ,  
 কাবণ যা কিছু ধ্রুব সভ্যতাৰ অথবা কৃষ্টিব :  
 ব্যর্থতাৰ কাছে ঋণী তাব সবই অপবিমেয় ॥

হয়তো যোসেফ গ্যাছে ইতিহাসে স্বচ্ছ কিছু দিয়ে ॥

## ঊনবিংশ শতাব্দীর জাগরণ

### এবং ব্রাহ্মসমাজ

নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

( আদি ব্রাহ্মসমাজ )

॥ ১ ॥

বাংলা দেশেব মূলত চাকুবি-নির্ভর মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মধ্যবিত্তেব ঊনবিংশ-শতাব্দী জাগরণ সম্পর্কে আমাদের পণ্ডিতমহল এখনও ভাববিগলিত। এঁদেক মধ্যে অনেকেই বস্তুনিষ্ঠ ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীবভান কবেন মাত্র, শুধু কতকগুলো মহৎ উচ্চ চিন্তাব নজিব তুলেই এই জাগরণকে এক আশ্চর্য কাণ্ড আখ্যা দেন। প্রতিপদে ইয়োবোপেব বেনেশাঁস এবং বিকর্ষণেব সঙ্গে সমীকরণেব হস্তাকবঃ চেষ্টায় এই জাগরণেব সঠিক চবিত্র ধবা পড়ে না। আসলে এক ধবণেক ঔচিত্যবোধই এঁদেব পাণ্ডিত্য কটকিত আলোচনােব একমাত্র সম্বল।

ঊনবিংশ শতাব্দীেব সমাজবিচ্ছিন্ন মধ্যবিত্তেব অস্তিত্বযন্ত্রণাব পটেই এই জাগরণকে বুঝতে হবে। এই সময়ে আমাদের প্রাচীন অভ্যস্ত জীবনযাত্রায় যে পরিবর্তন ঘটে, তা নিতান্তই চাকুবিগত। তাই মধ্যবিত্তেব চৈতন্ত্বেব রূপান্তরও ছিল অগভীর, অসম্পূর্ণ। জীবনেব দায় এডিয়ে, চিন্তাব ক্ষেত্রে আমবা বেহাম মিল স্পেন্সার 'কম্টি'বই (comte) সগোত্র, এই আত্মপ্রসাদে এবং গোটা সমাজেব নেতৃত্বেব অহংকােব মেতেছি, অথচ চাকুবিব ভাগবাঁটোয়াবায় ইংবেজ প্রভূব কার্পণ্যে ক্ষুব্ধ হয়েই কাতব অল্পনয়ে ভেঙ্গে পড়েছি। মিল বেহাম নিউম্যান আওডান সত্ত্বেও, সমাজসংস্কােব নিবীহ প্রশ্নেই, আমাদের অভ্যাসিকতায় সামান্য টান পডলেই দিশেহাবা হয়েছি, মনস্থিব কবতে পাবিনি। ছিন্নমূল অস্তিত্ত্বেব যন্ত্রণায় অস্থিব হলেও কোথায় তাব মূল সে সম্পর্কে কোনও স্পষ্ট জিজ্ঞাসাই এই জাগরণে ছিল না। মধ্যবিত্তেব সমস্তাটা ছিল জনজীবনেব সঙ্গে সাযুজ্য স্থাপনেব নয়, ইংবেজপ্রভূব সন্ধিবেচনােব সঙ্গে বোঝাপডাব। ঊনবিংশ শতাব্দী জাগরণেব উচ্চ চিন্তাগুলো যে কতদূর বিশৃংখল ভীক ছিল তাব সামান্য পবিচয় নিলেই এই শতকেব মধ্যবিত্তেব খণ্ডিত, দ্বিধাগ্রস্ত আত্মসচেতনােব স্বরূপ বোঝা যায়।

১৮১৮ সাল থেকে এদেশেব বিভিন্ন পত্রপত্রিকাব প্রায় প্রতিটি সংখ্যায়ই ভাবতবর্ষে ব্যাপক ছুটিক্ষ, শস্ত্রের দুর্মূল্য-এব সংবাদ পাওয়া যায়। ইংবেজ প্রভুদেব অবাধ নির্লজ্জ লুণ্ঠনে সাধাবণ লোকদেব জীবন একেবাবে বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাদেব স্বার্থেব সঙ্গে গাঁটছড়ায় বাঁধা 'এদেশীয় ভাগ্যবন্ত'দেব কপাল ক্রমশই খুলে যেতে থাকে। তাই এডমণ্ড বার্ক যখন হেষ্টিংস্ এব অনাচার সম্পর্কে ভাষণমুখব, তখন বাঙলা দেশেব 'ভাগ্যবন্তরা' তাঁব সমর্থনেব জন্তু আতুব হয়ে ওঠেন। ১৮৩১ সালেব সমাচার চক্রিকায় ইংবেজি শিক্ষার সার্থক ফল সম্বন্ধে বলা হয় : ইংবেজি বিদ্যাব অহংকাবে যাবা নাস্তিক হয়েছে, ধর্ম বিসর্জন দিয়েছে, তাবা সত্যি হতভাগ্য পাপী, পবকাল ত বটেই, ইহকালটিও খুইয়ে বসেছে, কাবণ ধর্মত্যাগীবা ইংবেজি ভাল জানলেও সাহেবদেব বিশ্বাসভাজন নয়, 'তাহাবা কেহ কোনো পাঠশালায় টিচব কেহ বা ১৬ টাকাব কেবাণী' ! ইংবেজি বিদ্যাব সত্যাকারেব সফল এই : 'হিন্দু হইয়া ইংবাজি বিদ্যায় বিদ্বান হইলে নাস্তিক হয় ইহা পূর্বে জ্ঞাত ছিলাম না কেননা পূর্বে যে সকল দেওধান মুংসদ্দি লোক ছিলেন তাহাবা ইংবাজি বিদ্যাভ্যাস কবিয়া সাহেব লোকেব অভিপ্রায় মতো কর্ম স্বেচ্ছাপূর্বক বহু ধনোপার্জন কবিয়াছিলেন ইহাতে ইংবাজেবা ভুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে নানাপ্রকারে মর্যাদা প্রদান কবিয়াছেন' ...।

দীর্ঘকাল পবেও ইংবেজ দাক্ষিণ্যে এই নির্ভবতা ও বিশ্বাস টেলেনি। অনেক প্রতিশ্রুতিব, আশ্বাসেব বঙীন খেলনা দিয়ে নাবালকদেব ভোলানো হয়েছে। ১৮৭৬ এব টাইটেল্‌স্ এ্যাকট অনুযায়ী পবেব বছব ভিক্টোবিয়া 'ভাবতেশ্বরী' উপাধি গ্রহণ কবলে এই ভাগ্যবানদেব মহলে আনন্দেব বান ডেকে যায় : 'এত আনন্দ কেন ? এ আনন্দ কিসেব নিমিত্ত ? যেদিন মুসলমানেরা প্রথম ভাবতভূমি বক্ষে পদার্পণ কবিয়াছে, সেইদিন হইতেই তো তিনি কাঁদিতে বসিয়াছেন। \* \* ভাবতবাসী ভ্রাতৃগণ ! আজি আনন্দ কব, আজি আনন্দে মত্ত হও। \* \* আব তোমাদেব বিজাতীয়েব দাস হইতে হইবে না, আব তোমাদিগকে তাহাদিগেব অত্যাচারেব সহ্য কবিতে হইবে না। তোমাদিগেব রাজ্ঞী আব এখন কেবল ইংলণ্ডেব রাজ্ঞী নহেন, তোমাদিগেবও

বাজী হইলেন। তোমাদিগকে আপনাব সন্তানেব ত্রায় স্নেহ কৰিবেন।  
 তোমাবা আব ইংবাজদিগেব দাস নহ, তাহাদিগেব সমকক্ষ হইলে’  
 (সমাচাৰচন্দ্রিকা, ১লা জালুয়াবি, ১৮৭৭)। এই পত্ৰটিবই তৃতীয় সংখ্যায়  
 যে সাল্লবাগ অভিমান ও স্বস্তি প্ৰকাশ কৰা হয় তা আৰও কোঁতুকপ্ৰদ : ‘গত  
 পবশ্ব ভাবতবৰ্ষেব সৰ্বস্থানে ঘোষণা কৰা হইয়াছে যে, ইংলণ্ডেববী ভাবতেব  
 সহিত অধিকতৰ নৈকট্য সংস্থাপনেব নিমিত্ত তাঁহাব নূতন উপাধি গ্ৰহণ  
 কৰিয়াছেন। জগদীশ্বৰ কৰুন তাহাই যেন যথার্থ উদ্দেশ্য হয় এবং সেই  
 উদ্দেশ্য যেন অচিবে কাৰ্যে পৰিণত হয়। \* \* বস্তুত ভাবতেব ত্রায় বাজভক্ত  
 দেশ পৃথিবী মধ্যে দ্বিতীয় আছে কিনা সন্দেহ। হিন্দু সতী যেকুপ পতিপৰায়ণা  
 ভাবতভূমি তদুপ অধিপতিব অনুবাগিণী। \* \* কিন্তু পতি যদি ভাৰ্যাস্তব-  
 পৰায়ণ হইয়া সতীব অনাদৰ কৰেন, অপচ যত্নণা দেন, তাহা হইলে সতীব  
 মনোবেদনা যে কিৰূপ হয় তাহা কে বলিতে পাবে? \* \* ভাবতেব দশা  
 এবং পতিকৰ্তৃক অবমানিতা বৰণীব দশা উভয়ই সমান। যিনি ভাবতেব  
 ঈশ্বৰ তিনি আবাব ইংলণ্ডেবও ঈশ্বৰ। ভাবত ও ইংলণ্ড সপত্নীভাবে  
 অবস্থিত। এতাবৎ এই দুই সপত্নীব অধীশ্বৰ একটিতে অনুবক্ত হইয়া অপবটিব  
 অনাদৰ কৰিয়া আসিয়াছেন। ভাবতেব ঈশ্বৰ ইংলণ্ডেব বশীভূত। পতি  
 তাঁহাব সপত্নীকে পালে’মেণ্ট প্ৰভৃতি মণিমাণিক্য খচিত নানাবিধ অলংকাৰ  
 প্ৰদান কৰিয়াছেন কিন্তু তাঁহাকে অজ্ঞাপি দীন, হীন, দৰিদ্ৰবেশে বাখিয়াছেন,  
 একখানি উত্তম বস্ত্ৰও প্ৰদান কৰেন নাই। \* \* অমিতদুঃখা ভাবতভূমিকে  
 দোহন কৰাইয়া তিনি তাহাদিগেব অনিবাৰ্য ক্ষুণ্ণপিপাসা শান্তিব চেষ্টা  
 পাইতেছেন, আব ভাবতেব অগণ্য সন্তানগণ ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতব হইয়া অকালে  
 কাল কবলে পতিত হইতেছে তাহাব দিকে তাঁহাব কণামাত্ৰ দৃষ্টি নাই। \* \*  
 যে ইংলণ্ড পতিকে শত শতবাব সম্মৰ্জনী দ্বাবা সমাদৰ কৰিয়াছে, গৃহ হইতে  
 কতবাব বহিষ্কৃত কৰিয়া দিয়াছে, অধিক কি একবাব মন্তক ছেদন কৰিতেও  
 কুণ্ঠিত হয় নাই পতি সেই ইংলণ্ডেবই দাসাল্লদাস চৰণবেণু হইয়া পড়িয়া  
 বহিয়াছেন, আব যে ভাবত তাঁহাকে ইষ্টদেবতাব ত্রায় পূজা কৰে, সহস্ৰ  
 অপবাধে অপবাধ বলিয়া জ্ঞান কৰে না, পতি তাহাকেই অনাদৰ ও ঘৃণা  
 কৰিয়া যৎপৰোনাস্তি কষ্ট প্ৰদান কৰেন। \* \* সেই অভাগিনী যে স্বামী  
 সোহাগিনী হইবে ইহা কে মনে কৰিয়াছিল? এফণে বাজী ভিক্টোৰিয়া  
 ভাবতেব মনোদুঃখ নিবাবণেব অভিলাষ কৰিয়াছেন। \* \* ভাবত বাজেশ্বৰী

যে নাম গ্রহণ কবিয়াছেন তাহাতে আমবা এই বুঝিয়াছি যে অতঃপব ভাবত-  
ভূমি আব ইংলণ্ডেব দাসী নহেন, ইংলণ্ডেবী ভিক্টোবিয়াবই দাসী ।’

ভবানীচরণেব সমাচাৰচক্ষিকাষ প্রশংসিত বোধ-বৰ্জিত হিন্দু ভাগ্যবানদেব  
অৰাধ উজ্জিষ্ট ভোজনেব আনন্দময় যুগ অবিষ্টি দীৰ্ঘকাল স্থায়ী হয়নি ।  
বিশৃংখল লুণ্ঠনেব পবিবৰ্তে স্থপবিকল্পিতভাবে এদেশীয়দেব বক্তমোক্ষণেব নীতি  
ইংবেজ ক্রমশঃ গ্রহণ কবতে থাকে । হিন্দু ভাগ্যবানদেব জীবনেও সংকট  
দেখা দেয় । অস্তিত্ত্বেব সমস্তা বামমোহনেব চেতনায়ই সৰ্বপ্রথম ধবা দিখেছিল,  
বামমোহন শিষ্যদেব জীবনে সমস্তা আবও ব্যাপক, জটিল হয়ে ওঠে ।  
‘অক্ষয়কুমাৰ—দেবেন্দ্রনাথেব ব্রাহ্মসমাজেবও ইংবেজ সাম্রাজ্যশাসনেব  
অনিবার্যতায় দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, কিন্তু শাসননীতিব অলৌকিক মাহাত্ম্য সম্পৰ্কে  
সন্দেহ দেখা দেয় : ‘যে দেশে বাজা ও বাজ-নিয়ম আছে, এবং যে স্থানেব  
প্রজাবা বহুবেতনভুক্ উত্তমোত্তম বাজকৰ্মচাৰি নিয়োগেব উপযোগি যথেষ্ট  
কব প্রদান করে সে দেশে যে এমত অশাসিত থাকে, এবং তত্রত্য লোকেব  
ধন, মান, প্রাণাদি কিছুই যে স্বায়ত্ত নহে, ইহাতে তথাকাব বাজ-কাৰ্যেবই  
ক্ৰটি স্বীকাৰ কবিতে হয় । কিন্তু পাঠকবৰ্গ যেমন এমন মনে না কবেন, যে  
আমাদেব বাজপুৰুষদিগেব সমুদায় কাৰ্যই এইরূপ বিশৃংখল । যে বিষয়ে  
তাঁহাদিগেব স্বার্থ আছে, তাহাতে যত্ন, পবিশ্রম ও উৎসাহেব কিছুমাত্র অল্পতা  
দেখা যায় না,—বোধহয় তাঁহাবা আত্মলাভার্থে প্রাণ পর্যন্ত পণ কবিয়া অতি  
দুষ্কৰ কৰ্মও সম্পন্ন কবিতে পাবেন । \* \* বাজস্ব সংগ্রহার্থে কি অপূৰ্ব  
কৌশল, কি পবিপাটী নিয়ম, কি অদ্ভুত নৈপুণ্যই প্রকাশ কবিয়াছেন ।  
প্রজাবা নিঃস্ব ও নিবল হউক, তথাপি তাহাদিগকে নিকপিত বাজস্ব দিতেই  
হইবে, ভূস্বামিব সৰ্বস্বান্ত হউক, তথাপি তিনি ত্ৰি-মাসেব পব কপৰ্দক মাত্র  
বাজস্বও অনাদায়ি বাখিতে পাবেন না’ (‘তত্ত্ববোধিনী পত্ৰিকা, ১৭৭২ শক ) ।  
দেশেব দুৰ্দশায় তাঁবা বিচলিত হন : ‘ভূস্বামিব অত্যাচাৰ, নীলকবেব  
অত্যাচাৰ, বাজকৰ্মচাৰীব অত্যাচাৰ ও বাজাব অশাসন ও অবিচাৰ !  
যাহাবা এই সমুদয় অত্যাচাৰ ক্রমাগত সহ্য কবিতেছে, তাহাদেব আর কি  
ক্ষমতা থাকিতে পাবে ? \* \* তাহাবদেব এই দারুণ দুৰবস্থা নিবাকবণেবই  
বা উপায় কি ? আমাবদিগেব দেশীয় লোকেব পবস্পৰ এক্য নাই, এবং  
জনসমাজেব অধস্তন শ্ৰেণীব সহিত উপবিতন শ্ৰেণীব মিলন নাই’ (‘তত্ত্ব-  
বোধিনী পত্ৰিকা, ১৭৭২ শক ) । এঁবা উপলব্ধি কবেন, উন্নতি হয়েছে শুধু

শহবেব : \* \* 'যে সমস্ত লোক বঙ্গ দেশেব অন্তর্বর্তী সমস্ত পল্লীগ্ৰামস্থ মল্লয়েব অবস্থা অল্পসন্ধান কবিয়া দেখে এবং যাহাবা মধ্যে মধ্যে তাহাদিগেক সহিত কথোপকথন কবিয়া নানাপ্রকাৰ দুঃখেব বার্তা শ্রবণ কৰে, তাহাবা আব কখনই বলিতে পাবে না যে এক্ষণে বঙ্গ বাজ্যেব বিশেষ দুর্দশা ভিন্ন কোন অংশে ইহাব উন্নতি হইয়াছে । যদি চিবাধীনত্বকে সম্পদ বলিয়া গণনা করা সঙ্গত হয়, যদি অনশনাবস্থায় দিন যাপন কবাকে উন্নতিব লক্ষণ বলিয়া গ্রহণ কবা উচিত হয় এবং যদি মুমূর্ষু অবস্থাকে সম্পদেব সময় বলিয়া মনে' কবা বিশেষ হয়, তাহা হইলে বর্তমান বঙ্গবাসী লোককেও স্থখী ও সম্পদশালী বলিয়াও মনে কবিতে পাবা যায় । \* \* এ দেশীয় অধিকাংশ মল্লয়ই নির্দিষ্ট বেতনে শ্রম কবিয়া দিনপাত কবিয়া থাকে । বাণিজ্য বিস্তার দ্বাৰা যেমন পূৰ্বাপেক্ষা এক্ষণে এদেশে দ্রব্যাদিৰ মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, সেইকপ বেতনভুক পবিশ্রমী লোকেব শ্রমেব মূল্য বৃদ্ধি হয় নাই । \* \* বিশেষত এদেশেব বাণিজ্য ও কৃষিকাৰ্য দ্বাৰা এদেশীয় বণিক ও কৃষিলোকেবও বিশেষ উপকাৰ দৰ্শিতেছে না, দেশান্তৰীয় অন্তান্ত জাতিতেই এদেশোৎপন্ন প্রচুব দ্রব্যাদি লইয়া সমুদ্রপথে বাণিজ্য কাৰ্য কবিয়া থাকে । \* \* যিনি স্নেহপূৰ্বক এক্ষণে এই পবাধীন বঙ্গবাজেব মুখেব দিকে দৃষ্টিপাত কবিবেন, তিনি দেখিবেন যে উহাব সম্ভানেব দুঃখ হেতু উহাব নয়ন হইতে অনববত শোকাশ্রু বিনিৰ্গত হইতেছে ।' ( এই, ১৭৭৮ শক ) মধ্যবিত্তেব চাকুবিব স্বর্ণযুগও অতিক্রান্ত : 'কৰ্ম অপেক্ষা কৰ্মচাৰীৰ সংখ্যা অধিক হওয়াতে তাহাবও যোগাযোগ হওয়া অতি দুৰ্ঘট হইয়া উঠে । যেমন একটি শব দৃষ্টি কবিলে শত শত শকুনি তদুপবি আক্রমণ কৰে, সেইকপ কোনস্থানে, একটি পদ শূন্য হইলে ভূবি ভূবি ব্যক্তি তদৰ্থে লালায়িত হইয়া প্রাণপণে চেষ্টা কৰে' ( এই ১৭৭২ শক ) । অক্ষয়কুৰ্মাব দত্তও একটি বক্তৃতায় এই চাকুবি লোলুপতাকে ধিকাৰ দেন : 'অর্থ সকলেবই স্পৃহণীয়, কিন্তু কিংকপ উপজীবিকা অবলম্বন কবিলে, যথেষ্ট অৰ্থলাভ হইয়া আপনাব মান, সন্ত্রম ও স্বতন্ত্ৰতা বক্ষা পাইয়া গোঁবব বৃদ্ধি হয়, তাহাবা তাহাব মৰ্মবোধে সমর্থ নহেন । তাহাবা এইকপ স্বাতন্ত্ৰ্যসাধক কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি প্রধান ব্যবসায় সমুদয় অতি হেয় অপকৃষ্ট বৃত্তি বলিয়া ঘৃণা কৰেন । \* \* তাহাবা কেবল পৰেব দাসত্ব স্বীকাৰই স্ব্চাক্রকপে শিক্ষা কৰিয়াছেন । লিপিকব ব্যবসায় তাহাবদেব পক্ষে পবম পূজনীয় সৰ্ব-সেবনীয় হইয়া উঠিয়াছে ।'

কিন্তু এই যন্ত্রণায় মধ্যবিত্ত জীবনেব অসঙ্গতি সন্মুখী কোনও তীক্ষ্ণ  
জিজ্ঞাসাবহই জন্ম হয় না, ঔপনিবেশিক জীবনেব অদৃষ্টবিড়ম্বনায় তত্ত্ববোধিনী  
সভা তথা আদি ব্রাহ্মসমাজেব নেতাবা লক্ষ্যভ্রষ্ট হন। আত্মসচেতনতাব  
দিক থেকে অবিশিষ্ট আগেকাব সম্পূর্ণভাবে ইংবেজ সাম্রাজ্য-উচ্ছিন্নিৰ্ভব  
দেওয়ান সেবেস্তাদাব খাজাঞ্চীদেব সঙ্কে এঁদেব কোনও তুলনাই হয় না।  
একটি আত্মসচেতন শ্রেণীৰ প্রতিভু হিসেবেই অক্ষয়কুমাব-দেবেস্তাদাখ  
আত্মবক্ষা ও প্রতিষ্ঠাব প্ৰশ্নে মন দেন। অক্ষয়কুমাব এক বক্তৃতায় বলেন :  
‘অতএব এইক্ষণে আমাবদিগেব স্ব স্ব সাধ্যানুসাবে আপন ভাষায় শিক্ষা প্ৰদান  
কৰা, এবং এদেশীয় যথার্থ ধৰ্মেব উপদেশ প্ৰদান কৰা অতি আবশ্যক হইয়াছে  
নতুবা আব কিয়ৎকাল গোঁণে ইংৰাজদিগেব সহিত আমাবদিগেব কোনো  
বিষয়ে জাতীয় প্ৰভেদ থাকিবেক না—তাঁহাবদিগেব ভাষাই এদেশে জাতীয়  
ভাষা হইবেক, এবং তাঁহাবদিগেব ধৰ্মই এদেশেব জাতীয় ধৰ্ম হইবেক,  
সুতৰাং ব্যক্ত কৰিতে হৃদয় বিদীৰ্ণ হয় যে, হিন্দু নাম ঘুচিয়া আমাবদিগেব  
পৰেব নামে বিখ্যাত হইবাব সম্ভাবনা দেখিতেছি।’

কিন্তু তাঁদেব এই আশা, ‘ইংলণ্ডীয়’দেব অনুগ্রহে যে জ্ঞান অৰ্জন কৰা  
যাচ্ছে তাতেই পুঙ্খানুপুঙ্খ : ‘ইহাব ৪০০০ বৎসৰ পূৰ্বে নেত্ৰপাত কৰিলে  
এইক্ষণকাব আমাবদিগেব এই অবস্থাকে কি ছববস্থা বোধ হয়। তৎকালে  
বিদ্যাব আলোচনা কি পৰিপাটিকপ ছিল, ব্ৰাহ্মণ ক্ষত্ৰিয় বৈশ্য তিন বৰ্ণ  
বিদ্যাভ্যাসে তৎপৰ ছিলেন, শূদ্ৰ জাতিদিগেব বিদ্যাব অনুশীলন ছিল না কিন্তু  
তাঁহাবা সমুদয় লোকমধ্যে চাবিভাগেব একভাগ মাত্ৰ, কোন্ দেশীয় লোকেব  
মধ্যে এখনও পৰ্যন্ত চতুৰ্থাংশেব একাংশকে মুৰ্খ না পাওয়া যায়। পৰে যখন  
মুসলমানকপ পিণাচেবা এই ভাগ্যহীন ভাবতবৰ্ষকে ১১৯ শকে আক্ৰমণ কৰিয়া  
বিবিধ অত্যাচাব দ্বাবা খণ্ড-বিখণ্ড এবং মুৰ্মুৰু কৰিল সেই অবধি ক্ৰমে বিদ্যাব  
সুতৰাং ধৰ্মেব বল হ্ৰাস হইতে লাগিল। \* \* এইক্ষণে ইংলণ্ডীয়দিগেব  
প্ৰাদুৰ্ভাবে এদেশে উজ্জল হইবাব উন্মুখ হইয়াছে, ক্ৰমে প্ৰায় ৮০০ বৎসৰ পৰ্যন্ত  
যে দুঃখ এদেশে সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা ক্ৰমে দূৰীকৃত হইতেছে। দুঃখ  
দূৰেব মহতুপায় জ্ঞান হইয়াছে, কাৰণ জ্ঞানই আমাবদিগেব শক্তি কেবল  
জ্ঞানেব দ্বাবা প্ৰকাণ্ড বলবান অথচ মুৰ্খ হস্তী মনুষ্যেব অধীন হইতেছে’ ( তত্ত্ব-  
বোধিনী পত্ৰিকা )। ‘আমাদেব বিদ্যাশিক্ষার্থে’ উচিতমত ব্যয় কৰা হয় না  
সত্য, শিক্ষকেবাও অল্প মাইনে পান, তাঁদেব সামাজিক মৰ্যাদাও বিশেষ নেই।



তবু ‘বিজাতীয় বাজ্জাব অধীনে থাকিয়া আমবা বিজাবসেব য়েকপ আস্বাদন পাইতেছি, ইহাই আমাদিগেব আশাব অতিবিজ্ঞ হইতেছে। অতএব শিক্ষকদিগেব অবস্থা শোধনার্থে বাজপুরুষদিগকে অহুবোধ কবা উচিত নহে (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা)। এই বিজাব দৌলতেই বাক্যচ্ছটায় ইংবেজ প্রভুদেব মোহিত কবে নিজেদেব স্বার্থ রক্ষা কবা যাবে: ‘আমাবদেব রাজা ভিন্ন জাতীয়, বাজপুরুষেরা ভিন্ন জাতীয়, বাজ্যেব প্রধান কর্মচাবীবাও ভিন্ন জাতীয় মনুষ্য। পদে পদে তাহাবদেব নিকট মনোদুঃখ ব্যক্ত কবিবাব এবং তাহাবদেব সহিত নানাবিষয়ে বিচাব কবিবাব প্রয়োজন উপস্থিত হয়। অতএব এদেশীয় বিজাবদিগেব ইংবাজি ভাষায় ব্যুৎপন্ন হওয়া সর্বতোভাবে কর্তব্য। বিশেষতঃ কতকগুলি লোকেব এ প্রকাব পাবদর্শি হওয়া উচিত যে তাহাবা স্বজাতীয় বর্গেব প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া বাজবিচাবাগাবে বা সভাবিশেষে আপনাবদেব অভিপ্রায় প্রকাশ কবিতে পাবেন, গ্রন্থে বা প্রকাশ পত্রে লিখিয়া, স্বদেশেব শুভাশুভ ঘটিত সমুদয় বিষয়ে বিচাব কবিতে পাবেন, চৌমহলেব কোন কোন মহতীসভায় দণ্ডায়মান হইয়া ইংবাজদিগেব সমকক্ষরূপে বাগ্ম্যে প্রবৃত্ত হইয়া স্বায় পক্ষ বক্ষা কবিতে পাবেন, এবং প্রয়োজন হইলে সমুদ্রযান আবোহণ পূর্বক ইংলণ্ডভূমিতে উত্তীর্ণ হইয়া আপনাবদিগেব মর্মবেদনা জ্ঞাপন কবিবে পাবেন।’

এই হিন্দু ‘ভাগ্যবন্ত’দেব আত্মপ্রতিষ্ঠাব প্রয়োজনেই ইয়োবপীয় যুক্তিবাদেব ছিটেফোঁটা নিয়ে হিন্দুসমাজকে কিছুটা পবিমাণে পবিমার্জিত কবাব প্রচেষ্টা শুরু হয়। সেই কাবণেই এবং খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচাবেব প্রতিক্রিয়ায়ও হিন্দুধর্মকে একেশ্বরবাদেব ভদ্র পবিচ্ছন্ন রূপ দেওয়া হয়, যাতে সেটা শিক্ষিত মধ্যবিত্তদেব কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পাবে। ডফ সাহেবেব প্রবোচনায় উমেশচন্দ্র সরকার স্বস্ত্রীক খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ কবলে মনে হয়, সমগ্র হিন্দুসমাজেব অস্তিত্বই বিপন্ন: ‘অন্তঃপুবস্থ জ্ঞী পর্যন্ত স্বধর্ম হইতে পবিভ্রষ্ট হইয়া পবধর্মকে অবলম্বন কবিতে লাগিল! এই সকল সাংঘাতিক ঘটনাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কি আমাবদিগেব চৈতন্ত হয় না? \* \* ধর্ম যে এককালীন নষ্ট হইল, এদেশ যে উচ্ছিন্ন হইবাব উপক্রম হইল, এবং আমাবদিগেব হিন্দু নাম যে চিবকালেব মত লুপ্ত হইবাব সম্ভাবনা হইল।’ অথচ অত্র প্রসঙ্গে তাঁদেব এতটা বিচলিত হতে দেখা যায় না। ওপব তলাব নাগবিকদেব সঙ্গে নীচু তলাব সম্পর্কে দুস্তব ব্যাবধান, ইংবেজ সাম্রাজ্যছায়ায় নাগবিক শ্রীবুদ্ধিব অন্তঃসাবশৃঙ্খতা, জীবনেব জটিল

সমস্তাব অজগবপাকে অসহায়তাব যন্ত্ৰণা আভাসে ইংগিতে কখনও কখনও তাঁদেব চেতনায় ধবা দেয়, কিছু আলোড়ন তোলে, কিন্তু তাঁবা এমনভাবে সমগ্র দেশ উচ্ছিন্ন হ'বাব আশংকায় শিহবিত হন না। দেবেন্দ্রনাথেব একটি বক্তৃতায় তাঁদেব সংস্কাব আন্দোলনেব চবিত্ৰটি স্পষ্ট বোঝা যায় : 'ব্রাহ্মধৰ্মকে হিন্দু সমাজেব নেভা কবিতে হইবে। \* \* হিন্দু প্রথা হিন্দু বীতি ব্রাহ্মধৰ্ম দ্বাবা পবিশুদ্ধ কবিতে হইবে। \* \* ব্রাহ্মধৰ্মেব বিধান মত গৃহকৰ্ম সমাধা কবিতে হইবে, সমাজকে বক্ষা কবিতে হইবে।' তাব জন্তে ধৈৰ্য ধাবণ কবতে হবে, কাবণ, 'ক্ষিপ্ৰকাবী হইয়া যদি সময়কে সংকোচ কবিতে চাও, সমাজে বিপ্লব উপস্থিত হইবে; বিপ্লবেব অনেক দোষ।'

ঔপনিবেশিক জীবনেব পল্লব গ্রাহিতাব গৌজামিল এঁদেব ব্রাহ্মধৰ্মে লক্ষ্যণীয় : হিন্দুত্বেব গোবব, খ্ৰীষ্টানধৰ্মেব পবম পিতা, অল্পতাপ ইত্যাদি উপৰ্কৰণ আব অষ্টাদশ-উনিশ শতকী ইয়োবোপেব স্ৰাচাবাল বিলিঙ্গন, 'হিতবাদ প্রমুখ উদাবনৈতিক চিন্তাধাবাব বিচিত্র সংমিশ্ৰণ, এই হচ্ছে ব্রাহ্মধৰ্মেব স্বৰূপ।' তত্ত্ববোধিনী পত্ৰিকাৰ ১৭৮৬ শকেব এক সংখ্যায় ব্রাহ্মধৰ্ম প্রচাব প্রসংগে স্বীকাব কবা হয়, স্বাধীনতা ও জ্ঞানোৎকৰ্ষেব সঙ্গে পৃথিবীব সৰ্বত্র আন্দোলন বিবোব ও পবিবৰ্তন দেখা যায়, কিন্তু ভাবতবৰ্ধে কি ধৰ্ম, রাজনীতি, সামাজিক আচাব ব্যবহাব সমস্তই স্থিৰ অচল অসাডভাবে চলে আসছে। বোধটি মূল্যবান সন্দেহ নেই, কিন্তু তাবপবেই হিন্দুধৰ্মেব প্রশস্তিতে এঁবা এই বক্তব্যকেই সানন্দে খণ্ডন কবেন : 'অপিচ হিন্দুধৰ্মেব গুণতাব সন্দৰ্শন কবিলে প্রতীতি হয় যে, দেশীয় আচাব ব্যবহাবেব সঙ্গে তাহাব অভেদ সম্বন্ধ। হিন্দু ধৰ্মকে বিনাশ কবিতে গেলে দেশীয় প্রথাপবস্পাবাকেও বিনষ্ট কবিয়া ফেলিতে হয়, এবং এককালে সমাজচ্যুত হইতে হয়। হিন্দুধৰ্ম বচয়িতাদিগেব কি কৌশল। সামাজিক শাস্ত্রে তাঁহাদিগেব কি অপূৰ্ব দক্ষতা ! ধৰ্মকে সমাজ পবিপোষক এবং সমাজকে ধৰ্ম পবিপোষক কবিয়া দিয়া তাঁহাবা স্বাবলম্বিত মতাবলিকে একুপ বিষম দুৰ্গাবস্থিত কবিয়া গিয়াছেন যে, শত বংসবেব বিভাবুদ্ধি চেষ্টাতেও তাহাব অগুমাত্র ক্ষতি কবিতে পাবে নাই।' ব্রাহ্মধৰ্মেব গোবব, যে ঐ 'কৌশল'কে আয়ত্ত কবেছে : 'এক দিকে ভ্রমসংকুল অপবিত্ৰ সামাজিক দেশাচাব, অপব দিকে বিকৃত অস্বাভাবিক বিদেশীয় ব্যবহাবেব হীন অলুকাবণ ও সমাজবিচ্যুতি, একদিকে কুসংস্কাব অজ্ঞানতা পৌত্তলিকতা, অপবদিকে সংশয় নাস্তিকতা, অথবা ক্ৰিয়াকলাপশূন্য

ভক্তি-শ্রদ্ধাহীন গৃহ-সমাজ-বিবর্জিত প্রথববুদ্ধিসম্পন্ন কার্যকাবণসম্মত স্মৃতিতম দুর্বোধ্য বিজ্ঞানধর্ম। ব্রাহ্মধর্ম ইহাব মধ্যবর্তী হইয়া সকলের মধ্যে শান্তি সামঞ্জস্য স্থাপন কবিতেছে। \* \* সুপবিত্র প্রীতিতে দীন, দবিত্ত, ধনী, বিদ্বান মূর্থ পাপী তাপী সকলের হৃদয়েব অভাব মোচন কবিতেছে, এবং সুপবিত্র অনুর্তান প্রণালীতে সামাজিক শৃংখলা নিবদ্ধ কবিতেছে, বিদেশীয় ব্যবহাব পদ্ধতিব সত্যসাব সংগ্রহ কবিতেছে, সামাজিক শাস্ত্রেব বিশুদ্ধ উপদেশে ক্রমে সমাজকে এবং ধর্মকে একত্রিত কবিয়া প্রগাঢ় ও অভেদ্য রূপে আবদ্ধ কবিতেছে, এবং নাস্তিকতা ও সংশয়াপন্ন বিজ্ঞান ধর্মেব পথ অববোধ কবিতেছে।’ অগ্রজও বলা হযেছে, ঈশ্ববেব সঙ্গে আমাদেব একপ্রকাব সম্পর্ক, সংসাবেব সঙ্গে আর এক প্রকাব সম্বন্ধ, দুটোব মধ্যে সমন্বয় সাধন কবতে হবে। ‘পবকালেব সহিত ইহকালেব সামঞ্জস্য বক্ষা কবিতে হইবে।’ মান্নবেব কতকগুলো প্রকৃতি ইতব জন্তব মত, কতকগুলো ‘অতীব’ উচ্চ, উচ্চ প্রকৃতিব সঙ্গে নীচ প্রকৃতিব সামঞ্জস্য স্থাপন প্রয়োজন। একমাত্র নৈসর্গিক ধর্মই কালোপযোগী : ‘জনসমাজে অবস্থান, বিবাহ, বিষয়স্বথ, শবীব বক্ষা, ধনোপার্জন, মানোপার্জন, ইত্যাদি বিষয় সকল মন্থয়েব প্রকৃতিতে আবশ্যক হইয়া আছে, ধর্ম মন্থয়েব প্রকৃতিকে নিয়মিত না কবিলে ঐ সমস্ত বিষয়ে যথেষ্টাচাব উৎপন্ন হইবে, কিন্তু ধর্ম যদি তাহা না কবিয়া প্রকৃতিব উচ্ছেদ সাধনে প্রবৃত্ত হয়—জনসমাজ পবিত্যাগ কবিয়া অবণ্যে বাস কবিতে হইবে, বিবাহ একেবাবে নিষিদ্ধ, বিষয় স্বথ একেবাবেই পবিত্যাজ্য, ধনীবা স্বর্গেব মধ্যে প্রবেশ কবিতে পাবে না, সম্মানবুদ্ধি কেবল পাপেব প্রসূতি, শবীবকে ক্রমাগত কষ্ট দেওয়াই তপস্তা—ধর্ম যদি এইকপ অনৈসর্গিক উপদেশে জনসমাজকে বন্ধন কবিতে চায়, তাহা হইলে ধর্ম স্বভাবতই মন্থয়েব পক্ষে দুর্বহ ভাবস্বরূপ হইয়া দাঁডায়।’

কিন্তু জীবনেব ব্যাপ্তি না ঘটলে চৈতন্ত্বেব সত্যকাবেব রূপান্তবও হয় না। ইংবেজ সাম্রাজ্যেব স্বার্থে এদেশেব সমাজবিত্তাসে যে পবিবর্তন এল তাব সঙ্গে পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীতে ইষোবোপে বণিকতন্ত্র প্রতিষ্ঠাব সমার্থক তুলনা দেওয়া হান্তকব। মাঝে মাঝে আর্তনাদ কবে উঠলেও এই হিন্দু ‘ভাগ্যবন্ত’বা ইংবেজ সাম্রাজ্যেব প্রতি নাডীব টানই অনুভব কবেন, ইংবেজ প্রভুব শুভবুদ্ধিব সঙ্গে বোঝাপড়াতেই আত্মপ্রতিষ্ঠাব পথ খোঁজেন। জন-জীবনেব সঙ্গে নীমাহীন ব্যাধান কখনও কখনও অনুভব কবলেও তাঁদেব আত্ম-

অন্যেৰণে দেশেৰ বৃহত্তৰ অংশেৰ সঙ্গৈ সম্বন্ধপাত কোনো সময়ই অস্তিত্বেৰ-  
 গভীৰ সমস্তা হিসেবে দেখা দেয় না। ১৮৬৭ শকেৰ তত্ত্ববোধিনী পত্ৰিকায়  
 ব্ৰাহ্মধৰ্মেৰ প্ৰভাব বিস্তৃত না হ'বাব কাৰণ এভাবে ব্যাখ্যা কৰা হয়েছে,  
 'বিশ্বাত্মশীলন দ্বাৰা যাদেব মন মার্জিত হয়েছে, ব্ৰাহ্মধৰ্ম তাদেব মনেই প্ৰবেশ  
 কৰছে। ব্ৰাহ্মদেব মध्ये মধ্যবিত্ত লোকেৰ সংখ্যাই বেশি। এদেশেৰ  
 'ভাগ্যবন্ত' লোক বিশেষত মধ্যস্থলবাসী জমিদাবেৰা বিত্ৰায় পশ্চাৎপদ, এই  
 'ভাগ্যবন্ত ক্ষমতাশালী' লোকেৰা ব্ৰাহ্মধৰ্মে না আসাব দৰুণ জনসমাজে  
 ব্ৰাহ্মদেব বল 'তাদৃশ অধিক' নয়, ব্ৰাহ্মদল 'তাদৃশ পুষ্টিদেহ' হ'বে উঠছে না!  
 তাঁরা ব্ৰহ্মতত্ত্ব, বিবেক পৰিশোধন, জ্ঞান ও ভক্তিব, উচ্চ প্ৰকৃতিৰ সঙ্গৈ নীচ  
 প্ৰকৃতিৰ সামঞ্জস্য স্থাপন ইত্যাদি বিশুদ্ধ উচ্চ চিন্তাব উৎসাহে মাতেন। কিন্তু  
 ভাব সাম্যহীন জীৱনেৰ বিবোধবল্লণা অবশ্যই মেটে না, জীৱনেৰ দোটানায়  
 তাঁদেৰ উচ্চ চিন্তা, সমাজসংস্কাৰেৰ লক্ষ্য সমস্ত কিছু গুলিয়ে যায়।' এঁবা  
 কখনও বলেন, ধৰ্মেৰ সঙ্গৈ সমাজকৰ্তব্যেৰ কোনও বিবোধ নেই, সমাজসংস্কাৰ  
 ব্ৰাহ্মদেব পবিত্ৰ কৰ্তব্য, ৰাজনীতি সম্পৰ্কে উদাসীন থাকা উচিত নয়, আৰাব  
 কখনও ঘোষণা কৰেন, যাঁবা 'ব্ৰাহ্মধৰ্ম ও সমাজ সংস্কাৰকে একীভূত' কৰে  
 দেখেচেন তাঁবা ভ্ৰান্ত, 'সমাজ সংস্কাৰ ও সভ্যতা বৰ্দ্ধন যদি ব্ৰাহ্মধৰ্মেৰ অঙ্গমধ্যে  
 প্ৰবিষ্ট কৰান হয়, তবে : 'বিশ্বজনীন, আধ্যাত্মিক ও উদাৰতাব বলিয়া  
 ব্ৰাহ্মধৰ্মেৰ যে মহিমা কীৰ্তিত হইয়া থাকে, তাহাব যথেষ্ট হানি কৰা হইবে।  
 ঈশ্বৰোপাসনা, সত্য-নিষ্ঠা, ত্ৰায়-ব্যবহাৰ, আত্মসংযম প্ৰভৃতি ব্ৰাহ্মধৰ্মেৰ  
 অঙ্গ সমুদয় দেশকাল ও অবস্থাৰ প্ৰতি নিৰপেক্ষ হইয়া নিবন্তৰ প্ৰতিপালন  
 কৰিতেই হইবে।'

হিন্দু ধৰ্মেৰ দূষিত প্ৰথাৰ সংস্কাৰ, স্ত্ৰী-স্বাধীনতাৰ প্ৰয়োজনীয়তা  
 অনুভব কৰেন। আৰাব জাতিভেদ প্ৰথাৰ উপকাৰিতা এবং সতীত্বধৰ্ম  
 প্ৰচাবেও উৎকৰ্ষ হন : আমাদেব হিন্দু সমাজেৰ ভিত্তিভূমি জাতিবিভেদ  
 প্ৰথা ও স্ত্ৰীলোকেৰ সতীত্ব বক্ষাৰ প্ৰণালী। প্ৰাচীন আৰ্যবা নিৰোধ  
 ছিলেন না, তাঁবা যা কিছু কৰে গেছেন সমস্তই ভ্ৰাম্যাত্মক ও অৰ্যোক্তিক  
 নয়, প্ৰাচীন প্ৰথা যতদূৰ সম্ভব বক্ষা কৰেই ধৰ্ম ও সমাজ সংস্কাৰ কৰা কৰ্তব্য।  
 প্ৰকৃত ধৰ্মেৰ কাছে অবিগ্ৰী জাতিভেদ নেই, কিন্তু সমাজে উচ্চ নিম্ন শ্ৰেণীৰ  
 লোক চিৰদিন থাকবে। সমাজে বুদ্ধিৰ উৎকৰ্ষ বজায় ৰাখাৰ জন্তু জাতিভেদ  
 প্ৰথা প্ৰয়োজনীয়। স্ত্ৰীলোকেৰ সতীত্ব ভাবভবৰ্ষেৰ প্ৰধান গোঁববস্থল।

আমাদের গৌরবেব সমস্ত কিছুই গেছে, এই একটিই অবশিষ্ট আছে, এটিকে প্রাণপণে বক্ষা কবা আমাদের কর্তব্য !

ব্রাহ্মধর্মের সঙ্গে জ্ঞানেন, বুদ্ধিব কোনও বিবোধ নেই, একথা বাব বার বলা হয়েছে। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠাব কিছুকালের মধ্যেই অক্ষয়কুমারের ভক্তিবাদীতা, যুক্তিবাদী বুদ্ধিচর্চায় বিবক্তি বোধ কবেন। ব্রাহ্মধর্ম দেশ, কাল বা জাতিবিশেষের ওপৰ নির্ভবশীল নয়। সকল দেশীয় ব্রাহ্মবাদীদিগেবই উপদেশ দিবাব অধিকাব আছে, দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মমতেব এই ঔদার্য ঘোষণা কবেন, কিন্তু কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে তৰুণ ব্রাহ্মদল যখন ব্রাহ্মসমাজের আচার্য উপাচার্য কেউ সাম্প্রদায়িক বা জাতিভেদমূচক চিহ্ন ধারণ কবতে পাববেন না, এই প্রস্তাব উত্থাপন কবেন, তখন তিনি নিছক অভ্যাসেব দোহাই দিয়েই সেটা অগ্রাহ কবেন।

### ॥ ৩ ॥

এঁদের সীমাবদ্ধ, দ্বিধাগ্রস্ত ধর্ম ও সমাজসংস্কার আন্দোলনকে আমবা নির্বিচাবে ইয়োবোপেব বিফর্মেণনের সঙ্গে তুলনা দিই, তাব পঙ্গুতা আমাদের চোখে পড়ে না, সমাজজীবনের শিকড়ে তাব প্রভাব কতদূৰ ছড়িয়ে ছিল সে সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে না। বিফর্মেণনের কথা ছেড়েই দেওয়া যাক, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে মধ্যযুগীয় ভাবধারায় পুঙ্খ আভোজ্যাবোলাব নেতৃত্বেই ক্লোবেন্সের যে স্বাধীনতা সংগ্রাম হয়, তাতে যে গণতান্ত্রিক চেতনাব, সাধাবণ কৃষক, গিল্ডের শ্রমিকদের ব্যাপক সমর্থন লক্ষ্য কবি, আমাদের উনিশ শতাব্দী সংস্কার আন্দোলনে তাব সামান্য চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যায় না।

## কয়েকটি সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাস

॥ ‘একালের কথা’—‘গোপাল দেব’—‘দ্বিতীয় জন্ম’ : অসীম রায় ॥

“আবে মশাই, উপগ্রাস হল গিয়ে একখানা আয়না বা বাস্তা দিয়ে নিয়ে চলেছে কেউ। এক সময় তা আপনাব চোখেব সামনে মেলে ধববে—সুন্দরী আকাশেব প্রতিবিম্ব, আবাব অল্প সময় তুলে ধববে আপনাব পায়ের নিচেই খানাখন্দেব কাদা” (একালের কথায় উদ্ধৃত স্তম্ভালের উক্তি থেকে)।

দুশ বছরেব ইংবেজ শাসন ও শোষণেব চাপে খানাখন্দেব কাদা জমেছে অনেক। ঐ শাসনেই সৃষ্ট ও পুষ্ট বাঙালী মধ্যবিত্তেব জীবন দূষিত কবেছে এই নোংরা পবিত্রেশ। কেবানিগিবীব আকর্ষণে তাবা ক্রমশ মাটির সঙ্গে যোগ হাবিয়েছেন, ভিড় করেছেন কলকাতায় এবং অগ্ন্যাগ্ন শহবে। ক্লাইভ স্ট্রীটেব ধন দৌলতেব চাবিকাঠি কোনোদিন হাতে আসেনি মধ্যবিত্তেব ; ব্যবসায় যে কজন ভাবতীয় অংশীদার ইংবেজবা নিয়েছেন তাঁবা এসেছেন প্রধানত বড়বাজার থেকে। যুদ্ধেব দৌলতে ঠিকাদাবি কবে বাতাবাতি বড়লোক হবাব বাসনা হয়েছিল কিছু মধ্যবিত্তেব ; অধিকাংশ ক্ষেত্রে বেঞ্জামিন টিকিট কিনে লাখপতি হবাব অল্প বিশ্বাসেব মতো তাঁদেব স্বপ্ন হল ক্ষণস্থায়ী। ক্লাইভ স্ট্রীট আব বড়বাজারেব চাপে বাঙালী মধ্যবিত্তেব জীবনযাত্রাব গতি ক্রমশ সংকীর্ণ হয়। ব্যবসা ও বাণিজ্যেব সমস্ত স্নায়ুকেন্দ্র হতে, এমনকি পান বিড়ি দোকানেব মালিকানা থেকে পর্যন্ত, তাঁবা বিতাড়িত। যুদ্ধ ও দেশ বিভাগেব ফলে এই সীমাবদ্ধ জীবনেব চেহারা স্পষ্ট। স্বাধীনতােব প্রথম উত্তেজনা কেটে যাওয়ােব সঙ্গে সঙ্গে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি আব বেকাবিব মাঝখানে, দেশ পুনর্গঠনেব পবিকল্পনা গ্রহণ মনে হয়। ঘবে ও বাইবে এক উদ্বেগ-বিহীন জীবনেব দায়ভাগ সামলাতে মধ্যবিত্তকে অত্যন্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন দেখায়। বোপ্যচক্রেব আবর্তে যৌথ পবিবাবে, যাব ভিত ছিল জমি, ফাটল ধবেছে জেনেও আলো হাওয়া বর্জিত ফ্ল্যাট বাড়িব পায়বাব খোপেব মতো। ঘবে তাকে জাঁকড়ে থাকতে হয়। দৈনন্দিন কলহে, তা জল সবববাহ বা দুধেব ভাগ নিয়েই হোক, এই তথাকথিত একাল্লবতী পবিবাবেব ফাঁকি সহজেই ধবা পড়ে। বাইবে, ঘামে গবমে ট্রাম বাসেব ভিড়ে বসােব জায়গা নিয়ে

মাবামাবিতে, ঠিক সময়ে অফিস যাওয়াৰ তাগিদে, দুৰ্ভাগ্য সন্মুখীন সীমা অতিক্রম কৰে। এই পৰিবেশে যে মধ্যবিত্ত বাস কৰেন তাদেৰ মন স্বভাবতই প্ৰাদেশিক, গ্ৰাম্য, নেহাত মাঝাৰি। তাদেৰ পৰিমিত সংস্কৃতি সন্তোষ, চায়েৰ আড্ডাৰ সিগাৰেট মুখে বাজা উজীৰ মাৰা বা ববীন্দ্ৰনাথেৰ জন্মদিনে বাঙালীৰ সমৃদ্ধতৰ ঐতিহ্য সম্পৰ্কে আকস্মিক সচেতনতা, হাশ্বকব দেখায়।

ব্যক্তিৰ মনেৰে দিগন্ত প্ৰসাৰ প্ৰয়াসী অসীম বায়েৰ তিনিটি উপন্যাসেই মধ্যবিত্তেৰ সীমাবদ্ধ জীৱনেৰে বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ প্ৰকট। একালেৰে কথায় নায়ক নিত্যগোপালেৰ মনে হয় : “আমাদেৰ জীৱনেৰে সবচেয়ে বড় ট্ৰাজেডি, আমবা সবসময়ে ভাবি যে, ইচ্ছা কৰলেই আমবা লাখপতি হতে পাৰি, বড় চাকৰি কৰতে পাৰি, সুন্দৰী বোঁ আনতে পাৰি।” দ্বিতীয় উপন্যাসে (একালেৰে কথায় পৰেৰ অংশ) গোপালদেৰ ভাবেৰে বাঙালী মধ্যবিত্তেৰ জীৱন বয়ে চলেছে দুই চৰাৰ ভেতৰে দিয়ে—“একদিকে প্ৰচণ্ড মানসিক ধ্বংসাত্মকতা আৰু একদিকে প্ৰচণ্ড অতিকথন।” বন্ধু সোনাৰ “সাবধানী মাঝামাঝি হিমেবী” হায়ে পৰাৰ সম্ভাৱনা পীড়িত কৰে তৃতীয় উপন্যাস দ্বিতীয় জন্মেৰে অনামা প্ৰধান চৰিত্ৰকে।

লেখকেৰে প্ৰতিবাদে সূত্ৰপাত হয় তাঁৰ জিজ্ঞাসাৰ, যাৰে কপালত ঘটে বিভিন্ন পৰ্যায়। একালেৰে কথায় নিঃসঙ্গ নিত্যগোপাল পথ অনুসন্ধান কৰেন মধ্যবিত্ত জীৱনেৰে সামাজিক উজ্জীৱনে, বৈপ্লৱিক পৰিবৰ্তনে। দ্বিতীয় বই লেখাৰ সময় এই উজ্জীৱনেৰে, বৈপ্লৱিক পন্থাৰে, কোনো বক্তৃতাংশেৰে আকাৰ উপন্যাসিকেৰে চোখেৰে সামনে আৰু নেই বলে তিনি অল্প বাস্তৱ খোঁজেন, গোপালদেৰে চৰিত্ৰেৰে সম্ভাৱনা আৱিষ্কাৰ কৰেন প্ৰোচা প্ৰেমিকা নয়নেৰে সম্পৰ্কে। ‘দ্বিতীয় জন্মে’ মেলে লেখকেৰে আত্মগ্লানিৰে স্বৰ্গ যখন প্ৰধান চৰিত্ৰ, সম্ভাৱ্য মৃত্যুৰ হাতৰে থেকে বেঁচে, শুধুমাত্ৰ বাঁচাৰে জন্তুই বাঁচতে চাওয়াৰে অৰ্থ উপলব্ধি কৰেন।

নিঃসঙ্গতাৰে যে বেদনায় “একালেৰে কথায়”—এ নিত্যগোপাল মথিত তাকে ফুটিয়ে তুলতে লেখক এক নিৰালম্ব পৰিবেশ চিত্ৰণে সচেষ্ঠ। বুদ্ধোত্তৰ বহু ঘটনাৰ (১৯৪৬—৪৮) পটভূমিকায় বৰ্চিত উপন্যাসটিতে এই পৰিবেশ সৃষ্টিতে লেখক ব্যৱহাৰ কৰেছেন নায়কেৰে পাড়া, যেখানে ছেলে তেঁঙানো ইচ্ছল মাৰ্টাৰেৰে জুয়েল ছেলে মটুৰে জন্তু বিটায়াৰ্ড ডিস্ট্ৰিক্ট ইঞ্জিনিয়াৰেৰে জী তাঁৰ তৃতীয়া কথায় সাতাশ বছৰেৰে অৱুদ্ধতীকে একুশ বলে চালাবাৰে চেষ্টা কৰেন ;

পৰিচিত সমবয়সীদেব, যাদেব আক্ষেপ নিত্যগোপাল পলিটিক্সই যখন কবছে, তখন কেন বড বড মিটিং-এ বক্তৃতা দেন না, একজন গণ্যমান্য লোক হয়ে ওঠেন না; বোন হাসিব বিয়ে, যেদিন “পিয়া পিয়া বোলো” নামে হিন্দী বেকৰ্ডটা শানাই-এব স্ববে পাডা মাতিয়ে তোলে, বনেদী বিশ্বাসবা গা-দেখা যায় এমন সাদা আদ্রিব পাঞ্জাবী পবে আসেন; ষোলই আগষ্টেব বাত-মানুষকে যেদিন দেখা হযেছিল মানুষ হিসেবে নয়, গায়ে ধুতি ঝুলছে না-পা-জামা বযেছে, দাডি আছে কি দাডি নেই, এইসব বাইবেব মাপকাঠিতে।

যে সামাজিক উজ্জীবনে নিত্যগোপাল মুক্তিব পথ অনুসন্ধান কবেন তাৰ ইঙ্গিত মেলে “একালেব কথা”-ব আবন্তেই উনত্রিশে জুলাই, উনিশশো ছেচল্লিশে, যেদিন বাঁশেব পোল থেকে খুলে তেরঙ্গা, চাঁদতাবা আব লাল পতাকা দিয়ে মনুমেণ্টেব পাদদেশ মোড়া হযেছিল। বৈপ্লবিক পৰিবৰ্তন-প্রয়াসী নাথক বাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ কবেন, উনিশশো সাতচল্লিশেব প্রথম দিকে ভিয়েতনাম দিবসে ছাত্রদেব উদ্ভুদ্ধ কবাব অভিপ্রায়ে ক্লাশে লেকচাৰ দেন, কোমবে পুলিশেব লাঠিব গুঁতো খান মিছিলে যোগ দিতে গিয়ে; কাজ কবেন শ্রমিকদেব মধ্যে বস্তিতে যেখানে সাবি সাবি ঘবেব-মাকথানে খোলা ড়েন। সহকর্মীদেব সঙ্গে বস্তিতে ধর্মবটেব আহ্বান জানাতে গিয়ে শ্রমিকদেব প্রতিজিয়াতে নায়কেব কিন্তু মনে হয় যে যতই মার্টাবমশাই ও সুনীলবা এক উজ্জল, অদূৰ ভবিষ্যতেব স্বপ্নে মাতোয়াবা হয়ে উঠুন না কেন, মানুষেব মুক্তিব পথে কোনো শটকাৰ্ট নেই। কে বিপদেব ঝুঁকি নেবে? কে দাঁডাবে শেষ পৰ্যন্ত? শ্রমিকদেব এই প্রশ্ন থেকে নিত্যব মনে সন্দেহ জাগে, নিজেদেব বৈপ্লবিক কর্মপন্থা সম্পর্কে।

নামেব আগা আব গোড়া কেটে নিত্যগোপাল চৌধুরী দ্বিতীয় উপস্থানে “গোপাল দেব” নাম গ্রহণেব সঙ্গে সঙ্গে তাঁব মানসিকতাবও কপান্তব হয়। একালেব কথাব অভিজ্ঞতা—সামাজিক উজ্জীবনে মধ্যবিত্তেব সীমাবদ্ধ পৰিবেশ থেকে মুক্তিব ব্যর্থ প্রচেষ্টা—যে তিক্ততাব সৃষ্টি কবে নায়কেব মনে তাব ফলে “গোপাল দেব”—এ তিনি চাবপাশকে ব্যঙ্গ কবতে ব্যস্ত; মনে হয় ঐ পৰিবেশেব ওপব প্রতিশোধ নিতে তিনি বদ্ধপৰিকৰ। বিশ্ববিদ্যালয়, পৌবসভা, সবকাবী দপ্তব, বাজনৈতিক পাৰ্টি, খববেব ক্লাগজ, সব কিছুই, মধ্যবিত্ততাব মূল কথা “বেডেমি” (“কোন ব্যাপাবে গভীবে যাব না, আলগোছে ছুঁয়ে যাব”) নামক যে প্রকাণ্ড সংক্ৰামক বোগে ভুগছে,



শ্লেষোক্তিৰ মাধ্যমে গোপাল তাকেই আঘাত কৰেন। নায়কেৰ অফিসেৰ নিউজ এডিটৰ মিঃ চ্যাটাৰটন (যাৰ বন্ধমূল ধাৰণা এদেশেৰ লোকেবা বি. এ, এম. এ, পাশ কৰলেও ইংবেজি লিখতে পাবেন না) যখন ওঁৰ লেখাৰ প্ৰশংসা কৰে বলেন “তুমি দেখছি ইংবেজী লেখো হে,” বিদ্ৰূপে তীক্ষ্ণ হয় ওঁঠা চোখ নিয়ে গোপাল পাণ্টা প্ৰশ্ন কৰেন : “বিয়ালী ?” ছ-এক পেগ বাম খেয়েই যেই সহকৰ্মী বায় জীৱনেৰ প্ৰত্যেক দিক “ভাল মনোটনাস” হ'বাব জন্তে আক্ষেপ কৰেন, অমনি গোপালেৰ চোখ জলে ওঠে মুহূৰ্তেৰ জন্ত, তাবপৰ শান্তভাবে বলেন : “আমাব মনে হয় আপনি যা হতে চেয়ে ছিলেন ঠিক তাই হয়েছেন।” খুশী (বড লোকেৰ ছেলে দিলীপেৰ সঙ্গে যাৰ প্ৰেমেৰ কাহিনী একালেৰ কথা লিপিবদ্ধ) গোপালেৰ পৰিবৰ্তন নিয়ে যখন ঠাট্টা কৰাব চেষ্টা কৰেন নায়ক ওকে মনে কবিয়ে দেন যে “ভালবাসাব নামে প্যানপেনে উচ্ছাস বা হিসেব” এখনও তিনি সমান ঘেমা কৰেন। ক্যালকাটা ক্লাবে খনি মালিকদেৰ ককটেল পাৰ্টিতে সংবাদ সৱববাহ লাইনেৰ নামজাদা কোড়ে তৰুণ মুখাৰ্জী যখন তাকে না চেনাব ভান কৰেন, গোপাল খুব হাল্কা ভাবে, যেন কাউকে কোনো আঘাত কৰা তাব স্বপ্নেৰ বাইবে, বলেন— “বাঃ আপনি যে আমাদেৰ বাডি প্ৰায়ই আসতেন, মনে নেই, আপনি দাদাকে বড্ড জ্বালাতন কৰতেন শুনতাম।”

“গোপাল দেব”—এ নায়ক মুক্তিৰ যে পথ অনুসন্ধান কৰেন “একালেৰ কথা”—ব থেকে তা স্বতন্ত্ৰ। গোপাল দ্বিতীয় উপন্যাসে চৰিত্ৰেৰ অনাবিষ্কৃত সাম্ৰাজ্যেৰ বহুস্ত উদ্ঘাটনে সচেষ্ট হন, ঐ সাম্ৰাজ্যেৰ মহিমা খোঁজেন প্ৰেমিকা নয়নে, ধাব কাছে এলে তাঁৰ প্ৰিয় সামাজিক থিসিস বাঙালী মধ্যবিত্তেৰ মুমূৰ্ত্তা কীভাবে যে চোট খায় তিনি বুকে উঠতে পাবেন না। নয়নও বাঙালী মধ্যবিত্ত ঘৰেৰ মেয়ে, তাছাড়া সবদিক থেকে খোঁড়া, বঞ্চিত কিন্তু “জীৱনেৰ প্ৰতিটি কাজে চালচলনে প্ৰতিমুহূৰ্তে যেন মুমূৰ্ত্তাৰ মাথায় পা দিয়ে দাঁড়িয়েছে”। তিন দিনেৰ বাস্তা অভুক্ত অবস্থায় কাটিয়েও গাডিব অগ্ৰাণ্ত যাত্ৰীদেৰ স্থত স্থবিধে তদাবক কৰেন নয়ন, বাডিৰ কলি ফেৰাছে এমন কয়েকজন লোককে ন’দিদি খাবাব জলেৰ গেলাস না দিয়ে মাটিৰ খুৰি থেকে জল ঢেলে-দেওয়ায় একেবাবে ছলছল বাধান, আবাব মাহুৰ পেতে চাদৰ মুড়ি দিয়ে পুঁটলীৰ ওপৰ কাত হয়ে যখন তিনি শুয়ে থাকেন তখন তাঁৰ মুখেৰ প্ৰশান্তি দেখে মনে হয় যেন পালকে শুয়ে আছেন। ওঁৰ সঙ্গে

নায়ক যতই অসুস্থ হন ততই তাঁর মনে হয় নয়ন যেন “মধ্যবিত্ত জীবনের  
 গ্লানি, অবসাদ আৰু বিবক্তি ছাপিয়ে সমস্ত কালৰ সমস্ত যুগের মাহুৰেৰে যে  
 জীবন তাকে বহিয়ে দেবাব জন্তে তাকে ডাকছে— কোনো তত্ত্ব কথা বলে নয়,  
 কোনো সুদূৰ ভবিষ্যতেৰে বিবটি সম্ভাবনা দেখিয়ে নয়, অতি সামান্য আচৰণে,  
 ব্যবহাবে, দৈনন্দিন বাঁচাব আকাজক্ষায়।”

নিত্যগোপাল মধ্যবিত্তের প্ৰসাব খোঁজেন সামাজিক উজ্জীবনে, গোপাল  
 দেব চবিত্ৰের সম্ভাবনায়, আৰু দ্বিতীয় জন্মেৰে নায়ক মুখোমুখি হন কয়েকটি  
 মূল বিষয়েৰে (যেনম মৃত্যু) যাৰ সামনে লেখকেৰে মনে হয় সামাজিক অবস্থাৰ  
 রকমফেৰে নিৰ্বিশেষে মাহুৰেৰে অবস্থা প্ৰায় এক। লেখকেৰে বিশ্বাস মূল  
 একটি বা অধিক বিষয়, সাম্প্ৰতিক কালৰে বাঙালী সমাজেৰে পটভূমিকায়  
 এমন ভাবে ফেলা যায় যাতে ব্যক্তিৰ মনেৰে দিগন্ত প্ৰসাৰিত হয়। লেখকেৰে  
 বিশ্বাস প্ৰতিফলিত হয় দ্বিতীয় জন্মে যেখানে নায়ক প্ৰায় নিশ্চিত মৃত্যুৰ হাত  
 থেকে বক্ষা পেয়ে “অতিসাধাৰণ জীবনেৰে” তাৎপৰ্য উপলব্ধি কৰেন।  
 উপন্যাসটি প্ৰধানত নায়কেৰে ঐ উপলব্ধিতে পৌছনোৰ কাহিনী।

নায়কেৰে উপলব্ধিৰ বিভিন্ন পৰ্যায়, প্ৰত্যক্ষে বা পৰোক্ষে, মৃত্যুৰ প্ৰশ্ন  
 উপস্থিত। নিজেৰ সমস্ত কাজেৰ ক্ষেত্ৰে আপোষ কৰে নিযেও অশ্ৰেৰে মধ্যে  
 স্পৰ্ধা দেখবাৰ বাসনা বাখেন যে নায়ক তাকে প্ৰথম থেকেই আকৰ্ষণ কৰেন  
 বন্ধু সোনা, “কোন ছেঁদা নেই এমনি আস্ত তাজা ফুসফুস” থাকলেই যাৰ  
 সমস্ত দুঃখ মিটে যেত, যিনি ভাবেৰে ঠিক আগেৰে মতো। মিত্তিৰেদেৰে পাঁচিল-  
 তোলা পুকুৰে যেখানে জুইয়েৰে ঝাড নেমেছে সেখানে ডুব দিয়ে হাঁসেৰে  
 সাবির পাশে যদি আবাব ভেসে উঠতে পাবতেন, হিংসে কৰেন মদনকে  
 সাবা সকাল সঁাতাব দিয়ে ছপুৰে মডাব মতো ঘুমিয়ে বিকেল হতেই  
 যে ঘাড়ে পাউডাৰ মেখে পাডাৰ ঝিদেৰে পেছনে ঘুৰে বেড়ায়। পৰবৰ্তী  
 অবস্থায়, সোনাৰ স্বস্থতাৰে দৰ্শন কিন্তু দুজনেৰে মধ্যে অদৃশ্য পাঁচিল গড়ে ওঠে,  
 যিনি মৃত্যুৰ সামনে সোজাপুজি দাঁড়িয়ে সমস্ত জীবনকে এক নতুন আলোয়  
 ফেলে দেখেছেন, এক দ্বিতীয় জীবন লাভ কৰেছেন, তিনি এক সবকাৰী কি  
 সঙাঙ্গবী অফিসেৰে টেবিলে গুচ্ছেৰে খানেক মাহুৰেৰে মাৰখানে বসে কলম  
 পিষেছেন (অৰ্থাৎ “বৈচে মবাৰে জগতে নাম লিখিয়েছেন) ভাবতে নাথকেৰে  
 সমস্ত মন বিদ্ৰোহী হয়। সজোৰে অস্বীকাৰ কৰলেও নায়ক এব মধোই  
 সোনাৰ মতো কিছুটা ভাবতে শুক কৰেছিলেন যে “এই বাঁচা, এই শোওয়া

বসা খাওয়া ঘোবাক্কাৰা এৰ পেছনে যদি কোন মহৎ উদ্দেশ্য নাও থাকে তাহলেও এটা এক মহা আনন্দেৰ ব্যাপাব।” নায়কেৰ উপলব্ধি সম্পূৰ্ণ হয় যখন তিনি নিজেই মৃত্যুৰ মুখোমুখি হন। চাঁদিনী বাতে সমুদ্রেৰ যে ৰূপোলী সৌন্দৰ্য তাকে গ্ৰাস কৰাবাৰ জন্তো প্ৰশান্তভাবে এগিয়ে আসছিল কোনক্ৰমে তাৰ হাত থেকে বেহাই পেৰে পাডেৰ বালিতে পৌছে ছলিয়া নীলৱঃ (জীবন বিপন্ন কৰে যে ঠেকে বাঁচায়) পৰিশ্রান্ত আশটে গন্ধে ভৰা বুকখানায় হাত বেখে গুঁৱ মনে হল “সোনাৰ সেই অতিসাধাৰণ জীবনেৰ গায়ে হাত বাখলাম।” সোনাৰ বাঁচাব উদগ্ৰ আকাজক্ষা, একটু বুডিব লেবুৰ খোসা, পৰম পবিত্ৰত্বৰ সঙ্গে চিবোনো, আৰু ছলিয়া তাঁতিয়াৰ একসেৰ চালেৰ ভাত থেয়ে কাটানোৰ মध्ये এক গভীৰ মিল আবিষ্কাৰও কৰলেন তখনই।

তিনিটি উপভোগ্য পড়ে সহায় পাঠক মাত্ৰেই আকৃষ্ট হবেন সত্যাত্মবী অসীম বায়েৰ নিষ্ঠাৰ, যে গুণ গুঁৰ লেখায় এনেছে প্ৰায় অনাস্বাদিত গান্ধীৰ। মধ্যবিত্ত সমাজে জন্মেও মানসিকতায় তাৰ থেকে বিচ্ছিন্ন যে লেখক তিনি, বৰ্তমান জীবনেৰ সংকীৰ্ণ গতি থেকে বেবোবাৰ তাগিদেই, তীব্ৰতাৰ সঙ্গে অস্বীকাৰ কৰেন ঐ সমাজেৰ মূল্যবোধকে। অসীম বায়েৰ প্ৰায় প্ৰত্যেকটি প্ৰধান চৰিত্ৰ, যাঁদেৰ গান্ধীৰ তাঁদেৰ বৈশিষ্ট্যেৰ পৰিচয় বিশেষ, যেন মধ্যবিত্ত সমাজকে চ্যালেঞ্জ কৰছেন। নিত্যৰ ভাবী হালকা লাগে স্ববোধ ও হাসিকা প্ৰেম, “ভালবাসা মানে খালি হৈ হৈ কৰা” (আজ সিনেমা, কাল পিকনিক); চণ্ডা কঁপালেৰ ওপৰ ঢেউ তুলে বাবান্দায় দাঁড়ালে পাশ্ববৰ্তী জানালার কোনো মন আন্দোলিত হতে পাবে জেনেও গোপাল মনে কবেননা সমস্ত বিশ্ব তাঁৰ কৰাযতে; সোনা বলেন, “বাঁচতে হবে অগ্নি হৰে, সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে দেশকালেৰ ওপৰ প্ৰভাব ফেলতে হবে।”

যে গান্ধীৰ লেখক আবোপ কৰেন তাঁৰ প্ৰধান কয়টি চৰিত্ৰে তার্য মাধুৰ্য ও সম্ভাব্যতা কিন্তু অনেকাংশে লাঘব হয় বচনিতাৰ অসহিষ্ণুতাৰ দৰ্শন। হাশেম যখন নিত্যকে তাঁদেৰ পাডাতেই কাজ গুৰু কৰাবাৰ কথা বলেন তখন নিত্য হাত তুলে বন্ধুকে থামিয়ে দেন; আৰু অনেক বেশী অসামাজিক দেখায় গোপালদেবকে যখন সহকৰ্মী বায়কে তাঁৰ মনে হয় “হাটপৰা কাদাৰ ডেলাটি।” মুক্তিৰ অনুসন্ধানে, অসহিষ্ণুতাৰ জন্তো, লেখক একাধিকবাৰ আবিষ্কাৰ কৰেন যে তিনি ভুল পথে যাচ্ছেন। মানুহেৰ সঙ্গে মানুহেৰ সন্ধৰ ভাল কৰে বোঝাৰ আগ্ৰহে নিত্যগোপাল বস্তিতে কাজ কৰেন সত্য কিন্তু

ধর্মঘটের ডাকে শ্রমিকদের প্রতিক্রিয়াতে বৈপ্লবিক কর্মপন্থা সম্পর্কেই সংশয় জাগে ঠুঁর মনে ; গোপাল ভাবেন ব্যবহারিক জীবনের সংস্পর্শে এসে মান্বষের ওপর বিশ্বাসকে একটা শক্ত খুঁটি দিতে পাবেন কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই উপলব্ধি করেন “মার্কেটাইল ফার্মের খুঁৎকাডার নায়কত্বে” বাঙালী জীবনের দিগন্ত প্রসার সম্ভবপব নয়।

সচেতন শিল্পী মাঝেই জানেন যে বর্তমানের সীমাবদ্ধ জীবন থেকে মুক্তির প্রথম সোপান নিজেব শ্রেণী ও সমাজ সম্পর্কে জ্ঞান। এই জ্ঞান সঞ্চয়ে অসীম বায়ের বাধা সম্ভবত ঐ অসহিষ্ণুতা যাব ফলে জীবনের যে অভিজ্ঞতা শিল্পীর সিদ্ধিলাভে সবচেয়ে বড় পাথের তাকেই যেন লেখক উদ্ভবোত্তব অবহেলা করেন। মধ্যবিত্তের যে বিকৃত মূল্যবোধ অস্বীকারে নিষ্ঠাব পবিচয় দেন লেখক তাব কার্যকাবণও একই কাবণে, অর্থাৎ অসহিষ্ণুতাব দরুণ, স্পষ্ট নয় ; ফলে চবিত্তগুলি যে পবিবেশেব চাপে, সামাজিক যে জটিল বিঘ্নাসে, তাবের মধ্যবিত্তমূলভ মানসিকতা অর্জন করেন তাব সামগ্রিক চেহারা লেখক উপলব্ধি করেন না। যে “বৈডেমিব” বিকল্পে গোপালের একক সংগ্রাম, জায়গায় জায়গায় মনে হয় সামাজিক সেই বোগ লেখকের কল্পনা-প্রসূত একটা ছক মাত্র, যা তিনি স্ববিধা মতো ব্যবহার করেন। কাবণ নাযক মধ্যবিত্ততাব সাবমর্ম প্রায় সর্বত্রই আবিষ্কাব করেন ফবমূল্য মাসিক দুটি মাত্র বিপবীত কথায়—গ্যারলিটি এবং ইমপোটেন্স। অস্তিত্ব-নির্ভব যে সমাজ-মানস অসীম বায়ের বচনায় তা পবিস্ফুট নয়, যদিও কয়েকটি দৃশ্য (যেমন দাঙ্গা বা সমুদ্রের গ্রাস থেকে দ্বিতীয় জন্মের নায়কের বক্ষা পাওয়া) বর্ণনায়, যেখানে লেখকের যন্ত্রণাবোধ হয়তো অভিজ্ঞতা-প্রসূত, তিনি শিল্পী হিসেবে বৈশিষ্ট্যেব পবিচয় দেন। মধ্যবিত্ত সীমাবদ্ধতাব প্রতিবাদ করেন অসীম বায় কিন্তু ঐ সীমাবদ্ধতা বা তাব প্রতিবাদ প্রতিকলিত হয়না চবিত্তের সম্পর্কে টেনশানে, বা কাহিনীব বিঘ্নাসে ; যদিও একালের কথায় পাডাব এবং গোপালদেবে অফিসেব সহকর্মীদের বর্ণনা লেখকের খণ্ডিত প্রচেষ্টাব স্বাক্ষব বহন কবে। ফলে মধ্যবিত্ত মূল্যবোধেব প্রতিবাদ প্রধানত মেলে কয়েকটি চবিত্তেব বক্তৃতাব কায়দায়, অনেকটা কৃত্রিমভাবে আবোপিত স্বগতোক্তিতে, চবিত্তগুলিব পাবস্পবিক সম্পর্কেব টানপোড়েনে তেমন নয়, দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় দ্বিতীয় জন্মের নায়কের জীবনের ওপর “টাকাব সেই বিশাল” ছায়াব সম্পর্কে উক্তি।

সত্য অল্পসন্ধানে অসীম বায়েব প্রচেষ্টা অনস্বীকার্য অথচ মধ্যবিত্ত সমাজেব চিত্র তাঁব অর্ধমানে এমন স্বস্পষ্ট নয় যে ঐ বিষয়বস্তু অবলম্বনে বচিত উপস্থাসে তা শিল্প-সম্মত সংহতি আনতে পারে। একালেব কথাব অভিজ্ঞতাতেই যেন লেখকেব প্রধান চবিত্রগুলিব প্রাণময়তা অনেকখানি নিঃশেষিত কিন্তু পবাজয় মানতে তিনি বাজী নন। দ্বিতীয় উপস্থাস থেকেই তিনি মুক্তিব প্রতীক খোঁজেন এমন কয়েকটি চবিত্রেব সম্ভাবনায় অনেক ক্ষেত্রে যাদেব তিনি বাস্তব—নিবপেক্ষ হিসেবে দেখাতে চান। কিন্তু এ পথেও সিদ্ধিলাভ সহজ নয় কেননা ঐ সব পাত্র পাত্রীতে অসামান্যতা আবোপ কবতে গিয়ে লেখক যতই ক্রমাগত চবিত্র বা কাহিনীব প্রামাণ্যতা, অর্থাৎ বৃহত্তব পবাবেশ, উপেক্ষা কবেন ততই তাঁদেব মনে হয় খামখেয়ালী, অদ্ভুত।

পাঠকদেব সম্ভাবতই জানতে ইচ্ছে যায় কে বা কোন পটভূমি দেয় নয়নকে সেই শক্তি যাব ওপব নির্ভব কবে তিনি স্বামীব, এমনকি ছেলেদেব, সঙ্গে বিচ্ছেদ ভূলে এক আশ্চর্য গুচি-সম্মত প্রেমেব সম্পর্ক স্থাপন কবেন গোপালকে কেন্দ্র কবে (নয়নেব বাবা অবশ্য ছিলেন দিলদবিয়া, আড্ডাবাজ, বঙ্গপ্রিয়, বেহিসেবী খরুচে), দ্বিতীয় জন্মেব নায়কেব বাবা কোথায় পান সেই মনেব স্বাধীনতা যাব পবিচয় মেলে ছেলেব সঙ্গে বসে সম্ভাব্য পুত্রবধূদেব ফটো বিজ্ঞেষণে বা মায়াকভঙ্কি আব পল এলুয়াব পড়ে সন্ধ্যেব পর সন্ধ্যে কাটানোব উৎসাহ কোথা থেকে পান সোনা।

ভবানী চৌধুরী

॥ দুই ॥

গড় স্ত্রীখণ্ড : অনিয়ন্ত্রণ মজুমদার : প্রকাশক : নাভানা

পুনরুক্তি দোষ বর্তালেও এবং পবিমাণেব দিক থেকে উপস্থাস বচনায় কমতি না থাকলেও একটি সত্য অস্বীকার্য কবাব উপায় দেখিনা যে সাম্প্রতিক বাংলা উপস্থাসে জীবন ও শিল্পরূপেব একাকাব নিদর্শন বিবল। সামাজিক জীবন যাত্রাব বহু স্তবায়িত সত্যেব যে বিজ্ঞেষণদীপ্ত শিল্পকপ উপস্থাসে আমাদেব প্রত্যাশা তাব সক্ষম পবিচয়, এমন কি শুদ্ধ প্রয়াসেব দৃষ্টান্ত প্রায় দেখছি না বললেও চলে। তথাকথিত জনপ্রিয় লেখকবা অনেকেই সজাগ

দৃষ্টি ও কচিব দায়িত্বে ইতি টেনেছেন। অতঃপক্ষে পাঠক সমাজেব একটি অংশ বোধহয় স্থির কবেছেন যে দেশেব সমাজ ও অর্থনীতিব এলোমেলো নুটপাটে তাঁবা আলালেব ঢলান পক্ষীবাবুদেব উত্তরাধিকার পুৰোপবি নির্বাহ কববেন। না হলে বোঝা মুশকিল ঐতিহাসিক, সামাজিক, বা তাত্ত্বিক উপন্যাসেব নামে কদম্ব বতি স্তম্ভ সাবেব নির্বোধ ও অমানুষিক কতগুলি নমুনা বাজাবে চলছে কোন জোবে।

আব মুষ্টিমেয় আমাদের যে সব ঔপন্যাসিক প্রয়াসেব শুদ্ধতায় বিশ্বাস বাখেন তাঁদেব সমস্তা তো সেই কাব্যোক্তিভেই বিধৃত—ববষাত্রী নানান বকম, শুধু বব নেই। লালনীলকমলেব দেশে আজ বব নেই, সত্তা নেই। কোনো বাবু বা সাহেব বিলাসেই আজ আব স্মৃচনাষ উৎসলুপ্ত জীবনেব অন্তিম জুর্দশা ঢাকা পড়ে না। কাবণ কলোনারী নীমা সত্তেও যে সভ্যতার স্বকীয় চাবিত্র্যে গোবা বা শচীশেব ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছিল শত দীর্ঘশ্বাস বা সহস্র ভণ্ডামিতেও আমাদের বর্তমান দিনবাত্রিতে তাব মুখ বা এমন কি মুখোসেরও সন্ধান মিলবেনা। গোড়া কেটে আগায় জল ঢালাব এক নির্মম গ্রহসনকে আমবা একদা বলেছিলুম বেনেসান্স, এখন আবাব ভাবি বুঝি শিল্পবিপ্লব। কিন্তু ইতিমধ্যে ছতোমেব সেই আঁধাব পত্তনে আবাব তো প্রতিটি মুহূর্ত শুধু নবক যাত্রা—শিয়ালদহেব দৈনন্দিন উলুনে, টিয়াব খাচাব মর্মভেদী শূন্যতায় বা অল্পহীন চাবীব নিকপায় চোখেব ওপব চৌবঙ্গীব অস্বস্থ বৈভব এবং অ্যাসেম্বলীব বেলেলা বিতর্কে। তাবপব নিশ্চয় জীবনেব ভিত বা সংহতিব কেন্দ্র গোড়া থেকে পুনর্নিমাণ বিনা সদগতিব উপায় থাকেনা। তাই একটি অনিবার্য যুক্তি মনে আসে। পববাসেব অববোধ থেকে মুক্তি দেওয়ার যে মহৎ প্রচেষ্টা তাবাপেক্ষেব সাহিত্যিক কীর্তিতে মুখ্য তাব শুদ্ধ প্রভাব ও প্রগতিব ব্যাপ্তিতেই বাংলা উপন্যাসেব ভবিষ্যৎ। অবশ্য সেখানেও প্রাথমিক প্রতিশ্রুতি অবহেলা কবে ভঙ্গী দিয়ে চোখ ভোলানোব যে পবিচয় সমবেশ বহুব বাজাব দবে আমবা পেয়েছি তা নিশ্চয়ই পবিত্যজ্য। আব তাবাপেক্ষেব প্রথম দিনেব স্বর্ঘ্যেব প্রশ্ন বাদ দিয়ে প্রতিদিনেব মেঘ বোজ্র বৃষ্টি মেনে নেবেন না এই আমাদের বিশ্বাস। তাবাপেক্ষেব শিল্পীস্বরূপেব ঐ সত্তাবনা সম্বন্ধে আমাদের ব্যাকুলতা থাকলেও দিধা নেই।

অল্পরূপ অল্পসন্ধানেব দৃষ্টান্তকপেই অমিয়ভূষণ মজুমদারেব উপন্যাসটি প্রশংসনীয়। চিকন্দিব জীবন যাত্রাব নানা স্তবে এই কাহিনীর গঠন—

ষায়াবৰ সান্দাৰ থেকে জমিদাৰ সাত্ৰাল পৰ্যন্ত। দুৰ্ভিক্ষ থেকে দাঙ্গা ও দেশবিভাগ চিকন্দ্বিৰ হিন্দু মুসলমান জীৱনযাত্ৰায় যে পৰিবৰ্তন আনল তাৰ ৰূপবেশা উপাত্তাসটিৰ বিশিষ্ট অবলম্বন।

সান্দাবদেব উজ্জ্বলভিসম্বল জীৱন মাটিৰ টানে বুধেডাঙ্গায় বাধা পড়েছিল কিন্তু যুদ্ধ ও দুৰ্ভিক্ষেৰ ধাক্কায় চালেৰ চোৱাকাববাৰ শুক কৰতে হোল বাডীৰ বৌ বদেব। তাদেব স্বভাবে যায়াবৰ বৃত্তিৰ অবশিষ্ট যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে জীৱিকাৰ জন্তু মৰিয়া চেষ্ঠায় ফতেমাৰ নিৰ্ভীকতায় বা স্ববতুনেৰ স্বাধীন গতিতে।

মাধাই বায়েন। দুৰ্ভিক্ষেৰ সময় চামডাৰ জন্তু গোপনে বিষ মিশিয়ে দিত গৰুৱ খাছে। ধৰা পড়ে মাধাই আব কোনোদিন গ্রামে পা দেয়নি। শুধু একবাৰ দুৰ্ভিক্ষেৰ সময় মাৰ খোঁজে যায়, তাৰ মৃত্যুসংবাদ পেয়ে ফিবে আসে। বেলেৰ কাজে লেগেছিল। ঘৰছাড়া মাধাইএব জীৱনে ৰুজি ও স্থিতিৰ যোগ মেলেনা। অধীহাৰ অনাহাৰে মূৰ্খ স্ববতুনকে মাধাই আশ্রয় দিল। গ্রাম্য জীৱনেৰ ধূলোমাটি মাধা স্ববতুনকে মাধাই প্রতিষ্ঠা দিতে চায় নিম্নতম বেল কৰ্মচাৰীৰ আপেক্ষিক স্বচ্ছলতাৰ সংসাৰে। কিন্তু কোনো এক নিৰ্দয় বাল্য স্থিতিৰ প্রতিক্ৰিয়ায় স্ববতুনেৰ কৃতজ্ঞতা হাৰ মানল। সেই আঘাতে মাধাই এব চন্দ্ৰমালাৰ বিষে আত্মহতী। বেল কৰ্মীসংঘেৰ কাজ তাৰ মনে কোনো স্থায়ী উত্তম এনে দেয় না।

গ্রামীন মণ্ডল বামচন্দ্ৰ দুৰ্ভিক্ষে মেয়ে হাবাল। জামাই মুঙলাকে দত্তক নিয়ে, আবাব বিয়ে দিয়ে সংসাৰ গোছাবাব চেষ্ঠা। মাটিৰ কণা জিন্দে দিয়ে ৰামচন্দ্ৰ বলে দিতে পাবে কি জাতেৰ জমি। এমনি ধবণেৰ চাষী মুঙলাৰ স্বপুৰ মহিম সবকাৰ। এদেব যৌবনে চাদেৰ জমিগুলি অকৰ্ষিত পড়ে আছে মনে কবে হাত নিশ্পিণ্ কৰেছে।

মুঙলাৰ আবাল্য সখা কৃষ্ণদাস বৈষ্ণবেৰ পুত্ৰ ছিদাম। সেও এক জববদস্ত চাষী। ধনবল বা জনবল না পেয়েও গতবে খেটে ধান ঘৰে তুলেছে, চৈতন্ত সাহাৰ মতো মহাজনও এঁটে উঠতে পাবে নি তাৰ সঙ্গে। ছিদামেৰ সহায় ছিল কৃষ্ণদাসেৰ চতুৰ্থ বৈষ্ণবী পদ্ম। অবশ্য বামচন্দ্ৰ বা তাৰ পৰিবাবৰ্ণ ছিদামকে সাহায্য কৰেছে। কিন্তু পদ্মৰ ছিল দিবাজিৱ পৰিশ্ৰম, ঘৰে এবং ক্ষেতে। কৃষ্ণদাস নবদ্বীপে তীৰ্থে যাওযাব পৰ পদ্মৰ সূত্ৰে নিজেৰ দুৰ্বলতায় ছিদাম আত্মহত্যা কৰল। ৰামচন্দ্ৰ ও তাৰ জীৱ অনুবোধ পদ্মকে নবদ্বীপ নিয়ে।

যেতে পাবেনি। ছিদামেব রক্তবিন্দু দিয়ে তৈরি কবা ক্ষেতজমি বা কৃষ্ণদাসেব ভিটা তাবপক্ষে ছাড়া অসম্ভব। ধর্ম তাকে নাডা দেয়না, গৃহই তাব ধর্ম।

তীর্থস্থানেও বামচন্দ্রের মন নবদ্বীপে জমিব দিকে ঝুঁকল। দেশে ফিবে জানল মুঙ্‌লা—পদ্ম ঘনিষ্ঠতাৰ খবব। দেশ বিভাগেবও সূত্রপাত তখনই। মহিম সবকাব ঘব ছেড়ে চলে যায় বর্ধমানে।

দাঙ্গাব ভুক্তভোগী আলেফ ও এবফানেব পবিবাব। দুই ভাই তাবা বিপবীত দুই চবিজ। দুজনেই কলকাতাব চাকবিতে অবসবেব পব দেশে জমিজমা নিয়ে থাকে। বড ভাইয়েব ইচ্ছা জমিব সীমানা বাড়ানো আব নিঃসন্তান ছোট ভাইয়েব আগ্রহ বড ভাইএব ছেলেটিকে শিক্ষিত কবে তোলা। ছেলেটি কিন্তু কলকাতাব দাঙ্গায় মাবা গেল।

সাত্তাল আব বায়বংশ ছিল গড শ্রীখণ্ডব অধিকাবী। কিন্তু বায়দেব অবিমুগ্ধকবিতায় লক্ষ্মী এসে ঠাই নিলেন সাত্তাল ভাঙাবে। বর্তমান সাত্তাল কৰ্তা “দেশেব বাজা”। প্রজাদেব ভালমন্দ উপেক্ষা না করলেও নিজেব স্বার্থেব কথা ভোলেন না নিশ্চয়ই। খাজনার প্রয়োজনে বন্দুক হাতে বিলেব জঙ্গলে যান দুর্ধর্ষ প্রজাদেব শায়েস্তা কবতে। তাঁব ইংবাজি শিক্ষা বা সংস্কৃতি অবশ্য তিনি চিকন্দিতে পুঁথিশালায় মজুত বেখেছেন। দুর্ভিক্ষেব সময় আশ্রয় নিয়েছিলেন বাজপুরুষ শ্রালকেব। কিন্তু সাত্তাল বাড়ির সংহতিতেও ভাঙ্গন ধবল।

বডছেলে নূপনাবায়ণ কংগ্রেস কর্মী, মা বাবাব অজ্ঞাতে বিয়ে কবেছিলেন। নূপনাবায়ণেব অন্তবীণ কালে তাঁব স্ত্রী স্মৃতি আত্মপবিচয় দিয়ে সাত্তাল গৃহে থাকলেও ঠিক মানিয়ে উঠতে পাবেননা। দ্বন্দ্ব জটিল তব হয় নূপনাবায়ণেব ফিবে আসাব পব। ছোট ছেলে রূপনাবায়ণ সাত্তাল মহাশয়ের সতর্কতা সত্বেও বামচন্দ্রদেব সমস্তাব কথা চিন্তা কবতে শুরু কবেছে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সে বিলেত চলে গেল। স্মৃতি আব নূপনাবায়ণ গেলেন কলকাতায়। সাত্তাল গৃহিনী অনস্থ্যা ছেলেদেব এই স্বর বিমুখতায় ক্লান্ত। সাত্তালকে নিয়ে বেবিযে পড়েন তীর্থস্থানে। আব দেশ-বিভাগেব করুণ সূচনায় সমস্তাকুল বামচন্দ্র জনশূন্য তালাবন্ধ সাত্তাল বাড়িতে আঘাত খেয়ে ফিবে এল।



সাত্তালদেব পাবিবাবিক দ্বন্দ্ব, ছিদামেব যৃত্যু, মাধাই এব বোগ, দাঙ্গায়  
আলেফ এবফানেব চবম ক্ষতি—এ সব ঘটনা ও চবিত্বেব গতি প্রকৃতিতে  
বিশিষ্ট শিল্পানুভূতিব পবিচয় পাই। আবাব শেষ পর্যন্ত যেন ভেঙ্গে গডাব  
সম্ভাবনাও দেখি সপবিবাবে সাত্তালদেব বাস্তব্যাগে, বামচন্দ্রেব সেই অমূল্য  
উক্তিভে, “বুঝালানা বুউ, ধবো যে তোমাব মহাভাবতে ক্ষত্ৰিয়ব ধম্ম লেখা  
আছে, ব্রাহ্মণেব ধম্ম লেখা আছে, কিন্তুক আমাব ধম্ম কই লিখছে ? তাইলে  
আমি চাষই কবব”, কিংবা কুলপ্লাবী পদ্মাব অধৈ জলে ইয়াজেব স্ববতুনেব  
প্রাণ রক্ষাব সর্বশেষ অঙ্গীকাৰে। আব ছোটখাট নানা চেনা অচেনা আধো  
চেনা ফুলটুসি, মনসা, টেপিব মাৰ ছবিতে অমিয়ভূষণ স্বদক্ষ লেখনীব  
পরিচয় দিয়েছেন।

কিন্তু খণ্ডচিত্ৰেব তন্ময় রূপদানে অসামান্য সাফল্য সত্ত্বেও বাস্তবেব বিভিন্ন  
স্তরে কোনো সর্বব্যাপী কাৰ্যকাৰণেব সংগতি প্রদানে লেখকেব দ্বিধা উপগ্রাসটিব  
সম্পূৰ্ণতা ক্ষুণ্ণ কবেছে। ভূমিহীন চাষীব দাবিত্যা দাঙ্গা ও দেশবিভাগ,  
বামচন্দ্রেব ট্র্যাজিক পবিণতি, বা সাত্তালদেব পাবিবাবিক ভাঙ্গন যে কোন  
মৌল সত্যেব বহুতব রূপ তাব অনুসন্ধানে লেখকেব সজাগ দৃষ্টিব অধিকতব  
তৎপৰতা প্রয়োজন ছিল। যুদ্ধ, দুৰ্ভিক্ষ, দাঙ্গা বা দেশবিভাগেব মতো চবম  
বিপৰ্যয়েব পক্ষ ব্যঞ্জনাতোও একসঙ্গে স্তব ওঠেনি জুডি ও তাবা উদাবায়।  
ফলে কংয়েকটি অনুচ্চাবিত প্রশ্নেব তাডনাতেই উপগ্রাসটিব সম্পূৰ্ণতা খুঁজতে  
হয়। বামচন্দ্রেব মূল দ্বন্দ্ব কি ? কলকাতাব আগুন নেভানো শান্তিজেলে চিকন্দি কি  
শান্ত হলো ? এবফান আলেফেব পুত্ৰশোক কি কোনো আকস্মিক দুৰ্ঘটনা ?  
নবদ্বীপ বা বৰ্ধমানে ভীড কবতে এল অসংখ্য মহিম সবকাব বা বামচন্দ্র  
কোন নিশিভাকে ঘব ছেড়ে ? আব ধান পাটেব হিষ্টাবল্যাওে সান্দাবদেব  
রাজ্যস্থখেব আকাংখা কতটুকুই বা বইল ?

অবশ্য মাত্র একটি উপগ্রাসেব ( বতদুব জানি ) ব্যবধানেই অমিয়ভূষণ  
মজুমদাব নীলভূঁইয়াব ফাকা বোমাস্থ থেকে গডক্ৰীখণ্ডব মাটি জলেব দৃঢ়  
কাঠামোয় এসে দাঁড়িয়েছেন বলে তাঁব সম্বন্ধে আমাদেব সশ্রদ্ধ প্রত্যাশাতেই  
ঐসব প্রশ্নেব সার্থকতা।

অশোক সেন

**গঙ্গা : সমবেশ বস্তু : প্রকাশক : বেঙ্গল পাবলিশার্স**

লোকপ্রসিদ্ধি ও সাহিত্যসৃষ্টি মध्ये যে কখনো কখনো অসেতুসম্ভব ব্যবধান ঘটে তাব প্রমাণ বিশেষ কবে মিলবে সমবেশ বস্তু বহু শিবোপা-  
ভূষিত অধুনাতন উপন্যাসটিতে। এ-কথা বর্তমানে সবাই জানে যে সমবেশ  
বস্তু প্রথম উপন্যাসটিও পুস্তক দ্বাৰা সম্মানিত হয়েছিলো এবং আমবাও  
অনেক আশায় বুক বেঁধেছিলুম। কিন্তু পুস্তক যদিচ বর্তমান উপন্যাসটিকে  
সাহিত্যেব আনন্দবাজাবে প্রতিষ্ঠিত কবেছে, আমবা পুস্তকো আশাকে  
আব জিইয়ে বাথতে পাবছিনে। অবশ্য সমালোচনাব ফলাফল সমবেশ বস্তু  
মতো কৃতকৰ্ম ব্যক্তিদেব ওপব বৰ্তায় না, এবং বাজাবেব কর্ণধাবেবা নির্ভয়ে  
সোনাবতবী ভাসান যেহেতু কেনা বেচাব নিয়ম প্রতিষ্ঠাব সাহিত্যিক  
মূল্যায়ণেব ধাব ধাবে না। একমাত্র ভবসা এই যে অবধূত বাবাব উদ্দেশ্য  
স্বতঃপ্রকাশ আব সমবেশ বস্তু প্রগতিব গাঁটছডায় বাঁধা।

ভূমিকায় সমবেশ বস্তু ‘গঙ্গা’ বিষয়ে নিজের মনোভাব ব্যক্ত কবতে দ্বিধা  
কবেন নি ‘বোধহয়’-এব আশ্রয় সত্ত্বেও যে একেবাবেই বাদব গড়া হয়নি  
অবশ্য যদিও তিনি তুষ্ট হতে পাবেন নি। উপন্যাসেব কাহিনী ও পদ্ধতি  
সম্পর্কে লিখেছেন ‘সেই একই ভঙ্গি থাকল। পবিচ্ছেদে ভাগ কবিনি।  
কেননা, মৎস্যজীবীদেব মাছধবাব একটি বিশেষ মরশুমী যাওয়া-আসা (trip)-  
কে কেন্দ্র কবেই গোটা কাহিনী গড়ে উঠেছে। আমাব বিশ্বাস, এবকম  
কাহিনীকে পবিচ্ছেদে ভাগ কবলে এর মাছুষগুলি ও তাদেব কাজ এবং নদী  
সব টুকবো হয়ে যায়।’ পবিচ্ছেদে ভাগ কবলে সব টুকবো হয়ে যায় কিনা  
এবং আলোচ্য উপন্যাসেই হয় কিনা এ বিষয়ে নানা সন্দেহ পোষণ কবতে  
কবতে জানি লেখক আতপুবেব মালাপাডাব মৎস্যজীবীদেব কাছ থেকেই  
‘মাছ-ধবা সম্পর্কে বহু কথা, তথ্য, তত্ত্ব’ জেনেছেন ‘যা শুধু চোখে দেখলেই  
জানা যায় না।’ এই জানানিব পব স্বভাবতই আমবা আশা কবতে পাবি  
অর্থাৎ লেখক আমাদেব আশা কববাব কাবণ দিয়েছেন যে ‘অটিক গুরু,  
বেঠিক গুরু, গুরু অগণন’দেব কাছ থেকে তথ্য ও তত্ত্ব মিলিয়ে মৎস্যজীবীদেব  
জীবনযাত্রা ও সেই জীবনেব পাকেপাকে অস্তিত্তেব যতোসব বহু লুকিয়ে  
আছে তাব পবিচয় দেবেন। কাবণ, যা লেখকেব সাক্ষাত অভিজ্ঞতা পুষ্ট

তা তথ্য ও তত্ত্বের গুণে নিশ্চয়ই আমাদের বোধে প্রত্যক্ষ শবীর প্ৰ-  
স্ফোভেবই কথা যে তা হয় নি।

‘গঙ্গা’ কাহিনীর স্পষ্টভাগ দুটি। একটি সাইদাব নিবাবণের স্মৃতি ও  
নিবাবণ-পুত্র বিলাসের প্রেম ও স্বপ্ন। এই দুইভাগ ও দুই চবিত্ত্বের অর্থ,  
পিতাপুত্রের মধ্যে যোগসূত্র পাঁচু। প্রথমবার যে গুন্নীন, সাইদাব নিবাবণের  
ছোট ভাই ও তল্লীদাব এবং দ্বিতীয়বার যে অল্পসবাব একজন যদিও ভাবী  
সাইদাব বিলাসের কর্ণধার অভিভাবক। আসলে অত্যাশ্চর্য্যবাবের মতোই  
বিলাসের তল্লীদাবই বর্তমানে। পাঁচুর স্মৃতিচাবণায় দাদা সাইদাব  
নিবাবণের বহুশ্রম, দুবস্ত যদিও সাবধানী, দায়িত্বশীল কাহিনী ফুটছে আবাব  
চোখের সামনে কর্তব্যপবায়ণ-বিলাসের খেয়ালি অথচ জোবালো ভঙ্গিটি স্পষ্ট  
হয়ে উঠছে বাববাব তাব বাবার কল্পনাব রূপে। দুক্ষেত্রেই পাঁচু দ্রষ্টা,  
ঘটনাব নায়ক নয়। বিলাস বাবাব মাপেই যে বড়ো হয়ে উঠে স্বভাবতই  
সাইদাব হতে চলেছে তা-নয়, তাব কল্পনায় বাবাব সমুদ্রের গোপন আকর্ষণ  
বহুস্তেব ইঙ্গিত আনছে। অন্ধভাগ্যেব হাতছানি তাকে ডাকছে, সাইদাব  
হতে হবে, দায়িত্ব নিতে হবে, সমুদ্রে আসতে হবে। সমুদ্রের ডাক দামিনী  
রুখতে পাবেনি, নিবাবণ সমুদ্রেই হাবিয়ে গেছে আব দামিনীব ‘লাতীন’  
হিমি, বিলাসের ‘মহাবাগী’ কি পাববে তা বিলাসের ক্ষেত্রে?  
পাববে না।

সাইদাবেব ছেলে সাইদাব, নিরুদ্ধেশেব স্বপ্নে উধাও নিবাবণের ছেলে  
বিলাস ঠিক একই নিয়মে, হিমিকে টেনে আনতে পাবেনা তাব ঘবে।  
নিরুদ্ধেশে যায়, ভাসে তাব মাছ মাবাব নৌকোয। ‘পালে হাওয়া লেগে  
গেছে, ডাক দিয়েছে সমুদ্র। ঢেউ লেগেছে বাইমঙ্গল আব ঝিল্লের মোহনায়।’  
‘তৈতলে বিলেস সমুদ্রে যায়।’ এই নিরুদ্ধেশ সমুদ্র যাত্রাব ফাঁকে ফাঁকে  
নিবাবণের টুকবো টুকবো বীবস্ত, বিলাসের বীবস্ত, অমর্তেব বউয়ের ফর্টির্নস্টি  
আব বিলাসের তাব হাত ধবে বলা ‘পালাচ্ছ কেন, কাঁটাব গুণ দেখে যাও।  
বলে টেনে নিয়ে ফেলল, গোয়ালের বিচুলি গাদাব অন্ধকারে।’ ‘সেই থেকে  
অমর্তেব বউ একেবাবে ঠাণ্ডা’ কিন্তু আমাদের নায়ক ‘বিষ নিয়ে এল।’ কি  
বিষ কেউ জানেনা, বিলাসের চবিত্ত্বের কি প্রয়োজনে সেই বিষ কেউ  
জানেনা, উপস্থাসেব কি উদ্দেশ্যে এই বিষ লেখক বলেননা। শুধু ‘উথালি-  
পাথালি’ বিলাসের মন; ফলে, সহজেই হিমি উপাখ্যানের গুণ। আবো

‘একটা গল্প অমর্ত্যেব বউয়েব মতো, এবাবে মন-মাতানো প্রেমের যে-প্রেম  
শুধু কাছেই টানেনা, দুবেও ঠেলতে জানে।

হিমিৰ উপস্থিতিতে বুকি বিলাসেব কাহিনী তাদের প্রেমের কাহিনী,  
‘তাদের রামধনু-বঙা প্রেমের স্বপ্ন। এই স্বপ্নে যদিও মিশে থাকে সমুদ্রের  
কল্লনা। তাই কাহিনীৰ অন্তে সমুদ্রের জয়, কল্লনাৰ উধাও আবেগেব জোবে,  
হিমিৰ পবাজয়। রূপকথাৰ বন্ধনহীন বাজপুত্রেব গলায় তাই বিলাস বলে,  
‘মহারানী, জোয়াবেব আগনায় আসব তোমাব কাছে, চলন্তায় যাব অকুলে।  
তখন যেন তোমাব দেখা পাই।’ হিমি ফিসফিস কবে বলতে লাগলো,  
‘রাজকন্তাব অচঞ্চল মুক্ত আবেশে, ‘তাই তাই তাই গো। তাই থাকব আমি,  
তোমাব যাওয়া-আসাব পথে পথ চেয়ে বসে থাকব।’ এই যাওয়া-আসা ও  
প্রেমের চিবন্তন স্রোতটিৰ সঙ্গে আছে নানা তথ্য ও তত্ত্ব। কতোবকমেব  
জাল আছে, কতোবকমেব জল, কতোবকমেব মাছ ও কতোজাযগাব  
জেলে। কেমন কবে মাছ ধবতে হয় ও গঙ্গাব কি কল্লনা। সব আছে, হৃৎ-  
কষ্টেব কথাও আছে, পাঁচুব মৃত্যু ও একটি জেলেব আত্মহত্যা। তবু সব  
মিলিয়ে ‘গঙ্গা’ কাহিনী সাইদাব নিবাবণেব অপরূপ প্রেম ও সমুদ্রের অজানা  
ইশাবা ও বিলাসের প্রেমে ত্যাগেব পৰিপূর্ণতা ও সমুদ্রের দুনিবাব  
আকর্ষণেব ইতিবৃত্ত। বাকি সব ফাঁক ভবাবাব উপকরণ প্রয়োজনে  
অপ্রয়োজনে।

প্রেমের কল্ললোক বিষয়ে ‘গঙ্গা’ৰ সার্থকতা কেউ যদি অবিসম্বাদী  
-বলেন আমি মানতে বাজী কাবণ হিমি-বিলাস উপাখ্যানে রূপকথাৰ আমেজ  
-থুব স্পষ্ট। কিন্তু আমাব প্রশ্ন থাকবে যে এমন একটা প্রেমের গল্পেব জন্তে  
-হঠাৎ মৎস্যজীবীদেব প্রয়োজন হলো কেনো? কেনো সমবেশ বন্ধকে  
-জানাতে হলো ‘এদেব সঙ্গে অনেকদিনই গঙ্গাব বুক ফিবেছি মাছ-ধবাব সময়,  
দিনে ও বাত্রে?’ অর্থাৎ কেনো লেখকেব এতো কষ্টস্বীকাব? রূপকথাৰ গল্পে  
-যেমন আমবা প্রশ্ন কবিনে বুড়ি-ঠাকুবমাকে ব্যস্ত কবাব জন্তে; কোথাকাব  
-কোন দেশেব বাজপুত্রে আমাদেব গল্পেব নায়ক, ভূগোলেব কোন্ প্রান্তে তাব  
-বাস বা কি তাব সঠিক পৰিচয়,—তেমনি সমবেশ বন্ধ রূপকথাৰ ভূগোলে  
-নিবাবণ-পাঁচু-বিলাসদেব প্রতিষ্ঠিত কবলেও আপত্তি ছিলোনা! যেমন,  
বর্তমানে অতো কষ্টস্বীকাবেব পবেও একই পৰিণতিতে সিদ্ধিৰ হিসেব  
-হুকেছেন। আমাদেব জানতে আপত্তি কি, বাজকুমাব বিলাস যাবেন সাত-

সমুদ্র তেবোনদীৰ পাব, বাজকণ্ঠে হিমিকে নিববধিকাল চোখেব জলে ভাসিয়ে কাবণ বাজকণ্ঠেব যে বুক কাঁপে ভয়ে, সঙ্গিণী হননা দিশেহাবা হয়ে। কিন্তু আমবা জানতে চাইলেও সমবেশ বস্তু দেবেন না। কাবণ, তিনি প্ৰগতিব পশাবী, কপকথা লিখেও আমাদেব বোঝাতে চাইবেন প্ৰত্যক্ষ বাস্তব জীবন। স্ততবাং নানা মুখোঁস, নানা ছলাকলা। জাল, জল, মাছেব হিসেব, বৰ্ণনা। এই সব কাৰ্যকাবণহীন হিসেব পত্ৰবে একবাব বিশ্বাস বাখলে সমবেশবাবু, অনেক পণ্ডিত সমালোচকদেব যেমন মাতিয়েছেন, তেমন মাতাবেন আমাদেব সবাইকে এবং ইঙ্গিতে জানাবেন তিনি এই ‘মানুষগুলি ও তাংদেব কাজ’কেই যেন সাহিত্যজাত কবেছেন! যেন তাঁব উদ্দেশ্য জেলে ও জেলেদেব জীবনযাত্ৰা, নদী ও নদীৰ সঙ্গে তাংদেব অস্তিত্বেব সংগ্ৰামেব হাবজিতেব কাহিনী তাংদেব নিজস্ব আকাশ-মাটি-জলে।

তিনশো একত্ৰিশ পাতাব দীৰ্ঘ কাহিনীটিতে কোথাও তিনি জীবনকে জানবাব চেষ্টা কবেন নি, জীবনকে অস্তিত্বেব যন্ত্ৰণায়, বাঁচাব টানে বুঝবাব পৰিশ্ৰম স্বীকাৰ কবেননি। বুঝবাব ভানে শুধু মাটিব পুতুলকে বক্তমাংসেব মানুষ বলে চালাবাব চেষ্টা কবেছেন যাবা বঙীন কথা বলে, বঙীন নেশায় মাতে, জীবনকে বঙীন ফালুসেব মতো বোঝাতে চায়। স্ততবাং জেলে ও জালেব সব তথ্য ও তত্ত্ব আমবা সমবেশ বস্তুতে না-পড়ে যে-কোনো ইতিহাস বহিতে পেতে পাবি এবং যেহেতু বুঝতে পাবিনে বিলাস কোন্ অঞ্চলেব, মানুষ, কেনো সে অমন সমুদ্রেব আকর্ষণে মাতে, কোন্ মাটি ও আকাশেব, নিচে তাব বাঁচামবা রূপ পাচ্ছে ও কেমনভাবে অল্প সবাব জীবনেব চাপেব সঙ্গে মিশছে দৈনন্দিনেব কাঠামোতে,—আমবা এমন প্ৰেমেব উপাখ্যান ঠাকুবমা-ঠাকুবদাদাব ঝুলিতেই খুঁজতে পাবি! বিলাস সমগ্ৰ জেলেসমাজেব প্ৰাণস্পন্দনকে না-বুঝেই, মাটিতে বা জলে আকড়ে পা বাখবাব যন্ত্ৰণা পেশীতে পেশীতে উপলব্ধি না কবেই সাইদাব হয়ে গেলো, একটা মবশুমী যাওয়া-আসায় জেলেবা মাছ ধবলো জীবনে মাছধবাব তাৎপৰ্যেব প্ৰত্যক্ষতা ছাড়াই, পাঁচু তাব তীক্ষ্ণ চোখে জেলেসমাজেব বাঁচামবাব জালা বাদ দিয়ে দাদা নিবাবণেব অৰ্থহীন বোমাঞ্চকৰ স্মৃতিতে মেতে বহিলো!

মৎস্যজীবীদেব জীবনেব এই চমৎকাৰ বম্য ইতিবৃত্তি বা বিখ্যাত সমবেশ বস্তু বচনা কবেছেন তাকেই কি হেন্ৰি জেমস বলেছেন ‘মিসেস গ্ৰাণ্ডিৰ জন্ত্ৰে কাহিনী’?

অদেৱ সেন

## অগ্রম'না : জ্যোতির্ষয় গল্পোপাখ্যান : প্রকাশক : অগ্রণী

জবো মাথায় বইটা পড়তে পড়তে যখন মাঝে মাঝে হবফগুলো ঝাপসা হয়ে আসছিল, ভেবেছিলুম অনেক কথা লিখবো। '৪৩-৪৬-এব কৈশোর ও তাকণ্য ছেড়ে ৪৬-৫৬ব যৌবনও বেয়ালুম হজম ক'বে দিয়ে ত্রিশোধ মধ্য বয়সেব ধাবে এসেও যাদেব চাবিদিকে কেবল "সন্ধ্যাব ফিকে অন্ধকাব" আব কাটশো না, তাদেবই একজনের লেখা আব একজন পড়লে... নিছক আন্তবিকতাব স্ববটুকুই যদি থাকে তাহলেও—সাময়িক উত্তেজনা স্বাভাবিক। এই প্রথম লেখা বইয়ে তো আন্তবিকতাবও উদ্ধৃত কিছু মেলে। মেলে শিল্পের শুদ্ধিব আশ্বাস—বিষয়বস্তুব নির্মোহ নির্বাচনেই যে শুদ্ধিব আভাস। লিখতে বসে, কিন্তু পড়েছি ফাঁপবে। ভাবছি কোথায় গুরু কবি, কী দিয়ে!

অল্প বয়সে আমবা সকলে শিখেছিলুম : এ শতাব্দীর মধ্যভাগে নিছক দৈনন্দিনটাই মহত্তম। কাবণ দৈনন্দিনে নাকি পড়ে বিশ্বেব ছায়া। সে ছায়া কখনো ভয়ঙ্কব, কখনো মোহময়ী—কিন্তু, কখনোই পবিত্র্যজ্য নয়। আমাদেব মধ্যে কেউ কেউ ধুর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যাযেব চেয়েও বেশী উন্নাসিক ছিল—“আমাব মধ্যে দিয়ে সমগ্র যুগেব স্বন্দেব সমাধান হোক” এ তাত্ত্বিক প্রার্থনাকে দৈনন্দিন জীবনেব দিশাবী কবে নেওয়ার মতো আহ্বানকেবও অভাব ছিল না। আবাব কেউ বা গোবাব মতন ভেবেছিল মনে মনে : হুর্দিনেব সম্তান আমবা, শিয়ব ছেড়ে যেতে পারবো না। হুর্ভিক্ষ দেখেছি, দাঙ্গা দেখেছি, গান্ধীজীব অনশনে কলকাতা সাঁতবে পাব কবেছি, মিলিটারী ট্রাক জলতে ও জালাতে দেখেছি। কলকাতাব শীর্ণ বিস্ত্র দৈনন্দিন হঠাৎ হয়ে গেছে ইতিহাসেব অগ্নিগর্ভ মুহূর্ত।

তাই, যুমেব ঘন গহন হতে যেমন আসে স্বপ্ন, তেমনই উত্থিত হয়েছে, শুধু অনিন্দ্যব বাল্যবাত্রিব অস্থিব আকাশে নয়, লেখকেব সমকালীন পাঠকেব মনেও, অতীত স্মৃতিব নিভৃতি থেকে, একটি দৃশ্য : “তাদের সেই ছোট ঘবটাব দেয়ালে মেঝেতে, আব তাব বিছানা বালিসে কাবা সেই খববেব কাগজ লেপে দিয়ে গেছে।...ঘবটাব এতোটুকু জায়গায় সামান্য একটু ফাঁক পর্যন্ত নেই। আজ সকালেই তো সে বাস্তায দেখেছিল—কাবা সব দেয়ালে দেয়ালে আব ল্যাম্পপোস্টেব গায়ে এঁটে দিয়ে গেছে ওই সব লেখা কাগজ-গুলো। বাবা তো ওই পাশটায় জানলাব ধাবে শুয়েছিল। আব ছোডডি তোঃ

ওই কোণটায়। কাউকে সে দেখতে পাচ্ছে না। খালি ঘবেব সবটুকু জুড়ে  
 “ওই কাগজগুলো।” সকালের আলোয় ঘুম ভেঙে যখন দেখা গেল ঘবটা  
 খালি, দেয়ালে কিছুই নেই, তখন ছুটে বাস্তায় বেবিয়ে বোঝা গেল “সকালটা  
 সত্যি, বাস্তিবাটা মিথ্যে, একেবাবে মিথ্যে”—বাস্তাব দেয়ালে লাল কালিতে  
 লেখা কাগজগুলো বয়েছে। লেখাগুলো, বাংলাদেশেব সবচেয়ে কঠিন, সব-  
 চেয়ে দুর্ভাগ্যেব আব সবচেয়ে একঘেয়ে বিশ্বাদময় সমস্তা : “অন্ন, বস্ত্র,  
 খাণ্ডেব সংকট” বিষয়ে জনমনেব ঘোষণা।

এতদিনে একটি জিনিস শুধু বদলেছে। জনসভায় আজকাল উল্লিখিত  
 সংকটের “তীব্র প্রতিবাদে” ভোটাভুটিব বিহার্সাল চলে... কখনো বা বাজ-  
 ঐনতিক ক্ষমতা দখলেব প্রাথমিক হাতাহাতিও, স্পৃষ্ট ভদ্রসন্তানেব বীবত্বপূর্ণ  
 মন্তব্যত্যাগ অথবা অথর্বপ্রায় কতিপয় কুলাঙ্গাবেব একনিষ্ঠ মন্তব্যপ্রেম  
 উপলক্ষ্যে। খাণ্ডেব নির্মাতা, স্রষ্টা, ডায়মণ্ড হাববাব আব কাকদ্বীপেব পথ-  
 ধবে সেই যে ফেবাব হয়েছে, তেভাগাব পবে, আব তাব দেখা নেই,  
 ভদ্রলোকেব আত্মবক্ষিক সত্যাগ্রহী হিসেবে ছাড়া।

গণতন্ত্ৰেব, বিশেষ কবে ইদানীংকাব কল্যাণী বাণ্টেব এই একটা অসাধাবণ  
 ‘মাহাত্ম্য’ : দেশেব সবকিছুকে, বিশেষত তাব দৈনন্দিন জীবনকে নিক্ষেপ  
 কবে ব্যাপকতম মাঝাবিত্তেব তুচ্ছতাব পাকে, এমন কি অন্ন বস্ত্র খাণ্ডেব  
 আন্দোলনকেও। সকাল আব বাস্তিবা ভেদ যায় মুছে, উভয়ই মনে হয় মিথ্যে।

এখন, তাই, বিশেষ কবে, মাছুষেব দাবিদ্রোয় কষ্টেব পূর্বাপবহীন অনন্ত  
 ‘দৈনন্দিনে’ শক্তিব না হোক্ অন্ততঃ শ্রেয়েব সন্ধান মেলা নিতান্তই প্রয়োজন।  
 বাজাবে যখন Homo Homini Lupus-এব ঝাঙা মুদ্রাশ্রীতিব ঘোড়ায়  
 চেপে দেশেব বৃকে দাপিয়ে ফিরছে তখন “অন্তর্মুণাব” জ্ঞানবুদ্ধ বালক, তাব  
 একান্তই ঘবোয়া দিদি, হলুদেব তেলেব আব ঘামেব গন্ধ মাখা ময়লা থিট্-  
 থিটে মা, বাডীতে প্রগল্ভ বীব আব বাইবে পবাজিত অপ্রস্তুত বাবা, সকলে  
 মিলে আমাদেব যে আশ্বাস দেয় তাতে একটা দেশেব অসহায় মৃত্যুব  
 পবোয়ানা যেমন স্পষ্ট, তেমনিই স্পষ্ট জীবনেব মোল সার্থকতাব রূপ।  
 সত্যজিৎ বায়েব শ্রেষ্ঠ ছবি “পবশ পাথব” দেখেও এমনি বিস্মিত হতে হয়েছিল,  
 নববচ্ছিন্ন বিকৃততা ও বেদনাব শেষ এই সার্থকতাটুকুব কথা অমন সহাস  
 ঐনির্ভীক উচ্চাবণে বলতে পাবাব ক্ষমতায়।

একই অধিষ্টে তাই মুগ্ধ হয়ে দেখি :

“বাড়ীৰ ছোট বড সব কাজই কবন্তে হয় ছোডদিকে । তাকে হাবিকেনটিও জেলে দিতে হবে । তাৰ বাঁধাধৰা অনেক কাজেৰ মধ্যে এও একটা । কতোকাল থেকে অনিন্দ্য দেখে আসছে, ঠিক সন্ধ্যা হয়ে আসবে, বাইবেৰ আলো নিভে আসবে, তাৰেৰ ঘৰটা অন্ধকাৰ-অন্ধকাৰ মনে হবে, আব, সেই সময়ে ছোডদি দপ্ কবে জেলে দেবে হাবিকেনেৰ আলোটা । কিছুক্ষণ আগেও কাঁচের চিম্নি থেকে কালি তুলছিল যখন অতি সযত্নে ঘষে ঘষে তখনো তাৰ মুখেৰ একপাশটা খুব অস্পষ্ট দেখা যাছিল । এবাৰ স্পষ্ট হয়ে উঠলো তাৰ মুখ । অন্ধকাৰ ঘৰে হঠাৎ হাবিকেনেৰ আলোয় তাৰ মুখ বেশ উজ্জ্বল মনে হল অনিন্দ্যেৰ । মাথাটা নিচু, চোখ দুটা আলোৰ শিখাৰ দিকে । মাথাৰ চুল-গুলো পিঠেৰ উপৰ ছড়ানো । এমনি কবে অনেক অনেক সন্ধ্যা কেটেছে ।”— আটপোৰে প্রাত্যহিকেৰ এ এক পৰম বিশ্বয়—এ বিশ্বয়েৰই তন্নয়তায় আসে যামিনী বায়েৰ কজিতে মুখের, দেহেৰ, শাডিৰ সীমাবেথাৰ অমোঘ টান ।

অনেক কাল আগে,—চিবস্থায়ী বন্দোবস্ত জীর্ণপ্রায় হলেও তখনো একেবাবে অন্তিমদশা প্রাপ্ত হয় নি, “পার্সিলেন পবীজালা আলো” তখনো সম্পূর্ণ নেভেনি,—উটকো মৃৎসুন্দৰ আক্ৰোশে ক্লান্তদেহ অসহায় একটি মেয়েকে আমবা দেখেছিলুম, সেজবাতি আব কেবোসিনেৰ ডিবে আব কালিঝুলি ভৰা একটা ঘৰে মাদুব পেতে শুয়ে থাক্তে—কডিকেনা বধুত্বেৰ প্রায়শ্চিত্ত স্বৰূপ । সে কুমু হাবিয়ে গেছে কল্যাণী রাষ্ট্ৰেৰ কর্ণধাৰদেৰ অন্তঃপ্রবেহ, হস্তো তাৰেৰই কনুইলগ্নাদেৰ ভীড়ে । এখন আমাদেৰ সম্বল এই ছোডদি আব তাৰ ভাই ; যে ছোডদিৰ “ওই এক জিদ । জানলাৰ একধাৰটা ছেড়ে দেবে বাবাকে । আবেক পাশটা তাকে । তবু যতোটুকু হাওয়া পাওয়া যায় । আব নিজেৰ জন্তে ওই জায়গাটা, সতিহই এমন অবস্থা জায়গাটাৰ । শুয়ে দেখেছে সে । মনে হবে মাঝে মাঝে যেন একহাত মাটি নিচে নেমে গেছে” ; তবু কিন্তু, “হাসলে ছোডদিকে ববাববি ভালো দেখায়” অথচ, “ছোডদিৰ চোখেৰ দিকে তাকালে মনে হয় ও-দুটা চোখে কান্না ছাড়া কিছু নেই । ছোডদি জোৰ কবে হাসতেও পাবে, কিন্তু কান্নাটা তাৰ খুব সহজেই আসে ।” এ ছোডদিকে সেজেগুজে কনে দেখাৰ আসবেৰ জড়ত্বেও নামতে হয়, আবাব গোটা পৰিবাবেৰ—বাপ ভাই মা সকলেৰ—একমাত্র মানবিক আশ্রয় এই শক্তিময়ী মেয়েটিই । ভাই-এব পিছ পিছ সদাসৰ্বদাই লেগে আছে, তাৰ পড়া তাৰ খাওয়া নিয়ে—মা যে বড ব্যস্ত ক্লান্ত, শাৰীৰিক পৰিশ্রমেই ক্লান্ত, উদ্বেগে বিব্রত ।



ব্যক্তিস্বাধীনতাৰ খোলস পৰা পশ্চিমী “স্বাধীন” জেনানাৰ “অবাধ ব্যক্তিত্ব” এব নেই, কিন্তু বিবংসামুক্ত জীবনেৰ মৌলিক সৃষ্টিময় অঙ্গীকাৰ আছে এব অন্তৰে। লোলা আৰ মাসেল্-এব বাহুমূল ও জঘনপ্ৰদেশে বিশ্বৰ যাবতীয় জীবনতন্ত্ৰেৰ উৎস অথবা নেতিৰ আবিষ্কাৰে অন্তিমবাদী আত্মশুদ্ধিৰ টেকুৰ তুলতে পাবাব সম্ভাবনা এখানে অল্পপস্থিত। তাতে খুব দুঃখিত হতে আমি অক্ষম। জীবনযাত্রা নিৰ্বাহে বমনোদ্বেগেৰ প্ৰয়োজন অপৰিহাৰ্য নয়। তা’ ছাড়া নাবী বোববেৰ দ্বাৰ এই অতি পুৰাতন তন্ত্ৰে বমনোদ্বেগেৰ কাৰণ সংস্থাপিত না কবলেও চলবে,—আঙু ও প্ৰত্যক্ষ অনেক কাৰণেৰ যখন খুব অভাব নেই : যেমন তুললে লোলচৰ্ম মুখ, বোববেৰ অন্তত বিকল্প দ্বাৰ হিসেবে খুব ফেলনা নয়।

কাজেই ছোডদিব মতো আৰো অনেককে পেলেই আমবা খুসি, বিশেষত সৰ্বময় দাবিদ্বা ও নিঃস্বতাৰ পৰিমণ্ডলে জীবনেৰ মৌল মমতাৰ এই শক্তিময়ী অথচ, এ পোড়া দেশে,—অসহায় ৰূপ যখন স্বতাই শবৎচক্ৰ-গন্ধী ভাবানুতা থেকে মোটেৰ উপৰ মুক্ত,—নিপুৰ মেজদা চলে গেলে ছোডদিব চোখেৰ জল ফেলা সন্ত্ৰেও। কাৰণ, সে চোখেৰ জলে পড়া বন্ধ হয়ে যাওয়াৰ লবণাক্ত, প্ৰায় বক্তাক্ত স্বাদ মেশানো।

পৰম একাকী অথচ আশ্ৰয়াকুল একটি প্ৰাক্ত বালকেৰ শুদ্ধ দৃষ্টিৰ অভিজ্ঞানে আমাদেৰ নিত্যকাৰ সংসাৰেৰ আঙিনাটুকু হয়েছে আলোকিত। সত্যিকথা বলতে কি ববীজনাথেৰ ছোটগল্লেৰ শুদ্ধতাৰ আমেজ পাওয়া যায়। অথচ এ কিশোৰ মোটেই ববীজনাথেৰ কোনো কিশোৰ বা শিশু নয়। এমন কি বিভূতিবাবুৰ কিশোৰ অপুও নয়। পৰ্যবেক্ষণেৰ মৰ্মভেদী তীব্ৰতাৰ এ বালকেৰ সমকক্ষ বাংলা সাহিত্যে আছে কিনা আমাৰ জানা নেই। ববীজনাথেৰ আমলে কিশোৰেৰ মনে দুৰ্বোৰেৰ চেহাৰাটা ছিল প্ৰায় প্ৰাকৃতিক। বিভূতি বাবুৰ কিশোৰ দুঃখ পেতো বিচ্ছিন্ন ঘটনাৰ বোধে—আব তাই ছেলেভুলোনো কল্পনাৰ পাখা মেলেতে পাবতো বুডো বয়স পৰ্যন্ত। আব বিংশশতাব্দীৰ মধ্যভাগেৰ এ কিশোৰেৰ মনে সদাই পাক খেতে থাকে উদ্বেগ বেদনাৰ আবৰ্ত, তাতে প্ৰতিফলিত হয়ে ভেঙেচুৰে যায় সমগ্ৰ বস্তুবিশ্ব।

সহপাঠি পাল্লব দাদা ইস্কুলে পড়তো। মাইনে দিতে পাবে নি। ইস্কুল ছেড়ে বেটুবেটে কাজ নিয়েছে বয়-এব। পাল্লব তাই কববে ভাবছে। পাল্লব দিদি, বুম্‌কোদি লৰ্ণনেৰ আলোয় সেলাই ক’বে পয়সা যোগাড় কবে। পাল্লব

পিছনে টିକ্‌টিକ୍‌ কবে পড়া নিয়ে। ঠিক ছোডদিব মতন। পাল্ল এদিকে  
 “লাইন মেবে” সিনেমায় নিয়ে যায় ‘অনিন্দ্যকে’। সিনেমা ভালো লাগে না।  
 পর্দায় দিদিব মতন মেয়েদেব’ কি সাজ, ববফের মতো সাদা বাড়িগুলো কি  
 বিবটি, কত বড় বড় জান্না। তা’দেব ঘবটা কিন্তু অন্ধকাব। জান্নাব ধাবে  
 বসে কখনো দেখা যায় না বৃষ্টিব ফোঁটাগুলো পড়ছে কোথা থেকে, বোঝা  
 যায় না মেঘাচ্ছন্ন আকাশটাও তা’দেব ঘবটা’ব মতনই অন্ধকাব কিনা। দিদিব  
 ভালো শাড়ি মাত্র একটা। তাই পবিয়েই একদিন দিদিকে নিয়ে তা’দেব যাত্রা  
 অরুদিদেব একতলাব ভদ্রলোকেব বাড়ীতে, যদি পছন্দ হয় আব বিয়ে কবে  
 দিদিকে। মা’ব আব অরুদিদেব এই ষড়যন্ত্র। অরুদি একটা চৌখোস  
 মেয়ে। কজ্জিতে সিল্কেব রুমাল জড়ায়। অথচ খেতা’দি, অরুদিবই বোন,  
 অগ্রবকম, দামাল কিন্তু সহৃদয়। বাড়িতে, অনিন্দ্যেব বাবা মাকে মিথ্যে  
 কথা বলেন। পাওনাদাবকে ভাগানোব জন্তে তাকেও মিথ্যে কথা বলায়।  
 বাড়ীতে হেড মাষ্টাব মশাইকে যা’ তা’ বলেন অর্থচ দেখা যায় ধর্মঘটেব দিন  
 ঘুব ঘুব কবছেন-হেড মাষ্টাব মশাইয়েবই চাবপাশে। তা’স খেলতে যাচ্ছি  
 বলে বেবোন, আসলে যান টিউশন কবতে। মা জানেন না, দিদি কিন্তু  
 জানে। আব ওকে একদিন ছাপিবয় খাইয়েছিল কিনে বাবা। মা খাটে  
 সাবাদিন অর্থচ কখনো অস্থখ কবে না। এই বকম কত ভাবনা অনিন্দ্যেব!

আর কাজও। দিদিকে দেখাতে নিয়ে যেতে অরুদিবা এলো গাড়ি কবে।  
 তা’দেব জন্তে বাড়িতে চা-এব সবঞ্জাম, কাপ ডিস্‌ আনতে হলো অনিন্দ্যকে,  
 পাল্লব দাদাব বেণ্টুবেট থেকে পাল্লকে বলে ক’য়ে। তা’বপর অরুদিদেব  
 একতলাব ভদ্রলোকেব সিদ্ধান্ত জানতে হলো তাকেই। ছোডদিব জন্তে  
 অরুদি অবশ্য অগ্র পাত্র ঠিক কবেছে লিখলো—জন্মক পিওন। অরুদিবা  
 তো মাকে মাসীমা বলে, ছোডদিব বন্ধু। আত্মীয়ও। ওদিকে রুম্‌কোদিব  
 বিয়ে হচ্ছে ড্রাইভাবেব সঙ্গে। নিপুব মেজদাব সঙ্গে সে পড়তো। বাবাব  
 অস্থখ কবলে বিবটি বাড়িব অপবিচিত সিঁড়ি দালান পেবিয়ে তাকেই আনতে  
 হয় বাবাব টিউশনিব পাওনা টাকা। মাত্র ৫৭ টাকা পেল।

তবু, কৈশোবেব প্রকৃতিব নেশা তো তাকেও ছুঁয়ে যায়—প্রকৃতিহীন  
 কলকাতাতেও পশ্চিমেব আকাশেব লালচে সোনা সোনা বঙ, মনে হয় ছুঁলে  
 হাতে ফোঁস্কা পড়বে। অর্থচ সে বঙেব কাপড় অরুদি পবলে ভালো লাগে  
 না। আব, একটু পবেই দোকানপাট বন্ধ লক্ষ্য ক’বে যখন সন্দেশ হয়

শহৰেব কোথায় যেন 'হান্সা' হৈছে, বিকেলেব বঙা যায় হাবিয়ে তে  
জবাকুন্তমসন্ধাশ ঘনঘটা তলিয়ে যায় 'সমাজে'ব শহৰেব দুৰ্গোগে। তাই বলে,  
তুপুবেব বোদে গাছেব ছায়ায় 'যুমন্ত' স্কুলেব দবোয়ান গিবিগোবধ'নেব ভুঁড়িৰ  
উপৰ টুপটাপ বাবে পডা আমলকিৰ পাতা মিথ্যে নয়। মিথ্যে নয় সেই  
লোকটি, 'ইস্কুলেব ছেলেদেব জন্তে পেন্সিল, খাতা, কলম, লজ্জুস, স্কেল,  
কাগজ, চানচুব টুকিটাকিৰ জন্ম বস্তুবিশ্ব সাজিয়ে নিয়ে যে বসে বোজাই।  
মিথ্যে নয় কুমুদবাবুব ছডাকাটা আব তাঁব মৃত্যুও।

তুংখ দাবিদ্র্য আব নিশ্চিহ্ন হতাশায় ভৰা আমাদেব এই দেশেব ছোট্ট  
একটি অস্থিৰ মানুষকে কেন্দ্ৰ কৰে চোখেব মনেব এমন পবন তুপ্তিব,  
আয়োজনে সফল হওয়াব চেয়ে বড কুতিত্ব আব কী হতে পাবে?

ইদানীং একটা কথা হামেশাই মনে হয়। ইওবোপেব Homo  
Homin Lupus-এব তত্ত্বমত্ৰ সঞ্জাত জীবনযাত্ৰায় বাস্তবতাৰ সাধনা আব  
আমাদেব অসহায় নিঃসম্বল জীবনযাত্ৰায় বাস্তবতাৰ সাধনা ভিন্নধৰ্মী  
হতে বাধ্য। নিবন্ধুশ আত্মবত্ৰিৰ আবৰ্ভে সব মৌলিক মানবিক আবেগেৰ  
সম্পূৰ্ণ বিনাশেব বোধেই হয়তো ইওবোপেব মুক্তিৰ সূচনা সম্ভব—আমাদেব  
দেশে যে সব আবেগেব একেবাবে প্ৰাথমিক (rudimentary) স্তৰেব  
মানুষী ৰূপ এখনো শিল্পেব মূল উপকৰণ হিসেবে গ্ৰাহ্য শুধু নয়, আবশ্যিক।  
এমন কি যাকে "সেণ্টিমেন্ট" ব'লে বুদ্ধিজীবিবস্তুভ কাঁধঝাড়া দিতে আমবা  
অভ্যন্ত তা'ও পবিত্ৰ্যজ্ঞ নয়, কাৰণ, সম্ভবতঃ নিতান্তই জীবনযাত্ৰাব ব্যাপ্ত  
বিডম্বনাৰ চাপে সেণ্টিমেন্টও যুৰুবাৰ শক্তি জোগায়। অবশ্যই যদি তা মিড-  
ভিক্টোৰীয় মনোলোল্যেব খোবাক না হয়ে জীবন সংগ্ৰামেব মৌল শৃঙ্খলা ও  
কাঠিন্বেব সঙ্গে যুক্ত হয়—সম্ভবতঃ এই কাৰণেই কাঁচেব জানালাব ওপাবেব  
একটি হৰিণ ও একটি হৰিণীৰ কাছে, সমগ্ৰ জীৰ্জগতেব কাছে আমবা ঋণী।  
বন্ধু বলেই সাহস কৰে বলি, এই কাৰণেই শ্ৰীজ্যোতিৰ্ময়েব কাছেও আমবা  
ঋণী বোধ হয়। এ ছাড়া আব কোনো পথও তো দেখি না—বঙেব ব্যবসাকে  
সাহিত্য বলে যদি না মেনে নিতে হয় কোনো মোবাবজিব জববদস্তিতে।

একটি কথা বলে শেষ কৰি। ভাষাৰ বিষয়ে আব একটু যত্নবান হলে  
ভালো হয় না? বিশেষ কৰে শব্দেব আব প্ৰধানত ক্ৰিয়াপদেব পৌনঃ-  
পুনিকতাৰ বিষয়ে?

বৌধানন চট্টোপাধ্যায়

**বাজেশ্বরী : আশীষ বর্মন : প্রকাশক : বাকু**

‘বাজেশ্বরী’ গ্রন্থকাবেব প্রথম উপগ্রাস। ইতিপূর্বে বাংলাব সম্ভ্রান্ত ময়িকীগুলিতে আশীষ বাবুব সাহিত্য প্রতিভাব নিদর্শন আমবা পেয়েছি ছাট গল্প-ব মাযফত। তাঁব ছোট গল্পগুলিব মধ্যে কয়েকটি অব্যর্থ প্রতিভাব ণে পাঠকমহলে আলোডনেব সৃষ্টি কবে। বিশেষত ‘কিশলয়’ ও ‘কটি’ প্রভৃতি গল্প যে গভীব সমীহাব সঞ্চাব কবেছিল তাতে ইতিমধ্যেই লেখক গুণগ্রাহী পাঠক ও স্রষ্টাবৃন্দেব মনে ‘বিজয়ী’-ব আসন পেয়েছেন—যদিও বর্তমান উপগ্রাসেব মুখবন্ধে তাঁকে বিনয়েব আতিশয্যে এ-সত্যকে চাপা দিতে সচেষ্ট দেখা যায়। ছোট গল্পে আশীষ বাবু চবিত্তেব বৈচিত্র্য ও সামাজিক পটেব বৈশিষ্ট্যেব সঙ্গে সঙ্গে তাঁব গল্পেব ব্যঙ্গনাতেও বৈচিত্র্য আনতে সক্ষম। অর্থাৎ গল্পেব ভিতবেব দাবিতে তাঁব গল্পেব শবীবকে বিশেষ রূপদানেব দুলভ ক্ষমতা তাঁব লেখায় আমবা পেয়েছি। যে লেখকেব এই ক্ষমতা নেই, তিনি শুধু গল্পই বলতে পাবেন, গল্পেব পবিমিত হলেও প্রাণবান দাবি পালন কবাব শক্তি সে লেখকেব নেই বলেই তাঁব গল্প যজ্জেব সফল বা বিফল কাজ মাত্র হয়, সত্যকাব সাহিত্যপদবাচ্য হয় না, বই-এব বাজাবে তাব চাহিদা কিছুকালেব জন্ত যতই বেশী হক না কেন।

আশীষ বাবু-ব শক্তিমত্তাব এ-সত্যকে ভব কবেই কিন্তু আমবা তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপগ্রাসটিব বিষয়ে উপস্থিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার অধিকার অর্জন কবব। আলোচনাব ভাবসাম্যেব জন্তই শুধু নয়, ববং এবং প্রধানত নিবন্ধুশ অকপট আলোচনাব শর্ত হিসেবে।

উপগ্রাস বলতে যে বৃহদাকাব এপিক-উপম পিতামহস্বরূপ নৈব্যক্তিক যাত্রাব শিল্পকর্মেব কথা আমাদেব মনে জাগে, ভালোই হক আব মন্দই হক সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে তাব প্রতিধ্বনি প্রায় বেওয়াজে পবিণত হয়েছে। নিঃসন্দেহে ‘বাজেশ্বরী’ সে-জাতীয় উপগ্রাস নয়। এমন কি ‘উপগ্রাস’-ই কিনা, না লং স্টোবি বা বড গল্প সে-বিষয়ে হয়তো নানা মূনি নানা মত প্রকাশ কববেন। আমবা এ-বিষয়ে কোন বায় দেব না, খানিকটা বায় উৎকর্ষ-অপকর্ষেব অনভিপ্রেত ও বিভ্রান্তিকব সূচক হওয়ার ভয়েও টি।

অন্তত এইটুকু স্পষ্ট যে পাত্র-পাত্রীদের নাম গ্রহেব প্রাবস্তে তালিকা  
না কবা সম্ভবও বিনা আয়াসেই মনে থাকে। বস্তুত, এবা সংখ্যায়  
পাঁচটি। নায়ক স্তম্ভন; নায়িকা ত্ববা বা উত্তবা; নায়কেব পৃষ্ঠপোষি-  
জাতীয়া স্বাবলম্বিনী আভা-দি বা আভা মিত্র—ত্ববাব মানী, আভাদিব ক-  
(ইনশিওব্যান্স) সূত্রে জোটা বন্ধুপদ প্রার্থী এবং নায়িকাব পাণিপ্রার্থী ধন-  
মুবা-ব্যবসাযী বতন ধব এবং বডদি—ত্ববাব মা। মনে হয় এঁবা সবাই ব্রা-  
অন্তত উপস্থাসেব আত্মোপান্ত এঁদেব খুব গুছিয়ে কথা বলতে এবং ততোবিব-  
গুছিয়ে চলাফেবা কবতে দেখা যায়। কিন্তু সে-কথা স্বতন্ত্র। দিল্লী-প্রবাসী  
ত্ববাব বাবা যশসী ভাক্তাব, আঁচে আমবা তাঁব চবিত্তেব যে ব্যক্তিত্বেব দিকটা  
জ্ঞানতে পাবি উত্তবাধিকাব সূত্রে ত্ববা তা পেয়েছে। মানী আভাদি  
বাড়ীতে ত্ববাব কলকাতায় বেড়াতে আসাব প্রসঙ্গে যে প্রথম অবতাবনা  
এবং তাবপব উপস্থাসেব বেশ কিছুদূব পর্যন্ত তাব ক্রমাশ্রয় পাঠকেব ওঁসুক্যকে  
বিশেষভাবে আকৃষ্ট কবে। যদিও এবই ফাঁকে ফাঁকে ত্ববাব 'চাপাব কলি'-  
মতো আঙুল ইত্যাদি অপ্রস্তুত পীড়াও দেয়। নায়ক স্তম্ভন-ও যতশ-  
আফিস পালিয়ে গবম পিচেব বাস্তা পাব হয়ে ফুটপাথেব ছায়া ধবে এগিয়ে  
ট্রামে চড়ে দ্বিপ্রহবে নিদ্রাবতা আভাদিকে তুলে সববত তৈবি কবিয়ে খ-  
ততক্ষণ লেখকেব আশ্চর্য তুলিব কাজে মনে হয় এ-সব নিয়েই সে হয়ে  
একদিন আমাদের চমকে দেবে। এবং চমকাতো থাকে কিছুদিন প্র-  
যখন ত্ববা এল। তাবপব অকস্মাৎ সে আমাদের সবচেয়ে বেশী চমকে দি-  
মল খসাল—উঠতে বসতে জানাতে লাগল যে সে দবিজ্ঞ। আব আভা  
সবাইকে জানাতে লাগলেন তাব ব্যক্তিস্বরূপেব অনন্ততাব কথা, মায় শিল্পী  
স্বলভ আঙুলগুলিব মহিমা পর্যন্ত। এ-দিকে সত্তা পাশ তরুণী ত্ববা তাকে  
পবম্পবাক্রমে নীবা-তে থাওয়াল, হাতীব দাঁতেব সিগারেট কেস উপহা-  
দিল, তাব সঙ্গে হৃদয় দিল এবং তাবও পবে একেবাবে শেষে বিস্ট ওয়া-  
এবং এবই মধ্যে একবাব আভাসে চাকবি ছেড়ে নিকপত্রব বডলোক হও-  
প্রস্তাব-ও উঠল।

এ-সব যখন পূর্ণোত্তমে চলছে বতন ধব কিন্তু তখন-ই এসে পড়েছে  
প্রথমে সাহেব সেজে ও পবে ফিনফিনে পাঞ্জাবী পবে—যাতে ভিতবকা-  
জালি গেঞ্জি দেখা যায়—সে তাব লম্বা চওড়া শবীব ঘন ঘন আভাদিব বাড়ী  
ভিতর বাহির কবতে লাগল। যাই হক, তাব পক্ষে বলা যায় যে সে

দিয়ে যামিনী বায়েব ছবি দেখানো সত্ত্বেও গ্রন্থকাৰেব এ-বোধ অনায়ত্ত হয়। তাই শেষ অবধি গোটা উপন্যাসেব অলস অনর্থকতা এ-বাকম ট উল্লেখেব ম্যাজিকে অৰ্থবহু হয়ে ওঠে না। প্ৰাবস্তেব গুৰুভাব উক্তিটি লেখ নাটকীয় উক্তি বা উদ্দেশ্যেব প্ৰকাশমাত্ৰ থেকে যায়। সে উক্তি উপ-গঠনে, কাহিনী-বিত্তাসেব তীব্ৰতায়, চৰিত্ৰগুলিৰ বৈশিষ্ট্যেব ক্ষুব্ধাৰ্থ ক শব্দ ও ছন্দেব গ্ৰথিত নিৰ্দেশে নিষ্কাশিত হয় না। উপন্যাসেব পত্তনে- তনুকচিৰ মায়াময় আভাস আন্তিক অভিযোজনেব অভাবে, ছন্দেব উত্থানপতনে তা ঘুলিয়ে যায় একপ্ৰকাৰ অকিঞ্চিৎকৰ শৈথিল্যবি- মোটেব উপব 'বাজেশ্বৰী'-উপন্যাসে লেখকেব নিঃসন্দেহ সাহিত্যিক অপচয় হচ্ছে এই অনুভূতিই শেষ পৰ্যন্ত পাঠকে ক্লান্ত কৰে তোলে। ফলে পূৰ্বপৰিচিত শক্তিমত্তা সত্ত্বেও আশীষবাবুৰ এই উপন্যাস বিষয়ে পাঠ সমাজে তৰ্ক ওঠাই স্বাভাবিক।

শিল্পী শ্ৰীযুক্ত যামিনী বায়েব আঁকা প্ৰচ্ছদপটটি অপূৰ্ব। ছাপাও প্ৰকাশকেব কৃতিত্ব অভিনন্দনযোগ্য।

অনিন্দ্য

### নিবেদন

সহায় পাঠকেদেব কাছে আমাদেব একান্ত নিবেদন  
যে যাদেব বাৰ্ষিক গ্ৰাহকমূল্য এই সংখ্যায় অৰ্থাৎ  
নবমবৰ্ষ চতুৰ্থ সংখ্যাৰ সঙ্গে শেষ হ'ল তাঁবা যেন  
অনুগ্ৰহ কৰে নিচেব ঠিকানায় আগামী বছৰে  
গ্ৰাহকমূল্য ৩.৫০ নয়াপয়সা পাঠিয়ে দেন।

৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা : ৯



॥ মূল্য : এক টাকা ॥

মাননী প্ৰেস, ৭৩, মানিকতলা ষ্ট্ৰীট কলিকাতা-৬ থেকে আশীষ বৰ্মণ কতক প্ৰকাশিত ও

কিন্তু এ-তো গেল আব কটি নাট-বস্তু কষে দিলে ভাদ্রা গাড়ীটি হয়তো চলেতেও পাবত তাব জল্পনা। আসলে এক কথায় উপন্যাসটি আমাদের বিব্রত করেছে। বাংলা ভাষাকে কথার পিঠে কথা এবং অন্তর্বর্তী আবহ সৃষ্টিকরণ কি ভাবে ব্যবহার করা যায় তাব এক ধবণেব সাকল্যেব দৃষ্টান্তেব সৃষ্টি সন্দেহও আমবা উপন্যাসটিকে আশীষবাবুব অগ্রাভিযানেব একটি প কোন দিক থেকেই বলতে পাবি না। এমনকি মূলে একটি 'বিবীয়' মনোলোল্যেব স্রোত লক্ষ কবে আমবা শঙ্কিত হই। উপন্যাসেব উদ্ভূতিতে এবং ধ্যানিকটা ভূমিকাতেও যে অঙ্গীকার ইঙ্গিতে নিজেকে প্রকাশ কবেছিল—মানবিক সম্পর্কে আত্ম-সচেতন শুদ্ধতাব সাধনা—সুদীর্ঘ, সসংগত পবিশ্রমে বাস্তবেব স্বাসবোধকাবী জটিল আবর্ত থেকে মৃত্যুঞ্জয়ী প্রত্যয় তাব নীলবর্ষ রূপটিকে উত্তরণ, লেখকেব মৌল নিরুত্তম মেজাজে প্রকাশ হয় অসাধ্য না হয়ে পাবে না। ফলে উপন্যাসেব ক্রমবিকাশেব যন্ত্রণাময় প্রবাহ পাকে স্থিতি, নির্নিমেষ তন্ময়তায় সেই ভাস্বব সত্যেব বেদনাবিধুব রূপটি প্রকাশ না পেয়ে বিশ্বাসপ্রবণ পাঠকদেব নিকট লেখকেব স্তিমিত, দীর্ঘশ্বাসময় নিবেদন মাত্র হয়ে থাকে। Attitude আব posture এক নয়। আশীষ বাব posture-এব চেয়েও attitude আমাদের প্রণিধানযোগ্য, কিন্তু সে-রূপে আমবা ভবসা পেলাম না। 'শুদ্ধ সম্পর্কেব' অন্বেষণ আদর্শ হিসেবে বোধনোই মিথ্যা নয়, কিন্তু তাব একটা ধর্মাত্ম মর্মভেদী চেহারা আছে যা-র সন্ধান, আবাম কেদাবা-ব আবামে বা অবৈজ্ঞ স্ফোয়াশ পানে পবিবর্তনসাপেক্ষ নয়।

অর্থগুরুতা যে মহাপাতক এবং তাব কুফল নিদারুণ সে-কথা প্রথম পাঠেব ই শিশুদেবও শেখানো হয়। এবং আজকেব বেডিও, সিনেমা, সংবাদপত্র প্রচল্যাণ বাস্তবে' সার্বিক ক্লেদাক্ত অর্থকীটদষ্ট আবহাওয়ায় সেই প্রাথমিক কীর্ত্ত, নিরলঙ্কার, অমানুষিক কদর্থে পর্যবসিত। স্বতবাং নিছক ইনিয়ে তাব পুনরুজ্জ্বল প্রকাবাস্তবে দুর্নীতিমূলক না হলেও অবাস্তব ও অসম্ভব। তাব স্বরূপ নির্ণয় এবং তাব বিরুদ্ধে প্রতিবোধেব সমস্তা-ও আহুতেব তর্কণ-তর্কণীব একপ্রকাব স্বাভূত, সহজপাচ্য সৌখীনতা ও ভঙ্গীপ্রধান বিশ্রান্ত অভ্যাসেব সমস্তা নয়। মানুষেব অঙ্গেব কান্তি যে ত অনন্তহৃদেব ও স্ক্রুমাংস সে তাব বেশমী পিচ্ছিলতাব কাবণে নয়। আফিসে visitors' corner-এব দেয়ালে আমাদের অভ্যস্ত চমক

সামেব কোথাও আমাদের অহেতুক বা অপ্রত্যাশিত বিবক্তির উল্লেখ  
বোনা।

টিনা যখন জমে উঠল—অর্থাৎ যখন বতন ধব ত্বাব পাণিপ্ৰার্থী, ত্বাব  
তে বাবাব কাছে চিঠিতে স্বমন বাবুব কথা অকপটে জানিয়েছে, স্বমন  
খসাব কি খসাব না ভাবছে, আভাদি থেকে থেকে কপাল টিপছেন—  
ম সময় বড়দি দিল্লী থেকে গড়াতে গড়াতে নেমে এলেন। এসেই  
মনকে ‘বাপু’ এবং বতনকে ‘perfect gentleman’-এব পর্যায়ে ফেলে  
টি হয়ে বোনেব বাডীতে আস্তানা গাড়লেন। ভাবখানা এই—একটা  
কা কবে তবে উঠব।

কিন্তু কী কি হতে চায়? আব কিসেব বফা? পর্যায়ক্রমে পাত্র-পাত্রী  
ত্যাগেই (বতন ধব একমাত্র ব্যতিক্রম) কোন না কোন বেলায় উপোসী  
বইলে বা থাকবাব উপক্রম কবলেন। তৃত্য বামু উটেপাণ্টা ফবমায়েসেব  
চপ নির্বাক বিষয় প্রকাশ কবতে লাগল। অবশেষে বোঝা গেল  
টিনাসেব গোড়ায় লেখকেব উদ্ধৃত উক্তিটিব মূল্য—“If money is the  
etc., etc.—Is it not therefore also the universal means  
divorce!” অর্থাৎ তেলে-জলে যেমন মিশ খায় না তেমনি স্বমন-ত্বরা  
শও মিশ খেল না। ত্বাব স্বমনকে পবিষ্কাব ভাবে প্রেম নিবেদন কবল  
পিতাব অর্থের প্লানি বুঝি তাব আডষ্টাব কাবণ। দু’জনেবই অহংকার  
হংকাব-জনিত আত্মসচেতনতা দু’জনকেই আত্মনির্ধাতন সঙ্কেও রাশ  
পবল।

কিন্তু বতন ধব স্পষ্টতই প্রত্যাখ্যাত হ’ল। এবং ফলে বড়দি জ’লে  
জিনিষপত্র গুছিয়ে দু’একদিনেব মধ্যেই কত্নাকে নিয়ে দিল্লীভ ট্রেনে  
গেলেন। আখ্যানেব এইখানেই পূর্ণ পবিসমাপ্তি বলা যেত যদি না ঠিক  
আভাদিব হাতে স্বমনকে তাব শেষ উপহাব বিস্টওয়াচটি তুলে  
দি টেশন থেকে বাডীতে ফিবেই স্বমনকে চিঠিতে এই শেষ  
অবিলম্বে ত্বাকে চিঠি লিখতে ‘আদেশ’ কবতেন। অর্থাৎ  
কোলান অবস্থায় লেখক ২৩৮ পৃষ্ঠাব শেষে আমাদের  
ত্বাব ও স্বমনেব মানভঞ্জেব জন্ত এ যেন শেকিং দি

সমাপ্তি উপহাসেব কেন্দ্রীয় দুর্বলতাব শেষ পবিণাম।



প্রথমত, গ্রন্থের মারামারি এসে আমবা স্পষ্টই দেখতে পাই যে নায়কটি তা  
 ঔজ্জ্বল্য হাবাতে আবস্ত কবেছে। দ্বিতীয়ত, এই চবম বার্থতাব হাত খে  
 উপন্যাসটিকে হয়তো কথঞ্চিৎ মুক্তি দিতে পাবত যে ঘটনা তা-ও ঘটল না  
 জ্বরী বতনকে বিয়ে ক'বল না। স্ববাব চবিত্তেব—এবং উপন্যাসেব  
 মেরুদণ্ডেব পবিচয় হিসেবে এ-ঘটনা ঘটতে পাবত বলে মনে হয়। স্ত্রমন  
 উভয়েরই চাবিত্তেব সার্থক ভাবী বিকাশেব প্রতিশ্রুতি হিসেবেও সম্ভ  
 তৃতীয়ত, আভাদি-ও নিবাভা হয়ে গেলেন অচিবেই। তাঁব চবিত্ত-চিত্ত  
 হাইওয়ার্টাব মার্ক বা পবাকার্টা বলা যায় বতন ধবেব সঙ্গে স্ত্রমনেব ক  
 পিঠে কথাব লডাইতে বতনেব বণে ভঙ্গ দেওয়ার ঠিক পব থেকে ক  
 আভাদি-স্ববাব কথোপকথনেব দৃশ্য পর্যন্ত। শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মে প্রাষণ দেখা  
 এক একটি খণ্ড মুহূর্ত বা খণ্ড দৃশ্য ইত্যাদি যা ক্ষটিকেব মতো বিভিন্নমুখী আ  
 ছাতি ছডাতে থাকে। কখনো মনে হয় আলো ঠিকবছে এই দিকে কথ  
 মনে হয় ঐদিকে। অর্থাৎ একসঙ্গে কম বেশী স্পষ্ট একাধিক চিত্রকল্প মান  
 প্রতিফলিত হয়। উল্লিখিত সময়টুকুতে লেখক এই অসাধারণ কৃতিত্বেব পবিচ  
 দিবেছেন। বতন উঠে যাওয়ার পব আভাদি স্ববাকে বাসে চডানো য়ি  
 স্ত্রমনকে যে কচ কথাগুলি শোনাতে থাকেন একবাব মনে হয় এ হ'ল বতনে  
 সামনে স্ত্রমনেব বাডাবাড়িব শাস্তিস্বরূপ, আবেকবাব মনে হয় এ হল  
 অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অবস্থাপন্ন লোকেদেব সেই বহুবর্ণিত আকস্মিক এক  
 স্বয়ংহীন প্রাশ নিবোধ দুর্বাবহাব—পবে একদিন গাড়ী চালাতে চালা  
 অগ্রমনস্ত পথচারীব প্রতি গালিবর্ষণ যাব একটি ক্ষুদ্র উদাহরণ (যদি  
 শেবোক্ত উদাহরণটিব ব্যবহাব কবেছেন লেখক অত্র এক উদ্দেশ্যে)।  
 স্বাত্রে স্ববাব ধবে আভাদিব যে ব্যবহাব তাতে একবাব মনে হয়  
 স্ত্রমনেব প্রতি একান্ত স্নেহে কাতব, আরেকবাব মনে হয় বতন ধব  
 সবাইকে জড়িয়ে তাঁব মনে এক অদম্য ঈর্ষা জেগে উঠছে।  
 ঈর্ষা বা স্ত্রমনেব উপব একচ্ছত্র কর্তৃত্ব করাব মানসিক বিকৃতি  
 বজ্র ইত্যাদি ধবনেব মানবিক গুণগুলিব সমাহাবেই  
 আভাদিকে বাঁচানো যেত। পবিশেষে স্ববাব হয়ে  
 কোতুকব পবিস্থিতিব সৃষ্টি কবে। (আভাদি বিস্ট  
 দিগে স্ববাকে মিথ্যা চিঠি লিখলেও না হয় বুঝতাম—এ  
 পাওয়া যেত)।